শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত

নবযোগেন্দ্রোপাখ্যান

ও

# উদ্ধবগীতা।

মূল অন্বয় অনুবাদ ও

তাৎপর্য্য সহিত

---


সিদ্ধান্তবাচস্পতি-

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি কর্ত্তৃক



সম্পাদিত

ও

প্রকাশিত।

১০ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ইউ, রক্ষিত দ্বারা

মুদ্রিত।

মূল্য ২.০ দুই টাকা চারি আনা।

# মুখবন্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান ও উদ্ধবগীতা প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাবাদ সারাংশ সন্নিবেশিত আছে। অনেকের ইচ্ছায় ইহা অন্বয়ের সহিত সরল বাঙ্গালায় বিশুদ্ধভাবে অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কঠিন হইলেও, ভরসা করি, সাধারণ পাঠকগণের বোধগম্য হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু এই গীতা সম্বন্ধে আমরা এ কথা বলিতে পারি না। ইহা ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ, এবং ইহাতে মুক্তির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই উপাদেয় গ্রন্থ ভক্তগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাঠক মহাশয়গণ পাঠ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। অতএব তৎসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে এতদ্দ্বারা সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই আমরা আমাদের উদ্যম সফল বোধ করিব

# সূচীপত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।




৩৬ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১০ আশ্বিন ১৩০৭ সন।

প্রকাশক।

# শ্রীমদ্ভাগবতম্।

## একাদশস্কন্ধঃ।

### প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্॥ ১॥

শুকঃ উবাচ। সরামঃ (রামেণ সহিতঃ) যদুভিঃ (চ) বৃতঃ কৃষ্ণঃ (বলবত্তরং) কলিং (কলহং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) দৈত্যবধং কৃত্বা ভুবঃ ভারম্ অবতারয়ৎ (অবাতারয়ৎ)॥ ১॥

শুকদেব বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত যাদবগণে পরিবৃত হইয়া বলবত্তর কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার অবতারণ করিলেন॥ ১॥

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ॥ ২॥

দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিঃ (দুর্দ্যূতং কপটদ্যূতং হেলনম্ অবজ্ঞা কচগ্রহণং দুঃশাসনেন দ্রৌপদ্যাঃ কেশাকর্ষণম্ এতানি আদিঃ যেষাং গরদানজতুগৃহদাহাদীনাং

---

এই একাদশ স্কন্ধে একত্রিংশটি অধ্যায়ে মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মৌষল-লীলা-ব্যপদেশে জীবের বৈরাগ্য উৎপাদনের নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ে যদু-বংশের ধ্বংস বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ত্রিংশ অধ্যায়ের চারি অধ্যায়ে নারদ-বসুদেব-সংবাদে জায়ন্তেয়োপাখ্যান, এক অধ্যায়ে ব্রহ্মাদি দেবতার স্তব, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণোদ্ধবসংবাদ, এক অধ্যায়ে যদুকুলসংহার ও এক অধ্যায়ে শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধান বর্ণিত হইয়াছে।

তৈঃ সাধনৈঃ ), সপত্নৈঃ ( শত্রুভিঃ দুর্য্যোধনাদিভিঃ ) সুবহু ( যথা স্যাৎ তথা, বহুবারান্ ) যে পাণ্ডুসুতাঃ ( যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ ) কোপিতাঃ ( কোপং কারিতাঃ ) তান্ নিমিত্তং কৃত্বা ইতরেতরতঃ ( পরস্পরতঃ উভয়োঃ পক্ষয়োঃ ) সমেতান্ ( মিলিতান্ ) নৃপান্ হত্বা ঈশঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) ক্ষিতিভারং নিরহরৎ ( জহার ) ॥ ২ ॥

কপট পাশক্রীড়া অবজ্ঞা ও কেশাকর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা শত্রুগণ কর্ত্তৃক বহুবার যে পাণ্ডুতনয়েরা কোপিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া উভয় পক্ষে মিলিত রাজগণকে সংহার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন ॥ ২ ॥

ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্‌যাদবং কুলমহো অবিসহ্যমাস্তে ॥ ৩ ॥

অপ্রমেয়ঃ ( অচিন্ত্যপ্রভাবঃ সঃ ভগবান্ ) স্ববাহুভিঃ ( নিজভুজৈঃ ) গুপ্তৈঃ ( সুরক্ষিতৈঃ ) যদুভিঃ ভূভাররাজপৃতনাঃ ( ভুবঃ ভারভূতাঃ রাজ্ঞঃ তেষাং রাজ্ঞাং পৃতনাঃ সেনাঃ চ ) নিরস্য ( বিবাহাদিচ্ছলেন হত্বা ) অচিন্তয়ৎ ( পরামমর্শ )। ননু অবনেঃ ভারঃ ( যদি ) অপি গতঃ ( তদপি অহং তং ভারং ) হি ( নিশ্চিতম্ ) অগতং মন্যে; যৎ ( যতঃ ) অবিসহ্যং ( সোঢ়ুম্ অশক্যং ) যাদবং কুলম্ অহো আস্তে ( ইতি ) ॥ ৩ ॥

অচিন্ত্যপ্রভাব সেই শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুদ্বারা পরিরক্ষিত যাদবগণ দ্বারা পৃথিবীর ভারভূত অনেকানেক রাজা ও তাঁহাদিগের সৈন্য সকল সংহার করিয়া চিন্তা করিলেন, যদিও পৃথিবীর ভার অপনীত হইল বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝিতেছি যে, ঐ ভার অপনীত হয় নাই; কারণ, অবিসহ্য যাদবকুলই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্-
মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥ ৪ ॥

নিত্যং মৎসংশ্রয়স্য ( অহম্ এব সংশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ যস্য তস্য ) বিভবোন্নহনস্য বিভবৈঃ বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিভিঃ উন্নহনস্য উৎকর্ষবতঃ নিরবধিবৈভবস্য ) অস্য ( যদুকুলস্য ) অন্যতঃ ( দেবাদিভ্যঃ অপি ) পরিভবঃ ( তিরস্কারঃ অপি ) কথঞ্চিৎ ( অপি ) ন এব

ভবেৎ ( নাশঃ তু দুরন্তঃ। অতঃ অহং ) বেণুঃ স্তম্বস্য ( সমূহস্য ) বহ্নিম্ ইব যদুকুলস্য অন্তঃ ( মধ্যে ) কলিং ( কলহং ) বিধায় শান্তিম ( উপশমং ) ধাম ( চ ) উপৈমি উপৈষ্যামি ) ॥ ৪ ॥

নিত্য মদাশ্রিত ও বীর্য্যৈশ্বর্য্যাদিবৈভব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই যাদবকুলের অন্য হইতে পরিভব কোনরূপেই হইবে না, অতএব আমি স্বয়ং, বেণু যেমন বেণুসমূহের মধ্যে বহ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংহার করে, তদ্রূপ যদুকুলের মধ্যে কলহ উৎপাদন পূর্ব্বক শান্তি বিস্তার করিয়া স্বধামে গমন করিব ॥ ৪ ॥

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সংজহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥ ৫ ॥

( হে ) রাজন্, এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) ব্যবসিতঃ ( কৃতনিশ্চয়ঃ ) সত্যসঙ্কল্পঃ ঈশ্বরঃ বিভুঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) বিপ্রাণাং শাপব্যাজেন ( শাপমিষেণ ) স্বকুলং সংজহ্রে ( উপসংহৃতবান্ ) ॥ ৫ ॥

রাজন্, এই প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রশাপচ্ছলে নিজকুল সংহার করিলেন ॥ ৫ ॥

স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥
আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা স্বমূর্ত্ত্যা নৃণাং লোচনং গীর্ভিঃ ( স্বগীর্ভিঃ ) তাঃ ( গিরঃ ) স্মরতাং চিত্তং পদৈঃ ( তত্র তত্র অঙ্কিতৈঃ ) তানি ( পদানি ) ঈক্ষতাম্ ( ঈক্ষমাণানাং ) ক্রিয়াঃ ( গমনাদিকাঃ ) ॥ ৬ ॥

আচ্ছিদ্য ( আকৃষ্য ) কৌ ( পৃথিব্যাং ) সুশ্লোকাং কীর্ত্তিং বিতত্য ( বিস্তার্য্য ) অনয়া ( কীর্ত্ত্যা ) অঞ্জসা ( সুখেন ) নু ( নিশ্চিতং লোকাঃ ) তমঃ ( অজ্ঞানময়ং সংসারং ) তরিষ্যন্তি ইতি ( অভিপ্রেত্য ) ঈশ্বরঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) স্বং পদং ( স্থানম্ ) অগাৎ ॥ ৭ ॥

লোকলাবণ্যপ্রদ নিজ মূর্ত্তি দ্বারা মানবগণের নয়ন আকর্ষণ, নিজ বাক্যসমূহ দ্বারা ঐ সকল বাক্য স্মরণকারী জনগণের চিত্ত আকর্ষণ এবং নিজ চরণ দ্বারা তদ্দর্শনকারী লোকসমূহের গমনাদি ক্রিয়া আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে সুশ্লোকা কীর্ত্তি বিস্তার পূর্ব্বক এই কীর্ত্তি দ্বারা লোকে সুখে অজ্ঞানময় সংসার নিশ্চয় উত্তীর্ণ হইবে, ইহা জানিয়া, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলেন ॥ ৬-৭ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্॥ ৮॥

রাজা উবাচ। ব্রহ্মণ্যানাং ( ব্রাহ্মণভক্তানাং ) বদান্যানাম্ ( উদারচরিতানাং ), নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাং কৃষ্ণচেতসাং বৃষ্ণীনাং কথং বিপ্রশাপঃ অভূৎ॥ ৮॥

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন। ব্রাহ্মণভক্ত বদান্য নিত্য বৃদ্ধোপসেবী শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণের কিরূপে বিপ্রশাপ হইল?॥ ৮॥

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ব্বং বদস্ব মে॥ ৯॥

( হে ) দ্বিজসত্তম, যন্নিমিত্তঃ যাদৃশঃ সঃ বৈ শাপঃ, একাত্মনাম্ ( একচিত্তানাং ) কথং ভেদঃ ( কলহঃ ), এতৎ সর্ব্বং মে ( মহ্যং ) বদস্ব ( কথয় )॥ ৯॥

দ্বিজসত্তম, যে কারণে যেরূপ সেই শাপ হইল এবং একচিত্ত যাদবগণের কিরূপে কলহ হইল, এই সকল আমাকে বলুন॥ ৯॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ॥ ১০॥

বাদরায়ণিঃ উবাচ। সকলসুন্দরসন্নিবেশং ( সকলানাং সুন্দরাণাং সুন্দরবস্তূনাং সন্নিবেশঃ বিন্যাসবিশেষঃ যস্মিন্ তৎ ) বপুঃ বিভ্রৎ ভুবি সুমঙ্গলং কর্ম্ম আচরন্ আপ্তকামঃ ( পূর্ণকামঃ অপি ) স্থিতকৃত্যশেষঃ ( স্থিতঃ কৃত্যস্য কার্য্যস্য শেষঃ যস্য সঃ ) উদারকীর্ত্তিঃ ( উদারা ভক্তসুখদস্বভাবময়ী কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ) ধাম আস্থায় ( অধিষ্ঠায় ) রমমাণঃ ( সন্ ) কুলং সংহর্ত্তুম্ ঐচ্ছত ( ঐচ্ছৎ )॥ ১০॥

শুকদেব বলিলেন। সকল সুন্দর বস্তুর একত্র সমাবেশ যাহাতে এরূপ শরীর ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে সুমঙ্গল কর্ম্ম আচরণ করিয়া পূর্ণকাম স্থিতকৃত্যশেষ ( স্থিত অর্থাৎ অবশিষ্ট আছে, কৃত্যশেষ অর্থাৎ কার্য্যশেষ যাহার ) উদারকীর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে অধিষ্ঠিত হইয়া লীলাকার্য্য সম্পাদনের অভিলাষে কুলের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করিলেন

কর্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্বা।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ ॥ ১১ ॥

পুণ্যনিবহানি (পুণ্যানি নিবহন্তি প্রাপয়ন্তি, যানি তানি) সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎ-কলিমলাপহরাণি (গায়তঃ জগতঃ কলিমলাপহরাণি চ) কর্ম্মাণি কৃত্বা যদুদেবগেহে কালাত্মনা নিবসতা (শ্রীকৃষ্ণেন) নিসৃষ্টাঃ (প্রস্থাপিতাঃ) মুনয়ঃ পিণ্ডারকং (দ্বারকা-সমীপবর্ত্তিতীর্থবিশেষং) সমগমন্ ॥ ১১ ॥

পুণ্যজনক, সুমঙ্গল, গানকারী জগজ্জনের কলিমলনাশক কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়া যদুরাজগৃহে কালরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিগণ পিণ্ডারক নামক দ্বারকাসমীপবর্ত্তী তীর্থবিশেষে সমাগত হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ অসিতঃ কণ্বঃ দুর্ব্বাসা ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ কশ্যপঃ বামদেবঃ অত্রিঃ বশিষ্ঠঃ নারদাদয়ঃ (চ মুনয়ঃ সমগমন্) ॥ ১২ ॥

ঐ স্থানে বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥ ১৩ ॥

ক্রীড়ন্তঃ কুমারাঃ যদুনন্দনাঃ তান্ উপব্রজ্য (অন্তঃ) অবিনীতাঃ (অপি বহিঃ) বিনীতবৎ, উপসংগৃহ্য (পাদগ্রহং কৃত্বা) পপ্রচ্ছুঃ ॥ ১৩ ॥

যদুবংশ-সম্ভূত কুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ মুনিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া অন্তরে অবিনীত হইলেও বাহিরে বিনীতের ন্যায় ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পাদগ্রহণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৩ ॥

তে বেশয়িত্বা স্ত্রীবেশৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্ব্বত্ন্যসিতেক্ষণা ॥ ১৪ ॥
প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিং স্বিৎ সংজনয়িষ্যতি ॥ ১৫ ॥

তে ( কুমারাঃ ) জাম্ববতীসুতং সাম্বং স্ত্রীবেশৈঃ বেশয়িত্বা ( হে ) অমোঘদর্শনাঃ বিপ্রাঃ, এষা অসিতেক্ষণা অন্তর্বত্নী ( গর্ভিণী ) পুত্রকামা প্রসোষ্যন্তী ( আসন্নপ্রসবা ) বঃ ( যুষ্মান্ ) সাক্ষাৎ প্রষ্টুং বিলজ্জতী ( বিলজ্জমানা সতী অস্মন্মুখেন ) পৃচ্ছতি কিং স্বিৎ সংজনয়িষ্যতি ( কন্যাং বা পুত্রং বা ) তৎ ব্রূত ( ইতি ) ॥ ১৪-১৫ ॥

ঐ কুমার সকল জাম্ববতীতনয় সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া, হে অমোঘদর্শন বিপ্রগণ, এই অসিতলোচনা গর্ভিণী পুত্রকামা ও আসন্নপ্রসবা হইয়াছেন, ইনি আপনাদিগকে সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইতেছে বলিয়া আমাদিগের মুখে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইনি কি সন্তান প্রসব করিবেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন ॥ ১৪-১৫ ॥

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

( হে ) নৃপ, এবং প্রলব্ধাঃ ( উপহসিতাঃ অতএব ) কুপিতাঃ মুনয়ঃ তান্ ( যদুকুমারান্ ) ঊচুঃ, ( রে ) মন্দাঃ, ( মন্দমতয়ঃ ), বঃ ( যুষ্মাকং ) কুলনাশনং মুষলং জনয়িষ্যতি ( ইতি ) ॥ ১৬ ॥

রাজন, এইরূপে উপহসিত সেই মুনিগণ কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, রে মন্দবুদ্ধি বালকগণ, ইনি তোমাদিগের কুলনাশন মুষল প্রসব করিবেন ॥ ১৬ ॥

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুষলং খল্বয়স্ময়ম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ ( মুনিবচনং ) শ্রুত্বা তে ( যদুকুমারাঃ ) অতিসন্ত্রস্তাঃ ( সন্তঃ ) সহসা ( আশু ) সাম্বস্য উদরং বিমুচ্য ( উদ্ঘাট্য ) তস্মিন্ ( উদরে ) অয়স্ময়ং ( লোহময়ং ) মুষলং দদৃশুঃ খলু ॥ ১৭ ॥

তাহা শ্রবণ করিয়া সেই যদুকুমারগণ অতিশয় ভীত হইয়া সত্বর সাম্বের উদরবেষ্টন মোচন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে একটি লৌহময় মুষলই রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ ॥ ১৮ ॥

( ততঃ চ ) নঃ ( অস্মাভিঃ ) মন্দভাগ্যৈঃ কিং কৃতং নঃ ( অস্মান্ প্রতি ) জনাঃ কিং বদিষ্যন্তি ইতি ( বদন্তঃ ) বিহ্বলিতাঃ ( ব্যাকুলচিত্তাঃ সন্তঃ ) মুষলম্ আদায় গেহান্ যযুঃ ॥ ১৮

তখন তাঁহারা, "আমরা কি মন্দভাগ্য, কি কর্ম্ম করিলাম, লোকেই বা আমাদিগকে কি বলিবে", এইরূপ বলিতে বলিতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেই মুষলটি গ্রহণানন্তর গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥

তং চ ( মুষলং ) সদসি ( রাজসভায়াম্ ) উপনীয় পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ( পরিম্লানা মুখস্য শ্রীঃ শোভা যেষাং তে যদুকুমারাঃ ) সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ রাজ্ঞে ( উগ্রসেনায় ) আবেদয়াঞ্চক্রুঃ ( স্বকৃতং সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ ) ॥ ১৯ ॥

পরে তাঁহারা সেই মুষলটি রাজসভায় লইয়া গিয়া ম্লানমুখে সমস্ত যাদবগণের সম্মুখে রাজাকে তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বামোঘং ব্রহ্মশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ ।
বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ ॥ ২০ ॥

( হে ) নৃপ, দ্বারকৌকসঃ ( দ্বারকা ওকঃ স্থানং যেষাং তে সর্ব্বে ) অমোঘম্ ( অনিবর্ত্ত্যং ) বিপ্রশাপং শ্রুত্বা ( তথা ) মুষলং চ দৃষ্ট্বা ( তাবৎ ) বিস্মিতাঃ ( বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ ততঃ চ ) ভয়সন্ত্রস্তাঃ ( ভয়েন সন্ত্রস্তাঃ ব্যাকুলাঃ ) বভূবুঃ ॥ ২০ ॥

রাজন্, দ্বারকাবাসী সকলেই সেই অমোঘ বিপ্রশাপ শ্রবণ ও সেই মুষল দর্শন করিয়া বিস্মিত এবং ভয়সন্ত্রস্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ ।
সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহং চাস্যাবশেষিতম্ ॥ ২১ ॥

সঃ যদুরাজঃ আহুকঃ ( উগ্রসেনঃ অপি ) তৎ মুষলং চূর্ণয়িত্বা ( চূর্ণীকৃতান্ তদবয়বান্ ) অস্য ( চূর্ণীক্রিয়মাণস্য মুষলস্য ) অবশেষিতং লোহং চ সমুদ্রসলিলে প্রাস্যৎ ( প্রক্ষিপ্তবান্ ) ॥ ২১ ॥

যদুরাজ উগ্রসেনও সেই মুষলটিকে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণগুলি এবং মুষলাবশেষ লৌহখণ্ডটি সমুদ্রসলিলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১ ॥

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ॥ ২২ ॥

ততঃ ( তত্র সমুদ্রে যৎ অবশেষিতং ) লোহং ( তৎ ) কশ্চিৎ মৎস্যঃ অগ্রসীৎ ( গিলিতবান্ )। চূর্ণানি তু তরলৈঃ ( তরঙ্গৈঃ ) উহ্যমানানি ( ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্যমাণানি ) বেলায়াং ( সমুদ্রতীরে ) লগ্নানি ( সন্তি ) এরকাঃ ( তৃণবিশেষাঃ ) আসন্ কিল ॥ ২২ ॥

তৎকালে মুষলাবশেষ সেই লৌহখণ্ডটি একটি মৎস্য গ্রাস করিল। আর সেই মুষলের চূর্ণগুলি সমুদ্রের তরঙ্গ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তীরে সংলগ্ন হইল ও তাহাতে এরকা নামক এক প্রকার তৃণ জন্মিল ॥ ২২ ॥

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ ॥২৩॥

অর্ণবে ( তস্মিন্ সমুদ্রে ) মৎস্যঘ্নৈঃ ( কর্ত্তৃভিঃ ) অন্যৈঃ ( মৎস্যৈঃ ) সহ ( সঃ অপি ) মৎস্যঃ জালেন গৃহীতঃ। ( তদ্বিদারণদশায়াং ) তস্য (মৎস্যস্য) উদরগতং ( মুষলশেষভূতং ) লোহং ( লব্ধা ) সঃ ( জরা ইতি প্রসিদ্ধঃ ) লুব্ধকঃ ( ব্যাধঃ ) শল্যে ( শরাগ্রে ) অকরোৎ ( কারিতবান্ ) ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সমুদ্রে মৎস্যজীবিগণ কর্ত্তৃক অন্যান্য মৎস্যের সহিত সেই মৎস্য জাল দ্বারা ধৃত হইল। পরে উহার ছেদনকালে উদরগত সেই লৌহখণ্ডটি জরানামে প্রসিদ্ধ এক ব্যাধ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে শরাগ্র প্রস্তুত করিল ॥ ২৩ ॥

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত ॥ ২৪ ॥

জ্ঞাতসর্ব্বার্থঃ ( অবিজ্ঞাপিতাঃ অপি জ্ঞাতাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ যেন সঃ ) ভগবান্ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) বিপ্রশাপম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ ঈশ্বরঃ ( সমর্থঃ ) অপি তৎ ( অন্যথাকরণং ) ন ঐচ্ছৎ ( কিন্তু ) কালরূপী ( সঃ ) অন্বমোদত ॥ ২৪ ॥

যাদবগণ না জানাইলেও অন্তর্যামী ভগবান এ সকল বৃত্তান্তই অবগত হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ বিপ্রশাপ অন্যথা করিতেও পারিতেন, কিন্তু তদ্রূপ ইচ্ছা করিলেন না; পরন্তু কালরূপী হইয়া তাহা অনুমোদনই করিলেন ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে মৌষলোপক্রমো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

# দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

১ গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ ।

অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণদর্শনলালসঃ ॥ ১ ॥

(হে) কুরূদ্বহ ! নারদঃ কৃষ্ণদর্শনলালসঃ (সন্) গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাম্ অভীক্ষ্ণং (পুনঃ পুনঃ) অবাৎসীৎ ॥ ১ ॥

শুকদেব বলিলেন, কুরুনন্দন ! দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনে লালসান্বিত হইয়া গোবিন্দভুজরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন ॥ ১

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ।

ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥ ২ ॥

(হে) রাজন্ ! সর্ব্বতোমৃত্যুঃ (সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা নিশ্চিতঃ মৃত্যুঃ যস্য সঃ) কঃ নু ইন্দ্রিয়বান্ (পুমান্) অমরোত্তমৈঃ (অমরেষু অপি উত্তমৈঃ ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ) উপাস্যং মুকুন্দচরণাম্বুজং ন ভজেৎ ॥ ২ ॥

রাজন্ ! সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীন এই মানবজাতির মধ্যে কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষ অমরোত্তমগণেরও উপাস্য মুকুন্দচরণাম্বুজ সেবা না করিবে ॥ ২ ॥

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্ ।

অর্চ্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

একদা তু গৃহাগতং (স্বগৃহং প্রত্যাগতম্) অর্চ্চিতং সুখং (যথা ভবতি তথা) আসীনং তং (সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যজ্ঞতয়া প্রসিদ্ধং) দেবর্ষিং (নারদম্) অভিবাদ্য (প্রণম্য) বসুদেবঃ ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ ॥৩॥

একদা গৃহাগত অৰ্চ্চিত ও সুখাসীন সেই দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন করিয়া বসুদেব এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বসুদেব উবাচ।

ভগবদ্ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।

কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥ ৪ ॥

বসুদেব উবাচ। ( হে ভগবন্! ) পিত্রোঃ ( আগমনং ) যথা পুত্রাণাং ( সুখায় ভবতি তথা ) ভগবদ্ভবতঃ ( ভগবদ্রূপস্য ভবতঃ ) যাত্রা ( সঞ্চারঃ ) সর্ব্বদেহিনাং ( সাধারণানাং ) কৃপণানাং ( সর্ব্বনিকৃষ্টানাম্ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়েণ সন্তপ্ততয়া অতিদীনানাং তথা ) উত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ( উত্তমঃশ্লোকবর্ত্মভূতানাং সর্ব্বোৎকৃষ্টানাং ভক্তানাম্ অপি ) স্বস্তয়ে ( মঙ্গলায় ভবতি ) ॥ ৪ ॥

বসুদেব বলিলেন, ভগবন্! মাতা ও পিতার আগমন যেমন পুত্রদিগের সুখের নিমিত্ত হয়, তদ্রূপ ভগবদ্রূপ আপনার আগমনও দেহধারী জীবমাত্রের—অতিনিকৃষ্ট দীনহীন এবং অত্যুৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তিপথবর্ত্তী জনেরও মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।

সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ৫ ॥

দেবচরিতং ( দেবানাং পর্জ্জন্যাদীনাং চরিতং ) ভূতানাং দুঃখায় চ সুখায় চ ( ভবতি ) ত্বাদৃশাং ( ত্বদ্বিধানাম্ ) অচ্যুতাত্মনাম্ ( অচ্যুতে ভগবতি আত্মা যেষাং তেষাং ) সাধূনাং ( তু চরিতং ) সুখায় এব হি ॥ ৫ ॥

দেবতাদিগের কার্য্য জীবের দুঃখ ও সুখ উভয়ই উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু আপনাদিগের ন্যায় অচ্যুতাত্মা সাধুগণের চরিত কেবল সুখের নিমিত্তই হয় ॥ ৫ ॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।

ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৬ ॥

যে (জনাঃ) দেবান্ যথা ভজন্তি (আরাধয়ন্তি) কর্ম্মসচিবাঃ (কর্ম্মাধীনাঃ) দেবাঃ অপি ছায়া ইব তান্ তথা এব (ভজন্তি)। সাধবঃ তু (ন তথা কিন্তু) দীনবৎসলাঃ (দয়ালবঃ) ॥ ৬ ॥

যে লোক দেবতাদিগকে যেরূপে ভজনা করে, দেবতারাও তাহাকে সেইরূপেই ভজন করিয়া থাকেন। সাধুগণ কিন্তু সেরূপ করেন না. তাঁহারা দীন-বৎসল ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে বিশ্বতোভয়াৎ ॥ ৭ ॥

(হে) ব্রহ্মন্! তথাপি (তব আগমনেন এব বয়ং কৃতার্থাঃ অপি) যান্ শ্রদ্ধয়া শ্রুত্বা মর্ত্ত্যঃ বিশ্বতঃ (সর্ব্বস্মাৎ) ভয়াৎ মুচ্যতে (তান্) ভাগবতান্ (ভগবৎপরিতোষকান্) ধর্ম্মান্ তব (ত্বাং) পৃচ্ছামঃ ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! যে ধর্ম্ম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া মরণশীল মানব সকল ভয় হইতে মুক্ত হয়েন, আপনার নিকট সেই ভগবৎপরিতোষক ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥৭॥

"হে ব্রহ্মন্" ইত্যাদি। ভাগবতধর্ম্ম—শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আত্মলাভার্থ উক্ত যে ধর্ম্ম, তাহারই নাম ভাগবত ধর্ম্ম। শাস্ত্রোক্ত পরধর্ম্মও এই ভাগবত ধর্ম্মেরই নামান্তর। কারণ, ভাগবতধর্ম্মের বুৎপত্তিলভ্য অর্থ দ্বারা ঐ পরধর্ম্মকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবত শব্দের অর্থ ভগবৎসম্বন্ধীয়। এ সংসারে ভগবৎসম্বন্ধশূন্য পদার্থই অপ্রসিদ্ধ। অতএব ভগবৎসম্বন্ধী বলিতে সাক্ষাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ-বিশিষ্টই বুঝিতে হইবে। যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকর্ত্তৃক আত্মলাভার্থ উক্ত হয়, তাহাই ভাগবত শব্দের অর্থ। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ ধারণকর্ত্তা বা ধারণের সাধন অথবা তদুভয়ই। যাহা ধারণ করে ও যদ্দ্বারা ধারণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। যাহা মানবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, যাহা মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত হইতে দেয় না, এবং যে সাধন দ্বারা মানবের স্বরূপে অবস্থান সাধিত হয়, যদুপায়ে মানবের স্বরূপ হইতে বিচলন ভ্রংশ বা বিচ্যুতি নিবারণ হয়, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। অতএব যে ধর্ম্ম সাক্ষাৎ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আত্মলাভার্থ উক্ত হয় এবং যাহা মানবকে স্বরূপে অবিচলিত রাখে, তাহাকেই ভাগবত ধর্ম্ম বলা যায়। পরধর্ম্মও তাহারই নাম। যে ধর্ম্ম ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়া আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি সম্পাদন করে, যাহার অনুষ্ঠানে শ্রীভগ-

বানের প্রাপ্তি বা শ্রীভগবানের প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না এবং সেই নিমিত্তই যাহাতে কোন বিঘ্ন বাধা ঘটিতে পারে না, সুতরাং শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য কেহই যে ধর্ম্মের বক্তা হইতে পারেন না, সেই ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। অতএব পরধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম একই হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যে ধর্ম্ম, তাহার নাম অপর ধর্ম্ম। অপর ধর্ম্ম সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে —শ্রীভগবানের প্রাপ্তির উদ্দেশে বা শ্রীভগবানের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না। উহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রাপ্তির বা প্রীতির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়াই অর্থাৎ উহাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে বলিয়াই মানবকে প্রায়ই স্বরূপে অবিচলিত রাখিতে পারে না, পরন্তু তত্তদুদ্দেশ্যের সংসাধনে নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে তাঁহাকে বিচলিতই করিয়া থাকে। এই অপর ধর্ম্মে ধর্ম্মের লক্ষণ দেখা যায় না। যাহা মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত করিতে গেল, তাহাতে কিরূপে ধর্ম্মের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে?" তথাপি নীতি অর্থাৎ সকাম লৌকিক কর্ম্ম, সকাম বৈদিক কর্ম্ম বা যাগ-যজ্ঞ-তপস্যাদি, নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের ত্যাগরূপ বৈরাগ্যাভ্যাস এবং ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞান প্রভৃতিকে অপর ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। উহাদিগকে অধর্ম্ম না বলিয়া অপরধর্ম্ম বলিবার বিশেষ কারণ আছে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের নামই অধর্ম্ম। নরকাদি অনিষ্টের সাধন বলিয়াই অধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। নীতি প্রভৃতি নিষিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ নীতি প্রভৃতি মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত করিবেই করিবে এমন কোন নিয়ম নাই। যে নীতি প্রভৃতি মানবকে স্বরূপ হইতে বিচলিত করিল না, তাহারা ধর্ম্মমধ্যে গণ্য হইতে পারিল। তবে ঐ নীতি প্রভৃতি হইতে বিচলনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বলিয়া এবং উহারা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া পরধর্ম্মমধ্যে গণ্য না হইয়া অপরধর্ম্মমধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে।

ভগবৎসম্বন্ধরহিত নীতির মূলীভূত যে স্বত্ব অর্থাৎ অধিকার ও কর্ত্তব্য, তাহা সম্পূর্ণ নহে। কারণ, কেবল পার্থিব-দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধেই উক্ত নীতির প্রসার দেখা যায়। এই স্থূল দেহমাত্রই আমি, সুতরাং স্থূলদেহের যতটুকু অধিকার, আমার অধিকার ততটুকু মাত্র। দেহাতিরিক্ত চেতনাত্মার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যে কি বিপুল অধিকার রহিয়াছে, তাহা আমার জ্ঞানবহির্ভূত। অতএব এই দেহদৈহিক সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে আমার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তার পর, স্বার্থান্ধতা ত আছেই আছে। স্বার্থান্ধ হইয়া কর্ত্তব্যের অপব্যবহার আমার পদে পদেই আছে। জন্মান্তরে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাসরহিত নীতিজ্ঞের কর্ত্তব্য পরিবার সমাজ ও দেশকে অতিক্রম করিয়া যতদূর কেন প্রসারিত হউক না, উহা আপনাকে ভুলাইতে পারে না, উহা নিজের শারীরিক সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারে না। অন্ততঃ যশোলিপ্সাও তাদৃশ নীতিজ্ঞের অন্তরে

অস্থিত থাকিবেই থাকিবে। এরূপ অবিশুদ্ধ অসম্পূর্ণ নীতিকে পরধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা সাহসমাত্র। সকাম বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা। বৈদিক কর্ম্মীর কর্ম্মফলাদিতে বিশ্বাস থাকিলেও ক্ষয়িষ্ণু স্বার্থযুক্ত স্বর্গাদিফলের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম্মের অবিশুদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা অপরিহার্য্য। অতএব উহাকেও পরধর্ম্ম বলা অযুক্তিসঙ্গতই হইতেছে। বিশেষতঃ যে প্রাচীন কর্ম্মকামনায় জীবকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বিষয়াকর্ষণে বিচলিত করিতেছে, সকাম কর্ম্ম দ্বারা তাহার ক্ষয়ই হইতে পারে না। পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টাও যদ্রূপ আর সকাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মবাসনা পরিহারের চেষ্টাও তদ্রূপ। তদ্দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই কারণে কর্ম্মত্যাগ প্রশংসনীয় হইলেও উহাকে পরধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, অতিদুঃসাধ্য যে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন সুসিদ্ধ হয় না। তথাপি যিনি তচ্চেষ্টায় চেষ্টিত থাকেন, তাঁহার ঐ ত্যাগেই বাসনা থাকিয়া যায়। ত্যাগকামনার সহিত কর্ম্মবিদ্বেষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কর্ম্মবিদ্বেষ উৎপাদন করিল, যাহাতে ত্যাগের কামনা থাকিয়া গেল, তাদৃশ ত্যাগকে পরধর্ম্ম বলা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলা যায় না। শ্রীভগবদুদ্দেশ্যশূন্য জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। "বিশেষতঃ আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার যে জ্ঞান, তাহাতে অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধেরই সম্ভাবনা দেখা যায়। শ্রীভগবদপরাধজনক জ্ঞানকে পরধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অতএব একমাত্র ভাগবতধর্ম্মই যে পরধর্ম্ম, ইহা স্থির। ঐ পরধর্ম্মের দুইটি অংশ। প্রথম অংশের নাম সাধ্যাংশ এবং দ্বিতীয় অংশের নাম সাধনাংশ। সাধ্য নামক প্রথম অংশটি আমাদিগের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত এবং সাধনাংশটি অনুশীলনাত্মক। যাহা ধারণের কর্ত্তা এইটি সাধ্যাংশ এবং যাহা ধারণের সাধন এইটি সাধনাংশ। সাধ্যাংশের নাম প্রেমভক্তি এবং সাধনাংশের নাম সাধনভক্তি। প্রেমভক্তি আমাদিগের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত অর্থাৎ স্বরূপেরই বৃত্তিবিশেষ হইয়াও সাধনভক্তি দ্বারা প্রকাশ্য বলিয়াই উহাকে সাধ্য বলা হইয়া থাকে।

উক্ত ধর্ম্মের প্রমাণ বেদ। কারণ, ধর্ম্মের লক্ষণ বেদ হইতেই অবগত হওয়া যায়। ধর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্ট সুখের সাধন অদৃষ্ট পদার্থ। অতএব ভ্রমাদিদোষে দূষিত পৌরুষেয় প্রত্যক্ষাদি ঐ ধর্ম্মের প্রমাণ হইতে পারে না। পুরুষের জ্ঞানে অধর্ম্মেরও ধর্ম্মলক্ষণে লক্ষিত হওয়া অসম্ভব নহে। ইতিহাস, পুরাণ ও মন্বাদি ঋষিদিগের প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র সকল উক্ত বেদের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক। ঋষিগণ যোগবলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের শাস্ত্র সকল পর পর কল্পে বেদার্থোপনিবদ্ধ ইতিহাসাদির আকারে প্রচার করিয়া থাকেন। বেদার্থনির্ণায়ক

ঐ ইতিহাসাদি বেদানুগত বলিয়াই প্রমাণমধ্যে পরিগণিত হয়েন। তদ্ভিন্ন সদাচারেরও প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে। কারণ, সদাচার সকলও অশ্রোত-বেদ-মূলক। উহারা বেদমূলক না হইলে, ঐ সকল আচারে ধর্ম্মলক্ষণের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মলক্ষণই পরিলক্ষিত হইত। আবার যৎসম্বন্ধে সদাচার দৃষ্ট হয় না, অথচ যাহা আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতির সাধন করিতেছে, তাহাও অপ্রমাণ নহে; কারণ, তাহাও ধর্ম্মলক্ষণাক্রান্ত। মনু বলিয়াছেন—"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥", বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতিই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা বেদবিহিত, যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দেখা যায়, এবং যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এক্ষণে, যাহা বেদবিহিত, যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দৃষ্ট হয়, অথচ যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎপ্রাপ্তি সাধিত হয় না, তাহাকে অপরধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা, এবং যাহা বেদবিহিত নহে, যাহা স্মৃতিবিহিত নহে, যাহার সম্বন্ধে সদাচারও দৃষ্ট হয় না, অথচ যাহা আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি ও ভগবৎপ্রাপ্তিও সাধন করে না, তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা, ও যাহা বেদবিহিত যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দেখা যায়, অথচ যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি ভগবৎপ্রাপ্তি সাধিত হয়, তাহাকে পরধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত হইতেছে।

এই নিমিত্তই মহাভাগ সূত বলিয়াছেন,--"যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ তৎকথাশ্রবণাদিতে, রুচি জন্মে, তাহাই পরধর্ম্ম। কারণ, ঐ ধর্ম্ম দ্বারাই ভগবৎসাম্মুখ্য সাধিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়েই শ্রীভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া যায়। নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ ধর্ম্ম, যে ধর্ম্মকে সচরাচর নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা কখনই পরধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ তাদৃশ ধর্ম্মের মূলে সাম্মুখ্যচেষ্টা না থাকা প্রযুক্ত তাহা ভগবৎসাম্মুখ্যসাধক না হইয়া বৈমুখ্যসাধক প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম হইতে কিছুই বিশেষ হইতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, সকাম লৌকিক ধর্ম্ম অর্থাৎ নীতি এবং বৈদিক ধর্ম্ম ইহারাই আমাদিগের সকল সুখের মূল ও সকল দুঃখের নিবারক; কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। অসম্পূর্ণ মানবের নীতিও অসম্পূর্ণ এবং সকাম বৈদিক ধর্ম্মও দুঃখসংভিন্ন। অতএব তদুভয়ের কোনটিই উদ্দেশ্যের সাধক হইতে পারে না। যাহা উদ্দেশ্যের সাধক হইতে পারিল না, বরং যাহা সময়ে অনুদ্দেশ্যেরই সাধক হইয়া দুঃখপ্রদ হয়, তাহা কি কখন পরধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে? অতএব মানবের উদ্দেশ্যসাধক ভাগবত ধর্ম্ম উক্ত সকাম ও নিষ্কাম

উভয়বিধ ধর্ম্ম হইতেই অতিরিক্ত পরধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক। ভগবদ্ভক্তি-রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের উদ্বোধনের কারণ বলিয়াই ভাগবতধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। ভক্তিফলের উৎকৃষ্টত্বও আবার স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তি স্বভাবতঃ অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও আত্মপ্রসাদ-জননী। অহৈতুকী শব্দের অর্থ, ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। যে ফল উৎপন্ন হইয়া ভোক্তার মনে ফলান্তরের অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আসিতে হয় না, তাহাকেই অহৈতুক ফল বলা যায়। ভক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত ফলেরই অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন এবং দুঃখসংভিন্নতাপ্রযুক্ত উহাতে ফলান্তরের অনুসন্ধানে লোকের যত্ন দেখা যায়। ভক্তিফলে কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না। ভক্তি স্বসম্পূর্ণ এবং দুঃখবর্জ্জিত বলিয়াই ভক্তিতে ফলান্তরের অনুসন্ধান থাকে না। সুতরাং একমাত্র ভক্তিই অহৈতুকী, অন্য সকল ফলই হৈতুক। আবার ভক্তি স্বয়ংই সুখরূপা বলিয়া এবং তদুপরি সুখদ পদার্থান্তর নাই বলিয়া ভক্তিকে কেহই ব্যবধান করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে সমর্থ হয় না। ব্যবধানরহিত বলিয়াই ভক্তিকে অপ্রতিহতা বলা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই আত্মার প্রসন্নতা জন্মাইতে পারে না। এই সকল কারণেই ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, এবং ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিফলের উদ্বোধন করে বলিয়াই ভাগবত ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। ঐ ভক্তি অর্থাৎ উক্ত রুচিলক্ষণা ভক্তি জন্মিলে তদ্দ্বারাই শ্রবণাদিলক্ষণ সাধনভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়। তৎপ্রবর্ত্তনে তাদৃশ ভক্তের শ্রীভগবৎস্বরূপাদি জ্ঞান এবং অন্যত্র বৈরাগ্যও আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। অতএব যে ধর্ম্ম শ্রীভগবানের কথাদিতে রুচিরূপা ভক্তি উৎপাদন করিতে পারিল না, সে ধর্ম্ম পরধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হওয়াত দূরের কথা, তাহা বৃথাশ্রমজনক মাত্র। সেই ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানেও কোন ফলই দেখা যায় না। কারণ, তত্তৎকর্ম্মজন্য অকিঞ্চিৎকর ফল ফলই নহে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদিসুখ সকল ক্ষয়িষ্ণু। আবার নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল যে জ্ঞান, তাহা সিদ্ধ হইলেও প্রকৃত পুরুষার্থের অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের অসাধক বলিয়া অসাধ্য অর্থাৎ সাধনের অযোগ্য। বিশেষতঃ তাদৃশ জ্ঞানে অপরাধের সম্ভাবনাই অধিক। শ্রীভগবানের শক্তি অস্বীকার করা বা উহা আমরাই শক্তি এইরূপ অভিমান করা, উভয়ই অপরাধের মধ্যে গণ্য। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি শ্রীভগবানের চরণে অপরাধীর কষ্টলব্ধ জ্ঞানের ক্ষয় ও পুনঃ সংসারে পতন অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। অধিকন্তু ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষ। ভক্তি কর্ম্মজ্ঞানাদির অপেক্ষা রাখেন না। কর্ম্ম জ্ঞান বা বৈরাগ্য আপনা হইতেই আগমন-পূর্ব্বক ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য সকলেই ভক্তিমুখাপেক্ষী। ভক্তিবর্জ্জিত হইলে উহাদের কোনটিই সম্যক্ শোভা

পায় না-- স্থায়ী হইয়া অপরোক্ষানুভব উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব ভক্তি যে ধর্ম্মের ফল, সেই ধর্ম্মই সফল এবং সফল ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন বটে, ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ, উহার ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি, ইন্দ্রিয়প্রীতির ফল আবার ধর্ম্মাদিপরম্পরা; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অর্থ দ্বারা অন্য ধর্ম্ম লাভ হইতে পারিলেও অপবর্গ লাভ হইতে পারে না। অপবর্গশব্দে মুক্তিকে বুঝায়। নিশ্চলা ভগবদ্ভক্তিই আবার মুক্তির প্রকৃত অর্থ। যে অর্থ কামাদিফল উৎপাদন করে, তাহা কখনই ভক্তিফলক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। ভক্তিতে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ পর্য্যন্ত কামই সেবা, অধিক নহে। ঐ জীবন তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য--তত্ত্বজ্ঞানের জন্য। তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল। অদ্বয় জ্ঞানই তত্ত্ব। সত্য বটে, শাস্ত্রে ঐ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বের পার্থক্য সূচিত হয় না। তত্ত্ব একই, প্রকাশাদি ভেদে সংজ্ঞার ভেদমাত্র। শ্রদ্ধাযুক্ত, মননযোগ্যতা ও মননাভিনিবেশ সম্পন্ন মুনিগণ সদ্গুরুর নিকট বেদান্তাদি শ্রবণ করিতে করিতে, ভগবৎকথাদিতে যে রুচি জন্মে সেই রুচি হইতে সমুৎপন্ন জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিসেবিত এবং ঐ রুচিরই পরাবস্থারূপ প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা, শুদ্ধচিত্তে স্বরূপশক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়ভূত আত্মাকে নিজবাসনানুসারে পৃথক্ অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরূপে বা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের শ্রীহরিতোষণই দুর্লভ ফল জানিতে হইবে। উহা অতি দুর্লভ হইলেও তদুদ্দেশে প্রযুক্ত স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেও অর্থাৎ মানবের স্বাভাবিক কার্য্য হইতেও লাভ হইতে পারে। এই নিমিত্ত নিত্য একমনে ভক্তপালক ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজা করাই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের অনুধ্যান দ্বারাই বিবেকী ব্যক্তি সকল অহঙ্কারগ্রন্থিনিবন্ধন কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া থাকেন। পুণ্যতীর্থনিষেবণাদি দ্বারা নিষ্পাপ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির সাধুসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে তদ্ধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধা জন্মে। দৃঢ় শ্রদ্ধা হইতে শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন হয়। শ্রবণেচ্ছা জন্মিলেই শ্রীভগবানের কথাদিতে রুচি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান স্বকথাশ্রবণকারী ব্যক্তির হৃদয়স্থ হইয়া তত্রত্য বাসনা সকল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে বাসনা সকল সমূলে বিনষ্ট হইলে, শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিশ্চলা ভক্তি হয়। বাসনার বিনাশেই চিত্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারযোগ্য হয়। এইরূপে ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারা প্রসন্নমনা অতএব মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকার লাভ হইলেই সর্ব্বসংশয়ের উচ্ছেদ হইয়া যায়। শ্রবণ দ্বারা সমস্ত-জ্ঞেয়বস্তু-বিষয়ক

অসম্ভাবনায় মনন দ্বারা তত্ত্ববস্তুবিষয়ক বিপরীত ভাবনার উচ্ছেদ হইলেও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আত্মযোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও তদ্‌গত বিপরীতভাবনার উচ্ছেদ হয় না। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, উহাদেরও উচ্ছেদ হইয়া থাকে। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, কেবল সংশয়ের উচ্ছেদ নহে, পরন্তু অহঙ্কার ও তন্নিবন্ধন কর্ম্ম সকলেরও উচ্ছেদ হইয়া যায়। এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ পরমানন্দে ভগবান বাসুদেবে আত্মপ্রসাদিনী ভক্তি করিয়া থাকেন। তত্ত্বদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া উপাধিদৃষ্টিতে দর্শন করিলেও শ্রীবাসুদেবই একমাত্র উপাস্য হয়েন। কারণ, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা বাসুদেবই সাক্ষাৎ এবং আশু জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা কৈবল্যপ্রদ হয়েন। ঘোরস্বভাব রজোগুণ এবং মূঢ়স্বভাব তমোগুণ হইতে শান্তস্বভাব সত্ত্বগুণেরই উৎকর্ষ স্বতঃসিদ্ধ ও শাস্ত্রসিদ্ধ। সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাবির্ভাবের দ্বারভূত। শ্রীবাসুদেবেরই উপাস্যত্ব সম্বন্ধে সদাচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মুনিগণ ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেবেরই উপাসনা করিতেন। অতএব মহাজনের অনুবর্ত্তনই মঙ্গলকর। মুমুক্ষু ব্যক্তি সকল ঘোররূপ ভূতপতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া অথচ দেবতান্তরনিন্দারহিত হইয়া শান্ত শ্রীমন্নারায়ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম পুরুষ, তাঁহারাই পিতৃলোকাদির উপাসনা করিয়া থাকেন। অপরাপর দেবতা সকল সচরাচর মুমুক্ষুকেও বিভূতি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, কিন্তু শ্রীভগবান বাসুদেব বিভূতিকাম ব্যক্তিকেও ক্রমশঃ নিবৃত্তির পথে লইয়া মুক্তি ও ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। "বেদ, বেদানুগত শাস্ত্রসকল, যজ্ঞ, ক্রিয়া, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম এবং স্বর্গাদিফলও বাসুদেবপরই জানিতে হইবে।" এই সূতোক্তির ন্যায় শুক-নারদাদির উক্ত হইতেও উক্ত মতই পোষিত হইয়া থাকে। পুরাণান্তরেও এই প্রকার অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, শ্রী[illegible]বণার্থ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই যে পরধর্ম্ম এবং একমাত্র অনুষ্ঠেয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বলি[illegible] [illegible]ক্তি হয় না। এই পরধর্ম্মই যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহাও স্থির জানা গেল॥ ৭॥

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া॥ ৮॥

অহং কিল পুরা (পূর্ব্বজন্মনি) দেবমায়য়া মোহিতঃ (ভূত্বা) ভুবি প্রজার্থঃ (সন্) মুক্তিদম্ অনন্তম্ অপূজয়ং (পূজিতবান্) ন (তু) মোক্ষায় (অপি)॥ ৮॥

আমি পূর্ব্বজন্মে ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়া পৃথিবীতে পুত্রপ্রাপ্তিলাভে মুক্তিদাতা অনন্তকে আরাধনা করিয়াছিলাম; মুক্তির নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করি নাই॥ ৮॥

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।

মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥ ৯ ॥

( হে ) সুব্রত! ( অতএব ) যথা বিচিত্রব্যসনাৎ বিশ্বতোভয়াৎ অঞ্জসা ( সুখেন, অনায়াসেন ) মুচ্যেমহি তথা অদ্ধা ( সাক্ষাৎ, স্ফুটং ) নঃ ( অস্মান্ ) শাধি ( শিক্ষয় ) ॥৯॥

সুব্রত! অতএব এই বিবিধ-দুঃখ-সমন্বিত সর্ব্বপ্রকারে ভয়সঙ্কুল সংসার হইতে যাহাতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

শুক উবাচ।

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।

প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ ॥ ১০ ॥

শুকঃ উবাচ। ( হে ) রাজন্! ধীমতা বসুদেবেন এবং কৃতপ্রশ্নঃ দেবর্ষিঃ হরেঃ ( বর্ণনীয়তয়া উপস্থিতৈঃ ) গুণৈঃ ( হরিং ) সংস্মারিতঃ ( অতএব ) প্রীতঃ ( সন্ ) তং ( বসুদেবম্ ) আহ ॥ ১০ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! ধীমান বসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, দেবর্ষি হরিগুণস্মরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ।

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা ভরতর্ষভ।

যৎ পৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥ ১১ ॥

নারদঃ উবাচ। ( হে ) ভরতর্ষভ! যৎ ত্বং বিশ্বভাবনান্ ( বিশ্বং ভাবয়ন্তি শোধয়ন্তি ইতি তান্ ) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ পৃচ্ছসে ( পৃচ্ছসি তৎ ) এতৎ ( ভবতা সম্যক্ ব্যবসিতং ( নিশ্চিতম্ ) ॥ ১১ ॥

নারদ বলিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি যে বিশ্বশোধক ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা আপনার সম্যক্ নিশ্চয় করিয়াই করা হইয়াছে ॥ ১১ ॥

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।

সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ ১২

সদ্ধর্ম্মঃ ( ভাগবতঃ ধর্ম্মঃ ) শ্রুতঃ ( গুরুমুখাৎ শ্রবণবিষয়ীকৃতঃ ) অনুপঠিতঃ ( অস্য শ্রবণানন্তরং স্বমুখেন পঠিতঃ ) ধ্যাতঃ ( মনসা চিন্তিতঃ ) আদৃতঃ ( আস্তিক্যবুদ্ধ্যা গৃহীতঃ ) অনুমোদিতঃ ( পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ ) বা দেবৈবিশ্বদ্রুহঃ অপি সদ্যঃ পুনাতি হি ॥ ১২ ॥

ভাগবতধর্ম্ম শ্রুত অনুপঠিত চিন্তিত আদৃত ও অনুমোদিত হইয়া কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী সকলকেই সদ্যঃ পবিত্র করেন।

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥ ১৩ ॥

( কিঞ্চ ) পরমকল্যাণঃ ( পরমানন্দস্বরূপঃ ) পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ( পুণ্যং পুণ্যাবহং শ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য সঃ ) দেবঃ ভগবান্ নারায়ণঃ অদ্য ত্বয়া মম স্মারিতঃ ॥ ১৩ ॥

অদ্য আপনি পরমকল্যাণ পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন দেব ভগবান নারায়ণকে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
আর্ষভানাঞ্চ সম্বাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

অত্র ( ভগবদ্ধর্ম্মনির্ণয়ে ) অপি আর্ষভানাম্ ( ঋষভপুত্রাণাং ) মহাত্মনঃ বিদেহস্য চ সম্বাদং ( সম্বাদরূপম্ ) ইমং ( বক্ষ্যমাণং ) পুরাতনম্ ইতিহাসম্ উদাহরন্তি ( বৃদ্ধাঃ বর্ণয়ন্তি ) ॥ ১৪ ॥

এই ভাগবত-ধর্ম্ম-নির্ণয়ে মহাত্মা বিদেহ ও ঋষভপুত্র নব যোগেন্দ্রের সংবাদরূপ একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নিধ্রস্ততো নাভিঃ ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫ ॥

স্বায়ম্ভুবস্য ( স্বয়ম্ভুঃ ব্রহ্মা তৎপুত্রস্য ) মনোঃ যঃ সুতঃ প্রিয়ব্রতঃ নাম ( প্রসিদ্ধঃ ) তস্য ( সুতঃ ) আগ্নীধ্রঃ ততঃ ( তস্য সুতঃ ) নাভিঃ তৎসুতঃ ( নাভিসুতঃ ) ঋষভঃ স্মৃতঃ ( কথিতঃ ) ॥ ১৫ ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র যে প্রিয়ব্রত ছিলেন, তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র, তাঁহার পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ ॥ ১৫ ॥

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্বেদপারগম্ ॥ ১৬ ॥

তম্ ঋষভং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া ( মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তনেচ্ছয়া ) অবতীর্ণং বাসুদেবাংশম্ আহুঃ ( বদন্তি )। তস্য ( চ ) বেদপারগং সুতশতম্ আসীৎ ॥ ১৬ ॥

ঋষিগণ সেই ঋষভকে মোক্ষধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনেচ্ছায় অবতীর্ণ বাসুদেবের অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ ঋষভদেবের বেদপারগ একশত পুত্র ছিলেন ॥ ১৬ ॥

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্‌যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥ ১৭ ॥

তেষাং ( শতসংখ্যকানাম্ ঋষভপুত্রাণাং মধ্যে ) জ্যেষ্ঠঃ ( পুত্রঃ ) ভরতঃ বৈ নারায়ণপরায়ণঃ ( আসীৎ )। এতৎ ( পূর্ব্বম্ অজনাভসংজ্ঞয়া বিখ্যাতম্ অপি ) বর্ষং যন্নাম্না ভারতম্ ( ইতি ) অদ্ভুতং বিখ্যাতম্ ( অভূৎ ) ॥ ১৭ ॥

তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভরত নারায়ণ-পরায়ণ ছিলেন। এই অজনাভ বর্ষ তাঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষ 'বলিয়া অদ্ভুতরূপে বিখ্যাত হয় ॥ ১৭ ॥

স ভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিম্।
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ ( ভরতঃ ) ভুক্তভোগাং ( ভুক্তঃ ভোগঃ যস্যাঃ তাম্ ) ইমাং ( স্ববশবর্ত্তিনীং ভূমিং ) ত্যক্ত্বা ( গৃহাৎ ) নির্গতঃ হরিম্ উপাসীনঃ ( ভজন্ ) ত্রিভিঃ জন্মভিঃ তৎপদবীং ( তস্য হরেঃ পদবীং ) লেভে ॥ ১৮ ॥

ভরত ভুক্তভোগা এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হয়েন এবং তপস্যা দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করিয়া তিন জন্মে তৎপদবী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তেষাং ( ভরতানুজানাম্ ঋষভপুত্রানাম্ একোনশতসংখ্যকানাং মধ্যে ) নব ( কুশাবর্ত্তেলাবর্ত্তব্রহ্মাবর্ত্তমলয়কেতুভদ্রসেনেন্দ্রস্পৃগ্‌বিদর্ভকীকটনামানঃ ) অস্য ( ভারত-বর্ষস্য ) নবদ্বীপপতয়ঃ ( নব দ্বীপাঃ তেষাং দ্বীপানাং তত্তুল্যাভিধানানাং ভূখণ্ডানাম্ অধিপতয়ঃ ), সমন্ততঃ ( সমন্তাৎ বভূবুঃ )। একাশীতিঃ ( পুত্রাঃ ) কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতারঃ ( কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ ) দ্বিজাতয়ঃ ( ব্রাহ্মণাঃ অভূবন্ ) ॥ ১৯ ॥

ভরতের অনুজ একোনশত ঋষভতনয়ের মধ্যে নয়জন এই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি নবদ্বীপের অর্থাৎ দ্বীপাকৃতি, ভূখণ্ডের অধিপতি হইয়াছিলেন। আর একাশীতি ঋষভপুত্র কর্ম্ম-মার্গ-প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

নবাভবন্মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।

শ্রমণা বাতবসনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥ ২০ ॥

( তেষাং মধ্যে ) নব ( পুত্রাঃ হি ( প্রসিদ্ধাঃ ) মহাভাগাঃ ( নিরতিশয়পুণ্যবন্তঃ ) অর্থ-শংসিনঃ ( পরমার্থনিরূপকাঃ ) শ্রমণাঃ ( আত্মাভ্যাসকৃতশ্রমাঃ ) বাতবসনাঃ ( দিগম্বরাঃ ) আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ মুনয়ঃ অভবন্ ॥ ২০ ॥

অবশিষ্ট নয় পুত্র নিরতিশয়পুণ্যবন্ত পরমার্থনিরূপক আত্মবিদ্যাভ্যাসে কৃতশ্রম দিগম্বর আত্মবিদ্যাবিশারদ মুনি হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।

আবির্হোত্রোঽথ দ্রবিড়শ্চমসঃ করভাজনঃ ॥ ২১ ॥

কবিঃ হবিঃ অন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ আবির্হোত্রঃ অথ দ্রবিড়ঃ চমসঃ করভাজনঃ ( ইতি ) ॥ ২১ ॥

তাঁহাদিগের নাম যথা, কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন ॥ ২১ ॥

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্

আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্মহীম্ ॥ ২২ ॥

তে এতে ( মুনয়ঃ ) সদাসদাত্মকং স্থূলসূক্ষ্মরূপং বিশ্বং ভগবদ্রূপম্ আত্মনঃ অব্যতিরেকেণ ( আত্মানম্ অপি তদনুগতং চ ) পশ্যন্তঃ মহীং ব্যচরন্ ॥ ২২ ॥

সেই মুনিগণ স্থূলরূপ ও সূক্ষ্মরূপ এই বিশ্বকে আত্মা হইতে অভিন্ন ও ভগবদ্রূপ অর্থাৎ ভগবৎস্ফূর্ত্তির আশ্রয়স্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন ।২২।

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্য-

গন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।

মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথ-

বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামম্ ॥২৩॥

অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ ( অব্যাহতা অপ্রতিহতা ইষ্টা অভিপ্রেতা গতিঃ যেষাং তে মুনয়ঃ ) মুক্তাঃ ( অনাসক্তাঃ সন্তঃ ) সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নরনাগলোকান্ মুনিচারণভূতনাথ-বিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি ( চ ) কামং ( যথেষ্টং ) চরন্তি ॥ ২৩ ॥

তাঁহাদিগের অভীষ্টগতি অব্যাহত ছিল। তাঁহারা অনাসক্ত হইয়া দেবলোক সিদ্ধলোক সাধ্যলোক গন্ধর্ব্বলোক যক্ষলোক নরলোক কিন্নরলোক নাগলোক এবং

মুনি চারণ ভূতনাথ বিদ্যাধর দ্বিজ ও গোগণের নিবাস সকলে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেন ॥ ২৩ ॥

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

একদা তে ( মুনয়ঃ ) যদৃচ্ছয়া ( অকস্মাৎ এব ) অজনাভে ( বর্ষে ) ঋষিভিঃ বিতায়মানম্ ( অনুষ্ঠীয়মানং ) মহাত্মনঃ নিমেঃ সত্রম্ উপজগ্মুঃ ॥ ২৪ ॥

তাঁহারা একদা যদৃচ্ছাক্রমে এই অজনাভবর্ষে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমির যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব্ব এবোপতস্থিরে ॥ ২৫ ॥

( হে ) নৃপ! মহাভাগবতান্ সূর্য্যসঙ্কাশান্ তান্ ( মুনীন্ ) দৃষ্ট্বা যজমানঃ (নিমিঃ) অগ্নয়ঃ ( আহবনীয়াদয়ঃ মূর্ত্তিধরাঃ ) বিপ্রাঃ ( ঋত্বিজঃ চ ) সর্ব্বে এব উপতস্থিরে ( প্রত্যুত্থিতবন্তঃ ) ॥ ২৫ ॥

রাজন্! মহাভাগবত সূর্য্যসদৃশতেজস্বী সেই মুনিদিগকে দর্শন করিয়া যজমান আহবনীয়াদি অগ্নি সকল ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রত্যুত্থান করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্।
প্রীতঃ সংপূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ ॥ ২৬ ॥

বিদেহঃ ( নিমিঃ ) তান্ ( মুনীন্ ) নারায়ণপরায়ণান্ অভিপ্রেত্য ( জ্ঞাত্বা ) প্রীতঃ ( সন্ ) আসনস্থান্ ( কৃত্বা ) যথার্হতঃ ( যথোচিতং ) সংপূজয়াঞ্চক্রে ॥ ২৬ ॥

বিদেহ নিমি তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া প্রীতচিত্তে আসনে উপবেশন করাইয়া যথোচিত পূজা করিলেন ॥ ২৬ ॥

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্ নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ২৭ ॥

স্বরুচা ( স্বকান্ত্যা এব ) রোচমানান্ ( শোভমানান্ ) ব্রহ্মপুত্রোপমান্ ( সনকাদিতুল্যান্ ) তান্ নব ( মুনীন্ দৃষ্ট্বা ) পরমপ্রীতঃ নৃপঃ প্রশ্রয়াবনতঃ ( প্রশ্রয়েণ বিনয়েন অবনতঃ সন্ ) পপ্রচ্ছ ॥ ২৭ ॥

স্বীয় স্বীয় কান্তিতে শোভমান ব্রহ্মপুত্রোপম সেই নবজন মুনিকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত নিমি রাজা সবিনয়ে প্রণতিপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিদেহ উবাচ।

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥ ২৮ ॥

বিদেহঃ উবাচ। বঃ ( যুষ্মান্ ) সাক্ষাৎ মধুদ্বিষঃ ভগবতঃ পার্ষদান্ মন্যে বিষ্ণোঃ ভূতানি ( জনাঃ, পার্ষদাঃ ) লোকানাং পাবনায় ( পবিত্রীকরণায় ) চরন্তি হি ॥ ২৮ ।

নিমি রাজা বলিলেন, আপনাদিগকে সাক্ষাৎ মধুসূদন ভগবানের পার্ষদ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। বিষ্ণুপার্ষদগণ লোক সকলকে পবিত্র করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৯ ॥

দেহিনাং ( দেহধারিণাং জীবানাং ) ক্ষণভঙ্গুরঃ ( অপি ) মানুষঃ দেহঃ দুর্লভঃ তত্র অপি ( জন্মনি ) বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং দুর্লভং মন্যে ॥ ২৯ ॥

দেহধারিগণের সম্বন্ধে ক্ষণভঙ্গুর হইলেও এই মানবদেহ দুর্লভ। মানবদেহে আবার বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়ভক্তের দর্শন আরও দুর্লভ বোধ করি ॥ ২৯ ॥

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

অতঃ ( পুনঃ ভবদ্দর্শনস্য দুর্লভত্বাৎ ) ( হে ) অনঘাঃ ! আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং) ক্ষেমং ভবতঃ পৃচ্ছামঃ। অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ ( ক্ষণস্বল্পভবঃ ) অপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধিঃ ( সর্ব্বাভীষ্টদঃ নিধিঃ ) ॥ ৩০ ॥

ভগবদ্ভক্তের দর্শন অতি দুর্লভ বলিয়াই, অনঘ ঋষিগণ ! আপনাদিগের নিকট নিরতিশয় মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধও সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের সর্ব্বাভীষ্টদ নিধিস্বরূপ ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥ ৩১ ॥

যৈঃ ( ধর্ম্মৈঃ ) প্রসন্নঃ ( সন্ ) অজঃ ভগবান্ প্রপন্নায় ( শরণাগতায় জনায় ) আত্মানম্ অপি দাস্যতি ( তান্ ) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ ব্রূত যদি নঃ ( অস্মাকং ) শ্রুতয়ে ( শ্রবণায় ) ক্ষমং ( যোগ্যং ভবতি ) ॥ ৩১ ॥

যে ধর্ম্ম দ্বারা প্রসন্ন হইয়া অজ ভগবান শরণাগত জনকে আপনাকেও দান করিয়া থাকেন, যদি অস্মাদিগের শ্রবণের যোগ্য হয়, তবে সেই ভাগবত ধর্ম্ম বলুন ॥ ৩১

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥ ৩২ ॥

নারদঃ উবাচ। ( হে ) বসুদেব এবং নিমিনা পৃষ্টাঃ তে মুনয়ঃ সসদস্যর্ত্বিজং ( সদস্যৈঃ সভ্যৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ চ সহ বর্ত্তমানং ) নৃপং ( নিমিং ) প্রীত্যা প্রতিপূজ্য ( সৎকৃত্য ) অব্রুবন্ ॥ ৩২ ॥

নারদ বলিলেন, বসুদেব। এই প্রকারে নিমি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই মুনিগণ সভ্য ও ঋত্বিক্ সকলের সহিত রাজাকে প্রীতিসহকারে প্রতিসংকার করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥৩৩॥

কবিঃ উবাচ। অত্র ( সংসারে ) অসদাত্মভাবাৎ ( অসতি প্রাকৃতত্বাৎ বিনশ্বরত্বেন অতিতুচ্ছে দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতে আত্মভাবাৎ আত্মাভিমানাৎ ) নিত্যং ( সর্ব্বদা ) উদ্বিগ্নবুদ্ধেঃ ( উদ্বিগ্না আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়েণ সমাকুলা ভীতা বুদ্ধিঃ যস্য তস্য পুংসঃ ) অচ্যুতস্য ( স্বরূপতঃ গুণতঃ চ স্বয়ং চ্যুতিরহিতস্য আশ্রিতচ্যুতিনিবর্ত্তকস্য চ ) পাদাম্বুজোপাসনং ( পাদপদ্মভজনম্ ) অকুতশ্চিদ্ভয়ং ( ন কুতশ্চিৎ অপি কালকর্ম্মস্বভাবাদিভ্যঃ ভয়ং যস্মাৎ তৎ সর্ব্বভয়নিবর্ত্তকম্ অহং ) মন্যে। যত্র ( যস্মিন্ উপাসনে কৃতে সতি ) বিশ্বাত্মনা ( সর্ব্বথা, নিঃশেষং ) ভীঃ ( ভয়ং ) নিবর্ত্ততে ( ইতি ) ॥ ৩৩ ॥

কবি বলিলেন, "এই সংসারে অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর বলিয়া তুচ্ছ যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে আত্মাভিমান বশতঃ সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধি পুরুষের সম্বন্ধে অচ্যুত ভগবানের পাদপদ্মসেবাই সর্ব্বভয়ের নিবর্ত্তক বিবেচনা করি। কারণ, ঐ যে সেবা অর্থাৎ উপাসনা, তাহাতেই নিঃশেষে ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

"এই সংসারে" ইত্যাদি। অসৎ শব্দের অর্থ যাহা থাকে না। ন না, সৎ থাকে, এই ব্যুৎপত্তি হইতেই অসৎ শব্দের যাহা থাকে না, এই অর্থ পাওয়া যায়। থাকে কি?—আত্মা। থাকে না কি?—দেহেন্দ্রিয়াদি। অতএব অসৎ শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি। আত্মার স্বভাব অবিনশ্বরতা, দেহেন্দ্রিয়াদির

স্বভাব নশ্বরতা আত্মা অবিনশ্বর বলিয়াই সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন। দেহেন্দ্রিয়াদি নশ্বর বলিয়াই সেরূপ থাকে না। আত্মা স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ বস্তু। আত্মাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। আত্মার অভাবে জ্ঞান, জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ, অহঙ্কার, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা, এবং মনোরথ স্বপ্ন বা সুষুপ্তি-সুখ ইহাদের কোনটিই সম্ভব হয় না, এই প্রকার শাস্ত্রানুমোদিত বিচারবুদ্ধি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়গম্য নহেন; তখন উহার অবিনশ্বরতাও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। উহার অবিনশ্বরতা অনুমানাদি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। দেহেন্দ্রিয়াদি কিন্তু প্রত্যক্ষ বস্তু। অতএব উহাদের নশ্বরতাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দেহেন্দ্রিয়াদির যে নাশ হইতেছে, তাহা আমরা সদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আত্মা অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তৎসম্বন্ধে লোকের নানা ভ্রম ঘটে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মত্ববুদ্ধি লোকের একটি সুধারণ ভ্রম। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ পদার্থ; কিন্তু লোকে মনে করেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদিই আত্মা। ঐ ভ্রমই আত্মাভিমানের মূল, অর্থাৎ উহা হইতেই মানবের দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান জন্মিয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান জন্মিলে, চিত্ত সদাই উদ্বিগ্ন হয়। দেহ স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের অধীন। শারীর ও মানস তাপের নাম আধ্যাত্মিক তাপ, গ্রহাদি-বৈগুণ্যজন্য তাপের নাম আধিদৈবিক তাপ, এবং ভূতগ্রাম হইতে অর্থাৎ জীবসমূহ হইতে উত্থিত তাপের নাম আধিভৌতিক তাপ। এই তিনটি তাপই দেহকে অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু মায়ামোহিত মানব "দেহই আমি" এইরূপ ভ্রমবশতঃ দেহের তাপত্রয়কে "আমারই তাপ" বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য সদাই উদ্বিগ্ন থাকেন, সদাই ভীত থাকেন। কোন্ সময়ে, কোন্ তাপ আইসে, আসিলেই বা কিরূপে তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, এই চিন্তা এই ভয় আর তাঁহার যায় না। ইহার নিমিত্ত তিনি কত শত উপায় অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই ঐ চিন্তার ঐ ভয়ের নিবারণ হইতেছে না। ইহলোকের ত কথাই নাই, পরলোকেও ঐ উদ্বেগের বিনিবৃত্তি দেখা যায় না। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দৃষ্টি করুন, সেখানেও উদ্বেগ রহিয়াছে। তবে কি মানব নিরুপায়?—না। ঐ উদ্বেগ নিবারণের উপায় আছে। যাঁহাদিগের চ্যুতি অর্থাৎ পতন আছে, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণে উহার নিবারণ হয় না; কিন্তু যিনি স্বয়ং অচ্যুত, যাঁহার কোনরূপ চ্যুতি নাই, সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্মের উপাসনা অর্থাৎ সেবা করিলেই সকল উদ্বেগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবাই

একমাত্র অকুতোভয়। আমাদিগের বিবেচনায় শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবাই আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করিয়া থাকে।

যে দেহাত্মাভিমান মানবের সকল ভয়ের সকল অমঙ্গলের মূল, তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হওয়া উচিত। বিশেষ বিবরণ ভিন্ন উহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে দেহ আত্মা ও তদভিমান পৃথক্ পৃথক্ বিবৃত হইতেছে।

গুণময়ী মায়ার গুণপরিণামই দেহ। মায়ার গুণ তিনটি; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। অতএব দেহও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম। উক্ত গুণত্রয় সদা সম্মিলিত থাকিলেও উহাদের এক একটির প্রাধান্যে দেহও তিনটি উক্ত হইয়া থাকে। যে দেহে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহার নাম কারণশরীর। যে দেহে রজোগুণের প্রাধান্য, তাহার নাম সূক্ষ্মশরীর। এবং যে দেহে তমোগুণের প্রাধান্য, তাহার নাম স্থূলশরীর। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, অতএব সত্ত্বগুণপ্রধান কারণশরীরে প্রকাশধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। রজোগুণের স্বভাব প্রবৃত্তি; অতএব রজোগুণপ্রধান সূক্ষ্মশরীরে প্রবৃত্তিধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর তমোগুণের স্বভাব মূঢ়তা, অতএব তমোগুণপ্রধান স্থূলশরীরে মূঢ়তা-ধর্ম্ম অর্থাৎ জড়তা নিবৃত্তি বা অপ্রকাশ প্রভৃতি ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ শরীরই জড়পদার্থ এবং আত্মার শক্তির অভিব্যক্তির অর্থাৎ প্রকাশের স্থান। আত্মার তিনটি শক্তি, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। তন্মধ্যে কারণশরীর আত্মার জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তির স্থান এবং সূক্ষ্মশরীর ইচ্ছাশক্তির ও স্থূলশরীর ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির স্থান। শরীরত্রয়ের নিজের জ্ঞান, ইচ্ছা বা ক্রিয়া কিছুই নাই। আত্মার জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তিতেই শরীর সকলকে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। এই প্রতীতি দেহাত্মবাদের ও মায়াবাদের মূল। জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন আত্মা ঐ সকল শক্তির অভিব্যক্তিস্থান যে দেহ তদ্ব্যতিরেকে অভিব্যক্ত হয়েন না বলিয়া এবং দেহে আত্মার ঐ সকল শক্তির অভিব্যক্তিতে দেহকেই তত্তচ্ছক্তি-সম্পন্নরূপে প্রতীতি হয় বলিয়া দেহাত্মবাদী দেহাতিরিক্ত আত্মা দেখিতে পান না। মায়াবাদীরও ভ্রমের কারণ উহাই। এ সংসারে এমন কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা বা ক্রিয়ার কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যায় না। জ্ঞান, ইচ্ছা বা ক্রিয়া নাই যাহাতে এমন কোন জড়বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা দৃষ্ট হয় না বলিয়াই মায়াবাদী বিশ্বাতিরিক্ত আত্মার বা

আত্মাতিরিক্ত বিশ্বের ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা হউক, জড় ও আত্মা এই দুইটির কোনটিই অলীক পদার্থ নহে। উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সত্য বটে, সংসারদশায় আত্মাকে জড়দেহ হইতে এবং জড়দেহকে আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না; সত্য বটে, সংসারে দেহরহিত আত্মা ও আত্মাশূন্য দেহ অলীক কথা; সত্য বটে, যেখানে দেহ, সেইখানেই আত্মা, যেখানে আত্মা, সেইখানেই দেহ; কিন্তু উহাদের উভয়েরই অস্তিত্বের অপলাপ করা যায় না। ধর্ম্মগত পার্থক্যই তদুভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরিব্যক্ত করিতেছে। আত্মার ধর্ম্ম, শক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হওয়া, এবং দেহের ধর্ম্ম, ঐ অভিব্যক্তির সাহায্য করা। আত্মা পুরুষ; দেহ প্রকৃতি। আত্মা নিজের স্বরূপশক্তি দ্বারা স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়েন এবং ঐ অভিব্যক্তির আশ্রয়ভূতা প্রকৃতিকেও অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রকৃতি আত্মার অভিব্যক্তিস্থান প্রকাশস্থান। আত্মা নাম; প্রকৃতি উহার রূপ।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব। মহত্তত্ব শব্দে বুদ্ধিতত্ত্ব বোধিত হয়। বুদ্ধিতত্ত্বের বা মহত্তত্ত্বের পরিণামই অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্ব সত্ত্বাদি-গুণভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার। গুণ-ত্রয়ের সত্ত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন অহঙ্কারের নাম সাত্ত্বিক অহঙ্কার; রজঃ-অংশ হইতে উৎপন্ন অহঙ্কারের নাম রাজস অহঙ্কার, এবং তমঃ অংশ হইতে উৎপন্ন অহঙ্কারের নাম তামস অহঙ্কার। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দেবতা সকল, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তামস অহঙ্কার হইতে ভৌতিক পরমাণু সকল উৎপন্ন হইয়াছে। মনের চারিটি বৃত্তি; সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা, অনু-সন্ধানাত্মিকা, অভিমানাত্মিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তিকে মন, অনুসন্ধানাত্মিকা মনোবৃত্তিকে চিত্ত, অভিমানাত্মিকা মনোবৃত্তিকে অহঙ্কার এবং নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। আত্মার জ্ঞানশক্তি ঐ নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অর্থাৎ মিলিত হইয়া বা একীভূত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপে এবং ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট ত্রিবিধ মনোবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্রে মায়াকে জীবের কারণশরীর বা আনন্দময় কোষ বলেন। আর নিশ্চয়াত্মিকা ও অভিমানাত্মিকা মনোবৃত্তি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, অনুসন্ধানাত্মিকা ও সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, পঞ্চপ্রাণ ইহাদিগকে সূক্ষ্ম-শরীর বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি, অভিমানাত্মিকা

মনোবৃত্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটিকে বিজ্ঞানময় কোষ এবং অনুসন্ধানাত্মিকা মনোবৃত্তি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটিকে মনোময় কোষ বলা হয়, এবং প্রাণপঞ্চককে প্রাণময় কোষ বলা হয়। অন্নময় কোষ এই স্থূলশরীরেরই নামান্তর। স্থূলশরীরের যে আর একটি প্রতিরূপ দেহ শ্রবণ করা যায়, তাহার নাম আতিবাহিক দেহ। ঐ দেহ অপ্রত্যক্ষ হইলেও শাস্ত্রসিদ্ধ।

পিতৃমাতৃভুক্ত অন্ন বা অন্নের বিকার হইতে উৎপন্ন এবং উৎপত্তির পর ভুক্ত অন্ন দ্বারা পোষিত হয় বলিয়াই স্থূলশরীরকে অন্নময় বলা হয়, এবং জড়স্বভাব ঐ শরীর দ্বারা আত্মস্বরূপ সমাবৃত থাকে বলিয়াই উহাকে কোষ বলা হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লক্ষ্য ক্ষুদ্রতম অতি নিকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব মানব পর্য্যন্ত সকল জীবেরই এক একটি অন্নময় কোষ আছে। এই অন্নময় কোষই মানবের প্রাকৃতিক আবরণের শেষ সীমা এবং মানবাত্মার ক্রিয়াশক্তির ও ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মের অভিব্যক্তির স্থান। এই অন্নময় কোষের সাহায্যেই মানব স্বভোগ্য বাহ্য বিষয় সকলকে যথাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাহ্য বস্তু সকল নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে ইন্দ্রিয়সংশক্ত হইলেই, অর্থাৎ রূপবৎ বস্তু রূপ দ্বারা, রসবৎ বস্তু রস দ্বারা, গন্ধবৎ বস্তু গন্ধ দ্বারা, স্পর্শবৎ বস্তু স্পর্শ দ্বারা ও শব্দবৎ বস্তু শব্দ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিষয়োন্মুখ করিলেই, উহারা ঐ সকল বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণ করিয়া আত্মার ক্রিয়াশক্তির আশ্রয়ভূত প্রাণ দ্বারা উহাকে সঞ্চয়ের নিমিত্ত মনোময় কোষে প্রেরণ করে, অর্থাৎ যে বস্তু নিজের যে ধর্ম্ম দ্বারা যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংসক্ত হইল, সেই ইন্দ্রিয় স্বকীয় ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সেই বস্তুর সেই ধর্ম্মের আকারে আকারিত হইলেই প্রাণ তৎক্ষণাৎ ঐ তদাকারাকারিত ভাবটিকে লইয়া মনোময় কোষে অর্পণ করে। বিষয়প্রবণ মনও তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ মনোবৃত্তিও তৎক্ষণাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া যায়। মন বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকারে আকারিত হওয়াতেই কার্য্যের শেষ হইল, কারণ, প্রাণ ইন্দ্রিয়গত প্রতিকৃতিতে মনে অর্পণ করিতে পারিল না, সুতরাং মনও তদাকারে আকারিত হইতে পারিল না, অতএব মনের বিষয়-গ্রহণও সম্পন্ন হইল না। এই নিমিত্ত বিষয়গ্রহণে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয় এই চারিটিরই ব্যুত্থানের অর্থাৎ জাগরণের প্রয়োজন। এই চারিটির মধ্যে কোন একটি কোন কারণে নিরুদ্ধ অর্থাৎ নিদ্রিত হইলেই বিষয়গ্রহণ ঘটে না। মনঃশক্তি, প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি বা বিষয়শক্তির মধ্যে

কোন একটি শক্তি নিরুদ্ধ হইলে, তাহাকে অন্তর্ভূমিস্থ বলা হইয়া থাকে। উহাদের কোন একটি অন্যভূমিস্থ হইলেই বিষয়-গ্রহণ-কার্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব বিষয়গ্রহণে উহাদের চারিটিরই সমভূমিকত্বের প্রয়োজন। তৈজস পরমাণুবিশেষের রূপ, জলীয় পরমাণুবিশেষের রস, পার্থিব পরমাণুবিশেষের গন্ধ এবং আকাশীয় পরমাণুবিশেষের শব্দ নিরুদ্ধ অবস্থায় অন্তর্ভূমিতে অবস্থান করে বলিয়াই আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে তৈজস পরমাণুর রূপ, হরিতকী ব্যতিরেকে জলীয় পরমাণুর রস, দাহন ব্যতিরেকে পাষাণের গন্ধ, বারিশীকর-সংযোগ ব্যতিরেকে বায়ুর স্পর্শ এবং অভিঘাত ব্যতিরেকে আকাশের শব্দ গ্রহণ করিতে পারি না। প্রাণ, বস্তুর যে প্রতিকৃতিকে লইয়া মনে অর্পণ করে, ঐ প্রতিকৃতি, আমরা প্রতিকৃতি বলিলে, সচরাচর যাহা বুঝি, তাহা নহে, অর্থাৎ উহা কোনরূপ বস্তু নহে; পরন্তু বস্তুর প্রতিরূপ মাত্র। মনঃশক্তি ও বস্তুশক্তির সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ এক অধিকরণে বা স্থানে উপস্থিতি দ্বারা জ্ঞানকে উদ্বোধিত করে এমন যে ক্রিয়াত্মক কারণবিশেষ, তাহাই প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ। অতএব মনের ও বস্তুর এক ভূমিতে উপস্থিতি ব্যতিরেকে জ্ঞান উদ্বোধিত হয় না, ইহা স্থির। মন বস্তুকে গ্রহণ করে; বস্তু মনকে আত্মসমর্পণ করে। প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় উহাদের তত্তৎকার্য্যের সহায়। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ সম্ভব হয় না। অতএব অন্নময় কোষের ন্যায় প্রাণময় কোষের অস্তিত্বেও জীবের জাগ্রদাবস্থা এবং প্রত্যক্ষই প্রমাণ।

প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটি স্বতন্ত্র অন্নময় কোষ বলা যাইতে পারে কারণ, এই জগতে এমন একটি পরমাণুই দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহাতে কিছু না কিছু চেতনক্রিয়া, অর্থাৎ উহার অভ্যন্তরে চিৎশক্তি থাকিলে যাদৃশী ক্রিয়া সম্ভব হয় তাদৃশী ক্রিয়া, লক্ষিত না হয়। পরমাণুমাত্রই ক্রিয়াশক্তির নিদর্শন। ঐ জীবাত্মার অস্তিত্ববোধিকা ক্রিয়াশক্তিই, অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তিই, পরমাণু সকলকে বিভিন্ন আকার ধারণ করাইতেছে। ঐ সকল সংশ্লিষ্ট আকার আবার নিয়ত উন্নতিমুখ। পরমাণুপুঞ্জের আকারের ক্রমোন্নতিতেই পর পর উৎকৃষ্ট জীবদেহ সকল নির্ম্মিত হইতেছে। ক্রমোন্নত খনিজ দেহের পরমাণুপুঞ্জ উদ্ভিজ্জদেহ, উদ্ভিজ্জদেহের পরমাণুপুঞ্জ স্বেদজদেহ, স্বেদজদেহের পরমাণুপুঞ্জ অণ্ডজদেহ এবং অণ্ডজদেহের পরমাণুপুঞ্জ জরায়ুজ দেহ ধারণ পূর্ব্বক মানবাত্মার ভোগস্থান হইতেছে। মানবদেহ জরায়ুজ। জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্মবিশেষের মধ্যে জন্ম হয় বলিয়াই মানবদেহকে জরায়ুজ দেহ বলা হইয়া থাকে।

এই জরায়ুজ মানবদেহে দুই প্রকার ক্রিয়াশক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি ব্যষ্টি ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ দেহাবয়বভূত পরমাণু সমূহের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তি এবং অপরটি সমষ্টি ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ সমস্ত দেহের ক্রিয়াশক্তি। অতএব সমস্ত দেহের ক্রিয়াশক্তিটি সমস্ত দেহের অভিমানী মানবাত্মার এবং দৈহিক পরমাণুসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তিগুলি পরমাণুর অভিমানী জীবাত্মার ক্রিয়াশক্তি বলাই যুক্তিযুক্ত। সমষ্টি স্থূলদেহাভিমানী আত্মার নাম বৈশ্বানর এবং ব্যষ্টি স্থূলদেহাভিমানী আত্মার নাম বিশ্ব। দেহাভিমানী মানবাত্মার ক্রিয়াশক্তি ভিন্ন পরমাণু সকলের পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তি যে আমাদিগের এই দেহে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মানবের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহার দেহে যে কত কার্য্যই ঘটিতেছে, তাহা একটু অনুধাবন করিলে, সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুস্থ অবস্থায় মানব ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার পাকযন্ত্রাদির যে কার্য্য তাহা কি ঐ স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তির নিদর্শন নহে? আবার দেখুন, শরীরের ক্ষতস্থানের পরিপূরণ কি অদ্ভুত ব্যাপার! শরীরের এক স্থানে কোনপ্রকার ক্ষত হইলে, কে যেন তখনই আসিয়া উহার পূরণকার্য্যে নিযুক্ত হয়। যাহারা উহার পূরণে নিযুক্ত হইল, তাহারা উহার পূরণ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ঐ পূরণও আবার সকল সময়েই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকই হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? বিবেকসম্পন্ন মানবাত্মা যদি স্বয়ং উহা পূরণ করিতেন, তবে উহা কথনই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইত না। দৈবাৎ অধিক হইয়া গেলেও কথন অল্প কথন অধিক কথন বা সমান দেখা যাইত। কিন্তু সেরূপ না হইয়া সকল সময়েই যে অধিক হইয়া যায়, ইহার কারণ কি? অবিবেকীর কার্য্য ভিন্ন কখনই ঐ প্রকার হইতে পারে না। পরমাণুর অভিমানী অবিবেকী আত্মা সকল পূরণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে আগ্রহ বশতঃ সকল সময়েই প্রয়োজনের অধিক পূরণ করিয়া ফেলে। পরমাণুর অভিমানী ব্যষ্টি আত্মা সকলের কেহই সমষ্টিভূত ক্ষতস্থানের ধারণাবিশিষ্ট নহে; সুতরাং তাহারা উহার পূর্ব্বাপর অবস্থার কোন সমাচারই রাখে না। তাহাদের কার্য্য কেবল পূরণ করা। যতক্ষণ না মানবাত্মা, উঁহাদিগের শক্তিকে, অতিরিক্ত পূরণরূপ ইচ্ছাবহির্ভূত কার্য্য করিতে দেখিয়া, নিরুদ্ধ করিতে পারিবে, উঁহারা ততক্ষণই পূরণ করিতে থাকিবে। ঐই কারণেই সচরাচর ক্ষতস্থান অধিকভাবেই পূরিত হইয়া থাকে। এইরূপে দেহাবয়বভূত ব্যষ্টি পরমাণু সমূহের অভিমানী আত্মা সকলের

স্বতন্ত্র ক্রিয়াশক্তি প্রমাণিত হইলেও উহা যে মানবাত্মার অধীনে কার্য্য করে না, তাহা নহে। শিক্ষিত হইলে, অভ্যস্ত হইলে, উহারাও মানবাত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া বরং তাঁহার ইচ্ছার আনুগত্য করিতে থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তবে ঐ ব্যষ্টি আত্মা সকল জন্মজন্মান্তর হইতে যেরূপ অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, উহারা যেরূপ সংস্কার লাভ করিয়াছে, তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে চায় না বা সহজে ভুলিতে পারে না। তাহাদিগকে সেই সুদৃঢ় অভ্যাস সেই প্রাক্তন সংস্কার পরিত্যাগ করান বা তাহাদিগকে অন্য কোন নূতন প্রণালী গ্রহণ করান বিশেষ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। যতটুকু চেষ্টা দ্বারা তাহারা কোন একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, ততটুকু চেষ্টা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে পুরাতন প্রণালীর পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নূতন প্রণালী অবলম্বন করাইবার আশা করাও নিতান্ত অসঙ্গত।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগের এই দেহ আমাদিগের অধীন বা আমাদিগের আজ্ঞাবহ নহে। আমরা বরং উহার অধীন, উহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছি। আমরা সকল সময়েই ইচ্ছা করি যে, দেহ আমাদিগের আজ্ঞাবহ হউক, কিন্তু উহা তদ্রূপ না হইয়া প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ আপন পথেই কার্য্য করিতে থাকে; সুতরাং আমরাও অগত্যা তাহারই বাধ্য হইয়া পড়ি। দেহকে আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইতে হইলে, দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত কালব্যাপী চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা আমরা কখনই সফলমনোরথ হইতে পারিব না। সত্য বটে, জন্মান্তরে বর্ত্তমান স্থূল দেহ ছিল না; কিন্তু তাহা বলিয়া এই দেহে জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুরূপ কার্য্য অসম্ভব হইতেছে না। আমাদিগের এই একমাত্র স্থূলদেহই দেহের শেষ নাহ। এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরে পর পর সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর আরও দুইটি দেহ আছে। ঐ উভয় দেহই ইহলোক-পরলোক-সঞ্চারী। মৃত্যুর পর ঐ দেহদ্বয় মানবাত্মার সঙ্গেই থাকিয়া যায়। আমাদিগের প্রাক্তন সংস্কারও ঐ দুই দেহেই অবস্থান করে। স্থূল দেহও জন্মে জন্মে সূক্ষ্মদেহস্থিত জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুরূপেই গঠিত হইয়া থাকে। যাহা সংস্কারের অনুরূপে গঠিত হইল, তাহা যে তদনুগত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি! প্রাণ পুরাতন দেহের সংস্কারকে মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে, এবং উহাই আবার ঐ প্রাক্তন সংস্কারের বাহক হইয়া নূতন দেহকে তদনুরূপেই চালাইয়া থাকে। প্রাণ বিশ্বব্যাপিনী ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং উহা পূর্ব্বাপর সকল ক্রিয়াকেই ব্যাপিয়া অবস্থান করে। মানবাত্মা

যখন প্রাকৃতিক নিয়মে বাধ্য হইয়া নিজের সমষ্টি প্রাণকে সংযোজনী ক্রিয়াশক্তিকে আকর্ষণ করেন, তখনই দৈহিক পরমাণু সকল সংযোজক প্রাণের অভাবে পরস্পর বিযুক্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থূলদেহের ধ্বংস উৎপাদন করে, এবং তাহাতেই মানবের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুতে সমষ্টি প্রাণ আকৃষ্ট হইলেও ব্যষ্টি প্রাণের ক্রিয়াশক্তি পরমাণুতে থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ দেহের ধ্বংস কালসাপেক্ষ। অতএব মৃত্যুর পরও দৈহিক পরমাণুর ক্রিয়া বা মৃতদেহেও কখন কখন কেশনখাদির বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবাত্মা যখন আবার স্বকীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্মে বাধ্য হইয়া নিজের ঐ সমষ্টি প্রাণের ক্রিয়াশক্তিকে প্রসারিত করিতে থাকেন, তখন নূতন দৈহিক পরমাণু সকল দেহনির্ম্মাণার্থ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একীভূত হইয়া সমষ্টিভাবে একটি দেহের ন্যায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। ইহাই মানবাত্মার পুনর্জ্জন্ম। আর ব্যষ্টি পরমাণুসমূহের একীভূত কার্য্যকে যিনি নিজের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তিনিই স্থূলশরীরাভিমানী মানবাত্মা। অন্নময় দেহ বা প্রাণ মানবাত্মা নহে।

স্থূলশরীরের ন্যায় সূক্ষ্মশরীরও মানবাত্মা নহে, পরন্তু যিনি উক্ত সূক্ষ্মশরীরের অভিমানী, তিনিই মানবাত্মা। মানবাত্মা ভিন্ন সূক্ষ্মশরীরাভিমানী অন্য জীবাত্মাও আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সূক্ষ্মশরীর সংস্কারের আশ্রয়। ঐ সংস্কারাশ্রয় সূক্ষ্মশরীর মানব ভিন্ন অন্য জীবেও দেখা যায়। বানরশিশুর শাখালম্বনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মান্তরীণ সংস্কারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এইরূপে অপরাপর জীবের সূক্ষ্মশরীর অনুমিত হইলেও ঐ সকল জীবে সূক্ষ্মশরীরের সম্পূর্ণ বিকাশ স্বীকৃত হয় না। সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম সঞ্চয়, বিভাগ ও অনুভব। মনোময় সূক্ষ্মশরীরের কার্য্য সঞ্চয় করা। বিজ্ঞানময় সূক্ষ্মতর শরীরের কার্য্য বিভাগ করা। এবং আনন্দময় সূক্ষ্মতম শরীরের বা কারণশরীরের কার্য্য অনুভব করা। তন্মধ্যে মনোময় সূক্ষ্মশরীর আত্মার ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তিস্থান এবং কারণস্বরূপ। মনোময় কোষে অভিব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির আবার বাহ্যবিষয়সংযোগে একটি এবং অন্তঃকরণসংযোগে আর একটি, এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থাটি বহির্মুখ অবস্থা এবং দ্বিতীয়টি অন্তর্মুখ অবস্থা। ইচ্ছাশক্তির বহির্মুখ অবস্থায় মানবাত্মা মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্ত হইয়া ঐ সকল কোষের সাহায্যে বাহ্যবিষয় সকলের গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর উহার অন্তর্মুখ অবস্থায় তিনি মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্ত হইয়া ঐ সকল কোষের সাহায্যে

বাহ্য বিষয় সকলের গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রবৃত্তির অবস্থায় মানবাত্মা পর্য্যায়ক্রমে বৈষয়িক সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে থাকেন, এবং নিবৃত্তির অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান, এবং নিবৃত্তির প্রতি কারণ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান। মানবাত্মার যখন যে বিষয়টি ইষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তখন তিনি সেই বিষয়টি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; এবং তাঁহার যখন যে বিষয়কে অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তখন তিনি সেই বিষয়ের গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হয়েন। এই ইষ্টানিষ্টসাধনতাজ্ঞান মানব ভিন্ন অপর জীবের দেখা যায় না। সংস্কাররূপে ইষ্টানিষ্টসাধনতাজ্ঞানের আভাসমাত্র কোন কোন নিকৃষ্ট জীবেও দেখা যায় বটে, কিন্তু উহার পূর্ণবিকাশ মানব ভিন্ন অপর কোন জীবেই লক্ষিত হয় না। অপরাপর জীবের সূক্ষ্মশরীরের পূর্ণবিকাশের অভাবই উহার কারণ। মানবের সূক্ষ্মশরীর পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। ভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ প্রকৃতির ক্রমোন্নতির নিয়মে সমুন্নত মানবদেহ লাভ করিয়া, আপনাদিগের অধিষ্ঠান দ্বারা মানবের সূক্ষ্মশরীরকে সম্পূর্ণ বিকাশিত অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করেন বলিয়াই মানবের সূক্ষ্মশরীরের উৎকর্ষ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পাশবাত্মা উন্নত হইয়া মানবাত্মা হইয়াছেন; কিন্তু উহা সত্য নহে। পাশবাত্মার ক্রমোন্নতিতে মানবাত্মার উৎপত্তি হয় নাই। আত্মা জন্মাদিরহিত। পাশব সূক্ষ্মশরীরের ক্রমোন্নতিতে মানব সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি। পশুর সূক্ষ্মশরীরের উন্নতিতেই মানবের সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি ও বিকাশপ্রাপ্তি। উন্নত বিকাশপ্রাপ্ত সূক্ষ্মশরীরের অভিমানী আত্মাই মানবাত্মা। সকল জীবাত্মাই এক বস্তু। জীবের উন্নতিও নাই, অবনতিও নাই। পাশবশরীরে আত্মার শক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি সম্ভব হয় না, এবং মানবশরীরে তাঁহার শক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি সম্ভব হয়, বলিয়াই পাশবাত্মা হইতে মানবাত্মা উন্নত। সমুন্নত মানবশরীরে অধিষ্ঠান বশতই মানবাত্মা উন্নত এবং অনুন্নত পাশব শরীরে অধিষ্ঠান বশতই পাশবাত্মা অবনত। আত্মশক্তির অভিব্যক্তিস্থানভূত শরীর যে পরিমাণে উন্নত বা অবনত হয়, আত্মাকেও সেই পরিমাণেই উন্নত বা অবনত বলা হইয়া থাকে।

আমরা কোন কোন প্রাণীতে বিষয়স্পৃহা সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। তাহাদিগের বাহ্যবিষয়ের দিকে সমাকৃষ্ট মনোবৃত্তি বা মানসিক ভাববিশেষই ঐ বিষয়স্পৃহা। উক্ত বিষয়স্পৃহা হইতে তাহাদিগের বিষয়গ্রহণ ও তৎসম্বন্ধি সুখের বা দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে বিষয়টি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া সুখ দান

করে, তাহাতেই তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা দৃষ্ট হয়, এবং যে বিষয়টি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া দুঃখ প্রদান করে, তাহাতে আর তাহাদিগের তাদৃশী তৃষ্ণা দৃষ্ট হয় না; পরন্তু তদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতে আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণাতে বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিষয়সংযোগোৎপন্ন আকর্ষণই জীবের অন্তরে সুখরূপে পরিণত হয়, এবং তদুৎপন্ন বিক্ষেপই অন্তরে দুঃখরূপ ধারণ করে, এরূপ বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইতেছে না। বাহ্য বিষয়ে বাহিরের বস্তুতে সুখও নাই বা দুঃখও নাই। বাহ্যবস্তুর সহিত সংযোগে অন্তরের শান্তিতেই জ্ঞাতার সুখানুভব এবং তৎসংযোগে অন্তরের অশান্তিতেই জ্ঞাতার দুঃখানুভব স্বীকার করিতে হইবে। ঐ জ্ঞাতাও আবার আপাততঃ সূক্ষ্ম-শরীরকেই বলিতে হয়। কারণ, সূক্ষ্মশরীরের আত্মতাদাত্ম্যাপত্তিতেই ঐ জ্ঞাতৃত্ব দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞানাভিব্যক্তিকারিণী শক্তি যখন আত্মার জ্ঞান-শক্তিকে অভিব্যক্ত করিয়া তত্তাদাত্ম্যাপন্ন হয়, অর্থাৎ আপনাকে উহার সহিত এক করিয়া ফেলে, তখন ঐ সূক্ষ্মশরীরেই উক্ত জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা তৎকালে সূক্ষ্মশরীরাভিমানী হইয়া আপনাকে সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত এক করিয়া লইয়াই জ্ঞাতা হয়েন। অতএব যে সকল জীবের সুখ-দুঃখানুভব আছে, তাহাদিগের সূক্ষ্মশরীরও আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। এইরূপে অপরাপর জীবের সূক্ষ্মশরীর স্বীকার্য্য হইলেও মানবীয় সূক্ষ্মশরীর হইতে ঐ সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্মগত প্রভেদ অস্বীকার করা যায় না। অপরাপর জীবের সুখ-দুঃখানুভবরূপ সূক্ষ্মশরীরের কার্য্য হইতে মানবের সূক্ষ্মশরীরের আরও কিছু বিশেষ কার্য্য দেখা গিয়া থাকে। অপরাপর জীব বাহ্য বিষয়ের সংযোগ ভিন্ন সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, এবং তাহাদের ঐ সুখের বা দুঃখের স্থায়িত্বও দেখা যায় না। মানবের কিন্তু সেরূপ নহে। মানব বাহ্যবিষয়ের সংযোগ ভিন্ন সুখ বা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের ঐ সুখের বা দুঃখের স্থায়িত্বও দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপরাপর জীবের অসম্পূর্ণ সূক্ষ্মশরীরে ধারণাশক্তি নাই, এবং উহাদের বিবেকশক্তিও দৃষ্ট হয় না। মানবের পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত সূক্ষ্মশরীরে কিন্তু ঐ ধারণাশক্তি আছে, এবং তাঁহার বিবেকশক্তিও দেখা গিয়া থাকে। অপরাপর জীবের মন থাকিলেও তাহাদের মানবের ন্যায় ধারণাশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ মন নাই, এবং সূক্ষ্মশরীরের অপর অংশ যে বিজ্ঞানময় কোষ, যদ্দ্বারা মানব বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং যাহা হইতেই মানব বিবেকী হইয়াছেন, তাহাও নাই। এই নিমিত্তই

অপরাপর জীব হইতে মানবের উৎকর্ষ। নিকৃষ্ট জীবের ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখানুভবের যন্ত্র আছে, কিন্তু মানবের ন্যায় সঞ্চয়কারক অর্থাৎ ধারণাশক্তিসম্পন্ন মন নাই এবং বিভাগকারক অর্থাৎ বিবেকশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞান নাই বলিয়াই তাহারা ক্ষণিক সুখ বা দুঃখ অনুভব করিলেও তুলনায় সুখ-দুঃখের অনুভব, অর্থাৎ এইটি সুখ, এইটি দুঃখ, এইরূপ পৃথক্ করিয়া অনুভব করিবার শক্তি তাহাদিগের নাই। উহাদের সংস্কারমাত্রই আছে, এবং উহারা সেই সংস্কারবলেই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। মানবের ধারণাশক্তি এবং ধারণাশক্তিসম্পন্ন মনোময় কোষে সঞ্চিত চিদাভাস অর্থাৎ জ্ঞানাকারপরিণত বিষয়-প্রতিকৃতি সকলের পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীবিভাগের অনন্তর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যাবধারণ হইতে উত্থিত হিতাহিত-বিবেক-শক্তি উভয়ই আছে। এই দুইটি থাকাতেই মানব অপরাপর জীব হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আবার এই পূর্ণ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ থাকাতেই মানব স্বকৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়াছেন এবং অপরাপর জীবের এই দুইটি না থাকাতেই তাহারা স্বকৃত কর্ম্মের নিমিত্ত দায়ী হয় নাই। অপরাপর জীব সকল যাহা কিছু করে, তাহা সংস্কারবশতই করিয়া থাকে। মানব যাহা কিছু করেন, তাহা তিনি নিজের বিবেকশক্তিকে প্রয়োগ করিয়াই করিয়া থাকেন। এইটুকুই অপরাপর জীব হইতে মানবের বিশেষ।

মানবের উক্ত বিশেষ ধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য, অর্থাৎ মনোময় কোষে সঞ্চিত বিষয়ব্যক্তিগুলি, বিষয়প্রতিকৃতিগুলি বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যে বিচারকার্য্য, তাঁহার যে সূক্ষ্মতর শরীরে সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম বিজ্ঞানময়-কোষ। এই বিজ্ঞানময়কোষ: আত্মার জ্ঞানশক্তির অভিব্যক্তিস্থান এবং কর্ত্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন। এই কর্ত্তৃত্বশক্তি থাকাতেই বিজ্ঞানময়কোষকে মনোময়কোষ হইতে ভিন্ন বলা হয়। মনোময় কোষে অনুভব দ্বারা জ্ঞানশক্তি লক্ষিত হইলেও উহাতে কর্ত্তৃত্বশক্তি লক্ষিত হয় না। মনোময়কোষ ক্রিয়ার সাধনমাত্র, কর্ত্তা নহে; বিজ্ঞানময়কোষ স্বয়ং কর্ত্তৃস্বরূপ। বিজ্ঞানময়কোষে যিনি কর্ত্তৃত্বাভিমানী, তিনিই মানবাত্মা। মনোময়কোষেও কর্ত্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ অহঙ্কার দৃষ্ট না হয় এমন নহে, কিন্তু উহাতে কর্ত্তৃত্বশক্তি দৃষ্ট হয় না বলিয়াই উহাতে মানবাত্মার অধিষ্ঠান স্বীকৃত হয় না। মনোময়কোষে যে কর্ত্তৃত্বাভিমান দৃষ্ট হয়, তাহাও আবার উহার নিজের নহে। বিজ্ঞানময়কোষ সুপ্ত হইলে, অর্থাৎ বিজ্ঞানময়কোষের ক্রিয়া কোন কারণে নিরুদ্ধ হইলে, বিষয়াভিলাষসম্পন্ন মন যখন উহার কার্য্য সম্পাদন করিতে

থাকে, তখনই মনে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান আবির্ভূত ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় প্রবল বিষয়াকর্ষণে মন যেমন সংস্কারবলে কার্য্যকারী স্থূলশরীরের অধীনে উহার সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, এবং তদবস্থায় মনের যেমন কোন পৃথক্ ক্রিয়া বা সত্তা লক্ষিত হয় না, কিন্তু নিয়ত কার্য্য করিতে করিতে ঐ স্থূলশরীর অবসন্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে, স্বপ্নাবস্থায় আবার ঐ মন যেমন বিজ্ঞানময়ের সহিত একীভূত হইয়া নিজেই সকল কার্য্য করিতে থাকে; তদ্রূপ বিজ্ঞানময়ও সাধারণতঃ প্রায় সকল অবস্থাতেই বিষয়তৃষিত মনের সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, এবং তদবস্থায় বিজ্ঞানময়ের কোন পৃথক্ ক্রিয়া বা সত্তা অনুভূত হয় না, কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় ঐ মন নিদ্রিত হইলে, বিজ্ঞানময় আবার আনন্দময়ের সহিত একীভূত হইয়া নিজেই সকল কার্য্য করিতে থাকে। বিজ্ঞানময়ের স্বভাব মনোময়ে লক্ষিত হওয়ার কারণও ঐ মনোময়ের সহিত একীভাব। মনোময়কোষের কার্য্য সংগ্রহ করা এবং বিজ্ঞানময়কোষের কার্য্য সংগৃহীত বিষয় সকলকে বিভাগ ও বিচার করা। মনোময়-কোষ বিজ্ঞানময়-কোষের উক্ত কার্য্যদ্বয়ের সাধনমাত্র। ঐ বিচাররূপ জ্ঞানকার্য্যও আবার বিজ্ঞানময়ের নিজ সম্পত্তি নহে। কারণ, বিজ্ঞানময়-কোষ যে জ্ঞানশক্তি দ্বারা বিভাগকার্য্য ও বিচারকার্য্য সম্পাদন করে, তাহা আনন্দময় কারণশরীরে অভিব্যক্ত পরমাত্মার অংশভূত এবং বিজ্ঞানময়-কোষে অভিব্যক্ত জীবাত্মার শক্তি। বিজ্ঞানময় সূক্ষ্ম-শরীরের অভিমানী জীবাত্মা আনন্দময় কারণশরীরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়াই ঐ জ্ঞানশক্তির প্রয়োগ এবং তদ্দ্বারা মনোময়-কোষে সংগৃহীত বিষয় সকলকে বিভাগ ও বিচার করিয়া থাকেন। উক্ত কার্য্যদ্বয় দর্শনেই বিজ্ঞানময়-কোষকে জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ও কর্ত্তৃত্বশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উক্ত শক্তিদ্বয় আত্মার। বিজ্ঞানময়-কোষ কেবল উহাদের অভিব্যক্তিস্থানমাত্র। ঐ দুই শক্তি যদি বিজ্ঞানময়-কোষের নিজশক্তি হইত, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থার ন্যায় সুষুপ্তির অবস্থাতেও উক্ত কার্য্যদ্বয় দেখা যাইত। সুষুপ্তির অবস্থায় কি বিভাগকার্য্য কি বিচারকার্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। এই নিমিত্তই সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ও কারণশরীরাভিমানীর পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা হইয়াছে। ব্যষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানীর নাম তৈজস এবং সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানীর নাম হিরণ্যগর্ভ; আর ব্যষ্টিকারণশরীরাভিমানীর নাম প্রাজ্ঞ ও সমষ্টিকারণশরীরাভি-মানীর নাম সর্ব্বজ্ঞ।

বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ মানবের সূক্ষ্মশরীর পর্য্যন্ত; কারণ, সূক্ষ্মশরীরেই বাহ্য বিষয়ের প্রতিকৃতি থাকে এবং তাঁহার বিভাগাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কারণশরীরে বাহ্য বিষয়ের প্রতিকৃতিও থাকে না এবং উহার বিভাগাদি ক্রিয়াও সম্পন্ন হয় না। অতএব কারণশরীরের সহিত বাহ্য বিষয়ের কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। আবার সূক্ষ্মশরীর স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়াই উহার স্বভাব এবং কারণশরীর স্বভাবতঃ অন্তর্ম্মুখ অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া সুপ্ত থাকা বা জাগরিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকাই উহার স্বভাব। এই নিমিত্ত সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবাত্মার জ্ঞানশক্তি সূক্ষ্মশরীরে অভিব্যক্ত হইয়া বহির্ম্মুখ অবস্থায় আত্মানন্দ সম্ভোগ করে। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী আত্মা যখন বাহ্য বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ হইয়া নানাত্বদর্শী হয়, তখন কারণশরীরের ক্রিয়ার অভাবে সুপ্তি ঘটে। আর যখন কারণশরীরাভিমানী আত্মা আত্মানন্দ সম্ভোগ করে, তখন সূক্ষ্মশরীর সুপ্ত হইয়া জাগরিত কারণশরীরের সহিত একতাপন্ন হইয়া আত্মানন্দে নিমগ্ন হয়। সূক্ষ্মশরীরের ঐ সুপ্তির নামই চিত্তবৃত্তির নিরোধাবস্থা বা সমাধির অবস্থা। সুষুপ্তির অবস্থাতেও ঐ নিরোধ ঘটে বটে, কিন্তু উহা অজ্ঞাতসারেই ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সুষুপ্তিকে সমাধি না বলিয়া উহার আভাস মাত্র বলা যাইতে পারে। সমাধির অবস্থা আশয়শুদ্ধির সহিত অভ্যাস দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। ঐ সমাধির অবস্থাতেই মনের ও বিজ্ঞানের লয়ে মানবের আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইয়া থাকে। আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইলে, আর মানবের দেহে আত্মাভিমান বা তজ্জন্য যে ভয় তাহা থাকে না ॥ ৩৩ ॥

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥ ৩৪ ॥

ভগবতা অবিদুষাম্ (অপি) পুংসাম্ অঞ্জঃ (সুখেন এব) আত্মলব্ধয়ে (স্বপ্রাপ্তয়ে) যে বৈ উপায়াঃ প্রোক্তাঃ তান্ ভাগবতান্ (ধর্ম্মান্) বিদ্ধি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান কর্ত্তৃক মূঢ় লোকদিগেরও অনায়াসে আত্মলাভের নিমিত্ত যে সকল উপায় উক্ত হইয়াছে, সেই সকলকেই ভাগবত ধর্ম্ম জানিবে ॥ ৩৪ ॥

"শ্রীভগবান কর্ত্তৃক" ইত্যাদি। প্রলয়ে বিলুপ্ত ধর্ম্ম সকল শ্রীভগবান সৃষ্টির পর ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা ঐ সকল ধর্ম্ম নিজ পুত্রগণকে

উপদেশ করেন। তাঁহারা আবার ঐ সকল ধর্ম্ম মনু প্রভৃতিকে উপদেশ করেন। এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ পুরুষপরম্পরায় চলিতে থাকে। কালধর্ম্মে উহা নষ্টও হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ সময়ে সময়ে স্বয়ং এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ঐ সকল ধর্ম্ম নিজ-মুখেও উপদেশ করিয়া থাকেন। যে সকল ধর্ম্ম শ্রীভগবান নিজমুখে উপদেশ করেন, এবং যে সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মূঢ় লোক সকলও অনায়াসে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারেন, সেই সকল ধর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীভগবান নিজমুখে বহুবিধ ধর্ম্মই উপদেশ করিয়া থাকেন। উঁহাদের সকলগুলিই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যে গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসাধারণ অনায়াসে শ্রীভগবানকে লাভ করেন, সেই গুলিকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা হয়। যাহাতে অধিকার অনধিকার বিচার নাই, যাহা সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে, যাহার অনুষ্ঠান অসুখকর নহে, যাহার অনুষ্ঠানে বিঘ্নাদির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে শান্তি বৈ অশান্তি দেখা দেয় না, যাহাতে শ্রীভগবান প্রসন্ন হইয়া আত্ম পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন, ভগবদুক্ত তাদৃশ ধর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম জানিতে হইবে॥ ৩৪॥

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ ৩৫॥

(হে) রাজন্! যান্ (ভাগবতান্ ধর্ম্মান্) আস্থায় (আশ্রিত্য, অনুতিষ্ঠন্) নরঃ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) ন প্রমাদ্যেত (বিঘ্নৈঃ বিহন্যেত)। (কিঞ্চ) নেত্রে নিমীল্য ধাবন্ বা (অপি) ইহ (এষু ভাগবতধর্ম্মেষু) ন স্খলেৎ (প্রত্যবায়ী ভবেৎ তথা) ন পতেৎ (ভ্রশ্যেৎ)॥ ৩৫॥

যে ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কখনই প্রমাদগ্রস্ত হয় না। আরও এই ভাগবত ধর্ম্মে নেত্রদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক ধাবিত হইয়াও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না॥ ৩৫॥

"যে ভাগবত ধর্ম্ম" ইত্যাদি। শ্রীভগবান আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্ম-যোগ এবং জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বহুবিধ যোগেরই উপদেশ করিয়াছেন। ঐ সকল যোগের মধ্যে যেগুলিকে, আশ্রয় করিলে, মনুষ্যকে কখনই প্রমত্ত হইতে হয় না, এবং যেগুলির অনুষ্ঠানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিয়া গেলেও মনুষ্যকে স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না, সেই গুলিকেই ভাগবতধর্ম্ম বলা যায়। যাহা ভক্তি নয় বা যাহা ভক্তির অঙ্গও নয়, এমন কোন ধর্ম্মেই এইরূপ

লক্ষণ দেখা যায় না। ভক্তিবর্জ্জিত লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ধর্ম্মেই পদে পদে প্রমাদ প্রতিপদেই বিঘ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কি কর্ম্মমার্গ কি জ্ঞানমার্গ কোন মার্গেই নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। ঐ সকল পথে অন্ধ হইয়া চলিতে গেলে প্রতিপদক্ষেপেই স্খলন ও পতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভাগবতধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিপথে বিঘ্নও নাই, এবং স্খলনের বা পতনেরও সম্ভাবনা নাই। শ্রুতি এবং স্মৃতিই মানবের নেত্রদ্বয়। তন্মধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতির একতরবিহীন মানবকে কাণা এবং তদুভয় বিহীন মানবকেই অন্ধ বলা যায়। তাদৃশ ব্যক্তি, কি লৌকিক, কি বৈদিক কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহীন মানব কর্ম্মেরও অনধিকারী এবং জ্ঞানেরও অনধিকারী। অনধিকারী অন্ধের মন্দগতিতে প্রতি-পদেই পদস্খলন হয় এবং দ্রুতগতিতে পতনই ঘটে। পক্ষান্তরে ভাগবতধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিমার্গে শ্রুতিরও অপেক্ষা নাই এবং স্মৃতিরও অপেক্ষা নাই। ভাগ-বতধর্ম্মানুষ্ঠাতা শ্রুতিস্মৃতিজ্ঞ হয়েন ভাল হইল, না হইলেও ক্ষতি নাই। শ্রুতি-স্মৃতিজ্ঞ উত্তম অধিকারী। শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞানবিহীন উত্তম অধিকারী না হইলেও ভক্তিমার্গে অনধিকারী নহেন। তার পর, শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞানবিহীন কনিষ্ঠ অধিকারী নেত্রদ্বয়বিহীন অন্ধের ন্যায় ভক্তিমার্গে কোন একটি পদন্যাসস্থান লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেও তাঁহার পতনের সম্ভাবনা নাই। ভক্তিপথারূঢ় ভক্ত কখনই পতিত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হয়েন না। যত্নের শৈথিল্যবশতঃ, কি চিত্তশুদ্ধি, কি আত্মসাক্ষাৎকার কিছুই হইল না, কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তিপথারূঢ় ব্যক্তির পতন স্বীকার করা যায় না। সত্য বটে, তিনি অসময়ে ভক্তিপথে বিচরণ করিতে গিয়া চিত্তশুদ্ধিকর আশ্রমকর্ম্মাদির যথেষ্ট পালনও করিলেন না, অথচ ভক্তির ফল যে আত্মসাক্ষাৎকার তাহাও লাভ করিতে পারিলেন না, অতএব তাঁহাকে আপাততঃ উভয় পথ হইতেই বিভ্রষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহা আমাদিগের ভ্রমই বলিতে হইবে। অর্জ্জুন যখন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃষ্ণ! সম্যক্ যত্নসহকারে অভ্যাস করিতে করিতে করিতে বৈরাগ জন্মিলেই তবে যোগে সিদ্ধি লাভ করা যায়; কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে যোগমার্গে আরোহণ করিল, অথচ যাহাদিগের মন যত্নশৈথিল্যপ্রযুক্ত অভ্যাসশূন্য ও বৈরাগ্য-বিহীন হওয়াতে বিষয়প্রবণ হইয়া ঐ পথ হইতে বিচলিত হইল, তাহাদের কি গতি হইবে? তাহারা যখন ঐ পথে বিমূঢ় হইল, তখন ছিন্নমূল মেঘের ন্যায় তাহাদিগের নাশই বলিতে হইবে?" তখন শ্রীভগবান বলিলেন, "পার্থ! ভক্তের

ইহলোক বা পরলোক কোন লোকেই বিনাশ নাই। ভক্তিপথ কল্যাণের পথ। কল্যাণপথের পথিক যিনি, তাঁহার কখনই দুর্গতি হইতে পারে না। তিনি আপাততঃ ভ্রষ্ট বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভ্রষ্ট হয়েন না। যোগভ্রষ্ট ভক্ত সকাম আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠাতা স্বনিষ্ঠ অধিকারীর প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকে কিছুকাল বাস করিয়া ঐ সকল লোকের ভোগ সকলে বিতৃষ্ণ হইয়া পরে ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কোন পবিত্র কুলে অথবা একেবারেই পরিনিষ্ঠিত যোগীর কুলে জন্মলাভ করিয়া থাকেন।" ভক্তের পতন অর্থাৎ বিনাশ নাই। স্খলনও দূরের কথা। ভক্তিরহিত কর্ম্মী বা জ্ঞানী যত কেন সতর্ক হইয়া আপন পথে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করুন না, পথিমধ্যে নানাবিঘ্নে তাঁহাকে অভিভূত ও পদে পদে স্খলিত হইতেই হইবে। ভক্তের সেরূপ পদস্খলনের সম্ভাবনাই দেখা যায় না। ভক্তিপথে বিঘ্ন সকল ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধির উপায়॥ ৩৫॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥ ৩৬॥

কায়েন বাচা মনসা ইন্দ্রিয়ৈঃ বা বুদ্ধ্যা আত্মনা (চিত্তেন, অহঙ্কারেণ) বা অনুসৃত-স্বভাবাৎ (অনুসৃতঃ প্রাপ্তঃ যঃ স্বভাবঃ তস্মাৎ) যৎ যৎ করোতি তৎ সকলং পরস্মৈ (পরমেশ্বরায়) নারায়ণায় ইতি সমর্পয়েৎ॥ ৩৬॥

কায় দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা বা চিত্ত দ্বারা বিধি-বিধানেই হউক, আর স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা যাহা করা হয়, সে সকলই পরমেশ্বর নারায়ণে সমর্পণ করিবে॥॥

"কায় দ্বারা" ইত্যাদি। কায় শব্দের অর্থ স্থূলশরীর। বাক্য শব্দ দ্বারা বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বোধিত হইতেছে। মন শব্দের অর্থ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি। ইন্দ্রিয় শব্দ দ্বারা অবশিষ্ট ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বোধিত হইতেছে। বুদ্ধি শব্দের অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি। আত্মা শব্দে অনু-সন্ধানাত্মিকা ও অভিমানাত্মিকা এই দুইটি মনোবৃত্তিকে বুঝাইতেছে। তন্মধ্যে স্থূলশরীরের পরবর্ত্তী অংশটুকু সূক্ষ্মশরীরকেই বোধ করাইতেছে। অতএব শ্লোকটির

সমুদায়ার্থ এইরূপ---স্থূলশরীর দ্বারা এবং সূক্ষ্মশরীর দ্বারা বিধিবিহিত বা স্বভাবানুসৃত যে কোন কর্ম্ম করা হইবে, তাহাই পরমেশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। কর্ম্ম সকলের এইপ্রকার অনুষ্ঠানই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

স্থূলশরীরের কার্য্য বিষয়গ্রহণ এবং সূক্ষ্মশরীরের কার্য্য গৃহীত বিষয় সকলের ধারণা ভাবনা ও তদনুসারে বিষয়গ্রহণে প্রবৃত্তি বা উহা হইতে নিবৃত্তি। এই সকল কার্য্য আমরা বিধিবোধিত হইয়া বা বিধিনিরপেক্ষভাবে স্বভাবানুসারেই করিয়া থাকি। কি বিধিবিহিত কর্ম্ম সকল, কি স্বভাবানুসৃত কর্ম্ম সকল, এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মই, সকাম ও নিষ্কাম উভয় ভাবেই সংসাধিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বিধিবিহিত কর্ম্ম সকলের মূলে ঐহিক ও পারত্রিক ইষ্টকামনা বা অনিষ্টাশঙ্কা দৃষ্ট হইলেই উহাদিগকে সকাম বলা হয়। আর যখন উহাদের মূলে শাস্ত্রের শাসন ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তখনই উহাদিগকে নিষ্কাম বলা হইয়া থাকে। স্বভাবানুসৃত কর্ম্ম সকলের সম্বন্ধেও ঐ কথা। যখন উহাদের মূলে ইষ্টকামনা বা অনিষ্টাশঙ্কা দেখা যায়, তখনই উহাদিগকে সকাম বলা হয়। এবং যখন উহাদের মূলে কিছুই দেখা যায় না, তখনই উহাদিগকে নিষ্কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ফলতঃ যিনি নিষ্কাম হইয়া স্বভাবানুসৃত কার্য্য সকল করিতে থাকেন, তাঁহাকে ঐ সকল কর্ম্মের কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলে, অর্থাৎ তিনি, কি নিমিত্ত ঐ সকল কর্ম্ম করিতেছেন, জিজ্ঞাসিত হইলে; নিরুত্তরই হইয়া থাকেন। কারণ, ঐ সকল কর্ম্ম, তিনি কেন করেন, তাহা তিনি নিজেও অবগত নহেন। কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, তিনি ঐ সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা তিনি জানেনও না, সুতরাং বলিতেও পারেন না। বিষয়ীরা যে কিছু কর্ম্ম করেন, সে সকল প্রায়ই তাঁহাদিগের স্বভাবানুসারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, মূত্রপুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান ও ভোজন প্রভৃতি যে কিছু কর্ম্ম করেন, সে সকলই বিষয়ভোগের জন্য স্বভাবানুসারেই করিয়া থাকেন। বিষয়ীর মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মের ফলে বিশ্বাস সম্পন্ন ও ক্রিয়ানিষ্ঠ, তাঁহারা স্বর্গাদিসুখকামনায় ঐ সকল স্বাভাবিক কর্ম্মকেই বিধিবোধিতভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গাদির নিমিত্ত যে সকল বিধিবোধিত দৈব ও পৈত্র প্রভৃতি কর্ম্ম করেন, পূর্ব্বোক্ত স্নান ভোজনাদি স্বাভাবিক কর্ম্ম সকলকেও বিধিবোধিতভাবে সম্পাদন করিয়া সেই সকল দৈবাদিকর্ম্মেরই অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন। এইরূপে সংস্কৃত হইয়া কর্ম্মীর কর্ম্ম স্ব-

বিষয়ীর কর্ম্ম সকল হইতে শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানীর স্বাভাবিক কর্ম্ম সকল আরও উৎকৃষ্ট। কর্ম্মীর, কর্ম্ম সকল প্রবৃত্তিপর; জ্ঞানীর কর্ম্ম সকল নিবৃত্তির নিমিত্ত। জ্ঞানীরা কর্ম্মমাত্রই নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন। এইরূপে জ্ঞানীর নিবৃত্তিপর কর্ম্ম সকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইলেও, উহার মূলে নিবৃত্তিকামনা বা প্রবৃত্তিবিদ্বেষ থাকিয়া যায়। ভক্তের কর্ম্ম নির্ম্মল। উহাতে কি কামনা, কি বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। কারণ, তাঁহার কোন কার্য্যই নিজের জন্য নহে। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবৎসেবার নিমিত্ত। সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের সেবার জন্য এবং শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতের সেবার জন্যই তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান। সেবারূপ কার্য্য ভক্তিরই অঙ্গ। অতএব ভক্ত্যঙ্গীভূত ভক্তকার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভগবৎ-সেবার্থ সমনুষ্ঠিত কার্য্যই ভাগবতধর্ম্ম জানিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ৩৭ ॥

(যতঃ) ঈশাৎ (ভগবতঃ) অপেতস্য (চ্যুতস্য, বিমুখস্য জীবস্য এব) তন্মায়য়া (তস্য ভগবতঃ মায়য়া) অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তিঃ ভবতি, ততঃ) বিপর্য্যয়ঃ (দেহাত্মাভিমানঃ ভবতি, ততঃ চ) দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দ্বিতীয়ে দেহাদৌ উপাধিভূতে অভিনিবেশতঃ অভিমানাৎ ভয়ং স্যাৎ), অতঃ বুধঃ (বিবেকী) তম্ (ঈশং প্রথমতঃ) আভজেৎ (ঈষৎ অপি ভজেৎ, ততঃ) গুরুদেবতাত্মা (গুরুঃ এব দেবতা আত্মা চ যস্য তথাভূতঃ সন্) ভক্ত্যা (সাক্ষাৎ ভাগবত-ধর্ম্মরূপয়া ভজেৎ, ততঃ) একয়া (নিত্যপাদাম্বুজোপাসনরূপয়া অব্যভিচারিণ্যা) ভক্ত্যা ভজেৎ ॥ ৩৭ ॥

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান ঘটে। দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভয় জন্মে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি গুরুতে দেবতাবুদ্ধি এবং প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন ॥ ৩৭ ॥

"পরমেশ্বর হইতে" ইত্যাদি। অনাদিভোগবাসনায় বহির্ম্মুখ জীব পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইলেই মায়া তাঁহাকে আবরণ করেন। ঐ আবরণে তাঁহার শুদ্ধরূপের অপ্রকাশের সহিত ঈশ্বরবিস্মৃতি ঘটে, এবং তজ্জন্য দেহে আত্মভ্রম উপস্থিত হয়। উক্ত আত্মভ্রম

হইতেই দেহাত্মাভিমান জন্মে। দেহে আত্মাভিমান জন্মিলেই আত্মার অপেক্ষায় দ্বিতীয় যে দেহাদি জড়বস্তু তাহাতে অভিনিবেশ বশতঃ তাঁহার একটি ভয় জন্মে। শ্রীভগবানের মায়াই ঐ ভয়ের মূল। অতএব বিবেকী ব্যক্তি শ্রীভগবানেরই শরণাপন্ন হইবেন। শরণাপত্তি বা ভক্তি আবার একেবারে সম্ভব হয় না। প্রথমে যথাসাধ্য শ্রীভগবানের ভজন করিবে। এইরূপ করিতে করিতেই গুরু লাভ হইয়া থাকে। গুরুলাভ হইলে, তাঁহাতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তাবুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহারই কৃপায় ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তির প্রাপ্তি হইলে, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে।

জীব অনাদিকাল হইতেই বহির্মুখ-ভোগ-বাসনায় আবদ্ধ আছেন। এ ভোগবাসনায় আবদ্ধ বলিয়াই তিনি স্বাভাবিক ভোগ্যত্বধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। তিনি যখন আপনাকে ভোক্তা ভাবিয়া লইলেন, তখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বভাবে আনয়ন করিবার একটি অতি উৎকৃষ্ট উপায় করিয়া দিলেন। পরমেশ্বর শক্তিমান্; জীব তাঁহার শক্তি। শক্তিমানই ভোক্তা এবং শক্তি তাঁহার ভোগ্য হয়েন, ইহাই স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু জীব তাঁহার ঐ স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আর আপনাকে ভোগ্য না ভাবিয়া ভোক্তা ভাবিতেছেন। করুণাময় ভগবান তাঁহাকে আবার তাঁহার স্বাভাবিক ভোগ্যত্বদশা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিজের অপরা মায়াশক্তিকে জীবশক্তির ভোগ্য করিয়া দিলেন। ঐ মায়াশক্তির ভোগ কিন্তু জীবের তৃপ্তিদায়ক হইল না। তিনি ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া উহাতে বিতৃষ্ণ হইলেন। এইরূপে জীব যখনই ভোগে তৃষ্ণারহিত হইলেন, তখনই পুনর্ব্বার তাঁহার স্বস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্বস্বভাবপ্রাপ্তিই জীবের ভগবৎ-সাম্মুখ্য। যে জীব বহির্বিষয়ের ভোগবাসনায় প্রভু পরমেশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া এতকাল আত্মবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানগর্ত্তে নিমগ্ন ছিলেন, এবং তজ্জন্য যিনি দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মাভিমানী হইয়া নিরন্তর বিবিধ ভয়ে ভীত হইতে ছিলেন, তিনিই একণে দুঃখসংভিন্ন ভোগে বিতৃষ্ণ হইবামাত্র ভগবৎসাম্মুখ্য লাভে কৃতার্থ হইবার উপযুক্ত হইলেন। এই সাম্মুখ্যের অবস্থা মানবের ভজনের প্রবৃত্ত অবস্থা। প্রবৃত্তাবস্থায় ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও ভোগ শেষ হয় না। কারণ, চিত্ত তখনও বহুজন্মসঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রবৃত্ত মানব চিত্তশুদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের যথাসাধ্য ভজন করিবেন। এইরূপ ভজন করিতে করিতেই চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধ হইলে, করুণাময় শ্রীভগবান গুরু-

রূপে কৃপা করিয়া প্রবৃত্তকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া সাধনশিক্ষা দ্বারা সাধকদশা প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক ভক্তের কার্য্য গুরুতে দেবতাবুদ্ধি ও প্রিয়তা-বুদ্ধি অর্থাৎ গুরুকে দেবতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপদেশানু-সারে সাধন করা। সাধক ভক্তের সাধনই ভাগবতধর্ম্ম। এই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সাধক ভক্তের সিদ্ধদশা উপস্থিত হয়। সিদ্ধ দশার কার্য্য নিত্য শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা॥ ৩৭॥

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ॥ ৩৮॥

দ্বয়ঃ (দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ) অবিদ্যমানঃ অপি ধ্যাতুঃ (পুংসঃ) ধিয়া (মনসা) স্বপ্নমনোরথৌ যথা (তথা) অবভাতি হি। তৎ (তস্মাৎ) কর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং (কর্ম্মাণি সঙ্কল্পয়তি বিকল্পয়তি চ যৎ তৎ) মনঃ নিরুন্ধ্যাৎ (নিযচ্ছেৎ)। ততঃ (চ) অভয়ং স্যাৎ॥ ৩৮॥

দ্বৈতপ্রপঞ্চ না থাকিলেও ধ্যানকারী পুরুষের মনে স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে নিরোধ করিবে এবং তাহা হইলেই ভয়ও দূর হইবে॥ ৩৮॥

"দ্বৈতপ্রপঞ্চ" ইত্যাদি। প্রবৃত্ত, সাধক ও সিদ্ধ ভেদে ভক্তের তিনটি অবস্থা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ প্রবৃত্ত অবস্থায় যথাসাধ্য ভজনের উপদেশ করিয়াছেন। ঐ অবস্থায় সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির অভাববশতঃ সম্যক্ ভজন সম্ভব হয় না বলিয়াই যথাসাধ্য ভজন উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রবৃত্ত ভক্তের অসম্যক্-শুদ্ধ মন সদাই বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। যতদিন না গুরুকৃপায় আত্মসাক্ষাৎ-কার লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তবিক্ষেপও সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতে পারে না। যাঁহার স্রক্-চন্দন-বনিতাদি ভোগ্যবিষয় সকল নাই, অথবা যিনি ঐ সকল সত্ত্বেও উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, তাঁহারও গুরুকৃপা ব্যতিরেকে চিত্তবিক্ষেপের নিবারণ হয় না। বস্তু না থাকিলেও বস্তুর চিন্তা কোথায় যাইবে? ইচ্ছা না করিলেও বস্তু সকল আপনা হইতেই মনে উপস্থিত হইয়া উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবে। জাগ্রৎ অবস্থায় বস্তু সম্মুখে না থাকিলেও তাহার চিন্তাকে দূর করা যায় না। স্বপ্নেরত কথাই নাই। মন

কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। সে কিছু না কিছু চিন্তা করিবেই করিবে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমেই হউক বা অনিচ্ছাক্রমেই হউক, বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই বিষয়ে স্পৃহা জন্মে। ঐ স্পৃহা হইতে কাম এবং কাম হইতে ক্রোধের উদ্রেক হয়। পরে ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম উৎপন্ন হয়। স্মৃতিভ্রম আবার বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেয়। যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইল, তাহার সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। অতএব ঐ মন যাহাতে শান্ত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে নিরোধ করিতে হইবে। শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন মনের নিরোধের প্রকারান্তরও নাই। অতিদুষ্কর যে মনের নিরোধ, তাহা শ্রীগুরুর কৃপা হইলে অনায়াসেই সিদ্ধ হয়। ঐ কৃপাও অপ্রাপ্য বা বহ্বায়াসপ্রাপ্যও নহে। যথাসাধ্য অপরাধবর্জ্জিত হইয়া শ্রীভগবানের নামাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতেই উহা লাভ হইয়া থাকে। পরে শ্রীগুরুর কৃপায় আত্মসাক্ষাৎকারের সহিত শ্রবণাদিসাধনে দৃঢ়তা জন্মে। ক্রমে সিদ্ধদশা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। উহা আবার যে সে সিদ্ধদশা নহে। প্রকৃত সিদ্ধদশা আসিলে, পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়। তখন সকল ভয়ই তিরোহিত হইয়া যায়॥ ৩৮॥

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥ ৩৯॥

রথাঙ্গপাণেঃ (রথাঙ্গং চক্রং পাণৌ যস্য তস্য ভগবতঃ) যানি লোকে গীতানি (তানি) সুভদ্রাণি (সুমঙ্গলানি) জন্মানি কর্ম্মাণি চ তদর্থকানি (তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থঃ যেষাং তানি) নামানি চ গায়ন অসঙ্গঃ বিলজ্জঃ (চ ভূত্বা) বিচরেৎ॥ ৩৯॥

চক্রপাণি শ্রীভগবানের ইহলোকে গীত যে সকল সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্ম এবং তদর্থক যে সকল নাম, সেইগুলিকে গান করিতে করিতে সঙ্গরহিত ও বিলজ্জ হইয়া বিচরণ করিবে॥ ৩৯॥

"চক্রপাণি" ইত্যাদি। এই পৃথিবীতে শ্রীভগবানের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও লোক-প্রসিদ্ধ যে সকল মঙ্গলজনক জন্ম ও কর্ম্ম এবং তদর্থক অর্থাৎ ঐ সকল জন্ম ও কর্ম্মের সূচক যে সকল মঙ্গলজনক নাম লোকে গান করিয়া থাকেন,

প্রবৃত্ত ভক্ত সেইগুলি কীর্ত্তন করিতে করিতে বিষয়াসক্তিশূন্য অর্থাৎ নির্ম্মলচিত্ত অতএব বিলজ্জ অর্থাৎ লজ্জাদিরহিত হইয়া বিচরণ করিবেন।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৪০॥

এবংব্রতঃ ( এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপং ব্রতং যস্য সঃ ) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা ( স্বপ্রিয়স্য ভগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিনা ) জাতানুরাগঃ ( জাতঃ অনুরাগঃ যস্য সঃ, অতএব ) দ্রুতচিত্তঃ ( দ্রুতং শ্লথং চিত্তং হৃদয়ং যস্য সঃ জনঃ ) উন্মাদবৎ ( গ্রহগৃহীতবৎ ) লোকবাহ্যঃ (লোকানাং বাহ্যঃ, হাস্যাদিষু অবধানশূন্যঃ, বিবশঃ সন্) উচ্চৈঃ হসতি অথো রোদিতি রৌতি ( ক্রোশতি ) গায়তি নৃত্যতি ( চ )॥ ৪০॥

এইরূপ ব্রতধারী নিজপ্রিয় শ্রীভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা জাতানুরাগ ও শিথিলহৃদয় পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় লোকাপেক্ষারহিত হইয়া উচ্চস্বরে হাস্য, কখন রোদন কখন আক্রোশন এবং কখন গান ও কখন বা নৃত্য করিয়া থাকেন॥ ৪০॥

"এইরূপ" ইত্যাদি। সাধকভক্ত শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রবণাদিসাধনে দৃঢ়তা লাভ করিয়া শ্রীভগবানে ভাবযুক্ত ও ক্রমে প্রেমসম্পন্ন হয়েন। প্রেমের উদয়ে হৃদয় শিথিল হইয়া পড়ে। তখন আর লোকাপেক্ষা থাকে না। সুতরাং তখন তিনি উন্মাদের ন্যায় কখন উচ্চ হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার, কখন গান ও কখন নৃত্য করিয়া থাকেন। হাস্যরোদনাদি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের সূচক। সাধকদশায় অন্তঃসাক্ষাৎকারে শ্রীভগবানের লীলাদির স্ফূর্ত্তিতে হাস্যাদির যথাসম্ভব উদ্রেক অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক লীলার স্ফূর্ত্তিতে হাস্যোদ্রেক এবং করুণরসোদ্দীপক লীলার স্ফূর্ত্তিতে ক্রন্দনোদ্রেক প্রভৃতি হইয়া থাকে। প্রবৃত্ত ভক্তেও কখন কখন অশ্রুকম্পাদি দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু উহাকে প্রেমোত্থ অশ্রুকম্পাদি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। লৌকিক অশ্রুকম্পাদির ন্যায়, অর্থাৎ লৌকিক অবস্থাতে যেমন কোন বিশেষ কারণে ক্ষিতিতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভ এবং অপ্‌তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিতে অশ্রু প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, প্রবৃত্ত ভক্তেরও অশ্রুকম্পাদি লক্ষিত হইয়া থাকে। আশয়শুদ্ধি ব্যতিরেকে প্রেমোত্থ হাস্যক্রন্দনাদি নিতান্ত অসম্ভব। আশয়শুদ্ধি বলিতে অন্যতাৎপর্য্য পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগমোক্ষাদির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ এবং

ভগবানের প্রীতিমাত্রই তাৎপর্য্য। প্রবৃত্ত ভক্তের তাহা সম্ভব হয় না। সাধক ভক্তে তাঁহা সম্ভব হয়। অতএব সাধক দশাতেই প্রেমোদয়ে ভক্ত কখন অনুকম্পা ভৃত্যরূপে কখন সখারূপে কখন পিত্রাদিরূপে এবং কখন প্রিয়ারূপে অভিমানী হইয়া অন্তরে তত্তল্লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং বাহ্যেও তদনুরূপ চেষ্টা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাদৃশী চেষ্টাই তাঁহাদের হাস্য-ক্রন্দনাদি ॥ ৪০ ॥

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥ ৪১ ॥

খং বায়ুম্ অগ্নিং সলিলং মহীং চ জ্যোতীংষি ( চন্দ্রসূর্য্যাদীনি ) সত্ত্বানি ( ভূতানি ) দিশঃ দ্রুমাদীন্ সরিৎসমুদ্রান্ চ যৎ কিঞ্চ ভূতং ( স্থাবরজঙ্গমমাত্রং ) হরেঃ শরীরম্ ( ইতি মত্বা ) অনন্যঃ ( স্ফূর্ত্ত্যন্তররহিতঃ ) প্রণমেৎ ॥ ৪১ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, জ্যোতিষ্ক সকল, ভূতসমূহ, দিক্ সকল, তরুরাজি, সরিৎপুঞ্জ ও অর্ণবনিকর এবং অন্য যে কিছু স্থাবরজঙ্গম, সকলকেই শ্রীহরির শরীর বিবেচনা করিয়া অনন্যভাবে প্রণাম করিবে ॥ ৪১ ॥

ক্রমে প্রেম গাঢ় হইলে, সিদ্ধদশা নিকটবর্ত্তী হয়। তৎকালে প্রকৃত বাহঃ-সাক্ষাৎকার না হইলেও উহার উপক্রম হইতে থাকে। বহিঃসাক্ষাৎকারের উপক্রমে ভক্ত সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শন করিতে থাকেন। লুব্ধ ব্যক্তি যেমন জগৎ ধনময় দর্শন করে, কামুক ব্যক্তি যেমন জগৎ কামিনীময় অবলোকন করে, প্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ জগৎ ভগবন্ময় দর্শন করিতে থাকেন। তৎকালে তাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতই স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর জগৎই ভগবন্ময় হইয়া থাকে। তিনি যে দিকে দৃষ্টি করেন, সেই দিকেই নবনীরদনীলকান্তি শ্যামসুন্দরকে সন্দর্শন করিতে থাকেন। তাঁহার অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুরই স্ফূর্ত্তি থাকে না। সুতরাং তখন তিনি যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর করেন, তাহাকেই নিজ প্রিয়তম পরমেশ্বর জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ৪২ ॥

যথা অশ্নতঃ ( ভুঞ্জানস্য জনস্য ) তুষ্টিঃ ( সুখং ) পুষ্টিঃ ( উদরভরণং ) ক্ষুদপায়ঃ ( ক্ষুন্নিবৃত্তিঃ চ ) অনুঘাসং ( প্রতিগ্রাসং ) স্যুঃ ( তথা ) প্রপদ্যমানস্য ( হরিং ভজতঃ পুংসঃ ) ভক্তিঃ ( প্রেমলক্ষণা ) পরেশানুভবঃ ( প্রেমাস্পদভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তিঃ তয়া নির্বৃতস্য ভক্তুঃ ) অন্যত্র বিরক্তিঃ ( ইতি এষঃ ) ত্রিকঃ এককালঃ ( ভজনসমকাল এব স্যাৎ ) ॥ ৪২ ॥

যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রতিগ্রাসেই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভজনকারী ব্যক্তির ভক্তি পরমেশ্বরানুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য এই তিনটি এক সময়েই হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন মার্গেই তদারূঢ় ব্যক্তির অবস্থাভেদে প্রবৃত্ত সাধক ও সিদ্ধ এই ত্রৈবিধ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত পুরুষের অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নহে। তাঁহাদের প্রবৃত্তাবস্থা শূন্যতুল্য ধারণ করে। কর্ম্মী যে স্বর্গাদিফলকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবস্থায় তাহার অপ্রাপ্তিতে, এবং জ্ঞানী যে কৈবল্যকামনায় জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবস্থায় তাহার অপ্রাপ্তিতে, আত্মাকে নিরবচ্ছিন্ন শূন্যময় অন্ধকারময় দেখিতে থাকেন। তাঁহাদের তৎপরবর্ত্তী সাধকাবস্থা অভীষ্ট ফলের কিঞ্চিৎ আশা প্রদান দ্বারা অপেক্ষাকৃত বস্তুগর্ভ, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, হইলেও, বিশেষ সুখদায়ক হয় না। আবার তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থাও নির্দোষ নহে। কর্ম্মীর সিদ্ধাবস্থায় ভবিষ্যৎ পতনের আশঙ্কা উদিত হয় এবং জ্ঞানীর সিদ্ধাবস্থা নিরনুভব জ্ঞানগর্ত্ত অবস্থা। ভক্তের অবস্থা সকল কিন্তু উহাদের অবস্থা সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভক্তিমার্গারূঢ় ব্যক্তির প্রবৃত্ত সাধক ও সিদ্ধ তিন অবস্থাই সারগর্ভ ও সুখময়। ভক্ত স্বভাবতঃ নিষ্কাম, অতএব তাঁহার কোন অবস্থাই অসুখকর হইতে পারে না। তাঁহার উক্ত তিন অবস্থাতেই কি প্রত্যাশিতসিদ্ধিরূপা কি অপ্রত্যাশিতসিদ্ধিরূপা চপলার সুখদায়িনী জ্যোতিঃ ক্ষণে ক্ষণে বিলসিত হইতে থাকে। ভক্তের প্রবৃত্তাবস্থায় চিত্তশুদ্ধি এবং সাধকাবস্থায় অপ্রত্যাশিত পারমেশ্বরী অণিমাদি সিদ্ধি সকল এবং মায়িকী পরকায়-প্রবেশাদি সিদ্ধি সকল, তিনি প্রার্থনা না করিলেও, বিশেষ বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। আর তাঁহার প্রত্যাশিত সিদ্ধি যে ভক্তি পরমেশ্বরানুভব ও বিষয়-বৈরাগ্য

তাহাও তাঁহার ভজনসমকালেই আসিয়া দেখা দেয়। ভোজনকারী ব্যক্তি যেমন গ্রাসে গ্রাসেই কিয়ৎপরিমাণে তুষ্টি, কিয়ৎপরিমাণে পুষ্টি এবং কিয়ৎ-পরিমাণে ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুভব করিতে থাকেন, ভজনমার্গারূঢ় ব্যক্তিও তদ্রূপ প্রতিপদক্ষেপেই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি কিয়ৎপরিমাণে পরমেশ্বরানুভব ও কিয়ৎপরিমাণে বিষয়ান্তরে বৈরাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার কোন অবস্থাই শূন্য বা অসুখকর হয় না। অধিকন্তু ভক্তের শ্রবণকীর্ত্তনাদি চেষ্টা সকলই সুখকরী। উহারা অষ্টাঙ্গযোগের ন্যায় বা জ্ঞানযোগের ন্যায় অসুখকর নহে ॥ ৪২ ॥

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৪৩ ॥

(হে) রাজন্! ইতি (উক্তপ্রকারেণ) অনুবৃত্ত্যা (অভ্যাসেন) অচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতঃ ভাগবতস্য ভক্তিঃ ভগবৎপ্রবোধঃ বিরক্তিঃ চ (ত্রয়ঃ) ভবন্তি। ততঃ সাক্ষাৎ পরাং শান্তিম্ (আত্যন্তিকং ক্ষেমম্) উপৈতি ॥ ৪৩ ॥

হে রাজন্, এইরূপ অভ্যাস দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম ভজন করেন যে ভক্ত, তাঁহার ভক্তি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য তিনই হইয়া থাকে। পরে সাক্ষাৎ পরা শান্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক ক্ষেম লাভ হয় ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ।

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

রাজা উবাচ। অথ যদ্ধর্ম্মঃ (যঃ ধর্ম্মঃ যস্য সঃ) যাদৃশঃ (যৎস্বভাবঃ) নৃণাং (মধ্যে) যথা চরতি (বর্ত্ততে) যৎ ব্রূতে যৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভগবতঃ প্রিয়ঃ ভবতি তং) ভাগবতম্ (এবং) ব্রূত ॥ ৪৪ ॥

"রাজা বলিলেন" ইত্যাদি। অনন্তর ভাগবত, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি, তাহাই বলুন। ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বুঝিতে হইলে, অবশ্য তিনি যে ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত, তাঁহার স্বভাব যেপ্রকার, তিনি মনুষ্যমধ্যে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তিনি যাহা বলেন, এবং যে সকল চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া জানা যায়, সেগুলিও বলিতে হইবে। অতএব

উক্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট করিয়া বলুন। প্রথমে ভগবদ্ভক্তের স্বরূপলক্ষণ কি, তাহাই বলুন। যিনি শ্রীভগবানের প্রিয়, তিনিই যদি ভগবদ্ভক্ত হয়েন, তবে কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে হইবে, তাহা না বলিলে, ভগবদ্ভক্তের স্বরূপনির্ণয় করিতে পারা যায় না, অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহাই বলুন। ঐ ভগবদ্ভক্তেরও আবার যদি উত্তমমধ্যমাদি ভেদ থাকে, তাহাও যথালক্ষণে বিবৃত করুন। তার পর, তাঁহার তটস্থলক্ষণ, অর্থাৎ তাঁহার যে কার্য্যাদি দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়, তাহাই বলুন। তিনি কোন্ ধর্ম্ম নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন, তাঁহার স্বভাব কীদৃশ, তিনি এই সংসারে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তিনি কিরূপ কথা বলেন, এবং তিনি যে সকল চিহ্ন দ্বারা শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়েন, সেই বিষয়গুলিও যথাক্রমে বলুন ॥ ৪৪ ॥

হবিরুবাচ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

হবিঃ উবাচ। যঃ সর্ব্বভূতেষু আত্মনঃ ভগবদ্ভাবং পশ্যেৎ (অনুভবতি), আত্মনি ভগবতি ভূতানি (চ অনুভবতি) এষঃ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

হবি বলিলেন। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, এবং যিনি আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৪৫ ॥

"হবি বলিলেন" ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্ত উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে প্রবৃত্ত ভক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত, সাধক ভক্তই মধ্যম ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্তই উত্তম ভক্ত। যিনি চেতন ও অচেতন সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত আত্মাকে শ্রীভগবানের আবির্ভাবস্বরূপে সন্দর্শন করেন, এবং যিনি আবির্ভূত আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে সকল পদার্থকেই দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভগবদ্ভক্ত। যিনি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোত্তম বলা যায় ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৪৬ ॥

যঃ ঈশ্বরে (ভগবতি) তদধীনেষু (ভগবদ্ভক্তেষু) বালিশেষু (অজ্ঞেষু) দ্বিষৎসু (ভগবদ্ভক্তদ্বেষিষু) বা (চ) প্রেম মৈত্রী কৃপা উপেক্ষা (চ তাঃ) করোতি সঃ মধ্যমঃ ॥ ৪৬ ॥

যিনি ঈশ্বরে তদধীনে অজ্ঞে ও দ্বেষকারীতে প্রেম মৈত্রী কৃপা ও উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মধ্যম ভগবদ্ভক্ত বলা হয় ॥ ৪৬ ॥

"যিনি ঈশ্বরে" ইত্যাদি। যিনি শ্রীভগবানে প্রেম করেন, যিনি তদধীন তদ্ভক্তবর্গের সহিত মিত্রতা করেন, যিনি অজ্ঞ ব্যক্তি সকলের প্রতি কৃপা করেন, এবং যিনি শ্রীভগবানের ও তদ্ভক্তের দ্বেষকারী ব্যক্তি সকলকে উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে মধ্যম ভগবদ্ভক্ত বলা হইয়া থাকে। ইনি সাধক ভক্ত। সাধক ভক্ত আত্মার উন্নতির জন্য ভগবৎপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থের সিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য শ্রীভগবানে প্রেম, তদ্ভক্তের সহিত মৈত্রী, অজ্ঞের প্রতি দয়া ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ফলতঃ এইরূপ আচরণ দ্বারাই চিত্তের সঙ্কোচ দূর হইবার পর প্রসারতা লাভ হয়। অন্যথা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব লাভ হইতে পারে না ॥ ৪৬ ॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

যঃ হরয়ে ( হরিং প্রীণয়িতুং ) অর্চ্চায়াম্ এব শ্রদ্ধয়া পূজাম্ ঈহতে তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ ( পূজাং ) ন ( ঈহতে ) সঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৭ ॥

যিনি হরিতোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্ভক্ত ও অন্য ব্যক্তি সকলের তাহা করেন না। তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা যায় ॥ ৪৭ ॥

কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীহরির তোষণার্থ প্রতিমাতেই শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রেমের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত তিনি ভক্তের মাহাত্ম্য অবগত হয়েন না, অতএব তিনি তদ্ভক্তের পূজা করেন না। যিনি ভক্তের পূজা করেন না, তিনি যে অন্যের পূজা করিতে পারেন না, তাহা আর বলিতে হয় না। তিনি লোকপরম্পরায় প্রতিমাতে শ্রীভগবানের পূজা করিতে হয় শুনিয়া, কেবল তাহাতেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই প্রথম ভক্তিমার্গে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এই প্রথম ভক্তিপথের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

যঃ ইদং ( বিশ্বং ) বিষ্ণোঃ মায়াং পশ্যন্ ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থান্ ( বিষয়ান্ ) গৃহীত্বা অপি ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥

যিনি এই বিশ্বকে বিষ্ণুর মায়া দেখিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃষ্ট হয়েন না, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥

যিনি এই বিবিধ বস্তু-সমন্বিত বিচিত্র বিশ্বকে একমাত্র বিষ্ণুর মায়া দর্শন করিয়াছেন ; যাঁহার এই সাংসারিক বস্তু সকলে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ; যিনি নীল, পীত, শ্বেত ও লোহিত প্রভৃতি রূপ সকলকে একই রূপ দেখিতেছেন ; যিনি কটু, তিক্ত, কষায় ও মধুর প্রভৃতি রস সকলকে একই রস দেখিতেছেন ; যিনি সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের একতা অনুভব করিতেছেন ; যিনি শীত ও উষ্ণাদির তুল্যতা বোধ কবিতেছেন ; যিনি তীব্র ও মধুর প্রভৃতি শব্দ সকলকে একই শব্দ বোধ করিতেছেন ; যিনি রূপরসাদি গুণ সকলকে একই প্রকৃতির বিকার বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন ; যাঁহার জ্ঞানে পার্থিব পদার্থ সকল একই পৃথিবীব বিকার বলিয়া বোধ হইতেছে ; যাঁহার চক্ষু শৈল সরিৎ ও সমুদ্রাদির ভেদ দর্শন করিতেছে না ; যাঁহার দৃষ্টিতে পঞ্চভূতই প্রকৃতির গুণপরিণাম বলিষা প্রতীত হইতেছে ; তিনি কখনই পার্থিবকামনা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না। যাঁহার পার্থিবকামনা নাই, তিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদি বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও তাহাতে দ্বেষও করেন না বা আনন্দিতও হয়েন না। কামনাই আনন্দের মূল এবং কামনাই দ্বেষের বীজ। যাঁহার কামনা নাই, তাঁহার প্রাপ্তিতেও অভিনন্দন নাই, তাঁহার অপ্রাপ্তিতেও ক্রোধ নাই। যাঁহার কোন কামনা নাই, তাঁহার প্রিয়ও নাই, অপ্রিয়ও নাই ; অতএব তাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষ বা আদরও নাই। এইরূপে যিনি বিশ্বসংসারকে মায়াময় জানিয়া তাহার কামনা হইতে বিরত হইয়াছেন, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ ॥ ৪৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুত্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৯ ॥

যঃ হরেঃ স্মৃত্যা দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং জন্মাপ্যয়ক্ষুত্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ [সংসা]রধর্ম্মৈঃ অবিমুহ্যমানঃ ( ভবতি সঃ ) ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৯

যিনি শ্রীহরির স্মৃতি দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির জন্ম নাশ ক্ষুধা ভয় তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হয়েন না, তিনি ভাগবতপ্রধান ॥ ৪৯ ॥

যিনি নিরন্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা যিনি জন্ম ও নাশরূপ দৈহিক ধর্ম্ম কষ্টরূপ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম ক্ষুধারূপ প্রাণের ধর্ম্ম ভয়রূপ মনের ধর্ম্ম তৃষ্ণা অর্থাৎ বাসনারূপ বুদ্ধির ধর্ম্ম প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে মোহিত হয়েন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান। যে ভগবৎস্মৃতি দ্বারা তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসারধর্ম্মে মোহিত হয়েন না, সেই ভগবৎস্মৃতি তাঁহার অবিচ্ছেদেই থাকে। তিনি যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাকুন না, তাঁহার ভগবৎস্মৃতির বিচ্ছেদ নাই। তিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় অবস্থাতে অবস্থান করেন। ঐ অবস্থাতে ভগবৎস্মৃতির বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই, স্মৃতিবিচ্ছেদ নাই বলিয়াই তিনি সদাই ভগবৎস্মৃতিলাভে কৃতার্থ হয়েন, অর্থাৎ সংসারধর্ম্মে মোহিত হয়েন না। তজ্জন্য তাঁহাকে স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর ত্যাগ করিতে হয় না। কারণ, তদবস্থায় তাঁহার জ্ঞানশক্তি এতই প্রবল হয় যে, তিনি নিরন্তর ভগবৎস্মরণে নিবিষ্ট থাকিয়াও স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ঈদৃশ ভক্তের পক্ষে সংসারমোহ নিতান্ত অসম্ভব। এইরূপে যাঁহার সংসারমোহ বিগত হইয়াছে, তিনিই ভাগবতপ্রধান ॥ ৪৯ ॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

যস্য চেতসি কামকর্ম্মবীজানাং ন সম্ভবঃ বাসুদেবৈকনিলয়ঃ সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

যাঁহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা ভোগ্যবিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবৈকনিলয় সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫০ ॥

যিনি চিত্ত দ্বারা একমাত্র ভগবান বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব যাঁহার চিত্তে কখনই সাধারণ ভোগবাসনা অর্থাৎ ভোগের চিন্তা বা স্ত্রীসঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্ কামনা অথবা তত্তদিন্দ্রিয়ের চেষ্টা উদিত হয় না, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫০ ॥

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ (চ) ন অস্মিন্ দেহে অহংভাবঃ সজ্জতে সঃ বৈ হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥

যাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা বা বর্ণ আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে অহংভাব জন্মে না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয় ॥ ৫১ ॥

যিনি সৎকুলে উৎপন্ন ও সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন বলিয়া অহঙ্কার করেন না; যিনি ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী বলিয়া অহঙ্কার করেন না, অথবা যাঁহার জাতিগত অম্বষ্ঠ প্রভৃতি বলিয়া কোনরূপ অভিমান নাই, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। কুলকর্ম্ম ও বর্ণ প্রভৃতি সকলই শরীরসম্বন্ধীয়। উহাদিগকে শরীরসম্বন্ধীয় জানিয়া যিনি ঐ কুলাদিসম্বন্ধে নিরভিমান হয়েন, শ্রীভগবান তাঁহাকেই আপনার ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ৫১ ॥

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

যস্য বিত্তেষু আত্মনি বা স্বঃ পরঃ ইতি ভিদা ন, সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥

যাঁহার বিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পর এই ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫২ ॥

যিনি আপনার বিত্ত পরের বিত্ত বলিয়া ভেদ দেখেন না, যিনি কেবল পরের জন্যই বিত্ত উপার্জ্জন ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, যিনি নিজের আত্মা ও পরের আত্মা বলিয়া ভেদ দেখেন না, যিনি সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজ করিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি হয়েন, এইরূপে যাঁহার চিত্ত শান্ত হইয়াছে, তিনিই ভাগবতপ্রধান ॥ ৫২ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৫৩ ॥

যঃ ত্রিভুবনবিভবহেতবে অপি অকুণ্ঠস্মৃতিঃ (অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতিঃ যস্য সঃ) অজিতাত্মসুরাদিভিঃ (অজিতে আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভিঃ অপি) বিমৃগ্যাৎ (দুর্লভাৎ) ভগবৎপদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি ন চলতি [illegible] ৫৩ ॥

যিনি ত্রিভুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্যও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েন না, যিনি বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় শ্রীভগবচ্চরণ হইতে লবার্দ্ধও মুহূর্ত্তার্দ্ধও বিচলিত হয়েন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান ॥ ৫৩ ॥

স্বর্গে মর্ত্তে ও পাতালে যত কিছু বিভূতি আছে, তাদৃশ ভক্ত তাহার কোনটিকেই আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়েন না। যিনি আপনাকে অন্য হইতে কোনরূপেই পৃথক্ করিয়া দেখেন না, তিনি অবশ্যই নিজের বিভূতির জন্যও ব্যগ্র হয়েন না। যিনি আপনাকে সমুদায়ের একটি অংশ দেখেন, তিনি ঐ বিভূতি পাইয়াও তাঁহাতে মোহিত হয়েন না; কারণ তিনি জানেন, যাহা পাইয়াছি, তাহা, অংশ যে আমি সেই আমার জন্য নহে, পরন্তু সমুদায়ের জন্য। যিনি নিজের সমস্তই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের জন্য দেখিলেন, তাঁহার সেই সমষ্টিচিন্তার সহিত পরমাত্মচিন্তাও থাকিয়া গেল। অতএব তাদৃশ ভক্ত কখনই কোন বিভূতির জন্য শ্রীভগবানের স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না। বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণও যে শ্রীভগবচ্চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীচরণ সদাই যাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫৩ ॥

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

ভগবতঃ উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে উপসীদতাং (ভজতাং) হৃদি চন্দ্রে উদিতে অর্কতাপঃ ইব কথং পুনঃ সঃ (তাপঃ) প্রভবতি ॥ ৫৪ ॥

চন্দ্র উদিত হইলে অর্কতাপের ন্যায় ভগবান ত্রিবিক্রমের নখমণিচন্দ্রিকা দ্বারা নিরস্ততাপ ভক্তের হৃদয়ে কি প্রকারে ঐ তাপ জন্মিবে ॥ ৫৪ ॥

ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নখরূপ চন্দ্র সকল সদাই সমুদিত রহিয়াছে। অতএব তাহাতে কোন তাপই থাকিতে পারে না। যেখানে কোন তাপই থাকিতে পারে না, সেখানে যে ছায় কামাদিতাপ থাকে না, তাহা বলা বাহুল্য ॥ ৫৪ ॥

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ

প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৫৫ ॥

অবশাভিহিতঃ অপি অঘোঘনাশঃ হরিঃ (এব) সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (মুঞ্চতি) প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ সঃ ভাগবতপ্রধানঃ (ইতি) উক্তঃ ভবতি ॥ ৫৫ ॥

অবশভাবে অভিহিত হইয়াও অঘোঘনাশন হরিই সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জু দ্বারা যিনি শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন ॥ ৫৫ ॥

অবশভাবে যে কোনরূপে হউক, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র জীবের সকল পাপ দূর হয়, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম যিনি প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং শ্রীহরিই যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেই ব্যক্তিই ভাগবতপ্রধান ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে বসুদেবনারদসংবাদে
জায়ন্তেয়োপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

---

# তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ। পরস্য ঈশস্য বিষ্ণোঃ মায়িনাম্ অপি মোহিনীং মায়াং বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ ভগবন্তঃ নঃ (অস্মান্) ব্রুবন্তু ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন। পরমেশ্বর বিষ্ণুর মায়ী পুরুষগণেরও মোহনকারিণী মায়া জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আমাদিগকে বলুন ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন। পরমেশ্বর বিষ্ণুর মায়া মায়ী অর্থাৎ নিজশক্তি দ্বারা অন্য জীবগণের মোহনকারী ব্রহ্মাদি দেবগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন। আমি বিষ্ণুর ঐ মহীয়সী মায়ার বিষয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তদ্বিষয় কিছু বলুন ॥ ১ ॥

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥ ২ ॥

সংসারতাপনিস্তপ্তঃ মর্ত্ত্যঃ (অহং) তত্তাপভেষজং হরিকথামৃতং (হরিকথামৃতরূপং) যুষ্মদ্বচঃ জুষন্ (সেবমানঃ) ন অনুতৃপ্যে (তৃপ্তঃ ভবামি) ॥ ২ ॥

আমি সংসারতাপসন্তপ্ত মরণশীল মনুষ্য, ঐ তাপের ঔষধস্বরূপ হরিকথামৃতরূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

আমি সংসারতাপে সন্তপ্ত মরণধর্ম্মী মনুষ্য। আপনি যে হরিকথামৃতরূপ বাক্য সকল বলিতেছেন, ঐগুলি ঐ সংসারতাপের ঔষধস্বরূপ। অতএব আপনার মুখনিঃসৃত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া কি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। ঐগুলি যতই শুনিতেছি, ততই শ্রবণেচ্ছার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহার বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব আরও বলুন ॥ ২ ॥

অন্তরীক্ষ উবাচ।

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষঃ উবাচ, ( হে ) মহাভুজ ! আদ্যঃ ভূতাত্মা ( ভগবান্ ) স্বমাত্রাত্ম-প্রসিদ্ধয়ে ( স্বানাং স্বীয়ানাং জীবানাং মাত্রাণাং বিষয়ভোগানাম্ আত্মনঃ স্বপ্রাপ্তেঃ চ প্রসিদ্ধয়ে ) এভিঃ ( স্বসৃষ্টৈঃ ) মহাভূতৈঃ উচ্চাবচানি ভূতানি ( দেবাদিশরীরাণি ) সসর্জ্জ ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষ বলিলেন, হে মহাভুজ, ভূতসমূহের কারণ আদিপুরুষ, জীবগণের বিষয়ভোগের ও মোক্ষের নিমিত্ত যে শক্তি দ্বারা এই সকল মহাভূত দ্বারা, উচ্চ ও নীচ শরীর সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই মায়া ॥ ৩ ॥

অন্তরীক্ষ বলিলেন, হে মহাভুজ, সর্ব্বভূতের আদিকারণ শ্রীভগবান নিজ শক্তিরূপা মায়া দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব ঐ মায়ারই পরিণাম। মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে ক্রমে ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব শ্রীভগবানেরই অংশ। ঐ অংশভূত জীবের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই এই জগতের সৃষ্টি। জীবের শরীর মায়ার পরিণাম হইতে উৎপন্ন ভূতসকল দ্বারাই রচিত হইয়াছে। জীব ঐ শরীরের আশ্রয়ে বিষয় সকল ভোগ করিতে করিতে যখন ঐ ভোগে বিমুখ হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখনই তাঁহার মোক্ষের সূচনা হয়। পরে ভক্তির পরিপাকে ঐ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। জীব শ্রীভগবানের যে শক্তি দ্বারা সৃষ্ট শরীরের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করেন, সেই শক্তির নামই মায়া ॥ ৩ ॥

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥ ৪ ॥

এবং পঞ্চধাতুভিঃ ( মহাভূতৈঃ ) সৃষ্টানি ভূতানি ( দেবাদিশরীরাণি ) প্রবিষ্টঃ ( সন্ ) আত্মানম্ একধা ( মনসা ) দশধা ( বাহ্যেন্দ্রিয়রূপেণ ) বিভজন্ গুণান্ জুষতে ( জোষয়তি, সেবতে ) ॥ ৪ ॥

এই প্রকারে পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সৃষ্ট দেবাদিশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে একধা ও দশধা বিভাগ পূর্ব্বক গুণ সকল ভোগ করাইয়া থাকেন।

এইরূপে পঞ্চ মহাভূত দ্বারা দেবাদিশরীর সকল সৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবান ভোক্তা জীবের সহিত স্বয়ংও পরমাত্মরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। জীবের প্রবেশ ভোগের জন্য। পরমাত্মার তন্মধ্যে প্রবেশ কেবল অন্তর্য্যামিরূপে। জীবাত্মা ঐ দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়ে একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিবিধ বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন। পরমাত্মা [illegible]

স্বরূপে জীবের ঐ ভোগ সকল পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তবে যদি কোন সৌভাগ্যশালী জীব ঐ ভোগে বিরক্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েন, তাঁহাতে প্রেম করেন, তাহা হইলে, তিনি ঐ জীবের ঐ প্রেম অর্থাৎ সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥ ৫ ॥

সঃ প্রভুঃ ( জীবঃ ) আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ ( আত্মনা অন্তর্যামিণা প্রদ্যোতিতৈঃ চেতনীকৃতৈঃ ) গুণৈঃ গুণান্ ( বিষয়ান্ ) ভুঞ্জানঃ ইদং সৃষ্টং ( শরীরম্ ) আত্মানং মন্যমানঃ ইহ ( শরীরাদৌ ) সজ্জতে ( প্রসক্তঃ ভবতি ) ॥৫ ॥

সেই জীব অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কর্তৃক চেতনীকৃত গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিতে করিতে এই সৃষ্ট শরীরকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া ইহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

পরমাত্মা অন্তর্য্যামিরূপে জীবশরীরে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের ইন্দ্রিয় সকলের নিজশক্তি দ্বারা সজীবতা সম্পাদন করেন। জীব ঐ সজীব ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন। ভোগ করিতে করিতে ঘোরতর আসক্তি বশতঃ জীবের দেহে আত্মভ্রম ঘটে। তখন জীব ঐ দেহকেই আত্মা ভাবিয়া আর উহাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ করিতে চাহেন না। এই প্রকারেই তাঁহার বন্ধনদশা উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ-কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥ ৬ ॥

দেহভৃৎ ( দেহধারী জীবঃ ) কর্ম্মভিঃ ( কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ, পূর্ব্বপূর্ব্বদেহার্জ্জিতকর্ম্ম-বাসনাভিঃ নিমিত্তৈঃ পুনঃ ) সনিমিত্তানি ( সবাসনানি, উত্তরোত্তরদেহনিমিত্তপুণ্য-পাপজনকানি ) কর্ম্মাণি ( লৌকিকালৌকিকব্যাপারান্ ) কুর্ব্বন্ সুখেতরং ( দুঃখা-ত্মকং, সুখদুঃখাত্মকং ) তত্তৎ-কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ (অনুভবন্) ইহ (সংসারে) ভ্রমতি ॥৬॥

দেহধারী জীব কর্ম্ম দ্বারা সনিমিত্ত কর্ম্ম সকল আচরণ করিয়া সুখেতর সেই সেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে এই সংসারে ভ্রমণ করেন ॥ ৬ ॥

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ৭

ইত্থং বহ্বভদ্রবহাঃ ( বহূনি অভদ্রাণি দুঃখানি বহন্তি প্রাপয়ন্তি ইতি তথাভূতাঃ ) কর্ম্মগতীঃ ( দেবাদিযোনীঃ ) গচ্ছন্ অবশঃ ( সন্ ) আভূতসংপ্লবাৎ ( ভূতানাম্ উদ্ভূতবস্তূনাং সংপ্লবঃ প্রলয়ঃ তৎপর্য্যন্তং ) সর্গপ্রলয়ৌ ( উৎপত্তিমরণে ) অশ্নুতে ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ৭ ॥

জীব এইরূপে বিবিধদুঃখপ্রাপক কর্ম্মপথিতে অর্থাৎ দেবাদিশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশ হইয়া সংসারের প্রলয় পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েন ॥৭॥

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥ ৮ ॥

ধাতূপপ্লবে ( ধাতূনাং পঞ্চমহাভূতানাম্ উপপ্লবঃ বিনাশঃ তস্মিন্ ) আসন্নে ( প্রাপ্তে সতি ) অনাদিনিধনঃ কালঃ দ্রব্যগুণাত্মকং ব্যক্তং ( কার্য্যম্ ) অব্যক্তায় ( অব্যক্তং প্রতি নেতুম্ ) অপকর্ষতি হি ॥ ৮ ॥

পঞ্চ মহাভূতের বিনাশ উপস্থিত হইলে, অনাদিনিধন কাল দ্রব্যগুণাত্মক কার্য্যভূত জগৎকে অব্যক্তে লয়ের জন্য আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি ॥ ৯ ॥

( তদা ) ভুবি উল্বণা ( দুঃসহভয়ঙ্করী ) শতবর্ষা অনাবৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি। তৎকালোপচিতোষ্ণার্কঃ ত্রীন্ লোকান প্রতপিষ্যতি ॥ ৯ ॥

তৎকালে পৃথিবীতে অতি ভয়ঙ্কর শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইবে। এবং তৎকালপ্রবৃদ্ধ অত্যুষ্ণ সূর্য্য তিন লোক প্রতপ্ত করিবেন ॥ ৯ ॥

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০ ॥

সঙ্কর্ষণমুখানলঃ ঊর্দ্ধশিখঃ বায়ুনা ঈরিতঃ ( প্রেরিতঃ চ সন্ ) পাতালতলম্ আরভ্য বিষ্বক্ ( সর্ব্বতোদিশম্ ) দহন্ বর্দ্ধতে ॥ ১০ ॥

সঙ্কর্ষণমুখোত্থিত অনল ঊর্দ্ধশিখ ও বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদিক্ দহন করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১০॥

সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্ ॥ ১১ ॥

সম্বর্ত্তকঃ মেঘগণঃ হস্তিহস্তাভিঃ ধারাভিঃ শতং সমাঃ (শতবর্ষপর্য্যন্তং) বর্ষতি। (ততঃ চ) বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডং) সলিলে লীয়তে স্ম ॥ ১১ ॥

সম্বর্ত্তক নামক মেঘগণ হস্তিশুণ্ড সদৃশ ধারা সহকারে শতবর্ষ বর্ষণ করিবে। পরে বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে লীন হইবে ॥ ১১ ॥

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥ ১২ ॥

(হে) নৃপ! ততঃ (ব্রহ্মাণ্ডাত্মকোপাধিলয়াৎ) বৈরাজঃ পুরুষঃ বিরাজম্ উৎসৃজ্য নিরিন্ধনঃ অনলঃ ইব সূক্ষ্মম্ অব্যক্তং বিশতে ॥ ১২ ॥

হে রাজন্, তখন বৈরাজ পুরুষ স্বীয় উপাধি যে ঐ বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড উহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাষ্ঠরহিত অনলের ন্যায় সূক্ষ্ম অব্যক্তে প্রবেশ করিবেন ॥ ১২ ।

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥ ১৩ ॥

বায়ুনা হৃতগন্ধা (হৃতঃ গন্ধঃ যস্যাঃ সা) ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে। তদ্ধৃতরসং (তেন বায়ুনা হৃতঃ রসঃ যস্য তৎ) সলিলং জ্যোতিষ্ট্বায় উপকল্পতে ॥ ১৩ ॥

বায়ু দ্বারা হৃতগন্ধা পৃথিবী জলরূপে পরিণত হয়। পরে ঐ জলের রস হৃত হইলে, উহা তেজরূপে পরিণত হয় ॥ ১৩ ॥

হৃতরূপন্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ॥ ১৪ ॥

তমসা হৃতরূপং (হৃতং রূপং যস্য তৎ) তু জ্যোতিঃ বায়ৌ প্রলীয়তে। অবকাশেন (আকাশেন) হৃতস্পর্শঃ (হৃতঃ স্পর্শঃ যস্য সঃ) বায়ুঃ নভসি লীয়তে ॥ ১৪ ॥

অন্ধকার দ্বারা রূপ হৃত হইলে, তেজ বায়ুতে লীন হয়। এবং আকাশ দ্বারা স্পর্শ হৃত হইলে, বায়ু আকাশে লীন হয় ॥ ১৪ ॥

কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥ ১৫ ॥

কালাত্মনা (কালরূপেণ ঈশ্বরেণ) হৃতগুণং (হৃতঃ গুণঃ শব্দঃ যস্য তৎ) নভঃ আত্মনি (তামসাহঙ্কারে) লীয়তে ॥ ১৫ ॥

কালরূপী ঈশ্বর কর্ত্তৃক শব্দগুণ হৃত হইলে, আকাশ তামসাহঙ্কারে লীন হয় ॥ ১

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥ ১৬ ॥

( হে ) নৃপ! ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিঃ বৈকারিকৈঃ ( সাত্ত্বিকাহঙ্কারোৎপন্নৈঃ দেবৈঃ ) সহ মনঃ হি ( এতানি ) স্বগুণৈঃ ( স্বকার্য্যৈঃ সহিতানি ) অহঙ্কারং প্রবিশন্তি। অহম্ ( অহঙ্কারঃ ) আত্মনি ( মহত্তত্ত্বে সঃ চ প্রকৃতৌ প্রবিশতি ) ॥ ১৬ ॥

হে নৃপ, ইন্দ্রিয় সকল বুদ্ধি ও সাত্ত্বিকাহঙ্কারোৎপন্ন দেবগণের সহিত মন ইহারা নিজ নিজ কার্য্যের সহিত অহঙ্কারে প্রবেশ করে। অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে প্রবেশ করে ॥ ১৬ ॥

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

এষা ত্রিবর্ণা ( লোহিতশুক্লকৃষ্ণা, রজঃ-সত্ত্ব-তমোময়ী, ত্রিগুণা ) সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ভগবতঃ ( শক্তিরূপা ) মায়া অস্মাভিঃ বর্ণিতা ( তৎকার্য্যনিরূপণেন নিরূপিতা )। কিং ভূয়ঃ শ্রোতুম্ ইচ্ছসি ॥ ১৭ ॥

এই ত্রিবর্ণা সৃষ্টিস্থিতিনাশকারিণী ভগবানের মায়া আমরা বর্ণন করিলাম। পুনর্ব্বার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ॥ ১৭ ॥

রাজোবাচ।

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

রাজা উবাচ। অকৃতাত্মভিঃ ( ন কৃতঃ ভগবদ্ভজনপরঃ আত্মা অন্তঃকরণং যৈঃ তৈঃ ) দুস্তরাম্ এতাম্ ঐশ্বরীং মায়াং স্থূলধিয়ঃ ( স্থূলে দেহাদৌ ধীঃ অহংবুদ্ধিঃ যেষাং. স্থূলা ধী যেষাং বা, তে ) যথা ( যেন প্রকারেণ ) অঞ্জঃ ( সুখেন ) তরন্তি ( হে ) মহর্ষে! ইদং ( সাধনম্ ) উচ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

রাজা বলিলেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণ ভগবদ্ভজনপর হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতি দুস্তর এই ঐশ্বরিক মায়াকে স্থূলবুদ্ধি লোক সকল যেরূপে সুখে উত্তীর্ণ হইতে পারে. হে মহর্ষে. ইহাই বলুন ॥ ১৮ ॥

প্রবুদ্ধ উবাচ।

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

প্রবুদ্ধ উবাচ। দুঃখহত্যৈ (দুঃখনিরাসায়) সুখায় (সুখপ্রাপ্তয়ে) চ কর্ম্মাণি (লৌকিকালৌকিকব্যাপারান্‌) আরভমাণানাং মিথুনীচারিণাং (স্ত্রিয়া সহ মিথুনীভূয় বর্ত্তমানানাং) নৃণাং পাকবিপর্য্যাসং (ফলবৈপরীত্যং) পশ্যেৎ ॥ ১৯ ॥

প্রবুদ্ধ বলিলেন। দুঃখহানি ও সুখলাভের নিমিত্ত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানকারী মিথুনভাবে সংসারে অবস্থিত মনুষ্যদিগের কর্ম্মফলের বৈপরীত্য দর্শন করিবে ॥ ১৯

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥ ২০ ॥

নিত্যার্ত্তিদেন (নিত্যং দুঃখপ্রদেন) দুর্লভেন (অত্যায়াসলভ্যেন) আত্মমৃত্যুনা (আত্মনঃ স্বস্য মৃত্যুরূপেণ) বিত্তেন সাধিতৈঃ চলৈঃ (অনিত্যৈঃ) গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ (কিং সুখং স্যাৎ) ॥ ২০ ॥

নিত্য দুঃখপ্রদ দুর্লভ আপনার মৃত্যুস্বরূপ বিত্ত দ্বারা সাধিত অনিত্য গৃহ অপত্য আত্মীয় ও পশু দ্বারা কি সুখ হইবে? ॥ ২০ ॥

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্‌।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্‌ ॥ ২১ ॥

যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাং (খণ্ডভূমণ্ডলপতীনাং) সতুল্যাতিশয়ধ্বংসম্‌ এবং কর্ম্মনির্ম্মিতং নশ্বরং পরং লোকং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥ ২১ ॥

যেমন খণ্ডভূমণ্ডলপতিদিগের তুল্যের প্রতি স্পর্দ্ধা অধিকের প্রতি অসূয়া এবং ধ্বংস বশতঃ ভয় আছে, তেমনি কর্ম্মনির্ম্মিত অতএব নশ্বর পরলোকেও ভয় আছে জানিবে ॥ ২১ ॥

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্‌ ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ উত্তমং শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছুঃ) শাব্দে ব্রহ্মণি (বেদাখ্যে) নিষ্ণাতং (তত্ত্বজ্ঞং) পরে (ব্রহ্মণি) চ (নিষ্ণাতম্‌ অপরোক্ষানুভবসমর্থম্‌) উপশমাশ্রয়ং (ক্রোধলোভাদ্যবশীভূতং) গুরুং প্রপদ্যেত ॥ ২২ ॥

অতএব উত্তম শ্রেয়ঃ জানিতে অভিলাষী ব্যক্তি বেদাখ্য শব্দব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে সমর্থ ক্রোধলোভাদির অবশীভূত গুরুর আশ্রয় লইবে ॥ ২২

তত্র ভাগবতান্‌ ধর্ম্মান্‌ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র ( গুরুসন্নিধৌ ) গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ ( গুরুঃ এব আত্মা আত্মবৎ প্রিয়ঃ দৈবতং দেবতাবৎ আদরবিষয়ঃ চ যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্ ) অমায়য়া ( নিষ্কপটয়া ) অনুবৃত্ত্যা ( গুরুসেবয়া ) যৈঃ ( ধর্ম্মৈঃ ) আত্মদঃ ( আত্মপ্রদঃ ) আত্মা হরিঃ তুষ্যেৎ ( তান্ ) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ ॥ ২৩ ॥

সেই গুরুর নিকটে গুরুকে আত্মার সদৃশ প্রিয় ও দেবতার তুল্য আদর করিয়া অকপট গুরুসেবা সহকারে যে ধর্ম্ম দ্বারা আত্মপ্রদ আত্মা হরি তুষ্ট হয়েন, সেই ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্ ॥ ২৪ ॥

আদৌ ( তাবৎ ) সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বত্র, দেহাদৌ ) মনসঃ অসঙ্গম্ ( অনাসক্তিং ) সাধুষু সঙ্গং চ ভূতেষু যথোচিতং ( দেশকালপাত্রাদ্যনুসারেণ ) দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ শিক্ষেৎ ॥ ২৪ ॥

প্রথমতঃ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ে মনের অনাসক্তি সাধুসকলের সঙ্গ ও সর্ব্বভূতে যথোচিত দয়া মৈত্রী ও বিনয় শিক্ষা করিবে ॥ ২৪ ॥

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ২৫ ॥

( ততঃ ) শৌচং তপঃ তিতিক্ষাং চ মৌনং স্বাধ্যায়ম্ আর্জ্জবং ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসাং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ সমত্বং ( চ শিক্ষেৎ ) ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর শৌচ তপস্যা ও তিতিক্ষা, মৌন, স্বাধ্যায়, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এবং সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিবে ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বত্র আত্মেশ্বরান্বীক্ষাং ( আত্মা ঈশ্বরঃ চ তয়োঃ অন্বীক্ষাং নিরন্তরং দর্শনং ) কৈবল্যম্ ( একান্তচারিত্বম্ ) অনিকেততাং ( গৃহাদ্যভিমানরাহিত্যং ) বিবিক্তচীরবসনং ( বিবিক্তাঃ চীরাঃ বস্ত্রখণ্ডাঃ তেষাং বসনং পরিধানং ) যেন কেনচিৎ সন্তোষং ( চ শিক্ষেৎ ) ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিরন্তর দর্শন, একান্তচারিত্ব, গৃহাদিতে অভিমানরাহিত্য, শুদ্ধ বস্ত্রখণ্ড পরিধান ও যাহা কিছু হউক তাহাতেই সন্তোষ শিক্ষা করিবে ॥ ২৬ ॥

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপি হি ।
মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥ ২৭ ॥

ভাগবতে শাস্ত্রে শ্রদ্ধাম্ অন্যত্র ( শাস্ত্রাদৌ ) চ অপি হি ( যা ) অনিন্দা ( তাং ) মনোবাক্‌কায়দণ্ডং চ সত্যং শমদমৌ অপি ( শিক্ষেৎ ) ॥ ২৭ ॥

ভাগবতে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্যত্র অনিন্দা ও মন বাক্য ও শরীরের শাসন এবং সত্য শম ও দম শিক্ষা করিবে ॥ ২৭ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥ ২৮ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মণঃ হরেঃ জন্মকর্ম্মগুণানাং চ শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং তদর্থে অখিলচেষ্টিতং ( চ শিক্ষেৎ ) ॥ ২৮ ॥

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম কর্ম্ম ও গুণ সকলের শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান ও তদর্থে সকল চেষ্টা শিক্ষা করিবে ॥ ২৮ ॥

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥ ২৯

ইষ্টং ( বৈদিকং যজ্ঞাদি ), দত্তং ( স্মার্ত্তং দানাদি ), তপঃ ( একাদশ্যুপবাসাদি ), জপ্তং ( মন্ত্রজপাদি ), বৃত্তং ( লৌকিকালৌকিকং সর্ব্বং কর্ম্ম ), যৎ চ আত্মনঃ ( স্বস্য ) প্রিয়ং ( বস্তু ) দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ ( অপি অখিলঞ্চ ) পরস্মৈ ( পরমেশ্বরায় ) যৎ নিবেদনং ( সমর্পণং, তদীয়ত্ববুদ্ধ্যা তদারাধনপরতয়া স্থাপনং তৎ শিক্ষেৎ ) ॥ ২৯ ॥

ইষ্ট, দত্ত, তপঃ, জপ, কর্ম্ম, যাহা কিছু নিজের প্রিয় স্ত্রী গৃহ পুত্র ও প্রাণ সমুদায়কেই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে শিক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্ ।
পরিচর্য্যা চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ৩০ ॥

এবং ( তথা ) কৃষ্ণাত্মনাথেষু ( কৃষ্ণঃ এব আত্মনঃ নাথঃ স্বামী যেষাং তেষু ) মনুষ্যেষু সৌহৃদং চ উভয়ত্র ( স্থাবরে জঙ্গমে চ যা ) পরিচর্য্যা ( তাং বিশেষতঃ নৃষু সাধুষু ( ধর্ম্মশীলেষু ) মহৎসু ( ভগবদ্ভক্তেষু ) চ শিক্ষেৎ ॥ ৩০ ॥

এবং কৃষ্ণভক্ত মনুষ্য সকলের সহিত সৌহৃদ্য এবং স্থাবর ও জঙ্গম পরিচর্য্যা বিশেষ মনুষ্য সাধু ও মহাত্মা সকলের পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবে ॥ ৩০

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্ যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥ ৩১॥

পরস্পরানুকথনং ( পরস্পরম্ এব অনুকথনং যৎ তৎ ) পাবনং ভগবদ্যশঃ ( আলস্য সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন ) মিথঃ ( যা ) রতিঃ ( রমণং ) মিথঃ ( যা ) তুষ্টিঃ ( সুখং ) মিথঃ ( যা ) আত্মনঃ নিবৃত্তিঃ ( তাং চ ) শিক্ষেৎ॥ ৩১॥

পরস্পর যে বিষয়ের কথোপকথন হয়, এরূপ শ্রীভগবানের যশ অবলম্বনে পরস্পর রতি পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর নিজের নিবৃত্তি শিক্ষা করিবে॥ ৩১॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ৩২॥

( এবং ) ভক্ত্যা ( সাধনভক্ত্যা ) সঞ্জাতয়া ( প্রেমলক্ষণয়া ) ভক্ত্যা অঘৌঘহরং হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ স্মারয়ন্তঃ চ উৎপুলকাং ( রোমোদ্গমযুক্তাং ) তনুং বিভ্রতি॥ ৩২॥

এই প্রকার সাধনভক্তি দ্বারা সংজাত প্রেমলক্ষণা ভক্তি সহকারে অঘৌঘ-নাশন হরিকে স্মরণ করিয়া ও পরস্পর স্মরণ করাইয়া পুলকিত শরীর ধারণ করেন॥ ৩২॥

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ৩৩॥

( ততঃ চ ) অলৌকিকাঃ ( লৌকিকজনবিলক্ষণাঃ সন্তঃ ) অচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ রুদন্তি ক্বচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি অজম্ অনুশীলয়ন্তি ( এবং ) পরম্ এত্য ( প্রাপ্য ) নির্বৃতাঃ ( সন্তঃ ) তূষ্ণীং ভবন্তি॥ ৩৩॥

তদনন্তর অলৌকিক হইয়া অচ্যুতচিন্তায় কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, আনন্দ করেন, কথা কন, নৃত্য করেন, গান করেন এবং পরমাত্মাকে পাইয়া নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেন॥ ৩৩॥

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্॥ ৩৪॥

ইতি ( এবংবিধান ) ভাগবতান ধর্ম্মান শিক্ষন ( অভ্যাসন ) নারায়ণপরঃ

( ভগবদারাধননিষ্ঠঃ পুমান্ ) তদুত্থয়া ( ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানজন্যয়া ) ভক্ত্যা ( প্রেমাত্মিকয়া দুস্তরাম্ ( অপি ) মায়াম্ অঞ্জঃ ( সুখেন এব ) তরতি ॥ ৩৪ ॥

এবম্বিধ ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া ভগবদারাধননিষ্ঠ পুরুষ তদুত্থ ভক্তি দ্বারা দুস্তর মায়াকে সুখেই অতিক্রম করেন ॥ ৩৪ ॥

রাজোবাচ ।

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

রাজা উবাচ । হি ( যস্মাৎ ) যূয়ং ব্রহ্মবিত্তমাঃ ( ব্রহ্মবিদাম্ অতিশ্রেষ্ঠাঃ অতঃ ) নারায়ণাভিধানস্য ( ভগবতঃ ) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ( চ ) নিষ্ঠাং ( তত্ত্বং ) নঃ ( অস্মভ্যং ) বক্তুম্ অর্হথ ॥ ৩৫ ॥

রাজা বলিলেন । আপনারা ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণাভিধানের অর্থাৎ ভগবানের এবং ব্রহ্মের ও পরমাত্মার তত্ত্ব আমাদিগকে বলুন ॥ ৩৫ ॥

পিপ্পলায়ন উবাচ ।

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ৩৬ ॥

পিপ্পলায়নঃ উবাচ । ( হে ) নরেন্দ্র ! অস্য ( বিশ্বস্য ) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুঃ ( স্বয়ম্ ) অহেতুঃ ( হেতুরহিতঃ যঃ ভগবচ্ছব্দবাচ্যঃ ) স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সৎ ( তৎ ব্রহ্মশব্দবাচ্যং ) দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি যেন ( পরমাত্মশব্দবাচ্যেন সংজীবিতানি ( সন্তি ) চরন্তি ( স্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্তন্তে ) তৎ পরং ( তত্ত্বম্ ) অবেহি ॥ ৩৬ ॥

পিপ্পলায়ন বলিলেন; হে রাজন্, এই বিশ্বের স্থিতি উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ অথচ যিনি স্বয়ং কারণরহিত ভগবান্, যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিতে অনুবর্ত্তমান এবং তদ্বহির্ভাগে অর্থাৎ সমাধি প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তমান ব্রহ্ম, আর দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মন যে পরমাত্মা কর্ত্তৃক সংজীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জান ॥ ৩৬ ॥

"পিপ্পলায়ন বলিলেন" ইত্যাদি । পিপ্পলায়ন বলিলেন, হে রাজন্, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ । শাস্ত্র

হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শ্রবণ করা যায়। বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি অনমুমেয়ও নহে। তবে ঐ অনুমান অসম্পূর্ণ বলিয়া সৃষ্ট্যাদির শাস্ত্রীয়ত্বই বলবৎ প্রমাণ হইতেছে। বিশ্বের যদি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় স্বীকৃত হইল, তবে ঐ সৃষ্টি প্রভৃতির কারণও অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। যাহার সৃষ্টি আছে, স্থিতি আছে ও প্রলয় আছে, তাহা অবশ্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য। আবার যাহা কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইল, তাহার কারণও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্য কখনই অকারণসম্ভূত হইতে পারে না। তবে বিশ্বকার্য্যের উক্ত কারণ কাহাকে বলিব?—পরমেশ্বরই বিশ্বকার্য্যের কারণ। প্রকৃতিকে উহার কারণ বলা যায় না। কারণ, বিশ্বকার্য্যের মূলে যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া অনুমিত হয়, তাহা প্রকৃতিতে দেখা যায় না। অতএব জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন, ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত পুরুষকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকেই উহার কারণ বলিতে হইবে। শ্রীভগবানই বিশ্বের কারণ। শ্রীভগবানের অন্য কারণ নাই; যেহেতু আদিকারণের কারণ অনুসন্ধানই অযৌক্তিক। যাহার কার্য্যত্বই স্থির হয় না, তাহার কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব শ্রীভগবানকেই এই বিশ্বের অমূল মূল বলিতে হইবে। ঐ শ্রীভগবান এক--অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রভৃতি একই পরমেশ্বরের উপাসকসম্প্রদায়ের যোগ্যতাভেদে ও অনুভবভেদে নাম ও আবির্ভাবের ভেদ মাত্র। শ্রীভগবান নিজের যে অংশ দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন, তাঁহারই নাম পুরুষ বা পরমাত্মা। ঐ পরমাত্মাই, আবার স্বসৃষ্ট বিশ্বমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনকে সংজীবিত করিয়া উহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। আর শ্রীভগবানের কর্তৃত্বাদি-বিশেষ-শূন্য যে স্বরূপ ব্যাপকরূপে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে এবং তদতীত তুরীয়াবস্থ জীবে অনুবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। ফলতঃ শ্রীভগবান বলিলে ঐ বিশেষণশূন্য ব্রহ্ম, নিয়ন্তা পরমাত্মা ও কর্তৃত্বাদিসম্পন্ন পুরুষ এই সকলকেই বুঝা যায়। প্রকৃতিশক্তি, জীবশক্তি ও স্বরূপশক্তির অধীশ্বর যিনি, তিনিই শ্রীভগবান। সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যময় আবির্ভাবের নামই শ্রীনারায়ণ। ইহাই পরতত্ত্ব জানিতে হইবে॥ ৩৬॥

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।

শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥৩৭॥

এতৎ ( পরং তত্ত্বং ) মনঃ ন বিশতি ( বিষয়ীকরোতি ) বাক্ উত ( অপি ) চক্ষুঃ ( চ ) আত্মা ( বুদ্ধিঃ চ ) প্রাণেন্দ্রিয়াণি ( চ )। যথা অনলং স্বাঃ ( স্বাংশভূতাঃ ) অর্চিষঃ ( বিস্ফুলিঙ্গাদয়ঃ )। শব্দঃ অপি আত্মমূলম্ ( আত্মনি ব্রহ্মণি মূলং শ্রুতিপ্রমাণং সন্ ) বোধকনিষেধতয়া অর্থোক্তং ( যথা ভবতি তথা ) আহ। যৎ ( ব্রহ্ম ) ঋতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭ ॥

এই পরতত্ত্বকে মন বিষয়ীভূত করিতে পারে না, বাক্যও এবং চক্ষু বুদ্ধি প্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহও বিষয়ীভূত করিতে পারে না। যেমন অগ্নিকে তদংশভূত বিস্ফুলিঙ্গাদি প্রকাশ করিতে পারে না। শব্দও ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ হইয়া বোধকের নিষেধরূপে অর্থোক্তপ্রকারে বলিয়া থাকেন। নিষেধের অবধিভূত ব্রহ্ম বিনা নিষেধেরই সিদ্ধি হয় না ॥ ৩৭ ॥

"এই পরতত্ত্বকে" ইত্যাদি। অগ্নির অংশভূত বিস্ফুলিঙ্গ সকল যেমন অগ্নিকে প্রকাশও করে না, বা দহনও করে না, তদ্রূপ মন এই পরতত্ত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না। বাক্য শ্রোত্র বুদ্ধি প্রাণ এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশাত্মা। মন প্রভৃতি জড়বস্তু সকল ব্রহ্ম কর্তৃক প্রকাশ্য। ব্রহ্ম মন প্রভৃতির বৃত্তিকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে কেহই প্রকাশ করে না। তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, অন্নের অন্ন, মনের মন। মন ও বাক্য প্রভৃতি তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে শব্দের গোচর বলিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দও তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। তবে, ব্রহ্মের বোধক মন প্রভৃতি ব্রহ্ম নয়, এইরূপ নিষেধমুখে ব্রহ্মকে জানাইয়া দিয়া, শব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ হয়েন। নিষেধমাত্রেরই একটি অবধি অর্থাৎ সীমা আছে। মন প্রভৃতির নিষেধের সীমা ঐ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে উক্ত নিষেধের সিদ্ধি হয় না। অতএব তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মেই বেদের পর্য্যবসান জানিতে হইবে ॥৩৭॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ৩৮ ॥

আদৌ ( যৎ ) একং ( ব্রহ্ম তৎ এব ) সত্বং রজঃ তমঃ ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং ( বদন্তি )। ( ততঃ ) সূত্রং মহান্ অহম্ ইতি। ( ততঃ ) জীবং ( জীবোপাধিম্ অহঙ্কারং চ তৎ এব ) প্রবদন্তি। ( ততঃ ) জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া উরুশক্তি ব্রহ্ম এব সৎ অসৎ চ তয়োঃ পরং যৎ ( তৎ কারণং ) ভাতি ॥ ৩৮ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে যে এক ব্রহ্ম তিনিই সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রধান বলিয়া উক্ত হয়েন। পরে তিনিই ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র ও জ্ঞানশক্তি দ্বারা মহত্তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হয়েন। তদনন্তর তিনিই জীব অর্থাৎ জীবোপাধি অহঙ্কারস্বরূপে উক্ত হয়েন। আর দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সুখাদি-রূপে স্থূল সূক্ষ্ম এবং উহাদের পর যে কারণ, তাহাও ঐ ব্রহ্মই উক্ত হয়েন ॥ ৩৮ ॥

"সৃষ্টির পূর্ব্বে" ইত্যাদি। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং কার্য্য ও কারণ সকলই ব্রহ্ম। কারণ, ব্রহ্ম ঐ সকলের কারণস্বরূপ। ব্রহ্মের বহুবিধ স্বাভাবিক শক্তি আছে। ঐ সকল শক্তি দ্বারাই তিনি সকলের কারণ হয়েন। পৃথিব্যাদি স্থূল পদার্থ সকল এবং প্রকৃতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ সকল ব্রহ্মের বহিরঙ্গবৈভব। শ্রীবৈকুণ্ঠাদি তাঁহার স্বরূপবৈভব। আর শুদ্ধজীব তাঁহার তটস্থবৈভব। এক ব্রহ্মই জ্ঞান শক্তি দ্বারা মহান্ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র ও বিষয়প্রকাশনশক্তি দ্বারা তন্মাত্রাদি বিষয় হয়েন। এক কথায় তিনি প্রকৃতিশক্তি দ্বারা মহদাদি সদসৎ সকলই হয়েন। তিনিই আবার পুরুষার্থপ্রকাশনশক্তি দ্বারা শ্রীভগবদ্রূপ এবং শুদ্ধ-জীবরূপ চিদ্বস্তু হয়েন। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। তিনিই সৃষ্টিতে নিজের প্রকৃতিশক্তি দ্বারা সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানরূপে ব্যক্ত হয়েন। পরে তিনিই জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি দ্বারা মহদাদিরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥ ৩৯ ॥

আত্মা ন জজান, ন এধতে, অসৌ ন ক্ষীয়তে ন মরিষ্যতি ; হি ( যতঃ ) প্রাণঃ যথা ( তথা ) ব্যভিচারিণাম্ ( আগমাপায়িনাং ) সবনবিৎ ( তত্তৎকালদ্রষ্টা ) সর্ব্বত্র শশ্বৎ অনপায়ি ইন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ( জ্ঞানম্ ইব ) উপলব্ধিমাত্রম্ ॥ ৩৯ ॥

আত্মা জন্মেন না, বৃদ্ধি পান না, উনি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েন না, মরেন না; যেহেতু প্রাণ যেমন, তদ্রূপ ব্যভিচারী পদার্থ সকলের তত্তৎকালের সাক্ষী ও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয়রহিত ইন্দ্রিয়বলে বিকল্পিত জ্ঞানের ন্যায় উপলব্ধিমাত্র ॥ ৩৯ ॥

"আত্মা" ইত্যাদি। আত্মার জন্ম, অস্তিতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও মৃত্যু, এই ছয় বিকারের কোন বিকারই নাই। কারণ, আত্মা আগমাপায়ী বাল্যযুবাদিদেহ ও দেবমনুষ্যাদিদেহ সকলের সাক্ষী। প্রাণ যেমন ব্যভিচারী পদার্থ সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়াও কদাচ ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, আত্মাও তদ্রূপ বিবিধ অবস্থাযুক্ত দেহে অবস্থিত হইয়াও অবস্থান্তরিত হয়েন না। আত্মা সকল দেশে সকল কালে অনুবর্ত্তমান এবং ইন্দ্রিয়বলে বিকল্পিত নীলাদি জ্ঞানের ন্যায় উপলব্ধিমাত্র। একই জ্ঞান যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে বিবিধরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ একই আত্মা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পিত হয়েন। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ। উহার নানা অবস্থা নাই। দেহ উৎপত্তিবিনাশশালী ও দৃশ্য পদার্থ। আত্মা উহার উৎপত্ত্যাদির অবধিভূত ও দ্রষ্টা পদার্থ। অতএব দেহ হইতে আত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য ॥ ৩৯ ॥

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ॥ ৪০ ॥

তরুষু অণ্ডেষু পেশিষু অবিনিশ্চিতেষু (স্বেদজেষু চ) তত্র তত্র (সর্ব্বত্র) প্রাণঃ হি (যথা) জীবম্ উপধাবতি (অবিকৃতঃ এব অনুবর্ত্ততে), (তথা) যদা ইন্দ্রিয়গণে সন্নে অহমি (অহঙ্কারে) চ প্রসুপ্তে আশ্রয়ম্ ঋতে কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ এব আত্মা) ইতি নঃ (অস্মাকং) তদনুস্মৃতিঃ ॥ ৪০ ॥

উদ্ভিজ্জে অণ্ডজে জরায়ুজে ও স্বেদজে সর্ব্বত্র প্রাণ যেমন জীবকে অবিকৃত ভাবে অনুবর্ত্তন করে, তদ্রূপ যখন ইন্দ্রিয় সকল লীন হয় ও অহঙ্কার প্রসুপ্ত হয়, তখন উপাধি ব্যতিরেকে নির্ব্বিকার আত্মা প্রতীত হয়েন, ইহা আমাদিগের অনুস্মরণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

"উদ্ভিজ্জে" ইত্যাদি। উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চতুর্ব্বিধ ভূত-গ্রামেই প্রাণ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জীবের অনুবর্ত্তন করে। আত্মাও তদ্রূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই উপাধিরহিত অর্থাৎ দেহ হইতে

পৃথক নির্বিকারস্বরূপে অবস্থিত হয়েন। জাগ্রদাদি কোন অবস্থাতেই আত্মার ব্যভিচার ঘটে না। জাগ্রদবস্থায় যখন বিকারোৎপাদক সকল ইন্দ্রিয় জাগরিত থাকে, তখন আত্মার নির্বিকারত্বের প্রতীতি থাকে না। স্বপ্নের অবস্থায় যখন স্থূল দেহ প্রসুপ্ত ও সূক্ষ্ম দেহ জাগরিত থাকে, তখনও সংস্কারবিশিষ্ট অহঙ্কার থাকে বলিয়া আত্মার নির্বিকারত্ব প্রতীত হয় না। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহই প্রসুপ্ত হয়, এমন কি, তদবস্থায় যখন অহঙ্কার পর্য্যন্ত লয় পায়, তখন একমাত্র কূটস্থ আত্মাই জাগরূক থাকেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সুষুপ্তিরও সাক্ষী কূটস্থ আত্মার অনুস্মৃতিই উহার প্রমাণ। সাক্ষিস্বরূপ আত্মা সাক্ষ্য দেহ হইতে অতিরিক্ত এবং সুখ ও দুঃখের আস্পদ ॥ ৪০ ॥

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥ ৪১ ॥

যর্হি অব্জনাভচরণৈষণয়া উরুভক্ত্যা চেতঃ গুণকর্ম্মজানি মলানি বিধমেৎ ( তদা ) তস্মিন্ বিশুদ্ধে ( চেতসি ) অমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ যথা ( ইব ) সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্বম্ উপলভ্যতে ॥ ৪১ ।

যৎকালে মনুষ্য পদ্মনাভ ভগবানের পাদপদ্মলাভেচ্ছায় ভক্তি দ্বারা গুণকর্ম্ম-জনিত চিত্তমল ক্ষালন করেন, তখন নির্ম্মল চক্ষুতে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় তাদৃশ চিত্তে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

"যৎকালে" ইত্যাদি। সত্য বটে, সুষুপ্তির অবস্থায় কূটস্থ নির্ব্বিকার আত্মার অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও মানবের সংসারের উচ্ছেদ হয় না। তৎকালে কারণশরীরের অর্থাৎ অবিদ্যার ও তৎসংস্কারের বিদ্যমানতাপ্রযুক্ত তাঁহার নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব তিনি যখন শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভের ইচ্ছায় তাহাতে ভক্তি করেন, তখনই তাঁহার অবিদ্যা ও তৎসংস্কাররূপ চিত্তমলের ক্ষালনে সম্পূর্ণ আশয়শুদ্ধি ঘটে। আশয় শুদ্ধ হইলে নির্ম্মল চক্ষুতে যেমন সূর্য্যের প্রকাশ উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল চিত্তে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। একবার বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে, জীবের আর সংসার হয় না। ভক্তির সহযোগ ব্যতিরেকে কেবল কর্ম্ম ও জ্ঞান দ্বারা আশয়শুদ্ধি বা শুদ্ধাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। অতএব তদ্দ্বারা

সংসারেরও নাশ হয় না। সংসারোচ্ছেদে ভক্তির প্রয়োজন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দ্বারাই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে। শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা যে সংসারের অত্যন্তোচ্ছেদ হয়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্॥ ৪২ ॥

রাজা উবাচ। যেন ( অনুষ্ঠিতেন কর্ম্মযোগেন ) পুরুষঃ ইহ ( এব জন্মনি ) আশু ( শীঘ্রম্ এব ) কর্ম্মাণি ( মোক্ষপ্রতিবন্ধকভূতানি ) বিধূয় ( নিরস্য ) সংস্কৃতঃ ( শুদ্ধচিত্তঃ সন্ ) নৈষ্কর্ম্ম্যং ( কর্ম্মনিবৃত্তিসাধ্যং ) পরং ( জ্ঞানং ) বিন্দতে ( তং ) কর্ম্মযোগং নঃ ( অস্মভ্যং যূয়ং ) বদত ॥ ৪২ ॥

রাজা বলিলেন। যে কর্ম্মযোগ দ্বারা পুরুষ এই জন্মে শীঘ্র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, সেই কর্ম্মযোগ আমাদিগকে বলুন ॥ ৪২ ॥

"রাজা বলিলেন" ইত্যাদি। যে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য এই জন্মেই মোক্ষপ্রতিবন্ধকীভূত কর্ম্মসমূহের ত্যাগে বিশুদ্ধচিত্ত ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-শূন্য হইয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, আমাদিগকে সেই কর্ম্মযোগ বলুন। কর্ম্মযোগ শব্দের অর্থ কৌশল সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম। কর্ম্মই মনুষ্যের বন্ধনের মূলীভূত। কিন্তু ঐ কর্ম্মই আবার কৌশল সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিপর সকাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের বন্ধন এবং নিবৃত্তিপর নিষ্কাম কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ হয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোক্ষসাধক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের উদয় হয়, এবং ঐ জ্ঞানের উদয়েই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তই নিমিরাজা যোগেন্দ্রগণের নিকট শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সাধক যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তাহারই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৪২ ॥

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বং পিতুঃ ( ইক্ষ্বাকোঃ ) অন্তিকে ( স্থিতান্ ) ঋষীন্ ( সনৎকুমারাদীন্ প্রতি ) এবং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছম্। ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ ( তু ) ন অব্রুবন্। তত্র কারণম্ উচ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥

আমি পূর্ব্বে পিতার নিকটে স্থিত সনৎকুমারাদি ঋষিগণের প্রতি এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মার পুত্রেরা কিন্তু বলিলেন না। তদ্বিষয়ে কারণ কি, বলুন ॥ ৪৩ ॥

আবির্হোত্র উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

আবির্হোত্রঃ উবাচ। কর্ম্ম ( বিহিতম্ ) অকর্ম্ম ( তদ্বিপরীতং নিষিদ্ধং ) বিকর্ম্ম ( বিগর্হিতং কর্ম্ম, বিহিতাকরণম্ ) ইতি বেদবাদঃ ( বেদপ্রতিপাদিতঃ ব্যবহারঃ ) ন লৌকিকঃ। বেদস্য চ ঈশ্বরাত্মত্বাৎ ( ঈশ্বরীয়ত্বাৎ ) তত্র সূরয়ঃ ( অপি ) মুহ্যন্তি ॥ ৪৪ ॥

আবির্হোত্র বলিলেন। কর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম, অকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং বিকর্ম্ম অর্থাৎ বিহিতের অকরণ এই তিনটিই বেদবাদ অর্থাৎ বেদ-প্রতিপাদিত ব্যবহার; উহাদের কোনটিই লৌকিক ব্যবহার নহে। ঐ বেদ আবার অপৌরুষেয়। অতএব উহাতে জ্ঞানিগণেরও মোহ জন্মিয়া থাকে। কারণ, পুরুষের বাক্যের তাৎপর্য্য বক্তার অভিপ্রায় হইতে অবগত হওয়া যাইতে পারে। বেদ পুরুষের বাক্য নহে, উহা ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানা সুকর নহে। অতএব বেদবাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারাই উহার অর্থাবধারণ করিতে হয়। তদ্রূপে অর্থাবধারণ করা অবশ্য দুষ্কর। দুষ্কর বলিয়াই বেদে পণ্ডিতগণেরও মোহ হইয়া থাকে। যাহাতে পণ্ডিতদিগেরও মোহ হয়, তাহা বালক কি করিয়া বুঝিবে? অতএব ঋষিরা তখন তোমার কথায় কোন উত্তর দেন নাই ॥ ৪৪ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ৪৫ ॥

অয়ং বেদঃ পরোক্ষবাদঃ ( যত্র অন্যথা স্থিতঃ অর্থঃ সংগোপয়িতুম্ অন্যথা কৃত্বা উচ্যতে সঃ )। বালানাম্ অনুশাসনং ( প্রলোভনং যথা স্যাৎ তথা ) অগদং যথা ( ইব ) কর্ম্মমোক্ষায় ( কর্ম্মণাং মোক্ষপ্রতিবন্ধকভূতানাং মোক্ষায় নিবৃত্ত্যর্থং ) কর্ম্মাণি বিধত্তে ॥ ৪৫ ॥

এই বেদ পরোক্ষবাদ। বালকদিগের প্রলোভন ঔষধের ন্যায় কর্ম্মনিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম সকলের বিধান করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

"এই বেদ" ইত্যাদি। বেদের তাৎপর্য্য অত্যন্ত গূঢ়। কারণ, প্রায় উহার সর্ব্বত্রই অর্থ গোপন করিবার জন্য এক প্রকার অর্থকে অন্য প্রকারে বলা হইয়াছে। বেদে স্বর্গাদিফলক অনেক কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে। বেদ পাঠ করিলে, জীব স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত ঐ সকল কর্ম্ম করুক, এই প্রকার উপদেশই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের তাৎপর্য্য সেরূপ নহে। বেদ স্বর্গ পাইবার নিমিত্ত কাহাকেও কোন কর্ম্ম করিতে বলেন না। বালককে ঔষধ ভক্ষণ করাইতে হইলে, যেমন খণ্ড লড্ডুকের লোভ দেখাইতে হয়, বেদেও তদ্রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত কর্ম্মনাশের নিমিত্ত স্বর্গাদি ফলের লোভ দেখাইয়া মনুষ্যকে কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ৪৬ ॥

অজিতেন্দ্রিয়ঃ অজ্ঞঃ যঃ ( জনঃ ) তু স্বয়ং বেদোক্তং ন আচরেৎ সঃ বিকর্ম্মণা অধর্ম্মেণ হি মৃত্যোঃ ( অনন্তরং ) মৃত্যুম্ ( এব ) উপৈতি ॥ ৪৬ ॥

অজিতেন্দ্রিয় অজ্ঞ যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করে না, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম সকল ত্যাগ করে, সে বিকর্ম্মরূপ অধর্ম্মহেতু মৃত্যুর পর মৃত্যু লাভ করে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে ।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ ৪৭ ॥

নিঃসঙ্গঃ ( অনভিনিবেশবান্ ) ঈশ্বরে অর্পিতং ( যথা স্যাৎ তথা ) বেদোক্তম্ এব ( কর্ম্ম ) কুর্ব্বাণঃ নৈষ্কর্ম্ম্যং সিদ্ধিং লভতে। ফলশ্রুতিঃ রোচনার্থা ( কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদনার্থা ) ॥ ৪৭ ॥

অভিনিবেশরহিত হইয়া ঈশ্বরে অর্পিতভাবে বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণকারী ব্যক্তি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মনিবৃত্তি দ্বারা সাধ্য জ্ঞান লাভ করেন। ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত ॥ ৪৭ ॥

"অভিনিবেশরহিত" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ যে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ তাহা ত্যাগ করিয়া, যিনি সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য যাহার নামান্তর এমন যে জ্ঞান ও ভক্তি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, কি জ্ঞান, কি ভক্তি

উভয়ই তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই লাভ হইয়া থাকে। তবে যে বেদে কর্ম্মের স্বর্গাদি ফলশ্রবণ করা যায়, তাহা কেবল লোক সকলের কর্ম্মে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

**য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।**
**বিধিনোপচরেৎ দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥ ৪৮ ॥**

যঃ ( জনঃ ) পরাত্মনঃ ( দেহাদিবিলক্ষণস্য আত্মনঃ জীবস্য স্বস্য বা ) আশু হৃদয়গ্রন্থিম্ অহঙ্কারবন্ধং ) নির্জ্জিহীর্ষুঃ ( নির্হর্ত্তুম্ ইচ্ছুঃ সঃ ) তন্ত্রোক্তেন চ বিধিনা দেবং কেশবম্ উপচরেৎ ( ভজেৎ ) ॥ ৪৮ ॥

যে ব্যক্তি দেহাদিবিলক্ষণ আত্মার হৃদয়গ্রন্থি সত্বর ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদোক্ত বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধানে ভগবান কেশবের ভজন করিবেন ॥ ৪৮ ॥

"যে ব্যক্তি" ইত্যাদি। মোক্ষ জ্ঞান-ভক্তি-সাধ্য। কেবল জ্ঞানের চর্চ্চায় অচিন্ত্যমহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধ ঘটে বলিয়া তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ না হইলেও ভক্তিমিশ্র জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে পারে। শুদ্ধাভক্তি দ্বারাও মোক্ষলাভ হইতে পারে। বৈদিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই জ্ঞান লাভ হয়, এবং তদনন্তর শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতেই প্রেমরূপ সাধ্যভক্তির লাভ হয়। বৈদিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যের অহংমমতার হ্রাসের সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তিযোগেও সেই নিয়ম। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের যে পরিমাণে অহংমমতার হ্রাস হয়, সেই পরিমাণেই জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। তবে জ্ঞানমার্গে অর্থাৎ ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের সাহায্যে কিঞ্চিৎ বিলম্বেই অহংমমতার উচ্ছেদ হয়, এবং ভক্তিমার্গে অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সত্বরই উহার উচ্ছেদ হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি অতি সত্বর উক্ত অহংমমতার উচ্ছেদকামনা করেন, তিনি বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগ দ্বারা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাধনভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করিবেন। বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিবার পক্ষে বিশেষ কারণ দেখা যায়। বৈদিক কর্ম্মযোগের অপেক্ষা না করিয়াও কেবল তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাধক বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে ভক্তির দৃঢ়তা ও সত্বঃ ফলোৎ-

সাধকতা আছে। তন্নিমিত্তই এইস্থানে বৈদিক কর্ম্মযোগের সহিত তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈদিক কর্ম্মযোগের ফল, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্য উৎপাদন করা। বৈদিক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের আত্মানাত্মবিবেক জন্মে। বৈরাগ্য বিবেকেরই অনুগামী; অর্থাৎ যিনি যে পরিমাণে বিবেকসম্পন্ন হয়েন, তাঁহার সেই পরিমাণেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। মানব প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকল আপনারই কর্ম্ম ভাবিয়া লইয়া অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। এতাদৃশ কর্ত্তৃত্বাভিমানের অবস্থায় মোক্ষ নিতান্ত অসম্ভব। মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত হওয়া অর্থাৎ গুণকৃত কর্ম্ম সকল আমার কর্ম্ম নহে, এইরূপ জ্ঞানে গুণের অতীত হওয়াই প্রয়োজন। গুণ সকলের পরিচয় করিয়া ও উহাদের কার্য্যাবলী পরিক্ষা করিয়া বিশেষ কৌশলসহকারে উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই গুণাতীত হওয়া যায়। যে কৌশলে গুণের মধ্যে থাকিয়াও মানব গুণাতীত হয়েন, তাঁহার সেই কৌশলই কর্ম্মযোগ।

প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা ও সুখসঙ্গ দ্বারা কারণশরীরে বন্ধন করে। চঞ্চলস্বভাব রজোগুণ জীবকে বিষয়সঙ্গ দ্বারা সূক্ষ্মশরীরে বন্ধন করে। এবং মূঢ়স্বভাব তমোগুণ জীবকে ঐ বিষয়সঙ্গের প্রাবল্যে অজ্ঞানাবস্থায় স্থূলশরীরে বন্ধন করে। সত্ত্বগুণের আধিক্যে মানবের বৈষয়িক জ্ঞানে ও সুখেই আসক্তি দেখা যায়। রজোগুণের প্রাবল্যে তাঁহার বিষয়ভোগেই রতি দৃষ্ট হয়। এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই একটি মোহের ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল গুণের সাম্য সংস্থাপন করিতে হইলে, উহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, কর্ম্মযোগরূপ কৌশলের প্রয়োজন হয়। সত্ত্বগুণের সাম্যবিধানের নিমিত্ত ঐশ্বরিক জ্ঞানের ও ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। রজোগুণের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। তমোগুণের শান্তির উদ্দেশে কর্ম্মঠ হইয়া দক্ষতা শিক্ষা করিতে হইবে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে গৃহস্থের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের এবং অন্যান্য আশ্রমীর জন্য তপোযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান হইয়াছে, ঐ সকলের আচরণে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অনুশীলন, বৈরাগ্যের অবলম্বন ও কর্ম্মনৈপুণ্য তিনই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানচর্চ্চা হয়। ঋণ-পরিশোধের উদ্দেশে কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হওয়াতে উক্ত পঞ্চ যজ্ঞই আবার মানবের জ্ঞানবৈরাগ্যোৎ-

পাদনের সাহায্য করিয়া থাকে। অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানের ও জ্ঞানীর বৃদ্ধি করিয়া ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হোমাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভূতগণকে বলি অর্থাৎ অন্নাদি দান দ্বারা তাহাদিগকে তৃপ্ত করিয়া ভূতঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতিথিসেবা দ্বারা মনুষ্যঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা কেবল পঞ্চ ঋণ হইতে মুক্তি নহে, পরন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও বৈরাগ্য শিক্ষার সহিত সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ শিক্ষা হইয়া থাকে। যিনি স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিলেন, তাঁহার শিক্ষার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। স্বার্থশূন্য মানব সহজেই সর্ব্বভূতে ভগবৎসেবায় সমর্থ হইয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। তার পর, প্রতিদিন যথানিয়মে ঐ পঞ্চযজ্ঞের যিনি অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি যে কর্ম্মদক্ষ হইবেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ ব্রহ্মচারী, বনবাসী ও ভিক্ষুর সম্বন্ধেও শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের অপ্রতুল নাই। ফল কথা, শাস্ত্রোক্ত আচারই কর্ম্মযোগ, এবং ঐ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই মনুষ্য গুণ সকলের সাম্যসংস্থাপন দ্বারা অহঙ্কারগ্রন্থির ভেদে সমর্থ হইয়া থাকেন। বৈদিক কর্ম্মযোগ দ্বারাই উক্ত অহঙ্কারগ্রন্থির ভেদ করা যায়। কিন্তু তান্ত্রিক কর্ম্ম-যোগের সাহায্যে উহা অপেক্ষাকৃত সত্বরই ভেদ করা যাইতে পারে। কারণ, যদ্দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া সত্বর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, সেই বৈদিক সাধনভক্তি তন্ত্রশাস্ত্রেই সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বেদশাস্ত্রে শুদ্ধা ভক্তির সাধন বলিয়াও স্পষ্টতঃ তৎপ্রণালী সুগোপ্য বলিয়া গুরুগম্য তন্ত্রমধ্যেই নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সেই তান্ত্রিক কর্ম্মযোগই বলিতেছেন।—

লব্ধানুগ্র আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ ৪৯॥

আচার্য্যাৎ লব্ধানুগ্রহঃ তেন ( আচার্য্যেণ ) সন্দর্শিতাগমঃ ( জনঃ ) আত্মনঃ অভিমতয়া মূর্ত্ত্যা মহাপুরুষম্ অভ্যর্চ্চেৎ॥ ৪৯॥

আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি যেমন পূজার প্রকার দেখাইয়া দিবেন, সেই প্রকারে নিজ অভিমত মূর্ত্তিতে-অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত যে মূর্ত্তিটি নিজের ভাল লাগে, সেই মূর্ত্তিতে মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিতে হইবে॥ ৪৯॥

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৫০ ॥

শুচিঃ সম্মুখম্ আসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ পিণ্ডং ( দেহং ) বিশোধ্য সন্ন্যাস-কৃতরক্ষঃ ( সন্ ) হরিম্ অর্চ্চয়েৎ ॥ ৫০ ॥

স্নানাদি দ্বারা পবিত্র ও মূর্ত্তিবিশেষের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম * ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া কেশবাদি ন্যাস দ্বারা রক্ষাবিধান পূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্ ॥ ৫১ ॥
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ ।
হৃদয়াদিকৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ ॥ ৫২ ॥

দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য ( পূজাযোগ্যানি কৃত্বা ) পাদ্যাদীন্ উপকল্প্য ( সম্পাদ্য ) আসনং চ ( জলেন ) প্রোক্ষ্য অথ ( অনন্তরং ) ( তত্র উপবিষ্টঃ ) সমাহিতঃ ( একাগ্রচিত্তঃ সন্ ) অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বা অপি ( শ্রীভগবন্তং ) সন্নিধাপ্য ( ধ্যাত্বা, যথাযোগ্যস্থানে স্থাপয়িত্বা ) হৃদয়াদিকৃতন্যাসঃ ( চ সন্ ) মূলমন্ত্রেণ ( চ ) অর্চ্চয়েৎ ॥ ৫১-৫২ ॥

পুষ্পাদি দ্রব্য সকল কীটাদি শোধন দ্বারা ভূমিকে মার্জ্জনাদি দ্বারা মনকে অব্যগ্রতা দ্বারা এবং মূর্ত্তিকে অনুলেপন ও ক্ষালনাদি দ্বারা পূজাযোগ্য করিয়া লইয়া জল দ্বারা আসন প্রোক্ষণ করিয়া পরে ঐ আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে মূর্ত্তিতে বা হৃদয়ে শ্রীভগবানকে চিন্তা করিয়া হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫১-৫২ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৫৩ ॥

---

* প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি তান্ত্রিক কর্ম্মযোগের অঙ্গ সকল পরে ভগবান উদ্ধবের নিকট সবিস্তারে বলিবেন। আমরাও সেইখানেই ঐ গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিব।

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥ ৫৪ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নান-বাসোবিভূষণৈঃ গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্ভিঃ ধূপদীপোপহারকৈঃ সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা হরিং নমেৎ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহিত এবং পার্ষদের সহিত সেই সেই মূর্ত্তিকে স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়াদি স্নানীয় বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প অক্ষত মালা ধূপ দীপ প্রভৃতি উপহার প্রদান পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ অনুসারে পূজা করিয়া বিধিবৎ স্তব করিয়া শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সংপূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্ ॥ ৫৫ ॥

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ হরেঃ মূর্ত্তিং সংপূজয়েৎ। ( অথ ) শেষাং শিরসা আধায় সৎকৃতং (ভগবন্তং) স্বধাম্নি উদ্বাস্য (স্থাপয়িত্বা পূজাবিধিং সমাপয়েৎ) ॥৫৫॥

আপনাকে তন্ময় চিন্তা করিয়া শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিবে। অনন্তর শেষ নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক সৎকার করিয়া শ্রীভগবানকে স্বীয় ধামে স্থাপন করিয়া পূজাবিধি সমাপন করিবে ॥ ৫৫ ॥

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥ ৫৬ ॥

এবম্ অগ্ন্যর্কতোয়াদৌ অতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ ( জনঃ ) ঈশ্বরম্ আত্মানং যজেৎ সঃ অচিরাৎ মুচ্যতে হি ॥ ৫৬ ॥

এইরূপ অগ্নি, সূর্য্য ও জল প্রভৃতিতে এবং অতিথিতে ও হৃদয়ে যিনি ঈশ্বর আত্মাকে পূজা করেন, তিনি অচিরকালমধ্যেই মুক্ত হয়েন ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে বিদেহপ্রশ্নঃ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

# চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

রাজোবাচ।

যানি যানীহ কর্ম্মাণি যৈ র্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ। যৈঃ যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ ( স্বেচ্ছাবতারৈঃ ) ইহ ( লোকে ) হরিঃ যানি যানি কর্ম্মাণি চক্রে করোতি কর্ত্তা বা তানি নঃ ( অস্মভ্যং ) ব্রুবন্তু ॥ ১॥

রাজা বলিলেন। যে যে স্বেচ্ছাস্বরূপ অবতারে এই পৃথিবীতে শ্রীহরি যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, করিতেছেন বা করিবেন, সেই সকল কর্ম্ম আমাদিগের নিকট বলুন ॥ ১ ॥

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥ ২ ।

যঃ বা অনন্তস্য গুণান অনুক্রমিষ্যন্ ( গণয়িতুম্ ইচ্ছতি ) সঃ তু বালবুদ্ধিঃ। কালেন কথঞ্চিৎ ( পুমান্ ) ভূমেঃ রজাংসি ( রেণূন্ ) গণয়েৎ ( অপি ) অখিল-শক্তিধাম্নঃ ( ভগবতঃ গুণান্ তু ) ন এব ( কথঞ্চিৎ অপি গণয়েৎ ) ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি অনন্তের গুণ গণনা করিতে ইচ্ছা করে, সে বালবুদ্ধি। কালে কোনরূপে মনুষ্য ভূমির ধূলিকণাও গণনা করিতে পারিলেও কিন্তু অখিল-শক্তির আশ্রয়ভূত ভগবানের গুণ কোনরূপেই গণনা করিতে পারা যায় না ॥ ১ ॥

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান-
মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ ৩॥

আত্মসৃষ্টৈঃ পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ বিরাজং ( ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং ) পুরং ( শরীরং ) বিরচয্য ( নির্ম্মায় ) আদিদেবঃ নারায়ণঃ যদা তস্মিন্ ( ব্রহ্মাণ্ডে ) স্বাংশেন ( অন্তর্য্যামি-রূপেণ ... ...ধানং ( পুরুষাখ্যাম ) অবাপ ॥ ৩ ॥

আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া আদিদেব নারায়ণ যখন উহাতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন পুরুষাখ্যা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো
যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা ॥ ৪ ॥

যৎকায়ে এষঃ ভুবনত্রয়সন্নিবেশঃ যস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ তনুভৃতাম্ উভয়েন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং ( যস্য ) স্বতঃ ( সিদ্ধং ), ( যস্য ) শ্বসনতঃ ( প্রাণাৎ ) বলম্ ওজঃ ঈহা ( যঃ চ ) সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভবে আদিকর্ত্তা ॥ ৪ ॥

যাঁহার শরীরে এই ভুবনত্রয়ের সন্নিবেশ, যাঁহার ইন্দ্রিয়দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয়, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃ-সিদ্ধ, যাঁহার প্রাণ হইতে দেহশক্তি ইন্দ্রিয়শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এবং যিনি সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের আদিকর্ত্তা ॥ ৪ ॥

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণুঃ স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥ ৫ ॥

সঃ ( এব ) আদ্যঃ পুরুষঃ অস্য ( জগতঃ ) সর্গে ( নিমিত্তে ) আদৌ ( ব্যষ্টি-সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং ) রজসা ( গুণেন ) শতধৃতিঃ ( ব্রহ্মা অভূৎ )। ( তথা ) স্থিতৌ ( নিমিত্তভূতায়াং ) সত্ত্বেন ( গুণেন ) দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ ক্রতুপতিঃ বিষ্ণুঃ ( অভূৎ )। ( তথা ) অপ্যয়ায় ( সংহারায় ) তমসা ( গুণেন ) রুদ্রঃ ( অভূৎ )। ইতি ( এবং ততঃ এব ) সততং ( প্রতিকল্পং ) প্রজাসু উদ্ভবস্থিতিলয়াঃ ( ভবন্তি ) ॥ ৫ ॥

সেই আদিপুরুষ এই জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত প্রথমে রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্মা হয়েন। পরে স্থিতির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ দ্বারা দ্বিজধর্ম্মপালক যজ্ঞফলপ্রদাতা বিষ্ণু হয়েন। অন্তে প্রলয়ের নিমিত্ত তমোগুণ দ্বারা রুদ্র হয়েন। এইরূপে তাঁহা হইতেই প্রতিকল্পে প্রজাবর্গের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নর ঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।

নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম
যোহদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মস্ত (ভার্য্যায়াং) দক্ষদুহিতরি মূর্ত্ত্যাং নারায়ণঃ নরঃ ইতি মূর্ত্তিদ্বয়েন প্রশান্তঃ ঋষিপ্রবরঃ অজনিষ্ট, (সঃ তদা) নৈষ্কর্ম্যলক্ষণং কর্ম্ম উবাচ চচার চ। যঃ অদ্যাপি ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ আস্তে ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মের ভার্য্যা দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নারায়ণ ও নর এই দুই মূর্ত্তিতে প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ অবতারে যিনি নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ কর্ম্ম নারদাদিকে উপদেশ করেন এবং স্বয়ং আচরণ করেন। আর যিনি এখনও ঋষিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতচরণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত সগণং স বদর্য্যুপাখ্যম্ ।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

(অয়ং তপসা) মম ধাম (স্থানং) জিঘৃক্ষতি (গ্রহীতুম্ ইচ্ছতি) ইতি বিশঙ্ক্য ইন্দ্রঃ সগণং কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত। সঃ (কামঃ) অপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ (সহ) বদর্য্যুপাখ্যং (বদরীভিঃ উপাখ্যায়তে কথ্যতে ইতি তদাশ্রমং) গত্বা (যতঃ) অতন্মহিজ্ঞঃ (অতঃ) স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিঃ (তম্) অবিধ্যৎ ॥ ৭ ॥

ইনি তপস্যা দ্বারা আমার স্থান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই আশঙ্কা করিয়া, ইন্দ্র সহচরগণের সহিত কামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কামও অপ্সরোগণ বসন্ত ও সুমন্দ বায়ুর সহিত বদরিকাশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা না জানিয়াই স্ত্রীর কটাক্ষরূপ বাণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্ ।
মা ভৈষ্ট ভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্ণীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্ ॥ ৮ ॥

আদিদেবঃ (নারায়ণঃ) শক্রকৃতম্ অক্রমম্ (অপরাধং) বিজ্ঞায় প্রহস্য

বিস্ময়ঃ ( গর্ব্বরহিতঃ এব ) এজমানান্ ( কম্পমানান্ কামাদীন্ ) প্রাহ ভোঃ মদন মারুত দেববধ্বঃ মা ভৈষ্ট নঃ বলিং গৃহ্নীত ইমম্ ( আশ্রমম্ ) অশূন্যং কুরুধ্বম্ ॥ ৮ ॥

আদিদেব নারায়ণ, ইন্দ্রকৃত অপরাধ বিজ্ঞাত হইয়া হাস্য করিয়া বিনাগর্ব্বে, আপনাদিগের চেষ্টার বৈকল্য দর্শনে কম্পমান সেই কামাদিকে বলিলেন, হে মদন, মারুত ও দেববধূ সকল, তোমরা ভীত হইও না, মদ্দত্ত বলি গ্রহণ করিয়া আমার এই আশ্রমকে অশূন্য কর ॥ ৮ ॥

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥ ৯ ॥

অভয়দে ( শ্রীনারায়ণে ) ইত্থং ব্রুবতি ( সতি ) দেবাঃ সব্রীড়নম্রশিরসঃ ( সন্তঃ ) সঘৃণং ( কৃপাযুক্তং ) তং ( নারায়ণম্ ) ঊচুঃ ( হে ) নরদেব ! ( হে ) বিভো ! পরে অবিকৃতে ( কামক্রোধাদিবিকাররহিতে ) স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ত্বয়ি এতৎ বিচিত্রম্ ( আশ্চর্য্যং ) ন ( ভবতি ) ॥ ৯ ॥

অভয়প্রদ শ্রীনারায়ণ এই প্রকার বলিলে, দেবগণ লজ্জায় অবনতশীর্ষ হইয়া করুণান্বিত সেই নারায়ণকে বলিলেন, হে নরদেব, বিভো, পর বিকার-শূন্য, আত্মারাম ধীর ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক নিষেবিতপাদপদ্ম যে তুমি, তোমাতে ইহা আশ্চর্য্য হইতেছে না ॥ ৯ ॥

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়া
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥ ১০ ॥

ত্বাং সেবতাং স্বৌকঃ ( স্বস্থানং ) বিলঙ্ঘ্য ( অতিক্রম্য ) তে পরমং পদং ব্রজতাং ( জনানাং ) বহবঃ অন্তরায়াঃ ( বিঘ্নাঃ ভবন্তি ), বর্হিষি ( যজ্ঞে ) স্বভাগান্ দদতঃ ( প্রযচ্ছতঃ ) অন্যস্য ন। কিন্তু যদি ত্বম্ অবিতা ( রক্ষকঃ তদা ) বিঘ্ন-মূর্দ্ধ্নি পদং ধত্তে ॥ ১০ ॥

তোমার সেবাকারী ব্যক্তি সকল দেবতাদিগের স্থান স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া তোমার পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন বলিয়া তাঁহাদের তপস্যায়

অনেক বিঘ্ন ঘটে। যাহারা যজ্ঞে দেবতাদিগের ভাগ প্রদান করে, এমন সকল ব্যক্তির বিঘ্ন হয় না। কিন্তু তুমি যদি রক্ষাকর্ত্তা হও, তবে সেই সকল ব্যক্তি আবার বিঘ্নের মস্তকে পদ প্রদান পূর্ব্বক অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন ॥ ১০ ॥

ক্ষুত্তৃট্ ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্না-
নস্মানপারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো-
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

কেচিৎ ( মূর্খাঃ ) ক্ষুত্তৃট্ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্বশৈশ্নান্ অস্মান্ অপারজলধীন্ অতিতীর্য্য গোঃ পদে ( গোখুরখাতগর্ত্তবৎ অতিতুচ্ছে ) মজ্জন্তি বিফলস্ত ক্রোধস্ত বশং যান্তি দুশ্চরতপঃ চ বৃথা উৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

কোন মূর্খ ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং শীত উষ্ণ ও বর্ষা এই তিন সময়ের গুণ ও বায়ু জৈহ্ব ও শৈশ্ন বিষয় প্রভৃতি অপার জলধিস্বরূপ যে আমরা সেই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গোষ্পদে মগ্ন হয়, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শেষে সামান্য ক্রোধ রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে, এবং দুশ্চর তপস্যাকে বৃথাই পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

তেষাং ( কামাদীনাম্ ) ইতি ( এবং ) প্রগৃণতাং ( স্তুবতাং সতাং ) বিভুঃ ( নারায়ণঃ ) অদ্ভুতদর্শনাঃ স্বর্চিতাঃ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতীঃ স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) দর্শয়ামাস ॥ ১২ ॥

কামাদি এই প্রকার স্তব করিলে, বিভু নারায়ণ তাহাদিগকে অতি অদ্ভুতদর্শন অলঙ্কৃত এবং নিজের শুশ্রূষাকারিণী কতকগুলি স্ত্রী দর্শন করাইলেন ॥ ১২ ॥

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তে দেবানুচরাঃ রূপিণীঃ শ্রীঃ ( শ্রিয়ঃ ) ইব ( তাঃ ) স্ত্রিয়ঃ ( স্ত্রীঃ ) দৃষ্ট্বা তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ গন্ধেন মুমুহুঃ ॥ ১৩ ॥

সেই দেবানুচর সকল মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই স্ত্রীদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের রূপে ঔদার্য্যে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন ও অঙ্গের গন্ধে মোহিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব।
আসামেকতরাং বৃঙ্‌ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্ ॥ ১৪ ॥

দেবদেবেশঃ ( নারায়ণঃ ) প্রণতান্ তান্ প্রহসন্ ইব আহ আসাম্ একতরাং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাং ( বৃঙ্‌ধ্বম্ ইতি ) ॥ ১৪ ॥

দেবদেবেশ নারায়ণ প্রণত সেই কামাদিকে হাস্য করিয়াই যেন বলিলেন, ইঁহাদিগের মধ্যে যে কোন একটি সবর্ণা স্বর্গভূষণা স্ত্রীকে গ্রহণ কর ॥ ১৪ ॥

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্ব্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

সুরবন্দিনঃ ( কামাদয়ঃ ) আদেশম্ ওম্ ইতি আদায় তং নত্বা অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠাম্ উর্ব্বশীং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

সুরবন্দীরা ভগবানের আদেশ অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে অগ্রে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥ ১৬ ॥

সদসি ( সভায়াম্ ) ইন্দ্রায় আনম্য ( ইন্দ্রং প্রণম্য ) ত্রিদিবৌকসাং শৃণ্বতাং ( সতাং ) নারায়ণবলম্ ঊচুঃ। শক্রঃ ( শ্রুত্বা ) তত্র ( বিষয়ে ) বিস্মিতঃ আস ॥১৬॥

সভামধ্যে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া দেবগণের সমক্ষে শ্রীনারায়ণের বল নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র শুনিয়া তাহাতে বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥ ১৭ ॥

জগতাং শিবায় ( মঙ্গলায় ) ভগবান্ অচ্যুতঃ ( বিষ্ণুঃ ) কলয়া অবতীর্ণঃ হংসস্বরূপী দত্তঃ ( দত্তাত্রেয়ঃ ) কুমারঃ ( সনকাদিঃ ) নঃ পিতা ঋষভঃ ( চ সন্ ) আত্মযোগম্ অবদৎ। তেন ( বিষ্ণুনা ) হয়াস্যে মধুভিদা ( সতা ) শ্রুতয়ঃ আহৃতাঃ ॥ ১৭ ॥

জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ হংসস্বরূপ

দত্তাত্রেয় সনকাদি ও আমাদিগের পিতা মনবত হইয়া আত্মযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনিই হয়গ্রীব অবতারে মধু নামক দৈত্যকে সংহার করিয়া পাতাল হইতে বেদ সকল আনয়ন করেন ॥ ১৭

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাম্।
কৌর্ম্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তম্ ॥ ১৮ ॥

(তথা) মাৎস্যে (তেন এব) অপ্যয়ে (প্রলয়ে) ইলা (পৃথ্বী) ওষধয়ঃ (যবাদিবীজানি) মনুঃ (ঋষয়ঃ) চ গুপ্তঃ (রক্ষিতঃ)। ক্রৌড়ে অম্ভসঃ ক্ষ্মাম্ উদ্ধরতা (তেন) দিতিজঃ (হিরণ্যাক্ষঃ) হতঃ। কৌর্ম্মে অমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে অদ্রিঃ (মন্দরগিরিঃ) ধৃতঃ। (হরিসংজ্ঞকে অবতারে) আর্ত্তং প্রপন্নম্ ইভরাজং (গজেন্দ্রং) গ্রাহাৎ অমুঞ্চৎ (অমোচয়ৎ) ॥ ১৮ ॥

মৎস্য অবতারে তিনিই প্রলয়ে পৃথিবী ওষধি ও মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবীর উদ্ধারের সময় হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম অবতারে অমৃতমন্থনে নিজপৃষ্ঠে মন্দরগিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন। হরিসংজ্ঞক অবতারে আর্ত্ত শরণাগত গজেন্দ্রকে কুম্ভীর হইতে মোচন করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

সংস্তুন্বতো নিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রঞ্চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভবায় সতাং নৃসিংহে ॥ ১৯ ॥

শ্রমণান্ (কশ্যপার্থং সমিদাহরণে কৃতপ্রযত্নান্) নিপতিতান্ (গোষ্পদে নিমগ্নান্) সংস্তুন্বতঃ (স্তুতিং কুর্ব্বাণান্) ঋষীন্ চ (বালিখিল্যান্ আপদঃ অমোচয়ৎ)। বৃত্রবধতঃ তমসি প্রবিষ্টং শক্রং চ (অমোচয়ৎ)। অসুরগৃহে পিহিতাঃ (নিরুদ্ধাঃ) অনাথাঃ দেবস্ত্রিয়ঃ (অমোচয়ৎ)। নৃসিংহে (অবতারে) সতাম্ অভবায় অসুরেন্দ্রং (হিরণ্যকশিপুং) জঘ্নে ॥ ১৯ ॥

কশ্যপের নিমিত্ত সমিৎ আহরণে গত ও গোষ্পদে নিমগ্ন অতএব স্তুতিকারী বালিখিল্য ঋষিদিগকে আপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বৃত্রবধহেতু ব্রহ্ম-

হত্যাপাপে লিপ্ত ইন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবাসুরসংগ্রামে দেবতারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে অসুরগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও স্বগৃহে নিরুদ্ধ অনাথ দেবস্ত্রীদিগকে মোচন করিয়াছিলেন। নৃসিংহ অবতারে অসুরেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন॥ ১৯॥

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং
যাচ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ॥ ২০॥

দেবাসুরে যুধি (যুদ্ধে) চ সুরার্থে দৈত্যপতীন্ হত্বা অন্তরেষু (মন্বন্তরেষু) কলাভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) ভুবনানি অদধাৎ (অপালয়ৎ)। অথ বামনঃ ভূত্বা ইমাং ক্ষ্মাং যাচ্ঞাচ্ছলেন বলেঃ অহরৎ অদিতেঃ সুতেভ্যঃ সমদাৎ (চ)॥ ২০॥

দেবাসুরের সংগ্রামে দেবতাদিগের জন্য দৈত্যপতি সকলকে সংহার করিয়া সকল মন্বন্তরেই বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ত্রিভুবন পালন করিয়াছিলেন। অনন্তর বামন হইয়া এই পৃথিবীকে যাচ্ঞাচ্ছলে বলির নিকট হইতে হরণ করিলেন ও অদিতির পুত্রগণকে প্রদান করিলেন॥ ২০॥

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাঞ্চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ॥ ২১॥

হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ রামঃ তু গাং চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ নিঃক্ষত্রিয়াম্ অকৃত। লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ সীতাপতিঃ সঃ (রামঃ) অব্ধিং ববন্ধ সলঙ্কং দশবক্ত্রং (দশাননম্) অহন্॥ ২১॥

হৈহয়কুলের নাশকার্য্যে নিযুক্ত ভৃগুবংশীয় অগ্নির তুল্য পরশুরাম অবতারে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরে লোকমলঘ্নকীর্ত্তি সীতাপতি সেই শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কার সহিত দশাননকে নষ্ট করেন॥২১॥

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।

বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে ॥ ২২ ॥

অজন্মা ( সঃ বিষ্ণুঃ ) ভূমেঃ ভরাবতরণায় যদুষু জাতঃ ( সন্ ) সুরৈঃ অপি দুষ্করাণি ( কর্ম্মাণি ) করিষ্যতি। ( বুদ্ধরূপেণ অবতীর্ণঃ ) অতদর্হান্ ( যজ্ঞানুষ্ঠানাযোগ্যান্ অপি ) যজ্ঞকৃতঃ ( যজ্ঞং কুর্ব্বাণান্ দৈত্যান্ ) বাদৈঃ ( বেদবিরুদ্ধতর্কৈঃ ) বিমোহয়তি। ( ততঃ ) কলৌ অন্তে ( কলিযুগান্তে ) শূদ্রান্ ( যবনপ্রায়ান্ অসচ্ছূদ্রান্ ) ক্ষিতিভুজঃ ( রাজ্ঞঃ ) ন্যহনিষ্যৎ ( নিহনিষ্যতি ) ॥ ২২ ॥

অজন্মা সেই বিষ্ণু পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কর্ম্ম সকল করিবেন। পরে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের অযোগ্য হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দৈত্য সকলকে বেদবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারা বিমোহিত করিবেন। অবশেষে কলিযুগের শেষভাগে শূদ্র রাজগণকে সংহার করিবেন ॥ ২২ ॥

এবংবিধানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ জগৎপতেঃ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ ॥ ২৩ ॥

( হে ) মহাভুজ ! ভূরিযশসঃ জগৎপতেঃ এবংবিধানি ভূরীণি জন্মাণি কর্ম্মাণি চ বর্ণিতানি ॥ ২৩ ॥

হে মহাভুজ। ভূরিযশা জগৎপতির এইপ্রকার অনেক অনেক জন্ম ও কর্ম্ম সকল বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

# পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥ ১ ॥

রাজা উবাচ। (হে) আত্মবিত্তমাঃ! প্রায়ঃ (জনাঃ) ভগবন্তং হরিং ন ভজন্তি। অবিজিতাত্মনাম্ অশান্তকামানাং তেষাং কা নিষ্ঠা? ॥ ১ ॥

রাজা বলিলেন, হে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠগণ! প্রায়ই লোক সকল ভগবান হরিকে ভজন করে না। অবিজিতাত্মা অশান্তকাম সেই সকল ব্যক্তির গতি কি? ॥ ১ ॥

চমস উবাচ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২ ॥

চমসঃ উবাচ। পুরুষস্য (ভগবতঃ) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) আশ্রমৈঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ) সহ পৃথক্ বিপ্রাদয়ঃ চত্বারঃ বর্ণাঃ জজ্ঞিরে ॥ ২ ॥

চমস বলিলেন। পুরুষের মুখ প্রভৃতি অঙ্গ হইতে সত্ত্বাদি তিন গুণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের সহিত পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ২ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩ ॥

এষাং (মধ্যে) যে (জনাঃ) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবম্ ঈশ্বরং ন ভজন্তি অবজানন্তি (তে) স্থানাৎ ভ্রষ্টাঃ (সন্তঃ) অধঃ পতন্তি ॥ ৩ ॥

ইহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎ নিজ জনক ঈশ্বরকে ভজন করেন না, পরন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়েন ॥ ৩ ॥

দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥ ৪ ॥

দূরে হরিকথাঃ দূরে চ অচ্যুতকীর্ত্তনাঃ (বিপ্রাদয়ঃ যে) কেচিৎ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চ তে (সর্ব্বে এব) ভবাদৃশাম্ অনুকম্প্যাঃ (কৃপার্হাঃ) ॥ ৪ ॥

যে সকল স্ত্রী ও শূদ্রাদির সম্বন্ধে হরিকথা দূরবর্ত্তিনী এবং অচ্যুতকীর্ত্তনও দূরবর্ত্তি, সেই সকল লোক ভবৎসদৃশ ব্যক্তিদিগের অনুকম্পার যোগ্য ॥ ৪ ॥

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যো বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥ ৫ ॥

অথ বিপ্রঃ রাজন্যবৈশ্যৌ বা শ্রৌতেন জন্মনা ( উপনয়নাদিনা ) হরেঃ পদান্তিকং ( তদ্ভজনোত্তমাধিকারং ) প্রাপ্তাঃ অপি আম্নায়বাদিনঃ সন্তঃ মুহ্যন্তি ( কর্ম্মফলেষু সজ্জন্তে ) ॥ ৫ ॥

আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহারা উপনয়ন ও অধ্যয়নরূপ শ্রৌত জন্ম দ্বারা হরিপাদপদ্মের ভজনে উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হইয়াও বেদের অর্থবাদে বিমুঢ় হইয়া কর্ম্মফলে আসক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

কর্ম্মণ্যকোবিদাস্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

কর্ম্মণি অকোবিদাঃ ( যথা বন্ধায় ন ভবতি তথা কর্ত্তুম্ অজ্ঞাঃ ) স্তব্ধাঃ ( অনম্রাঃ ) মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ যয়া মাধ্ব্যা গিরা উৎসুকাঃ সন্তঃ মূঢ়াঃ ( তয়া ) চাটুকান্ ( প্রিয়ান ) বদন্তি ॥ ৬ ॥

কর্ম্মে অজ্ঞ, অর্থাৎ কিরূপ করিলে সে কর্ম্ম বন্ধনের নিমিত্ত হয় না, ইহা জানেন না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও করেন না, এমন অবিনীত মূর্খ অথচ পণ্ডিত-মানী, অর্থাৎ আপনাকে পণ্ডিত বলিযা অভিমান করিয়া থাকেন, এরূপ ব্যক্তি সকল যে মধুরবাক্যে উৎসুক হইয়া মোহিত হয়, অর্থাৎ "সোমপান করিয়া অমর হইব, চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিলে অক্ষয় সুকৃত লাভ হইবে, সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত স্বর্গধামে গমন করিব" ইত্যাদি বাক্যে স্বর্গের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া আপনারা মোহিত হইয়াছেন, এবং সেইরূপ প্রিয়বাক্য, অর্থাৎ "স্বর্গে গিয়া অপ্সরোগণের সহিত বিহার করিব" ইত্যাদি বাক্য, অন্যের নিকট বলিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ৭ ॥

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ ( হিংসাসঙ্কল্পাঃ ) কামুকাঃ অহিমন্যবঃ দাম্ভিকাঃ মানিনঃ পাপাঃ অচ্যুতপ্রিয়ান্ ( ভগবদ্ভক্তান্ ) বিহসন্তি ॥ ৭ ॥

রজোগুণের প্রভাবে ঘোরসঙ্কল্প অর্থাৎ হিংসাদিতে রত, কামুক, সর্পের ন্যায় ক্রোধনস্বভাব, দাম্ভিক, অভিমানী, পাপিষ্ঠ সকল ভগবদ্ভক্ত সকলকে উপহাস করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥ ৮॥

উপাসিতস্ত্রিয়ঃ তে মৈথুন্যপরেষু গৃহেসু অন্যোন্যম্ আশিষঃ বদন্তি অসৃষ্টান্ন-বিধানদক্ষিণং যজন্তি। অতদ্বিদঃ (হিংসাদোষানভিজ্ঞাঃ তে) বৃত্ত্যৈ (জীবিকার্থং) পরং (কেবলং) পশূন্ ঘ্নন্তি॥ ৮॥

স্ত্রীদিগের উপাসনাকারী সেই সকল লোক মৈথুন্যসুখপ্রধান গৃহে থাকিয়া পরস্পর গার্হস্থ্য ভোগসুখের কথাই আলোচনা করিয়া থাকেন এবং যে যজ্ঞে অন্নদান বা দক্ষিণাদান নাই, তাদৃশ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হিংসাকে দোষ বলিয়া জানেন না যে সেই সকল লোক, তাঁহারা জীবিকার জন্য কেবল যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকেন॥ ৮॥

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ ৯॥

শ্রিয়া (ধনাদিসম্পদা) বিভূত্যা (ঐশ্বর্য্যেণ) অভিজনেন (সৎকুলেন) বিদ্যয়া (অধ্যয়নেন) ত্যাগেন (দানেন) রূপেণ (সৌন্দর্য্যেণ) বলেন (দেহপাটবেন) কর্ম্মণা (যাগাদিনা) জাতস্ময়েন অন্ধধিয়ঃ খলাঃ সহেশ্বরান্ হরিপ্রিয়ান্ সতঃ অবমন্যন্তি॥ ৯॥

ধনাদিসম্পত্তি, বিভূতি, সৎকুল, বিদ্যা, দান, রূপ, বল ও কর্ম্ম দ্বারা জাত-গর্ব্বে অন্ধবুদ্ধি খল সকল ঈশ্বরের সহিত ভগবদ্ভক্ত সাধু সকলকে অবমাননা করিয়া থাকে॥ ৯॥

সর্ব্বেষু শশ্বৎ তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতে বুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া॥ ১০॥

( কিঞ্চ ) শশ্বৎ ( সর্ব্বদা এব ) সর্ব্বেষু তনুভৃৎসু ( প্রাণিষু ) খং যথা অবস্থিতং বেদেন উপগীতং চ আত্মানম্ অভীষ্টং ( নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ম্ ) ঈশ্বরং ন শৃণ্বতে ( শৃণ্বন্তি কিন্তু ) অবুধাঃ ( তে ), মনোরথানাং ( ব্যবায়ামিষমদ্যাদি-বিষয়াণাং ) বার্ত্তয়া প্রবদন্তি ( কালং নয়ন্তি ) ॥ ১০ ॥

আরও সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীতে আকাশের ন্যায় অবস্থিত ও বেদোপগীত আত্মা নিরতিশয় প্রীতির বিষয় ঈশ্বরকে শ্রবণ করে না; কিন্তু সেই অজ্ঞেরা ব্যবায়াদি অভিলষিত বিষয়ের আলাপে কালক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১১ ॥

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা জন্তোঃ ( প্রাণিনঃ ) নিত্যা ( রাগতঃ এব নিত্য-প্রাপ্তা ) হি ( যতঃ ) তত্র চোদনা ( বিধিঃ ) ন হি। তেষু ( ব্যবায়াদিষু ) বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈঃ ব্যবস্থিতিঃ ( নিয়মঃ এব ক্রিয়তে )। ( বস্তুতস্তু ) আসু ( ব্যবায়ামিষমদ্যসেবাসু ) নিবৃত্তিঃ ( এব ) ইষ্টা ॥ ১১ ॥

লোকে স্ত্রীসঙ্গ আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি বিষয় সকল প্রাণীদিগের নিত্য অর্থাৎ রাগপ্রাপ্ত। রাগপ্রাপ্ত বলিয়াই অর্থাৎ তত্ত বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই ঐ সকলে শাস্ত্রের বিধি দেখা যায় না। তবে তত্তদ্বিষয়ে বিবাহ যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং সৌত্রামণী যাগে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে। ঐ সকল নিয়মও আবার স্ত্রীসঙ্গ আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি বিষয়ে জীবের যে স্বাভাবিকী লালসা আছে, তাহার নিবৃত্তির জন্যই জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্ ॥ ১২ ॥

( জনাঃ ) ধর্ম্মৈকফলং যতঃ ( ধর্ম্মাৎ ) বৈ সবিজ্ঞানং জ্ঞানম্ অনুপ্রশান্তি চ ( তৎ ) ধনং গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য দুরন্তবীর্য্যং মৃত্যুং ন পশ্যন্তি ॥ ১২ ॥

লোক সকল, যে ধর্ম্ম হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের সহিত দৃঢ় পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, সেই ধর্ম্ম, যাহার একমাত্র ফল, তাদৃশ ধনকে কেবল দেহাদির জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, দুরন্তবীর্য্য মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করে না ॥ ১২ ॥

যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥ ১৩ ॥

( তে ) যৎ ( যস্মাৎ ) সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ বিহিতঃ তথা পশোঃ আলভনং ( দেবতোদ্দেশেন হননং বিহিতং ) ন হিংসা ( বিহিতা ) এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ( বিহিতঃ ) ন রত্যৈ ( ইতি ) ইমং বিশুদ্ধং স্বধর্ম্মং ন বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

যেহেতু তাহারা পান না করিয়া ঘ্রাণ লইলেই সুরাপানের বিধি পালন করা হয়, এবং পশুর হিংসা না করিয়া আলভন অর্থাৎ দেবতোদ্দেশে কিঞ্চিৎ অঙ্গের ছেদন করিলেই হননের বিধি পালন করা সিদ্ধ হয় ও রতির নিমিত্ত স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া সন্তানার্থ স্ত্রীসঙ্গ করিলেই স্ত্রীসঙ্গের বিধি মান্য করা হয়, এই প্রকার সে বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম, তাহা জানে না ॥ ১৩ ॥

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥১৪॥

যে তু অনেবংবিদঃ স্তব্ধাঃ ( অবিনীতাঃ ) সদভিমানিনঃ ( সন্তঃ এব বয়ম্ ইতি অভিমানিনঃ ) অসন্তঃ ( পাপবাসিতান্তঃকরণাঃ ) বিশ্রব্ধাঃ ( নিঃশঙ্কাঃ বিশ্বস্তাঃ বা ) পশূন্ দ্রুহ্যন্তি তে ( পশবঃ ) চ প্রেত্য তান্ খাদন্তি ॥ ১৪ ॥

যাহারা এইরূপ ধর্ম্ম জানে না অথচ যাহারা অবিনীত, আমরা সাধু এই প্রকার অভিমানবিশিষ্ট ও পাপিষ্ঠ, তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া পশুহত্যা করে এবং ঐ পশুরা পরলোকে সেই হন্তাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৫ ॥

( যে তু ) সানুবন্ধে ( পুত্রাদিসহিতে ) অস্মিন্ মৃতকে ( দেহে ) বদ্ধস্নেহাঃ ( সন্তঃ ) পরকায়েষু ( স্থিতান্ জীবান্ ) দ্বিষন্তঃ ( বর্ত্তন্তে তে ) আত্মানম্ ঈশ্বরং হরিম্ ( এব দ্রুহ্যন্তি ) অধঃ পতন্তি ( চ ) ॥ ১৫ ॥

যাহারা পুত্রাদির সহিত এই দেহে মমস্নেহ হইয়া পরকারে স্থিত জীবগণের প্রতি দ্বেষপরায়ণ হয়, তাহারা পরমাত্মা ঈশ্বর হরির প্রতিই দ্রোহ করে এবং অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥ ১৬ ॥

যে (তু) কৈবল্যং (তত্ত্বজ্ঞানম্) অসংপ্রাপ্তাঃ যে চ মূঢ়তাম্ অতীতাঃ চ ত্রৈবর্গিকাঃ (ত্রিবর্গার্থে ব্যাপৃতাঃ) অক্ষণিকাঃ (শ্রবণাদ্যবসররহিতাঃ) তে আত্মানং ঘাতয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

যাহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ যাহারা পশুর ন্যায় মূঢ়ও নহে, এমন যে ব্যক্তি সকল, তাহারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের নিমিত্ত সদা ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীভগবানের নামগুণাদির শ্রবণাদিতে অবসররহিত হইয়া আপনাকে নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ ॥ ১৭ ॥

এতে আত্মহনঃ অশান্তাঃ অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ কালধ্বস্তমনোরথাঃ অকৃত-কৃত্যাঃ (সন্তঃ) সীদন্তি বৈ ॥ ১৭ ॥

এই সকল আত্মঘাতী অশান্ত অজ্ঞানে জ্ঞানমানী কালধ্বস্তমনোরথ লোক অকৃতকৃত্য হইয়া অবসন্নই হয় ॥ ১৭ ॥

হিত্বাত্মমায়ারচিতা গৃহাপত্যসুহৃৎস্ত্রিয়ঃ।
তমোবিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮ ॥

বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ (তে) অনিচ্ছন্তঃ (অপি) আত্মমায়ারচিতাঃ গৃহাপত্য-সুহৃৎস্ত্রিয়ঃ হিত্বা তমঃ বিশন্তি ॥ ১৮ ॥

বাসুদেবপরাঙ্মুখ সেই সকল লোক ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মমায়ারচিত গৃহ অপত্য সুহৃৎ ও স্ত্রী প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধতমোমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

রাজা উবাচ।

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

রাজা উবাচ। সঃ ভগবান্ কস্মিন্ কালে কিং বর্ণঃ কীদৃশঃ কেন নাম্না বিধিনা বা নৃভিঃ ইহ পূজ্যতে তৎ উচ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

রাজা বলিলেন। সেই ভগবান্ কোন্ কালে কি বর্ণ কীদৃশ কি নামে কোন্ বিধানে মনুষ্যগণ কর্তৃক এই পৃথিবীতে পূজিত হয়েন, তাহা বলুন ॥ ১৯ ॥

করভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ২০ ॥

করভাজনঃ উবাচ। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঃ কলিঃ চ ইতি এষু ( কালেষু ) কেশবঃ নানাবর্ণাভিধাকারঃ নানা এব বিধিনা ইজ্যতে ॥ ২০ ॥

করভাজন বলিলেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই চারিযুগে ভগবান্ কেশব নানা বর্ণ নানা নাম ও নানা আকার হইয়া নানা বিধানেই পূজিত হয়েন ॥ ২০ ॥

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুম্ ॥ ২১ ॥

কৃতে ( সত্যযুগে ) শুক্লঃ ( শুক্লবর্ণঃ শুক্লনামা চ ) চতুর্বাহুঃ জটিলঃ বল্কলাম্বরঃ কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ দণ্ডং কমণ্ডলুং চ বিভ্রৎ ( ব্রহ্মচারিবেশেন অবততার ) ॥ ২১॥

সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্বাহু জটিল বল্কলাম্বর কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট অক্ষমালাভূষিত দণ্ডকমণ্ডলুধারী ব্রহ্মচারীর বেশে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২১ ॥

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ ২২ ॥

তদা মনুষ্যাঃ তু সমাঃ ( সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ) নির্বৈরাঃ শান্তাঃ ( রাগাদিরহিতাঃ ) সুহৃদঃ ( সর্ব্বোপকারিণঃ ভূত্বা ) শমেন ( অন্তঃকরণনিগ্রহেণ ) চ দমেন ( বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ ) চ তপসা ( ধ্যানযোগেন ) দেবং ( ভগবন্তম্ ) আরাধয়ন্তি ॥ ২২ ॥

তৎকালে লোক সকল সম নির্বৈর শান্ত ও সকলের উপকারী হইয়া অন্তরিন্দ্রিয়ের ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ পূর্ব্বক ধ্যানযোগ দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন ॥ ২২ ॥

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৩ ॥

( তদা সঃ ভগবান্ ) হংসঃ সুপর্ণঃ বৈকুণ্ঠঃ ধর্ম্মঃ যোগেশ্বরঃ অমলঃ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ অব্যক্তঃ পরমাত্মা ইতি গীয়তে ॥ ২৩ ॥

ঐ সময়ে শ্রীভগবান্ হংস সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ ধর্ম্ম যোগেশ্বর অমল ঈশ্বর পুরুষ অব্যক্ত ও পরমাত্মা বলিয়া গীত হয়েন ॥ ২৩ ॥

"ঐ সময়ে" ইত্যাদি। সত্যপ্রধান যুগের নাম সত্যযুগ। ঐ যুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে, এবং তৎকালের প্রজা সকলও তদনুরূপ হয়েন। সত্যযুগের প্রজা সকলের পরমায়ু লক্ষ বর্ষ ও তাহাদিগের দেহ একবিংশতিহস্ত-পরিমিত হইত। তাঁহারা সকলেই মজ্জাগতপ্রাণ এবং প্রায়ই ইচ্ছামৃত্যু হইতেন। তাঁহারা সকলেই সত্যধর্ম্মরত তীর্থাশ্রয় শান্তচিত্ত হিংসাদ্বেষাদিরহিত সর্ব্বদর্শী সর্ব্বভূতসুহৃৎ ও শমদমাদিপরায়ণ ছিলেন। যোগীদিগের যে সকল গুণ থাকার প্রয়োজন, তাঁহারা কালধর্ম্মে স্বভাবতই সেই সকল গুণে গুণবন্ত হইতেন। সুতরাং যোগসাধন তখন সাধারণের সম্পত্তি ছিল। সত্যযুগের প্রজামাত্রই যোগী হইতেন। ভগবানও ঐ যুগে যোগিবেশেই অবতার হইয়াছিলেন। এখন, যোগের প্রথম সোপান যে চিত্তশুদ্ধি, যাহা না করিয়া কেহই যোগমার্গে দৃঢ়-ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারেন না, যাহার অভাবে অনেকেই আরম্ভ করিয়াও যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তখন ঐ চিত্তশুদ্ধি লোকের স্বাভাবিক ছিল। শুদ্ধচিত্তে ধ্যাননিষ্ঠা বড়ই সহজ, অতএব সত্যযুগের প্রজামাত্রই ধ্যাননিষ্ঠ হইতেন। জিহ্বোষ্ঠস্পন্দনমাত্রসাধ্য যে নামকীর্ত্তন, তাহা সকল কালে সকল অধিকারীর পক্ষে পরমোপকারক হইলেও, তৎকালে তাহাতে কেহই শ্রদ্ধাযুক্ত হইতেন না। তবে যে সত্যযুগে তারকব্রহ্মনাম প্রচারিত ছিল না বা তৎকালের প্রজা সকল নামগুণ কীর্ত্তন করিতেন না, এমন নয়। সত্যযুগের প্রজা সকল "নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তি র্নারায়ণপরা গতিঃ ॥" এই তারক ব্রহ্মনাম যোগের অঙ্গ বিবেচনায় জপ করিতেন এবং হংস সুপর্ণাদি বলিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতেন ॥ ২৩ ॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রেতায়াম্ অসৌ ভগবান্ রক্তবর্ণঃ চতুর্বাহুঃ ত্রিমেখলঃ ( ত্রিগুণা দীক্ষাঙ্গভূতা মেখলা কটিসূত্রং যস্য সঃ ) হিরণ্যকেশঃ ( পিশঙ্গকেশঃ ) ত্রয্যাত্মা ( ঋগাদিবেদ-ত্রয়ীপ্রতিপাদিতঃ আত্মা মূর্ত্তি র্যস্য সঃ ) স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ( স্রুক্‌স্রুবাদি উপ-লক্ষণং চিহ্নং যস্য সঃ ) ॥ ২৪ ॥

ত্রেতাযুগে ঐ ভগবান রক্তবর্ণ চতুর্ব্বাহু ত্রিমেখল হিরণ্যকেশ ত্রয্যাত্মা এবং স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষিত যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ২৪ ॥

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

তদা ব্রহ্মবাদিনঃ ( বেদোক্তার্থাভিজ্ঞাঃ ) ধর্ম্মিষ্ঠাঃ মনুজাঃ সর্ব্বদেবময়ম্ (ইন্দ্রাদি-সর্ব্বদেবতান্তর্য্যামিণং ) তং দেবং হরিং ত্রয্যা বিদ্যযা ( বেদত্রয়োক্তকর্ম্মভিঃ ) যজন্তি ॥ ২৫ ॥

তৎকালে ব্রহ্মবাদী ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ সর্ব্বদেবময় সেই দেব হরিকে বেদ-ত্রয়োক্ত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥ ২৬ ॥

( তদা সঃ ভগবান্ ) বিষ্ণুঃ যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেবঃ উরুক্রমঃ বৃষাকপিঃ জয়ন্তঃ উরুগায়ঃ ইতি চ ঈর্য্যতে ॥ ২৬ ॥

ঐ সময়ে শ্রীভগবান বিষ্ণু যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ সর্ব্বদেব উরুক্রম বৃষাকপি জয়ন্ত ও উরুগায় এই সকল নামে গীত হয়েন ॥ ২৬ ॥

"ঐ সময়ে" ইত্যাদি। পাপ দ্বারা একপাদহীন, ত্রিপাদধর্ম্মসম্পন্ন যুগের নামই ত্রেতাযুগ। ত্রেতাযুগে মনুষ্যের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর ও প্রাণ অস্থিগত ছিল। ঐ যুগের লোকদিগের দেহের পরিমাণ চতুর্দ্দশ হস্ত। দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন ও অগ্নিহোত্রই ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম হইয়াছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকই বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন ও বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম্মে সুনিপুণ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে যজ্ঞেরই প্রাধান্য হইলেও "রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥" এই তারকব্রহ্মনাম জপ ও বিষ্ণু যজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া শ্রীভগবানের মহিমা গান করা হইত। ত্রেতাযুগ যজ্ঞপ্রধান বলিয়া ঐ যুগে শ্রীভগবানও স্রুক্স্রুবাদি যজ্ঞীয় চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ-মূর্ত্তিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ ( অতসীকুসুমসঙ্কাশঃ ) পীতবাসাঃ ( পীতাম্বরধরঃ ) নিজায়ুধঃ ( নিজানি চক্রাদীনি আয়ুধানি যস্য সঃ ) শ্রীবৎসাদিভিঃ ( শ্রীবৎসঃ নাম বক্ষসঃ দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ সঃ আদিঃ যেষাং করচরণাদিগত-পদ্মাদীনাং তৈঃ ) অঙ্কৈঃ ( চিহ্নৈঃ ) লক্ষণৈঃ ( বাহ্যৈঃ কৌস্তভাদিভিঃ ) চ উপলক্ষিতঃ ( শ্রীকৃষ্ণরূপেণ অবততার। [illegible] কলৌ শ্যামত্বং জ্ঞেয়ম্ )॥ ২৭॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ পীতবাসা নিজায়ধ শ্রীবৎসাদি চিহ্নে ও কৌস্তভাদি লক্ষণে উপলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন॥ ২৭॥

"দ্বাপরযুগে" ইত্যাদি। দ্বিপাদ-ধর্ম্ম-সম্পন্ন যুগের নামই দ্বাপরযুগ। এই যুগে মনুষ্যের পরমায়ু হ্রাস হইয়া সহস্র বৎসরে পরিণত হয়। সহস্র বৎসর পরমায়ুঃ সাধারণ লোকের ছিল না। যোগবলসম্পন্ন ব্যক্তি সকলই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারিতেন। অপরাপর যুগেও এই নিয়ম। সাধারণ আয়ু শতবর্ষ মাত্র। আয়ুর হ্রাসতার সহিত তৎকালের লোকের অন্যান্য শক্তিরও হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বাপরযুগে মনুষ্যের দেহ সপ্তহস্তপরিমিত ও প্রাণ রুধিরগত হইয়াছিল। মজ্জাগত অস্থিগত বা রুধিরগত প্রাণ বলিতে মজ্জার অস্থির ও রুধিরের অস্তিত্বে প্রাণেরও অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। এই যুগে লোকের শক্তির হ্রাসতার সহিত যোগবল জ্ঞানবল ও ক্রিয়াবলেরও হ্রাসতা দেখা যায়। তন্নিমিত্ত দ্বাপরযুগের লোক সকল সত্যের তপস্যা ও ত্রেতার যজ্ঞ ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র পূজা অর্চ্চনার উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এই যুগেও কিন্তু নামকীর্ত্তন প্রধানভাবে অবলম্বিত হয় নাই; উহা তৎকালে গৌণভাবেই চলিয়াছিল। দ্বাপরযুগে শ্রীভগবান শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হয়েন। এই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতার, কিন্তু সকল দ্বাপরেই হয় না। গত দ্বাপরযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বাপরযুগে ভগবান শুকপত্রবর্ণ অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ বা পীতবর্ণ প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীহরিবংশে ও শ্রীমহাভারতাদিতে শ্রবণ করা যায়। ঐ সকল দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলিযুগেই শ্যামবর্ণ অবতার। কিন্তু অতীত দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান পূর্ণব্রহ্ম অতসীকুসুমের ন্যায় বা নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ পীতবসন বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিরূপ শ্রীবৎস চিহ্ন ও করচরণাদিতে যে পদ্মাদি চিহ্ন তদ্দ্বারা চিহ্নিত এবং কৌস্তভাদি লক্ষণে

রূপে অবতীর্ণ হয়েন॥ ২৭॥

তং তদা পুরুষং মর্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ২৮ ॥

(হে) নৃপ! তদা জিজ্ঞাসবঃ মর্ত্যাঃ মহারাজোপলক্ষণং তং পরং পুরুষং বেদ-তন্ত্রাভ্যাং যজন্তি ॥ ২৮ ॥

হে নৃপ! তৎকালে জিজ্ঞাসু মানব সকল ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নে চিহ্নিত ঐ পরপুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

"হে নৃপ" ইত্যাদি। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মাংশ অর্দ্ধহীন হওয়াতে প্রজা সকল ধর্ম্মাধর্ম্মরত প্রলাপী চপল জ্ঞাননিষ্ঠ ও কণ্টোক্য হয়েন। সুতরাং তৎকালে লোক সকল বেদজ্ঞানবিহীন হইয়া কেবল অর্চ্চনামার্গেরই অনুসরণ করেন। ঐ সময় বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় প্রকার অর্চ্চনার পদ্ধতিরই সুপ্রচার দেখা যায়। দ্বাপরযুগে প্রজারা শ্রীভগবানের ছত্রচামরাদি চিহ্নে চিহ্নিত রাজার ন্যায় বিবিধ উপহারে অর্চ্চনা করিতেন ॥ ২৮ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ।
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥

(হে) উর্ব্বীশ! দ্বাপরে জগদীশ্বরং বাসুদেবায় তে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ইতি স্তুবন্তি ॥ ২৯ ॥

হে রাজন্! দ্বাপরে জগদীশ্বরকে "বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণ, তোমাকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভগবান, তোমাকে নমস্কার; নারায়ণ, ঋষি পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্ব, সর্ব্বভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার; এই বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

"হে রাজন্" ইত্যাদি। দ্বাপরযুগে মানবগণ আপনাদিগের অনুষ্ঠিত অর্চ্চনার অঙ্গরূপে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥" এই তারকব্রহ্মনাম জপ ও "বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার" প্রভৃতি বলিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতেন ॥ ২৯ ॥

নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৩০ ॥

তথা কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন ( শ্রীভগবন্তম্ অর্চ্চয়ন্তি ), শৃণু ॥ ৩০ ॥

ঐরূপ কলিতেও নানাতন্ত্রোক্তবিধানে শ্রীভগবানকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥

"ঐরূপ কলিতেও" ইত্যাদি। এই কলিযুগের অধিকাংশই মন্দ। কলিযুগে পরমায়ু অল্প, দেহপরিমাণ সার্দ্ধত্রিহস্তমাত্র, অন্নগত প্রাণ, ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, তপঃ বিচলিত, সত্য দূরগত, পৃথিবী মন্দফলা, রাজগণ কুটিল ও স্বার্থপর, ব্রাহ্মণ সকল শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত, পুরুষ সকল স্ত্রৈণ, স্ত্রী সকল চপল, লোক সকল পাপ-রত, সাধু সকল অবনত ও অসাধু সকল উন্নত। ঈদৃশ যুগে যোগ যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদি অসম্ভব। তবে সাধারণ কলিযুগে ধর্ম্মচর্চ্চা অসম্ভব হইলেও বর্ত্তমান কলিযুগে উহা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে নাই। যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার অবতারের নিমিত্ত, সেই দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলির কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই কলি, সেই কলি। অতএব এ কলির কিছু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব কি ?—এই কলিতে অন্যান্য কলির ন্যায় ভগবিদ্বমুখ না হইয়া অধিকাংশ লোকই নানা-তন্ত্রোক্ত-বিধানে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাই এই কলির বিশেষত্ব। এই কলির লোক সকল যেরূপে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩১ ॥

( তদা ) সুমেধসঃ ( বিবেকিনঃ ) ত্বিষা ( কান্ত্যা ) অকৃষ্ণম্ ( ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বলং ) কৃষ্ণবর্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং ( শ্রীকৃষ্ণং ) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ ( সঙ্কীর্ত্তন-প্রধানৈঃ ) যজ্ঞৈঃ যজন্তি হি ॥ ৩১ ॥

তৎকালে বিবেকী ব্যক্তি সকল কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণকে সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারাই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

"তৎকালে" ইত্যাদি। কালদোষে লোকমাত্রই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কলিতে অনেক সুবুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন লোকও দেখা গিয়া থাকে। এই কলিতে যাহারা সুবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের ভাগ্যের কথাই নাই। এই সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরও জীবন প্রায়ই ব্যর্থ যায় না। "হরে

কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
কলিসন্তরণোপনিষদ্কে এই শ্রীশ্রীহরিনাম এই যুগের যজ্ঞ। এই যুগের সুবুদ্ধি লোক সকল যখন সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন হেলায় শ্রদ্ধায় তারকব্রহ্মনাম যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, তিনিই দুরন্ত ভবসাগর পারের তরণী প্রাপ্ত হয়েন। নিরপরাধীর ত কথাই নাই, নামের গুণে শ্রবণমাত্রেই পার হইয়া যান। আর যিনি অপরাধী, তাঁহারও শ্রবণ নিষ্ফলে যায় না। তিনিও জন্মজন্মান্তরে নিরপরাধ হইবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। শরণাগত অকিঞ্চন ভক্তেই নাম আশু ফলপ্রদ হয়েন। সামর্থ্যশালী অন্যান্য যুগের লোক সকলের অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে অসমর্থ কলিযুগের লোক-দিগের পক্ষে শরণাগত অকিঞ্চন হওয়া সহজ। তবে কিরূপ শরণাগত অকিঞ্চন ভক্ত হইলে, আশু নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ঐ ফল বা কিরূপ, তাহার শিক্ষা সত্যাদি কোন যুগেই প্রচারিত হয় নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণাব-তারের পরবর্ত্তী সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ভক্তরূপে অবতার স্বীকার করিয়া শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। এই কলি-যুগের অবতার প্রচ্ছন্ন অবতার। এই অবতারে তিনি নিজের কৃষ্ণবর্ণকে গৌরকান্তি দ্বারা আবৃত করিয়া গৌররূপে আবির্ভূত হয়েন। গৌরবর্ণের কথা শ্রীগর্গমুনির বাক্য হইতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" এই বাক্যে যে পীতবর্ণ অবতারের কথা উল্লেখ করেন, উহা প্রাচীন কোন কলিযুগের গৌর অবতারের কথাই বলিতে হইবে। কারণ, ঐ দ্বাপরে পীতবর্ণ কোন অবতার দেখা যায় না, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং তৎকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কলিযুগীয় গৌরাবতার শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ অর্থাৎ তাঁহারই মূর্ত্তিবিশেষ। কেন না, এই অবতারে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন, তাহাতেও কৃষ্ণবর্ণই রহিয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ শব্দ দ্বারা এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ হইতেছে। গৌর অবতারে কৃষ্ণকে বর্ণনা অর্থাৎ স্বয়ং গান করেন এবং সকল লোককে দয়া করিয়া ঐ গান উপদেশ করেন বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ গৌরের একটি বিশেষণ হইয়াছে। অথবা কৃষ্ণবর্ণ শব্দ দ্বারা গৌর স্বয়ং অকৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণরহিত হইয়াও নিজের কান্তির দ্বারা কৃষ্ণের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, ইহাও বুঝাইতেছে। এই পক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনমাত্রেই লোকের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইত, ইহাই বুঝাইতেছে। অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ সকল লোকের দৃষ্টিতে গৌর হইয়াও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে কৃষ্ণবর্ণ

শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাইতেন, ইহাই কৃষ্ণবর্ণ শব্দের তাৎপর্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান তাহা পরবর্ত্তী বিশেষণ দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবান হৃদয়াদি অঙ্গ কৌস্তুভাদি উপাঙ্গ সুদর্শনাদি অস্ত্র ও সুনন্দাদি পার্ষদগণের সহিত অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, এ অবতারে কিন্তু সেই সকলের সহিত পূজিত হয়েন নাই। এই অবতারে তাঁহার পরম মনোহর অঙ্গই কৌস্তুভাদি অলঙ্কার সুদর্শনাদি অস্ত্র সকল ও সুনন্দাদি পার্ষদের কার্য্য করিয়াছিল। তবে অত্যন্ত প্রেমাস্পদ তত্তুল্য পার্ষদ শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির সহিত তাঁহার পূজাও প্রসিদ্ধ আছে। এই অবতারে শ্রীমন্নামসঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার প্রধান পূজাসম্ভার হইয়াছিল। মহাভারতীয় সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারসূচক "সুবর্ণবর্ণ" ও "সন্ন্যাসকৃৎ" প্রভৃতি নাম সকলেরও উল্লেখ দেখা যায়॥ ৩১॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং<br>
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।<br>
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং<br>
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ ৩২॥

(হে) প্রণতপাল! (হে) মহাপুরুষ। সদা ধ্যেয়ং পরিভবঘ্নম্ অভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং ভৃত্যার্ত্তিহং ভবাব্ধিপোতং তে (তব) চরণারবিন্দং বন্দে॥ ৩২॥

তৎকালে তাঁহাকে "হে প্রণতপাল, হে মহাপুরুষ, সদা ধ্যেয় পরিভবঘ্ন অভীষ্টদোহ তীর্থাস্পদ শিববিরিঞ্চিনুত শরণ্য ভৃত্যার্ত্তিহ ভবাব্ধিপোত তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি" বলিয়া বন্দনা করা হইত॥ ৩২॥

"তৎকালে তাঁহাকে" ইত্যাদি। প্রণতপাল শব্দে যিনি দাসাভিমানী, প্রণতি মাত্রই, শ্রীভগবান তাঁহাকে পালন করিয়া থাকেন, ইহাই বুঝাইতেছেন। মহাপুরুষ শব্দের অর্থ পরমহংসমহামুনীন্দ্র। সদা শব্দে কালদেশাদির নিয়ম নাই, ইহাই জানাইতেছেন। পরিভবঘ্ন শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়জন্য ও কুটুম্বাদিজন্য পরিভব অর্থাৎ তিরস্কারকে নাশ করেন যিনি। তীর্থাস্পদ শব্দের অর্থ ধ্যানমাত্র পবিত্রকারী। শিববিরিঞ্চিনুত শব্দের অর্থ শিবব্রহ্মাদিও যাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। শরণ্য শব্দের অর্থ শরণাগতপালক। এতদ্বারা তাঁহার সুখসেব্যত্ব বোধিত হইতেছে। ভৃত্যার্ত্তিহ শব্দের দ্বারা ভক্তবাৎসল্য সূচিত হইতেছে॥ ৩২॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৩ ॥

( হে ) মহাপুরুষ! যৎ ( যঃ ) ধর্ম্মিষ্ঠঃ ( ভবান্ ) সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা আর্য্যবচসা অরণ্যম্ অগাৎ দয়িতয়া ঈপ্সিতং মায়ামৃগম্ অন্বধাবৎ ( তস্য ) তে ( তব ) চরণারবিন্দং বন্দে ॥ ৩৩ ॥

হে মহাপুরুষ! যে ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া আর্য্য-বাক্যানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলে এবং দয়িতা ( হেতু বা কর্ত্তৃক ) ঈপ্সিত মায়ামৃগের অনুধাবন করিয়াছিলে, সেই তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ৩৩ ॥

"হে মহাপুরুষ" ইত্যাদি। প্রথম পক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বোধিত হইয়াছে। উহার শ্লেষার্থ যথা—যে ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি প্রাণ হইতেও দুস্ত্যজা এবং সুরগণও যাঁহার স্থিতি প্রার্থনা করেন, সেই লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণের শাপবাক্যে সন্ন্যাস করিয়াছিলে, এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ সংসারাবিষ্ট জন সকলকে করুণা করিয়া আলিঙ্গনাদি প্রদানচ্ছলে উদ্ধার করিয়াছিলে, সেই তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ৩৩ ॥

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

( হে ) রাজন্! শ্রেয়সাম্ ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ যুগবর্ত্তিভিঃ মনুজৈঃ এবং যুগানুরূপাভ্যাং ( নামরূপাভ্যাম্ ) ইজ্যতে ॥ ৩৪ ॥

হে রাজন্! মঙ্গলের ঈশ্বর ভগবান হরি যুগবর্ত্তী মনুজগণ কর্ত্তৃক এইরূপ যুগানুরূপ নামরূপ দ্বারা অর্চ্চিত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥ ৩৫ ॥

যত্র ( কলৌ ) সঙ্কীর্ত্তনেন এব ( সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ ) সর্ব্বঃ অপিঃ স্বার্থঃ ( ধ্যানাদিসাধ্যসাহস্রৈঃ সাধ্যঃ ) লভ্যতে সারভাগিনঃ গুণজ্ঞাঃ আর্য্যাঃ ( তং ) কলিং সভাজয়ন্তি ॥ ৩৫ ॥

যে কলিতে সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সকল স্বার্থই লাভ হয়, সারভাগী গুণজ্ঞ আর্য্য সকল সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥

ইহ ভ্রাম্যতাং দেহিনাম্ অতঃ ( সঙ্কীর্ত্তনাৎ ) পরমঃ লাভঃ ন হি যতঃ ( সঙ্কীর্ত্তনাৎ ) পরমাং শান্তিং বিন্দেত সংসৃতিঃ ( চ ) নশ্যতি ॥ ৩৬ ॥

সংসারে ভ্রমণকারী দেহীদিগের ইহা হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই, যে সঙ্কীর্ত্তন হইতে পরম শান্তি লাভ ও সংসারের নাশ হয় ॥ ৩৬ ॥

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্ ।
কলৌ কিল ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥ ৩৭ ॥

( হে ) রাজন্ ! কৃতাদিষু প্রজাঃ কলৌ সম্ভবম্ ইচ্ছন্তি । হে মহারাজ ! কলৌ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ( প্রজাঃ ) নারায়ণপরায়ণাঃ ভবিষ্যন্তি কিল । দ্রবিড়েষু চ যত্র তাম্রপর্ণী নদী কৃতমালা পয়স্বিনী মহাপুণ্যা কাবেরী চ প্রতীচী মহানদী চ ভূরিশঃ ( বহ্ব্যঃ প্রজাঃ নারায়ণপরাঃ ভবিষ্যন্তি ) ॥ ৩৭ ॥

হে রাজন্ ! সত্যাদিযুগের প্রজা সকল কলিতে জন্ম ইচ্ছা করিয়া থাকেন । কলিতে গৌড়াদি কোন কোন স্থানের প্রজাবর্গ নারায়ণপরায়ণ হইবেন । হে মহারাজ ! দ্রাবিড় দেশেও যেখানে তাম্রপর্ণী নদী কৃতমালা নদী মহাপুণ্যা কাবেরী নদী ও পশ্চিমবাহিনী মহানদী সেই সকল স্থানে অনেকানেক প্রজাই নারায়ণপরায়ণ হইবেন ॥ ৩৭ ॥

যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর ।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

( হে ) মনুজেশ্বর ! যে মনুজাঃ তাসাং ( নদীনাং ) জলং পিবন্তি ( তে ) প্রায়ঃ অমলাশয়াঃ ( সন্তঃ ) বাসুদেবে ভগবতি ভক্তাঃ ( ভবন্তি ) ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্ ! যে সকল মনুষ্য ঐ সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই অমলাশয় হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ৩৯ ॥

(হে) রাজন্! যঃ (জনঃ) কর্ত্তং (কৃত্যং ভেদং বা) পরিহৃত্য সর্ব্বাত্মনা শরণ্যং মুকুন্দং শরণং গতঃ অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করঃ ন ঋণী চ ॥ ৩৯ ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি কর্ত্ত অর্থাৎ কৃত্য বা ভেদ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগতপালক মুকুন্দের শরণাপন্ন হয়েন, তিনি দেবতা ঋষি ভূত আপ্ত মনুষ্য ও পিতৃলোক সকলের কিঙ্করও নহেন বা ঋণীও থাকেন না ॥ ৩৯ ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৪০ ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য (তস্য) কথঞ্চিৎ যৎ চ বিকর্ম্ম উৎপতিতং (ভবেৎ) তৎ (অপি) সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ হরিঃ ধুনোতি ॥ ৪০ ॥

স্বীয় পাদমূল ভজনকারী প্রিয় অন্যভাবরহিত সেই ভক্তের কোনরূপে যে কিছু নিষিদ্ধ কর্ম্ম উৎপতিত হয়, সে সকলও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট পরমেশ্বর হরি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

নারদ উবাচ।

ধর্ম্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বা স মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হ্যপূজয়ৎ ॥ ৪১ ॥

নারদঃ উবাচ। সোপাধ্যায়ঃ মিথিলেশ্বরঃ সঃ (নিমিঃ) ইত্থং ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শ্রুত্বা প্রীতঃ (সন) জায়ন্তেয়ান্ (জয়ন্ত্যাঃ পুত্রান্) মুনীন্ অপূজয়ৎ হি ॥ ৪১ ॥

নারদ বলিলেন। সোপাধ্যায় মিথিলেশ্বর সেই নিমি এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীত হইয়া জায়ন্তেয় মুনিদিগকে পূজা করিলেন ॥ ৪১ ॥

ততোঽন্তর্দ্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্ ॥ ৪২ ॥

ততঃ সিদ্ধাঃ পশ্যতঃ সর্ব্বলোকস্য অন্তর্দ্দধিরে। রাজা ধর্ম্মান্ উপাতিষ্ঠন্ পরমাং গতিম্ অবাপ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সিদ্ধ মুনিগণ লোক সকল দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান করিলেন। রাজাও উপদিষ্ট ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া পরম গতি লাভ করিলেন ॥ ৪২ ॥

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শুভান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃশঙ্কো যাস্যসে পরম্ ॥ ৪৩ ॥

(হে) মহাভাগ! ত্বম্ অপি নিঃসঙ্গঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এতান্ শুভান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ পরং যাস্যসে ॥ ৪৩ ॥

হে মহাভাগ বসুদেব! তুমিও নিঃসঙ্গ হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে এই শুভ ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্যদ্বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥

যৎ (যস্মাৎ) ভগবান ঈশ্বরঃ হরিঃ বাং (যুবয়োঃ) পুত্রতাম্ অগমৎ (অতঃ) যুবয়োঃ দম্পত্যোঃ যশসা জগৎ পূরিতং খলু ॥ ৪৪ ॥

যেহেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি তোমাদিগের পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন, অতএব তোমাদের দুই স্ত্রীপুরুষের যশে জগৎ নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ বাং (যুবয়োঃ) তস্য দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ আত্মা পাবিতঃ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণে পুত্রস্নেহ করাতে তোমাদের তাঁহার দর্শন আলিঙ্গন আলাপ শয়ন আসন ও ভোজন দ্বারা আত্মা পবিত্র করিয়াছ ॥ ৪৫ ॥

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র-
সাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৪৬ ॥

শিশুপালপৌণ্ড্রসাল্বাদয়ঃ নৃপতয়ঃ যং (শ্রীকৃষ্ণং) বৈরেণ (অপি) ধ্যায়ন্তঃ

( তস্য ) গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ আকৃতিধিয়ঃ ( সন্তঃ ) তৎসাম্যম্ আপুঃ অনুরক্তধিয়াং কিং পুনঃ ( বক্তব্যম্ ) ॥ ৪৬ ॥

শিশুপাল পৌণ্ড্র ও শাল্ব প্রভৃতি নৃপতি সকল যে শ্রীকৃষ্ণকে বৈরভাবেও চিন্তা করিয়া তাঁহার গতি বিলাস ও বিলোকনাদি দ্বারা তদাকারাকারিত-বুদ্ধি হইয়া তৎসাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাতে অনুরক্তবুদ্ধি ভক্তগণের আর কথা কি ? ॥ ৪৬ ॥

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে ॥ ৪৭ ॥

মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরে অব্যয়ে সর্ব্বাত্মনি ঈশ্বরে কৃষ্ণে অপত্যবুদ্ধিং মা অকৃথাঃ ॥ ৪৭ ॥

মায়ামনুষ্যভাব দ্বারা গুপ্তৈশ্বর্য্য পর অব্যয় সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে অপত্য-বুদ্ধি করিও না ॥ ৪৭ ॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্।
অবতীর্ণস্য নির্ব্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥ ৪৮ ॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে সতাং গুপ্তয়ে নির্ব্বৃত্যৈ লোকে অবতীর্ণস্য ( তস্য ) যশঃ বিতন্যতে ॥ ৪৮ ॥

ভূমির ভারস্বরূপ অসুরস্বভাব ক্ষত্রিয়গণের নাশার্থ সাধুগণের রক্ষার্থ ও মোক্ষবিধানার্থ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণের যশ বিস্তীর্ণ হইতেছে ॥ ৪৮ ॥

শুক উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ ॥ ৪৯ ॥

শুকঃ উবাচ। মহাভাগঃ বসুদেবঃ মহাভাগা দেবকী চ এতৎ ( বচনং ) শ্রুত্বা অতিবিস্মিতঃ ( অভবৎ ) আত্মনঃ মোহং জহতুঃ ॥ ৪৯ ॥

শুকদেব বলিলেন। মহাভাগ বসুদেব মহাভাগা দেবকী এই কথা শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং আপনাপন মোহ ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্‌ যঃ সমাহিতঃ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

যঃ ( জনঃ ) সমাহিতঃ ( সন্ ) ইমং পুণ্যম্ ইতিহাসং ধারয়েৎ সঃ ইহ শমল বিধূয় ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫০ ॥

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস ধারণ করেন, তিনি মোহ নির্মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

# ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাৎ।
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ॥

অথ (অনন্তরম্) আত্মজৈঃ (সনকাদিভিঃ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) প্রজেশৈঃ (মরীচ্যাদিভিঃ) আবৃতঃ ব্রহ্মা (কৃষ্ণং দিদৃক্ষুঃ দ্বারকাম্) অভ্যগাৎ। ভূতগণৈঃ বৃতঃ ভূতভব্যেশঃ (অতীতানাগতজ্ঞঃ) ভবঃ চ (কৃষ্ণং দিদৃক্ষুঃ দ্বারকাং) যযৌ ॥ ১ ॥

বাদরায়ণি বলিলেন। অনন্তর সনকাদি পুত্রগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, ব্রহ্মা কৃষ্ণদর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন। এবং ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অতীতানাগতজ্ঞ মহাদেবও তদভিলাষে দ্বারাবতীতে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

"বাদরায়ণি বলিলেন" ইত্যাদি। বাদরায়ণি—(বদর—বদ্-স্থির থাকা-অর সংজ্ঞার্থে—যে ছিন্ন হইলেও স্থির থাকে, অর্থাৎ পুনঃ পল্লবিত হয়—কুল গাছ। বাদর—বদর-অ-ইদমর্থে—কুল গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানবিশেষ—হিমালয় পর্ব্বতের একদেশ—সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বদ্রীনাথ বা বদ্রীনারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ সিদ্ধাশ্রম। ঐ আশ্রমে নিত্য বাস করিতেন বলিয়া ব্যাসদেবের নাম বাদর-অয়ন বাদরায়ণ) বাদরায়ণ-ঞি—বেদব্যাসতনয় শুকদেব। ইনি রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করান। মহর্ষি বেদব্যাস ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া কামাসক্ত হইয়াছিলেন। ঘৃতাচী তাঁহাকে কামার্ত্ত দেখিয়া শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি তাহাকে অন্যরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া কাম নিবারণের চেষ্টায় অরণী মন্থন করিতে লাগিলেন। ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব নিবন্ধন সেই কাষ্ঠমধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠের ঘর্ষণ নিবন্ধন তত্রত্য শুক্র বারংবার বিলোড়িত হইল, এবং অচিরাৎ তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শুক্রের বিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শুক নামে বিখ্যাত হয়েন।—মহাভারত। দেবদেব মহাদেব একদা কৈলাস গিরিতে এক বিল্ববৃক্ষের তলে উপবেশন পূর্ব্বক দেবী পার্ব্বতীকে

আগম শ্রবণ করাইতেছিলেন। ঐ সময়ে ঐ বৃক্ষের উপর একটী শুকপক্ষী উপবিষ্ট ছিল। আগমোপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে দেবীর নিদ্রার আবির্ভাব হইলে, বৃক্ষস্থ শুকপক্ষী দেবীর পরিবর্ত্তে মহাদেবের বাক্যে সম্মতিসূচক প্রতি-ধ্বনি প্রদান করিতেছিল। মহাদেব দেবীকে নিদ্রিত দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে কে উত্তর দিতেছে জানিবার জন্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া শাখার উপর উপবিষ্ট শুকপক্ষীকে দেখিতে পাইলেন এবং ক্রোধভরে তাহার যথার্থ ত্রিশূল লক্ষ্য করিলেন। তখন শুকপক্ষী ভয়ে কাতর হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাসপত্নীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ব্যাসদেবের প্রার্থনায় ত্রিশূল—নিবৃত্ত হইল। ব্যাসপত্নী শুকপক্ষীর প্রবেশে গর্ভিণী হইলেন। ক্রমে ষোড়শ বৎসর অতীত হইতে চলিল, গর্ভ হইতে কোন সন্তান প্রসূত হয়েন না। তখন মহর্ষি উহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে তাঁহার ভূমিষ্ঠ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তদুত্তরে নির্ম্মায় হইয়া জন্মগ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তদনুসারে ষোড়শ-বর্ষ-বয়সে শুকদেব ব্যাসপত্নীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তিনি জন্মগ্রহণমাত্র বনগমনে উদ্যত হইলেন। ব্যাসদেব পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রথমতঃ কোন ফল দেখা গেল না। পরিশেষে মহর্ষি স্বরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের কোন একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শুকদেব ঐ শ্লোকের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতার নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সনকাদি পুত্রগণ—ব্রহ্মার চারি মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমার। ইহাঁরা আবেশাবতার বলিয়া গণ্য হয়েন। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে আপনার মন হইতে তমঃ অর্থাৎ জীবগণের স্বরূপের অপ্রকাশ, মোহ, অর্থাৎ প্রাণবিশিষ্ট দেহে—শরীরদেহে অহংবুদ্ধি, মহামোহ, অর্থাৎ অন্নাদি ভোগ্য বস্তুতে মদীয় বুদ্ধি, তামিস্র, অর্থাৎ ভোগবাসনার প্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র, অর্থাৎ ভোগ্য-বস্তুর নাশে নিজের নাশবুদ্ধি, এই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানবৃত্তির—অধঃস্রোতস্বিনী মনোবৃত্তির—কামাত্মক মানসের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দানুভব হইল না, এই নিমিত্ত শ্রীভগবানের ধ্যান করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্রীভূত মনে অন্যান্য সৃষ্টি অর্থাৎ বিদ্যা-বৃত্তির—ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনী মনোবৃত্তির সৃষ্টি—নির্ব্বাসন মানসের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনুসারে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারিজন মুনির

সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই নিষ্ক্রিয় এবং ঊর্দ্ধরেতা হইলেন। ইঁহারা আবেশাবতারের মধ্যেও গণ্য হয়েন।—শ্রীমদ্ভাগবত।

ইন্দ্রাদি দেবগণ—ইন্দ্র আধিকারিক দেবতাবিশেষ। এক একটি মন্বন্তর এক এক ইন্দ্রের অধিকারকাল। সূর্য্যের এক রাশিতে সংক্রমণ হইতে অপর রাশিতে সংক্রমণ পর্য্যন্ত কালের নাম সৌর মাস। দ্বাদশ সৌর মাসে এক সৌর বৎসর। এক সৌর বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। যে সময় দেবতাদিগের দিন, ঐ সময় অসুরদিগের রাত্রি এবং যে সময় দেবতাদিগের রাত্রি সেই সময় অসুরদিগের দিন হয়। ঐরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে দেবতাদিগের ও অসুরদিগের এক বৎসর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের ১২০০০ বৎসরে চারিটি যুগ বা একটি মহাযুগ হয়। একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। এক এক মন্বন্তর বিগত হইলে, এক একবার জলপ্লাবন হইয়া থাকে, ব্রহ্মাকৃত সৃষ্টির নাশ হয় না, ঐ সময়ে কেবল পৃথিবী জলমগ্ন হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ এক এক কল্পে এক একবার স্বর্গাদি লোকত্রয়ের নাশ হইয়া থাকে। কল্প ব্রহ্মার এক দিন। সুতরাং প্রতি কল্পে চারি-সহস্র-যুগ-পরিমিত ব্রহ্মার রাত্রিতে যে এক একবার ত্রিলোকীর নাশ হয়, তাহার নাম দৈনন্দিন প্রলয়। এই দৈনন্দিন প্রলয়কে নৈমিত্তিক প্রলয়ও বলা হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রতি মন্বন্তরে একটি মনু, একটি ইন্দ্র ও কতকগুলি দেবতা এবং কতকগুলি ঋষি জন্মিয়া থাকেন। উঁহারা উক্ত মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া নিজ নিজ অধিকার পালন পূর্ব্বক জলপ্লাবনকালে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। পরে ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন। সম্প্রতি সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর এবং তৎকালের ইন্দ্রাদি যথা;—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি, এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। মনুও উঁহারাই। যজ্ঞ, রোচন, সত্যজিৎ, ত্রিশিখ, বিভু, মন্ত্রদ্রুম, পুরন্দর, বলি, অদ্ভুত, শম্ভু, বৈধৃত, ঋতধামা, দিবস্পতি ও শুচি ইঁহারা ইন্দ্র অর্থাৎ দেবতার রাজা। প্রিয়ব্রত, দ্যুমৎ, পবন, কৃষ, অর্জ্জুন, পূরু, ইক্ষ্বাকু, নির্ম্মোক, ভূতকেতু, ভূরিসেন, সত্যধর্ম্মা, দেববান, চিত্রসেন ও উরু প্রভৃতি মনুপুত্র অর্থাৎ মনুষ্যের রাজা। তোষ, তুষিত, সত্য, বৈধৃতি, ভূতরয়, আপ্য, আদিত্য, সুতপা, পার, সুখাসন, বিহঙ্গম, হরিত, সুকর্ম্মা ও সুবিত্র প্রভৃতি দেবগণ। মরীচি, ঊর্জ্জস্তম্ভ, প্রমদ, জ্যোতির্দ্ধাম, হিরণ্যরোমা, হবিষ্মৎ, কশ্যপ, গালব, দ্যুতিমান্, হবিষ্মান্, অরুণ, তপোমূর্ত্তি,

নির্মোক ও অগ্নিবাহু প্রভৃতি ঋষি। এতদ্ব্যতীত প্রতি মন্বন্তরে বিষ্ণুর অংশে এক একটি মন্বন্তরাবতার এবং উক্ত ঋষিগণের মধ্য হইতে এক একজন প্রজাপতিও হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রো মরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যা বসবোঽশ্বিনো।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বে সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২ ॥
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ।
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ।
বপুষা যেন ভগবান্ নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্বলোকমলাপহম্ ॥ ৪ ॥

মরুদ্ভিঃ ( বায়ুভি সহ ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ) ইন্দ্রঃ, আদিত্যাঃ ( বিবস্বান্ অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগঃ, ধাতা, বিধাতা, বরুণঃ, মিত্রঃ, শক্রঃ, উরুক্রমঃ, ইতি দ্বাদশ ; সূর্য্যাঃ ইতি বা ), বসবঃ ( ভবঃ, ধ্রুবঃ, সোমঃ, বিষ্ণুঃ, অনলঃ, অনিলঃ, প্রত্যূষঃ, প্রভবঃ, ইতি অষ্ট গণদেবতাঃ ), অশ্বিনৌ, ঋভবঃ ( আপ্যাঃ, প্রভূতাঃ, ঋভবঃ, পৃথুকাঃ, দিবৌকসঃ, ইতি পঞ্চ চাক্ষুষাঃ দেবগণাঃ ), অঙ্গিরসঃ ( অঙ্গিরাঃ ), রুদ্রাঃ ( অজঃ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্নঃ, পিণাকী, অপরাজিতঃ, ত্র্যম্বকঃ, মহেশ্বরঃ, বৃষাকপিঃ, শম্ভু, হরঃ, ঈশ্বরঃ, ইতি একাদশ গণদেবতাঃ ), বিশ্বে ( বসুঃ, সত্যঃ, ক্রতুঃ, দক্ষঃ, কালঃ, কামঃ, ধৃতিঃ, কুরুঃ, পুরূরবাঃ, মাদ্রবঃ, ইতি দশ গণদেবতাঃ ), সাধ্যাঃ ( মনঃ, মন্তা, প্রাণঃ, নরঃ, পানঃ, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়ঃ, নয়ঃ, দংসঃ, নারায়ণঃ, বৃষঃ, প্রভুঃ, ইতি দ্বাদশ গণদেবতাঃ ) চ দেবতাঃ ; গন্ধর্বাঃ ( ব্রহ্মণঃ অঙ্গকান্তেঃ উৎপন্নাঃ গুহ্যবিদ্যাধরলোকনিবাসিনঃ স্বর্গায়কাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ ), অপ্সরসঃ ( নিত্যং জলবিহারিণ্যঃ স্বর্বেশ্যাঃ উর্বশীপ্রমুখাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ ), নাগাঃ, সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ ( সিদ্ধাঃ সিদ্ধিসম্পন্নাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ, চারণাঃ দেবানাং স্তুতিপাঠকাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ, গুহ্যকাঃ যক্ষাভিধেয়াঃ নিধিগূহনকারিণঃ পিশাচলোকগন্ধর্বলোকয়োঃ অন্তরালনিবাসিনঃ কুবেরানুচরাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ ), ঋষয়ঃ ( নারদাদ্যাঃ ), পিতরঃ ( চন্দ্রলোক-যমলোকনিবাসিনঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ বর্হিষদঃ, সুভাস্বরাঃ, আজ্যপাঃ, উপহূতাঃ, ক্রব্যাদাঃ, সুকালিনঃ, ইতি সপ্ত ) চ এব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ ( ইন্দ্রজালনৃত্যবিদ্যানিপুণাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ বিদ্যাধরাঃ দেবগায়কাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ কিন্নরাঃ তৈঃ সহিতাঃ ) সর্বে কৃষ্ণদিদৃক্ষবঃ ( কৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণঃ সন্তঃ )—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ যেন বপুষা

নরলোকমনোরমঃ ( সন্ ) লোকেষু ( সর্বলোকেষু ) সর্বলোকমলাপহং যশঃ বিতেনে ( বিস্তৃতবান্ ) তৎ অতিসুন্দরং বপুঃ দিদৃক্ষবঃ সন্তঃ—দ্বারকাম্ উপসংজগ্মুঃ ( যযুঃ ) ॥ ২-৪ ॥

মরুদ্‌গণের সহিত ভগবান ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভু নামক দেবগণ, অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ, একাদশ রুদ্র, দশ বিশ্বদেবগণ, দ্বাদশ সাধ্য, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরা সকল, নাগসমূহ, সিদ্ধ চারণ ও গুহ্যক সকল, ঋষিগণ, সপ্ত পিতৃকুল, বিদ্যাধরবর্গ ও কিন্নরনিকরের সহিত সকলেই কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শরীর দ্বারা নরলোকমনোরম হইয়া লোকসমূহে সর্বলোকমলাপহ যশ বিস্তার করিয়াছেন, সেই অতিসুন্দর শরীর দর্শন করিবার নিমিত্ত—দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ২-৪ ॥

"মরুদ্‌গণের" ইত্যাদি। মরুদ্‌গণ—কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। বিষ্ণুর সহায়ে ইন্দ্র কর্তৃক হতপুত্রা দিতি কোন সময়ে পতির নিকট ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করেন। তদনুসারে মহর্ষি কশ্যপ পত্নীকে সম্বৎসরব্যাপী একটি ব্রত করিতে বলেন। দিতি পুত্রকামনায় যথাবিধি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গর্ভধারণ করেন। দৈবক্রমে ব্রতে ছিদ্র ঘটে। ইন্দ্র ঐ ছিদ্র পাইয়া দিতির গর্ভমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভটিকে প্রথম সাত ভাগে ছেদন করিয়া পরে আবার এক একটিকে সাতটি করিয়া ছেদন করেন। এইরূপে গর্ভটি উনপঞ্চাশৎ ভাগে ছিন্ন হইলেও ভগবানের ইচ্ছায় গর্ভ নষ্ট না হইয়া উনপঞ্চাশৎ মরুতের জন্ম হয়। মরুদ্‌গণ জননীর অনুমতিক্রমে ইন্দ্রের সহচর হইয়া দেবত্ব লাভ করেন।

দ্বাদশ আদিত্য—মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। উঁহাদের নাম যথা,—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। কালিকাপুরাণে বিধাতার পরিবর্তে সোম এই নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে আদিত্য সংখ্যা ছয়;—মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ ও অংশ। কোথাও সাত এবং কোথাও আট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু উঁহাদিগকে অদিতির পুত্র না বলিয়া দ্বাদশ মাসের স্বরূপে কীর্ত্তন করা হয়। পুরাণান্তরে লিখিত আছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন, তাহাতেই দ্বাদশ আদিত্য হয়েন। কোথাও বা মাসাদিক্রমে

দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাতা দ্বাদশ আদিত্য কশ্যপের পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। উঁহাদের নাম, যথাক্রমে অরুণ, সূর্য্য, বেদজ্ঞ, তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, চিত্র ও বিষ্ণু।

অষ্ট বসু—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন গণদেবতাবিশেষ। উঁহাদের নাম যথা; ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার প্রতিরূপসদৃশী ছায়ানাম্নী এক কামিনীকে নিজ শরীর হইতে বহির্গত করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার প্রতিনিধিস্বরূপে এইস্থানে অবস্থিতি কর, আমি কিছুকাল পিতৃগৃহে গমন করি।" এইরূপে সংজ্ঞা সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গেলেন। পিতা বিশ্বকর্ম্মা, কিন্তু কন্যার সেই স্বেচ্ছাচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সংজ্ঞা অভিমানিনী হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং উত্তর কুরুবর্ষে গিয়া অশ্বিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য সংজ্ঞার অন্বেষণে বিশ্বকর্ম্মার গৃহে গিয়া তাঁহাকে না পাইয়া যোগবলে তদীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক পত্নীর সহিত মিলিত হইলেন। ঐ মিলনে যে দুই যমজ পুত্রের উৎপত্তি হইল, তাঁহারাই অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা উভয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনিপুণ বলিয়া স্ববৈদ্য নামে বিখ্যাত হয়েন।

ঋভু নামক দেবগণ—চাক্ষুষ মন্বন্তরে আপ্য, প্রভূত, ঋভু, পৃথুক ও দিবৌকস নামধেয় দেবতা হয়েন; ইহাঁরাই ঋভু নামক দেবগণ। সতীর দেহত্যাগের পর প্রমথগণ যখন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে, তখন মহর্ষি ভৃগু মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে ঋভু নামক কতকগুলি সৈন্যের সৃষ্টি করেন। ইহাঁরা বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবতা হয়েন। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মার মানসপুত্র এক ঋভুর কথাও শুনা যায়।

অঙ্গিরা নামক ঋষিগণ—সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষির মধ্যে অঙ্গিরা একজন ঋষি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং বৃহস্পতির পিতা।

একাদশ রুদ্র—একাদশ সংখ্যক গণদেবতা বিশেষ। উঁহাদের নাম যথা;—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর। অন্যমতে, অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত বা সাবিত্র ও হর এই একাদশ। সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে প্রজাসৃষ্টিতে উন্মুখ না হইলে, তাহাতে

যে ক্রোধোদয় হয়, তাহা হইতে যিনি উৎপন্ন হয়েন, তাঁহারই রুদ্র নাম হয়। তিনি জন্মিয়াই রোদন করেন, ইহাই তাঁহার রুদ্রনামের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে একাদশ রুদ্রের নাম যথা ; মন্যু, মনু, মহিনস, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত।

বিশ্বদেবগণ—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও মদ্রব এই দশ গণদেবতা।

দ্বাদশ সাধ্য—মন, মন্তা, প্রাণ, নর, পান, বীর্য্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু এই দ্বাদশ পিতৃগণের ন্যায় গণদেবতা।

গন্ধর্ব্বগণ—ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন দেবযোনিবিশেষের নাম গন্ধর্ব্ব। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা স্বর্গীয় গায়ক। গুহ্যলোক ও বিদ্যাধরলোক ইহাঁদিগের আবাসস্থান।

অপ্সরা সকল—উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্বেশ্যা সকল। ইহাঁরাও ব্রহ্মার কান্তি হইতে উৎপন্ন হয়েন। ইহাঁরা স্বর্গের নর্ত্তকী।

নাগসমূহ—ব্রহ্মার কেশ হইতে উৎপন্ন দেবযোনিবিশেষ। নাগলোক ইহাঁদিগের বাসস্থান। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভেও নাগগণের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়। ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন নাগগণের পুনর্ব্বার কশ্যপ হইতে স্থূলরূপে উৎপত্তি হয় বলিয়াই দুইবার উৎপত্তির কথা লিখিত হইয়াছে।

সিদ্ধ—ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধানশক্তি হইতে উৎপন্ন অন্তর্দ্ধানশক্তিশালী দেবযোনিবিশেষ।

চারণ—দেবগণের স্তুতিপাঠক দেবযোনিবিশেষ।

গুহ্যক—দেবযোনিবিশেষ। ইহাঁরা কুবেরের অনুচর। পিশাচলোকের ঊর্দ্ধে ও গন্ধর্ব্বলোকের নিম্নে ইহাঁদিগের আবাসস্থল। ইহাঁদিগকে যক্ষও বলা হয়। ইহাঁরা গন্ধমাদন পর্ব্বত ও নিধি রক্ষা করিয়া থাকেন।

ঋষিগণ—সপ্তর্ষি প্রভৃতি ঋষি সকল।

সপ্ত পিতৃকুল—ব্রহ্মার অদৃশ্যকায় হইতে উৎপন্ন পিতৃসংজ্ঞক দেবযোনিবিশেষ। চন্দ্রলোক ও যমলোক ইহাঁদিগের বাসভূমি। ইহাঁদিগের নাম যথা ; অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ, সুভাস্বর বা সোম্য, আজ্যপা, উপহূত বা উষ্মপা, ক্রব্যাদ বা হবিষ্যন্ত ও সুকালিন।

বিদ্যাধরবর্গ—ব্রহ্মার অন্তর্দ্ধানশক্তি হইতে উৎপন্ন দেবযোনিবিশেষ। ইহাঁরা ইন্দ্রজালবিদ্যা ও নৃত্যে নিপুণ।

কিন্নরনিকর—ব্রহ্মার প্রতিবিম্ব হইতে উৎপন্ন স্বর্গীয় গায়ক অশ্বমুখ-বিশিষ্ট দেবযোনিবিশেষ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাসর্গে নিযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ সূক্ষ্ম কামাত্মক মানস সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ঐ সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখিয়া তাহাতে সুখ না হওয়ায় ভগবদ্ধ্যানপূত হইয়া নিষ্কাম মানস সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টিতেই সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইল। ইহাঁরা প্রজাবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন না। তাহাতে ব্রহ্মার ক্রোধোদয় হইল। উহাই রুদ্রোৎপত্তি। অনন্তর ব্রহ্মা শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া সৃষ্টিচিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাতে তাঁহার ভাবময় শরীরের ক্রোড় হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষুর্দ্বয় হইতে অত্রি, মন হইতে মরীচি, দক্ষিণ স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম, হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ, ওষ্ঠাধর হইতে লোভ, মুখ হইতে বাক্য, মেঢ্র হইতে সিন্ধু, পায়ু হইতে নির্ঋতি এবং ছায়া হইতে কর্দম ঋষি উৎপন্ন হয়েন। তাঁহার বাক্য হইতে সরস্বতী নাম্নী কন্যাও হইয়াছিলেন। ঐ কন্যাতে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা লজ্জায় স্বীয় সন্ধ্যারূপিণী তনু ত্যাগ করেন। উহা অসুরেরা গ্রহণ করিল, অর্থাৎ ঐ ত্যক্ত শরীর হইতেই অন্ধকারের বা অসুরগণের উৎপত্তি হইল। অনন্তর ব্রহ্মা হাস্য করিয়া কান্তি দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের ও অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার আলস্য হইতে ভূতপ্রেত-পিশাচাদির উৎপত্তি হইল। অদৃশ্য রূপ হইতে সাধ্যগণ ও পিতৃগণের উৎপত্তি হইল। অন্তর্দ্ধানশক্তি হইতে সিদ্ধগণ ও বিদ্যাধরগণের উৎপত্তি হইল। প্রতিবিম্ব হইতে কিন্নরগণের উৎপত্তি হইল। ত্যক্ত ভাবময় শরীরের কেশ হইতে নাগগণের উৎপত্তি হইল। অবশেষে ব্রহ্মা মনোময় শরীর হইতে মনুর ও মনুপত্নীর সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁদিগের হইতেই দেবতা ও মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার উক্ত সৃষ্টির নাম বিসর্গ। পরমেশ্বর স্বয়ং যে কারণসৃষ্টি করেন, তাহারই নাম সর্গ। ব্রহ্মাকৃত বিসর্গ অর্থাৎ তৎকৃত সূক্ষ্মসৃষ্টি এবং তদুৎপন্ন মনু, দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক কৃত স্থূল সৃষ্টি সকল দশভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। ছয় প্রাকৃত সৃষ্টি, তিন বৈকৃত সৃষ্টি এবং এক প্রাকৃত-বৈকৃত সৃষ্টি, এই সমুদায়ে দশটি সৃষ্টি। তন্মধ্যে মহত্তের সৃষ্টি প্রথম। পরমাত্মা নিজ কালশক্তি দ্বারা যে প্রকৃতিগুণের ক্ষোভোৎপাদন করেন, তাহাই মহত্তের সৃষ্টি। দ্বিতীয় অহঙ্কারের সৃষ্টি। যাহা হইতে ভূত সকল, জ্ঞানেন্দ্রিয় দেবতা ও মন এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি

হয়, তাহারই নাম অহঙ্কার। তৃতীয় ভূতস্থষ্টি। এই ভূতশব্দে দ্রব্যশক্তিযুক্ত সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র। ইহা হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয়। চতুর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। পঞ্চম ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের ও মনের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিকে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিকাহঙ্কারোৎপন্ন সৃষ্টি বলা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ যথাক্রমে তামস ও রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। পঞ্চবৃত্তিস্বরূপা অবিদ্যার সৃষ্টি ষষ্ঠ সৃষ্টি। এই পর্য্যন্ত সৃষ্টির নাম প্রাকৃত সৃষ্টি; কারণ ইহারা প্রকৃতিশক্তি হইতেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তার পর, বৈকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি-বিকারজাত ব্রহ্মার সৃষ্টি। বৈকৃত সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে সপ্তম সৃষ্টি বনস্পতি ( পুষ্প ব্যতিরেকে ফলশালী উদ্ভিদ ), ওষধি ( ফলপাকে যাহাদের নাশ হয় এরূপ উদ্ভিদ ), লতা ( অবলম্বনের জন্য অন্যের অপেক্ষাযুক্ত উদ্ভিদ ), ত্বক্‌সার ( বেণু প্রভৃতি অন্তঃসারশূন্য উদ্ভিদ ), বীরুধ ( অবলম্বনের জন্য অন্যের অপেক্ষারহিত লতাজাতীয় উদ্ভিদ ) ও বৃক্ষ ( পুষ্পের অনন্তর ফলশালী উদ্ভিদ ), এই ষড়্‌বিধ স্থাবর প্রাণী। এই সৃষ্টি তমঃপ্রায় অর্থাৎ অস্ফুটচৈতন্য, অন্তরে জ্ঞানযুক্ত, পরিণতিশীল এবং উৎস্রোতঃ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে আহারসঞ্চারবিশিষ্ট। তির্য্যক্ অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি বৈকৃতের দ্বিতীয় বা অষ্টম। মনুষ্য সৃষ্টি বৈকৃতের তৃতীয় বা নবম। মনুষ্য অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ অর্থাৎ অধোদিকে উঁহাদের আহারের সঞ্চার। এবং মনুষ্য জাতিতে রজোগুণের আধিক্য বলিয়া উঁহারা দুঃখকেও সুখ বোধ করিয়া কর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত দেবসৃষ্টিও বৈকৃতের মধ্যেই গণ্য। সনকাদি কৌমারসৃষ্টি প্রাকৃত-বৈকৃত বা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়াত্মক। বৈকারিক দেবসৃষ্টিও অষ্টবিধ। দেবতা, পিতৃ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং কিন্নর বা কিম্পুরুষ, ইঁহারা সকলেই দেবসৃষ্টির মধ্যে গণ্য।

কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিবার অভিলাষে। স্বয়ং ভগবান শব্দে অপ্রাকৃতস্বরূপানুবন্ধি-চতুঃষষ্টিগুণযুক্ত পরতত্ত্ব অর্থাৎ পরব্রহ্ম। ঐ অপ্রাকৃত চতুঃষষ্টি গুণ যথা,—সুরম্যাঙ্গ, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, রুচির, তেজোযুক্ত, বলীয়ান, নিত্যকৈশোর, বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ, সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমান, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ,

মানমানকৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান্, শরণাগতপালক, সুখী, ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, কীর্ত্তিমান, অনুরক্তলোক, সাধুসমাশ্রয়, নারীগণমনোহারী, সর্ব্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান, বরীয়ান ও ঈশ্বর। এই পঞ্চাশটি গুণের প্রত্যেক সকল-গুলি জীবেও দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু সাকল্যে সকলগুলি একটি জীবে দেখা যায় না বলিয়া উহাদিগকে ঐশ্বরিক গুণ বলা যায়। তার পর, সদা স্বরূপে বিরাজিত, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যনূতন, সচ্চিদানন্দসান্দ্রতনু, সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত। এই পাঁচটি গুণ ভগবানের গুণাবতার সকলেও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু গুণাবতার সকল ভগবানেরই অংশ বলিয়া উহাদিগকে ভগবানের গুণ বলাতে কোন দোষ হয় না। অনন্তর, অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, অবতারাবলিবীজ, হতারিগতিদায়ক, আত্মারামগণাকর্ষী। এই পাঁচটি গুণ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণে দৃষ্ট হইলেও শ্রীনারায়ণ শ্রীভগবানেরই বিলাসমূর্ত্তি বলিয়া এগুলিকেও শ্রীভগ-বানের গুণ বলা হইয়া থাকে। পরিশেষে সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলা-কল্লোলবারিধি, অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিত এবং অসমা-নোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর। এই চারিটি শ্রীভগবানের বিশেষ গুণ। এই গুণগুলি কি নারায়ণ, কি অবতার সকল, কি মুক্তজীব কাহাতেও দৃষ্ট হয় না। অতএব যিনি পূর্ব্বোক্ত অপ্রাকৃত ষষ্টি গুণ এবং শেষোক্ত লীলা, প্রেমে প্রিয়ের আধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য, এই চারিটি গুণে অর্থাৎ সাকল্যে অসাধারণ চতুঃষষ্টি গুণে বিরাজিত তিনিই শ্রীভগবান। কৃষ্ণ সেই শ্রীভগবান। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাঁহারই আবির্ভাববিশেষ। শ্রীভগবানের অনাবিষ্কৃতশক্তিরূপ আবির্ভাবের নাম ব্রহ্ম এবং তদীয় আবিষ্কৃতকতিপয়শক্তিরূপ আবির্ভাবের নাম পরমাত্মা। নিরুক্তিকারগণ শ্রীকৃষ্ণশব্দের যে অর্থ করেন, তদ্দ্বারা ইহাই বোধিত হয়। নিরুক্তি যথা,—"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" কৃষ ধাতুর অর্থ, উৎপত্তি, এবং ণ প্রত্যয়ের অর্থ, শান্তি। যাহা হইতে উৎপত্তি এবং যদাশ্রয়ে শান্তি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই পরব্রহ্ম। অন্যত্র—"কৃষিস্তু ভক্তিবচনো ণশ্চ তদ্দাস্যবাচকঃ। যস্তদ্দদাতি ভক্তেভ্যঃ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" কৃষ ধাতুর অর্থ, ভক্তি, এবং ণ প্রত্যয়ের অর্থ তদ্দাস্য। যিনি স্বীয় ভক্তকে ঐ ভক্তি এবং দাস্য প্রদান করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দুইটি ভাব বোধ হইতেছে। একটি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অপ্রকট অপ্রাপঞ্চিক ভাব; অপরটি সগুণ সক্রিয় প্রকট প্রাপঞ্চিক ভাব। যাহা হইতে উৎপত্তি এবং যদাশ্রয়ে শান্তি, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটি

অপ্রাপঞ্চিক ভাব। এবং যিনি স্বীয় ভক্তকে ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটি প্রাপঞ্চিক ভাব। স্মরণ, সৃষ্টিকর্তৃত্বের ভাব প্রপঞ্চের অগোচর এবং ভক্তিদায়ক ভাব অপরিহার্য্য প্রাপঞ্চিক ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রথমোক্ত অপ্রাপঞ্চিক ভাব প্রপঞ্চে অব্যক্ত—অনভিব্যক্ত নহে। অবতারকালে অপ্রাপঞ্চিক ভগবদ্ভাব প্রাপঞ্চিকের ন্যায় প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার উহা অভিব্যক্ত ভাব হইলেও উঁহাকে অনিত্য বলা যায় না; যেহেতু উহাতে স্বরূপ-শক্তিরই অভিব্যক্তি, অস্বরূপের নহে। সৎ চিৎ ও আনন্দ শক্তির নামই স্বরূপ-শক্তি। অস্বরূপেরই নাশ স্বীকৃত হয়, স্বরূপের নাশ স্বীকৃত হয় না। স্বরূপ-শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। অথচ বলিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিলেন। ইহারই সমন্বয় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শরীর দ্বারা * * * * * * সেই অতি-সুন্দর শরীর দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারকায় গমন করিলেন। ভগবান এমন একটি শরীর প্রকটন করিয়াছেন, যাহা দর্শন করিলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা হয়, অর্থাৎ যে ভগবান, সেই তাঁহার শরীর, শরীরী ভগবান ও তাঁহার শরীর একই পদার্থ; আমাদিগের ন্যায় তাঁহাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই; তিনি আত্মবিগ্রহ, আত্মাই তাঁহার শরীর; ঐ আত্মা সচ্চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; অতএব ঐ শরীরকে দর্শন করিলেই ভগবানকে দর্শন করা হইবে জানিয়া, তাঁহারা ঐ শরীরকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় উপনীত হইলেন। এক্ষণে কথা হইতেছে, ভগবান ও তাঁহার শরীর যদি একই পদার্থ হয়, এবং ভগবান যদি স্বরূপতঃ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হয়েন, তবে তাঁহার শরীরও অবশ্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হইবে, উহার দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? একথা সত্য, ভগবানের শরীর যে শরীরী ভগবান হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দময় এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু গান্ধর্ব্ব-বাসিত শ্রোত্রবৃত্তিতে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ে যেরূপ অমূর্ত্ত রাগের স্বরূপ-ভূতা মূর্ত্তি লক্ষিত হয়, তিনি যেমন তদনুভবে রাগবিশেষের পরিচয় করেন, তদ্রূপ ভক্তিভাবিতহৃদয় ভক্তের চক্ষুতেও ভগবানের স্বরূপভূতা মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাদৃশ ভক্ত ভগবানের তাদৃশী মূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া থাকেন। এবং এইটি অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের ইচ্ছানুসারে ও ভক্তের ভাবানুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবন্মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভগবানের ইচ্ছা ও ভক্তের

ভাবের অপেক্ষা স্বীকার না করিলে, অনেক দোষ ঘটে। প্রাপঞ্চিক অবতারে যেরূপ ভগবানের মূর্ত্তিকে মায়াময়ী বলিয়া স্বীকার করিলে, তদ্দর্শনে ভক্তের মুক্তি এবং অভক্তের বন্ধনের অসম্ভাবনীরূপ দোষ হয়, তদ্রূপ উহাকে সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া স্বীকার করিলেও ঐরূপ দোষই ঘটে। কেহকেহ, মূর্ত্তি হইলেই তাহা জড় ও বিনশ্বর হইতে হইবে, এই ভ্রান্ত ধারণার অনুরোধে, ভগবানের মূর্ত্তিই স্বীকার করিতে চান না। আমি অজড়, অবিনশ্বর আত্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তির ধারণা করিতে পারিলাম না বলিয়া, উহা নাই বা থাকিতে পারে না, এরূপ বিবেচনা করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। কারণ ভক্তি—ভজন —সেবা—প্রেম বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার বিষয়ও থাকিবে এবং আশ্রয়ও থাকিবে। উহার বিষয় ভগবান—সচ্চিদানন্দময় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান এবং উহার আশ্রয় মায়াময়-সাধকদেহসম্পন্ন সাধক জীব এবং সচ্চিদানন্দময়-পার্ষদশরীরধারী সিদ্ধদেহসম্পন্ন সিদ্ধ জীব। লীলাময় ভগবান স্বীয় মধুর-লীলা, মধুর বংশীধ্বনি এবং মধুর মূর্ত্তি দ্বারা জীব সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজ ভক্তিতে—দাস্যে—প্রেমে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন, এবং তাহাতেই জীবের কৃতার্থতা লাভ হয়। এই কৃতার্থতা লাভ করিবার জন্যই ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষে দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ২-৪ ॥

তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥

অবিতৃপ্তাক্ষাঃ ( অবিতৃপ্তানি অক্ষাণি চক্ষূংষি যেষাং তে ব্রহ্মাদয়ঃ ) মহর্দ্ধিভিঃ ( মহত্যঃ ঋদ্ধয়ঃ ভোগ্যভোগোপকরণানি তাভিঃ ) সমৃদ্ধায়াং (পূর্ণায়াম্ অতএব ) বিভ্রাজমানায়াং ( শোভমানায়াং ) তস্যাং ( দ্বারকায়াম্ ) অদ্ভুতদর্শনম্ ( অদ্ভুতম্ অতিসুন্দরং দর্শনং যস্য তং ) কৃষ্ণং ব্যচক্ষত ( অপশ্যন্ ) ॥ ৫ ॥

অতৃপ্তনেত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ বিপুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অতএব শোভমানা সেই দ্বারকাতে অতিসুন্দরদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

"অতৃপ্তনেত্র" ইত্যাদি। ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিবাসভূমি অতএব সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুশোভিত সেই দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইয়া মধুরমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। ঐ মূর্ত্তি ঈদৃশ সুন্দরদর্শন ছিল যে, বারংবার অবলোকন করিয়াও তাঁহাদিগের নয়নের তৃপ্তি হইল না। তৃপ্তি না হইবার বিশেষ কারণ আছে। যে বস্তু কালে পুরাতন হইয়া যায়, তাহার দর্শনেই লোকের তৃপ্তি জন্মে। যাহা নিত্যনূতন, যাহা প্রত্যেক দর্শনে নূতনের ন্যায় অনুভূত হয়,

তাহাকে দর্শন করিয়া কেহ কখন তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না, বরং দর্শনের অভিলাষ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অন্যের তৃপ্তি দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ দর্পণাদিতে নিজের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজেই তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেন না, শ্রীরাধাদি গোপীগণের ন্যায় সর্ব্বদা তাহা দর্শন করিতে এবং উপভোগ করিতে অভিলাষী হইতেন। পরমেশ্বরের মধুরতম শ্রীবিগ্রহ নিত্যনূতন বলিয়াই দেবগণ তদ্দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৫ ॥

স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈশ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমম্।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুষ্টুবুর্জগদীশ্বরম্ ॥ ৬ ॥

স্বর্গোদ্যানোপগৈঃ ( স্বর্গস্থম্ উদ্যানং তস্মিন্ উপগৈঃ উপগতৈঃ স্বর্গোদ্যানস্থৈঃ ) মাল্যৈঃ যদূত্তমং ( যদুশ্রেষ্ঠং ) জগদীশ্বরং ( শ্রীকৃষ্ণং ) ছাদয়ন্তঃ চিত্রপদার্থাভিঃ ( চিত্রাণি শৃঙ্খলবন্ধপ্রায়াণি পদানি অর্থাঃ চ যাসু তাভিঃ ) গীর্ভিঃ (বাণীভিঃ ) তুষ্টুবুঃ ( স্তুতবন্তঃ ) ॥ ৬ ॥

এবং স্বর্গোদ্যানসম্ভূত মাল্য দ্বারা যদুপতি জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া বিচিত্র-পদ-পদার্থযুক্ত বাক্য দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

"এবং স্বর্গোদ্যানসম্ভূত" ইত্যাদি। তাঁহারা স্বর্গ হইতে নন্দন-কাননজাত পুষ্প দ্বারা সুরচিত যে মাল্য আনয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যদুবংশভূষণ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদিগের প্রিয়তম। প্রিয়তমের নিকট রিক্তহস্তে গমন করিতে ইচ্ছা হয় না, কিছু উপহার লইয়াই যাইতে অভিলাষ হইয়া থাকে। ঐ উপহার আবার নিজের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু দ্বারাই কল্পিত হয়। নন্দনকাননজাত বস্তু সকলই দেবগণের প্রিয়, সুতরাং নন্দন-কাননজাত পুষ্প সকল দ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইলেন। কেবল সাজাইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহার ঐশ্বর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, পূর্ব্ব পদ্যের অন্তিম বর্ণাদির সহিত পর পদ্যের আদিম বর্ণাদির সাদৃশ্য দ্বারা শৃঙ্খলবন্ধের ন্যায় বিচিত্র পদ সকল ও তদর্থ সকল দ্বারা সম্বলিত শ্রুতিমনোহর স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ ॥ ৭ ॥

(হে) নাথ! (স্বামিন্!) কর্ম্মময়োরুপাশাৎ (কর্ম্মময়ঃ উরুঃ মহান্ দৃঢ়ঃ পাশঃ তস্মাৎ) মুমুক্ষুভিঃ ভাবযুক্তৈঃ (ভক্তিযোগনিষ্ঠৈঃ অপি) যৎ (কেবলম্) অন্তর্হৃদি চিন্ত্যতে (ন তু দৃশ্যতে তৎ) তে (তব) পদারবিন্দং (পাদপদ্মং বয়ং) বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ (বুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যধিষ্ঠানং হৃদয়ম্, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি, প্রাণঃ প্রাণবান্ দেহঃ, মনঃ, বচঃ চ তৈঃ অষ্টাঙ্গৈঃ) নতাঃ স্ম ॥ ৭ ॥

দেবগণ বলিলেন, স্বামিন্! কর্ম্মময় মহান্ পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে অভিলাষী ভক্তগণও যাহা কেবল মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন, আমরা তোমার সেই চরণারবিন্দ বক্ষঃস্থল দ্বারা নেত্র দ্বারা হস্তপদ দ্বারা জানু প্রভৃতি অঙ্গ দ্বারা এবং মন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম করিতেছি ॥ ৭ ॥

"দেবগণ বলিলেন" ইত্যাদি। কর্ম্মময় মহান্ পাশ শব্দের অর্থ, কর্ম্মময় সুদৃঢ় রজ্জু। রজ্জু যেমন বন্ধন করে এবং বদ্ধ বস্তুর স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাকে বন্ধনকর্ত্তার অধীন করে, কর্ম্মও তদ্রূপ জীবকে বন্ধন করে এবং বদ্ধ জীবের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাঁহাকে বন্ধনকর্ত্তার অধীন করিয়া থাকে। রজ্জু বলিলে যেমন তদাকারে পরিণত তৃণাদির সমষ্টিকে বোধ করায়, কর্ম্মপাশ বলিলেও তেমন পাশাকারে পরিণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মের সমষ্টিকে বোধ করায়। রজ্জু যেমন যে সকল তৃণাদি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অল্পতায় বা আধিক্যে এবং কঠিনতায় বা কোমলতায় দৃঢ় বা শিথিল হয়, কর্ম্মপাশও তেমন যে সকল কর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের অল্পতায় বা আধিক্যে এবং গুরুত্বে বা লঘুত্বে দৃঢ় বা শিথিল হইয়া থাকে। দেবগণ কর্ত্তৃক উক্ত এই কর্ম্মময় পাশ অবশ্য বহু কর্ম্মের সমষ্টি এবং গুরুলঘু কর্ম্মে দৃঢ় অর্থাৎ দুশ্ছেদ্য। ঈদৃশ কর্ম্মময় দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে অভিলাষী ভাবযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমান্ ব্যক্তি সকল তোমার পাদপদ্মকেই অন্তরে ধ্যান করিয়া থাকেন। তোমার পাদপদ্মের ধ্যান ভিন্ন সংসারবন্ধন মোচন হয় না। যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা স্থূল-শরীরের নাশের পর স্বর্গাদিভোগ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তদবস্থায় সূক্ষ্ম-শরীরের অস্তিত্ববশতঃ মুক্তি হয় না। ভক্তিবর্জ্জিত কর্ম্মমাত্রই ক্ষয়শীল। কর্ম্মী-দিগের কর্ম্মফলের ভোগের ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আগমন অবশ্যম্ভাবি। জ্ঞানের সম্বন্ধেও ঐ কথা। ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞানও স্থায়ী হয় না। ভক্তিশূন্য জ্ঞানী সকল পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না দেখিতে পাইয়া অচিন্ত্যমহাশক্তি সেই শ্রীভগবানের চরণে অপরাধী হয়েন। জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদিগের সূক্ষ্মশরীরের ও ভোগবাসনার নাশ হইলেও বাসনাদ্বেষের অস্তিত্ববশতঃ কারণশরীরের নাশ হ

হওয়ায় তাঁহাদিগকে কল্পান্তে পুনর্ব্বার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করিতে হয়। ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর কিন্তু এই প্রকার দুরবস্থা ঘটে না। তাঁহারা উত্তরোত্তর উর্দ্ধগতিতে বিশুদ্ধবাসন ও দ্বেষাদিরহিত হইয়া ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আর কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করিতে হয় না। শুদ্ধ ভক্তেরত কথাই স্বতন্ত্র। তিনি ইহলোকে থাকিয়াই বাসনাদ্বেষাদিরাহিত্য বশতঃ জীবন্মুক্ত হয়েন। শ্রীভগবানের পাদপদ্মের অনুধ্যানই ইহার একমাত্র সাধন। যাঁহারা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম নিরন্তর ধ্যান করেন, তাঁহারাই ভক্ত। অভক্তের তদ্বিষয়ে যোগ্যতাও নাই, অধিকারও নাই। ভক্তের তিনটি অবস্থা—প্রবৃত্ত, সাধক ও সিদ্ধ। প্রবৃত্ত ভক্ত চিত্তের বিক্ষেপ বশতঃ ধ্যানে অসমর্থ। গুরুচিন্তাই প্রবৃত্তের কার্য্য। সাধকদশায় শ্রীভগবানের রূপগুণাদির অন্তঃসাক্ষাৎকার হয়। এই নিমিত্তই মুমুক্ষু সাধক সকল হৃদয়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন। সিদ্ধদশায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় শ্রীভগবানের রূপগুণাদির বহিঃসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। দেবগণের সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাঁহারা শ্রীভগবানের রূপগুণাদির বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাঁরা বর্ত্তমান কল্পে কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন নাই। ইহাঁরা পূর্ব্বকল্পের দেবত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবতা। আধিকারিক দেবতারাও মুক্ত নহেন। আধিকারিক দেবতারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তবে শ্রীভগবান প্রকট অবতার স্বীকার করিলে, ঐ আধিকারিক দেবগণ মুক্ত না হইলেও মুক্তের ন্যায় শ্রীভগবানের রূপগুণাদির প্রত্যক্ষে অধিকারী ও তজ্জন্য কৃতার্থ হইয়া থাকেন। উক্ত স্তবটি ঐ কৃতার্থতাই ব্যক্ত করিতেছে। দেবগণ শ্রীভগবানের কৃপায় ঐ কৃতার্থতা লাভ করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, "স্বামিন্" ইত্যাদি।

এই স্তবটির মর্ম্মার্থ বিশেষরূপ অবগত হইতে হইলে, জীবাদৃষ্টের, উপাদানভূত কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তন্নিমিত্ত তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

স্বরূপশক্তিসমন্বিত লীলাময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট্যাদিলীলার সহায়ভূত অনাদি শক্তিবিশেষের নামই কর্ম্ম। পরমেশ্বর এবং তদীয় সৃষ্ট্যাদিলীলার ন্যায় তাঁহার ঐ কর্ম্মরূপ শক্তিও অনাদি। সে কারণে পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার সৃষ্ট্যাদিলীলাকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই কারণেই তাঁহার ঐ কর্ম্মরূপা শক্তিকেও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরকে বা তাঁহার সৃষ্ট্যাদি-

লীলাকে সাদি বলিলে, তাঁহার ও তদীয় লীলার আদি অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাঁহাতে অনবস্থারূপ দোষ ঘটে। কর্ম্মরূপা শক্তির সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই দোষের বারণার্থ তর্কশাস্ত্রে মূলকারণের অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। মূলকারণের অনাদিত্বস্বীকার যুক্তিযুক্তও বটে। যাহাকে কার্য্য বলিয়া স্থির হয়, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে। মূল কারণ অজ্ঞাত, তাহাকে কার্য্য বলিয়া স্থির করা যায় না, অতএব তাঁহার কারণ অনুসন্ধান করাও যুক্তি-সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ অনাদি মূলকারণ স্বীকার ব্যতিরেকে পরবর্ত্তী ঘটনা সকলের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার উচ্ছেদে তর্কে দোষ পড়ে। অনাদি মূল-কারণ স্বীকার না করিলে, সৃষ্ট্যাদিলীলা অকারণ হয় এবং সৃষ্টিতে শুদ্ধজীবের কর্ম্মবন্ধন অসম্ভব হইয়া উঠে। জীবের যদি পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম স্বীকার না করা হয়, তবে তাঁহার সংসারবন্ধনের কোন কারণ দেখা যায় না এবং তাহাতে অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ জীব যাহা করেন নাই, তাহার উপস্থিতি রূপ দোষ ঘটে। উহাকে পরমেশ্বরের লীলা বলিলে, তাঁহার যথেচ্ছাচারের আপত্তি বশতঃ ন্যায়-পরতার হানিতে বৈষম্যদোষ আপতিত হয়। পক্ষান্তরে অনাদি মূল কর্ম্মের স্বীকারে সকল দোষেরই বারণ হইয়া যায়। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে যে, "ঈশ্বর, জীব, কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতি সেই পাঁচটি তত্ত্বই অনাদি।" তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব চেতন বস্তু। প্রকৃতি জড়রূপা এবং ঈশ্বর ও জীবের চিৎশক্তির অভিব্যক্তির স্থানভূত আধারতত্ত্ব। কাল এবং কর্ম্ম ঐ অভিব্যক্তির সহায়। ঈশ্বর ও জীব কর্ম্মানুসারে ঐ প্রকৃতিরূপ আধারে কালে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। কাল ও আধার অবস্তু নহে; উহারা যথাক্রমে স্থিতির ও ব্যাপ্তির পরিমাপক বস্তুবিশেষ। কাল স্থিতির পরিমাণ করে, এবং আধার ব্যাপ্তির পরিমাণ করিয়া থাকে। আধার আকাশরূপী এবং পরমাণুময় এবং কাল ক্রিয়ারূপী ও ঘটনাময়। উক্ত সৃষ্টির কারণভূত কাল এবং আধারের অন্ত সৃষ্ট মানবের বুদ্ধির অগম্য। বুদ্ধির অগম্য বিষয়ের অন্ত-নির্ণয়ের বা আদিনির্ণয়ের চেষ্টা মূঢ়তার পরিচয়মাত্র।

উক্ত জীবাদি চারিটি তত্ত্বই পরমেশ্বরের শক্তি। তন্মধ্যে কর্ম্মরূপ তত্ত্বটি সমষ্টিভাবে সৃষ্টির কারণ ঐশীশক্তিরূপে ঈশ্বরে এবং ব্যষ্টিভাবে প্রবৃত্তির কারণ জৈব বাসনারূপে জীবে অবস্থান করে। সমষ্টিকর্ম্ম ব্যষ্টিকর্ম্মের নিয়ামক এবং ব্যষ্টিকর্ম্ম সমষ্টিকর্ম্মের নিয়মাধীন। জীবের ব্যষ্টিকর্ম্ম ঐশ্বরিক সমষ্টিকর্ম্মের নিয়মাধীন

বলিয়াই জীবকে কর্ম্মপাশ দ্বারা বদ্ধ বলা হইয়া থাকে। বিভু পরমেশ্বর উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মেরই সাক্ষী এবং নিঃসঙ্গ আশ্রয়। তিনি উহাদের কোনটিরই অধীন নহেন, কেবল আশ্রয়। এই নিমিত্তই পরমেশ্বরের কর্ম্মবন্ধন স্বীকার করা হয় না। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তি ও স্বতন্ত্র এবং জীব অল্পশক্তি ও পরতন্ত্র। পরমেশ্বরের কর্ম্ম তাঁহার লীলা এবং জীবের কর্ম্ম তাঁহার পাশ। জীব তাঁহার ঐ কর্ম্মপাশে আবদ্ধ। জীবের নিজকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরের জ্ঞানে ও আশ্রয়ে পাশরূপী হইয়া জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে। ঐ বন্ধন জীব নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা নিজেই আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া ন্যায়পর পরমেশ্বরে বৈষম্যদোষ আইসে না। আবার পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ হয় বলিয়া তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের করুণাময়ত্বাদি সদ্গুণ সকল পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

সত্য বটে, প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয়। ঐ নিয়মকে আমরা কোনরূপেই লঙ্ঘন খণ্ডন ও পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। মনোরাজ্যের নিয়মও শরীররাজ্যেরই সদৃশ। প্রাকৃতিক নিয়মের এই অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় ভাব চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগকে হতাশ হইতে এবং ঈশ্বরে নিষ্ঠুরতার আরোপ করিতে হয়। কারণ, এই অসমর্থ ক্ষুদ্র জীব আমরা উক্ত নিয়মের অধীনে বিচরণ করিতে বাধ্য। উহা আমাদিগকে যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই লইয়া যাইবে। আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও আমরা কখনই উহাকে অতিক্রম করিয়া একপদও গমন করিতে পারিব, এমন আশাও করা যায় না। কিন্তু আমাদিগের তাদৃশী ধারণার মূলই অশুদ্ধ। করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম সর্ব্বথা দোষস্পর্শপরিশূন্য। ঐশ্বরিক নিয়ম যথেচ্ছাচার রাজার নিয়মের ন্যায় আমাদিগকে যথেচ্ছ কার্য্য করায় না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, আমরা উক্ত নিয়মকে যে পরিমাণে বুঝিতে পারিব, উহা সেই পরিমাণেই আমাদিগের ইচ্ছাগত আমাদিগকে লইয়া যাইবে। বুঝিতে পারিলে, উহা কখনই আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে না। ঐ নিয়মের আনুগত্য দ্বারাই আবার ঐ নিয়মকে বুঝা যায় এবং তদনুসারে উহাকে আয়ত্তও করা যায়। যিনি যে পরিমাণে ঐ নিয়মের আনুগত্য করিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই উক্ত নিয়মকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন। পরিশেষে তিনি উহাকে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লইতে পারিবেন। আজ যে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ শত শত ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয় পূর্ব্ব হইতে বিধিবদ্ধ করিয়া দিতেছেন, তাহা

কি উক্ত নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব বশতঃ এবং ঐ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের আনুগত্য দ্বারাই নহে? তাঁহারা উক্ত নিয়মের আনুগত্য দ্বারা শত শত স্থলে উহার অলঙ্ঘ্য ভাব পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে কতকগুলি বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল বিধিবদ্ধ বিষয়ের আর অন্যথা নাই। কারণ, ঐগুলি পরীক্ষিত সত্য। উহারা অলঙ্ঘ্য ঐশ্বরিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। আমরা আপাততঃ যে সকল ঘটনা আকস্মিক বলিয়া বোধ করি, সেগুলিও বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে। উহারাও ঐশ্বরিক নিয়মের শৃঙ্খলামতই ঘটিতেছে। তবে আমরা উহাদের কারণ জানি না বা ঐ কারণকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই আমাদিগের তাদৃশ ভ্রম ঘটিতেছে। পরমেশ্বর বা ঐশী প্রকৃতি কখনই আমাদিগকে বঞ্চনা করেন না। আমরা আমাদিগের অজ্ঞতাবশতঃই বঞ্চিত হইয়া থাকি। জ্ঞান ও শক্তির সামানাধিকরণ্যই নিয়ম। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই শক্তি। জ্ঞান যে পরিমাণে শক্তিও সেই পরিমাণেই। সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা একাধারেই থাকে।

পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। জীব তাঁহার ক্ষুদ্র অংশ। অতএব জীব অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্পশক্তি। সচ্ছক্তি চিচ্ছক্তি ও আনন্দশক্তি সম্পন্ন সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের অংশভূত জীব তাঁহা হইতে বহির্ম্মুখ বলিয়া স্বরূপতঃ বিভিন্ন। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন তদীয় রশ্মিগত পরমাণু সকল যেমন মহান্ সূর্য্যের স্বরূপতঃ বিভিন্ন অংশ, জীবও তদ্রূপ পরমেশ্বরের স্বরূপতঃ বিভিন্ন অংশ। রশ্মিপরমাণু সকল বিভিন্নাংশ হইলেও ঐ সকলে যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদি শক্তি থাকিয়া যায়, তদ্রূপ ঐশবিভিন্নাংশ জীবেও ঐশ্বরিক জ্ঞানানন্দাদি থাকিয়া যায়। তবে পরমেশ্বর মায়াধীশ্বর বলিয়া তদীয় জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপভাবাপন্নই থাকে; কিন্তু জীব মায়াধীন বলিয়া তাঁহার জ্ঞানানন্দ স্বরূপভাবাপন্ন থাকে না। মায়ার পরিণামে তদীয় জ্ঞানানন্দও পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিকৃত হইয়া যায়। সূর্য্য হইতে বিভিন্ন রশ্মিপরমাণুর প্রকাশধর্ম্ম যেমন সময়ে সময়ে তমসাবৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবের জ্ঞানানন্দও সময়ে সময়ে সমাবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ সাময়িক আবরণে ঐ জ্ঞানের বা আনন্দের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে না। কারণ, নিত্য বস্তুর আত্যন্তিক বিলোপ অসম্ভব। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানানন্দ নিত্য, অতএব উহার আত্যন্তিক বিলোপ সম্ভব হয় না। উহা খনিজাদিভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও তত্তদ্ভাবে আবৃত অবস্থাতে থাকে, ইহা স্থির।

মায়াই জীবের জ্ঞান ও প্রেমের আবরণ। যে বস্তু যদ্দ্বারা আবৃত হয়, সে তদবস্থায় তদ্বস্তুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞান ও প্রেম মায়া দ্বারা জড় প্রকৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া প্রাকৃতিক জড়ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বরিক জ্ঞানের অনুদয় ও বৈষয়িক জ্ঞানের উদয়ে এবং ঐশ্বরিক প্রেমের অনুপস্থিতিতে ও বৈষয়িক প্রেমের সমাগমে জীবের জ্ঞানের ও প্রেমের প্রাকৃতিক ভাব সুলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ প্রাকৃতিক ভাবের শেষ সীমাই জীবের খনিজভাব। খনিজভাবে জীব প্রকৃতি হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ হইলেও ঐ পার্থক্য সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না। পরে প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির নিয়মে, প্রাকৃতিক অংশ অর্থাৎ দেহ, যে পরিমাণে উন্নত হইতে থাকে, জীব ও প্রকৃতির ঐ পার্থক্যও ততই সুলক্ষিত হইয়া থাকে। খনিজ দেহ হইতে উদ্ভিজ্জ দেহে, উদ্ভিজ্জ দেহ হইতে স্বেদজ দেহে, স্বেদজ দেহ হইতে অণ্ডজ দেহে এবং অণ্ডজ দেহ হইতে জরায়ুজ মানব দেহে ঐ পার্থক্য সুবিস্পষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষের আবরণভূতা প্রকৃতির তিনটি রূপ; কারণরূপ, সূক্ষ্মরূপ ও স্থুলরূপ। কারণরূপের নাম কারণশরীর। সূক্ষ্মরূপের নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর। এবং স্থুল রূপের নাম স্থুলশরীর। অপরিণত কারণাবস্থায় অবস্থিত প্রথম রূপকে কারণশরীর বলা হয়। এবং পরিণত সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত বলিয়াই দ্বিতীয় রূপকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। আর স্থুলদশায় উপস্থিত বলিয়াই তৃতীয় রূপকে স্থুলশরীর বলা হয়। আমাদিগের জন্ম ও মৃত্যু এই স্থুলশরীরের সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। জন্মসময়ে আমরা এই স্থূলশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করি, এবং মৃত্যুকালে ইহাকে ত্যাগ করিয়াই গমন করিয়া থাকি। এই স্থুলশরীরের পরিত্যাগে মানবের মৃত্যু হইলেও তদবস্থায় মানবাত্মাকে মুক্ত বলা যায় না। কারণ, স্থুলশরীর হইতে মুক্ত মানবাত্মা সূক্ষ্মশরীর হইতে মুক্ত হয়েন না। সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মতাবশতঃ মানবের মৃত্যুকালে উহার সহিত গমন লক্ষিত না হইলেও উহা অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, যে কর্ম্ম দ্বারা ঐ সূক্ষ্মশরীর গঠিত ও মানবাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঐ কর্ম্মের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ শরীরের ক্ষয় ও বিশ্লেষ অসম্ভব। অতএব যতদিন মানবের কর্ম্ম বা কর্ম্মের বীজ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মাশ্রয়ভূত সূক্ষ্মশরীর এবং কর্ম্মবীজাশ্রয়ভূত কারণশরীর লইয়াই তিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ এবং স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগার্থ লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিতে থাকেন। ভোগে কর্ম্মের ক্ষয়ে স্থুলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মবীজের ক্ষয়

না হওয়া পর্য্যন্ত কারণশরীরের ক্ষয় হয় না। এই নিমিত্তই প্রলয়ে জীবের অভাবে জৈবকর্ম্মের ক্ষয়ে সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের ক্ষয় হইলেও কর্ম্মবীজের আশ্রয়-ভূত কারণশরীরের ক্ষয় হয় না। উহা সুপ্তভাবে বিরাট্ পুরুষেই লীন থাকে, এবং সৃষ্টিতে ঐ কারণশরীর পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া বাসনানুসারে ভোগদেহ সকল নির্ম্মাণ করে।

স্থূলদৃষ্টি মানব সকল স্থূলশরীরের ক্ষয়েই জীবের মুক্তি বিবেচনা করেন। আবার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদর্শী লোক সকল সূক্ষ্মশরীরেরই ক্ষয়েই জীবের মুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়কেই অদূরদর্শী বলিতে হইবে। কারণ, প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা স্থূলশরীরের ক্ষয় হইলেও সঞ্চিত কর্ম্মের স্থিতি পর্য্যন্ত তদাশ্রয়ভূত সূক্ষ্মশরীরের অবস্থিতি এবং জ্ঞান দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের ক্ষয় হইলেও কর্ম্মবীজরূপ বাসনার স্থিতি পর্য্যন্ত তদাশ্রয়ভূত কারণশরীরের অবস্থিতি অপরিহার্য্য। উত্তরোত্তর সৃষ্টির কারণ ইহাই। পূর্ব্বকল্পে যাহার যেরূপ কর্ম্ম-বাসনা থাকে, তিনি পরকল্পে তদনুরূপ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহার স্থূল ভোগবাসনা থাকে, তিনি প্রথমতঃ স্থূলতম খনিজাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির ক্রমোন্নতিতে উত্তরোত্তর উন্নত উদ্ভিজ্জাদি দেহ লাভ করিতে করিতে অবশেষে সূক্ষ্মশরীর ধারণের উপযোগী সমুন্নত মানবদেহ প্রাপ্ত হয়েন। আর যিনি পূর্ব্বকল্পে তপস্যাদি দ্বারা স্থূল ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি পরকল্পে একেবারে আধিকারিক দেবতাদির সূক্ষ্মশরীর লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। দেবতাদির সূক্ষ্মশরীর কল্পান্তস্থায়ী। মানবদিগের সূক্ষ্মশরীর বাসনার ক্ষয় পর্য্যন্তই থাকে। মানব সাধন দ্বারা বাসনার ক্ষয় করিতে পারিলেই মুক্ত হইতে পারেন। দেবতারা কিন্তু সাধন দ্বারা বাসনার ক্ষয় করিতে পারেন না। ইহাই ঐশ্বরিক নিয়ম।

ঐ বাসনাক্ষয়ের সাধন একমাত্র ভক্তি। কর্ম্ম বা জ্ঞান উহার সাধন হইতে পারে না। কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ; পুণ্য ও পাপ। পুণ্য বা পাপ কোনটিই কর্ম্মবাসনার ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় না, বরং তদ্দ্বারা উত্তরোত্তর বাসনার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আমরা কি পাপকর্ম্ম, কি পুণ্যকর্ম্ম, যখন যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, বা উহাদের বিষয় চিন্তা করি, তখন আমাদিগের চিত্তবৃত্তি তত্তৎকর্ম্মের আকারে আকারিত হইয়া থাকে। শরীরস্থ বৈশ্বানর নামক অগ্নির তৈজসরূপই উক্ত আকার। উহা যে কেবল শরীরের অভ্যন্তরেই থাকে, তাহা নহে, পরন্তু উহা শরীরের বহির্ভাগেও ঐ শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। ঐ তৈজস আকার

আবার নির্জীবও নহে। কারণ, মনোবৃত্তির সমভূমিতে অবস্থিত জীব সকল তত্তদাকারকে আশ্রয় করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। চিন্তাদিক্রিয়া সকলও একবার উঠিয়াই নিবৃত্তি পায় না বা শান্ত হয় না। ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। চিন্তারূপ ক্রিয়াও তদনুসারে প্রতিক্রিয়ার উৎপাদনে বাধ্য। ঐ প্রতিক্রিয়া আবার ইচ্ছা ও বিবেক দ্বারা বাধিত না হইলে, অভ্যস্ত হইয়া যায়। অভ্যস্ত ক্রিয়া সকল অজ্ঞাতসারেই পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত চিন্তারূপধারী জীব সকলই ঐ সকল ক্রিয়ায় কর্ত্তৃত্ব করে। মায়ামুগ্ধ মানব কিন্তু ঐ অভ্যস্ত ক্রিয়াগুলির কর্ত্তৃত্বও আপনাতেই আরোপ করিয়া থাকেন। দেহে আত্মাভিমানই এই ভ্রমের কারণ। এবং ঐ কারণবশতঃই মানব তত্তৎক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তা না হইয়াও তজ্জন্য দায়ী ও তত্তৎকর্ম্মে আবদ্ধ হয়েন। ইহাই মানবের কর্ম্মবন্ধন। মানব যদি এই কর্ম্মবন্ধনহইতে মুক্তিলাভ করিতে অভিলাষী হয়েন, তবে তাহাকে ঐ সকল ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াকালে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক ঐ প্রতিক্রিয়াকে হয় পথ প্রদান করিতে হইবে, না হয় রোধ করিতে হইবে। সকাম কর্ম্মী এইরূপ করিতে পারেন না; কারণ, তিনি কামনায় অন্ধ হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন। জ্ঞানীর পক্ষেও ঐ কথা। জ্ঞানীও হৃদয়ে কর্ম্মবিদ্বেষ পোষণ করিতে থাকেন। ভক্ত নিষ্কাম। অতএব বিবেক তাঁহারই করতলগত। বিবেকী ভক্ত ফলকামনাশূন্য ও কর্ম্মবিদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া, যাহা যাহা সৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ার অনুমোদনে, এবং যাহা যাহা অসৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়ার বাধাপ্রদানে, সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া থাকেন। যে যে কার্য্য করিলে সর্ব্বভূতে ভগবানের সেবা হয়, যে যে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদন করা হয়, তাহাই ভক্তের অনুষ্ঠেয়। এবং তদ্বিপরীত কর্ম্মমাত্রই তাঁহার অননুষ্ঠেয়। মন আকর্ষক মণির সমধর্ম্মী। ভক্তের মন যখন যে কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়, তখন মানসিক ক্ষেত্র হইতে তৎসদৃশ শত শত সজীব ক্রিয়ারূপী যন্ত্র সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে আগমন করিতে থাকে, এবং তিনি ঐ সকলের সাহায্যে অনায়াসেই তত্তৎকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া ফেলেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোন প্রতিক্রিয়াতে বাধা দিতে ইচ্ছা করেন, তখনও তদ্রূপ সজীব যন্ত্র সকল সমাগত হইয়া তাঁহার সহায়তা দ্বারা মনোরথ সফল করে। অভক্তের সম্বন্ধে তদ্রূপই অসম্ভব। কেন না, স্বার্থান্ধতা প্রযুক্ত প্রকৃত বিবেক তাঁহার সম্বন্ধে অভ্যুদিতই হয় না। ইহাই কর্ম্মের রহস্য ॥ ৭ ॥

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥ ৮ ॥

(হে) অজিত! (মায়াপারবশ্যরহিত!) ত্বং তদ্‌গুণস্থঃ (তস্যাঃ মায়ায়াঃ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তেষু তিষ্ঠতি ইতি নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতঃ সন্, তয়া) ত্রিগুণয়া মায়য়া দুর্বিভাব্যং (মনসা অপি অবিতর্ক্যম্) আত্মনি (আধারভূতে) ব্যক্তং (মহদাদিপ্রপঞ্চং) সৃজসি অবসি (পালয়সি) লুম্পসি (সংহরসি চ, তথাপি) এতৈঃ (সৃষ্ট্যাদিভিঃ) কর্মভিঃ ভবান্ ন অজ্যতে (লিপ্যতে) বৈ। যৎ (যতঃ ভবান্) স্বে (আত্মস্বরূপে) অব্যবহিতে (অনাবৃতে) সুখে অভিরতঃ (অতএব) অনবদ্যঃ (অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাদিদোষরহিতঃ)। ("যৎ" ইত্যত্র "যঃ" ইতি পাঠান্তরম্) ॥ ৮ ॥

হে অজিত! তুমি মায়াগুণে অবস্থিত হইয়া সেই মায়া দ্বারা দুর্বিতর্ক্য মহদাদি প্রপঞ্চকে আত্মরূপ আধারে সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাক; কিন্তু ঐ সকল সৃষ্ট্যাদি কর্ম দ্বারা আপনি লিপ্ত হও না; যেহেতু তুমি অনাবৃত স্বীয় সুখে সদাই রত আছ। অতএব তুমি দোষস্পর্শপরিশূন্য হও ॥ ৮ ॥

শুদ্ধির্নৃণাং নতু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৯ ॥

(হে) ঈড্য! (স্তুত্য!) ঋষভ! (শ্রেষ্ঠ!) দুরাশয়ানাং (দুষ্টশব্দাদিবিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ (বিদ্যা দেবতান্তরোপাসনা চ শ্রুতং বেদার্থশ্রবণমননাদি চ অধ্যয়নং বেদাদ্যধ্যয়নং চ দানং চ তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপং চ ক্রিয়া বর্ণাশ্রমানুগুণযজ্ঞসন্ধ্যোপাসনাদিরূপা চ তাভিঃ) তু তথা শুদ্ধিঃ ন (ভবতি) যথা সত্ত্বাত্মনাং (সত্ত্বগুণপ্রচুরান্তঃকরণানাং সতাং) তে (তব) যশসি শ্রবণসম্ভৃতয়া (শ্রবণেন পরিপুষ্টয়া) সচ্ছ্রদ্ধয়া (দৃঢ়শ্রদ্ধয়া) স্যাৎ ॥ ৯ ॥

হে স্তবনীয়! হে ঋষভ! দুরাশয় মনুষ্যদিগের দেবতান্তরের উপাসনা, বেদার্থের শ্রবণমননাদি বেদাদ্যধ্যয়ন দান কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা ও বর্ণাশ্রমানুগুণ যজ্ঞাদি

ক্রিয়া দ্বারা কিন্তু সে প্রকার শুদ্ধি হয় না, যেরূপ সাত্ত্বিক সাধুদিগের তোমার যশ শ্রবণে পরিপুষ্ট দৃঢ় শ্রদ্ধা দ্বারা হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ১০ ॥

যঃ মুনিভিঃ ( আত্মারামৈঃ অপি ) ক্ষেমায় ( পরমসুখায় ) আর্দ্রহৃদা ( প্রেমার্দ্র-হৃদা ) উহ্যমানঃ ( চিন্ত্যমানঃ ) যঃ ( চ ) আত্মবদ্ভিঃ ( আত্মা ত্বম্ এব নাথত্বেন বিদ্যতে এষাম্ ইতি ) সাত্বতৈঃ ( ভক্তৈঃ ) সমবিভূতয়ে ( সমানাং সমদর্শিনাং যা বিভূতিঃ প্রেমসম্পত্তিঃ তস্যৈ ) স্বরতিক্রমায় ( স্বর্গাদিবাসনাত্যাগায় চ ) ব্যূহে ( বাসুদেবাদিব্যূহে ) সবনশঃ ( ত্রিকালম্ ) অর্চ্চিতঃ ( সঃ ) তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ ( অস্মাকম্ ) অশুভাশয়ধূমকেতুঃ ( অশুভাশয়ানাং বিষয়বাসনানাং ধূমকেতুঃ দাহকঃ অগ্নিঃ ) স্যাৎ ॥ ১০ ॥

যাহা মুনিগণ কর্ত্তৃক ক্ষেমের নিমিত্ত আর্দ্রহৃদয়ে চিন্ত্যমান এবং যাহা আত্মবস্ত ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক সমবিভূতির নিমিত্ত ও স্বর্গাদি অতিক্রমণের নিমিত্ত বাসুদেবাদি ব্যূহ চতুষ্টয়ে ত্রিকালে অর্চ্চিত হয়, সেই তোমার চরণ আমাদিগের অশুভ আশয় সকলের সম্বন্ধে ধূমকেতু হউক ॥ ১০ ॥

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥ ১১ ॥

( হে ) ঈশ! যঃ প্রযতপাণিভিঃ ( সংযতহস্তৈঃ ) হবিঃ গৃহীত্বা অধ্বরাগ্নৌ ( আহবনীয়াদৌ যাজ্ঞিকৈঃ ) ত্রয্যা ( বেদত্রয়েণ ) নিরুক্তবিধিনা ( নিরুক্তেন নির্দ্দিষ্টেন বিধিনা বিধানেন ) চিন্ত্যতে, উত ( কিঞ্চ ) অধ্যাত্মযোগে ( আত্মাধিকারে যোগে ) যোগিভিঃ ( অপি ) আত্মমায়াম্ ( আত্মনঃ তব মায়া তাং ) জিজ্ঞাসুভিঃ ( চিন্ত্যতে, তথা ) পরমভাগবতৈঃ ( নিরপেক্ষভক্তৈঃ অপি যঃ ) পরীষ্টঃ ( সর্ব্বতঃ পূজিতঃ, সঃ তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ অশুভাশয়ধূমকেতুঃ স্যাৎ ) ॥ ১১ ॥

হে ঈশ! যাহা সংযতপাণি যাজ্ঞিকগণ কর্ত্তৃক হবি লইয়া যজ্ঞাগ্নিতে বেদোক্ত-বিধানে চিন্তিত হয়, এবং পরম ভাগবতগণ কর্ত্তৃক যাহা সর্ব্বতোভাবে পূজিত

হয়, সেই তোমার চরণ আমাদিগের অশুভ আশয় সকলের সম্বন্ধে ধূমকেতু হউক ॥ ১১ ॥

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবৎ শ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥ ১২॥

( হে ) বিভো! প্রতিপত্নিবৎ ( প্রতিপত্নীবৎ সপত্নীবৎ ) সংস্পর্দ্ধিনী ( সংস্পর্দ্ধমানা যা ) ইয়ং ভগবতী অময়া বনমালয়া সুপ্রণীতং ( সুষ্ঠু সম্পাদিতম্ ) অর্হণং ( পূজাম্ ) আদদৎ ( স্বীকৃতবান্, তস্য ) তব অঙ্ঘ্রিঃ নঃ ( অস্মাকম্ ) অশুভাশয়-ধূমকেতুঃ সদা ভূয়াৎ ॥ ১২ ॥

হে বিভো! সপত্নীর ন্যায় সংস্পর্দ্ধমানা এই ভগবতী লক্ষ্মীকে অনাদর করিয়া যে তুমি পর্য্যুষিত ঐ বনমালা দ্বারা সুপ্রণীত অর্হণ স্বীকার কর, সেই তোমার চরণ আমাদিগের অশুভ আশয় সকলের সম্বন্ধে ধূমকেতু হউক ॥ ১২ ॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেম্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ॥ ১৩॥

( হে ) ভূমন্! ( হে ) ভগবন্! যঃ ( বলিবন্ধনে ) ত্রিবিক্রমযুতঃ ( ত্রিভিঃ ত্রিলোকসংগ্রাহকৈঃ বিক্রমৈঃ ন্যাসৈঃ যুতঃ ) ত্রিপতৎপতাকঃ ( ত্রিষু লোকেষু পতন্তী গঙ্গা পতাকা যস্য সঃ ) অসুরদেবচম্বোঃ ( অসুরদেবসেনয়োঃ ) ভয়াভয়করঃ সাধুষু স্বর্গায় খলেষু ( চ ) ইতরায় ( নরকায় ভবতি, সঃ তব ) পাদঃ ভজতাং নঃ ( অস্মাকম্ ) অঘং ( পাপং ) পুনাতু ( শোধয়তু ) ॥ ১৩ ॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! যাহা বলিবন্ধনে ত্রিবিক্রমযুক্ত ত্রিলোকপতিত-গঙ্গারূপ-পতাকাসমন্বিত অসুরসেনার সম্বন্ধে ভয়দ এবং দেবগণের সম্বন্ধে অভয়দ সাধুসকলে স্বর্গের নিমিত্ত ও অসাধু সকলে নরকের নিমিত্ত হয়, সেই তোমার পাদ. ভজন করিতেছি যে আমরা, আমাদিগের পাপমোচন করুন ॥ ১৩ ॥

নস্যোত গাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।

কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥ ১৪ ॥

মিথুঃ ( মিথঃ ) অর্দ্দ্যমানাঃ ( পীড্যমানাঃ ) ব্রহ্মাদয়ঃ তনুভৃতঃ ( দেহধারিণঃ ) নস্যোতগাবঃ ( নসি নাসিকায়াম্ ওতাঃ বদ্ধাঃ গাবঃ ) ইব কালস্য ( কলয়িতুঃ ) যস্য বশে ভবন্তি, প্রকৃতিপুরুষয়োঃ ( অপি ) পরস্য পুরুষোত্তমস্য ( তস্য ) তে ( তব ) চরণঃ নঃ ( অস্মাকং ) শং ( সুখং ) তনোতু ॥ ১৪ ॥

পরস্পর পীড্যমান ব্রহ্মাদি দেহধারিগণ বিদ্ধনাসিক বলীবর্দ্দের ন্যায় কালরূপী যাঁহার বশে বর্ত্তমান, প্রকৃতিপুরুষের অতীত পুরুষোত্তম যে তুমি, সেই তোমার চরণ আমাদিগের সুখ বিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীররয় উত্তমপূরুষস্ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

( ত্বাম্ ) অব্যক্তজীবমহতাম্ ( অব্যক্তং প্রকৃতিঃ জীবঃ পুরুষঃ মহান্ মহত্তত্ত্বং তেষাম্ ) অপি কালং ( নিয়ন্তারম্ ) আহুঃ ( কথয়ন্তি, অতঃ ত্বম্ ) অস্য ( জগতঃ ) উদয়স্থিতিসংযমানাং ( সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাং ) হেতুঃ অসি। ( কিঞ্চ যঃ ) অয়ং ত্রিনাভিঃ ( ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ঃ যস্য ) অখিলাপচয়ে ( অখিলস্য জগতঃ অপচয়ে নাশে ) প্রবৃত্তঃ গভীররয়ঃ ( গভীরঃ রয়ঃ বেগঃ যস্য সঃ ) কালঃ, সঃ ( অপি ত্বম্ এব। অতঃ ) ত্বম্ উত্তমপূরুষঃ ॥ ১৫ ॥

তোমাকে অব্যক্ত জীব এবং মহতেরও নিয়ন্তা বলিয়া থাকে, অতএব তুমি এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের হেতু। আরও যে এই ত্রিনাভি অখিল জগতের নাশে প্রবৃত্ত গভীরবেগ কাল, সেও তুমিই। অতএব তুমি উত্তমপুরুষ ॥ ১৫ ॥

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিকৃত্য যয়াস্য বীর্য্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোষং
হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১৬ ॥

ত্বত্তঃ ( পুরুষোত্তমাৎ ) বীর্য্যং ( শক্তিং ) সমধিকৃত্য ( প্রাপ্য ) পুমান্ ( প্রথমঃ [illegible]ঃ কারণার্ণবশায়ী ) অমোঘবীর্য্যঃ ( সর্ব্বথা সমর্থঃ সন্ ) যয়া ( মায়য়া সহ )

অস্য ( জগতঃ ) গর্ভং ( বীজম্ ) ইব ( যং ) মহান্তং ধত্তে ( উৎপাদয়ামাস ), সঃ অয়ং ( মহান্ ) তয়া ( এব মায়য়া ) অনুগতঃ ( যুক্তঃ সন্ ) আত্মনঃ ( স্বস্মাৎ সকাশাৎ ) আবরণৈঃ ( সপ্তভিঃ ) বহিঃ উপেতম্ ( আবৃতং ) হৈমং ( প্রকাশ-বহুলম্ ) অণ্ডকোষং সসর্জ ( সৃষ্টবান্ )। ( "সমধিকৃত্য" ইত্যত্র "সমধিগম্য" ইতি পাঠান্তরম্ ) ॥ ১৬ ॥

তোমা হইতে বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়া প্রথম পুরুষ অমোঘবীর্য্য হইয়া যে মায়ার সহিত এই জগতের বীজের ন্যায় যে মহত্তত্ত্বকে উৎপাদন করেন, সেই এই মহত্তত্ত্ব সেই মায়ার সহিত যুক্ত হইয়া আপনা হইতে সপ্ত আবরণে সমাবৃত হৈম অণ্ডকোষ সৃষ্টি করেন ॥ ১৬ ॥

তত্তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়োপনীতান্ ।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥ ১৭ ॥

( হে ) হৃষীকপতে ! ( ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক ! ) যৎ ( যস্মাৎ ) মায়য়া ( প্রকৃত্যা ) উত্থগুণবিক্রিয়োপনীতান্ ( উত্থা উজ্জৃম্ভিতা যা গুণবিক্রিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তিঃ তয়া উপনীতান্ ) অর্থান্ বিষয়ান্ জুষন্ ( জুষমাণঃ ) দূরাৎ এব সাক্ষিতয়া অনুভবন্ অপি ত্বং ) ন লিপ্তঃ ( তেষু অনাসক্তঃ ), তৎ ( তস্মাৎ ) তস্থুষঃ ( স্থাবরস্য ) চ জগতঃ ( জঙ্গমস্য ) চ ভবান্ অধীশঃ ( নিয়ন্তা )। যে ( তু ) অন্যে ( জীবাঃ যোগিনঃ বা ) স্বতঃ পরিহৃতাৎ অপি ( সঙ্কল্পরহিতাৎ ত্যক্তাৎ বা বিষয়জোষণাৎ ) বিভ্যতি ( বাসনামাত্রেণ বধ্যন্তে ) স্ম ॥ ১৭ ॥

হে হৃষীকপতে ! যেহেতু মায়া কর্ত্তৃক উত্থাপিত গুণবিক্রিয়া দ্বারা উপনীত বিষয় সকল সেবা করিয়াও তুমি সে সকলে লিপ্ত হও না, অতএব স্থাবর ও জঙ্গমের আপনি নিয়ন্তা; আর অন্য সকলেই স্বয়ং পরিহৃত বিষয়সঙ্গ হইতে ভীত হয়েন ॥ ১৭

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্বঃ ॥ ১৮ ॥

স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারিভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ ( স্মায়াবলোকঃ মন্দস্মিতবিলসিতঃ অবলোকঃ তস্য লবঃ কটাক্ষঃ তেন দর্শিতঃ যঃ ভাবঃ অভি-

প্রায়ঃ তেন মনোহারি যৎ ভ্রূমণ্ডলং তেন প্রহিতাঃ যে সৌরতমন্ত্রাঃ তৈঃ শৌণ্ডৈঃ প্রগল্‌ভৈঃ ) অনঙ্গবাণৈঃ ( কামস্য বাণৈঃ সম্মোহনৈঃ ) করণৈঃ ( কামকলাভিঃ ) ষোড়শসহস্রং পত্ন্যঃ ( রুক্মিণ্যাদয়ঃ মহিষ্যঃ ) তু যস্য ইন্দ্রিয়ং ( মনঃ ) বিমথিতুং ( বিশেষেণ স্বোত্তমপ্রেমবতীতুল্যত্বেন মথিতুং ক্ষোভয়িতুং ) ন বিভ্ব্যঃ ( শেকুঃ, সমর্থাঃ বভূবুঃ, স ভবান্ ক্বাপি ন লিপ্তঃ ) ॥ ১৮ ॥

মন্দস্মিতবিলসিত কটাক্ষ দ্বারা দর্শিত অভিপ্রায় দ্বারা মনোহারি ভ্রূমণ্ডল দ্বারা প্রেরিত যে সৌরতমন্ত্র তদ্দ্বারা প্রগল্‌ভ যে অনঙ্গবাণস্বরূপ কামকলা তদ্দ্বারা ষোড়শসহস্র পত্নীও যাঁহার মন আপনাতে উত্তমপ্রেমবতী প্রেয়সীবর্গের সদৃশ ক্ষোভিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সেই আপনি কুত্রাপি লিপ্ত নহেন ॥ ১৮ ॥

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ১৯ ॥

তব অমৃতকথোদবহাঃ ( অমৃতরূপা যা কথা তৎ এব উদম্ উদকং বহন্তি ইতি তথা কীর্ত্তিনদ্যঃ ) পাদাবনেজসরিতঃ ( গঙ্গাদ্যাঃ চ ) ত্রিলোক্যাঃ শমলানি ( পাপানি ) হন্তুম্ ( অপাকর্ত্তুং ) বিভ্ব্যঃ ( সমর্থাঃ। অতএব ) শুচিষদঃ ( শুচয়ে আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সীদন্তি ক্লিশ্যন্তি প্রযতন্তে ইতি বিশুদ্ধিকামাঃ যদ্বা শুচৌ স্বধর্ম্মে সীদন্তি তিষ্ঠন্তি ইতি স্বধর্ম্মাচারনিরতাঃ ) আনুশ্রবং ( গুরোঃ উচ্চারণম্ অনু শ্রূয়তে ইতি অনুশ্রবঃ বেদঃ তত্র ভবং কীর্ত্তিরূপং তীর্থং ) শ্রুতিভিঃ ( শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ ) অঙ্ঘ্রিজং ( চরণনিঃসৃতং নদীরূপং তীর্থং চ ) অঙ্গসঙ্গৈঃ ( এবং ) তীর্থদ্বয়ম্ উপস্পৃশন্তি ( অধিকং সেবন্তে ) ॥ ১৯ ॥

তোমার অমৃতকথারূপ উদবহা অর্থাৎ কীর্ত্তিনদী এবং পাদাবনেজনসরিৎ গঙ্গা ত্রিলোকীর পাপ সকলকে নাশ করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধিকাম ব্যক্তি সকল তোমার বেদোক্ত কীর্ত্তিরূপ তীর্থকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা এবং চরণনিঃসৃত নদীরূপ তীর্থকে অঙ্গসঙ্গ দ্বারা এইরূপে তীর্থদ্বয়কে অধিক সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৯

শুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ সেশঃ শতধৃতির্হরিম্।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥

সেশঃ ( ঈশেন রুদ্রেণ সহিতঃ ) শতধৃতিঃ ( ব্রহ্মা ) বিবুধৈঃ ( সহ ) হরিং গোবিন্দম্ ইতি অভিষ্টূয় প্রণম্য ( চ ) অম্বরম্ আশ্রিতঃ ( সন্ ) অভ্যভাষত ॥২০॥

শুকদেব বলিলেন, রুদ্রের সহিত ব্রহ্মা, দেবগণের সহিত হরি গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া গগন আশ্রয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞাপিতঃ প্রভো ।
ত্বমস্মাভিরশেষাত্মংস্তত্তথৈবোপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

( হে ) অশেষাত্মন্ ! ( হে ) প্রভো ! অস্মাভিঃ পুরা ভূমেঃ ভারাবতারায় ত্বং বিজ্ঞাপিতঃ । তৎ তথা এব উপপাদিতম্ ॥ ২১ ॥

হে সর্ব্বাত্মন্ ! হে প্রভো ! আমরা পূর্ব্বে ভূমির ভারাবতারার্থ তোমার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম । তুমি তাহা সেইরূপই সম্পাদন করিয়াছ ॥ ২১ ॥

ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া ।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা ॥ ২২ ॥

ত্বয়া বৈ ( নিশ্চিতং ) সত্যসন্ধেষু ( সত্যে সন্ধা অভিসন্ধিঃ যেষাং তে তেষু ) সৎসু ধর্ম্মঃ চ স্থাপিতঃ দিক্ষু সর্ব্বলোকমলাপহা কীর্ত্তিঃ চ বিক্ষিপ্তা (বিস্তারিতা) ॥২২॥

তুমি নিশ্চয়ই সত্যনিষ্ঠ সাধু সকলে ধর্ম্মও স্থাপন করিয়াছ, এবং দিগ্-দিগন্তরে সর্ব্বলোকমলাপহা কীর্ত্তিও বিস্তার করিয়াছ ॥ ২২ ॥

অবতীর্য্য যদোর্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমম্ ।
কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ ॥ ২৩ ॥

অনুত্তমং ( ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাৎ তৎ ) রূপং বিভ্রৎ যদোঃ বংশে অবতীর্য্য জগতঃ হিতায় উদ্দামবৃত্তানি ( উদ্দামানি উৎকটানি বৃত্তানি বিক্রমাঃ যেষু তানি ) কর্ম্মাণি অকৃথাঃ ( কৃতবান্ ) ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বোত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতার্থ উৎকট বিক্রমযুক্ত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছ ॥ ২৩ ॥

যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ ॥ ২৪ ॥

( হে ) ঈশ ! কলৌ সাধবঃ মনুষ্যাঃ যানি তে চরিতানি শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ চ অঞ্জসা ( অনায়াসেন ) তমঃ ( অজ্ঞানং ) তরিষ্যন্তি ॥ ২৪ ॥

হে ঈশ! কলিতে সাধু মনুষ্য সকল তোমার যে চরিত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া অনায়াসে অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ২৪ ॥

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভো ॥ ২৫ ॥

( হে ) বিভো! ( হে ) পুরুষোত্তম! যদুবংশে অবতীর্ণস্য ভবতঃ পঞ্চবিংশাধিকং শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় ॥ ২৫ ॥

হে বিভো! হে পুরুষোত্তম! পঞ্চবিংশাধিক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তুমি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ২৫ ॥

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ॥ ২৬ ॥

( হে ) অখিলাধার! অধুনা তে দেবকার্য্যাবশেষিতং ন ( অস্তি )। ইদং কুলং চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়ম্ অভূৎ ॥ ২৬ ॥

হে অখিলাধার! অধুনা তোমার দেবকার্য্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই কুলও বিপ্রশাপে নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্ নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ॥ ২৭ ॥

ততঃ যদি মন্যসে ( ইচ্ছসি তর্হি ) পরমং স্বধাম বিশস্ব ( প্রবিশ )। সলোকান্ লোকপালান্ নঃ বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্ ( চ ) পাহি ॥ ২৭ ॥

অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে পরমোৎকৃষ্ট নিজধামে প্রবেশ কর, এবং লোকের সহিত লোকপাল আমাদিগকে এবং বৈকুণ্ঠকিঙ্কর সকলকে রক্ষা কর ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর।
কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমের্ভারোঽবতারিতঃ ॥ ২৮ ॥

( হে ) বিবুধেশ্বর! ( ত্বং ) যৎ আত্থ ( কথয়সি ) এতৎ মে ( ময়া ) অবধারিতম্। ভূমেঃ ভারঃ অবতারিতঃ। বঃ ( যুষ্মাকম্ ) অখিলং কার্য্যং কৃতম্ ॥ ২৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়াছি এবং তোমাদিগের সকল কার্য্যই করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

তদিদং যাদবকুলং বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্।
লোকং জিঘৃক্ষদ্রুদ্ধং মে বেলয়েব মহার্ণবঃ॥ ২৯॥

বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতম্ ( অতএব ) লোকং জিঘৃক্ষৎ ( নাশয়িতুম্, উদ্যুক্তং ব্যাপ্তুম্ ইচ্ছৎ ইতি বা ) তৎ ইদং যাদবকুলং মে ( ময়া ) বেলয়া মহার্ণবঃ ইব রুদ্ধম্॥ ২৯॥

বল উৎসাহ এবং সম্পত্তি দ্বারা অবধ্য অতএব লোক ব্যাপ্ত করিতে অভিলাষী এই যাদবকুলকে আমি বেলা দ্বারা মহাসাগরের ন্যায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি॥ ২৯॥

যদ্যসংহৃত্য দৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলম্।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৩০॥

( তস্মাৎ ) দৃপ্তানাং ( গর্ব্বিতানাং ) যদূনাং বিপুলং কুলং যদি অসংহৃত্য গন্তা অস্মি ( তদা ) উদ্বেলেন ( উল্লঙ্ঘিতমর্য্যাদেন অনেন যদুকুলেন ) অয়ং লোকঃ বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ ৩০॥

অতএব গর্ব্বিত যদুগণের বিপুল কুল যদি সংহার না করিয়া আমি স্বধামে প্রবেশ করি, তবে এই কুল মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই লোককে বিনষ্ট করিবে॥ ৩০॥

ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপতঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘ॥ ৩১॥

( হে ) অনঘ! ইদানীং দ্বিজশাপতঃ কুলস্য নাশঃ আরব্ধঃ। ( হে ) ব্রহ্মন্! এতদন্তে ( বৈকুণ্ঠং যাসান্ ) তে ( তব ) ভবনং যাস্যামি॥ ৩১॥

হে অনঘ! এক্ষণে বিপ্রশাপ দ্বারা এই কুলের নাশের উপক্রম হইয়াছে। এতদন্তে আমি বৈকুণ্ঠ গমনের সময় তোমার ভবন হইয়া যাইব॥ ৩১॥

শুক উবাচ।

ইত্যুক্তো লোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ প্রণিপত্য তম্।
সহ দেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত॥ ৩২॥

লোকনাথেন ইতি উক্তঃ দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ তং প্রণিপত্য দেবগণৈঃ সহ স্বধাম প্রত্যাপদ্যত॥ ৩২॥

লোকনাথ ভগবান সেই প্রকার বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেবগণের সহিত স্বধামে গমন করিলেন॥ ৩২॥

অথ তস্যাং মহোৎপাতান্ দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান্ সমাগতান্ ॥ ৩৩ ॥

অথ তস্যাং দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান্ মহোৎপাতান্ বিলোক্য ভগবান্ সমাগতান্ যদুবৃদ্ধান্ আহ ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর সেই দ্বারাবতীতে সমুত্থিত মহান্ উৎপাত সকল দর্শন করিয়া ভগবান সমাগত যদুবৃদ্ধগণকে বলিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতে বৈ সুমহোৎপাতা হ্যুত্তিষ্ঠন্তীহ সর্ব্বতঃ।
শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ব্রাহ্মণেভ্যো দুরত্যয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। ইহ সর্ব্বতঃ বৈ এতে সুমহোৎপাতাঃ উত্তিষ্ঠন্তি হি। ব্রাহ্মণেভ্যঃ নঃ ( অস্মাকং ) কুলস্য দুরত্যয়ঃ শাপঃ চ আসীৎ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। এখানে এই সর্ব্বপ্রকার সুমহান্ উৎপাত সকল ঘটিতেছে। আমাদিগের কুলে ব্রাহ্মণদিগেরও দুরত্যয় শাপ আছে ॥ ৩৪ ॥

ন বস্তব্যমিহাস্মাভির্জিজীবিষুভিরার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামোঽদ্যৈব মাচিরম্ ॥ ৩৫

( হে ) আর্য্যকাঃ! জিজীবিষুভিঃ অস্মাভিঃ ইহ ( দ্বারকায়াং ) ন বস্তব্যং, ( কিন্তু ) অদ্য এব সুমহৎপুণ্যং প্রভাসং যাস্যামঃ, মা চিরং ( গমনবিলম্বং মা কুরুত ) ॥ ৩৫ ॥

আর্য্যগণ! জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকিলে, আমাদিগের এইস্থানে বাস করা উচিৎ হয় না, কিন্তু অদ্যই সুমহৎ পুণ্যজনক প্রভাসে গমন করিব, বিলম্ব করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্‌গৃহীতো যক্ষ্মণোড়ুরাট্।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎ সদ্যো ভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ম্ ॥ ৩৬

দক্ষশাপাৎ যক্ষ্মণা ( যক্ষ্মরোগেণ ) গৃহীতঃ ( আক্রান্তঃ ) উড়ুরাট্ ( চন্দ্রঃ ) যত্র স্নাত্বা সদ্যঃ কিল্বিষাৎ ( রোগাৎ ) বিমুক্তঃ ( সন্ ) ভূয়ঃ কলোদয়ং ( কলাবৃদ্ধিং ) ভেজে ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ৩৬ ॥

দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত চন্দ্র যেখানে স্নান করিয়া সদ্য রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥

বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন্ সুরান্ ।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা ॥ ৩৭ ॥

বয়ং চ ( অপি ) তস্মিন্ ( তীর্থে ) আপ্লুত্য ( স্নাত্বা ) পিতৄন্ সুরান্ ( চ ) তর্পয়িত্বা নানা গুণবতা (ষড়্‌রসোপেতেন ) অন্ধসা ( অন্নেন ) উশিজঃ ( কমনীয়ান্, উত্তমান্ ) বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা ॥ ৩৭ ॥

আমরাও সেই তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাদিগের তর্পণপূর্ব্বক বিবিধরসযুক্ত অন্ন দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ॥ ৩৭ ॥

তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈ নৌভিরিবার্ণবম্ ॥ ৩৮ ॥

তেষু পাত্রেষু ( বিপ্রেষু ) শ্রদ্ধয়া মহান্তি দানানি ( ধনানি ) উপ্ত্বা ( দত্ত্বা ) বৈ ( তৈঃ ) দানৈঃ নৌভিঃ অর্ণবম্ ইব বৃজিনানি ( দুঃখানি ) তরিষ্যামঃ ॥ ৩৮ ॥

সেই সকল সৎপাত্র ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাসহকারে প্রভূত ধন দান করিয়াই ঐ দান দ্বারা নৌকা দ্বারা সমুদ্র উত্তরণের ন্যায় দুঃখ সকল উত্তীর্ণ হইব ॥ ৩৮ ॥

শুক উবাচ ।

এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন ।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান্ সমযূযুজন্ ॥ ৩৯ ॥

( হে ) কুরুনন্দন ! ভগবতা এবম্ আদিষ্টাঃ যাদবাঃ তীর্থং ( প্রভাসং ) গন্তুং কৃতধিয়ঃ সন্তঃ স্যন্দনান্ ( রথান্ ) সমযূযুজন্ ( বাহৈঃ যুক্তান্ চক্রুঃ ) ॥ ৩৯ ॥

হে কুরুনন্দন ! ভগবান কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট যাদবগণ প্রভাসে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথ সকল যোজিত করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবো রাজন্ শ্রুত্বা ভগবতোদিতম্ ।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ ॥ ৪০ ॥
বিবিক্ত উপসংগম্য জগতামীশ্বরেশ্বরম্ ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত ॥ ৪১ ॥

( হে ) রাজন্ ! ঘোরাণি অরিষ্টানি ( উৎপাতান্ ) দৃষ্ট্বা ভগবতা উদিতম্ ( ...ং বচনং চ ) শ্রুত্বা তৎ ( তেষাং প্রভাসগমনোদ্যোগং চ ) নিরীক্ষ্য নিত্যং কৃষ্ণম্ অনুব্রতঃ উদ্ধবঃ জগতাম্ ঈশ্বরেশ্বরং ( শ্রীকৃষ্ণং ) বিবিক্তে ( একান্তে ).

উপসংগম্য শিরসা ( তস্য ) পাদৌ প্রণম্য প্রাঞ্জলিঃ ( সংযোজিতহস্তঃ সন্ ) তম্ অভাষত ( উক্তবান্ ) ॥ ৪০-৪১ ॥

হে রাজন্! ঘোর উৎপাত সকল দেখিয়া এবং ভগবানের কথা শুনিয়া ও যাদবগণের প্রভাসগমনোদ্যোগ নিরীক্ষণ করিয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত উদ্ধব জগতের ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার চরণযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

উদ্ধব উবাচ।

দেবদেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান্।
বিপ্রশাপং সমর্থোঽপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

( হে ) দেবদেবেশ! ( দেবানাম্ অপি দেবাঃ পূজ্যাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ তেষাম্ ঈশ স্বামিন্! ) যোগেশ! (যোগাঃ কর্ম্মযোগাদয়ঃ পুরুষার্থোপায়াঃ তেষাম্ ঈশ ফলপ্রদ!) পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন! ( পুণ্যং পুণ্যাবহং শ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য তৎসম্বোধনং ) ভবান্ এতৎ কুলং সংহৃত্য নূনং ( নিশ্চিতং ) লোকং ( মর্ত্ত্যলোকং ) সংত্যক্ষ্যতে। ঈশ্বরঃ ( অতএব ) সমর্থঃ অপি যৎ ( যস্মাৎ ) বিপ্রশাপং ন প্রত্যহন্ ( প্রতিহতবান্ )॥৪২॥

দেবদেবেশ! যোগেশ! পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন! আপনি এই যাদবকুল সংহার করিয়া নিশ্চিত এই মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবেন। কারণ, আপনি ঈশ্বর অতএব সমর্থ হইয়াও যখন বিপ্রশাপের কোন প্রতিবিধান করিলেন না ॥ ৪২ ॥

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি ॥ ৪৩ ॥

( হে ) কেশব! অহং ক্ষণার্দ্ধম্ অপি তব অঙ্ঘ্রিকমলং ত্যক্তুং ন সমুৎসহে। নাথ! মাম্ অপি স্বধাম নয় ॥ ৪৩ ॥

কেশব! আমি ক্ষণার্দ্ধও আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। প্রভো! আমাকেও আপনার ধামে লইয়া যান ॥ ৪৩ ॥

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

( হে ) কৃষ্ণ! নৃণাং পরমমঙ্গলং কর্ণপীযূষং তব বিক্রীড়িতম্ আসাদ্য ( শ্রুত্বা ) জনাঃ অন্যস্পৃহাং ত্যজন্তি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ! মনুষ্যদিগের পরমমঙ্গলজনক ও কর্ণের সম্বন্ধে অমৃতস্বরূপ তোমার লীলা শ্রবণ করিয়াই যখন লোক সকল বিষয়স্পৃহা ত্যাগ করে, তখন আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব ॥ ৪৪ ।

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু ।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেমহি ॥ ৪৫ ॥

শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু ত্বাং প্রিয়ম্ আত্মানং ভক্তাঃ ( নিত্যং সেবিতবন্তঃ ) বয়ং কথং ত্যজেম হি ॥ ৪৫ ॥

শয্যা, আসন, ভ্রমণ, স্থিতি, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজন প্রভৃতিতে প্রিয় আত্মা তোমাকে নিত্য সেবা করিয়া আমরা কিরূপে ত্যাগ করিব ॥ ৪৫ ॥

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥৪৬॥

ত্বয়া উপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ উচ্ছিষ্টভোজিনঃ দাসাঃ ( বয়ং ) তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৪৬ ॥

তোমা কর্তৃক উপভুক্ত মাল্য গন্ধ বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা, তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৬ ॥

বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৪৭॥

বাতবসনাঃ ( দিগম্বরাঃ ) শ্রমণাঃ ( আহারাদিসঙ্কোচেন বর্ষবাতাদিসহনেন চ শ্রমবন্তঃ ) ঊর্দ্ধমন্থিনঃ ( ঊর্দ্ধরেতসঃ ) শান্তাঃ ( কামাদিরহিতাঃ ) অমলাঃ ( নির্ধূতপাপ্মাঃ ) সন্ন্যাসিনঃ তে ( তব ) ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি ॥ ৪৭ ॥

দিগম্বর কষ্টসহনশীল ঊর্দ্ধরেতা শান্ত অমল সন্ন্যাসী সকল তোমার ব্রহ্মাখ্য ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ।
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৪৮ ॥

( হে ) মহাযোগিন্! বয়ং তু ইহ কর্ম্মবর্ত্মসু ( সংসারেষু ) ভ্রমন্তঃ ( অপি ) তাবকৈঃ ( ভক্তৈঃ সহ ) ত্বদ্বার্ত্তয়া দুস্তরং তমঃ ( সংসারদুঃখং তৎকারণম্ অবিদ্যাং চ ) তরিষ্যামঃ ॥ ৪৮ ॥

মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু এই সংসারপথে ভ্রমণ করিয়াও তোমার ভক্ত-গণের সহিত তোমার কথা দ্বারা দুস্তর সংসারে উত্তীর্ণ হইব ॥ ৪৮ ॥

স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৯ ॥

( বয়ং ) তে ( তব ) নৃলোকবিড়ম্বনং যৎ গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি কৃতানি গদিতানি চ স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ ( চ তমঃ তরিষ্যামঃ ) ॥ ৪৯ ॥

আমরা তোমার মনুষ্যানুকরণ যে গতি হাস্য দৃষ্টি ও ক্রীড়া এবং অপর যে কিছু কার্য্য ও বাক্য, তাহা স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে এই সংসার পার হইব ॥ ৪৯ ॥

শুক উবাচ।

এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন্ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং প্রত্যভাষত ॥ ৫০ ॥

শুকঃ উবাচ। ( হে ) রাজন্! ভগবান্ দেবকীসুতঃ এবং বিজ্ঞাপিতঃ ( সন্ ) একান্তিনম্ ( অনন্যদৈবতং ) প্রিয়ং ভৃত্যম্ উদ্ধবং প্রত্যভাষত ॥ ৫০ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! ভগবান দেবকীনন্দন এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া একান্ত প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-
সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

# সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

যদাত্থ মাং মহাভাগ তচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) মহাভাগ! (ত্বং) মাং যৎ আত্থ তৎ মে (মম) চিকীর্ষিতং (কর্ত্তুম্ ইষ্টম্) এব। ব্রহ্মা ভবঃ লোকপালাঃ মে স্বর্বাসং (বৈকুণ্ঠ-বাসম্) অভিকাঙ্ক্ষিণঃ (বর্ত্তন্তে) ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, মহাভাগ! তুমি যাহা বলিলে, আমার অভিপ্রায়ও তাহাই বটে। ব্রহ্মা শিব ও লোকপাল সকল আমার বৈকুণ্ঠগমন অভিলাষ করিতেছেন ॥ ১ ॥

ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২ ॥

অহং ব্রহ্মণা অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ যদর্থম্ অংশেন অবতীর্ণঃ (তৎ) দেব-কার্য্যং ময়া অত্র অশেষতঃ নিষ্পাদিতং হি ॥ ২ ॥

আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে কার্য্যের জন্য অংশের সহিত অবতীর্ণ হই, সেই দেবকার্য্য আমা কর্ত্তৃক এই ভূমণ্ডলে নিঃশেষে সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

কুলং বৈ শাপনির্দ্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।
সমুদ্রঃ সপ্তমে হ্যেনাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥

শাপনির্দ্দগ্ধং কুলম্ অন্যোন্যবিগ্রহাৎ নঙ্ক্ষ্যতি বৈ। সমুদ্রঃ সপ্তমে (অহ্নি) এনাং পুরীং চ প্লাবয়িষ্যতি হি ॥ ৩ ॥

শাপে নির্দ্দগ্ধ এই যদুকুল পরস্পর বিগ্রহ হেতু নষ্ট হইবেই। সমুদ্র সপ্তম দিবসে এই পুরীকেও প্লাবিত করিবে ॥ ৩ ॥

যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥ ৪ ॥

(হে) সাধো! অয়ং লোকঃ যর্হি এব ময়া ত্যক্তঃ ভবিষ্যতি (তদা অয়ং) কলিনা অপি নিরাকৃতঃ (অভিভূতঃ সন) অচিরাৎ নষ্টমঙ্গলঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥

সাধো ! এই লোক যখনই আমা কর্তৃক ত্যক্ত হইবে, তখনই কলি কর্তৃক অভিভূত হইয়া অচিরেই নষ্টমঙ্গল হইয়া যাইবে ॥ ৪ ॥

ন বস্তব্যং ত্বয়ৈবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫ ॥

(হে) ভদ্র ! ময়া ত্যক্তে ইহ মহীতলে ত্বয়া ন বস্তব্যম্। কলৌ যুগে জনঃ অভদ্ররুচিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

ভদ্র ! আমা কর্তৃক ত্যক্ত এই মহীতলে তুমি বাস করিও না। কলিযুগে লোকে অভদ্ররুচি হইবে ॥ ৫ ॥

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্ ॥ ৬ ॥

ত্বং তু স্বজনবন্ধুষু সর্ব্বং স্নেহং পরিত্যজ্য মনঃ ময়ি (পরমেশ্বরে) সম্যক্ আবেশ্য সমদৃক্ (সন্) গাং বিচরস্ব ॥ ৬ ॥

তুমি কিন্তু স্বজন ও বন্ধুতে সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে সম্যক্ মনোনিবেশ করিয়া সমদৃষ্টি হইয়া পৃথিবী বিচরণ কর ॥ ৬ ॥

যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্ ॥ ৭ ॥

মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ গৃহ্যমাণং যৎ ইদং পৃথিব্যাদিকং (তৎ-সর্ব্বং) মায়ামনোময়ং নশ্বরং চ বিদ্ধি ॥ ৭ ॥

মন দ্বারা বাক্য দ্বারা নেত্র দ্বারা ও শ্রবণাদি দ্বারা গৃহ্যমাণ যে এই পৃথিব্যাদি, সেই সকলকে মায়াময় ও মনোময় অতএব নশ্বর জানিও ॥ ৭ ॥

পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ স গুণদোষভাক্।
কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়ো ভিদা ॥ ৮ ॥

অযুক্তস্য (তত্ত্ববিচারে চিত্তম্ অযুঞ্জতঃ বিক্ষিপ্তান্তঃকরণস্য) পুংসঃ নানার্থঃ (নানা দেবাদিরূপঃ ঘটপটাদিরূপঃ চ অর্থঃ বিষয়ঃ যস্য তথাভূতঃ) ভ্রমঃ (অহং-মমাত্মকঃ অধ্যাসঃ ভবতি)। সঃ (ভ্রমঃ এব) গুণদোষভাক্ (গুণদোষবুদ্ধি-হেতুঃ ভবতি)। গুণদোষধিয়ঃ (গুণদোষয়োঃ এব ধীঃ যস্য তস্য অজ্ঞানিনঃ এব) কর্ম্ম (বিহিতম্) অকর্ম্ম (তল্লোপঃ) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধম্) ইতি ভিদা (ভেদঃ) ॥ ৮ ॥

বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষের নানাবিষয়ক ভ্রম ঘটে। ঐ ভ্রমই গুণদোষবুদ্ধির হেতু হয়। গুণ ও দোষে যাহার বুদ্ধি, তাদৃশ অজ্ঞান ব্যক্তির সম্বন্ধেই কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই ভেদ উত্থিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তস্মাদ্‌যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে ॥ ৯ ॥

তস্মাৎ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামঃ ( নিরুদ্ধেন্দ্রিয়বৃন্দঃ ) যুক্তচিত্তঃ ( নিরুদ্ধচিত্তঃ চ সন্ ) ইদং ( সুখদুঃখময়ং ) জগৎ আত্মনি ( ভোক্তরি জীবে ভোগ্যত্বেন ) বিততং ( স্থিতম্ ) ঈক্ষস্ব। ( তং চ ভোক্তারম্ ) আত্মানং ময়ি অধীশ্বরে ( পরমাত্মনি নিয়ন্তরি নিয়ম্যত্বেন স্থিতম্ ঈক্ষস্ব ) ॥ ৯ ॥

অতএব ইন্দ্রিয়বর্গ নিরুদ্ধ করিয়া এবং চিত্তকে সংযত করিয়া এই সুখ-দুঃখময় জগৎ ভোক্তা জীবে ভোগ্যরূপে স্থিত এবং ঐ ভোক্তা জীবকে অধীশ্বর পরমাত্মা যে আমি আমাতে অধীনরূপে স্থিত দর্শন কর ॥ ৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তঃ ( জ্ঞানং বেদতাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ বিজ্ঞানং তদপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং সম্যক্ যুক্তঃ ) আত্মানুভবতুষ্টাত্মা শরীরিণাম্ আত্মভূতঃ ( সন্ ত্বম্ ) অন্তরায়ৈঃ ন বিহন্যসে ॥ ১০ ॥

তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মানুভবতুষ্টচিত্ত এবং শরীরিগণের আত্মভূত হইয়া আর কোন বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হইবে না ॥ ১০ ॥

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥ ১১ ॥

উভয়াতীতঃ ( জ্ঞানী ) অর্ভকঃ ( বালকঃ ) যথা দোষবুদ্ধ্যা নিষেধাৎ ন নিবর্ত্ততে, গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি, ( অপি তু প্রাক্তনসংস্কারাৎ এব ) ॥ ১১ ॥

গুণবুদ্ধি ও দোষবুদ্ধি এই উভয়ের অতীত জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্কল্পবিকল্পরহিত বালকের ন্যায় দোষবুদ্ধিতেও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়েন না বা গুণবুদ্ধিতেও বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তাঁহার নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি জন্মান্তরীয় সংস্কার হইতেই জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ ॥ ১২ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ শান্তঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ বিশ্বং মদাত্মকং পশ্যন্ ন পুনঃ বিপদ্যেত বৈ ॥ ১২ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত আত্মানুভবতুষ্টচিত্ত ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ব্যক্তি বিশ্বকে মদাত্মক দর্শন করিয়া আর সংসারবিপত্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ১২ ॥

শুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা মহাভাগবতো নৃপ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতম্ ॥ ১৩ ॥

শুকঃ উবাচ। (হে) নৃপ! ভগবতা ইতি আদিষ্টঃ মহাভাগবতঃ উদ্ধবঃ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ (সন্) অচ্যুতং প্রণিপত্য আহ ॥ ১৩ ॥

শুকদেব বলিলেন, রাজন্! ভগবান কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া মহাভাগবত উদ্ধব তত্ত্বজিজ্ঞাসার্থ অচ্যুতকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

উদ্ধব উবাচ।

যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন্ যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ ॥ ১৪ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ। যোগেশ! (যোগফলদায়িন্!) যোগবিন্যাস! (যোগাঃ কর্ম্ম-জ্ঞানভক্তিরূপাঃ উপায়াঃ তেষাং বিন্যাস নিঃক্ষেপবিশেষ!) যোগাত্মন্! (যোগে আত্মা প্রকটঃ ভবতি যস্য তৎসম্বোধনং) যোগসম্ভব (যোগস্য যোগানাং বা সম্ভবঃ যস্মাৎ তৎসম্বোধনং) মে নিঃশ্রেয়সায় (মোক্ষায় ত্বয়া) সন্ন্যাসলক্ষণঃ ত্যাগঃ প্রোক্তঃ ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব বলিলেন, যোগেশ! যোগবিন্যাস! যোগাত্মন্! যোগসম্ভব! তুমি আমাকে মুক্তির নিমিত্ত সন্ন্যাসলক্ষণ ত্যাগ বলিয়াছ ॥ ১৪ ॥

ত্যাগোঽয়ং দুষ্করো ভূমন্ কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্নভক্তৈরিতি মে মতিঃ ॥ ১৫ ॥

(হে) ভূমন্! বিষয়াত্মভিঃ অয়ং কামানাং ত্যাগঃ দুষ্করঃ ইতি মে মতিঃ। (হে) সর্ব্বাত্মন্! ত্বয়ি অভক্তৈঃ (তু) সুতরাম্ এব ॥ ১৫ ॥

হে ভূমন্! তোমার ভক্তও যদি বিষয়াবিষ্ট হয়েন, এই কামসকলের ত্যাগ যখন তাঁহার পক্ষেই দুষ্কর বোধ করিতেছি, তখন হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাতে অভক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যে ঐ ত্যাগ, সুতরাং দুষ্কর, ইহা বলা বাহুল্য ॥ ১৫ ॥

সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়-
স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসা নিগদিতং ভবতা যথাহং
সংসাধয়ামি ভগবন্ননুশাধি ভৃত্যম্॥ ১৬ ॥

সঃ অহং মূঢ়মতিঃ ( মোহিতচিত্তঃ ) ত্বন্মায়য়া প্রকৃত্যা বিরচিতাত্মনি (বিরচিতে আত্মনি দেহে ) সানুবন্ধে ( পুত্রকলত্রাদিসহিতে ) মম অহম্ ইতি বিগাঢ়ঃ নিমগ্নঃ, ( আসক্তঃ )। ( অতঃ, হে ) ভগবন্! ভবতা নিগদিতং তৎ তু যথা অহম্ অঞ্জসা ( সুখেন ) সংসাধয়ামি ( তথা ) ভৃত্যম্ অনুশাধি ( শিক্ষয় ) ॥ ১৬ ॥

আপনি আমাকে ত্যাগ উপদেশ করিলেন, আমি কিন্তু মূঢ়মতি তোমার মায়া দ্বারা রচিত পুত্রকলত্রাদিসমেত এই দেহে আমি ও আমার এই বুদ্ধিতে নিমগ্ন রহিয়াছি। অতএব হে ভগবন্! আপনার উপদেশ যাহাতে আমি অনায়াসে সাধন করিতে পারি, এই ভৃত্যকে সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

সত্যস্য তে স্বদৃশ আত্মন আত্মনোঽন্যং
বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তব মায়য়েমে।
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো বহিরর্থভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

( হে ) ঈশ! সত্যস্য ( পরমার্থভূতস্য ) আত্মনঃ ( পরমাত্মনঃ ) বক্তারং স্বদৃশঃ ( স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানাৎ ) আত্মনঃ তে ( ত্বত্তঃ ) অন্যং বিবুধেষু অপি ন অনুচক্ষে ( পশ্যামি )। ব্রহ্মাদয়ঃ ইমে তনুভৃতঃ সর্ব্বে এব তব মায়য়া বিমোহিতধিয়ঃ বহিরর্থভাবাঃ ( চ ) ॥ ১৭ ॥

হে ঈশ! সত্যস্বরূপ পরমাত্মার বক্তা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান আত্মা যে তুমি তোমা হইতে অন্য কাহাকে দেবতাদিগের মধ্যেই দেখি না। ব্রহ্মাদি এই দেবতাগণ সকলেই তোমার মায়া দ্বারা বিমোহিতবুদ্ধি ও বাহ্যবিষয় সকলেই পরমার্থদৃষ্টি ॥ ১৭ ॥

তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।

নির্ব্বিণ্ণধীরহমু হ বৃজিনাভিতপ্তো
নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ ( হে ভগবন্ ! ) নির্ব্বিণ্ণধীঃ ( নির্বিণ্ণা সর্ব্বতো বিরক্তা ধীঃ যস্য সঃ ) বৃজিনাভিতপ্তঃ ( বৃজিনৈঃ দুঃখৈঃ অভিতপ্তঃ ) অহম্ হ অনবদ্যং ( মোহাদিদোষ-রহিতম্ ) অনন্তপারং ( ন অন্তঃ কালতঃ পারঃ চ দেশতঃ যস্য তং ) সর্ব্বজ্ঞম্ ঈশ্বরম্ অকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যং ( কালাদিভিঃ অকুণ্ঠঃ বিকুণ্ঠলোকঃ ধিষ্ণ্যং স্থানং যস্য তং ) নরসখং নারায়ণং ভবন্তং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

অতএব হে ভগবন্! আমি পাপে সন্তপ্ত ও নির্বিণ্ণমতি হইয়া অনবদ্য অনন্তপার সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অকুণ্ঠবিকুণ্ঠবাসী নরসখা নারায়ণ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান উবাচ ।

প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ( লোকতত্ত্বস্য পরমার্থস্য বিচক্ষণাঃ পরীক্ষকাঃ ) মনুজাঃ প্রায়েণ আত্মনা ( বিবেকবুদ্ধ্যা ) এব আত্মানম্ অশুভাশয়াৎ ( বিষয়বাসনাতঃ ) সমুদ্ধরন্তি হি ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন, ইহলোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণ মনুষ্য সকল প্রায়ই বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই আপনাকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

আত্মনঃ গুরুঃ আত্মা এব। পুরুষস্য ( তু ) বিশেষতঃ। যৎ ( যস্মাৎ ) অসৌ ( পুরুষঃ ) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়ঃ অনুবিন্দতে ॥ ২০ ॥

আত্মার গুরু আত্মাই। বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে। যে হেতু ঐ পুরুষ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন ॥ ২০ ।

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥ ২১ ॥

সাংখ্যযোগবিশারদাঃ ধীরাঃ পুরুষত্বে ( পুরুষদেহে ) চ সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতং মাং আবিস্তরাম্ ( অতিপ্রকটং ) প্রপশ্যন্তি ॥ ২১ ॥

সাংখ্যযোগবিশারদ ধীর ব্যক্তি সকল পুরুষদেহেই সর্ব্বশক্তিসমন্বিত আমাকে অতিপ্রকটরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া ॥ ২২ ॥

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদঃ তথা অপদঃ ( ইতি ) বহ্ব্যঃ পুরঃ সৃষ্টাঃ সন্তি। তাসাং ( মধ্যে ) পৌরুষী ( তনুঃ ) মে ( মম ) প্রিয়া ( ভবতি ) ॥ ২২ ॥

একপাদ দ্বিপাদ ত্রিপাদ চতুষ্পাদ বহুপাদ ও অপাদ প্রভৃতি বহুবিধ শরীরই সৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে মনুষ্যের শরীরই আমার প্রিয় ॥ ২২ ॥

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্ ।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥ ২৩ ॥

অত্র ( পৌরুষ্যাং পুরি ) যুক্তাঃ ( অপ্রমত্তাঃ জনাঃ ) অগ্রাহ্যং ( গ্রাহ্যেভ্যঃ অহঙ্কারাদিভ্যঃ ব্যতিরিক্তং ) মাং গৃহ্যমাণৈঃ গুণৈঃ ( বুদ্ধ্যাদিভিঃ ) হেতুভিঃ অদ্ধা ( সাক্ষাৎ তথা তৈঃ এব ) লিঙ্গৈঃ ( ব্যাপ্তিমুখেন ) অনুমানতঃ ঈশ্বরং ( প্রবর্ত্তকং ) মৃগয়ন্তি ( মৃগয়ন্তে ) ॥ ২৩ ॥

এই মনুষ্যশরীরে অপ্রমত্ত পুরুষ সকল গ্রাহ্য অহঙ্কারাদি হইতে ব্যতিরিক্ত আমাকে গৃহ্যমাণ গুণসমূহস্বরূপ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিরূপ হেতু সকল দ্বারা সাক্ষাৎ এবং ঐ সকল লিঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্তিমুখে অনুমানে প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥ ২৪ ॥

অত্র অপি অবধূতস্য অমিততেজসঃ ( পরমবিবেকিনঃ ) যদোঃ চ সংবাদং ( সংবাদরূপম্ ) ইমং ( বক্ষ্যমাণং ) পুরাতনম্ ইতিহাসং ( বৃদ্ধাঃ ) উদাহরন্তি ( দৃষ্টান্ততয়া বর্ণয়ন্তি ) ॥ ২৪ ॥

এই বিষয়ে অবধূতের ও পরমবিবেকী যদুর সংবাদরূপ এই বক্ষ্যমাণ পুরাতন ইতিহাস বৃদ্ধেরা দৃষ্টান্তস্বরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মবিৎ যদুঃ অকুতোভয়ং ( নির্ভয়ং ) চরন্তং ( বিচরন্তং ) কবিং ( বিবেকিনং ) তরুণম্ অবধূতম্ ( অভ্যঙ্গাদিসংস্কাররহিতং ) কঞ্চিৎ দ্বিজং নিরীক্ষ্য পপ্রচ্ছ ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মবেত্তা যদু নির্ভয়ে বিচরণকারী বিবেকী তরুণ অবধূত কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৫ ॥

যদুরুবাচ।

কুতো বুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্নকর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ ॥ ২৬ ॥

যদুঃ উবাচ। ( হে ) ব্রহ্মন্! অকর্ত্তুঃ ( কর্ম্মাণি অকুর্ব্বতঃ তব ) ইয়ং সুবিশারদা ( অতিনিপুণা ) বুদ্ধিঃ কুতঃ ( জাতা ), যাং ( বুদ্ধিম্ ) আসাদ্য ( প্রাপ্য ) ভবান্ বিদ্বান্ ( অপি ) বালবৎ লোকং চরতি ॥ ২৬ ॥

যদু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কর্ম্ম না করিয়াও তোমার এই অতিনিপুণ বুদ্ধি কোথা হইতে জন্মিল, যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনি বিদ্বান হইয়াও বালকের ন্যায় লোকে বিচরণ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

প্রায়ো ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ ॥ ২৭ ॥

প্রায়ঃ মানবাঃ আয়ুষঃ যশসঃ শ্রিয়ঃ হেতুনা এব ধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াং ( তত্তৎসাধনবিচারে ) চ সমীহন্তে ( প্রবর্ত্তন্তে ) ॥ ২৭ ॥

প্রায়ই মনুষ্য সকল আয়ু, যশ ও ঐশ্বর্য্যের নিমিত্তই ধর্ম্ম অর্থ ও কামে এবং তত্তৎসাধনবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগো মিতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ ॥ ২৮ ॥

ত্বং তু কল্পঃ ( সমর্থঃ ) কবিঃ ( জ্ঞানী ) দক্ষঃ ( নিপুণঃ ) সুভগঃ ( সুন্দরঃ ) মিতভাষণঃ ( মিতভাষী অপি ) জড়োন্মত্তপিশাচবৎ কিঞ্চিৎ ( অপি ) ন ঈহসে ( ইচ্ছসি, অতঃ ) ন কর্ত্তা ( ভবসি ) ॥ ২৮ ॥

তুমি কিন্তু সমর্থ জ্ঞানী নিপুণ সুন্দর ও মিতভাষী হইয়াও জড় উন্মত্ত ও পিশাচের ন্যায় কিছুই ইচ্ছা কর না, অতএব কর্ত্তা হও না ॥ ২৮ ॥

জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তো গঙ্গাম্ভস্থ ইব দ্বিপঃ ॥ ২৯ ॥

কামলোভদবাগ্নিনা জনেষু দহ্যমানেষু ( সৎসু ) অগ্নিনা যুক্তঃ গঙ্গাম্ভস্থঃ দ্বিপঃ ইব ( ত্বং ) ন তপ্যসে ॥ ২৯ ॥

কামলোভাদিরূপ দাবাগ্নি দ্বারা লোক সকল দহ্যমান হইলেও তদগ্নি দ্বারা সংযুক্ত গঙ্গাজলস্থ হস্তির ন্যায় তুমি উত্তপ্ত হইতেছ না ॥ ২৯ ॥

ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণম্‌।
ব্রূহি স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

( হে ) ব্রহ্মন্‌! স্পর্শবিহীনস্য ( বিষয়ভোগরহিতস্য ) কেবলাত্মনঃ ( কলত্রাদি-শূন্যস্য ) ভবতঃ আত্মনি আনন্দকারণং পৃচ্ছতাং নঃ ( অস্মাকং ) হি ত্বং ব্রূহি ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মন্‌! বিষয়ভোগরহিত কলত্রাদিশূন্য আপনার আত্মাতে আনন্দের কারণ, জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আমরা, আমাদিগকে তুমি বল ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যদুনৈবং মহাভাগো ব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা।
পৃষ্টঃ সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং নৃপম্‌ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্‌ উবাচ। ব্রহ্মণ্যেন ( ব্রাহ্মণভক্তেন ) সুমেধসা ( বুদ্ধিমতা ) যদুনা এবং সভাজিতঃ ( সংকৃতঃ ) পৃষ্টঃ ( চ ) মহাভাগঃ ( ভগবদুপাসনাদিতেজোযুক্তঃ দ্বিজঃ ) প্রশ্রয়াবনতং ( প্রশ্রয়েন বিনয়েন অবনতং ) নৃপং ( যদুং ) প্রাহ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। ব্রাহ্মণভক্ত বুদ্ধিমান যদু কর্ত্তৃক ঐরূপ সৎকৃত ও জিজ্ঞাসিত মহাভাগ ব্রাহ্মণ বিনয়াবনত যদু রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সন্তি মে গুরবো রাজন্‌ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্‌ শৃণু ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ। ( হে ) রাজন্‌! বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ ( বুদ্ধ্যা এব উপাশ্রিতাঃ স্বীকৃতাঃ ) মে ( মম ) বহবঃ গুরবঃ সন্তি, যতঃ ( যেভ্যঃ গুরুভ্যঃ ) বুদ্ধিম্‌ উপাদায় ( শিক্ষিত্বা ) মুক্তঃ ( সন্‌ ) ইহ ( ভূলোকে ) অটামি ( পর্য্যটামি ) তান্‌ ( গুরূন্‌ ) শৃণু ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্‌! বুদ্ধি দ্বারা স্বীকৃত আমার অনেক গুরু আছেন, যাঁহাদিগের নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্ত হইয়া এই ভূলোকে পর্য্যটন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ ॥ ৩৩ ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥ ৩৪ ॥

পৃথিবী বায়ুঃ আকাশম্ আপঃ অগ্নিঃ চন্দ্রমা রবিঃ কপোতঃ অজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গঃ মধুকৃৎ গজঃ মধুহা হরিণঃ মীনঃ পিঙ্গলা কুররঃ অর্ভকঃ কুমারী শরকৃৎ সর্পঃ উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহর্ত্তা, হরিণ, মৎস্য, পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা, কুরর নামক পক্ষী, শিশু, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, সর্প, উর্ণনাভি, সুপেশকৃৎ নামক কীট-বিশেষ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষা বৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥

( হে ) রাজন্! এতে চতুর্বিংশতিঃ গুরবঃ মে ( ময়া ) আশ্রিতাঃ ( বুদ্ধ্যা স্বীকৃতাঃ )। এতেষাং বৃত্তিভিঃ আত্মনঃ ( স্বস্য ) শিক্ষাঃ ( শিক্ষণীয়ান্ অর্থান্ হেয়োপাদেয়াদীন্ ) ইহ অন্বশিক্ষম্ ( অনুশিক্ষিতবান্ অস্মি ) ॥ ৩৫ ॥

হে রাজন! এই চতুর্বিংশতি গুরু আমি স্বীকার করিয়াছি। ইহাদিগের কার্য্য দ্বারা নিজের শিক্ষণীয় বিষয় সকল পৃথিবীতে শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

যতো যদনুশিক্ষামি যথা বা নহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৩৬ ॥

( হে ) নহুষাত্মজ! পুরুষব্যাঘ্র! যতঃ যথা বা যৎ অনুশিক্ষামি তৎ তথা তে কথয়ামি, নিবোধ ॥ ৩৬ ॥

হে নহুষাত্মজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহার নিকট হইতে অথবা যেরূপে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা সেইরূপে তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

ভূতৈরাক্রম্যমাণোঽপি ধীরো দৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতম্ ॥ ৩৭ ॥

ধীরঃ ( অনুদ্বিগ্নচিত্তঃ জনঃ ) দৈববশানুগৈঃ ( স্বপ্রারব্ধপ্রেরিতৈঃ ) ভূতৈঃ

(প্রাণিভিঃ) আক্রম্যমাণঃ (পীড্যমানঃ) অপি তদ্বিদান্ (ভূতানাং দৈববশবর্ত্তিত্বং জানন্ সন্) মার্গাৎ (ধর্ম্মমার্গাৎ) ন চলেৎ (ইতি ক্ষমারূপং) ক্ষিতেঃ (মার্গাদিরূপায়াঃ) ব্রতং (নিয়মম্) অন্বশিক্ষম্॥ ৩৭॥

ধীর ব্যক্তি দৈববশবর্ত্তী প্রাণিগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়াও ভূতবর্গের দৈববশবর্ত্তিতা জানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইবেন না, এই ক্ষমারূপ ক্ষিতির ব্রত শিক্ষা করিয়াছি॥ ৩৭॥

শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥ ৩৮॥

শশ্বৎ (সর্ব্বদা) পরার্থসর্ব্বেহঃ (পরার্থাঃ সর্ব্বাঃ ঈহাঃ যস্য সঃ) পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ (পরার্থে এব একান্ততঃ সম্ভবঃ জন্ম যস্য সঃ) সাধুঃ ভূভৃতঃ শিক্ষেত। তথা নগশিষ্যঃ (নগস্য বৃক্ষস্য শিষ্যঃ সন্) পরাত্মতাং (পরাধীনতাং শিক্ষেত)॥ ৩৮॥

সর্ব্বদা পরার্থে সকল চেষ্টা ও পরার্থে একান্তে জন্ম সাধু ব্যক্তি পর্ব্বতের নিকট হইতে শিক্ষা করিবেন। আর বৃক্ষের শিষ্য হইয়া পরাধীনতা শিক্ষা করিবেন॥ ৩৮॥

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥ ৩৯॥

জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত (নশ্যেৎ) বাঙ্মনঃ (যথা) ন অবকীর্য্যেত (বিক্ষিপ্যেত), মুনিঃ (তথা) প্রাণবৃত্ত্যা এব সন্তুষ্যেৎ ইন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ ন এব॥ ৩৯॥

জ্ঞান যেরূপে নষ্ট না হয়, এবং বাক্য ও মন যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, তদ্রূপে প্রাণবৃত্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হইবেন, ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয়ে আসক্ত হইবেন না॥ ৩৯॥

বিষয়েষ্বাবিশন্ যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিসজ্জেত বায়ুবৎ॥ ৪০॥

যোগী গুণদোষব্যপেতাত্মা (সুখদুঃখাদিচিন্তাশূন্যচিত্তঃ সন্) নানাধর্ম্মেষু (হেয়োপাদেয়নানাবিধরূপরসাদিধর্ম্মযুক্তেষু অপি) বিষয়েষু সর্ব্বতঃ আবিশন্ (তান্ ভুঞ্জানঃ অপি) বায়ুবৎ ন বিসজ্জেত (তত্র আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ)॥ ৪০॥

যোগী সুখদুঃখাদিচিন্তা পরিহার-পূর্ব্বক নানাপ্রকার বিষয়ে সর্ব্বথা আবিষ্ট হইয়াও বায়ুর ন্যায় তাহাতে আসক্ত হইবেন না॥ ৪০॥

পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদ্গুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক্॥ ৪১॥

আত্মদৃক্ (দেহাদিভিন্নাত্মদর্শী) যোগী পার্থিবেষু ইহ দেহেষু প্রবিষ্টঃ তদ্-গুণাশ্রয়ঃ (দেবমনুষ্যত্বস্থূলত্বকৃশত্বাদিদেহধর্মযোগিতয়া প্রতীয়মানঃ অপি) বায়ুঃ গন্ধৈঃ ইব গুণৈঃ ন যুজ্যতে॥ ৪১॥

আত্মদর্শী যোগী পার্থিব এই দেহ সকলে প্রবিষ্ট ও তদ্গুণাশ্রয় হইয়াও, বায়ু যেমন গন্ধ দ্বারা যুক্ত হয় না, তদ্রূপ গুণ দ্বারা যুক্ত হয়েন না॥ ৪১॥

অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু
ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো
মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥ ৪২॥

অন্তর্হিতঃ চ (দেহাস্থগতঃ অপি) মুনিঃ ব্রহ্মাত্মভাবেন (ব্রহ্মস্বরূপভাবনয়া) সমন্বয়েন (অধিষ্ঠানতয়া অনুগমনেন) ব্যাপ্ত্যা বিততস্য (সর্বগতস্য) আত্মনঃ অব্যবচ্ছেদম্ (অপরিচ্ছিন্নত্বম্) অসঙ্গম্ (অসঙ্গত্বং চ) নভস্ত্বং ভাবয়েৎ॥ ৪২॥

দেহান্তর্গত হইয়াও মুনি ব্রহ্মস্বরূপভাবনা দ্বারা অনুগতি ও ব্যাপ্তি দ্বারা সর্ব-গত আত্মার অপরিচ্ছিন্নত্ব ও অসঙ্গত্ব রূপ আকাশধর্ম্ম ভাবনা করিবেন॥ ৪২॥

তেজোঽবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
ন স্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান্॥ ৪৩॥

বায়ুনা ঈরিতৈঃ (প্রেরিতৈঃ) মেঘাদ্যৈঃ (যথা) নভঃ ন স্পৃশ্যতে, তদ্বৎ পুমান্ কালসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ) তেজোঽবন্নময়ৈঃ ভাবৈঃ দেহাদিভিঃ (ন লিপ্যতে)॥ ৪৩॥

বায়ু দ্বারা চালিত মেঘাদি দ্বারা যেমন আকাশ স্পৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ জীব কাল কর্তৃক সৃষ্ট গুণকার্য্য তেজোময় জলময় ও অন্নময় দেহাদি বস্তু দ্বারা লিপ্ত হয়েন না॥ ৪৩॥

স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃপ।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ॥ ৪৪॥

(হে) নৃপ! স্বচ্ছঃ (নির্ম্মলঃ) প্রকৃতিতঃ (স্বভাবতঃ) স্নিগ্ধঃ (স্নেহেন

উপকারকঃ) মাধুর্য্যঃ (মধুরতাসম্পন্নঃ) তীর্থভূঃ (তীর্থস্থানম্) অপাং মিত্রম্ (উদকতুল্যঃ) মুনিঃ ঈক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ পুনাতি ॥ ৪৪ ॥

হে রাজন! নির্ম্মল, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুরতাসম্পন্ন, তীর্থস্থান, উদকসদৃশ মুনিজন দর্শন স্পর্শন ও কীর্ত্তন দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ ॥ ৪৫ ॥

তেজস্বী তপসা দীপ্তঃ দুর্দ্ধর্ষঃ (অক্ষোভ্যঃ) উদরভাজনঃ (অপরিগ্রহঃ) যুক্তাত্মা (পরমেশ্বরধ্যানপরঃ) মুনিঃ সর্ব্বভক্ষঃ অপি অগ্নিবৎ মলম্ ন আদত্তে ॥ ৪৫ ॥

তেজস্বী, তপস্যা দ্বারা দীপ্ত, অক্ষোভ্য, পরিগ্রহশূন্য, পরমেশ্বরধ্যানপর মুনি সর্ব্বভক্ষ হইয়াও অগ্নির ন্যায় মল গ্রহণ করেন না ॥ ৪৫ ॥

ক্বচিচ্ছন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্ট উপাস্যঃ শ্রেয় ইচ্ছতাম্।
ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র দাতৄণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥

(অগ্নিঃ যথা) ক্বচিৎ (কাষ্ঠভস্মাদিষু) ছন্নঃ (ভবতি) ক্বচিৎ (চ কাষ্ঠাদিষু আরূঢ়ঃ) স্পষ্টঃ (ভবতি, তথা) শ্রেয়ঃ ইচ্ছতাম্ উপাস্যঃ (ভবতি), দাতৄণাং (হোমাদিকর্ত্তৄণাং) প্রাগুত্তরাশুভং (ভূতং ভবিষ্যৎ চ পাপং) দহন্ সর্ব্বত্র (হুতং) ভুঙ্‌ক্তে (চ তথা এব মুনিঃ অপি ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অগ্নি যেমন কোথাও আবৃত, কোথাও প্রকাশিত, এবং মঙ্গলেপ্সু ব্যক্তিদিগের উপাস্য হয়েন ও যাজ্ঞিকগণের ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপ দহন পূর্ব্বক হুত ভোজন করেন, তদ্রূপ মুনিও হইয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্ট ঈয়তে তত্তৎস্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ৪৭ ॥

বিভুঃ (পরমাত্মা) স্বমায়য়া সৃষ্টম্ ইদং সদসল্লক্ষণং (দেবতির্য্যগাদিশরীরং) প্রবিষ্টঃ (সন্) এধসি (কাষ্ঠে প্রবিষ্টঃ) অগ্নিঃ ইব তত্তৎস্বরূপঃ ঈয়তে (প্রতীয়তে) ॥ ৪৭ ॥

বিভু পরমাত্মা নিজ মায়া দ্বারা রচিত এই দেবতির্য্যগাদিরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট অগ্নির ন্যায় তত্তৎস্বরূপে প্রতীত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥ ৪৮ ॥

অব্যক্তবর্ত্মনা ( অলক্ষিতবেগেন ) কালেন চন্দ্রস্য কলানাম্ ইব দেহস্য এব বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তাঃ ভাবাঃ ( বিকারাঃ ভবন্তি ) ন ( তু ) আত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

অলক্ষিতবেগ কাল কর্ত্তৃক কৃত চন্দ্রের কলাসমূহের ন্যায় দেহেরই জন্মাদি মরণান্ত বিকার সকল ঘটিয়া থাকে, আত্মার নহে ॥ ৪৮ ॥

**কালেন হ্যোঘবেগেন ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ।**
**নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাম্ ॥ ৪৯॥**

ওঘবেগেন ( ওঘবৎ নদীপ্রবাহবৎ বেগো যস্য তেন ) কালেন অগ্নেঃ অর্চ্চিষাং যথা আত্মনঃ ( সম্বন্ধিনাং ) ভূতানাং ( দেহানাং ) প্রভবাপ্যয়ৌ ( উৎপত্তি-বিনাশৌ ) নিত্যৌ ( প্রতিক্ষণং ভবন্তৌ ) অপি ন দৃশ্যেতে ॥ ৪৯ ॥

নদীপ্রবাহের তুল্য বেগবিশিষ্ট কাল কর্ত্তৃক কৃত অগ্নির শিখার ন্যায় আত্ম-সম্বন্ধী দেহসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিক্ষণেই ঘটিলেও দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৯ ॥

**গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।**
**ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গা ইব গোপতিঃ ॥ ৫০ ॥**

গোপতিঃ ( সূর্য্যঃ ) গোভিঃ ( রশ্মিভিঃ ) গাঃ ( জলানি ) ইব যোগী যথা-কালং গুণৈঃ ( ইন্দ্রিয়ৈঃ ) গুণান্ ( শব্দাদিবিষয়ান্ ) উপাদত্তে ( স্বীকরোতি ) বিমুঞ্চতি ( দদাতি চ ) তেষু ন যুজ্যতে ॥ ৫০ ॥

সূর্য্য যেমন যথাকালে রশ্মি দ্বারা জল গ্রহণ এবং ত্যাগ করেন, যোগীও তদ্রূপ যথাকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি বিষয় সকলকে গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ সকলে আসক্ত হয়েন না ॥ ৫০ ॥

**বুধ্যতে স্বে ন ভেদেন ব্যক্তিস্থ ইব তদ্গতঃ।**
**লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ ॥ ৫১ ॥**

স্বে (স্বস্বরূপে) অবস্থিতঃ আত্মা অর্কবৎ স্থূলমতিভিঃ ভেদেন ন বুধ্যতে, ব্যক্তিস্থঃ ( উপাধৌ প্রতিবিম্বিতঃ) চ তদ্গতঃ (উপাধিপ্রবিষ্টঃ) ইব (ভেদেন) লক্ষ্যতে ॥ ৫১ ॥

স্বস্বরূপে অবস্থিত আত্মা সূর্য্যের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন না, কিন্তু উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাতে প্রবিষ্টের ন্যায় ভিন্নরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

**নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।**
**কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥ ৫২ ॥**

ক অপি কেনচিৎ অতিস্নেহঃ (অতিপ্রীতিঃ) প্রসঙ্গ (লালনাভ্যাসক্তিঃ) বা ন কর্ত্তব্যঃ। কুর্ব্বান্ (সন্) দীনধীঃ (বিবেকহীনঃ) কপোতঃ ইব সন্তাপং বিন্দেত ॥ ৫২ ॥

কোন স্থানে কাহারও সহিত অতিশয় স্নেহ বা আসক্তি কর্ত্তব্য হয় না। করিলে, দীনবুদ্ধি কপোতের স্থায় সন্তাপ ভোগ করিতে হয় ॥ ৫২ ॥

কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়ো বনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ ॥ ৫৩ ॥

কশ্চন কপোতঃ অরণ্যে বনস্পতৌ কৃতনীড়ঃ (নির্ম্মিতকুলায়ঃ সন্) কপোত্যা ভার্য্যায়া সার্দ্ধং কতিচিৎ সমাঃ উবাস ॥ ৫৩ ॥

কোন কপোত অরণ্যে বনস্পতিতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া কপোতী ভার্য্যার সহিত কয়েক বৎসর বাস করিল ॥ ৫৩ ॥

কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্ম্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ ॥ ৫৪ ॥

স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ (স্নেহেন গুণিতং বদ্ধং হৃদয়ং যয়োঃ তৌ) গৃহধর্ম্মিণৌ (মৈথুন্যসুখনিরতৌ) কপোতৌ (কপোতঃ কপোতী চ) দৃষ্ট্যা দৃষ্টিম্ অঙ্গেন অঙ্গং বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং ববন্ধতুঃ (সংযোজিতবন্তৌ) ॥ ৫৪ ॥

স্নেহবদ্ধহৃদয় মৈথুন্যসুখনিরত কপোত ও কপোতী দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টিকে অঙ্গ দ্বারা অঙ্গকে ও বুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযোজিত করিয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

শয্যাসনাটনস্থানবার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকম্।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌ চেরতুর্বনরাজিষু ॥ ৫৫ ॥

বিশ্রব্ধৌ (মরণশঙ্কারহিতৌ তৌ) মিথুনীভূয় বনরাজিষু শয্যাসনাটনস্থান-বার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকং চেরতুঃ (কৃতবন্তৌ) ॥ ৫৫ ॥

মরণশঙ্কারহিত সেই কপোতযুগল উভয়ে মিলিয়া বনরাজিতে শয়ন উপবেশন ভ্রমণ অবস্থান আলাপ ক্রীড়া ভোজনাদি করিয়া বিচরণ করিত ॥ ৫৫ ॥

যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।
তং তং সমানয়ৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫৬॥

(হে) রাজন্! সা কপোতী তর্পয়ন্তী (সহাসবীক্ষিতালাপাদিভিঃ প্রীণয়ন্তী

অতএব তেন ) অনুকম্পিতা (সতী) যং যং বাঞ্ছতি, অজিতেন্দ্রিয়ঃ ( সঃ কপোতঃ ) কৃচ্ছ্রেণ অপি তং তং কামং সমানয়ৎ ( সম্পাদয়ামাস ) ॥ ৫৬ ॥

হে রাজন্! সেই কপোতী কপোতকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎকর্ত্তৃক অনুকম্পিত হইয়া যে যে বাঞ্ছা করিত, অজিতেন্দ্রিয় সেই কপোত কষ্টসাধ্য হইলেও সেই সেই অভিলাষ সম্পাদন করিত ॥ ৫৬ ॥

কপোতী প্রথমং গর্ব্ভং গৃহ্নতী কাল আগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী ॥ ৫৭ ॥

প্রথমং গর্ব্ভং গৃহ্নতী সতী কপোতী কালে ( প্রসূতিকালে ) আগতে ( সতি ) নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ অণ্ডানি সুষুবে ॥ ৫৭ ॥

প্রথম গর্ব্ভ ধারণ করিয়া কপোতী প্রসূতিকাল উপস্থিত হইলে, আপনাদিগের কুলায়মধ্যে নিজ পতির সন্নিধানে অণ্ড সকল প্রসব করিল ॥ ৫৭ ॥

তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বা হরেঃ।
শক্তিভির্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ॥ ৫৮ ॥

তেষু ( অণ্ডেষু ) হরেঃ দুর্বিভাব্যাভিঃ ( অবিতর্ক্যাভিঃ ) শক্তিভিঃ রচিতাবয়বাঃ ( রচিতাঃ অবয়বাঃ যেসাং তে ) কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ ( কোমলানি অঙ্গানি তনূরুহাঃ রোমাণি চ যেষাং তে শিশবঃ ) কালে (তৎপরিপাককালে) ব্যজায়ন্ত ॥৫৮

ঐ অণ্ডসমূহে হরির অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা উৎপন্নাবয়ব কোমল অঙ্গ ও পক্ষ বিশিষ্ট শাবক সকল কালে উৎপন্ন হইল ॥ ৫৮ ॥

প্রজাঃ পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ।
শৃণ্বন্তৌ কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ ॥৫৯॥

তাসাং ( প্রজানাং ) কূজিতং শৃণ্বন্তৌ কলভাষিতৈঃ ( মধুরস্বরৈঃ ) নির্বৃতৌ ( সুখিনৌ ) প্রীতৌ দম্পতী প্রজাঃ পুপুষতুঃ ॥ ৫৯ ॥

ঐ শাবকদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং মধুরস্বনে সুখী হইয়া প্রীত সেই কপোতযুগল তাহাদিগকে লালন পালন করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈর্মুখচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদ্গমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ ॥ ৬০ ॥

অদীনানাং ( হৃষ্টানাং ) তাসাং ( প্রজানাং ) সুস্পর্শৈঃ ( সুখস্পর্শৈঃ ) পতত্রৈঃ কূজিতৈঃ মুখচেষ্টিতৈঃ প্রত্যুদগমৈঃ ( চ ) পিতরৌ মুদম আপতুঃ ॥ ৬০ ॥

হৃষ্ট সেই শাবকগণের সুখস্পর্শ, পক্ষ দ্বারা, শব্দ দ্বারা, মুখভঙ্গী দ্বারা ও প্রত্যুদ্গমন দ্বারা পিতা ও মাতা আনন্দ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

স্নেহানুবদ্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া।
বিমোহিতৌ দীনধিয়ৌ শিশূন্ পুপুষতুঃ প্রজাঃ ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণুমায়য়া বিমোহিতৌ অন্যোন্যং স্নেহানুবদ্ধহৃদয়ৌ দীনধিয়ৌ (তৎপোষণ-প্রবণতয়াকুলচিত্তৌ তৌ দম্পতী) শিশূন্ (বালান্) প্রজাঃ (পুত্রান্) পুপুষতুঃ ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত পরস্পর স্নেহানুবদ্ধহৃদয় সন্তানপালনে আকুলচিত্ত সেই দম্পতী শিশুসন্তানদিগকে পোষণ করিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

একদা জগ্মতুস্তাসামশনার্থং কুটুম্বিনৌ।
পিতরৌ কাননে তস্মিন্নর্থিনৌ চেরতুশ্চিরম্ ॥ ৬২ ॥

একদা কুটুম্বিনৌ পিতরৌ তাসাং (প্রজানাম্) অশনার্থং জগ্মতুঃ অর্থিনৌ (সন্তৌ) তস্মিন্ কাননে চিরং চেরতুঃ (চ) ॥ ৬২ ॥

একদা কুটুম্ববিশিষ্ট সেই কপোত ও কপোতী শাবকদিগের আহারের জন্য বহির্গত হইল এবং তৎকামনায় সেই কাননে অনেকক্ষণ বিচরণ করিতে লাগিল ॥৬২

দৃষ্ট্বা তান্ লুব্ধকঃ কশ্চিদ্‌যদৃচ্ছাতো বনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তি[illegible] ৬৩ ॥

কশ্চিৎ লুব্ধকঃ যদৃচ্ছাতঃ বনেচরঃ স্বালয়ান্তিকে (স্বনীড়সন্নিধৌ) চরতঃ তান্ (কপোতশিশূন্) দৃষ্ট্বা জালম্ আতত্য জগৃহে ॥ ৬৩ ॥

এদিকে এক ব্যাধ যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করিতে করিতে নিজের কুলায় সমীপে চরমাণ কপোতশাবকদিগকে অবলোকন করিয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিল ॥ ৬৩ ॥

কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সমুৎসুকৌ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রজাপোষে সমুৎসুকৌ (অতঃ তদাহারার্থং) গতৌ কপোতঃ চ কপোতী চ পোষণম্ আদায় স্বনীড়ম্ উপজগ্মতুঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রজাপোষণে সমুৎসুক অতএব তাহাদিগের আহারার্থ গত সেই কপোত ও কপোতী আহার লইয়া আপনাদিগের কুলায়ে গমন করিল ॥ ৬৪ ॥

কপোতী স্বাত্মজান্ বীক্ষ্য বালকান্ জালসংবৃতান্।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতো ভৃশদুঃখিতা ॥ ৬৫॥

কপোতী স্বাত্মজান্ বালকান্ জালসংবৃতান্ ( অতএব ) ক্রোশতঃ বীক্ষ্য ভৃশ-দুঃখিতা ( সতী স্বয়ম্ অপি ) ক্রোশন্তী তান্ অভ্যধাবৎ ॥ ৬৫ ॥

কপোতী নিজ শিশুদিগকে জালবদ্ধ অতএব রোদন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বয়ংও রোদন করিতে করিতে তাহাদিগের নিকট গমন করিল ॥ ৬৫॥

সাসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান্ পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

অজমায়য়া অসকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তা ( অতএব ) অপস্মৃতিঃ সা কপোতী (তান্) বদ্ধান্ পশ্যন্তী (অপি) স্বয়ং চ শিচা (জালেন) আবধ্যত (আপতৎ) ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভগবানের মায়ায় পুনঃ পুনঃ স্নেহবদ্ধ দীনচিত্ত অতএব ভ্রষ্টস্মৃতি সেই কপোতী শাবকদিগকে বদ্ধ দেখিয়াও স্বয়ংও জালে পতিত হইল ॥ ৬৬ ॥

কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽভ্যধিকান্ প্রিয়ান্।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৬৭ ॥

কপোতঃ ( তু ) আত্মনঃ অভ্যধিকান্ প্রিয়ান্ আত্মজান্ বদ্ধান্ ( তথা ) আত্মসমাং দীনাং ভার্য্যাং চ ( বদ্ধাং বীক্ষ্য ) অতিদুঃখিতঃ ( সন্ ) বিললাপ ( শুশোচ ) ॥ ৬৭ ॥

কপোতও আপনার শরীব হইতেও অধিক প্রিয় নিজ শাবকদিগকে এবং আত্মসমা দীন ভার্য্যাকে বদ্ধ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকো হতঃ ॥ ৬৮ ॥

অতৃপ্তস্য অকৃতার্থস্য অল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ মে ( মম ) ত্রৈবর্গিকঃ গৃহঃ হতঃ ( ইতি ) অপায়ং ( নাশং ) পশ্যত ॥ ৬৮ ॥

সুখে অতৃপ্ত অকৃতার্থ অল্পপুণ্য দুর্ম্মতি আমার ত্রৈবর্গিক গৃহাশ্রম নষ্ট হইল, আমার এই নাশ দেখ ॥ ৬৮ ॥

অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্যাতি সাধুভিঃ ॥৬৯॥

যস্ত মে ( মম ) পতিদেবতা অনুকূলা অনুরূপা চ ( ভার্য্যা ) শূন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য সাধুভিঃ পুত্রৈঃ ( সহ ) স্বঃ ( স্বর্গং ) যাতি ॥ ৬৯ ॥

যে আমার পতিদেবতা অনুকূলা ও অনুরূপা ভার্য্যা শূন্যগৃহে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সাধু পুত্রদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিতেছে ॥ ৬৯ ॥

সোঽহং শূন্যগৃহে দীনো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরো দুঃখজীবিতঃ ॥ ৭০ ॥

দীনঃ মৃতদারঃ মৃতপ্রজঃ বিধুরঃ দুঃখজীবিতঃ সঃ অহং কিমর্থং বা শূন্য-গৃহে জিজীবিষে ( জীবিতুম্ ইচ্ছামি ) ॥ ৭০ ॥

দীন মৃতভার্য্য মৃতপ্রজ বিধুর দুঃখজীবিত সেই আমি কি নিমিত্তই বা শূন্য-গৃহে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৭০ ॥

তাংস্তথৈবাবৃতান্ শিগ্‌ভির্মৃত্যুগ্রস্তান্ বিচেষ্টতঃ।
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥ ৭১ ॥

তথৈব ( বিলপন্ ) অবুধঃ কৃপণঃ ( সঃ কপোতঃ ) শিগ্‌ভিঃ ( জালৈঃ ) আবৃতান্ মৃত্যুগ্রস্তান্ ( আরব্ধমরণান্ ) তান্ পশ্যন্ অপি স্বয়ং চ শিক্ষু অপতৎ ॥ ৭১ ॥

এইরূপে বিলাপ করিয়া অজ্ঞ মোহাসক্ত সেই কপোত জালে আবৃত মৃত্যু-গ্রস্ত সেই শাবক ও ভার্য্যাকে দেখিয়াও স্বয়ংও জালে পতিত হইল ॥ ৭১ ॥

তং লব্ধ্বা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনম্।
কপোতকান্ কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ॥ ৭২ ॥

ক্রূরঃ লুব্ধকঃ ( ব্যাধঃ ) গৃহমেধিনং তং কপোতং কপোতকান্ কপোতীং চ লব্ধ্বা সিদ্ধার্থঃ ( সিদ্ধপ্রয়োজনঃ সন্ ) গৃহং প্রযযৌ ॥ ৭২ ॥

নিষ্ঠুর ব্যাধ সেই গৃহমেধী কপোতকে কপোতশিশুদিগকে ও কপোতীকে লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ হইয়া গৃহে গমন করিল ॥ ৭২ ॥

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥ ৭৩ ॥

এবং পতত্রিবৎ দ্বন্দ্বারামঃ কৃপণঃ অশান্তাত্মা কুটুম্বী কুটুম্বং পুষ্ণন্ সানুবন্ধঃ ( পুত্রকলত্রাদিসহিতঃ ) অবসীদতি ( দুঃখেন বিনশ্যতি ) ॥ ৭৩ ॥

এইরূপ পক্ষীর ন্যায় সুখদুঃখাদিরত বিষয়াসক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত কুটুম্বসম্পন্ন

কুটুম্বের পোষণে নিযুক্ত হইয়া পুত্রকলাদির সহিত দুঃখে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গ্রহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥ ৭৪ ॥

অপাবৃতং ( নিরাবরণং ) মুক্তিদ্বারং মানুষং লোকং প্রাপ্য যঃ খগবৎ গৃহেষু সক্তঃ ( ভবতি ) তম্ আরূঢ়চ্যুতং ( শ্রেয়োমার্গসোপানম্ আরুহ্য চ্যুতং ) বিদুঃ ॥৭৪॥

অনাবৃত মুক্তিদ্বার স্বরূপ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াও যিনি এই কপোতের ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়েন, তাঁহাকে মঙ্গলের সোপানে আরোহণ করিয়া পতিত জানিতে হইবে ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে
জীবন্মুক্তিনিরূপণপ্রকরণে অষ্টগুরুশিক্ষা-
নিরূপণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

# অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব বা।
দেহিনাং যদ্‌যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্‌বুধঃ ॥ ১ ॥

(হে) রাজন্! দেহিনাং যৎ ঐন্দ্রিয়কং সুখং তৎ দুঃখং যথা (ইব) স্বর্গে নরকে বা (চ ভবতি) এব তস্মাৎ বুধঃ তৎ ন ইচ্ছেত ॥ ১ ॥

হে রাজন্! দেহীদিগের যে ইন্দ্রিয়জন্য সুখ তাহা দুঃখের ন্যায় স্বর্গে ও নরকেও অবশ্যই হইয়া থাকে, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা ইচ্ছা করিবেন না ॥ ১ ॥

হে রাজন্! দেহীগণের ইন্দ্রিয়প্রভব সুখ যেমন স্বর্গেও হইয়া থাকে, তেমনি নরকেও হইয়া থাকে। শূকরাদি নারকী যোনিতেও পুত্রকলত্রাদিসম্বন্ধীয় সুখ দৃষ্ট হয়। ঐ সুখ আবার প্রারব্ধবশে অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ যেমন জীবের অবশ্যম্ভাবী, সুখও তদ্রূপ। প্রারব্ধ সত্ত্বে সুখদুঃখের ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে। আর তদভাবে শত চেষ্টাতেও সুখ বা দুঃখ আনয়ন করা যায় না। অতএব বিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখকে প্রারব্ধের অধীন জানিয়া, তাহা কখনই ইচ্ছা করিবেন না ॥ ১ ॥

গ্রাসন্তু মিষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

তু (কিন্তু) অক্রিয়ঃ (উদাসীনঃ) আজগরঃ (অজগরবৃত্তিঃ চ সন্) যদৃচ্ছয়া (দৈবাৎ) এব আপতিতং (লব্ধং) গ্রাসং মিষ্টং বিরসং মহান্তম্ (উদরপূর্ত্তি-পর্য্যাপ্তং) স্তোকম্ (অল্পম্) এব বা গ্রসেৎ (অশ্নাৎ) ॥ ২ ॥

কিন্তু উদাসীন ও অজগরবৃত্তি হইয়া দৈববশে লব্ধ অন্ন মিষ্টই হউক বা বিরসই হউক, আর অধিকই হউক বা অল্পই হউক, ভোজন করিবে ॥ ২ ॥

শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোঽনুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদ্‌গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥ ৩ ॥

যদি (যদৃচ্ছাতঃ) গ্রাসঃ ন উপনয়েৎ (আগচ্ছেৎ তদা অপি) মহাহিঃ (অজগরঃ) ইব দিষ্টভুক্ (আহারপ্রতিবন্ধকং প্রারব্ধম্ এব অনুভবন্) নিরাহারঃ অনুপক্রমঃ (নিরুদ্যমঃ এব) ভূরীণি (বহূনি) অহানি (তূষ্ণীং) শয়ীত ॥ ৩ ॥

যদি যদৃচ্ছাক্রমে আহার উপস্থিত না হয়, তাহা হইলেও, অজগরের ন্যায় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অনাহারে নিরুদ্যমে অনেক দিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবে ॥ ৩ ॥

ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্ম্মকম্।
শয়ানো বীতনিদ্রশ্চ নেহেতৈন্দ্রিয়বানপি ॥ ৪ ॥

ওজঃসহোবলযুতম্ ( ওজঃ ইন্দ্রিয়সামর্থ্যং সহঃ মনঃসামর্থ্যং বলং শরীর-সামর্থ্যং তদ্‌যুতম্ অপি ) অকর্ম্মকং ( নির্ব্যাপারম্ এবং ) দেহং বিভ্রৎ ( বিভ্রাণঃ ) শয়ানঃ ( এব ভবেৎ )। বীতনিদ্রঃ ( স্বার্থে অদত্তদৃষ্টিঃ পরমাত্মচিন্তাপরঃ ) চ ( ভবেৎ )। ইন্দ্রিয়বান্ অপি ন ঈহেত (দর্শনাদিব্যাপারপরঃ চ ন ভবেৎ) ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়সামর্থ্য মনঃসামর্থ্য ও শরীরসামর্থ্য সত্ত্বেও কোন কর্ম্ম না করিয়া শয়ন করিয়া থাকিবে। স্বার্থে দৃষ্টিরহিত হইয়া পরমাত্মচিন্তায় নিযুক্ত হইবে। এবং ইন্দ্রিয়সত্ত্বেও দর্শনাদিব্যাপারে বিরত থাকিবে ॥ ৪ ॥

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ ॥ ৫ ॥

মুনিঃ স্তিমিতোদঃ ( নিশ্চলোদকঃ ) অর্ণবঃ ইব প্রসন্নগম্ভীরঃ ( বহিঃ প্রসন্নঃ অন্তঃ চ গম্ভীরঃ ) দুর্বিগাহঃ ( এবংভূতঃ ইতি পরিকলয়িতুম্ অশক্যঃ ) দুরত্যয়ঃ ( অনতিক্রমণীয়ঃ ) অনন্তপারঃ ( কালতঃ দেশতঃ চ অপরিচ্ছেদ্যঃ ) অক্ষোভ্যঃ ( অবিকার্য্যঃ ) হি ভবেৎ ॥ ৫ ॥

মুনি নিশ্চলোদক সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন ও অন্তরে গম্ভীর দুর্বিগাহ্য অনতিক্রমণীয় অপরিচ্ছেদ্য এবং অক্ষোভ্য হইবেন ॥ ৫ ॥

সমৃদ্ধকামো হীনো বা নারায়ণপরো মুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ ॥ ৬ ॥

নারায়ণপরঃ মুনিঃ সরিদ্ভিঃ সাগরঃ ইব সমৃদ্ধকামঃ হীনঃ বা ন উৎসর্পেত ন শুষ্যেত ॥ ৬ ॥

নারায়ণপরায়ণ মুনি বর্ষাকালে নদী সকলের সংযোগে সাগরের ন্যায় সমৃদ্ধকাম বা হীনকাম হইলেও প্রবৃদ্ধ বা শুষ্ক হইবেন না ॥ ৬ ॥

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৭ ॥

দেবমায়াং ( দেবস্য ভগবতঃ মায়ারূপাং ) স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তদ্ভাবৈঃ ( তস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ ভাবৈঃ বিভ্রমাদিভিঃ ) প্রলোভিতঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ ( জনঃ ) অগ্নৌ পতঙ্গবৎ অন্ধে তমসি ( নরকে ) পততি ॥ ৭ ॥

ভগবানের মায়ারূপা স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার বিভ্রমাদি দ্বারা প্রলোভিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধকারময় নরকে পতিত হয়েন ॥ ৭ ॥

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি-
দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূর্খঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা
পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥ ৮ ॥

নষ্টদৃষ্টিঃ মূর্খঃ ( জনঃ ) মায়ারচিতেষু যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু উপভোগবুদ্ধ্যা প্রলোভিতাত্মা ( সন্ ) পতঙ্গবৎ নশ্যতি হি ॥ ৮ ॥

নষ্টদৃষ্টি মূর্খ ব্যক্তি মায়ারচিত যোষিৎ হিরণ্য আভরণ ও বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য সকলে উপভোগবুদ্ধিতে আসক্তচিত্ত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় নষ্ট হয়েন ॥ ৮ ॥

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্গ্রাসং দেহো বর্ত্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ ॥ ৯ ॥

মুনিঃ যাবতা দেহঃ বর্ত্তেত তাবন্তম্ এব গ্রাসং স্তোকং স্তোকং গ্রসেৎ। ( তত্র অপি ) গৃহান ( গৃহস্থান্ ) অহিংসন্ ( অপীড়য়ন্ ) মাধুকরীং বৃত্তিম্ আতিষ্ঠেৎ ( আশ্রয়েৎ ) ॥ ৯ ॥

মুনি যতটুকু হইলে দেহরক্ষা হয়, ততটুকু আহার অল্পে অল্পে গ্রহণ করিবেন। ঐ আহারও আবার গৃহস্থদিগকে পীড়া না দিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ ॥ ১০ ॥

ষট্পদঃ পুষ্পেভ্যঃ ইব কুশলঃ নরঃ অণুভ্যঃ চ মহদ্ভ্যঃ চ সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ ) সারম্ আদদ্যাৎ ॥ ১০ ॥

ভ্রমর যেমন পুষ্প সকল হইতে মধু আহরণ করে, বিবেকী ব্যক্তিও তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন ॥ ১০ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ভিক্ষিতম্ (অন্নং) ন সংগৃহ্ণীত, কিন্তু পাণিপাত্রঃ (পাণিঃ এব পাত্রং যস্য সঃ) উদরামত্রঃ (উদরম্ এব অমত্রম্ অন্ননিধানপাত্রং যস্য সঃ ভবেৎ), মক্ষিকা ইব সংগ্রহী ন (ভবেৎ) ॥ ১১ ॥

ইহা সায়ংকালে ভোজনের জন্য, ইহা পরদিবসে ভোজনের জন্য, এইরূপে ভিক্ষালব্ধ অন্ন সংগ্রহ করিবে না, কিন্তু পাণিপাত্র ও উদরপাত্র হইবে, মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহী হইবে না ॥ ১১ ॥

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ণন্ সহ তেন বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

ভিক্ষুকঃ সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত। সংগৃহ্ণন্ মক্ষিকা ইব তেন (সংগৃহীতেন) সহ বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

ভিক্ষুক ব্যক্তি সায়ংকালের বা পরদিনের নিমিত্ত সংগ্রহ করিবেন না। সংগ্রহ করিয়া মক্ষিকার ন্যায় ঐ সংগৃহীত অন্নের সহিত বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্ন স্পৃশেদ্দারবীমপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গসঙ্গতঃ ॥ ১৩ ॥

ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) দারবীং (কাষ্ঠনির্ম্মিতাম্) অপি যুবতীং পদা (পাদেন) অপি ন স্পৃশেৎ। স্পৃশন্ (সৃ) করিণ্যাঃ অঙ্গসঙ্গতঃ (মোহিতঃ) করী (হস্তী) ইব বধ্যেত ॥ ১৩ ॥

সন্ন্যাসী ব্যক্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত যুবতীকেও পদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। স্পর্শ করিয়া করিণীর অঙ্গসঙ্গে মোহিত করীর ন্যায় বন্ধন পাইতে হয় ॥ ১৩ ॥

নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ স হন্যেত গজৈরন্যৈর্গজো যথা ॥ ১৪ ॥

প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী) কর্হিচিৎ (কদাপি) আত্মনঃ মৃত্যুং (মৃত্যুস্বরূপাং) স্ত্রিয়ং ন অধিগচ্ছেৎ (ন উপগচ্ছেৎ, ভোগ্যবুদ্ধ্যা তদাসক্তঃ ন ভবেৎ)। (আসক্তঃ চেৎ) সঃ গজঃ যথা (ইব) বলাধিকৈঃ অন্যৈঃ গজৈঃ হন্যেত ॥ ১৪ ॥

বিবেকী ব্যক্তি কখনই আপনার মৃত্যুস্বরূপ স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না। আসক্ত হইলে, সেই ব্যক্তি গজের ন্যায় বলাধিক অন্য গজ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন ॥ ১৪ ॥

ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু ॥ ১৫ ॥

লুব্ধৈঃ দুঃখসঞ্চিতং ন দেয়ং ন উপভোগ্যং চ ( যৎ ধনং ) তৎ চ অন্যঃ ভুঙ্‌ক্তে। মধুহা মধু ইব তৎ অপি অর্থবিৎ ( অন্যঃ আকৃষ্য ভুঙ্‌ক্তে ) ॥ ১৫ ॥

লুব্ধ ব্যক্তিরা অন্যকে না দিয়া এবং নিজেও ভোগ না করিয়া যে ধন দুঃখে সঞ্চয় করে, তাহা অন্যে ভোগ করিয়া থাকে। মধুসংগ্রহকারী ব্যক্তি যেমন মধুমক্ষিকা কর্ত্তৃক সঞ্চিত মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ অর্থবেত্তা ব্যক্তিরাও সেই লুব্ধের সঞ্চিত ধন গ্রহণ ও ভোগ করে ॥ ১৫ ॥

সুদুঃখোপার্জ্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৬ ॥

সুদুঃখোপার্জ্জিতৈঃ বিত্তৈঃ গৃহাশিষঃ বিষয়ভোগসুখানি আশাসানাম্ ( আশাসানানাং কাময়মানানাং ) গৃহমেধিনাং ( গৃহস্থানাং ভোগান্ ) যতিঃ মধুহা ইব অগ্রতঃ ভুঙ্‌ক্তে বৈ ॥ ১৬ ॥

অতি কষ্টে উপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা বিষয়সুখ ভোগ করিতে অভিলাষী গৃহস্থদিগের ভোগ সকল যতি ব্যক্তি মধুসংগ্রহকারীর ন্যায় অগ্রেই ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াৎ যতির্বনচরঃ ক্বচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্‌বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥ ১৭ ॥

বনচরঃ যতিঃ ক্বচিৎ ( কদাপি ) গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াৎ ( ইতি ) মৃগয়োঃ ( লুব্ধকস্য ) গীতমোহিতাৎ ( অতএব ) বদ্ধাৎ হরিণাৎ শিক্ষেত ॥ ১৭ ॥

বনচর যতি কখনই গ্রাম্যগীত শ্রবণ করিবেন না, ইহা, ব্যাধের গীত দ্বারা মোহিত, অতএব বদ্ধ হরিণ হইতে শিক্ষা করিবে ॥ ১৭ ॥

নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাম্।
আসাং ক্রীড়নকো বশ্য ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগীসুতঃ ॥ ১৮ ॥

গ্রাম্যাণি যোষিতাং নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ মৃগীসুতঃ ঋষ্যশৃঙ্গঃ ( ঋষিঃ ) আসাং বশ্যঃ ক্রীড়নকঃ ( বভূব ) ॥ ১৮ ॥

স্ত্রীদিগের গ্রাম্য নৃত্য বাদ্য ও গীত সেবা করিয়া মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, উহাদিগের ক্রীড়নকের ন্যায় বশতাপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ।

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা ॥ ১৯ ॥

অসদ্বুদ্ধিঃ জনঃ অতিপ্রমাথিন্যা ( অতিক্ষোভিকয়া ) জিহ্বয়া ( করণভূতয়া ) রসবিমোহিতঃ ( সন্ ) বড়িশৈঃ ( আমিষলিপ্তৈঃ লোহকণ্টকৈঃ ) মীনঃ তু যথা ( তথা ) মৃত্যুম্ ঋচ্ছতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ১৯ ॥

অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি দুর্জ্জয় জিহ্বা দ্বারা রসবিমোহিত হইয়া বড়িশ দ্বারা মৎস্যের ন্যায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারা মনীষিণঃ।
বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥

মনীষিণঃ ( ধীরাঃ পুরুষাঃ ) নিরাহারাঃ ( সন্তঃ ) রসনং বর্জ্জয়িত্বা ইন্দ্রিয়াণি আশু জয়ন্তি। তৎ তু ( রসনং ) নিরন্নস্য ( জনস্য ) বর্দ্ধতে ॥ ২০ ॥

ধীর ব্যক্তি সকল আহার গ্রহণ না করিয়া রসাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে আশু জয় করিয়া থাকেন। ঐ রসনা কিন্তু অনাহারী ব্যক্তির সম্বন্ধে বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥ ২১ ॥

যাবৎ রসনং ন জয়েৎ তাবৎ বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ ন স্যাৎ। রসে জিতে সর্ব্বং জিতং ( স্যাৎ ) ॥ ২১ ॥

যাবৎ রসনাকে জয় না করা হয়, তাবৎ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিয়াও পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। রস জয় হইলেই সকল জয় হয় ॥ ২১ ॥

পিঙ্গলা নাম বেশ্যাসীদ্বিদেহনগরে পুরা।
তস্যা মে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন ॥ ২২ ॥

পুরা বিদেহনগরে পিঙ্গলা নাম বেশ্যা আসীৎ। ( হে ) নৃপনন্দন! তস্যাঃ মে ( ময়া ) শিক্ষিতং কিঞ্চিৎ নিবোধ ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বকালে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। হে নৃপনন্দন! তাহার নিকট হইতে আমি যে কিছু শিক্ষা করিয়াছি, তুমি শ্রবণ কর ॥২২॥

সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেত উপনেষ্যতি।
অভূৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

সা ( পিঙ্গলা ) স্বৈরিণী ( কামচারিণী বেশ্যা ) একদা কান্তং ( কমনীয়ং রতিসমর্থং ধনদং পুরুষং ) সঙ্কেতে ( একান্তে রতিস্থানে ) উপনেষ্যতী ( উপনেতুম্ ) উত্তমং ( স্বলঙ্কৃতাং ) রূপং বিভ্রতী ( সতী ) কালে ( সন্ধ্যায়াং, রাত্রৌ ) বহির্দ্বারি ( স্থিতা ) অভূৎ॥ ২৩ ॥

সেই স্বৈরিণী একদা কান্তকে রতিস্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উত্তম রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে বহির্দ্বারে অবস্থান করিতেছিল॥ ২৩ ॥

মার্গ আগচ্ছতো বীক্ষ্য পুরুষান্ পুরুষর্ষভ।
তাঞ্ছুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান্ মেনেঽর্থকামুকী ॥ ২৪॥

( হে ) পুরুষর্ষভ ! ( সা ) অর্থকামুকী ( ধনাভিলাষাকুলচিত্তঃ ) মার্গে আগচ্ছতঃ পুরুষান্ বীক্ষ্য তান্ বিত্তবতঃ ( সাধনান্ অতএব ) শুল্কদান্ ( মূল্যপ্রদান্ ) কান্তান্ ( সুরতাইান্ চ ) মেনে ॥ ২৪ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই ধনাভিলাষাকুলচিত্তা বেশ্যা পথে আগমনকারী পুরুষদিগকে দেখিয়া তাহাদিগকে ধনবন্ত ও শুল্কপ্রদ কান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

আগতেষ্বপযাতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যো বিত্তবান্ কোঽপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ ॥ ২৫ ॥

সা সঙ্কেতোপজীবিনী আগতেষু ( জনেষু ) অপযাতেষু ( সৎসু ) অন্যঃ অপি কঃ অপি বিত্তবান্ ভূরিদঃ ( বহুধনদাতা পুরুষঃ ) মাম্ উপৈষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সেই সঙ্কেতোপজীবিনী, আগত ব্যক্তি সকল চলিয়া গেলে, অন্য কোন বিত্তবান্ বহুধনদাতা পুরুষ মৎসমীপে আগমন করিবে ॥ ২৫ ॥

এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৬ ॥

এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রা দ্বার্য্যবলম্বতী ( দ্বারি অবলম্বমানা ) নির্গচ্ছন্তী ( পুনঃ ) প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত ॥ ২৬ ॥

এইরূপ দুরাশা বশতঃ, নিদ্রাশূন্য হইয়া, দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক নির্গম ও পুনঃ প্রবেশ করিতে করিতে নিশীথ সময় প্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥

তস্যা বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়া দীনচেতসঃ।
নির্ব্বেদঃ পরমো জজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ ॥ ২৭ ॥

বিত্তাশয়া শুষ্যদ্বক্ত্রায়াঃ দীনচেতসঃ ( বেশ্যায়াঃ ), চিন্তাহেতুঃ ( বিত্তচিন্তা এব হেতুঃ যস্য সঃ ) সুখাবহঃ পরমঃ নির্বেদঃ জজ্ঞে ॥ ২৭ ॥

বিত্তের আশায় শুষ্কবদন দীনচিত্ত সেই বেশ্যার বিত্তচিন্তা হইতে সুখজনক পরম নির্ব্বেদ উৎপন্ন হইল ॥ ২৭ ॥

তস্যা নির্বিণ্ণচিত্তায়া গীতং শৃণু যথা মম।
নির্বেদ আশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসিঃ।
নহ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসতি ॥ ২৮ ॥

তস্যাঃ নির্বিণ্ণচিত্তায়াঃ গীতং যথা ( যথাবৎ ) মম ( মত্তঃ ) শৃণু, হি ( যস্মাৎ ) পুরুষস্য আশাপাশানাং নির্বেদঃ অসিঃ যথা ( তথা ছেত্তা )। অঙ্গ! ( ভোঃ! ) অজাতনির্বেদঃ ( জনঃ ) দেহবন্ধং ন জিহাসতি ( ত্যক্তুম্ ইচ্ছতি ) ॥ ২৮ ॥

সেই নির্বিণ্ণচিত্ত পিঙ্গলার গীত আমার নিকট যথাবৎ শ্রবণ কর; যেহেতু পুরুষের আশাপাশের নির্ব্বেদই অসির ন্যায় ছেদনকর্ত্তা। রাজন্! অজাতবৈরাগ্য ব্যক্তি কখনই দেহবন্ধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ॥ ২৮ ॥

অহো মে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তাদসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা ॥ ২৯ ॥

অহো! অবিজিতাত্মনঃ মে ( মম ) মোহবিততিং ( মোহবিস্তরং ) পশ্যত। যেন ( মোহেন অহং ) বালিশা ( বিবেকশূন্যা সতী ) অসতঃ ( তুচ্ছাৎ ) কান্তাৎ ( পুরুষাৎ ) কামং ( ভোগধনাদিকং ) কাময়ে ॥ ২৯ ॥

অহো! অবিজিতাত্মা আমার কি মোহাধিক্য দেখ। যে মোহে আমি বিবেকশূন্য হইয়া তুচ্ছ পুরুষ হইতে ভোগধনাদি কামনা করিতেছি ॥ ২৯ ॥

সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং
বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোক-
মোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা ॥ ৩০ ॥

অজ্ঞা অহং রমণং ( ক্রীড়াপ্রদং ) রতিপ্রদং ( সুখপ্রদং ) বিত্তপ্রদং নিত্যং ( বিনাশরহিতম্ ) ইমম্ ( অপরোক্ষং ) সমীপে ( হৃদয়ে ) সন্তং ( বর্ত্তমানং ভগবন্তং ) বিহায় অকামদং ( যথেষ্টভোগসম্পাদনে অসমর্থং ) দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছং ( নশ্বরং তাদৃশং ) ভজে ( ভজামি ) ॥ ৩০ ॥

আমি অজ্ঞ বলিয়া ক্রীড়াপ্রদ, সুখদ বিত্তপ্রদ নিত্য হৃদয়ে বর্ত্তমান এই ভগবানকে ত্যাগ করিয়া অকামদ দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদ তুচ্ছ পুরুষকে সেবা করিতেছি ॥ ৩০ ॥

অহো ময়াত্মা পরিতাপিতো বৃথা
সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যাতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া ।
স্ত্রৈণান্নরাদ্ যার্থতৃষোঽনুশোচ্যাৎ
ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী ॥ ৩১ ॥

যা ( অহং ) স্ত্রৈণাৎ ( স্ত্রীলম্পটাৎ ) অর্থতৃষঃ ( ধনাদিতৃষ্ণাযুক্তাৎ ) অনুশোচ্যাৎ নরাৎ ( তেন ধনাদিদানেন ) ক্রীতেন আত্মনা ( দেহেন ) বিত্তং রতিং ( চ ) ইচ্ছতী ( তয়া ) ময়া সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যা ( সাঙ্কেত্যেন পরপুরুষসঙ্গেন যা বৃত্তিঃ তয়া অতএব ) অতিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া ( অতিবিগর্হ্যা অতিবিনিন্দ্যা যা বার্ত্তা জীবিকা তয়া ) আত্মা ( মনঃ ) বৃথা ( এব ) পরিতাপিতঃ ( সন্তাপং প্রাপিতঃ ) ॥ ৩১ ॥

যে আমি স্ত্রৈণ ধনাদিতৃষ্ণাযুক্ত অনুশোচ্য পুরুষ হইতে ধনাদি দান দ্বারা ক্রীত দেহ দ্বারা বিত্ত ও রতি ইচ্ছা করিতেছি, সেই আমা কর্তৃক সাঙ্কেত্য-বৃত্তিরূপ অতীব গর্হিত জীবিকা দ্বারা মন বৃথা পরিতাপিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্ ।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্-
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যা ॥ ৩২ ॥

যৎ ( যস্মাৎ ) অস্থিভিঃ নির্ম্মিতবংশবংশ্যস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ ( চ ) পিনদ্ধং ( ছাদিতং ) ক্ষরন্নবদ্বারং বিণ্মূত্রপূর্ণং এতৎ অগারম্ ( আগারং ) মৎ ( মত্তঃ ) অন্যা কা ( বা স্ত্রী ) উপৈতি ( সেবতে ) ॥ ৩২ ॥

যেহেতু অস্থিসমূহ রূপ পাড় আড়া ও খুঁটি দ্বারা নির্ম্মিত এবং চর্ম্ম ও রোমনখ দ্বারা আচ্ছাদিত ও ক্ষরন্নবদ্বারবিশিষ্ট বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ এই দেহরূপ গৃহকে আমি ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী সেবা করিয়া থাকে ? ॥ ৩২ ॥

বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ ॥ ৩৩ ॥

বিদেহানাং ( মৈথিলানাম্ ) অস্মিন্ পুরে মূঢ়ধীঃ ( মোহিতচিত্তা ) একা অহম্ এব ; হি ( যস্মাৎ ) যা ( অহম্ ) অসতী ( দুষ্টা ) অস্মাৎ অচ্যুতাৎ ( স্বরূপতঃ গুণতঃ চ চ্যুতিরহিতাৎ ) আত্মদাৎ ( পরমানন্দস্বরূপপ্রদাৎ ভগবতঃ ) অন্যঃ কামম্ ইচ্ছন্তী ( ভবামি ) ॥ ৩৩ ॥

এই বিদেহপুরে আমিই একমাত্র মূঢ়বুদ্ধি ; যেহেতু আমি অসতী ও এই অচ্যুত আত্মপ্রদ ভগবান হইতে অন্য কামভোগ ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

**সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্ ।**
**তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩৪ ॥**

অয়ম্ আত্মা শরীরিণাং প্রেষ্ঠতমঃ সুহৃৎ নাথঃ চ । তম্ এব আত্মনা বিক্রীয় ( দেহাদিসমর্পণেন স্ববশীকৃত্য ) অনেন সহ যথা রমা ( রমতে তথা ) অহং রমে ॥ ৩৪ ॥

এই আত্মা দেহীদিগের প্রিয়তম সুহৃৎ ও স্বামী ; তাঁহাকেই আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্মীর ন্যায় আমি রমণ করিব ॥ ৩৪ ॥

**কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন্ কামা যে কামদা নরাঃ ।**
**আদ্যন্তবন্তো ভার্য্যায়া দেবা বা কালবিদ্রুতাঃ ॥ ৩৫ ॥**

যে কামাঃ ( বিষয়াঃ যে চ ) কামদাঃ নরাঃ দেবাঃ বা তে ভার্য্যায়াঃ কিয়ৎ প্রিয়ং ব্যভজন ( কৃতবন্তঃ যতঃ স্বয়ম্ এব ) কালবিদ্রুতাঃ আদ্যন্তবন্তঃ ॥৩৫॥

যে কাম্য বিষয় সকল ও কামদাতা নর সকল অথবা দেবতা সকল, তাহারা ভার্য্যার কি প্রিয় সাধন করিতে পারে ? যেহেতু তাহারা স্বয়ংই কালবিদ্রুত ও আদ্যন্তবন্ত ॥ ৩৫ ॥

**নূনং মে ভগবান্ প্রীতো বিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা ।**
**নির্ব্বেদোঽয়ং দুরাশায়া যন্মে জাতঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৬ ॥**

নূনং ( নিশ্চিতং মে ( মম ) কেন অপি কর্ম্মণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রীতঃ, যৎ ( যস্মাৎ ) দুরাশায়া মে ( মম ) সুখাবহঃ অয়ং নির্ব্বেদঃ জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

নিশ্চয় আমার কোন কর্ম্ম দ্বারা ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়াছেন ; যেহেতু আমি দুরাশান্বিত হইলেও আমার সুখাবহ এই নির্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

**মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশা নির্ব্বেদহেতবঃ ।**
**যেনানুবন্ধং নির্হৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥**

( অন্যথা ) মন্দভাগ্যায়াঃ ( মম ) নির্ব্বেদহেতবঃ ক্লেশাঃ এবং মা স্যুঃ ( ন ভবেয়ুঃ )। যেন ( নির্ব্বেদেন ) পুরুষঃ অনুবন্ধং ( দেহগেহাদিষু অহংমমাভিমান-রূপং পাশং ) নিহৃত্য ( ত্যক্ত্বা ) শমম্ ঋচ্ছতি ( লভতে ) ॥ ৩৭ ॥

অন্যথা মন্দভাগ্য আমার নির্ব্বেদের হেতু ক্লেশ সকল এইরূপ হইত না। যে নির্ব্বেদ দ্বারা পুরুষ দেহগেহাদিতে মমতাপাশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

তেনোপকৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ।
ত্যক্ত্বা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

( অতঃ ) তেন ( ভগবতা ) উপকৃতং ( কৃতম্ উপকাররূপং নির্ব্বেদং ) শিরসা আদায় গ্রাম্যসঙ্গতাঃ ( গ্রামোষ্ বিষয়েষ্ সঙ্গতাঃ সংলগ্নাঃ ) দুরাশাঃ ত্যক্ত্বা তম্ ( এব ) অধীশ্বরং শরণং ব্রজামি ॥ ৩৮ ॥

অতএব সেই ভগবানের কৃত উপকাররূপ নির্ব্বেদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া গ্রাম্যবিষয়সংলগ্ন দুরাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অধীশ্বরেরই শরণাপন্ন হইব ॥ ৩৮ ॥

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্ যথালাভেন জীবতী ।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৩৯ ॥

যথালাভেন সন্তুষ্টা ( তেন এব ) জীবতী এতং ( পরমাত্মতত্ত্বং ) শ্রদ্দধতী ( তত্র এব বিশ্বাসং কুর্ব্বতী ) অমুনা এব আত্মনা ( স্বরূপভূতেন প্রিয়েণ ) রমণেন ( পত্যা সহ ) অহং বিহরামি বৈ ॥ ৩৯ ॥

আমি যথালাভে সন্তুষ্ট ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া এবং এই পরমাত্ম-তত্ত্বেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ঐ পরমাত্মরূপ স্বামীরই সহিত বিহার করিব ॥ ৩৯ ॥

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্ ।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈঃ মুষিতেক্ষণং কালাহিনা গ্রস্তম্ আত্মানং ত্রাতুম্ অন্যঃ কঃ অধীশ্বরঃ ( সমর্থঃ ) ? ॥ ৪০ ॥

সংসারকূপে পতিত বিষয়াকৃষ্টদৃষ্টি কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত আত্মাকে ত্রাণ করিতে অন্য কে সমর্থ ? ॥ ৪০ ॥

আত্মৈব হ্যাত্মনো গোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যদাখিলাৎ ।
অপ্রমত্ত ইদং পশ্যেৎ গ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥ ৪১ ॥

যদি অপ্রমত্তঃ ( সন্ ) ইদং জগৎ কালাহিনা গ্রস্তং পশ্যেৎ ( ততঃ চ ) অখিলাৎ ( প্রপঞ্চাৎ ) নির্ব্বিদ্যেত, তদা আত্মনঃ গোপ্তা আত্মা এব হি ( ভবেৎ ) ॥ ৪১ ॥

যখন অপ্রমত্ত হইয়া এই জগৎকে কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত দর্শন করে ও তদনন্তর অখিল প্রপঞ্চ হইতে নির্ব্বেদ লাভ করে, তখন আত্মার রক্ষক আত্মাই হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবং ব্যবসিতমতি র্দুরাশাং কান্ততর্ষজাম্।
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥ ৪২ ॥

এবং ব্যবসিতমতিঃ ( ব্যবসিতা কৃতনিশ্চয়া মতিঃ যস্যাঃ ) সা কান্ততর্ষজাং দুরাশাং ছিত্ত্বা উপশমং ( শান্তিম্ ) আস্থায় ( আশ্রিত্য ) শয্যাম্ উপবিবেশ ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিলে, সেই পিঙ্গলা কান্ত-তৃষ্ণাজনিত দুরাশা ছেদন করিয়া শান্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিল ॥ ৪২ ॥

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ ৪৩ ॥

আশা হি পরমং দুঃখম্। নৈরাশ্যং পরমং সুখম্। যথা ( কান্তাশয়া সুদুঃখিতা অপি ) পিঙ্গলা ( তাং ) কান্তাশাং সংছিদ্য সুখং ( যথা স্যাৎ তথা ) সুষ্বাপ ॥ ৪৩ ॥

আশাই পরম দুঃখকর। নৈরাশ্যই পরম সুখদায়ক। যেমন পিঙ্গলা ঐ কান্তাশা ছেদন করিয়া সুখে নিদ্রিত হইল ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
পিঙ্গলাগীতম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

---

# নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥ ১॥

নৃণাং যৎ যৎ প্রিয়তমং (বস্তু, তস্য তস্য) পরিগ্রহঃ হি (নিশ্চিতং) দুঃখায় (ভবতি, অতঃ) যঃ তু তদ্বিদ্বান্ (পরিগ্রহস্য দুঃখহেতুত্বং জানন্) অকিঞ্চনঃ (নিষ্পরিগ্রহঃ স্যাৎ, সঃ) অনন্তসুখম্ আপ্নোতি॥ ১॥

মনুষ্যদিগের যে যে প্রিয়তম বস্তু, তাহার তাহার পরিগ্রহ নিশ্চয়ই দুঃখের নিমিত্ত হয়, অতএব যিনি ঐ পরিগ্রহকে দুঃখের হেতু জানিয়া পরিগ্রহবর্জিত হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১॥

সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥ ২॥

সামিষং (পরিগৃহীতামিষমুখং) কুররং (কুররাখ্যপক্ষিবিশেষং) নিরামিষাঃ (ততঃ) বলিনঃ অন্যে (শ্যেনগৃধ্রাদয়ঃ) জঘ্নুঃ। তদা সঃ (কুররঃ) আমিষং পরিত্যজ্য সুখং সমবিন্দত (প্রাপ্তবান্)॥ ২॥

সামিষ কুরর পক্ষীকে নিরামিষ বলবান অন্য শ্যেন ও গৃধ্রাদি পক্ষীগণ বধ করে। কিন্তু যদি সে তখন ঐ আমিষ পরিত্যাগ করে, তবে সুখ লাভ করিয়া থাকে॥ ২॥

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ॥ ৩॥

মে (মম) মানাপমানৌ ন স্তঃ গৃহপুত্রিণাং (যা) চিন্তা (সা অপি) ন (অস্তি)। ইহ বালবৎ আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ (সঃ অহং) বিচরামি॥ ৩॥

আমার মান বা অপমান নাই এবং গৃহী ও পুত্রীর যে চিন্তা তাহাও নাই। আমি এই সংসারে বালকের ন্যায় আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি॥ ৩॥

দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ।
যো বিমুগ্ধো জড়ো বালো যো গুণেভ্যঃ পরং গতঃ॥ ৪॥

যঃ বিমুগ্ধঃ জড়ঃ বালঃ যঃ ( চ ) গুণেভ্যঃ পরং গতঃ ( এতৌ ) দ্বৌ এব চিন্তয়া মুক্তৌ ( অতএব ) পরমানন্দে আপ্লুতৌ নিমগ্নৌ ॥ ৪ ॥

যিনি অজ্ঞ জড় বালক ও যিনি গুণাতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই দুইজনই চিন্তা হইতে মুক্ত অতএব পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

ক্বচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান্ গৃহমাগতান্।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস ক্বাপি যাতেষু বন্ধুষু ॥ ৫ ॥

কচিৎ ( দেশে কাচিৎ ) কুমারী তু বন্ধুষু ( পিত্রাদিষু ) ক অপি ( কার্য্যান্তরেষু ) যাতেষু ( সৎসু ) আত্মানং বৃণানান্ ( বরিতুং ) গৃহম্ ( স্বগৃহম্ ) আগতান্ ( জনান্ বীক্ষ্য ) স্বয়ম্ ( এব ) তান্ অর্হয়ামাস ॥ ৫ ॥

কোন দেশে কোন কুমারী, বন্ধুগণ কার্য্যান্তরে গমন করিলে, আপনাকে বরণ করিতে নিজগৃহে সমাগত লোকদিগকে স্বয়ংই অভ্যর্থনা করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্ রহসি পার্থিব।
অবঘ্নন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খাঃ স্বনং মহৎ ॥ ৬ ॥

( হে ) পার্থিব ! তেষাম্ ( আগতানাম্ ) অভ্যবহারার্থং ( ভোজনার্থং ) রহসি ( একান্তে) শালীন্ ( ধান্যানি ) অবঘ্নন্ত্যাঃ ( তস্যাঃ ) প্রকোষ্ঠস্থাঃ শঙ্খাঃ ( শঙ্খ-বলয়াঃ ) মহৎ স্বনং চক্রুঃ ॥ ৬ ॥

হে রাজন্। সেই আগত লোকদিগের ভোজনের নিমিত্ত একান্তে ধান্য অবঘাত করিবার সময় ঐ কুমারীর হস্তস্থিত শঙ্খবলয় অতিশয় শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান্ দ্বৌ দ্বৌ পাণ্যোরশেষয়ৎ ॥ ৭ ॥

ততঃ সা মহতী তৎ জুগুপ্সিতং মত্বা ব্রীড়িতা ( সতী ) একৈকশঃ শঙ্খান্ বভঞ্জ। দ্বৌ দ্বৌ ( শঙ্খৌ ) পাণ্যোঃ অশেষয়ৎ ॥ ৭ ॥

তখন সেই মহৎকুলোৎপন্না কুমারী সেই কর্ম্মটিকে নিন্দিত বিবেচনায় লজ্জিত হইয়া একে একে শঙ্খগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেবল এক এক হস্তে দুই দুই গাছি করিয়া শঙ্খ অবশিষ্ট রহিল ॥ ৭ ॥

উভয়োরপ্যভূদ্‌ঘোষো হ্যবঘ্নন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ধ্বনিঃ ॥ ৮ ॥

( ততঃ চ পুনঃ ) অবঘ্নন্ত্যাঃ ( তস্যাঃ ) শঙ্খয়োঃ উভয়োঃ অপি হি ঘোষঃ ( শব্দঃ ) অভূৎ। ( ততঃ ) তত্র অপি একং নিরভিদৎ ( পৃথক্ কৃতবতী। তদা ) একস্মাৎ ( শঙ্খাৎ ) ধ্বনিঃ ন অভবৎ ॥ ৮ ॥

তদনন্তর পুনর্ব্বার অবঘাত করিতে তাহার সেই উভয় শঙ্খেরও শব্দ হইতে লাগিল। পরে তাহারও একগাছি পৃথক্ করিয়া দেওয়ায় অবশিষ্ট একগাছি শঙ্খ হইতে আর শব্দ হইল না ॥ ৮ ॥

অন্বশিক্ষমিমং তস্যা উপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতান্ লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া ॥ ৯ ।

( হে ) অরিন্দম ! ( অহং ) লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া এতান্ লোকান্ অনুচরন্ তস্যাঃ ( কুমার্য্যাঃ ) ইমম্ উপদেশম্ অন্বশিক্ষম্ ॥ ৯ ॥

হে অরিন্দম ! আমি লোকতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত এই সকল লোকে বিচরণ করিতে করিতে সেই কুমারীর নিকট হইতে এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছিলাম ॥৯॥

বাসে বহূনাং কলহো ভবেদ্বার্ত্তা দ্বয়োরপি।
এক এব বসেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণঃ ॥ ১০ ॥

বহূনাং বাসে কলহঃ ভবেৎ। দ্বয়োঃ অপি ( বাসে ) বার্ত্তা ( মিথঃ সংলাপঃ ভবেৎ )। তস্মাৎ কুমার্য্যাঃ কঙ্কণঃ ইব একঃ এব বসেৎ ॥ ১০ ॥

বহুলোকের বাসস্থলে কলহ হয়। দুইজনেরও বাসস্থলে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে। অতএব কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকী বাস করিবে ॥ ১০ ॥

মন একত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসো জিতাসনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১ ॥

অতন্দ্রিতঃ ( আলস্যাদিরহিতঃ সন্ ) জিতাসনঃ জিতশ্বাসঃ ( চ ভূত্বা ) বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণং ( বশীক্রিয়মাণং ) মনঃ একত্র সংযুঞ্জ্যাৎ (স্থিরীকুর্য্যাৎ) ॥১১॥

আলস্যাদিরহিত হইয়া, আসনজয় ও শ্বাসজয় পূর্ব্বক বৈরাগ্যাভ্যাসযোগে বশীক্রিয়মাণ মনকে একত্র স্থির করিবে ॥ ১১ ॥

যস্মিন্ মনো লব্ধপদং যদেতৎ
শনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন্।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ
বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনম্ ॥ ১২ ॥

যৎ এতৎ ( লয়বিক্ষেপাত্মকং ) মনঃ ( তৎ ) যস্মিন্ ( পরমানন্দস্বরূপে ভগবতি ) লব্ধপদং ( সৎ ) শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্মরেণূন্ ( কর্ম্মবাসনাঃ ) মুঞ্চতি, বৃদ্ধেন সত্ত্বেন ( সত্ত্বগুণেন ) রজঃ তমঃ চ বিধূয় অনিন্ধনং ( সৎ ) নির্ব্বাণম্ উপৈতি ( চ তত্র মনঃ সংযুঞ্জ্যাৎ ) ॥ ১২ ॥

যে বস্তুতে লব্ধাস্পদ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ কর্ম্মবাসনা ত্যাগ করে, এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে রজ ও তমঃ এই দুই গুণকে অতিক্রম করিয়া দাহ্যাভাবে নির্ব্বাণ পায়, এই মনকে সেই বস্তুতেই স্থির করিবে ॥ ১২ ॥

তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
মিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে ॥ ১৩ ॥

এবম্ আত্মনি অবরুদ্ধচিত্তঃ ( সঃ ), ইষুকারঃ ( শরকৃৎ ) যথা ইষৌ গতাত্মা ( সন্ ) পার্শ্বে ব্রজন্তং নৃপতিং ন বিবেদ, ( তথা ) তদা বহিঃ অন্তরং বা কিঞ্চিৎ ন বেদ ॥ ১৩ ॥

এইরূপে পরমাত্মাতে অবরুদ্ধচিত্ত সেই যোগী, শরকৃৎ যেমন শরে গতচিত্ত হইয়া পার্শ্বে গমনকারী রাজাকেও জানিতে পারে না, তদ্রূপ তখন বাহির ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তো গুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণ আচারৈর্মুনিরেকোঽল্পভাষণঃ ॥ ১৪ ॥

মুনিঃ একচারী অনিকেতঃ অপ্রমত্তঃ গুহাশয়ঃ আচারৈঃ অলক্ষ্যমাণঃ একঃ অল্পভাষণঃ ( চ ) স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

মুনি একাকী বিচরণকারী নিয়তনিবাসস্থানশূন্য অপ্রমত্ত একান্তবাসী আচার দ্বারা অলক্ষ্যমাণ সহায়রহিত ও অল্পভাষী হইবেন ॥ ১৪ ॥

গৃহারম্ভো হি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥ ১৫ ॥

অধ্রুবাত্মনঃ ( জনস্য ) গৃহারম্ভঃ হি ( নিশ্চিতং ) দুঃখায় বিফলঃ চ ( ভবতি ); সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখম্ এধতে ॥ ১৫ ॥

নশ্বরদেহধারী মনুষ্যের গৃহারম্ভ নিশ্চয়ই দুঃখের নিমিত্ত ও বিফল হয়। সর্প পরকৃত গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখী হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া ।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু ।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥ ১৮ ॥

( যঃ ) একঃ ঈশ্বরঃ ( সর্ব্বনিয়ন্তা ) দেবঃ ( সৃষ্ট্যাদিক্রীড়াপরঃ ) নারায়ণঃ ( সঃ ) স্বমায়য়া ( প্রকৃত্যাখ্যস্বশক্ত্যা ) পূর্ব্বসৃষ্টম্ ইদং ( বিশ্বং ) কালকলয়া ( কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা ) সংহৃত্য কল্পান্তে একঃ এব অদ্বিতীয়ঃ ( স্বজাতীয়বিজাতীয়-ভেদশূন্যঃ ) অভূৎ। আত্মানুভাবেন কালেন সত্ত্বাদিষু শক্তিষু সাম্যং নীতাসু ( সতীষু ) প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (সঃ) আদিপুরুষঃ আত্মাধারঃ অখিলাশ্রয়ঃ পরাবরাণাং পরমঃ কেবলানুভবানন্দসন্দোহঃ নিরুপাধিকঃ কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ আস্তে ॥ ১৬-১৮ ॥

যে এক সর্ব্বনিয়ন্তা সৃষ্ট্যাদিক্রীড়াপর নারায়ণ, তিনি প্রকৃত্যাখ্য স্বশক্তি দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট এই বিশ্বকে কালাখ্য নিজশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া কল্পান্তে একই অদ্বিতীয় থাকেন। আত্মবৈভবরূপ কাল দ্বারা সত্ত্বাদি শক্তি সকল সাম্য প্রাপ্ত হইলে, প্রধানপুরুষেশ্বর সেই আদিপুরুষ আত্মাধার অখিলাশ্রয় ব্রহ্মাদি দেবগণের ও মুক্ত জীবগণের পরম কেবলানুভবানন্দসন্দোহ উপাধিরহিত কৈবল্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ১৬-১৮ ॥

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্ ।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥ ১৯ ॥

( হে ) অরিন্দম ! ( ততঃ ) কেবলাত্মানুভাবেন ( কালেন ) ত্রিগুণাত্মিকাং স্বমায়াং সংক্ষোভয়ন্ তয়া ( প্রকৃত্যা ) আদৌ সূত্রং ( ক্রিয়াশক্তিপ্রধানং মহত্তত্ত্বং ) সৃজতি ॥ ১৯ ॥

হে অরিন্দম ! পরে তিনি কেবল আত্মবৈভবস্বরূপ কাল দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে সংক্ষোভিত করিয়া ঐ মায়া দ্বারা প্রথমে ক্রিয়াশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্বকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

তামাহ ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্ ॥ ২০ ॥

যস্মিন্ ( সূত্রে ) ইদং বিশ্বং প্রোতং ( গ্রথিতং ) যেন পুমান্ সংসরতে, বিশ্বতোমুখং ( নানাবিধং ত্রিগুণাত্মকং বিশ্বং ) সৃজতীং তাং ত্রিগুণব্যক্তিম্ আহ ॥ ২০॥

যে সূত্রে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে, এবং যদ্দারা পুরুষ সংসার করিয়া থাকেন, নানাবিধ ত্রিগুণাত্মক বিশ্বের সৃষ্টিকারী সেই সূত্রকেই ত্রিগুণের ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ বলা হয় ॥ ২০ ॥

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সন্তত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

ঊর্ণনাভিঃ ( ঊর্ণা তন্তুসন্তানপ্রকৃতিঃ নাভৌ যস্য সঃ কীটবিশেষঃ ) যথা হৃদয়াৎ ( বক্ত্রদ্বারা ) ঊর্ণাং সন্তত্য ( প্রসার্য্য ) তয়া ( ঊর্ণয়া ) বিহৃত্য ( ক্রীড়িত্বা ) ভূয়ঃ তাং গ্রসতি, এবম্ ( এব ) মহেশ্বরঃ ( অপি স্বতঃ এব বিশ্বং প্রসার্য্য তত্র বিহৃত্য স্বস্মিন্ এব উপসংহরতি ) ॥ ২১ ॥

ঊর্ণনাভি যেমন হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বরও করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্ ॥ ২২ ॥

দেহী স্নেহাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ বা অপি ধিয়া যত্র যত্র সকলং মনঃ ধারয়েৎ তত্তৎসরূপতাং যাতি ॥ ২২ ॥

দেহী স্নেহবশতঃ দ্বেষবশতঃ বা ভয়বশতই হউক, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা যেখানে যেখানে একাগ্র মনের ধারণা করিবেন, তাহার তাহারই সারূপ্য প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২২ ॥

কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্ ॥ ২৩ ॥

( হে ) রাজন্! তেন ( পেশস্কৃতা ) কুড্যাং প্রবেশিতঃ কীটঃ ( তং ) পেশস্কৃতং ( ভয়েন ) ধ্যায়ন্ পূর্ব্বরূপম্ অসংত্যজন্ তৎসাত্মতাং যাতি ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্! পেশস্কৃৎ অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্ত্তৃক ভিত্তিমধ্যে প্রবেশিত হইয়া তেলাপোকা উহাকেই ভয়ে চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

এবং গুরুভ্য এতেভ্য এষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥ ২৪॥

হে প্রভো! এষা মে মতিঃ এতেভ্যঃ গুরুভ্যঃ এবং শিক্ষিতা। (সম্প্রতি) বদতঃ মে (মত্তঃ) স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু॥ ২৪॥

হে প্রভো! এই আমার বুদ্ধি এই সকল গুরু হইতে এইরূপ শিক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমি বলিতেছি, আমার নিজ হইতে শিক্ষিত বুদ্ধি শ্রবণ করুন॥ ২৪॥

দেহো গুরুর্মম বিরক্তিবিবেকহেতু-
র্বিভ্রৎ স্ম সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কম্।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃশামি যথা তথাপি
পারক্যমিত্যবসিতো বিচরাম্যসঙ্গঃ॥ ২৫॥

বিরক্তিবিবেকহেতুঃ সত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কং (চ) বিভ্রৎ (বিভ্রাণঃ) দেহঃ মম গুরুঃ স্ম। অনেন (দেহেন) যথা (যথাবৎ) তত্ত্বানি বিমৃশামি। তথাপি পারক্যং (শ্বশৃগালাদিভক্ষ্যম্) ইতি অবসিতঃ (নিশ্চিতবান্ অতএব) অসঙ্গঃ (অস্মিন্ অপি আসক্তিরহিতঃ সন্) বিচরামি॥ ২৫॥

বৈরাগ্য ও বিবেকের হেতুভূত এবং উৎপত্তিবিনাশশালী ও নিরন্তর উত্তরোত্তর দুঃখযুক্ত দেহও আমার গুরু। আমি এই দেহ দ্বারা যথাবৎ তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকি। তথাপি ইহা শ্বশৃগালাদির ভক্ষ্য বলিয়া নিশ্চয় থাকাতে আমি ইহাতে আসক্তিরহিত হইয়াই বিচরণ করিতেছি॥ ২৫॥

জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্
পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন্।
স্বান্তে সকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ স দেহঃ
সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ॥ ২৬॥

সকৃচ্ছ্রম্ অবরুদ্ধধনঃ (পুরুষঃ) যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান্ বিতন্বন্ (সংবর্দ্ধয়ন্) পুষ্ণাতি, সঃ দেহঃ স্বান্তে বৃক্ষধর্ম্মঃ (সন্) অস্য বীজং সৃষ্ট্বা অবসীদতি (বিনশ্যতি)॥ ২৬॥

অতিকষ্টে ধন সঞ্চয় করিয়া, পুরুষ যে দেহের প্রিয়কামনায় জায়া পুত্র অর্থ পশু ভৃত্য গৃহ ও আত্মবর্গ বিস্তার করিয়া পোষণ করেন, সেই দেহ

আপনার অন্তকালে বৃক্ষের ন্যায় দেহান্তরপ্রাপ্তিসাধন কর্ম্মরূপ বীজ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

জিহ্বৈকতোঽমুমপকর্ষতি কর্হি তর্ষা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ২৭ ॥

বহ্ব্যঃ সপত্ন্যঃ গেহপতিম্ ইব ( ইন্দ্রিয়াণি ) অমুং ( দেহাভিমানিনং পুরুষং ) লুনন্তি। কর্হি ( কদাচিৎ ) জিহ্বা একতঃ ( রসং প্রতি ) অপকর্ষতি। তর্ষা ( পিপাসা জলং প্রতি )। শিশ্নঃ অন্যতঃ ( ব্যবায়ং প্রতি )। ত্বক্ উদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ। ঘ্রাণঃ অন্যতঃ। চপলদৃক্ ( রূপং প্রতি )। কর্ম্মশক্তিঃ ( কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ) ক্ব চ ॥ ২৭ ॥

বহু সপত্নী যেমন গৃহপতিকে টানিয়া ছেঁড়াছেঁড়ি করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকল ঐ দেহাভিমানী পুরুষকে করিয়া থাকে। কখন জিহ্বা রসের প্রতি আকর্ষণ করে। কখন তৃষ্ণা জলের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কখন শিশ্ন স্ত্রী-সঙ্গের প্রতি আকর্ষণ করে। কখন ত্বক্ উদর শ্রবণ প্রভৃতি নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঘ্রাণ অন্যদিকে আকর্ষণ করে। চঞ্চল চক্ষু রূপের দিকে আকর্ষণ করে। আবার কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥ ২৮ ॥

দেবঃ ( বিবিধক্রীড়াপরঃ পরমেশ্বরঃ ) আত্মশক্ত্যা অজয়া ( মায়য়া ) বিবিধানি পুরাণি—বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্ সৃষ্ট্বা তৈঃ তৈঃ ( বৃক্ষাদিশরীরৈঃ ) অতুষ্টহৃদয়ঃ ( সন্ ) ব্রহ্মাবলোকধিষণং পুরুষং বিধায় মুদম্ আপ ॥ ২৮ ॥

পরমেশ্বর নিজশক্তি মায়া দ্বারা বিবিধ দেহ—বৃক্ষ সরীসৃপ পশু পক্ষী দন্দশূক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তত্তৎশরীর দ্বারা মনের সন্তোষ না হওয়ায় আত্মাবলোকনসমর্থবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষদেহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৯ ॥

ধীরঃ বহুসম্ভবান্তে সুদুর্লভম্ অনিত্যম্ অপি অর্থদং ( পুরুষার্থপ্রাপকং ) মানুষ্যম্ অনুমৃত্যু ইদং ( জন্ম ) লব্ধ্বা ইহ ( অস্মিন্ এব জন্মনি ) যাবৎ ন পতেৎ ( তাবৎ এব ) তূর্ণং ( শীঘ্রং ) নিঃশ্রেয়সায় ( মোক্ষায় ) যতেত । বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ( এব ) ॥ ২৯ ॥

ধীর ব্যক্তি বহুজন্মের পর সুদুর্লভ অনিত্য হইয়াও অর্থদ মনুষ্যসম্বন্ধি এই নিরন্তরমৃত্যুবিশিষ্ট জন্ম লাভ করিয়া এই জন্মেই যাবৎ পতন না হয়, তাবৎ শীঘ্র মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করিবে। বিষয়ত সকল জন্মেই আছে ॥ ২৯ ॥

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যো বিজ্ঞানালোক আত্মনি ।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোঽনহঙ্কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

এবং সঞ্জাতবৈরাগ্যঃ ( সঞ্জাতং বৈরাগ্যং যস্য সঃ ) বিজ্ঞানালোকঃ ( বিজ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকারাত্মকম্ এব আলোকঃ প্রদীপঃ যস্য সঃ ) আত্মনি ( স্বরূপে এব স্থিতঃ ) অনহঙ্কৃতঃ মুক্তসঙ্গঃ ( চ অহম্ ) এতাং মহীং বিচরামি ৩০ ॥

এইরূপে সঞ্জাতবৈরাগ্য বিজ্ঞানলোকস্বরূপে অবস্থিত অহঙ্কাররহিত ও মুক্ত-সঙ্গ হইয়া, আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্ ।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

হি ( যস্মাৎ ) এতৎ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ঋষিভিঃ বহুধা গীয়তে বৈ ( অতঃ ) একস্মাৎ গুরোঃ জ্ঞানং সুপুষ্কলং সুস্থিরং ন স্যাৎ ॥ ৩১ ॥

যেহেতু এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঋষিগণ কর্তৃক বহুধা গীত হয়েন, অতএব এক গুরু হইতে জ্ঞান সুপুষ্কল ও সুস্থির হয় না ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা স যদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ ।
বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতো রাজ্ঞা যযৌ প্রীতো যথাগতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। গভীরধীঃ সঃ বিপ্রঃ যদুম্ ইতি উক্ত্বা তম্ আমন্ত্র্য (তেন) রাজ্ঞা বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতঃ (চ) প্রীতঃ (সন্) যথাগতং যযৌ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। গভীরবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ যদুকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক বন্দিত ও অর্চ্চিত হইয়া প্রীতচিত্তে যথেচ্ছ গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্ব্বেষাং নঃ স পূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ সমচিত্তো বভূব হ ॥ ৩৩ ॥

নঃ (অস্মাকম্) পূর্ব্বেষাম্ (অপি) পূর্ব্বজঃ সঃ (যদুঃ) অবধূতবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ (সন্) সমচিত্তঃ বভূব হ ॥ ৩৩ ॥

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগেরও পূর্ব্বপুরুষ সেই যদু অবধূত ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সমচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
অবধূতগীতং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

---

## দশমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়োদিতেষবহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। মদাশ্রয়ঃ ময়া উদিতেষু স্বধর্ম্মেষু অবহিতঃ অকামাত্মা (চ সন্) বর্ণাশ্রমকুলাচারং সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। মদাশ্রিত মদ্ভক্ত স্বধর্ম্মে অবহিত ও অকামাত্মা হইয়া বর্ণাশ্রমকুলাচার পালন করিবে ॥ ১ ॥

অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্ ।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ম্ ॥ ২ ॥

(প্রথমতঃ) বিশুদ্ধাত্মা (স্বোচিতধর্ম্মৈঃ বিশুদ্ধঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ সন্) বিষয়াত্মনাং (বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং) দেহিনাং গুণেষু (বিষয়েষু) তত্ত্বধ্যানেন (পরমার্থত্বাভিনিবেশেন) সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ং (সর্ব্বকর্ম্মফলবৈপরীত্যম্) অন্বীক্ষেত (পশ্যেৎ) ॥ ২ ॥

প্রথমে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া বিষয়াবিষ্টচিত্ত দেহীদিগের বিষয়ে পরমার্থচিন্তন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের ফলবৈপরীত্য দর্শন করিবে ॥ ২ ॥

সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ ।
নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ ॥ ৩ ॥

(যথা) সুপ্তস্য (স্বপ্নং পশ্যতঃ পুংসঃ) বিষয়ালোকঃ (নানাবিধপদার্থদর্শনং যথা) বা (রাজাদিবৃত্তং) ধ্যায়তঃ (জনস্য তদ্বিষয়কঃ) মনোরথঃ নানাত্মকত্বাৎ (একস্মিন্ এব আত্মনি আরোপিতনানাবস্তুবিষয়কত্বাৎ) বিফলঃ (অর্থশূন্যঃ) তথা গুণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) ভেদাত্মধীঃ (ভেদেন আত্মনি দেবমনুষ্যাদিশরীরে ধীঃ অহংপ্রত্যয়ঃ অপি) ॥ ৩ ॥

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির বিষয়দর্শন অথবা যেমন চিন্তাকারী ব্যক্তির মনোরথ নানাত্মকত্ব প্রযুক্ত অর্থশূন্য হয়, তদ্রূপ গুণ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন বুদ্ধিও অর্থশূন্যই হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্ ॥ ৪ ॥

মৎপরঃ ( মদেকালম্বনধীঃ জনঃ ফলদানাৎ ) নিবৃত্তং ( নিষ্কামং নিত্যং ) কর্ম্ম সেবেত ( আচরেৎ ফলদানায় ) প্রবৃত্তং ( কাম্যং কর্ম্ম ) ত্যজেৎ। জিজ্ঞাসায়াম্ ( আত্মবিচারে ) সংপ্রবৃত্তঃ (তু) কর্ম্মচোদনাম্ (অপি) নাদ্রিয়েৎ ( ন আদ্রিয়েত ) ॥ ৪

মৎপরায়ণ ব্যক্তি নিত্যকর্ম্মই আচরণ করিবে, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। পরে আত্মজিজ্ঞাসায় সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মবিধিরও আদর করিবে না ॥ ৪ ॥

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্ ॥ ৫ ॥

মৎপরঃ ( জনঃ ) যমান্ ( অহিংসাদীন্ ) অভীক্ষ্ণং ( পুনঃ পুনঃ, আদরেণ ) সেবেত। নিয়মান্ ( শৌচাদীন্ তু ) ক্বচিৎ ( যদা অবকাশঃ তদা সেবেত )। মদভিজ্ঞং শান্তং মদাত্মকং গুরুম্ উপাসীত ॥ ৫ ॥

মৎপরায়ণ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সাদরে অহিংসাদি যমের অনুষ্ঠান করিবে এবং অবকাশানুসারে শৌচাদি নিয়ম সকলও প্রতিপালন করিবে। আর তাদৃশ ব্যক্তি আত্মার তত্ত্বজ্ঞ রাগলোভাদিদোষরহিত মদাত্মক গুরুর উপাসনা করিবে ॥ ৫ ॥

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥

অমানী ( স্বস্মিন্ উত্তমত্বাভিমানরহিতঃ ) অমৎসরঃ ( পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা-রহিতঃ ) দক্ষঃ ( অনলসঃ ) নির্ম্মমঃ ( জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ ) দৃঢ়সৌহৃদঃ ( গুরৌ চেষ্টদেবে চ অতিশয়মমতাবিশিষ্টঃ ) অসত্বরঃ ( অব্যগ্রঃ ) অর্থজিজ্ঞাসুঃ ( পরমার্থ-বস্তুজিজ্ঞাসুঃ ) অনসূয়ঃ ( অসূয়াবর্জ্জিতঃ, গুর্ব্বাদৌ দোষদৃষ্টিশূন্যঃ ) অমোঘবাক্ ( মিথ্যাভাষণবিমুখঃ ভবেৎ ) ॥ ৬ ॥

তিনি অভিমানশূন্য মাৎসর্য্যরহিত অনলস মমতাবর্জ্জিত গুর্ব্বাদিতে দৃঢ়সৌহৃদ্য-সম্পন্ন ব্যগ্রতাবিরহিত অর্থজিজ্ঞাসু অসূয়াশূন্য ও মিথ্যাভাষণবিমুখ হইবেন ॥ ৬ ॥

জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বেষু জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু আত্মনঃ অর্থং ( প্রয়োজনং ) সমম্ ইব পশ্যন্ উদাসীনঃ ( ভবেৎ ) ॥ ৭ ॥

জায়া অপত্য গৃহ ক্ষেত্র স্বজন ও ধন প্রভৃতি সকল বস্তুতেই আপনার প্রয়োজন যে সুখাদি, তাহা সমানই, এই প্রকার দর্শন করিয়া, ঐ সকলে উদাসীন হইবেন ॥ ৭ ॥

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্ ।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ৮ ॥

যদা দাহকঃ প্রকাশকঃ চ অগ্নিঃ দাহ্যাৎ দারুণঃ ( কাষ্ঠাৎ ) অন্যঃ ( তথা ) ঈক্ষিতা স্বদৃক্ আত্মা স্থূলসূক্ষ্মাৎ দেহাৎ বিলক্ষণঃ ॥ ৮ ॥

যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ দ্রষ্টা ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহ হইতে বিলক্ষণ ॥ ৮ ॥

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্ ।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্ত এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥

( যথা দারুষু ) অন্তঃপ্রবিষ্টঃ ( অগ্নিঃ ) নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্ আধত্তে এবং পরঃ ( আত্মা ) দেহগুণান্ ( অনিত্যত্বাদীন্ আধত্তে ) ॥ ৯ ॥

যেমন কাষ্ঠাদির মধ্যে প্রবিষ্ট অগ্নি বিনাশ উৎপত্তি অণুত্ব বৃহত্ত্ব ও নানাত্ব প্রভৃতি তৎকৃত গুণ সকল ধারণ করে, তদ্রূপ দেহাদিবিলক্ষণ আত্মাও অনিত্যত্বাদি দেহগুণ সকল ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি ।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

পুরুষস্য ( ঈশ্বরস্য অধীনৈঃ ) গুণৈঃ ( মায়াগুণৈঃ ) যঃ অসৌ ( সূক্ষ্মঃ ) অয়ং ( স্থূলঃ চ ) দেহঃ বিরচিতঃ, পুংসঃ ( জীবস্য ) অয়ং সংসারঃ তন্নিবন্ধঃ, হি ( যতঃ ) আত্মনঃ বিদ্যাচ্ছিৎ ॥ ১০ ॥

পরমেশ্বরের মায়াগুণের অধীন যে এই সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ বিরচিত হইয়াছে, তন্নিবন্ধনই পুরুষের এই সংসার ; যেহেতু উহা জ্ঞানের নাশক ॥ ১০ ॥

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্ ।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্ ॥ ১১ ॥

তস্মাৎ জিজ্ঞাসয়া ( বিচারেণ ) আত্মস্থম্ ( আত্মনি কার্য্যকারণসঙ্ঘাতে দেহে এব স্থিতং ) কেবলং ( শুদ্ধম্ ) অসঙ্গং পরং ( দেহাদিবিলক্ষণম্ ) আত্মানং সঙ্গম্য ( সম্যক্ জ্ঞাত্বা ) এতৎ ( এতস্মিন্ দেহাদৌ ) বস্তুবুদ্ধিম্ ( আত্মবুদ্ধিং ) যথাক্রমং ( স্থূলসূক্ষ্মক্রমেণ ) নিরসেৎ ( ত্যজেৎ ) ॥ ১১ ॥

অতএব বিচার দ্বারা আত্মস্থ শুদ্ধ অসঙ্গ দেহাদিবিলক্ষণ আত্মাকে সম্যক্ জানিয়া এই দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি তাহা যথাক্রমে ত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ১২ ॥

আচার্য্যঃ ( গুরুঃ ) আদ্যঃ অরণিঃ ( অধরারণিঃ ) অন্তেবাসী ( শিষ্যঃ ) উত্তরারণিঃ স্যাৎ। তৎসন্ধানং ( তয়োঃ মধ্যমং মন্থনকাষ্ঠং ) প্রবচনম্ ( উপদেশঃ )। বিদ্যা ( তু ) সন্ধিঃ ( সন্ধৌ ভবন্ অগ্নিঃ ইব ) সুখাবহঃ ( মোক্ষপ্রাপকঃ ) ॥ ১২ ॥

গুরু অধরারণি এবং শিষ্য উত্তরারণি হয়েন। আর উপদেশ তন্মধ্যস্থ মন্থনকাষ্ঠস্বরূপ। বিদ্যা তাদৃশ অগ্নির ন্যায় সুখাবহ হয়েন ॥ ১২ ॥

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্ধুনোতি মায়াং গুণসংপ্রসূতাম্।
গুণাংশ্চ সন্দহ্য যদাত্মমেতৎ
স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্ যথাগ্নিঃ ॥ ১৩ ॥

বৈশারদী সা অতিবিশুদ্ধবুদ্ধিঃ গুণসংপ্রসূতাং মায়াং ধুনোতি, এতৎ ( পুরুষস্য বন্ধনং ) যদাত্মং তান্ গুণান্ চ সন্দহ্য অসমিৎ ( নিরিন্ধনঃ ) অগ্নিঃ যথা ( ইব ) স্বয়ং চ শাম্যতি ॥ ১৩ ॥

নিপুণ শিষ্য কর্ত্তৃক প্রাপ্ত ও তাদৃশ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান সত্ত্বাদিগুণকার্য্যরূপা মায়াকে দূর করে এবং এই পুরুষের বন্ধন যদাত্মক সেই গুণ সকলকে দগ্ধ করিয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় স্বয়ংও শান্ত হয় ॥ ১৩ ॥

অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৄণাং ভোক্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাম্ ॥ ১৪ ॥
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ ॥ ১৫ ॥

কর্ম্মকর্ত্তৄণাং সুখদুঃখয়োঃ ভোক্তৄণাং ( চ ) এষাং ( জীবানাম্ ) অথ ( যদি ) নানাত্বং মন্যসে, ( তথা ) অথ ( যদি ) লোককালাগমাত্মনাং নিত্যত্বং ( মন্যসে ), যথা হি ( তথা যদি ) সর্ব্বভাবানাং (প্রকৃচন্দনবনিতাদীনাং ) সংস্থা ( স্থিতিঃ ) ঔৎপত্তিকী ( প্রবাহরূপেণ নিত্যা মন্যসে ), ( অথ যদি ) তত্তদাকৃতিভেদেন ( ঘটপটাদ্যাকারভেদেন ) ধীঃ জায়তে ভিদ্যতে চ ( ইতি মন্যসে ) ॥ ১৪-১৫ ॥

যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখদুঃখের ভোক্তা এই জীব সকলের নানাত্ব বিবেচনা

করা হয়, আর যদি ভোগের স্থান।ভোগের কাল ও ভোক্তা আত্মার নিতান্ত বিবেচনা করা হয়, আর যদি স্রক্চন্দনাদি ভোগ্য বিষয় সকলের স্থিতি প্রবাহরূপে নিত্য বিবেচনা করা হয়, আর যদি ঘটপদাদি আকারের ভেদে জ্ঞানের উৎপত্তি ও ভেদ স্বীকার করা হয় ॥ ১৪-১৫ ॥

এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গ ! ( ভোঃ ! ) এবম্ ( অঙ্গীকারে ) অপি সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ ( দেহসম্বন্ধাৎ ) কালাবয়বতঃ অসকৃৎ ( পুনঃ পুনঃ ) জন্মাদয়ঃ ভাবাঃ সন্তি ॥ ১৬ ॥

অঙ্গ ! এইরূপ অঙ্গীকারেও সকল দেহীর দেহসম্বন্ধ হেতু কালরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মাদি ভাব সকলের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইতেছে ॥ ১৬ ॥

তত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে ।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কোন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥১৭॥

তত্র ( তদঙ্গীকৃতপক্ষে ) অপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুঃ দুঃখসুখয়োঃ ভোক্তুঃ চ অস্বাতন্ত্র্যং চ লক্ষ্যতে । ( এবং চেৎ তর্হি ) বিবশং ( কালকর্ম্মগুণাধীনং পুরুষং ) কঃ নু অর্থঃ ( বিষয়ঃ ) ভজেৎ ( সুখয়েৎ ) ॥ ১৭ ॥

তদঙ্গীকৃত পক্ষেও কর্ম্মকর্ত্তার ও দুঃখসুখভোক্তার অস্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইতেছে । যদি তাহা হইল, তবে কালকর্ম্মাদ্যধীন পুরুষকে কোন্ বিষয় সুখ দিবে ? ॥ ১৭ ॥

ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে বিদুষামপি ।
তথাচ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরম্ ॥ ১৮ ॥

বিদুষাং (তত্তদুপায়াভিজ্ঞানাম্ ) অপি দেহিনাং কিঞ্চিৎ সুখং ন বিদ্যতে। তথা চ মূঢ়ানাং দুঃখম্ । পরং ( কেবলং ) বৃথা অহঙ্করণম্ ( অহঙ্কারঃ ) ॥ ১৮ ॥

তত্তদুপায়াভিজ্ঞ জ্ঞানীদিগেরও কিছু সুখ নাই । আবার অজ্ঞ লোকদিগেরও দুঃখই । কেবল আমি সুখী ইত্যাকার বৃথা অহঙ্কারমাত্র ॥ ১৮ ॥

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ ।
তেঽপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্ যথা ॥ ১৯ ॥

যদি সুখদুঃখয়োঃ প্রাপ্তিং বিঘাতং চ জানন্তি ( তথা ) তে অপি অদ্ধা ( সাক্ষাৎ ) যথা মৃত্যুঃ ন প্রভবেৎ ( তথা ) যোগম্ ( উপায়ং ) ন বিদুঃ ॥ ১৯ ॥

যদি সুখের প্রাপ্তির এবং দুঃখের নাশের উপায়ও জানা হয়, তথাপি তাঁহারা যাহাতে সহসা মৃত্যু না ঘটে, এমন উপায় জানেন না ॥ ১৯ ॥

**কিং স্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।**
**আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ২০ ॥**

কিং স্বু অর্থঃ কামঃ বা এনং সুখয়তি? অন্তিকে (স্থিতঃ) মৃত্যুঃ আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্য এব তুষ্টিদঃ ন (ভবতি) ॥ ২০ ॥

অর্থ বা বিষয় কি তাঁহাকে সুখী করিতে পারে? সমীপস্থ মৃত্যু যেমন বধস্থানে নীয়মান বধ্য ব্যক্তির সুখদায়ক হয় না, তদ্রূপ অর্থকামাদিও আসন্ন-মৃত্যু দেহীর পক্ষে সুখদায়ক হয় না ॥ ২০ ॥

**শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।**
**বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥**

শ্রুতং চ দৃষ্টবৎ স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ দুষ্টম্, অপি চ কৃষিবৎ বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ নিষ্ফলম্ ॥ ২১ ॥

শ্রুত স্বর্গাদিও দৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় স্পর্দ্ধা অসূয়া নাশ ও ক্ষয় প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট হইয়াছে। আরও তাদৃশ বিষয় সকল বহুবিঘ্নে অভিভূত বলিয়া কৃষির ন্যায় সময়ে সময়ে নিষ্ফলও হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

**অন্তরায়ৈরবিহতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।**
**তেনাপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু ॥ ২২ ॥**

অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) অবিহতঃ ধর্ম্মঃ যদি স্বনুষ্ঠিতঃ (ভবেৎ তদা) তেন (স্বধর্ম্মেণ) অপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তৎ (মত্তঃ) শৃণু ॥ ২২ ॥

বিঘ্ন দ্বারা অবিহত ধর্ম্ম যদি সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হয়, তখন ঐ স্বধর্ম্ম দ্বারাও নির্জ্জিত স্থানে যেরূপে গমন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

**ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।**
**ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥ ২৩**

যাজ্ঞিকঃ (পুরুষঃ) ইহ (লোকে) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) ইষ্ট্বা (সমারাধ্য) স্বর্লোকং যাতি। তত্র দেববৎ নিজার্জ্জিতান্ দিব্যান্ ভোগান্ ভুঞ্জীত ॥ ২৩

যাজ্ঞিক পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করিয়া

স্বর্গে গমন করেন। সেই স্থানে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় স্বোপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করাইয়া থাকে।

"যাজ্ঞিক পুরুষ" ইত্যাদি। যজ্ঞ বহুবিধ। তন্মধ্যে শ্রৌতাগ্নিকৃত্য হবির্যজ্ঞ সাতটি; যথা—অগ্ন্যাধান বা অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও সৌত্রামণি। স্মার্ত্তাগ্নিকৃত্য পাকযজ্ঞ সাতটি; যথা—ঔপাসন, বৈশ্বদেব, স্থালীপাক, আগ্রয়ণ, সর্পবলি, ঈশানবলি ও অষ্টকাষ্টকা। শ্রৌতাগ্নিকৃত্য সোমসংস্থ সাতটি; যথা—সোমযাগ বা অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্য্যাম। এতদ্ব্যতীত উত্তরক্রতু অনেক আছে। যথা—মহাব্রত, সর্ব্বতোমুখ, রাজসূয়, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব, আঙ্গিরস ও অষ্টাদশ চয়ন প্রভৃতি। এই সকল যজ্ঞের অধিকাংশই কাম্য ও অনিত্যফলপ্রদ। এই সকল যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতা সকল অর্চ্চিত হইয়া যে ফল প্রদান করেন, তাহা চিরস্থায়ী নহে। এই সকল যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট ফল অবশ্যভোক্তব্য ও অচিরস্থায়ী ॥ ২৩ ॥

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্ মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্ ॥ ২৪ ॥

দেবীনাং মধ্যে হৃদ্যবেশধৃক্ (মনোহররূপধারী সন্) বিহরন্ স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমানে (স্থিতঃ সঃ যাজ্ঞিকঃ) গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়তে ॥ ২৪ ॥

সেই যাজ্ঞিক, দেবীগণের মধ্যে মনোহরবেশধারী হইয়া বিহার করিতে করিতে নিজ পুণ্য দ্বারা লব্ধ শুভ্র বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীত হয়েন ॥ ২৪ ॥

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥

কিঙ্কিণীজালমালিনা (ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহশোভিনা) কামগযানেন (কামেন যথেচ্ছং গচ্ছতা বিমানেন) সুরাক্রীড়েষু (নন্দনকাননাদিষু) স্ত্রীভিঃ (সহ) নির্বৃতঃ (সুখিতঃ) ক্রীড়ন্ আত্মপাতং (পুণ্যান্তে ততঃ ভ্রংশং) ন বেদ ॥ ২৫ ॥

ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহে শোভমান কামগ বিমান দ্বারা নন্দনকাননাদিতে স্ত্রীদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করিতে করিতে পুণ্যক্ষয়ে তাঁহারা নিজের পতন জানিতে পারেন না ॥ ২৫ ॥

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ২৬ ॥

যাবৎ পুণ্যং ( ভোগেন ) সমাপ্যতে তাবৎ স্বর্গে প্রমোদতে। ততঃ ক্ষীণ-পুণ্যঃ ( তু ) অনিচ্ছন্ ( অপি ) কালচালিতঃ ( সন্ ) অর্ব্বাক্ পততি ॥ ২৬ ॥

যাবৎ পুণ্য ভোগ দ্বারা সমাপ্ত ( না ) হয়, তাবৎ স্বর্গে সুখভোগ হইয়া থাকে। পরে পুণ্যের ক্ষয় হইলে, ( উহার অবশেষ থাকিতে থাকিতেই ) ইচ্ছা না থাকিলেও কালবশে ( বাধ্য হইয়া ) অধঃপতন ( পাইতে ) হয় ॥ ২৬ ॥

যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥ ২৭ ॥

যদি বা অসতাং সঙ্গাৎ অধর্ম্মরতঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ কামাত্মা কৃপণঃ লুব্ধঃ স্ত্রৈণঃ ভূতবিহিংসকঃ স্যাৎ ॥ ২৭ ॥

যদি কেহ বা অসতের সঙ্গবশতঃ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াবিষ্টচিত্ত দীনভাবাপন্ন ভোগতৃষ্ণাকুল স্ত্রৈণ হইয়া তন্নিমিত্ত প্রাণীপীড়াদায়ক হয়েন ॥ ২৭ ॥

পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ ॥ ২৮ ॥

অবিধিনা ( শাস্ত্রবিধানং বিনা এব ) পশূন্ আলভ্য ( হত্বা ) প্রেতভূতগণান্ যজন্ ( যষ্ট্বা সঃ ) জন্তুঃ ( মনুষ্যঃ ) অবশঃ ( সন্ ) নরকান্ গত্বা উল্বণং ( ঘোরং ) তমঃ ( অজ্ঞানবহুলং স্থাবরাদিযোনিং ) যাতি ) ॥ ২৮ ॥

অবিধিপূর্ব্বক পশু সকল হনন করিয়া প্রেত ও ভূত সকলের পূজা করিয়া সেই মনুষ্য অবশভাবে নরকে যাইয়া ঘোর অজ্ঞানবহুল স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

"অবিধিপূর্ব্বক" ইত্যাদি। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক ভেদে কর্ম্মের অধিকারী দ্বিবিধ। ধার্ম্মিকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম শুভকর্ম্ম এবং অধার্ম্মিকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের নাম অশুভ কর্ম্ম। যে কর্ম্ম জগতের মঙ্গল করে, তাহাকেই শুভকর্ম্ম বলা যায়। আর যে কর্ম্ম জগতের অমঙ্গল করে, তাহাকেই অশুভকর্ম্ম বলা যায়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ নরকাদি অনিষ্টের সাধন জীবহিংসাদি কর্ম্ম সকল জগতের অমঙ্গলকর বলিয়া অশুভ এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকল জগতের মঙ্গলকর বলিয়া শুভ। শুভকর্ম্ম সকল কাম্য, নিত্য, নৈমিত্তিক ও অকাম্য ভেদে চতুর্ব্বিধ।

স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল কাম্যকর্ম্ম। কাম্যকর্ম্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বজগতের হিতকর না হইলেও অনুষ্ঠানকর্ত্তা প্রভৃতির হিতকর হইয়া জগতের হিতকরই হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যবায়জনক সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম সকল, পুত্রজন্মাদির অনুবন্ধি জাতেষ্টি প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল এবং দুরিতক্ষয়সাধক চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাত্মক কর্ম্ম সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বজগতের হিতকর। এই সকল কর্ম্ম মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে। নিষিদ্ধকর্ম্ম অহিতকর বলিয়া এবং কাম্যকর্ম্ম অহিতকর না হইয়াও মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য। আর কাম্যাদি কর্ম্মত্রয় অকাম্য কর্ম্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট না হইলেও চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়াই পুরুষের গ্রাহ্য ॥২৮॥

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ ॥ ২৯ ॥

দেহেন দুঃখোদর্কাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ তৈঃ ( কৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ ) পুনঃ দেহম্ আভজতে ( প্রাপ্নোতি )। তত্র ( এবং সংসারচক্রে বর্ত্তমানস্য ) মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ কিং সুখম্ ॥ ২৯ ॥

ঐ দেহ দ্বারা দুঃখ যাহার উত্তরফল এতাদৃশ কর্ম্ম সকল করিয়া ঐ কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা পুনর্ব্বার দেহ প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপে সংসারচক্রে বর্ত্তমান ঐ মরণধর্ম্মী মনুষ্যের কি সুখ ? ॥ ২৯ ॥

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ॥ ৩০ ॥

কল্পজীবিনাং লোকানাং লোকপালানাং ( চ ) মদ্ভয়ম্। দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ ( দ্বৌ পরার্দ্ধৌ পরমায়ুঃ যস্য তস্য ) ব্রহ্মণঃ অপি মত্তঃ ভয়ং ( ভবতি ) ॥ ৩০ ॥

কল্পান্তজীবী লোক সকলের ও লোকপাল সকলের আমা হইতে ভয় আছে। দ্বিপরার্দ্ধপরমায়ু ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় আছে, ( অতএব কর্ম্মজড় ব্যক্তিদিগের মত অতীব অকিঞ্চিৎকর জানিবে ) ॥ ৩০ ॥

“কল্পান্তজীবী” ইত্যাদি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগে একটি মহাযুগ হয়। ঐরূপ এক সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। এই কল্পই ব্রহ্মার দিন। ব্রহ্মার রাত্রির পরিমাণও এক কল্প। এই প্রকার দিনরাত্রি সংখ্যায় একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুঃ। ব্রহ্মার আয়ুঃ জগতের সকলের আয়ুঃ

হইতে অধিক বলিয়া তাঁহার আয়ুকে পরমায়ু বা পরায়ু এবং তাঁহার আয়ুর অর্দ্ধাংশকে পরার্দ্ধ বলা হইয়া থাকে। এই পরার্দ্ধ শব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝায় না। অতএব দ্বিপরার্দ্ধপরমায়ু বলিতে তাদৃশ দুইটি পরার্দ্ধ অর্থাৎ পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ মিলিয়া পূর্ণ হইয়াছে আয়ুঃ যাঁহার, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের বিরোধ ঘটে ॥ ৩০ ॥

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ ॥ ৩১ ॥

গুণাঃ ( গুণকার্য্যাণি ইন্দ্রিয়াণি ) কর্ম্মাণি সৃজন্তি। গুণঃ ( সত্ত্বাদিঃ ) গুণান্ ( ইন্দ্রিয়াণি ) অনুসৃজতে ( প্রবর্ত্তয়তি )। গুণসংযুক্তঃ ( ইন্দ্রিয়সংযুক্তঃ ) অসৌ জীবঃ তু কর্ম্মফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ৩১ ॥

গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য যে ইন্দ্রিয় সকল তাহারাই কর্ম্ম সমূহের সৃষ্টি করে। আবার সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণ সকল ঐ ইন্দ্রিয় সকলকে প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঐ জীব কিন্তু কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥৩১॥

"গুণ অর্থাৎ গুণকার্য্য" ইত্যাদি। ( বিশেষতঃ সাংখ্যমতাবলম্বীরা জীবের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্বীকারই করেন না। সাংখ্যমতে ) জীব যে কিছু কর্ম্ম করেন, ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাহা সাধিত হইয়া থাকে। ঐ ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতির গুণ হইতে উৎপন্ন, এবং পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতির গুণ সকলই ঐ ইন্দ্রিয় সকলকে যথানিয়মে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এইরূপে গুণ ও গুণকার্য্য ইন্দ্রিয় সকলই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অজ্ঞ জীব অহঙ্কারবশতঃ ঐ সকল ইন্দ্রিয়কৃত কর্ম্ম নিজকৃত ভাবিয়া লইয়া তত্তৎকর্ম্মের ফল বাধ্য হইয়া ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি ॥ ৩২ ॥

যাবৎ গুণবৈষম্যং ( গুণানাং বৈষম্যম্ অহঙ্কারাদিকার্য্যরূপং ) তাবৎ আত্মনঃ নানাত্বং স্যাৎ। যাবৎ আত্মনঃ নানাত্বং তদা ( তাবৎ ) এব হি পারতন্ত্র্যম্ ॥ ৩২ ॥

( ঐ সাংখ্যমতের উপরও মায়াবাদীরা দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ) যাবৎ গুণবৈষম্য অর্থাৎ গুণ সকলের অহঙ্কার প্রভৃতি পরিণাম, তাবৎ আত্মার নানাত্ব বোধ হয়। যাবৎ আত্মার নানাত্ব বোধ, তাবৎই জীবের পরাধীনতা ॥ ৩২ ॥

যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্ ।
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ অস্য ( জীবস্য ) অস্বতন্ত্রত্বং তাবৎ ঈশ্বরতঃ ভয়ং ( ভবতি )। যে এতৎ ( গুণবৈষম্যং তৎকৃতং ভোগং কর্ম্ম চ ) সমুপাসীরন্ ( সেবেরন্ ) তে শুচার্পিতাঃ ( সন্তঃ ) মুহ্যন্তি ॥ ৩৩ ॥

যাবৎ এই জীবের পরাধীনতা, তাবৎ ঈশ্বর হইতে ভয়। ( প্রকৃত পক্ষে জীবের নানাত্ব বা অস্বাতন্ত্র্য এই দুইয়ের কোনটিই সত্য নয়। এইরূপে কি কর্ম্মজড়দিগের কি সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের কি মায়াবাদীদিগের মতের অস্থিরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ) অতএব যাঁহারা কর্ম্মজড়দিগের মতাবলম্বী হইয়া জীবের স্বতঃ কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন বা যাঁহারা নিরীশ্বর সাংখ্যদিগের গুণবৈষম্য পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের কর্তৃত্বাদি অস্বীকার করেন অথবা যাঁহারা মায়াবাদ আশ্রয় করিয়া উক্ত উভয় পক্ষকেই উড়াইয়া দেন, তাঁহারা সকলেই শোকগ্রস্ত হইয়া মোহিত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব বা ।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি ॥ ৩৪ ॥

গুণব্যতিকরে ( মায়াক্ষোভে ) সতি মাং কালঃ আত্মা আগমঃ লোকঃ স্বভাবঃ ধর্ম্ম এব বা ইতি বহুধা প্রাহুঃ ॥ ৩৪ ॥

মায়ার ক্ষোভ হইলে, আমাকে কাল আত্মা আগম লোক স্বভাব ও ধর্ম্ম ইত্যাদি বহু প্রকার বলিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

"মায়ার ক্ষোভ হইলে" ইত্যাদি। মায়াগুণ দ্বারা পরাভূত লোক সকল শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরুদ্ধ অনীশ্বরবাদী হইয়া, নানা কথাই বলিয়া থাকে। তদনুসারে কর্ম্মজড়েরা আমাকে বিশ্বব্যবহারের কারণস্বরূপ কাল, আত্মা, আগম ও লোক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। সাংখ্যেরা আমাকে পরিণামহেতু স্বভাব বলিয়া থাকে। এবং মায়াবাদীরা আমাকে ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্তামাত্র বলিয়া থাকে। উঁহাদের কেহই আমার যথাবৎ স্বরূপ বলিতে পারে না। কিন্তু উঁহারা যাহাই কেন বলুক না, ঈশ্বরকারণবাদীদিগের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত হয় না। তাঁহাদের মতে ঐ সকলই আমারই আশ্রিত। অতএব জীবের কর্ম্মবন্ধন মোচনের জন্য নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

উদ্ধব উবাচ।

গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি দেহজেষ্বনপাবৃতঃ।
গুণৈর্ন বধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো॥ ৩৫॥

( হে ) বিভো! গুণেষু বর্ত্তমানঃ অপি দেহী গুণৈঃ দেহজেষু ( কর্ম্মসু ) চ কথং ন বধ্যতে? অনপাবৃতঃ ( ইতি চেৎ কথং ) বা বধ্যতে?॥ ৩৫॥

হে বিভো! দেহী গুণে বর্ত্তমান থাকিয়াও গুণ দ্বারা দেহজ সুখদুঃখাদিতে বদ্ধ হয় না কেন? অনাবৃত বলিয়া তদ্রূপ হইলেই বা বদ্ধ হয় কিরূপে?॥ ৩৫॥

কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেৎ শয়ীতাসীত যাতি বা॥ ৩৬॥
এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
নিত্যবদ্ধো নিত্যমুক্ত এক এবেতি মে ভ্রমঃ॥ ৩৭॥

( সঃ ) কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈঃ বা লক্ষণৈঃ জ্ঞায়েত কিং ভুঞ্জীত উত বিসৃজেৎ শয়ীত আসীত যাতি বা? ( হে ) প্রশ্নবিদাং বর! অচ্যুত! মে ( মম ) এতৎ প্রশ্নং ব্রূহি। একঃ এব ( সঃ ) নিত্যবদ্ধঃ নিত্যমুক্তঃ ইতি মে ( মম ) ভ্রমঃ ( ভবতি )॥ ৩৬-৩৭॥

তিনি কিরূপে জীবন ধারণ করেন, বিহার করেন, কি কি লক্ষণ দ্বারাই বা পরিচিত হয়েন, কি ভোজন করেন, কি ত্যাগ করেন, এবং তাঁহার শয়ন উপবেশন ও গমনই বা কিরূপ? হে প্রশ্নবেত্তাদিগের প্রধান! অচ্যুত! আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। একই সেই জীব নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত আমার এই ভ্রম হইতেছে॥ ৩৬-৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

# একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥ ১ ॥

( আত্মা ) বদ্ধঃ মুক্তঃ ইতি ( যা ) ব্যাখ্যা ( উক্তিঃ, সা ) মে গুণতঃ ( মদ্‌গুণ-পারতন্ত্র্যাৎ ) ন ( তু ) বস্তুতঃ। গুণস্য ( দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধস্য ) মায়ামূলত্বাৎ ( মিথ্যা এব স্ফোরণাৎ ) ন বন্ধনং ন মোক্ষঃ ( চ ইতি ) মে ( মম মতম্ ) ॥ ১ ॥

আত্মা বদ্ধ, আত্মা মুক্ত, এই যে উক্তি, তাহা আমার গুণের অধীন বলিয়া, স্বরূপতঃ নহে। দেহেন্দ্রিয়াদিগুণসম্বন্ধের মায়ামূলকত্ব হেতু, অর্থাৎ মিথ্যা স্ফোরণ হেতু, জীবের বন্ধনও নাই মোক্ষও নাই, ইহাই আমার মত ॥ ১ ॥

শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতি র্ন তু বাস্তবী ॥ ২ ॥

যথা আত্মনঃ ( বুদ্ধেঃ এব ) খ্যাতিঃ ( বিবর্ত্তঃ ) স্বপ্নঃ, তথা শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিঃ চ মায়য়া ( তদধ্যাসেন আত্মনি প্রতীয়ন্তে, অতঃ শোক-মোহাদিময়লক্ষণা ) সংসৃতিঃ ন তু বাস্তবী ( বস্তুভূতা ) ॥ ২ ॥

যেমন বুদ্ধিরই ভাবান্তর স্বপ্ন, তদ্রূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহাপত্তি মায়ার অধ্যাস দ্বারা আত্মাতে প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব শোকমোহাদি-ময়লক্ষণ সংসার বাস্তব নহে ॥ ২ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে ॥ ৩ ॥

( হে ) উদ্ধব ! শরীরিণাং বন্ধমোক্ষকরী (বন্ধমোক্ষকার্য্যৌ) আদ্যে ( অনাদী ) মে ( মম ) মায়য়া ( সঙ্কল্পরূপয়া মহাশক্ত্যা ) বিনির্ম্মিতে ( সৃষ্টে ) বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ ( তাভ্যেতে বন্ধমোক্ষৌ আভ্যাম্ ইতি তনূ শক্তী ) বিদ্ধি ( জানীহি ) ॥ ৩ ॥

হে উদ্ধব ! শরীরীদিগের বন্ধকরী ও মোক্ষকরী অনাদি আমার মায়ারূপ মহাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট এই বিদ্যা ও অবিদ্যাকে আমার শক্তি জানিবে ॥ ৩ ॥

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদেবিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ৪ ॥

( হে ) মহামতে! একস্য এব মম অংশস্য ( রশ্মিপরমাণুস্থানীয়স্য ) অস্য অনাদেঃ জীবস্য এব অবিদ্যয়া বন্ধঃ তথা বিদ্যয়া চ ইতরঃ ( মোক্ষঃ ) ॥ ৪ ॥

হে মহামতে! একই আমার অংশভূত এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ জানিবে ॥ ৪ ॥

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি ॥ ৫ ॥

অথ ( হে ) তাত! একধর্ম্মিণি ( একস্মিন্ ধর্ম্মিণি শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃরূপেণ ) স্থিতয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ ( শোকানন্দধর্ম্মবতোঃ জীবেশ্বরয়োঃ ) বদ্ধস্য মুক্তস্য ( চ জীবস্য ) বৈলক্ষণ্যং তে ( তুভ্যং ) বদামি ( কথয়ামি ) ॥ ৫ ॥

অনন্তর, হে তাত! একই শরীরে নিয়ম্যনিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত শোকরূপ ও আনন্দরূপ বিরুদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্ট জীব ও ঈশ্বরের এবং বদ্ধ ও মুক্ত জীবের বৈলক্ষণ্য তোমাকে বলিতেছি ॥ ৫ ॥

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥ ৬ ॥

( বৃক্ষাৎ পৃথগ্ভূতৌ ) সুপর্ণৌ ( পক্ষিণৌ ইব দেহাৎ পৃথগ্ভূতৌ ) এতৌ ( জীবেশ্বরৌ চিদ্রূপত্বাৎ ) সদৃশৌ ( অবিয়োগাৎ ঐকমত্যাৎ চ ) সখায়ৌ। এতৌ যদৃচ্ছয়া বৃক্ষে ( বৃশ্চ্যতে ইতি বৃক্ষঃ দেহঃ তস্মিন্ ) কৃতনীড়ৌ ( কৃতনিকেতনৌ ) চ। তয়োঃ ( মধ্যে ) একঃ ( জীবঃ ) পিপ্পলান্নং ( পিপ্পলঃ অশ্বত্থঃ দেহঃ তস্মিন্ অদনীয়ং কর্ম্মফলং সুখদুঃখাদিকং ) খাদতি ( ভক্ষয়তি, অনুভবতি )। অন্যঃ ( ঈশ্বরঃ তু ) নিরন্নঃ ( নিজানন্দতৃপ্তত্বাৎ কর্ম্মফলবিষয়ভোগরহিতঃ ) অপি বলেন ( জ্ঞানাদিশক্ত্যা ) ভূমান্ ( অধিকঃ ) ॥ ৬ ॥

বৃক্ষ হইতে পৃথগ্ভূত পক্ষিদ্বয়ের ন্যায় দেহ হইতে পৃথগ্ভূত এই জীব ও ঈশ্বর চিদ্রূপত্বহেতু তুল্য এবং পরস্পর অবিয়োগহেতু সখিভাবাপন্ন। ইঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে দেহরূপ বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক যে জীবরূপ পক্ষী তিনি দেহরূপ অশ্বত্থবৃক্ষে অদনীয় কর্ম্মফল সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। আর অন্য ঈশ্বররূপ পক্ষী কিন্তু নিজানন্দে তৃপ্তিবশতঃ কর্ম্মফলভূত বিষয়ভোগে বিমুখ হইয়াও জ্ঞানাদিশক্তি দ্বারা অধিক হয়েন ॥ ৬ ॥

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ ॥৭॥

অপিপ্পলাদঃ ( ন পিপ্পলং কর্ম্মফলম্ অত্তি ইতি ) বিদ্বান্ সঃ ( পরমাত্মা ) আত্মানং ( স্বম্ ) অন্যং চ বেদ । পিপ্পলাদঃ ( জীবঃ ) তু ন । ( অতঃ ) যঃ অবিদ্যয়া যুক্ ( যুক্তঃ ) সঃ তু নিত্যবদ্ধঃ ( অনাদিবদ্ধঃ ) যঃ বিদ্যাময়ঃ ( বিদ্যাপ্রধানঃ ) সঃ তু নিত্যমুক্তঃ ॥ ৭ ॥

কর্ম্মফলের অভোক্তা বিদ্বান্ সেই পরমাত্মা আপনাকে ও অন্যকে জানেন। কর্ম্মফলভোক্তা জীব কিন্তু তাহা জানে না । অতএব যে অবিদ্যাযুক্ত সেই নিত্য-বদ্ধ ( অনাদিকাল হইতে বদ্ধ ) এবং যিনি বিদ্যাশক্তিপ্রধান তিনিই নিত্যমুক্ত ॥ ৭ ॥

দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্‌যথোত্থিতঃ ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা ॥ ৮ ॥

যথা স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ (জনঃ স্বপ্নাবসানে স্বপ্নদেহে স্থিতঃ অপি তদ্দেহস্থঃ ন ভবতি তথা) বিদ্বান্ মুক্তঃ পুরুষঃ দেহস্থঃ অপি দেহস্থঃ ন (ভবতি । তথা বস্তুতঃ) অদেহস্থঃ অপি কুমতিঃ ( অবিদ্বান্ জনঃ ) স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদেহগতঃ জনঃ যথা (ইব) দেহস্থঃ ( তন্নিমিত্তসুখ-দুঃখভাক্ ভবতি ) ॥ ৮ ॥

যেমন স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তি স্বপ্যমান স্বপ্নদেহে থাকিয়াও তাহাতে থাকে না, তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষ দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ হয়েন না ; এইরূপ বস্তুতঃ অদেহস্থ অবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বপ্নদেহগত স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের ন্যায় দেহস্থ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ ।
গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়ৈঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষু অপি গৃহ্যমাণেষু ( সৎসু ) যঃ তু বিদ্বান্ গুণৈঃ গুণেষু ( গৃহ্যমাণেষু অতএব ) অবিক্রিয়ঃ ( রাগাদিশূন্যঃ ) চ ( সঃ ) ন অহং কুর্য্যাৎ ( অহং গৃহ্নামি ইতি মতিং কুর্য্যাৎ ) ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল গৃহীত হইলেও যে ব্যক্তি গুণ সকল দ্বারা গুণ সকল গৃহীত হইতেছে জানিয়া তজ্জন্য বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, তিনি তদ্বিষয়ে অহং-কারও প্রয়োগ করেন না ॥ ৯ ॥

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥

দৈবাধীনে ( পূর্ব্বকর্ম্মাধীনে ) অস্মিন্ শরীরে বর্ত্তমানঃ অবুধঃ গুণভাব্যেন ( গুণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ ভাব্যেন ) কর্ম্মণা কর্ত্তা অস্মি ইতি ( অহঙ্কারেণ ) তত্র ( দেহাদৌ ) নিবধ্যতে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মাধীন এই শরীরে বর্ত্তমান অজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে আমার কর্ম্ম বোধে আমি কর্ত্তা এইরূপ অহঙ্কার করিয়া ঐ দেহাদিতে নিবদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ১১ ॥

এবম্ ( অন্যগতম্ এব কর্ম্ম মাং নিবধ্নাতি ইতি ) বিরক্তঃ বিদ্বান্ ( জনঃ ) তত্র তত্র ( বিষয়েষু ) গুণান্ ( ইন্দ্রিয়াণি অপি ) আদয়ন্ ( ভোজয়ন্ তৎসাক্ষিত্বেন বর্ত্তমানঃ ) তথা ( অবিদ্বান্ ইব ) শয়নে আসনাটনমজ্জনে দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজন-শ্রবণাদিষু ন বধ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্যগত কর্ম্মই আমাকে বন্ধন করে এইপ্রকার জ্ঞানে বিরক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে ইন্দ্রিয় সকলকে তর্পণ করিয়াও সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় শয়ন উপবেশন গমন স্নান দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণ ভোজন ও শ্রবণাদি বিষয় সকলে নিবদ্ধ হয়েন না ॥ ১১ ॥

প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ।
বৈশারদ্যেক্ষয়া সঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্বিনিবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

( যথা সর্ব্বত্র স্থিতমপি ) খং (ব্যোম) (জলে প্রতিবিম্বিতঃ অপি) সবিতা ( সূর্য্যঃ ) ( সর্ব্বত্র সঞ্চরন্ অপি ) অনিলঃ ( বায়ুঃ ) (তত্র তত্র ন সজ্জতে) (তথা) প্রকৃতিস্থঃ অপি (বিদ্বান্) অসংসক্তঃ (ভবতি) (কিঞ্চ) অসঙ্গশিতয়া (অসঙ্গেন বৈরাগ্যেণ শিতয়া তীক্ষ্ণয়া) বৈশারদ্যেক্ষয়া ( বৈশারদী যা ঈক্ষা তয়া ) ছিন্নসংশয়ঃ ( ছিন্নাঃ সংশয়াঃ যস্য সঃ ) বিদ্বান্ স্বপ্নাৎ প্রতিবুদ্ধঃ ( উত্থিতঃ ) ইব নানাত্বাৎ (দেহাদিপ্রপঞ্চাৎ) বিনিবর্ত্ততে ॥১২॥

যেমন আকাশ সর্ব্বগত হইয়াও সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল হইয়াও সেই সেই বিষয়ে বদ্ধ হয় না, তদ্রূপ বিদ্বান ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না। আরও বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ছিন্নসংশয় সেই বিদ্বান ব্যক্তি স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে নিবৃত্ত হয়েন ॥ ১২ ॥

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।
বৃত্তয়ঃ স তু মুক্তো বৈ দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ ॥ ১৩ ॥

যস্য হি প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং বৃত্তয়ঃ ( ক্ষুৎপিপাসাদিরূপাঃ ) বীতসঙ্কল্পাঃ ( সঙ্কল্পশূন্যাঃ ) স্যুঃ স তু দেহস্থঃ অপি তদ্‌গুণৈঃ ( দেহগুণৈঃ ) মুক্তঃ বৈ ॥ ১৩ ॥

যাহার প্রাণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ বৃত্তি সকল সঙ্কল্পরহিত হয়, সেই ব্যক্তি দেহস্থ হইয়াও দেহগুণ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্‌যদৃচ্ছয়া ।
অর্চ্চ্যতে বা কচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ ॥ ১৪ ॥

যস্য আত্মা ( দেহঃ ) হিংস্রৈঃ (দুর্জ্জনৈঃ অন্যৈঃ বা প্রাণিভিঃ ) হিংস্যতে (পীড্যতে) যদৃচ্ছয়া ( হেতুনা বিনা এব যেন কেন অপি ) কচিৎ কিঞ্চিৎ অর্চ্চ্যতে বা ( সঃ ) বুধঃ ( চেৎ ) ন ব্যতিক্রিয়তে (বিক্রিয়তে তর্হি মুক্তঃ ইতি ) ॥ ১৪ ॥

যাহার দেহ দুর্জ্জন অথবা হিংস্রজন্তু কর্তৃক পীড়িত হইলে বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে কোথাও কিছু পূজিত হইলে যে ব্যক্তি বিকার প্রাপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিই মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১৪ ॥

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা ।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্‌মুনিঃ ॥ ১৫ ॥

( কিঞ্চ ) সাধু অসাধু বা কুর্ব্বতঃ বদতঃ ( বা অন্যান্ যঃ ) ন স্তুবীত ন ( চ ) নিন্দেত গুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ ( লৌকিকব্যবহার বিমুখঃ ) সমদৃক্ ( সঃ ) মুনিঃ ( মুক্তঃ ইতি ) ॥ ১৫ ॥

কোন ব্যক্তি ভাল বা মন্দ করিলে অথবা বলিলে, যিনি প্রশংসা করেন না এবং নিন্দাও করেন না, তাদৃশ গুণদোষবিবর্জ্জিত সমদর্শী মুনিকেই মুক্ত বলা যায় ॥ ১৫ ॥

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥ ১৬ ॥

( অপিচ ) সাধু অসাধু বা কিঞ্চিৎ ন কুর্য্যাৎ ন বদেৎ ন ধ্যায়েৎ আত্মারামঃ মুনিঃ অনয়া বৃত্ত্যা জড়বৎ বিচরেৎ ॥ ১৬ ॥

যিনি ভাল মন্দ কিছু করেন না এবং বলেন না ও চিন্তাও করেন না সেই আত্মতৃপ্ত মুনি উক্ত বৃত্তি অবলম্বনে জড়ের ন্যায় বিচরণ করেন ॥ ১৬ ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ১৭ ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ ( অধ্যয়নাদিনা পারং গতঃ অপি জনঃ ) যদি পরে ব্রহ্মণি ন নিষ্ণায়াৎ ( ধ্যানাদাভিনিবেশং ন কুর্য্যাৎ ) তস্য শ্রমঃ ( শাস্ত্রশ্রমঃ ) অধেনুং ( চিরপ্রসূতাং গাং ) রক্ষতঃ ( জনস্য ) ইব শ্রমফলঃ ( শ্রমৈকফলঃ নতু পুরুষার্থ-পর্য্যবসায়ী ) ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করে না তাহার শাস্ত্রশ্রম, চিরপ্রসূতা গাভির পালনকারী ব্যক্তির ন্যায়, কেবল পরিশ্রম-জনক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ১৮ ॥

অঙ্গ ( হে উদ্ধব ) দুগ্ধদোহাং ( দুগ্ধঃ দোহঃ পয়ঃ যস্যাঃ তাম্ অর্থশূন্যাং ) গাম্ অসতীং ( ব্যভিচারিণীত্বাৎ কামশূন্যাং ) ভার্য্যাং চ পরাধীনং ( প্রতিক্ষণং দুঃখ-হেতুং ) দেহম্ অসৎপ্রজাং ( দৃষ্টাদৃষ্টফলশূন্যাং পুত্রং ) চ অতীর্থীকৃতম্ ( অদত্তং ) বিত্তং ময়া হীনাং ( মদীয়লীলাদিশূন্যাং ) বাচং ( কথাং ) তু দুঃখদুঃখী ( দুঃখানন্তরং দুঃখম্ এব যস্য সঃ এব ) রক্ষতি ॥ ১৮ ॥

হে উদ্ধব, দুগ্ধরহিত গাভি, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, অদত্ত ধন এবং মদীয়লীলাদিশূন্য কথা, এই গুলিকে সেই ব্যক্তিই রক্ষা করিবে, যে ব্যক্তি দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিবে ॥ ১৮ ॥

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্-
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ১৯ ॥

অঙ্গ (হে উদ্ধব), যস্যাং পাবনং (জগতঃ শোধকম্) অস্য (বিশ্বস্য) স্থিত্যুদ্ভব-প্রাণনিরোধং (স্থিতিসৃষ্টিসংহারহেতুভূতং) মে (মম) কর্ম্ম লীলাবতারেপ্সিত-জন্ম (লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং সর্ব্বজগৎসুভগং জন্ম) বা ন স্যাৎ তাং বন্ধ্যাং (নিষ্ফলাং) গিরং ধীরঃ (ধীমান্ জনঃ) ন বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ) ॥ ১৯ ॥

হে উদ্ধব, যে বাক্যে, জগতের শোধক ও এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, আমার কর্ম্ম অথবা লীলাবতার সকলে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত আমার জন্ম, না থাকে, সেই বন্ধ্যা কথা বুদ্ধিমান জন সকল আলোচনা করে না ॥১৯॥

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥ ২০ ॥

এবং (নিশ্চিত্য) জিজ্ঞাসয়া (ভক্তিরহিতজ্ঞানং নিষ্ফলমিতি বিচারেণ) আত্মনি নানাত্বভ্রমং (দেহাধ্যাসম্) অপোহ্য (নিরস্য) (মল্লীলাদিশ্রবণেন) বিরজং (নির্ম্মলং) মনঃ সর্ব্বগে (পরিপূর্ণে) ময়ি অর্প্য (অর্পয়িত্বা, সন্ধার্য্য) উপারমেত (উপরমেৎ, সাধনপ্রয়াসাৎ বিরমেৎ) ॥ ২০ ॥

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, ভক্তিরহিত জ্ঞান নিষ্ফল, এইরূপ বিচার দ্বারা, আত্মগত নানাত্বভ্রম নিরাস পূর্ব্বক, মদীয় লীলাদি শ্রবণ দ্বারা নির্ম্মল অন্তঃকরণকে সর্ব্বগত আমাতে সমর্পণ করিয়া, সাধনপ্রয়াস হইতে বিরত হইবে ॥ ২০ ॥

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ২১ ॥

যদি ব্রহ্মণি (ব্রহ্মাকারে) ময়ি নিশ্চলং মনঃ ধারয়িতুম্ অনীশঃ (অশক্তস্তর্হি আত্মামিদং) নিরপেক্ষঃ (কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ নিষ্কামঃ সন্) সর্ব্বাণি (নিত্য-নৈমিত্তিকাদীনি) কর্ম্মাণি (ময়ি) সমাচর ॥ ২১ ॥

যদি আমার ব্রহ্মাকারে নিশ্চল মনের ধারণা করিতে না পার, তবে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্মই আমাতে অর্পণ কর ॥ ২১ ॥

শ্রদ্ধালুর্ম্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রাঃ লোকপাবনীম্।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধালুঃ সুভদ্রাং লোকপাবনীং মৎকথাং শৃণ্বন্ কর্ম্ম ( মৎকর্ম্ম ) গায়ন্ অনুস্মরন্ চ জন্ম ( মজ্জন্ম ) চ মুহুঃ অভিনয়ন্ ( স্বয়ম্ ) (অনুকুর্ব্বন্ ) ॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধালু ব্যক্তি মঙ্গলকর লোকপাবন মদীয় কথা শ্রবণ মদীয় কর্ম্ম গান ও স্মরণ এবং মদীয় জন্ম বারংবার স্বয়ং অনুকরণ করিয়া ॥ ২২ ॥

মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥ ২৩ ॥

( হে ) উদ্ধব, মদপাশ্রয়ঃ ( সন্ ) মদর্থে ধর্ম্মকামার্থান্ আচরন্ সনাতনে, ময়ি নিশ্চলাং ভক্তিং লভতে ॥ ২৩ ॥

হে উদ্ধব, আমার শরণাগত হইয়া, মদর্থে ধর্ম্ম কাম ও অর্থ সকল আচরণ পূর্ব্বক সনাতনরূপ আমাতে নিশ্চল ভক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্ ॥ ২৪ ॥

( ততঃ চ অনেন প্রকারেণ ) সৎসঙ্গলব্ধয়া ময়ি ভক্ত্যা সঃ (ভক্তঃ) মাম্ উপাসিতা ( ধ্যাতা ভবতি। ) সঃ ( ধ্যানশীলঃ ) বৈ ( এব ) সদ্ভিঃ দর্শিতং মে ( মম ) পদং ( মচ্চরণং মদ্ধাম বা ) অঞ্জসা ( শীঘ্রং ) বিন্দতে লভতে ॥ ২৪ ॥

এইরূপে সৎসঙ্গলব্ধ মদীয় ভক্তি দ্বারা সেই ভক্ত আমার উপাসনা করিবে। উপাসনাকারী সেই ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ধাম বা চরণ শীঘ্র লাভ করে ॥ ২৪ ॥

উদ্ধব উবাচ।

সাধুস্তবোত্তমশ্লোক মতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা ॥ ২৫ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ ( হে ) প্রভো উত্তমশ্লোক, কীদৃগ্বিধঃ সাধুঃ তব মতঃ ( সম্মতঃ ) সদ্ভিঃ আদৃতা কীদৃশী ( বা ) ভক্তিঃ ত্বয়ি উপযুজ্যেত ॥ ২৫ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো উত্তমশ্লোক, কিপ্রকার সাধু তোমার সম্মত এবং সেই সাধুগণ কর্ত্তৃক আদৃত কিপ্রকার ভক্তিই বা তোমাতে উপযুক্ত হয় ॥ ২৫ ॥

এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

(হে) পুরুষাধ্যক্ষ, (পুরুষাণাং মহৎস্রষ্টাদীনাম্ অধ্যক্ষ) লোকাধ্যক্ষ, জগৎপ্রভো প্রণতায় অনুরক্তায় (ভক্তায়) প্রপন্নায় (শরণাগতায়) মে (মহ্যম্) এতৎ (মৎপৃষ্টং) কথ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

হে পুরুষাধ্যক্ষ, লোকাধ্যক্ষ, জগৎপ্রভো, প্রণত ও শরণাগত ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসিত বিষয় উপদেশ করুন ॥ ২৬ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥ ২৭ ॥

(হে) ভগবন্ ত্বং পরমং ব্রহ্ম ব্যোম (ব্যোমবৎ অসঙ্গঃ) প্রকৃতেঃ পরঃ (নিয়ন্তা) পুরুষঃ (অপি) স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ (স্বেষাং ভক্তানাম্ ইচ্ছয়া উপাত্তং স্বীকৃতং পৃথক্ বপুঃ যেন তথাভূতঃ সন্) অবতীর্ণঃ অসি ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্, তুমি পরব্রহ্ম, আকাশের ন্যায় সঙ্গরহিত, প্রকৃতির নিয়ন্তা পুরুষ হইয়াও, ভক্তগণের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ শরীর ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছ ॥২৭॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। কৃপালুঃ (পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ) সর্ব্বদেহিনাং (কেষাঞ্চিৎ অপি) অকৃতদ্রোহঃ তিতিক্ষুঃ (ক্ষমাবান্, পরাপরাধসহিষ্ণুঃ) সত্যসারঃ (সত্যম্ এব সারঃ শ্রেষ্ঠং বলং বা যস্য সঃ) অনবদ্যাত্মা (অনবদ্যঃ অসূয়াদিদোষরহিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ) সমঃ (শত্রুমিত্রাদিষু সমঃ) সর্ব্বোপকারকঃ (যথাশক্তি সর্ব্বেষাম্ উপকারকঃ) ॥ ২৮ ॥

ভগবান বলিলেন। কৃপালু, সর্ব্ব জীবের প্রতি দ্রোহ রহিত তিতিক্ষু, সত্যনিষ্ঠ, অসূয়ারহিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বোপকারী ॥ ২৮ ॥

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ ॥ ২৯ ॥

কামৈঃ অহতধীঃ ( অহতা অক্ষুভিতা ধীঃ যস্য সঃ ) দান্তঃ ( নিগৃহিতেন্দ্রিয়ঃ ) মৃদুঃ ( কোমলচিত্তঃ ) শুচিঃ ( বাহ্যাভ্যন্তরশৌচবান্, সদাচারঃ ) অকিঞ্চনঃ ( পরিগ্রহশূন্যঃ ) অনীহঃ ( লৌকিকালৌকিককলব্যাপাররহিতঃ ক্রিয়ারহিতঃ বা ) মিতভুক্ ( পবিত্রলঘ্বাহারঃ ) শান্তঃ ( নিয়তান্তঃকরণঃ ) স্থিরঃ ( স্বধর্ম্মে মন্তক্তৌ বা নিশ্চয়ঃ ) মচ্ছরণঃ ( মদেকাশ্রয়ঃ ) মুনিঃ ( মননশীলঃ ) ॥ ২৯ ॥

কাম দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, কোমলহৃদয়, সদাচারসম্পন্ন, অকিঞ্চন, দৃষ্টাদৃষ্টক্রিয়াশূন্য, লঘ্বাহারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রিত, এবং মননশীল ॥ ২৯ ॥

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥ ৩০ ॥

অপ্রমত্তঃ ( সাবধানঃ ) গভীরাত্মা ( নির্ব্বিকারঃ অনবগাহ্যাভিপ্রায়ঃ বা ) ধৃতিমান্ ( আপৎসু অপি অকৃপণঃ ) জিতষড়্গুণঃ ( জিতাঃ ক্ষুৎপিপাসাদিষড়্গুণাঃ যেন সঃ ) অমানী ( স্বসৎকারানভিলাষী, মানাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ ) মানদঃ ( অন্যেভ্যঃ সৎকারকর্ত্তা ) কল্যঃ ( পরবোধনে দক্ষঃ ) মৈত্রঃ ( অবঞ্চকঃ ) কারুণিকঃ ( করুণয়া এব প্রবর্ত্তমানঃ ) কবিঃ ( তত্ত্বজ্ঞঃ ) ॥ ৩০ ॥

সাবধান, নির্ব্বিকারচিত্ত, ধৈর্য্যশীল, ক্ষুৎপিপাসাদিজয়ী, অমানী, মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক, দয়ালু, তত্ত্বজ্ঞ সাধুই আমার সম্মত ॥ ৩০ ॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ ॥ ৩১ ॥

যঃ ( জনঃ ) গুণান্ ( ধর্ম্মাচরণে সত্বশুদ্ধ্যাদীন্ ) দোষান্ ( তত্ত্যাগে চিত্তমালিন্যাদীন্ আজ্ঞায় ( জ্ঞাত্বা ) অপি ময়া ( বেদরূপেণ ) আদিষ্টান্ ( উপদিষ্টান্ ) সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ ( স্বধর্ম্মান্ ) সংত্যজ্য মাং ভজেৎ স তু অপি এবং ( পূর্ব্বোক্তবৎ ) সত্তমঃ ( সাধুঃ ) ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণের গুণ ও তত্ত্যাগের দোষ সকল জানিয়াও বেদরূপ আমা কর্তৃক উপদিষ্ট সমস্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে ভজন করে, সেও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সাধু ॥ ৩১ ॥

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ৩২ ॥

অহং যাবান্ ( দেশকালাপরিচ্ছিন্নঃ ) যঃ ( সর্ব্বাত্মা ) চ যাদৃশঃ ( সচ্চিদানন্দরূপঃ ) অস্মি ( তং ) মাং জ্ঞাত্বা অথবা অজ্ঞাত্বা (যথা) অথ (পুনঃ আজ্ঞাত্বা, বিশেষতঃ জ্ঞাত্বা চ) যে বৈ অনন্যভাবেন ( একান্তভাবেন ) ভজন্তি তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ॥ ৩২ ॥

যে সকল ব্যক্তি আমাকে দেশকালাপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বাত্মা ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়া অথবা না জানিয়াও অনন্যভাবে ভজন করে, তাহারা আমার ভক্ততম, জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনম্ ।
পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৩৩ ॥

মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনং ( মম লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি মল্লিঙ্গানি, মম ভক্তজনাঃ মদ্ভক্তজনাঃ মল্লিঙ্গানি চ মদ্ভক্তজনাঃ চ মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনাঃ তেষাং দর্শনস্পর্শনার্চ্চনং ) পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং ( পরিচর্য্যা পাদসম্বাহনাদিরূপা, স্তুতিঃ স্তবনং, প্রহ্বঃ প্রহ্বত্বং নমস্কারঃ, গুণাঃ চ কর্ম্মাণি চ, তেষাং অনুকীর্ত্তনম্ ) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীভগবান উক্তরূপ সাধু লক্ষণ বলিয়া ভক্তিলক্ষণ বলিতেছেন,—হে উদ্ধব, আমার প্রতিমার বা আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুতি, নমস্কার ও গুণাদিকীর্ত্তন ॥ ৩৩ ॥

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব ।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্ ॥ ৩৪ ॥

( হে ) উদ্ধব, মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানং সর্ব্বলাভোপহরণং ( সর্ব্বস্য লাভস্য লব্ধস্য ইষ্টবস্তুনঃ উপহরণং সমর্পণং ) দাস্যেন আত্মনিবেদনম্ ॥ ৩৪ ॥

হে উদ্ধব, মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার স্মরণ, অভিলষিত লব্ধ বস্তু আমাতে সমর্পণ, দাস্যভাবে আমাতে আত্মনিবেদন ॥ ৩৪ ॥

যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু ।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥ ৩৫ ॥

যাত্রা ( মদ্দর্শনার্থং গমনং ) সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু ( চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদিষু ) বলিবিধানং ( পূজাবিধানং ) চ বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা ( মন্ত্রগ্রহণেন সংস্কারসম্প্রাপ্তিঃ ) মদীয়ব্রতধারণং ( মদীয়ব্রতানাম্ একাদশ্যুপবাসাদীনাং ধারণম্ আচরণম্ ) ॥ ৩৫ ॥

আমার দর্শনার্থ গমন, সমস্ত বার্ষিক পর্ব্বে পূজোপহার সমর্পণ, বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ, আমার ব্রত ধারণ ॥ ৩৫ ॥

মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহৃত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥ ৩৬ ॥

মম অর্চ্চাস্থাপনে ( অর্চ্চাঃ মূর্ত্তিঃ তস্যাঃ স্থাপনে ) শ্রদ্ধা ( আদরঃ ) উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি ( উদ্যানং পুষ্পপ্রধানম্ উপবনং ফলপ্রধানম্ আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানম্, উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি ) স্বতঃ ( তদভাবে অন্যৈঃ ) সংহৃত্য চ উদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥

আমার প্রতিমা স্থাপনে সমাদর এবং উদ্যান উপবন ক্রীড়াস্থান পুর মন্দির প্রভৃতি মদীয় কর্ম্মে স্বয়ং কিম্বা অন্যের সহিত মিলিত হইয়া উদ্যোগ করা ॥ ৩৬॥

সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌যদমায়য়া ॥ ৩৭ ॥

অমায়য়া ( ফলাভিসন্ধিলক্ষণকাপট্যত্যাগেন ) দাসবৎ সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং ( সংমার্জ্জনং রজসঃ অপাকরণম্ উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিঃ আলেপনং তাভ্যাং ) সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ( সেকঃ জলেন প্রোক্ষণং মণ্ডলবর্ত্তনং চিত্রাদিকরণং তৈঃ ) মহ্যং ( মম ) গৃহশুশ্রূষণং ( গৃহস্য শুশ্রূষণম্ ) । ৩৭ ।

অকপট ভাবে দাসের ন্যায় সংমার্জ্জন, গোময়োপলেপন, জলসেক ও মণ্ডলাদি অঙ্কন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আমার গৃহের শুশ্রূষা ॥ ৩৭ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্ ॥ ৩৮ ॥

অমানিত্বম্ ( অভিমানরাহিত্যম্ ) অদাম্ভিত্বম্ ( স্বোৎকৃষ্টত্বখ্যাপনরাহিত্যম্ ) কৃতস্য অপরিকীর্ত্তনং মে ( মম ) দীপাবলোকং ( দীপস্য অবলোকনম্ আলোকং ) ন উপযুঞ্জ্যাৎ ( অস্মিন্ আলোকে অন্যৎ কার্য্যং ন কুর্য্যাৎ, তথা অন্যস্মৈ নিবেদিতম্ ) অপি ( মহ্যং ন উপযুঞ্জ্যাৎ ন নিবেদয়েৎ ) ॥ ৩৮ ॥

অহঙ্কার, আত্মপ্রশংসা, ও নিজ কৃত সৎকার্য্যের কীর্ত্তন করিবে না। আর মন্নিবেদিত দীপের আলোকে অন্য কার্য্য করিবে না এবং অন্য দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে না ॥ ৩৮ ॥

যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৩৯ ॥

যৎ যৎ লোকে ( লোকস্য, সর্ব্বজনস্য ) ইষ্টতমং যৎ চ আত্মনঃ অতিপ্রিয়ং (বস্তু), তৎ তৎ ( সর্ব্বং ) মহ্যং নিবেদয়েৎ ; ( যতঃ ) তৎ ( মন্নিবেদিতম্ ) আনন্ত্যায় (অক্ষয়-সুখায় ) কল্পতে ( ভবতি ) ॥ ৩৯ ॥

যে যে দ্রব্য লোকের প্রধান অভিলষিত এবং অতিপ্রিয়, সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে, তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হইবে ॥ ৩৯ ॥

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্ ।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥ ৪০ ॥

( হে ) ভদ্র, সূর্য্যঃ অগ্নিঃ ব্রাহ্মণাঃ গাবঃ বৈষ্ণবঃ খং মরুৎ জলং ভূঃ আত্মা সর্ব্বভূতানি (চ) মে ( মম ) পূজাপদানি ( পূজাস্থানানি ) ॥ ৪০ ॥

হে ভদ্র, সূর্য্য অগ্নি ব্রাহ্মণ গো বৈষ্ণব আকাশ বায়ু জল পৃথিবী আত্মা ও ভূতসকল আমার পূজার স্থান ॥ ৪০ ॥

সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্ ।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোম্বঙ্গ যবসাদিনা ॥ ৪১ ॥

অঙ্গ, ( হে উদ্ধব ), সূর্য্যে তু ত্রয্যা বিদ্যয়া ( বৈদিকবাক্যরূপৈঃ সূক্তৈঃ ) অগ্নৌ হবিষা বিপ্রাগ্র্যে তু আতিথ্যেন গোষু যবসাদিনা ( তৃণাদিনা) মাং যজেত ॥৪১॥

সূর্য্যে বৈদিকমন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা ব্রাহ্মণে আতিথ্য দ্বারা গো-সমূহে তৃণাদি দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪১ ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া ।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ ॥ ৪২ ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা ( স্বীয়বন্ধৌ ইব আসক্তিপূর্ব্বকসম্মানেন ) হৃদি খে ( হৃদয়াকাশে ) ধ্যাননিষ্ঠয়া বায়ৌ মুখ্যধিয়া ( প্রাণবুদ্ধ্যা ) তোয়ে তোয়পুরঃসরৈঃ দ্রব্যৈঃ ( তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা মাং যজেত ) ॥ ৪২ ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুবৎ সৎকার দ্বারা হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা বায়ুতে প্রাণবুদ্ধি দ্বারা জলে জলাদি দ্রব্য দ্বারা ॥ ৪২ ॥

স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥ ৪৩ ॥

স্থণ্ডিলে ( ভূমৌ ) মন্ত্রহৃদয়ৈঃ ( মন্ত্রৈর্মন্ত্রন্যাসৈঃ ) মাং যজেত। আত্মনি ( দেহে ) ভোগৈঃ আত্মানম্ ( অধিষ্ঠানবুদ্ধ্যা যজেত ) সর্ব্বভূতেষু ক্ষেত্রজ্ঞম্ ( অন্তর্যামিণং ) মাং সমত্বেন ( স্বসুখদুঃখয়োঃ সমত্বদৃষ্ট্যা ) যজেত ॥ ৪৩ ॥

ভূমিতে মন্ত্রন্যাস দ্বারা দেহে ভোগ দ্বারা সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অর্থাৎ অন্তর্যামি-রূপে বর্ত্তমান আমাকে সমবুদ্ধি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪৩ ॥

ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

সমাহিতঃ ( সন্ ) এষু ধিষ্ণ্যেষু ( অধিষ্ঠানেষু ) শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং মদ্রূপং ধ্যায়ন্ ইতি ( অনেন প্রকারেণ ) অর্চ্চেৎ ॥ ৪৪ ॥

সমাহিতচিত্তে এই সকল অধিষ্ঠানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার বিগ্রহকে ধ্যান করত এই প্রকার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪৪ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া ॥ ৪৫ ॥

যঃ ( জনঃ ) এবং সমাহিতঃ ( সন্ ) ইষ্টাপূর্ত্তেন ( ইষ্টং বৈদিকং যজ্ঞাদিকার্য্যং পূর্ত্তং স্মার্ত্তম্ অন্নদানাদিকার্য্যং তয়োঃ সমাহারঃ ইষ্টাপূর্ত্তং তেন ) মাং যজেত, ( সঃ ) ময়ি সদ্ভক্তিং ( দৃঢ়াং ভক্তিং ) লভতে। সাধুসেবয়া মৎস্মৃতিঃ ( মম স্মৃতিঃ জ্ঞানং ভবতি ) ॥ ৪৫ ॥

যে ব্যক্তি এই প্রকার সমাহিত চিত্তে ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞান্নদানাদি কার্য্য দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তি আমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করে। সাধুসেবা দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে ॥ ৪৫ ॥

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ৪৬ ॥

( হে ) উদ্ধব, প্রায়েণ ( সর্ব্বত্র সাধারণেন ) সৎসঙ্গেন ( হেতুনা এব যঃ ভক্তি-যোগঃ তেন ) ভক্তিযোগেন বিনা ( সংসারতরণে ) উপায়ঃ ন বিদ্যতে ; হি ( যতঃ ) অহং সতাং সম্যক প্রায়ণং ( প্রকৃষ্টঃ আশ্রয়ঃ ) ॥ ৪৬ ॥

হে উদ্ধব, প্রায়ই সৎসঙ্গলভ্য ভক্তিযোগ ভিন্ন সংসারতরণের উপায় নাই ; যেহেতু আমিই সাধুদিগের প্রধান আশ্রয় ॥ ৪৬ ॥

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন ।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥ ৪৭ ॥

অথ ( হে ) যদুনন্দন, ত্বং মে ( মম ) ভৃত্যঃ, সুহৃৎ, সখা, অতঃ সুগোপ্যম্ অপি এতৎ পরমং গুহ্যং বক্ষ্যামি ; ( ত্বং ) শৃণু ॥ ৪৭ ॥

হে যদুনন্দন উদ্ধব, তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ, ও সখা, অতএব সুগোপ্য হইলেও এই পরম গুহ্য বলিব ; তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

---

# দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥ ১ ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। যোগঃ (অষ্টাঙ্গঃ) মাং তথা ন রোধয়তি (বশীকরোতি) সাংখ্যং (তত্ত্বানাং বিবেকঃ) ধর্ম্মঃ (সামান্যতঃ পরোপকারাদিঃ) এব চ (তথা ন রোধয়তি) স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়নং) তপঃ (কৃচ্ছ্রাদিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ চ তথা) ন (রোধয়তি) ইষ্টাপূর্ত্তম্ (ইষ্টম্ অগ্নিহোত্রাদি পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণং তথা) ন (রোধয়তি) দক্ষিণা (দানং তথা) ন (রোধয়তি) ব্রতানি (একাদশ্যুপবাসাদীনি) যজ্ঞঃ (দেবপূজা) ছন্দাংসি (সরহস্যমন্ত্রাঃ) তীর্থানি নিয়মাঃ (শৌচাদয়ঃ) যমাঃ (অহিংসাদয়ঃ তথা ন রোধয়ন্তি) সর্ব্বসঙ্গাপহঃ (অন্যসংসর্গনিবর্ত্তকঃ) সৎসঙ্গঃ মাং যথা অবরুন্ধে (বশীকরোতি) ॥ ১-২ ॥

ভগবান কহিলেন, অষ্টাঙ্গযোগ, তত্ত্ববিবেকরূপ সাংখ্য, পরোপকারাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম এবং কূপ ও আরামাদি নির্ম্মাণ, দক্ষিণাদান, একাদশ্যাদিব্রত, দেবতাপূজা, মন্ত্রজপ, তীর্থযাত্রা, শৌচাদি নিয়ম ও অহিংসাদি যম, আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গনাশক সাধুসঙ্গ যেরূপ বশীভূত করে ॥ ১—২ ॥

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ৪ ॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৫ ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥ ৬ ॥

( হে উদ্ধব ), সৎসঙ্গেন হি ( নিশ্চিতং ) দৈতেয়া, যাতুধানাঃ, খগাঃ, মৃগাঃ, গন্ধর্ব্বাঃ, অপ্সরসঃ, নাগাঃ, সিদ্ধাঃ, চারণগুহ্যকাঃ ( চারণাঃ চ গুহ্যকাঃ চ ) বিদ্যাধরাঃ, ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ (ত্বাষ্ট্রঃ বৃত্রঃ কায়াধবাদয়ঃ প্রহ্লাদাদয়ঃ), বৃষপর্ব্বা, বলিঃ, বাণঃ, ময়ঃ ( ময়দানবঃ ) চ অথ বিভীষণঃ, সুগ্রীবঃ, হনুমান্, ঋক্ষঃ ( জাম্ববান্ ), গজঃ (গজেন্দ্রঃ ), গৃধ্রঃ ( জটায়ুঃ ), বণিক্পথঃ (তুলাধারঃ ), ব্যাধঃ ( ধর্ম্মব্যাধঃ ), কুব্জা, ব্রজে গোপ্যঃ, তথা অধ্বরে যজ্ঞপত্ন্যঃ, তস্মিন্ তস্মিন্ যুগে যুগে বহবঃ মনুষ্যেষু ( মধ্যে ) রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়ঃ অন্ত্যজাঃ মৎপদং ( মচ্চরণং মন্ধাম বা ) প্রাপ্তাঃ ॥ ৩—৬ ॥

হে উদ্ধব, সৎসঙ্গদ্বারা দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর ও বৃত্রাসুর প্রহ্লাদ প্রভৃতি, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়দানব, ও বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান্, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ধর্ম্মব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপীগণ, ও যজ্ঞপত্নীগণ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যমধ্যে বহুতর রজস্তমঃস্বভাব বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজ সকল আমার চরণ লাভ করিয়াছে ॥ ৩—৬ ॥

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসীতমহত্তমাঃ ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥

নাধীতশ্রুতিগণাঃ ( ন অধীতাঃ শ্রুতিগণাঃ যৈঃ তে ) নোপাসীতমহত্তমাঃ (ন উপাসীতাঃ মহত্তমাঃ যৈঃ তে ) অব্রতাতপ্ততপসঃ (ন ব্রতানি যেষাং ন তপ্তানি তপাংসি যৈঃ তে চ তে চ অপি ) তে মৎসঙ্গাৎ (মদীয়সঙ্গাৎ এব) মাম্ উপাগতাঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥৭॥

ইহারা সকলে বেদাধ্যয়ন, তীর্থসেবা, সাধুসঙ্গ এবং ব্রতধারণ ও তপস্যা না করিয়াও কেবল আমার ও আমার ভক্তের কৃপাতেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ৮ ॥

গোপ্যঃ গাবঃ নগাঃ (যমলার্জ্জুনাদয়ঃ) মৃগাঃ নাগাঃ (কালিয়াদয়ঃ) অন্যে যে মূঢ়ধিয়ঃ (তে) কেবলেন (সৎসঙ্গলব্ধেন) হি ভাবেন ( প্রীত্যা ) সিদ্ধাঃ (সন্তঃ) অঞ্জসা ( ঝটিতি ) মাম্ ঈয়ুঃ ॥ ৮ ॥

গোপীগণ, গো সকল, যমলার্জ্জুন, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ, এবং অন্যান্য মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি সকল কেবল প্রীতিদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া শীঘ্র আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি ॥ ৯ ॥

যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ ( দানঞ্চ ব্রতঞ্চ তপশ্চ অধ্বরশ্চ তৈঃ ) ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ ( ব্যাখ্যা চ স্বাধ্যায়ঃ চ সন্ন্যাসঃ চ তৈঃ ) যত্নবান্ অপি ( জনঃ ) যং মাং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন, ও সন্ন্যাস দ্বারা যত্নবান্ ব্যক্তিও আমাকে প্রাপ্ত হয় না॥ ৮ ॥

রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥ ১০ ॥

শ্বাফল্কিনা ( অক্রূরেণ ) রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে ময়ি বিগাঢ়ভাবেন ( বিগাঢ়ঃ অতিদৃঢ়ঃ যঃ ভাবঃ প্রেমা তেন ) অনুরক্তচিত্তাঃ ( অনুরক্তানি সংসক্তানি চিত্তানি যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) বিয়োগতীব্রাধয়ঃ ( বিয়োগেণ তীব্রঃ দুঃসহঃ আধিঃ যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ ) মে ( মত্তঃ ) অন্যং সুখায় ন দদৃশুঃ ॥ ১০ ॥

যৎকালে অক্রূর বলরামের সহিত আমাকে মথুরায় লইয়া যান, তৎকালে আমাতে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার দুঃসহবিরহদুঃখে পীড়িত হইয়া দৃঢ় প্রেম বশতঃ আমাকে না পাইয়া আর কোন সুখেই সুখী হয় নাই ॥ ১০ ॥

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

অঙ্গ ( হে উদ্ধব ), বৃন্দাবনগোচরেণ ( বৃন্দাবনস্থেন অথবা বৃন্দাবনে গোভিঃ সহ চরতা ) প্রেষ্ঠতমেন ( প্রিয়তমেন চ ) ময়া ( সহ যাভিঃ ) তাঃ তাঃ ক্ষপাঃ ( রাত্রয়ঃ ) ক্ষণার্দ্ধবৎ, নীতাঃ, তাসাং পুনঃ তাঃ ( ক্ষপাঃ ) ময়া হীনাঃ ( সত্যঃ ) কল্পসমাঃ বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

হে উদ্ধব, যখন আমি তাহাদিগের প্রিয়তম হইয়া বৃন্দাবনে ছিলাম, তখন তাহারা আমার সহিত যে সকল রাত্রি ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিল,

অনন্তর আমা হইতে বিযুক্ত হইলে, সেই সকল রাত্রি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কল্পতুল্য বোধ হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

ত্তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্ ।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ১২ ॥

ময়ি অনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ (অনুষঙ্গেন আসক্ত্যা বদ্ধা ধিয়ঃ যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) সমাধৌ (স্থিতাঃ) মুনয়ঃ নামরূপে যথা (ইব) অব্ধিতোয়ে প্রবিষ্টাঃ নদ্যঃ ইব স্বং (পতিপুত্রাদিকং মমতাস্পদম্) আত্মানং (দেহম্ অহঙ্কারাস্পদম্) অদঃ (পরং লোকম্) ইদম্ (ইমং লোকং চ) ন অবিদন্ ॥ ১২ ॥

যেমন সমাধিকালে মুনিগণ সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় নামরূপাদি কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ আমাতে আসক্তচিত্ত গোপীগণ মমতাস্পদ পতিপুত্রাদি এবং অহঙ্কারাস্পদ দেহাদি ও ইহলোক পরলোক কিছুই জানিতে পারে নাই ॥ ১২ ॥

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥

(তাঃ) অবলাঃ অস্বরূপবিদঃ (অপি) মৎকামাঃ (সত্যঃ) জারং (জারবুদ্ধি-বেদ্যং) রমণং মাং পরমং ব্রহ্ম প্রাপুঃ । (এবং) তাসাং সঙ্গাৎ শতসহস্রশঃ (অপি) মাং (প্রাপুঃ) ॥ ১৩ ॥

সেই অবলাগণ আমার স্বরূপ না জানিয়াও জারবুদ্ধিতে রতিক্রীড়াসুখদ পর-ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল । এবং তাহাদিগের সঙ্গে অন্য শত শত কামিনীও আমাকে লাভ করিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১৪

তস্মাৎ (হে) উদ্ধব, ত্বং চোদনাং (শ্রুতিং, বিধিং) প্রতিচোদনাং (স্মৃতিং, নিষেধং) চ প্রবৃত্তিং (প্রবৃত্তিমার্গং) চ নিবৃত্তিং (নিবৃত্তিমার্গং) চ শ্রোতব্যং শ্রুতম্

এব চ উৎসৃজ্য সর্বাত্মভাবেন সর্বদেহিনাম্ আত্মানং ( পরমাত্মানং ) মাম্ একম্ এব শরণং যাহি ( গচ্ছ )। ময়া ত্বং হি অকুতোভয়ঃ স্যাঃ ( ভব ) ॥ ১৪ ॥

অতএব হে উদ্ধব, তুমি বিধি ও নিষেধ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্বান্তঃকরণে সর্বদেহীর আত্মস্বরূপ আমার শরণাগত হও। আমার শরণাপন্ন হইলে, তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব উবাচ।

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ত্তত আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥ ১৫ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ, ( হে ) যোগেশ্বরেশ্বর, তব বাচং ( বাক্যং ) শৃণ্বতঃ ( মম ) আত্মস্থঃ ( মনসি স্থিতঃ ) সংশয়ঃ, যেন মে ( মম ) মনঃ ভ্রাম্যতি, ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে যোগেশ্বরেশ্বর, তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে, আমার অন্তঃকরণের সংশয়, যে সংশয় দ্বারা আমার মনের ভ্রম জন্মিতেছে, তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। বিবরপ্রসূতিঃ ( বিবরেষু আধারাদিচক্রেষু প্রসূতিঃ ইব প্রসূতিঃ অভিব্যক্তিঃ যস্য সঃ যদ্বা বিবরাৎ অপ্রকটলীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকটলীলায়াম্ অভিব্যক্তিঃ যস্য সঃ ) জীবঃ ( জীবয়তি ইতি জীবনহেতুঃ ) সঃ এষঃ (পরমেশ্বরঃ) প্রাণেন ( প্রাণময়েন পরাখ্যেন প্রাণতুল্যেন বা ) ঘোষেণ ( নাদবতা ব্রজেন বা সহ ) গুহাম্ (আধারচক্রম্ অপ্রকটলীলাং বা) প্রবিষ্টঃ ( সন্ ) মনোময়ং ( মনোগ্রাহ্যং ) সূক্ষ্মং রূপং ( পশ্যন্ত্যাখ্যং মধ্যমাখ্যং চ অভ্যেঃ প্রকাশং বা ) উপেত্য ( প্রাপ্য ) মাত্রা ( হ্রস্বাদিঃ চক্ষুরাদীনি বা ) স্বরঃ ( উদাত্তাদিঃ স্নানাদিঃ বা ) বর্ণঃ ( অকারাদিঃ রূপং বা ) ইতি স্থবিষ্ঠঃ ( বৈখর্য্যাখ্যঃ অভিব্যক্তঃ নানাবেদশাখাত্মকঃ যদ্বা ব্রজনিজজনানাং সম্বন্ধে প্রকটঃ ভবতি ) ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন। আধারাদি চারি চক্রে যাহার অভিব্যক্তি, জীবনের

হেতুভূত সেই এই পরমেশ্বর, নাদবিশিষ্ট পরানাম্নী শব্দশক্তির সহিত আধার চক্রে অর্থাৎ গুহ্যদেশস্থিত মূলাধার নামক চক্রে প্রবিষ্ট অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইয়া, পরে মণিপুর চক্রে ও অনাহত চক্রে অর্থাৎ নাভিদেশে ও হৃদয়ে মনোগম্যা পশ্যন্তী নাম্নী ও মধ্যমা নাম্নী শক্তির রূপ বা সূক্ষ্ম রূপ লাভ পূর্ব্বক, কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধ নামক চক্রের উপরিস্থ বাগিন্দ্রিয়ে হ্রস্বাদি মাত্রা উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণের আকারে বৈখরীনাম্নী শক্তিরূপে বা অতিস্থূল বিবিধ বেদশাখাস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥

অথবা—অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলাতে যাঁহার অভিব্যক্তি, জীবনের হেতুভূত সেই এই পরমেশ্বর, প্রাণতুল্য ব্রজের সহিত পুনর্ব্বার অপ্রকট লীলায় প্রবেশ পূর্ব্বক, বহিরঙ্গ ভক্তগণের সম্বন্ধে মনোময় অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনোগম্য এবং সাধারণ জীবের সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অর্থাৎ অজ্ঞেয় ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সম্বন্ধে মাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, স্বর অর্থাৎ উদাত্তাদি স্বরে গান ও বর্ণ অর্থাৎ মনোহর গোপরূপের প্রকাশ দ্বারা আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন ॥ ১৮

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যভিমথ্যমানঃ ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৭ ॥

যথা অনলঃ ( অগ্নিঃ ) খে ( আকাশে ) উষ্মা ( অব্যক্তোষ্ম রূপঃ ) বলেন দারুণি (কাষ্ঠে) অভিমথ্যমানঃ ( অধিকং মথ্যমানঃ ) অণুঃ ( সূক্ষ্মবিস্ফুলিঙ্গাদিরূপঃ জাতঃ ভবতি, ততঃ চ ) অনিলবন্ধুঃ ( অনিলসহায়ঃ সন্ ) প্রজাতঃ ( প্রকৃষ্টঃ জাতঃ ) হবিষা সমেধতে ( সংবর্দ্ধতে ), তথা এব হি ইয়ং বাণী মে ( মম ) ব্যক্তিঃ ( অভিব্যক্তিঃ ) । ( যথা তথা এব মে মম ব্যক্তিঃ, হি যস্মাৎ ইয়ং মম বাণী ) ॥ ১৭ ॥

আকাশে অব্যক্ত উষ্মারূপে অবস্থিত অগ্নি যেমন বলপূর্ব্বক কাষ্ঠে অধিকতর মথিত হইয়া বায়ুসহযোগে সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গাদিরূপে উদ্ভূত এবং ঘৃতসহযোগে সম্বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ সেই বাণীকে অর্থাৎ বেদলক্ষণা বাণীকে আমারই অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ।

এবং গদিঃ কর্ম্মগতির্বিসর্গো
ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ ।
সঙ্কল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ
সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥ ১৮ ॥

এবং গতিঃ ( গমনং ) কর্ম্ম ( হস্তয়োঃ বৃত্তিঃ ) গতিঃ ( পাদয়োঃ বৃত্তিঃ ) বিসর্গঃ ( মলমূত্রত্যাগঃ ) ঘ্রাণম্ ( অবঘ্রাণং ) রসঃ ( রসনং ) দৃক্ ( দর্শনং ) স্পর্শঃ ( স্পর্শনং ) শ্রুতিঃ ( শ্রবণং ) সঙ্কল্পবিজ্ঞানং (সঙ্কল্পেন মনোবৃত্ত্যা সহ বিজ্ঞানং বুদ্ধিচিত্তয়োঃ বৃত্তিঃ) অভিমানঃ ( অহঙ্কারস্য বৃত্তিঃ ) সূত্রং (প্রধানস্য বৃত্তিঃ ) রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ( সত্ত্বরজস্তমসাং বিকারঃ আধিদৈবাদিঃ ত্রিবিধঃ প্রপঞ্চঃ ) চ ( মম ব্যক্তিঃ ) ॥ ১৮ ॥

এইরূপ বাক্য, কর্ম্ম ( হস্তদ্বয়ের বৃত্তি ), গতি ( পদদ্বয়ের বৃত্তি ), বিসর্গ ( মলমূত্রত্যাগ ), ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, সঙ্কল্প, বিজ্ঞান, অহঙ্কার, সূত্র ( প্রকৃতির বৃত্তি), সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের বিকার ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতারূপ ত্রিবিধ সৃষ্টিই আমার প্রকাশ বলিয়া জানিবে। ১৮ ॥

অয়ং হি জীবস্ত্রিবিদব্জযোনি-
রব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি।
বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

অয়ং জীবঃ ( জীবয়তি ইতি ) আদ্যঃ ( কারণং ) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণাশ্রয়ঃ) অব্জযোনিঃ ( লোকপদ্মস্য কারণভূতঃ ) সঃ ( ঈশ্বরঃ আদৌ ) অব্যক্তঃ একঃ হি ( এব ) বয়সা ( কালেন ) বিশ্লিষ্টশক্তিঃ ( বিশ্লিষ্টাঃ বিভক্তাঃ বাগাদ্যাশ্রয়রূপাঃ শক্তয়ঃ যস্য সঃ যদ্বা বিশ্লিষ্টা বিশেষেণ আশ্রিতা শক্তিঃ মায়াশক্তিঃ যেন সঃ ) যোনিং ( ক্ষেত্রং ) প্রতিপদ্য ( প্রাপ্য ) বীজানি যদ্বৎ ( যথা তথা ) বহুধা ( বহুপ্রকারঃ ইব ভাতি ) ॥ ১৯ ॥

জীবনের হেতুভূত কারণস্বরূপ ত্রিগুণাশ্রয় লোকরূপ পদ্মের উৎপত্তিকারণ সেই এই ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে দ্বিতীয়রহিত অব্যক্তস্বরূপে অবস্থান করেন। পরে নিজ কালশক্তি দ্বারা মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ও জীবনীশক্তি দ্বারা শরীররূপ ক্ষেত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বীজপুঞ্জের ন্যায় বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ ॥ ২০ ॥

তন্তুবিতানসংস্থঃ ( তন্তুবিতানে সংস্থা স্থিতিঃ যস্য সঃ ) পটঃ যথা ( তথা ) যস্মিন ( কারণাত্মকে ঈশ্বরে ) ইদম্ অশেষং ( বিশ্বম্ ) ওতং প্রোতং ( চ ) ॥ ২০ ॥

তন্তুসমূহে সংস্থিত বস্ত্রের ন্যায় যে কারণাত্মক ঈশ্বরে এই নিখিল বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে ( টানা ও পড়েনের ন্যায় ) বর্ত্তমান ॥ ২০ ॥

য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে।
দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ ২১ ॥

যঃ এষঃ ( সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকঃ দেহরূপঃ ) পুরাণঃ ( অনাদিঃ ) কর্ম্মাত্মকঃ ( প্রবৃত্তি-স্বভাবঃ ) সংসারতরুঃ ( সঃ ) পুষ্পফলে ( ভোগাপবর্গৌ কর্ম্মতৎফলে বা ) প্রসূতে ( জনয়তি )। দ্বে ( পুণ্যপাপে ) অস্য বীজে। ( সঃ চ ) শতমূলঃ ( শতম্ অপরিমিতাঃ বাসনাঃ মূলানি যস্য সঃ ), ত্রিনালঃ ( ত্রয়ঃ গুণাঃ নালানি প্রকাণ্ডাঃ যস্য সঃ), পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চ ভূতানি স্কন্ধাঃ যস্য সঃ ), পঞ্চরসপ্রসূতিঃ ( পঞ্চ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ রসাঃ পঞ্চরসাঃ তেষাং প্রসূতিঃ যস্মাৎ সঃ ), দশৈকশাখঃ দশ চ একং চ একাদশ ইন্দ্রিয়াণি শাখাঃ যস্য সঃ ), দ্বিসুপর্ণনীড়ঃ ( দ্বয়োঃ সুপর্ণয়োঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ নীড়ং যস্মিন্ সঃ ), ত্রিবল্কলঃ ( ত্রীণি বাতপিত্তশ্লেষ্মরূপাণি বল্কলানি ত্বচঃ যস্য সঃ ), দ্বিফলঃ ( দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ ) অর্কং প্রবিষ্টঃ ( সূর্য্যমণ্ডলপর্য্যন্তব্যাপ্তঃ )। ২১ ॥

এই যে ব্যষ্টিদেহরূপ ও সমষ্টিদেহরূপ অনাদি কর্ম্মাত্মক সংসারতরু, তাহা ভোগ-রূপ ও মোক্ষরূপ দুইটী পুষ্প এবং ফল প্রসব করে। পুণ্য ও পাপ এই দুইটীই ইহার বীজ ; অপরিমিত বাসনা ইহার মূল ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ইহার কাণ্ড ; পঞ্চ ভূত ইহার স্কন্ধ ; এই বৃক্ষের ফলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ প্রকার রসের প্রকাশ হয় ; একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা ; তাহাতে জীবাত্মরূপ ও পরমাত্মরূপ দুইটী পক্ষীর নীড় আছে ; বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাই এই বৃক্ষের বল্কল ; সুখ দুঃখই ইহার ফল। এই বৃক্ষ ( অর্থাৎ দেহ ) সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥ ২২ ॥

গৃধ্রাঃ ( গৃধ্যন্তি ইতি কামিনঃ ) গ্রামেচরাঃ ( গৃহস্থাঃ ) অস্য ( বৃক্ষস্য ) একং

ফলং ( দুঃখম্ ) অদন্তি ; হংসাঃ ( বিবেকিনঃ ) অরণ্যবাসাঃ ( সন্ন্যাসিনঃ ) একং ফলং সুখম্ অদন্তি )। ( এবং ) মায়াময়ং বহুরূপম্ একং ( পরমাত্মানং ) যঃ ইত্থং ( গুরুভিঃ কৃতা ) বেদ ( জানাতি ), সঃ ( এব ) বেদং ( বেদতত্ত্বার্থং ) বেদ ( জানাতি ) ॥ ২২ ॥

এই সংসার সুখদুঃখমিশ্রিত জানিয়াও, সকাম গৃহস্থগণ এই বৃক্ষের দুঃখরূপ এক ফল ভোগ করে। বনচর বিবেকী সন্ন্যাসিগণ সুখরূপ অন্য ফল ভোগ করেন। এইরূপ মায়াময় বহুরূপ এক পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি সদ্গুরুর নিকট অবগত হয়, সেই ব্যক্তিই বেদতত্ত্বার্থ জানিতে পারে ॥ ২২ ॥

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শীতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পাদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥ ২৩ ॥

এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) অপ্রমত্তঃ ( সাবধানঃ ) ধীরঃ ( জিতেন্দ্রিয়ঃ চ সন্ ) গুরূপাসনয়া ( জাতেন ) বিদ্যাকুঠারেণ ( শুদ্ধজীবাত্মজ্ঞানস্বরূপেণ পরশুনা ) জীবাশয়ং ( ভবময়সংসারতরুরূপং মধ্যবর্ধায়কং জীবোপাধিং ) বিবৃশ্চ্য ( ছিত্বা ) ( তয়ৈব জাতয়া ) একভক্ত্যা ( একান্তভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়া ) আত্মানং ( সর্বাশ্রয়স্বরূপং মাং ) সম্পাদ্য ( সাক্ষাৎকৃত্য চ ) অথ ( অনন্তরম্ এব ) অস্ত্রং ( তদ্রূপত্বেন কৃতরূপকং বিদ্যাকুঠারং ) ত্যজ ॥ ২৩ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে সদ্গুরুর উপাসনাজনিত তীক্ষ্ণধার বিদ্যারূপ কুঠার দ্বারা সাবধানে সংসার-তরুকে ছেদন করিয়া, সেই উপাসনা দ্বারা লব্ধ একান্তভক্তিযোগে আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, সেই বিদ্যারূপ কুঠার ত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

# ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥ ১ ॥

সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) গুণাঃ, ন চ আত্মনঃ, (অতঃ) সত্ত্বেন (সত্ত্ববৃত্ত্যা) অন্যতমৌ (রজস্তমোবৃত্তী জয়েৎ); সত্ত্বং চ (সত্যদয়াদিবৃত্তিরূপং) সত্ত্বেন (উপশমাত্মকেন) এব হন্যাৎ ॥ ১ ॥

হে উদ্ধব, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, অতএব সত্ত্ববৃত্তি-দ্বারা রজঃ তমঃ গুণের বৃত্তিকে জয় করিবে; পরে সত্ত্ব দ্বারাই সত্ত্বকে জয় করিবে ॥ ১ ॥

সত্ত্বাদ্ধর্ম্মো ভবেদ্বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ২ ॥

বৃদ্ধাৎ সত্ত্বাৎ পুংসঃ মদ্ভক্তিলক্ষণঃ (মদ্ভক্তিং লক্ষয়তি যঃ সঃ) ধর্ম্মঃ ভবেৎ। সাত্ত্বিকোপাসয়া (সাত্ত্বিকানাং পদার্থানাম্ উপাসয়া সেবয়া) সত্ত্বং (বৃদ্ধং ভবতি) ॥ ২ ॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মদ্ভক্তিরূপ ধর্ম্মের উদয় হয়। সাত্ত্বিক উপাসনা দ্বারাই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় এবং তাহা হইতেই ধর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় ॥ ২ ॥

ধর্ম্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম্ম উভয়ে হতে ॥ ৩ ॥

অনুত্তমঃ (ন বিদ্যতে উত্তমঃ যস্মাৎ সঃ) সত্ত্ববৃদ্ধিঃ (সত্ত্বস্য বৃদ্ধিঃ যস্মিন্ কারণে সঃ) ধর্ম্মঃ রজস্তমঃ (রজশ্চ তমশ্চ তৎ) হন্যাৎ, উভয়ে (উভয়স্মিন্) হতে (রজস্তমসোঃ হতয়োঃ সতোঃ) তন্মূলঃ (তে রজস্তমসী রাগদ্বেষাদিনা প্রমাদালস্যাদিনা চ মূলং যস্য সঃ) অধর্ম্মঃ আশু হি নশ্যতি ॥ ৩ ॥

যাহাতে অত্যুত্তম সত্ত্ববৃদ্ধি হয়, তাদৃশ ধর্ম্ম রজঃ-তমঃ-গুণকে বিনাশ করে। অধর্ম্মের মূলীভূত রজঃ-তমঃ-গুণ বিনষ্ট হইলে, তৎকার্য্য অধর্ম্ম শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥ ৪ ॥

আগমঃ ( শাস্ত্রম্ ) অপঃ ( আপঃ ) প্রজা, দেশঃ, কালঃ, কর্ম্ম চ, জন্ম চ, ধ্যানং, মন্ত্রঃ, অথ ( চ ) সংস্কারঃ, এতে দশ গুণহেতবঃ ( ত্রিগুণহেতবঃ স্যুঃ ) ॥ ৪ ॥

শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার, এই দশটী গুণ ত্রয়ের বৃদ্ধির হেতু ॥ ৪॥

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্যদ্বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্রাজসং তদুপেক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

এষাং ( মধ্যে ) যদ্ যদ্ বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে ( প্রশংসন্তি ) তৎ তৎ সাত্ত্বিকম এব, ( যদ্ যদ্ নিন্দন্তি ) তৎ তৎ তামসং, ( যৎ চ তৈঃ বৃদ্ধৈঃ ) উপেক্ষিতং ( ন স্তুতং ন চ নিন্দিতং ) তৎ রাজসম ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত দশটীর মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধগণ যে গুলির প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই গুলিই সাত্ত্বিক, যে গুলির নিন্দা করিয়া থাকেন, সেই গুলিই তামস, আর যে গুলিকে উপেক্ষা অর্থাৎ নিন্দা বা স্তব কিছুই করেন না, তাহারাই রাজস ॥ ৫ ॥

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে।
ততো ধর্ম্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্ ॥ ৬ ॥

সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে পুমান্ সাত্ত্বিকান ( নিবৃত্তশাস্ত্রাণি ) এব সেবেত। যাবং ততঃ ( সত্ত্ববৃদ্ধেঃ হেতোঃ ) ধর্ম্মঃ, ততঃ ( ধর্ম্মাচ্চ ) জ্ঞানং স্মৃতিঃ ( আত্মাপরোক্ষং যাবচ্চ ) অপোহনং ( দেহদ্বয়তৎকারণভূতগুণানাম অপোহঃ নাশঃ ) ॥ ৬ ॥

পুরুষ তত দিন পর্য্যন্তই সত্ত্ববৃদ্ধির নিমিত্ত নিবৃত্তিশাস্ত্রাদির উপাসনা করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, তাহা হইতে জ্ঞান, আত্মসাক্ষাৎকার এবং স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়রূপ উপাধির নাশ না হয় ॥ ৬ ॥

বেণুসঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

যথা বেণুসঙ্ঘর্ষজঃ ( বেণূনাং সঙ্ঘর্ষণাজ্জাতঃ ) বহ্নিঃ তদ্বনং দগ্ধ্বা ( স্বয়ং ) শাম্যতি, এবং গুণব্যত্যয়জঃ ( গুণব্যতিকরাজ্জাতঃ ) দেহঃ ( দেহোত্থং জ্ঞানং ) তৎক্রিয়ঃ ( তস্য অগ্নেঃ ইব ক্রিয়া যস্য সঃ ) শাম্যতি ( জীবোপাধিং দগ্ধ্বা পশ্চাৎ স্বয়ং শাম্যতি ) ॥ ৭ ॥

যেমন বাঁশবনে বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষণে বহ্নি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া সেই বনকে দগ্ধ করিয়া পরিশেষে আপনিই উপশমিত হয়, তদ্রূপ গুণমিশ্রণজাত দেহ হইতে সঞ্জাত জ্ঞান জীবোপাধিভূত দেহকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং উপশান্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

উদ্ধব উবাচ।

বিদন্তি মর্ত্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥ ৮ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ, (হে) কৃষ্ণ, মর্ত্ত্যাঃ বিষয়ান্ (ভোজনাদীন্) আপদাং (ভাবিদুঃখানাম্) পদম্ (অব্যভিচারিস্থানং) প্রায়েণ বিদন্তি, তথাপি (ব্রজনাদীন বিষয়ান্ দুঃখম্ ইতি জানন্তঃ অপি) কথং শ্বখরাজবৎ ভুঞ্জতে ॥ ৮ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃষ্ণ, মনুষ্যগণ প্রায়ই বিষয় সকলকে বিপদের আধার বলিয়া জানে, তথাপি তাহারা ভাবিবিপদানভিজ্ঞ কুকুর, গর্দ্দভ ও ছাগের ন্যায় বিপদ-সঙ্কুল-বিষয়-ভোগে কেন প্রবৃত্ত হয় ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। প্রমত্তস্য (পূর্ব্বকর্ম্মবশেন বিবেকশূন্যস্য দেহাদৌ) অহম্ ইতি অন্যথাবুদ্ধিঃ হৃদি যথা উৎসর্পতি (অভ্রিশেষে তথা) ততঃ (অহং-বুদ্ধেঃ হেতোঃ) বৈকারিকং (সত্ত্বপ্রধানম্ অপি) মনঃ (প্রতি) ঘোরং (দুঃখাত্মকং) রজঃ (উৎসর্পতি) ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। জন্মান্তরিকর্ম্মবশতঃ বিবেকশূন্য ব্যক্তির দেহাদিতে 'আমি' এই মিথ্যা জ্ঞান হৃদয়ে যেরূপ উদিত হয়, তাহা নিত্য সাত্ত্বিক হইলেও মনকে ঘোর রজোগুণ তদ্রূপ আক্রমণ করে ॥ ৯ ॥

রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ ॥ ১০ ॥

রজোযুক্তস্য দুর্ম্মতেঃ মনসঃ সবিকল্পকঃ (সবিশেষঃ) সঙ্কল্পঃ স্যাৎ। ততঃ গুণধ্যানাৎ হি (নিশ্চিতং) দুঃসহঃ কামঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

রজোগুণযুক্ত দুর্বুদ্ধি ব্যক্তির মনের বিকল্পযুক্ত সঙ্কল্প উপস্থিত হয়। পরে বিষয়চিন্তা হেতু দুর্দ্ধর্ষ কামের আবির্ভাব হয়। ১০॥

করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কাণি সংপশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ॥ ১১॥

রজোবেগবিমোহিতঃ ( রজসঃ বেগেন বিমোহিতঃ ) অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ কামবশগঃ ( চ সন্ ) দুঃখোদর্কাণি সংপশ্যন্ ( জানন্ অপি ) কর্ম্মাণি করোতি॥ ১১॥

রজোগুণদ্বারা বিমোহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কামের বশীভূত হইয়া পরিণামে দুঃখজনক জানিয়াও এতাদৃশ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১১॥

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ।
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টি র্ন সজ্জতে॥ ১২॥

যৎ ( যদি ) বিদ্বান্ ( বিবেকী ) রজস্তমোভ্যাং বিক্ষিপ্তধীঃ অপি অতন্দ্রিতঃ (সন্) মনঃ যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টিঃ ( ভূত্বা তত্র ) ন সজ্জতে॥ ১২॥

যিনি বিদ্বান্ পুরুষ তিনি রজস্তমোগুণ দ্বারা বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইলেও, অতন্দ্রিত হইয়া, পুনর্ব্বার মনোযোগ সহকারে দোষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আসক্ত হয়েন না। ১২॥

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ।
অনির্ব্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ॥ ১৩॥

অপ্রমত্তঃ অনির্ব্বিণ্ণঃ ( অনলসঃ ) যথাকালং ( ত্রিসবনং ) ময়ি ( পরমানন্দরূপে মনঃ ) অর্পয়ন্ জিতাসনঃ জিতশ্বাসঃ ( চ সন্ ) শনৈঃ মনঃ ( ময়ি ) অনুযুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ॥ ১৩॥

অপ্রমত্ত অনলস ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা আমাতে মন অর্পণানন্তর আসন ও শ্বাস জয় পূর্ব্বক পরমানন্দরূপ আমাতে মনের সমাধান করিবে। ১৩॥

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥ ১৪॥

যথা সর্ব্বতঃ মনঃ আকৃষ্য অদ্ধা ( সাক্ষাৎ ) ময়ি আবেশ্যতে, মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ এতাবান্ যোগঃ আদিষ্টঃ॥ ১৪॥

যে প্রকারে সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া আমাতে আসক্ত

করিতে হয়, আমার শিষ্য সনকাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক সেই যোগের এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

উদ্ধব উবাচ।

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১৫ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ, (হে) কেশব, ত্বং যদা যেন রূপেণ সনকাদিভ্যঃ এতদ্রূপং যোগম্ আদিষ্টবান্ (তৎ অহম্) বেদিতুম্ ইচ্ছামি। ১৫ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে কেশব, আপনি যে সময়ে যে প্রকারে সনকাদি মুনিগণকে এইরূপ যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্ ॥ ১৬ ॥

হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ (মনোভবাঃ) পুত্রাঃ সনকাদয়ঃ (একদা) পিতরং যোগস্য সূক্ষ্মাং (দুর্জ্ঞেয়াম্) ঐকান্তিকীং গতিং (পরাং কাষ্ঠাং) পপ্রচ্ছুঃ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব, ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি মুনিগণ একদিন পিতার নিকট যোগের দুর্জ্ঞেয় উৎকৃষ্ট গতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

যোগিন ঊচুঃ।

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥ ১৭ ॥

যোগিনঃ ঊচুঃ, (হে) প্রভো, গুণেষু (বিষয়েষু) (স্বভাবতঃ রাগাদিবশাৎ) চেতঃ আবিশতে (প্রবিশতি), গুণাঃ চ (অনুভূতাঃ বিষয়াঃ বাসনারূপেণ) চেতসি চ (প্রবিশন্তি)। অতিতিতীর্ষোঃ (বিষয়ান্ অতিক্রমিতুমিচ্ছোঃ) মুমুক্ষোঃ কথম্ অন্যোন্য-সংত্যাগঃ (বিষয়চেতসোঃ সম্যক্ ত্যাগঃ ভবেৎ) ॥ ১৭ ॥

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো, স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃ বিষয়চিন্তায় মন প্রবৃত্ত হয়, চিন্তিত বিষয় সকল আবার বাসনারূপে অন্তঃকরণে প্রবেশ করে। অতএব বিষয়বাসনা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু ব্যক্তি কি উপায়ে ঐ উভয় পরিত্যাগ করিতে পারিবে, তাহা বলুন ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।

ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্ম্মধীঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। মহাদেবঃ ( মহান্ দেবঃ অপি ) স্বয়ম্ভূঃ ( অপি ) কর্ম্মধীঃ (স্বীয়সৃষ্টিমাত্রকর্ম্মাসক্তবুদ্ধিঃ অতএব) ভূতভাবনঃ ( ভূতানাং স্রষ্টা অপি ) এবং পৃষ্টঃ ( সন্ ) প্রশ্নবীজং (প্রশ্নস্য বীজং যদজ্ঞানাদয়ং প্রশ্নঃ তৎ ) ধ্যায়মানঃ (বিচারয়ন্ অপি) নাভ্যপদ্যত ( জ্ঞাতুং ন অশক্নোৎ ) ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন। স্বয়ম্ভু মহাদেব ভূতসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, নিজ সৃষ্টিকার্য্যে আসক্ত বুদ্ধি থাকায় বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও, ঐ প্রশ্নের মূল (যাহা না জানিয়া ঐ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহা) বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৮ ॥

স মামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া

তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা।

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনং

ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি ॥ ১৯ ॥

সঃ দেবঃ ( ব্রহ্মা ) প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া ( প্রশ্নস্য পারম্ উত্তরং তস্য তিতীর্ষয়া জিজ্ঞাসয়া) মাম্ অচিন্তয়ৎ। তদা অহং হংসরূপেণ তস্য সকাশম্ অগমম্। তে মাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণম্ অগ্রতঃ কৃত্বা উপব্রজ্য পাদাভিবন্দনং কৃত্বা কঃ ভবান্ ইতি পপ্রচ্ছুঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মা প্রশ্নের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত আমাকে চিন্তা করিলে, সেই সময় আমি হংসরূপ ধারণানন্তর তথায় গমন করিলাম। তাহারা আমাকে দেখিয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আমার নিকট আগমন ও পাদাভিবন্দন পূর্ব্বক 'আপনি কে' এই কথা জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯ ॥

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।

যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে ॥ ২০ ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিঃ মুনিভিঃ ( কঃ ভবান্ ) ইতি ( এবম্ ) অহং পৃষ্টঃ ( সন্ ) তেভ্যঃ অহং যৎ অবোচং, ( হে ) উদ্ধব, তৎ মে ( মত্তঃ ) নিবোধ ॥ ২০ ॥

হে উদ্ধব, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনিগণ কর্ত্তৃক আমি এইরূপ পৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

হংস উবাচ ।

বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্ব্বা মে ক আশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

হংসঃ উবাচ, ( হে ) বিপ্রা, আত্মনঃ ( জীবরূপস্য ) বস্তুনঃ যদি অনানাত্বে ( সতি ) বো যুষ্মাকম্ ঈদৃশঃ প্রশ্নঃ ( তর্হি ) কথং ঘটেত । বক্তুঃ ( উত্তরদাতুঃ ) বা মে ( মম ) কঃ আশ্রয়ঃ ( ভবতি ) ॥ ২১ ॥

হংস বলিলেন, হে বিপ্রগণ, আত্মার ও পরমাত্মার যদি পরস্পর ভেদ না থাকে, তবে তোমাদিগের কৃত ঈদৃশ প্রশ্ন কি প্রকারে ঘটিতে পারে এবং উত্তরদাতা আমার কি বা আশ্রয় হইবে, অর্থাৎ আমি কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিব ॥ ২১ ॥

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ ॥ ২২ ॥

পঞ্চাত্মকেষু ( পঞ্চভূতাত্মকেষু ) ভূতেষু ( দেবমনুষ্যাদিদেহেষু ) বস্তুতঃ ( পরমকারণাত্মনা ) সমানেষু চ ( অভিন্নেষু সৎসু ) বঃ ( যুষ্মাকং ) কঃ ভবান্ ইতি প্রশ্নঃ হি ( নিশ্চিতং ) বাচারম্ভঃ ( বাচাম্ আরম্ভঃ প্রবৃত্তিঃ ) অনর্থকঃ ( অর্থশূন্যঃ ) ॥ ২২ ॥

পঞ্চভূতাত্মক দেবমনুষ্যাদিদেহে পরমকারণরূপে বস্তুত সমভাবে থাকায় 'কে তুমি' তোমাদিগের এই প্রশ্ন অনর্থক বাগ্‌বিন্যাসমাত্র হইতেছে ॥ ২২ ॥

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥ ২৩ ॥

---

আমাকে জীব অথবা ভৌতিক দেহ কিম্বা পরমেশ্বর বিবেচনা করিয়া "কঃ ভবান্,"—"আপনি কে" এই প্রকার প্রশ্ন করা হইতেছে ? যদি আমাকে জীব বিবেচনা করিয়াই এই প্রকার প্রশ্ন করা হইয়া থাকে, তবে তাহা সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, চিৎস্বরূপ জীবের একরূপতা প্রযুক্ত বিশেষাংশ নির্দেশ করা যায় না ; জীবমাত্রই চিৎস্বরূপ, অতএব তাহাদিগের পরস্পর ভেদ নির্দেশ করা যাইতে পারে না । যদি তাহাই হইল, তবে তোমরাই বা কোন্ জাতি প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আমাকে অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার জন্য তদ্রূপ প্রশ্ন করিতেছ এবং আমিই বা কোন্ জাত্যাদি বিশেষ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাহার উত্তর প্রদান করিব ? অতএব তোমাদিগের প্রশ্ন এবং আমার উত্তর উভয়ই অসম্ভব হইতেছে ॥ ২১ ॥

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা ( চক্ষুষা ) অন্যৈঃ অপি ইন্দ্রিয়ৈঃ ( যদ্‌যদ্ ) গৃহ্যতে ( তৎ সর্ব্বম্ ) অহম্ এব, ( যতঃ ) মত্তঃ অন্যৎ ন ইতি অঞ্জসা ( তত্ত্ববিচারেণ ) বুধ্যধ্বম্ ॥ ২৩ ॥

মন বাক্য চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, সেই সকলই আমি, আমা হইতে কিছুই ভিন্ন নাই, তত্ত্ববিচার দ্বারা ইহাই অবগত হও ॥ ২৩ ॥

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

( হে ) প্রজাঃ ( পুত্রকাঃ, সত্যং ) গুণেষু ( বিষয়েষু ) চেতঃ আবিশতি গুণাঃ চ চেতসি (আবিশন্তি কিন্তু) গুণাঃ চেতঃ (চ) উভয়ং মদাত্মনঃ (অহম্ এব আত্মা পরমাংশিরূপঃ যস্য তস্য) জীবস্য দেহঃ ( অধ্যাস্তঃ, উপাধিমাত্রেণ এব জীবে সম্বন্ধঃ ) ॥ ২৪ ॥

হে পুত্রগণ, বিষয়ে চিত্ত প্রবিষ্ট হয় এবং বিষয় সকলও চিত্তে প্রবিষ্ট হয়, সত্য, কিন্তু মদংশভূত জীবের তদুভয় দ্বারা গ্রথিত দেহ উপাধিমাত্র ॥ ২৪ ॥

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৫ ॥

( অনাদিতঃ এব ) অভীক্ষ্ণং ( পুনঃ পুনঃ ) গুণসেবয়া ( তৎসংস্কারেণ ) গুণেষু চিত্তম্ অবিশৎ ( এব বর্ত্ততে ), গুণাঃ চ ( পুনঃ বাসনারূপেণ ) চিত্তপ্রভবাঃ ( চিত্তে প্রকর্ষেণ ভবন্তি, সদা তত্র বর্ত্তন্তে। অতএব তদুভয়পরস্পরসংত্যাগঃ দুর্ঘটঃ ; তস্মাৎ ) মদ্রূপঃ ( মদভেদভাবনাবিশিষ্টঃ মদ্ধ্যাতা বা সন্ ) উভয়ং ( তদুভয়ং ) ত্যজেৎ ॥ ২৫ ॥

অনাদি কাল হইতে পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবা দ্বারা চিত্ত বিষয়েই আবিষ্ট হইয়া থাকে এবং বিষয় সকল ও পুনঃ পুনঃ বাসনারূপে চিত্তেই অবস্থান করে। অতএব তদুভয়ের একতরের সাহায্যে অন্যতরের ত্যাগ দুর্ঘট হয় বলিয়া জ্ঞানী আমার সহিত আপনার অভেদ ভাবনা দ্বারা এবং ভক্ত আমার ধ্যান দ্বারা তদুভয়কেই ত্যাগ করিবে ॥ ২৫ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৬ ॥

জাগ্রৎ ( জাগরঃ ) স্বপ্নঃ সুষুপ্তং চ বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ( বুদ্ধেঃ এতাঃ বৃত্তয়ঃ ) গুণতঃ (এব ন স্বাভাবিক্যঃ) বিলক্ষণঃ (অবস্থারহিতঃ এব) জীবঃ তাসাং সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিত ॥ ২৬ ॥

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি বুদ্ধির বৃত্তি, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণের কার্য্যমাত্র। জীব এ সকল হইতে ভিন্ন, কেবল তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান ॥ ২৬ ॥

যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতো জহ্যাত্ত্যাগস্তদ্গুণচেতসাম্ ॥ ২৭ ॥

যর্হি (যস্মাৎ) অয়ং সংসৃতিবন্ধঃ (সম্যক্ সৃতিঃ সরণম্ অনয়া ইতি সংসৃতিঃ বুদ্ধিঃ তয়া বন্ধঃ) আত্মনঃ গুণবৃত্তিদঃ (স্যাৎ); তস্মাৎ ময়ি তুর্য্যে স্থিতঃ (সন্) ইমং সংসৃতিবন্ধং জহ্যাৎ। তৎ (তদা) গুণচেতসাং (গুণাশ্চ চেতাংসি চ তেষাং) ত্যাগঃ ভবতি ॥ ২৭ ॥

এই বিষয়গ্রাহিণী বুদ্ধি দ্বারা কৃত বন্ধনই আত্মার গুণবৃত্তির অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থার মূলীভূত, অতএব তুরীয় আত্মাতে অবস্থান পূর্ব্বক এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। তাহা হইলেই বিষয় ও বিষয়বাসনা উভয়েরই ত্যাগ হইয়া যাইবে ॥২৭॥

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ম্।
বিদ্বান্নির্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥ ২৮ ॥

অহঙ্কারকৃতম্ (অহঙ্কারেণ দেহে অহংবুদ্ধ্যৈব কৃতং) বন্ধম্ আত্মনঃ অর্থবিপর্য্যয়ম্ (আনন্দাদ্যাবরণেন অনর্থহেতুং) বিদ্বান্ জানন্ (সন্) নির্ব্বিদ্য (দুঃখম্ এতৎ ইতি জ্ঞাত্বা) তুর্য্যে (ময়ি আনন্দরূপে) স্থিতঃ (সন্) সংসারচিন্তাং (সংসারঃ বুদ্ধিঃ তস্মিন্ চিন্তাম্ অভিমানং তৎকৃতাং ভোগচিন্তাং চ) ত্যজেৎ ॥ ২৮ ॥

দেহেতে আত্মবুদ্ধি দ্বারা কৃত বন্ধনই আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিয়া অনর্থ ঘটাইতেছে জানিয়া, আনন্দস্বরূপ তুরীয় আত্মাতে অবস্থান পূর্ব্বক, দেহাভিমান ও দেহাভিমানকৃত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৮ ॥

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্ত্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥ ২৯ ॥

পুংসঃ যাবৎ নানার্থধীঃ (বিষয়নানাত্বগ্রাহিণী বুদ্ধিঃ) যুক্তিভিঃ ন নিবর্ত্তেত তাবৎ অজ্ঞঃ (জনঃ) জাগর্ত্ত্যপি (সংসারবন্ধান্মুক্তোঽপি) স্বপন্ (সংসারবদ্ধ এব, অজ্ঞানী এব) স্বপ্নে (স্বপ্নমধ্যে এব) যথা জাগরণম্ ॥ ২৯ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক বিষয় সকলের ভেদভাবগ্রাহিণী পুরুষের বুদ্ধি, অর্থাৎ এটী এক বিষয়, ওটী অন্য বিষয়, এটী ভাল, ওটী মন্দ, ইত্যাকার ভেদভাবাবগাহিনী

বুদ্ধি, বক্ষ্যমাণ যুক্তি দ্বারা নিবৃত্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত সেই অজ্ঞ ব্যক্তির কোন কারণে আপাততঃ দেহাভিমান ত্যাগ হইলেও ( আমি দেহ নহি এরূপ জ্ঞান হইলেও ) তাহার আত্যন্তিক ত্যাগ হয় না। যেমন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির স্বপ্নগত জাগ্রৎ অবস্থা; অর্থাৎ স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি যেমন স্বপ্নগত বিষয় সকল অনুভব করিয়াও এই গুলিকে স্বপ্নগত বলিয়া বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ দেহাভিমানী জীবের কখন কখন আমি দেহ নহি এরূপ জ্ঞান হইলেও তাহার ঐ দেহাভিমানের আত্যন্তিক নাশ হয় না॥ ২৯॥

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা॥ ৩০॥

আত্মনঃ অন্যেষাম্ ( আত্মব্যতিরিক্তানাং ) ভাবানাং ( দেহাদীনাম্ ) অসত্ত্বাৎ ( মিথ্যাত্বাৎ ) তৎকৃতা ( দেহাদিকৃতা ) ভিদা ( বর্ণাশ্রমাদিরূপো ভেদঃ এবং ) গতয়ঃ ( স্বর্গাদিফলানি ) হেতবঃ ( তৎসাধনানি কর্ম্মাণি চ ) অস্য আত্মনঃ ( সম্বন্ধে ) স্বপ্নদৃশঃ ( স্বপ্নদ্রষ্টুঃ জীবস্য ) যথা ( ইব ) মৃষা ( মিথ্যা এব )॥ ৩০॥

আত্মব্যতিরিক্ত দেহাদির মিথ্যাত্ব হেতু দেহাদিকৃত বর্ণাশ্রমাদিরূপ ভেদ, স্বর্গাদিরূপ তাহার ফল এবং তৎসাধন কর্ম্মসকল, আত্মার সম্বন্ধে, স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের সম্বন্ধে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায়, মিথ্যা॥ ৩০॥

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াত্ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥ ৩১॥

যঃ জাগরে বহিঃ অনুক্ষণধর্ম্মিণঃ ( ক্ষণিকবাল্যতারুণ্যাদিধর্ম্মবতঃ ) অর্থান্ ( স্থূলান্ দেহাদীন্ ) সমস্তকরণৈঃ ( চক্ষুরাদিভিঃ ) ভুঙ্ক্তে, ( যঃ চ ) স্বপ্নে হৃদি তৎসদৃক্ষান্ ( জাগরদৃষ্টসদৃশান্ বাসনাময়ান্ ভুঙ্ক্তে ), ( যঃ চ ) সুষুপ্তে ( তান্ সর্ব্বান্ ) উপসংহরতে উপসংহরতি, স্মৃত্যন্বয়াৎ ( স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানেন অবস্থাসু অন্বয়াৎ ) ইন্দ্রিয়েশঃ সঃ একঃ ( এব ) ত্রিগুণবৃত্তিদৃক্ ( অবস্থাত্রয়-দ্রষ্টা )॥ ৩১॥

যিনি জাগ্রৎ অবস্থায় বাহিরে বাল্য-যৌবনাদি-ক্ষণিক-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট স্থূলদেহ সকল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করেন, এবং স্বপ্নাবস্থায় হৃদয়ে জাগ্রৎ-অবস্থা-দৃষ্ট বাসনাময় বস্তু সকল উপভোগ করেন ও সুষুপ্তিকালে সেই সকলকেই

মনঃকল্পিত, প্রত্যক্ষ, নশ্বর, অলাতচক্রের ন্যায় চঞ্চল, এই জগৎকে বিশেষ ভ্রমাত্মক দেখিবে। ঐ ভ্রমও নির্বিষয় নহে, যেহেতু সর্ব্বত্রই এক পরমাত্মচৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। অতএব ত্রিবিধ যে গুণপরিণামকৃত ভেদ, তাহা স্বপ্নের ন্যায় মায়া, অর্থাৎ মায়া দ্বারা স্ফুরিত, মায়াই নানা প্রকারে বিভাত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥ ৩৪ ॥

অতঃ ( দৃশ্যাৎ ) দৃষ্টিং প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণঃ নিজসুখানুভবঃ নিরীহঃ তূষ্ণীং ভবেৎ। যদি ইদং ক্ব চ সংদৃশ্যতে, ( তথাপি পূর্ব্বম্ ) অবস্তুবুদ্ধ্যা ( যৎ ) ত্যক্তং ( তৎ পুনঃ ) ভ্রমায় ( মোহায় ) ন ভবেৎ ( এব। কিঞ্চ ) আনিপাতাৎ ( দেহপাতপর্য্যন্তং ) স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

অতএব দৃশ্য বস্তু হইতে দৃষ্টিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, তৃষ্ণারহিত আত্মানন্দনিমগ্ন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করিবে। কদাচিৎ উহা আবার দৃষ্ট হইলেও, অবস্তুবুদ্ধিতে পরিত্যক্ত বিষয় পুনর্ব্বার ভ্রমজনক হইতে পারে না। বিশেষতঃ দেহপাত পর্য্যন্তই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে। ৩৪ ॥

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৫ ॥

মদিরামদান্ধঃ পরিকৃতং ( পরিহিতং ) বাসঃ যথা ( তথা ) সিদ্ধঃ যতঃ ( যেন দেহেন ) স্বরূপম্ অধ্যগমৎ ( জ্ঞাতবান্, তং দেহম্ ) অবস্থিতম্ উত্থিতং বা অথ দৈববশাৎ অপেতম্ উপেতং বা ন পশ্যতি ॥ ৩৫ ॥

মদিরামত্ত ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রে যেমন লক্ষ্য থাকে না, সেইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তিরও যে দেহ দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান হয়, সেই দেহের অবস্থিতি, উত্থান এবং দৈববশে বিয়োগ বা সংযোগ হইলেও তাহাতে একটু লক্ষ্য থাকে না ॥ ৩৫ ॥

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৬ ॥

যাবৎ স্বারম্ভকং কর্ম্ম ( তাবৎ ) দৈববশগঃ ( দৈববশেন গচ্ছন্ ) দেহঃ অপি সাসুঃ ( সপ্রাণঃ সন্ ) খলু ( নিশ্চিতং ) প্রতিসমীক্ষতে এব। অধিরূঢ়সমাধিযোগঃ ( অধিরূঢ়ঃ প্রাপ্তঃ সমাধিপর্য্যন্তঃ যোগঃ যেন অতএব ) প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ( প্রতিবুদ্ধং জ্ঞাতং বস্তু পরমার্থবস্তু যেন সঃ জনঃ ) স্বাপ্নং ( স্বপ্নতুল্যং ) সপ্রপঞ্চম্ ( ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগাদি-সহিতম্ অপি ) তং দেহং পুনঃ ন ভজতে ॥ ৩৬ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে, সেই পর্য্যন্ত দৈববশবর্ত্তী দেহও প্রাণাদির সহিত তাহার প্রতীক্ষা করে। কিন্তু সমাধিযোগে আরূঢ় পরমার্থবস্তুর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদির সহিত বর্ত্তমান স্বপ্নতুল্য ঐ দেহে পুনর্ব্বার আসক্ত হয় না ॥৩৬॥

ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ।
জানীত মাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥

( হে ) বিপ্রাঃ, সাংখ্যযোগয়োঃ (সাংখ্যম্ আত্মানাত্মবিবেক যোগঃ অষ্টাঙ্গঃ তয়োঃ) যৎ গুহ্যং ( রহস্যং ) বঃ ( যুষ্মভ্যং ) ময়া এতৎ উক্তম্। যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া (যুষ্মাকং ধর্ম্মম্ বক্তুম্ ইচ্ছয়া ) আগতং মা ( মাং ) যজ্ঞং ( বিষ্ণুং ) জানীত ॥ ৩৭ ॥

হে বিপ্রগণ, সাংখ্য এবং যোগেরও যাহা গোপ্য বিষয়, তোমাদিগকে আমি তাহা বলিলাম। তোমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত আগত আমাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দমস্য চ ॥ ৩৮ ॥

( হে ) দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ, যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্য ( অনুষ্ঠীয়মানধর্ম্মস্য ) ঋতস্য ( প্রমীয়মাণধর্ম্মস্য ) তেজসঃ ( প্রভাবস্য ) শ্রিয়ঃ কীর্ত্তেঃ দমস্য চ অহং পরায়ণং ( পরমাশ্রয়ঃ ) [illegible] ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, [illegible] যোগ, সাংখ্য, সত্য অর্থাৎ অনুষ্ঠানযোগ্য ধর্ম্ম, ঋত অর্থাৎ [illegible] ধর্ম্ম, শ্রী, কীর্ত্তি, দম, এই সমস্তের আমিই [illegible]

মাং ভজন্ত্যগুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ ॥ ৩৯ ॥

নির্গুণং (মায়িকগুণাতীতং) নিরপেক্ষকং (মায়িকগুণাপেক্ষাশূন্যং) সুহৃদং (স্বভক্তজনানাং হিতকারিণম্) আত্মানং (সর্ব্বেষাম্ আশ্রয়স্বরূপং) প্রিয়ং (নিরুপাধিনির্ম্মপ্রেমাস্পদং) মাম্ অগুণাঃ (গুণপারিণামা ন ভবন্তি ইতি, নিত্যাঃ) সাম্যাসঙ্গাদয়ঃ (সর্ব্বে) গুণাঃ ভজন্তি ॥ ৩৯ ॥

প্রাকৃতগুণাতীত, গুণাপেক্ষারহিত, ভক্তজনের হিতকারী, সকলের আশ্রয় সর্ব্বজনাশ্রয় আমাকে নিত্য সাম্য ও অসঙ্গ প্রভৃতি গুণ সকল আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

ইতি মে ছিন্নসন্দেহাঃ মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ ॥ ৪০ ॥

সনকাদয়ঃ মুনয়ঃ ইতি (এবংপ্রকারেণ) মে (ময়া) ছিন্নসন্দেহাঃ (সন্দেহরহিতাঃ সন্তঃ) পরয়া (প্রেমলক্ষণয়া) ভক্ত্যা সভাজয়িত্বা সংস্তবৈঃ (মাম্) অগৃণত (তুষ্টুবুঃ) ॥ ৪০ ॥

সনকাদি মুনিগণ মৎকর্ত্তৃক ছিন্নসন্দেহ হইয়া পরমভক্তি সহকারে আমার পূজা করিয়া দিব্য স্তোত্র দ্বারা আমার স্তব করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪১ ॥

তৈঃ পরমর্ষিভিঃ সম্যক্ পূজিতঃ সংস্তুতঃ (চ সন্) পরমেষ্ঠিনঃ পশ্যতঃ (সতঃ) অহং স্বকং ধাম প্রত্যেয়ায় (প্রত্যাগতঃ) ॥ ৪১ ॥

সেই পরম ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত ও স্তুত হইয়া আমি ব্রহ্মার সমক্ষেই স্বীয় ধামে গমন করিয়াছিলাম ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদ্ধংসসংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

---

# চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

উদ্ধব উবাচ।

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥ ১ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ, (হে) কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদিনঃ বহূনি শ্রেয়াংসি (শ্রেয়ঃসাধনানি) বদন্তি। তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যং (কিং বিকল্পেন প্রাধান্যম্, ইদং প্রধানং ইদং বা প্রধানম্ ইতি) উত অহো একমুখ্যতা (একস্য মুখ্যতা ইদমেব প্রধানং ভবতি ইতি) ॥ ১ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ বহুবিধ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়াছেন। সেই সকল গুলিই প্রধান কিম্বা তন্মধ্যে একটীই প্রধান ॥ ১ ॥

ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ২ ॥

(হে) স্বামিন্, অনপেক্ষিতঃ (ন অপেক্ষিতম্ অপেক্ষা যস্মিন্ সঃ) ভক্তিযোগঃ (এব) ভবতা উদাহৃতঃ (উৎকর্ষেণ আহৃতঃ আনীতঃ, যেন (ভক্তিযোগেন) সর্ব্বতঃ সঙ্গং নিরস্য ত্বয়ি মনঃ আবিশেৎ ॥ ২ ॥

হে স্বামিন্, আপনি যে ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রধান। ঐ ভক্তিযোগ দ্বারাই সর্ব্বসঙ্গ নিরাস পূর্ব্বক আপনাতেই মন প্রবেশ করে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। যস্যাং মদাত্মকঃ (ময্যেব আত্মা চিত্তং যেন সঃ) ধর্ম্মঃ, যা চ আদৌ (ব্রাহ্মকল্পাদৌ) ব্রহ্মণে ময়া প্রোক্তা, (সা) বেদসংজ্ঞিতা ইয়ং বাণী প্রলয়ে কালেন নষ্টা ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব, যাহাকে মদাত্মক, অর্থাৎ যাহাদ্বারা মন আমাতে

অভিহিত হয় তাদৃশ, ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা আমি ব্রাহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রলয়সময়ে কালধর্ম্মে বিলুপ্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা ।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্নন্ সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥ ৪ ॥

সা ( বেদরূপা বাণী ) তেন ( ব্রহ্মণা ) পূর্ব্বজায় স্বপুত্রায় মনবে প্রোক্তা । ততঃ ( অনন্তরং, মনুং প্রতি কথনানন্তরং ) ভৃগ্বাদয়ঃ সপ্ত ব্রহ্মর্ষয়ঃ ( ব্রহ্মাণঃ চ তে মহর্ষয়ঃ চ ইতি তে ) অগৃহ্নন্ । তেভ্যঃ ( ভৃগ্বাদিভ্যঃ ) পিতৃভ্যঃ তৎপুত্রাঃ দেবদানবগুহ্যকাঃ মনুষ্যাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ ( অগৃহ্নন্ ) ॥ ৪ ॥

তৎপরে ব্রহ্মা অগ্রজ পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন । তাঁহা হইতে ভৃগু প্রভৃতি সাত জন ঋষি পাইয়াছিলেন । ঐ ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণের নিকট হইতে তাঁহাদিগের সন্ততি দেবতা দানব গুহ্যক মনুষ্য বিদ্যাধর চারণ সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃকিংপুরুষাদয়ঃ ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥ ৫ ॥

( ততঃ ) কিংদেবাঃ ( রূপসৌন্দর্য্যাদিনা দেবাঃ কিং মনুষ্যা বা ইতি সন্দেহাস্পদং দ্বীপান্তরমনুষ্যাঃ ) কিন্নরাঃ ( কিঙ্করা ইব মুখতঃ নরাঃ বা ) নাগাঃ রক্ষঃকিংপুরুষাদয়ঃ ( রাক্ষসাঃ কিংপুরুষা বানরাদয়ঃ চ অগৃহ্নন্ ) তেষাং রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ( রজঃসত্ত্বতমাংসি ভুবঃ জন্মস্থানানি যাসাং তাঃ ) বহ্ব্যঃ প্রকৃতয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর কিংদেব ( দেবতুল্য দ্বীপান্তরীয় মনুষ্য ) কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, কিংপুরুষাদি পাইয়াছেন । তাহারা সকলেই সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণ-সম্ভূত বিবিধস্বভাব-সম্পন্ন ॥ ৫ ॥

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা ।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥ ৬ ॥

যাভিঃ প্রকৃতিভিঃ, বাসনাভিঃ ভূতানি তথা ভূতানাং পতয়ঃ ভিদ্যন্তে। যথা-প্রকৃতি (বাসনানুসারেণ) সর্ব্বেষাং (তেষাং) চিত্রা বাচঃ (বেদার্থব্যাখ্যানরূপাঃ) স্রবন্তি (নিঃসরন্তি) ॥ ৬ ॥

যে স্বভাব অর্থাৎ বাসনা দ্বারা ভূতগণ ও ভূতপতিগণ বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এবং ঐ বাসনা অনুসারে বেদের ব্যাখ্যানে নানাপ্রকার বাক্য সকল প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥ ৭ ॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাৎ নৃণাং মতয়ঃ ভিদ্যন্তে; (বেদাধ্যয়নাদিশূন্যানাং) কেষাঞ্চিৎ ব্যাখ্যাতৃণাং) পারম্পর্য্যেণ (গুরূপদেশপরম্পরয়া) অপরে পাষণ্ডমতয়ঃ (অতি-তমঃপ্রকৃতিত্বাৎ বেদবিরুদ্ধার্থমতয়ঃ স্যুঃ) ॥ ৭ ॥

এইরূপ প্রকৃতির বৈচিত্র্য হেতু মনুষ্য সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, অধ্য-য়নশূন্য কোন কোন ব্যাখ্যানকর্ত্তার উপদেশানুসারে অতিতমঃস্বভাব কোন কোন ব্যক্তির বুদ্ধি বেদবিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া পাষণ্ডপথে গমন করিয়াছে ॥ ৭ ॥

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি ॥ ৮ ॥

(হে) পুরুষর্ষভ, পুরুষাঃ মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (সন্তঃ) যথাকর্ম্ম যথারুচি শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃসাধনম্) অনেকান্তং (নানাবিধং বদন্তি) ॥ ৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মায়ায় মোহিতবুদ্ধি পুরুষ সকল কর্ম্ম এবং রুচি অনু-সারে শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্ম নানাপ্রকার বলিয়াছেন ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্ ॥ ৯ ॥

একে (কর্ম্মমীমাংসকাঃ) ধর্ম্মং (স্বধর্ম্মং নিত্যনৈমিত্তিকং, কাব্যালঙ্কারজ্ঞাঃ তন্ত্রকর্ত্তৃ-প্রভৃতয়ঃ) যশঃ চ অন্যে (বাৎস্যায়নাদয়ঃ) কামং (কামশাস্ত্রোক্তং কাম্যম্ অগ্নিহোত্রাদি বা নিবৃত্তকর্ম্মনিষ্ঠাঃ যোগিনঃ চ) সত্যং দমং শমং অন্যে (বৃহস্পতিপ্রভৃ-লৌকিকাঃ) বৈ (প্রসিদ্ধম্) ঐশ্বর্য্যং (ঐশ্বর্য্যমেব) স্বার্থং (পুরুষার্থং লোকায়-তিকাঃ) ত্যাগভোজনম্ (ত্যাগঃ চ ভোজনং চ তৎ কেচিৎ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ) যজ্ঞং (দেবতানাং পূজনং) তপঃ দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ (পুরুষার্থান্) বদন্তি ॥ ৯ ॥

কর্ম্মমীমাংসকেরা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি স্বধর্ম্মকে কবি ও আলঙ্কারিক সকল যশকে বাৎস্যায়নাদি কোন কোন মুনি কামশাস্ত্রোক্ত বিষয়কে বা অগ্নিহোত্রাদি কাম্য কর্ম্মকে কোন কোন যোগী সত্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দণ্ডনীতিজ্ঞেরা ঐশ্বর্য্যকে নাস্তিকেরা ত্যাগকে ও ভোজনকে এবং কর্ম্মনিষ্ঠেরা যজ্ঞ তপস্যা দান ব্রত নিয়ম ও যমকে পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন। ৯ ॥

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ॥ ১০ ॥

এষাং ( মধ্যে যে বা ) কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ ( কর্ম্মণা বেদবিধিনা বিনির্ম্মিতাঃ ) লোকাঃ ( লোক্যন্তে প্রাপ্ত্যর্থং চিন্ত্যন্তে ইতি ) আদ্যন্তবন্তঃ দুঃখোদর্কাঃ ( দুঃখানি উদর্কাণি উত্তরফলানি যেষাং তে ) তমোনিষ্ঠাঃ ( মোহাবসানাঃ ) ক্ষুদ্রাঃ মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ ( ভোগকালেঽপি অসূয়াদিভিঃ ব্যাপ্তাঃ ) ভবন্তি ॥ ১০ ॥

এই সকল কর্ম্মজনিত ফল সমুদায় উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট, পরিণামে দুঃখবহুল, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ, এবং শোক দ্বারা ব্যাপ্ত। ১০ ॥

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ ১১ ॥

( হে ) সভ্য, ময়ি অর্পিতাত্মনঃ সর্ব্বতঃ নিরপেক্ষস্য ময়া ( পরমানন্দরূপেণ ) আত্মনা ( সর্ব্বাশ্চর্য্যরূপগুণাদিবিশিষ্টমদ্রূপেণ স্ফুরতা ) যৎ সুখং স্যাৎ বিষয়াত্মনাং ( বিষয়েষু মায়িকবস্তুষু আত্মা যেষাং তেষাং বিষয়েষু ) কুতঃ তৎ ( সুখং স্যাৎ ) ॥১১॥

হে সভ্য, মনুষ্য আমাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ হইয়া পরমানন্দস্বরূপ আমার প্রাপ্তি দ্বারা যে নিরতিশয় সুখ লাভ করে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সে সুখ কুত্রাপি কখন কোন বিষয়ে লাভ করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১২ ॥

ময়া ( ধ্যানপ্রাপ্তেনৈব অলৌকিকশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধরূপাদিমহামাধুর্য্যবতা ) সন্তুষ্টমনসঃ ( সন্তুষ্টানি মনঃপ্রভৃতিসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি যস্য তস্য ) অকিঞ্চনস্য ( ভগবদ্ব্যতিরেকেণ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য ) শান্তস্য ( ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিবিশিষ্টস্য ) দান্তস্য সমচেতসঃ ( স্বর্গাপবর্গাদৌ তুল্যদৃষ্টেঃ ) সর্ব্বা দিশঃ সুখময্যঃ ( [illegible] ) ॥১২॥

মদর্পিতাত্মা ব্যক্তির সকল দিক্ই সুখময়, অকিঞ্চন ( সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ ), জিতেন্দ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, ও সমচেতা ব্যক্তির সকল দিক্ই সুখময়রূপে প্রতিভাত হয় ॥ ১২ ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩ ॥

ময়ি অর্পিতাত্মা মদ্বিনা অন্যৎ পারমেষ্ঠ্যং ( ব্রহ্মপদং ) ন, মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন, সার্ব্বভৌমং ( শ্রীপ্রিয়ব্রতমিব মহারাজ্যং ) ন, রসাধিপত্যং ন, যোগসিদ্ধিঃ ন, অপুনর্ভবং বা ন ইচ্ছতি । ১ ।

আমাতে অর্পিতচিত্ত ভক্তজন, আমাকে ভিন্ন, অন্য ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌম পদ কিম্বা পাতালের আধিপত্য অথবা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি, কিছুই ইচ্ছা করে না ॥ ১৩ ॥

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৪ ॥

মে ( মম ভক্তঃ ) ভবান যথা প্রিয়তমঃ আত্মযোনিঃ ( ব্রহ্মা পুত্রঃ অপি ) তথা ন প্রিয়তমঃ, শঙ্করঃ ( মৎস্বরূপভূতঃ অপি তথা ) ন ( প্রিয়তমঃ ) সঙ্কর্ষণঃ ( ভ্রাতা অপি ) ন চ ( তথা প্রিয়তমঃ ) শ্রীঃ ( ভার্য্যা অপি ) ন ( তথা প্রিয়তমা ) আত্মা ( শ্রীমূর্ত্তিঃ অপি তথা ) ন এব ( প্রিয়তমঃ ) । ১৪ ॥

হে উদ্ধব, ভক্ত বলিয়া তুমি যেমন আমার প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার পুত্র হইলেও শঙ্কর আমার স্বরূপ হইলেও সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইলেও লক্ষ্মী আমার ভার্য্যা হইলেও এবং আমার এই শ্রীমূর্ত্তিও তেমন প্রিয় নহে ॥ ১৪ ॥

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শিনম্ ।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥ ১৫ ॥

নিরপেক্ষং ( নিষ্কামং ) শান্তং ( ক্ষোভরহিতং ) নির্ব্বৈরং ( মাৎসর্য্যাদিরহিতং ) সমদর্শনং ( সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্ট্যা হেয়োপাদেয়বুদ্ধিরহিতং ) মুনিং ( শ্রীনারদাদিং ) নিত্যম্ অনুব্রজামি, ইতি ( অনেন, হেতুনা ) অঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ( মদনুবর্ত্তিভক্তানাং তানি ) পূয়েয় ( পবিত্রীকুর্য্যাম্ ) ॥ ১৫ ॥

আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, সমদর্শন, নির্বৈর মুনিগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি, এবং তাহাতে তাহাদিগের চরণধূলি দ্বারা মদন্তর্বর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড সকল পবিত্র করিয়া থাকি ॥ ১৫ ।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥ ১৬ ॥

ময়ি অনুরক্তচেতসঃ নিষ্কিঞ্চনাঃ (নিরভিমানাঃ) শান্তাঃ অখিলজীববৎসলাঃ (অখিলেভ্যঃ জীবেভ্যঃ বৎসলাঃ ভক্তিসংসারবন্তঃ) মহান্তঃ কামৈঃ (দৈবাৎ আগতৈঃ ভোগৈঃ) অনালব্ধধিয়ঃ (ন আলব্ধা স্পৃষ্টা ধীঃ যেষাং তে) মম (মদীয়াঃ) তে যৎ নৈরপেক্ষ্যং (নাস্তি অপেক্ষা মোক্ষাদিষ্বপি যেষাং তে, তেষু জাতং) সুখং জুষন্তি (আস্বাদয়ন্তি, তৎ সুখম্ অন্যে) ন বিদুঃ ॥ ১৬ ॥

আমাতে অনুরক্তচিত্ত, নিরভিমান, অখিলজীববৎসল, বিষয়ভোগে অস্পৃষ্টবুদ্ধি, মহান্ত, মদীয় ভক্তগণ যে নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করে, তাহা অন্যে জানিতে পারে না ॥ ১৬ ॥

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ১৭ ॥

অজিতেন্দ্রিয়ঃ মদ্ভক্তঃ বিষয়ৈঃ বাধ্যমানঃ (আকৃষ্যমাণঃ) অপি প্রায়ঃ (প্রায়েণ এব) প্রগল্ভয়া (সমর্থয়া, প্রবলীভবন্ত্যা) ভক্ত্যা বিষয়ৈঃ ন অভিভূয়তে ॥ ১৭ ॥

উৎকৃষ্ট ভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত ভক্ত যদি ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিয়া বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হয়, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে সেই বিষয়ভোগ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১৮ ॥

(হে) উদ্ধব, যথা সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ (সুসমিদ্ধা অর্চ্চিঃ যস্য সঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ করোতি, তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ কৃৎস্নশঃ (সর্ব্বাণি) এনাংসি (পাপানি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি ভস্মসাৎ করোতি) ॥ ১৮ ॥

হে উদ্ধব, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সমুদায়কে ভস্মাবশেষ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাতে অর্পিতা ভক্তি প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে ॥১৮॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৯ ॥

(হে) উদ্ধব, যোগঃ (আসনপ্রাণায়ামাদিঃ) মাং (তথা) ন সাধয়তি (বশীকরোতি), সাংখ্যং (তত্ত্ববিবেকঃ মাং তথা) ন (সাধয়তি), ধর্ম্মঃ (অহিংসাদিঃ) মাং তথা ন সাধয়তি), স্বাধ্যায়ঃ (বেদজপঃ) তপঃ (কৃচ্ছ্রাদিঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ মাং তথা) ন (সাধয়তি), যথা ঊর্জ্জিতা (প্রবৃদ্ধা সাধনাত্মিকা) মম ভক্তিঃ (মাং সাধয়তি) ॥ ১৯ ।

হে উদ্ধব, আসনপ্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, এই সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না, আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তি দ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হই ॥ ১৯ ॥

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ২০ ॥

সতাং প্রিয়ঃ আত্মা অহম্ একয়া (কেবলয়া, অনন্যপ্রয়োজনয়া) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া) ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ (ক্রমাৎ বশীকার্য্যঃ)। ভক্তিঃ মন্নিষ্ঠা (ময়ি দার্ঢ্যং গতা সতী) শ্বপাকান্ (চণ্ডালান্) অপি সম্ভবাৎ (জাতিদোষাৎ অপি) পুনাতি ॥ ২০ ॥

সাধুগণের অতিপ্রিয় আত্মস্বরূপ আমি, একমাত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ ভক্তি ক্রমশ সুদৃঢ় হইলে, চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা ।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি ॥ ২১ ॥

সত্যদয়োপেতঃ (সত্যং যথার্থভাষণং দয়া পরদুঃখপ্রহাণেচ্ছা তাভ্যাম্ উপেতঃ যুক্তঃ দানযজ্ঞাদিঃ) ধর্ম্মঃ তপসান্বিতা (তপঃ অনশনাদিঃ তেন অন্বিতা যুক্তা) বিদ্যা (জ্ঞানং) বা মদ্ভক্ত্যা (মৎপ্রীতিলক্ষণয়া) অপেতং (রহিতম্) আত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি (উক্তপাপেভ্যোঽপুনর্ভবপর্য্যন্তং সর্ব্বাবয়বতঃ শোধয়তি) হি ॥ ২১ ॥

সত্য এবং দয়াযুক্ত দানযজ্ঞাদি ধর্ম্ম ও তপস্যাযুক্ত বিদ্যা মদ্ভক্তিহীন আত্মাকে সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না ॥ ২১ ॥

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ২২ ॥

রোমহর্ষং বিনা দ্রবতা চেতসা বিনা আনন্দাশ্রুকলয়া ( চ ) বিনা কথং ( ভক্তিঃ ) গম্যতে। ভক্ত্যা ( চ ) বিনা ( কথম্ ) আশয়ঃ শুদ্ধ্যেৎ ( সাংসারিকবাসনাভিঃ পবিত্রঃ স্যাৎ ) ॥ ২২ ॥

রোমহর্ষ, চিত্তের আর্দ্রতা ও আনন্দাশ্রুকলা ভিন্ন কিরূপে ভক্তির লক্ষণ জানা যাইতে পারে, এবং ভক্তির উদয় না হইলে কিরূপেই বা চিত্ত পবিত্র হয় ॥ ২২ ॥

বাগ্ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ২৩ ॥

যস্য বাক্ গদ্‌গদা ( গদ্‌গদাকারা অস্পষ্টাক্ষরা ), চিত্তং দ্রবতে ( দ্রবতি ), অভীক্ষ্ণং রুদতি ( রোদিতি ), হসতি চ, ক্বচিৎ বিলজ্জঃ ( সন্ ) উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ ( তাদৃশঃ ) মদ্ভক্তিযুক্তঃ ( জনঃ ) ভুবনং পুনাতি ॥ ২৩ ॥

যাহারা আমার লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে গদ্‌গদ বাক্য ( বাক্যের অস্পষ্টতা যুক্ত ) এবং দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া বারংবার রোদন, কখন হাস্য, কখন লজ্জাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য করিয়া থাকে, তাদৃশ মদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিজগৎ পবিত্র করে ॥ ২৩ ॥

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্‌ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ২৪ ॥

যথা অগ্নিনা ধ্মাতং ( তাপিতম্ এব ) হেম ( সুবর্ণং ) মলম্ ( অন্তর্মলং ) জহাতি পুনঃ স্বং রূপং চ ভজতে, ( তথা ) মদ্ভক্তিযোগেন ( মৎপ্রীত্যা ) আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং ( কর্ম্মবাসনাত্মকং মলং ), বিধূয় ( শোধয়িত্বা ) অথো মাং কায়েন ভজতি ( মহাপ্রেমাবির্ভাবাৎ পূর্ণাং সেবাশক্তিং প্রাপ্নোতি ) ॥ ২৪ ॥

যেমন স্বর্ণ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া অন্তর্মল পরিত্যাগ করে এবং নিজ বিশুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব মদ্ভক্তিযোগ দ্বারা কর্ম্মবাসনারূপ মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া মদীয় লোকে আমার সেবা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

অসৌ আত্মা অঞ্জনসংপ্রযুক্তং চক্ষুঃ যথা ( ইব ) মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ যথা যথা পরিমৃজ্যতে তথা তথা এব সূক্ষ্মং বস্তু পশ্যতি ॥ ২৫ ॥

যেমন চক্ষু অঞ্জনসংযোগে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার পুণ্য কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ( মৎস্বরূপ ও মদীয় লীলার যাথার্থ্য ) দর্শন করে ॥ ২৫ ॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে ।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ২৬ ॥

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ ( জনস্য ) চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে । মাম অনুস্মরতঃ ( জনস্য ) চিত্তং ময়ি এব প্রবিলীয়তে ॥ ২৬ ॥

বিষয়চিন্তাকারীর চিত্ত যেমন বিষয়েতেই বিলীন হয়, সেইরূপ আমাকে স্মরণকারীর চিত্ত আমাতেই বিলীন হয় ॥ ২৬ ॥

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্ ।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ স্বপ্নমনোরথং যথা ( স্বপ্নমনোরথবৎ ) অসদভিধ্যানম্ ( অসৎ মিথ্যা অভিধ্যানং মনোমাত্রবিলসিতং ) হিত্বা মদ্ভাবভাবিতং ( মদ্ভাবেন মদ্ভাবনয়া ভাবিতং ভাবযুক্তীকৃতং ) মনঃ ময়ি সমাধৎস্ব ॥ ২৭ ॥

অতএব তুমি স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদ্ভজন দ্বারা শোধিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাধান কর ॥ ২৭ ॥

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্ ।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং ( চ) সঙ্গং দূরতঃ ত্যক্ত্বা আত্মবান্ (ধীরঃ সন্ ) ক্ষেমে ( নির্ভয়ে দেশে ) বিবিক্তে ( নির্জনে ) আসীনঃ অতন্দ্রিতঃ ( চ ভূত্বা ) মাং চিন্তয়েৎ ॥ ২৮ ॥

ধীর ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া, নির্ভয় ও নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন পূর্ব্বক অনলস হইয়া আমাকে চিন্তা করিবে ॥২৮॥

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ২৯ ॥

অস্য পুংসঃ যোষিৎসঙ্গাৎ তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ যথা ক্লেশঃ বন্ধঃ চ ভবেৎ অন্য-প্রসঙ্গতঃ তথা ন ॥ ২৯ ॥

যোষিৎসংসর্গে বা যোষিৎসংসর্গীর সঙ্গে পুরুষের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন ঘটে, অন্যসঙ্গে সেরূপ ঘটে না ॥ ২৯ ॥

উদ্ধব উবাচ।

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং যাবদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

( হে ) অরবিন্দাক্ষ, মুমুক্ষুঃ ( জনঃ) ত্বাং যাদৃশং যাবদাত্মকং (চ) ধ্যায়েৎ ( তথা ) এতৎ ( তদাত্মরূপং ) মে ( মম ) ধ্যানং মে ( মহ্যং ) বক্তুম্ অর্হসি ॥ ৩০ ॥

উদ্ধব বলিলেন, হে অরবিন্দাক্ষ, মুমুক্ষু ব্যক্তি আপনাকে যে প্রকারে ও যৎস্বরূপে ধ্যান করেন এবং মদীয় দাসাভাবনারূপ ধ্যান আমাকে উপদেশ করুন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথাসুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ৩১ ॥

সমে ( নাত্যুচ্ছ্রিতে নাতিনীচে ) আসনে ( কম্বলাদৌ ) সমকায়ঃ ( সন্ ) যথাসুখম্ আসীনঃ উৎসঙ্গে ( ক্রোড়ে ) হস্তৌ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান বলিলেন, সমতল ভূমিতে কম্বলাদি আসনে সমকায় অর্থাৎ অবক্রভাবে যথাসুখে উপবেশন করিয়া হস্তদ্বয় উত্তানভাবে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় নাসাগ্রমাত্র দর্শন করিবে ॥ ৩১ ॥

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥

পূরকুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণস্য মার্গং শোধয়েৎ। বিপর্যয়েণ অপি শনৈঃ অভ্যসেৎ। ( ততঃ ) নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ( সন্ ) ॥ ৩২ ॥

পূরক কুম্ভক রেচক এবং রেচক পূরক কুম্ভক, ক্রমশ অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধিত হইলে, ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।
প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরম্ ॥ ৩৩ ॥

( মূলাধারাৎ আরভ্য মূর্দ্ধান্তপর্য্যন্তঃ ) বিসোর্ণবৎ। বিসতন্তুবৎ সূক্ষ্মম্ ) অবিচ্ছিন্নং ( স্বরম্ ) ওঙ্কারং হৃদি ( মনসি ) প্রাণেন উদীর্য্য ( অভিব্যজ্য ) অথ পুনঃ তত্র ( ওঙ্কারে ) ঘণ্টানাদং ( ঘণ্টানাদতুল্যং স্বরম্ উদাত্তং নাদং ) সংবেশয়েৎ ( স্থিরীকুর্য্যাৎ ) ॥ ৩৩॥

প্রাণায়াম দুই প্রকার অগর্ভ ও সগর্ভ। তন্মধ্যে সগর্ভ প্রাণায়ামের উৎকৃষ্টতাহেতু সগর্ভ প্রাণায়াম বলিতেছেন। মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবস্থিত মৃণালতন্তু সদৃশ অতি সূক্ষ্ম ওঙ্কারকে হৃদয়ে প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ ওঙ্কারে ঘণ্টানাদতুল্যস্বরনিযুক্ত উদাত্তনাদকে স্থির করিবে ॥ ৩৩ ॥

এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।
দশকৃত্বস্ত্রিষবণং মাসাদর্ব্বাক্ জিতানিলঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্রিষবণং ( ত্রিকালং ) দশকৃত্বঃ ( প্রত্যেকং দশবারং ) প্রণবসংযুক্তং প্রাণম্ এব সমভ্যসেৎ। এবং ( কৃত্বা ) মাসাৎ অর্ব্বাক্ ( বহিঃ এব ) জিতানিলঃ ( ভবতি ) ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকার প্রণবসংযুক্ত প্রাণকে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা দশবার অভ্যাস করিলে, একমাস মধ্যে প্রাণ জয় হইবে ॥ ৩৪ ॥

হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধ্বনালমধোমুখম্।
ধ্যাত্বোর্দ্ধ্বমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্তঃস্থং ( দেহান্তর্বর্ত্তি ) ঊর্দ্ধ্বনালম্ অধোমুখং ( মুকুলিতং কদলীপুষ্পসঙ্কাশং যৎ অস্তি তৎ ) ঊর্দ্ধ্বমুখম্ উন্নিদ্রং ( বিকসিতম্ ) অষ্টপত্রং সকর্ণিকং ধ্যাত্বা ॥ ৩৫ ॥

দেহমধ্যে ঊর্দ্ধ্বনাল, অধোমুখ, কদলীপুষ্পসদৃশ, মুকুলিত যাহা আছে, তাহাকে ঊর্দ্ধ্বমুখ, বিকসিত, অষ্টপত্রযুক্ত ও কর্ণিকাযুক্ত ধ্যান করিবে ॥ ৩৫ ॥

কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরম্।
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলম্ ॥ ৩৬ ॥

কর্ণিকায়াম উত্তরোত্তরং সূর্য্যসোমাগ্নীন্ ন্যসেৎ। ধ্যানমঙ্গলং ( ধ্যানস্য শুদ্ধং বিষয়ম্ ) এতৎ মম রূপং বহ্নিমধ্যে স্মরেৎ ॥ ৩৬ ॥

ঐ পদ্মের কর্ণিকাতে উত্তরোত্তর সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির ধ্যান করিবে এবং সেই অগ্নির মধ্যে ধ্যানমঙ্গল, আমার রূপ ধ্যান করিবে। ৩৬ ॥

সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজম্।

সুচারুসুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্ ॥ ৩৭ ॥

সমম্ ( অনুরূপাবয়বং ) প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং ( দীর্ঘাঃ চারবঃ চত্বারঃ ভুজাঃ যস্মিন্ তং ) সুচারু ( অতিরম্যং ) সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তি সুখস্বরূপ দীর্ঘ ও মনোহর চতুর্ভুজ বিশিষ্ট সুচারু সুন্দর গ্রীবা বিশিষ্ট অতিসুন্দরগণ্ডস্থল বিশিষ্ট মনোহর সহাস্য বদন মণ্ডিত ॥ ৩৭ ॥

সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলং

হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনম্।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতম্।

নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ॥ ৩৮ ॥

সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলং ( সমানয়োঃ কর্ণয়োঃ বিন্যস্তে স্ফুরন্তী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্মিন্ তং ) হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনং ( শ্রীবৎস-শ্রিয়োঃ নিকেতনং, বক্ষসি দক্ষিণবামতঃ তাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং যুক্তং ) শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বনমালাবিভূষিতং নূপুরৈঃ বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতম্ ॥ ৩৮ ॥

সমান কর্ণদ্বয়ে বিন্যস্ত দীপ্যমান মকরাকৃতি কুণ্ডল বিশিষ্ট স্বর্ণকান্তি সদৃশ পীতাম্বর, ধারী কৌস্তুভপ্রভাযুক্ত বক্ষঃস্থলের বাম ও দক্ষিণভাগে শ্রীবৎসচিহ্ন ও শ্রীচিহ্ন চিহ্নিত বনমালাভূষিত, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম যুক্ত চতুর্ভুজ বিশিষ্ট, নূপুরশোভিতপাদপদ্ম ॥ ৩৮ ॥

দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতম্।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতং ( দ্যুমদ্ভিঃ কিরীটাদ্যৈঃ আ সমন্তাৎ যুতম্ অলঙ্কৃতং ) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণং ( প্রসাদেন সুশোভনং মুখম্ ঈক্ষণং চ যস্মিন্ তং ) ॥ ৩৯ ॥

দীপ্যমান কিরীট বলয় কটিসূত্র ও অঙ্গদ প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মনোহর, সুন্দরকটাক্ষযুক্ত প্রসন্নবদন। ৩৯ ॥

সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনোদধৎ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো মনসাকৃষ্য তন্মনঃ ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ ॥ ৪০ ॥

সুকুমারম্ ( অতিকোমলং মম রূপং ) সর্ব্বাঙ্গেষু ( সর্ব্বেষু পাদাদিমূর্দ্ধান্তেষু অঙ্গেষু ) মনঃ দধৎ অভিধ্যায়েৎ । ধীরঃ ( পুরুষঃ ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ( শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ ) মনসা ইন্দ্রিয়াণি আকৃষ্য ( প্রত্যাহৃত্য ) তৎ ( সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং ) মনঃসারথিনা ( সারথিভূতয়া ) বুদ্ধ্যা সর্ব্বতঃ ( সর্ব্বাঙ্গযুক্তে ) ময়ি প্রণয়েৎ ( প্রকর্ষেণ নয়েৎ, স্থাপয়েৎ ) ॥ ৪০ ॥

ধীর ব্যক্তি চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আমার সুকোমল রূপে মনের ধারণা করিবে। এবং ধীর পুরুষ মন দ্বারা রূপাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিরূপ সারথি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ পূর্ব্বক আমার সর্ব্বাঙ্গে স্থাপন করিবে ॥ ৪০ ॥

তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখম্ ॥ ৪১ ॥

তৎ সর্ব্বব্যাপকং ( সর্ব্বাঙ্গাভিনিবিষ্টং ) চিত্তম্ আকৃষ্য একত্র ( অঙ্গে ) ধারয়েৎ, ভূয়ঃ অন্যানি ( অঙ্গানি ) ন চিন্তয়েৎ, সুস্মিতং মুখং ভাবয়েৎ ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বাঙ্গে অভিনিবিষ্ট চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া এক অঙ্গে ধারণ করিবে; অন্যান্য অঙ্গ আর চিন্তা করিবে না; কেবল সুন্দর হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥ ৪১ ।

তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৪২ ॥

তত্র ( মুখে ) লব্ধপদং চিত্তম্ আকৃষ্য ব্যোম্নি ( সর্ব্বকারণরূপে ) ধারয়েৎ । তৎ ( কারণং ) চ ( অপি ) ত্যক্ত্বা মদারোহঃ ( ময়ি শুদ্ধব্রহ্মণি আরূঢ়ঃ সন্ ) কিঞ্চিৎ ( ধ্যাতৃধ্যেয়বিভাগম্ ) অপি ন চিন্তয়েৎ । ৪২ ॥

মুখমণ্ডলের চিন্তা সুদৃঢ় হইলে, চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, সর্ব্বকারণস্বরূপ আকাশে চিত্তের ধারণা করিবে। পরে তৎচিন্তাও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করত অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ৪২ ॥

এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি ।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন্ জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতম্ ॥ ৪৩ ॥

এবং সমাহিতমতিঃ ( সমাহিতা সমাধিযুক্তা মতিঃ যস্য সঃ ধীরঃ ) জ্যোতিষি সংযুক্তং জ্যোতিঃ ইব মাম্ এব ( ব্রহ্ম ) আত্মনি ( জীবাত্মনি ) আত্মানং ( চ ) সর্ব্বাত্মন্ ( সর্ব্বাত্মনি ) ময়ি ( সংযুক্তং ) বিচষ্টে ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে সমাধিযুক্ত ধীর পুরুষ, জ্যোতিতে সংযুক্ত জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্ম আমাকে জীবাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া আত্মাকে সর্ব্বাত্মা স্বরূপ আমাতে সংযুক্ত করিবে ॥ ৪৩ ॥

ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ ।
সংযাস্যত্যাশু নির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥

ইত্থং সুতীব্রেণ ধ্যানেন মনঃ যুঞ্জতঃ ( সমাদধতঃ ) যোগিনঃ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ আশু নির্ব্বাণং সংযাস্যতি ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার সুতীব্র ধ্যান দ্বারা মনের সমাধান করিলে, যোগিগণের শীঘ্রই দ্রব্য জ্ঞান ও ক্রিয়া বিষয়ক ভ্রম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

---

# পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য (স্থিরচিত্তস্য) জিতশ্বাসস্য ময়ি চেতঃ ধারয়তঃ যোগিনঃ সিদ্ধয়ঃ উপতিষ্ঠন্তি (আবির্ভবন্তি) ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন। জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে ধৃতচিত্ত, যোগিগণের নিকটে সিদ্ধি সকল আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১ ॥

উদ্ধব উবাচ।

কয়া ধারণয়া কা স্বিৎ কথং বা সিদ্ধিরচ্যুত।
কতি বা সিদ্ধয়ো ব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥ ২ ॥

উদ্ধবঃ উবাচ, (হে) অচ্যুত, ভবান্ যোগিনাং সিদ্ধিদঃ (ভবতি; অতঃ) কয়া ধারণয়া কা স্বিৎ সিদ্ধিঃ কথং বা কতি বা সিদ্ধয়ঃ (ত্বং) ব্রূহি ॥ ২ ॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অচ্যুত, আপনিই যোগিগণের সিদ্ধিদাতা; ধারণা কতপ্রকার, কি প্রকার ধারণা দ্বারা কীদৃশী সিদ্ধি লাভ হয় এবং সিদ্ধিই বা কত প্রকার, তাহা আপনি বলুন ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। যোগপারগৈঃ সিদ্ধয়ঃ ধারণাঃ (চ) অষ্টাদশ প্রোক্তাঃ। তাসাম্ অষ্টৌ মৎপ্রধানাঃ (অহম্ এব প্রধানং মুখ্যঃ স্বভাবতঃ আশ্রয়ঃ যাসাং তাঃ)। (অন্যাঃ) দশ গুণহেতবঃ (সত্ত্বাদিগুণহেতুকাঃ) এব ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন। ত্রিকালজ্ঞ যোগপারগ ঋষিগণ ধারণা ও তজ্জন্য সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আট প্রকার সিদ্ধি মদাশ্রিতা অর্থাৎ মদীয় স্বরূপশক্তিসম্ভূত বলিয়া অমায়িক, অপর দশটি সত্ত্বাদিগুণসম্ভূত বলিয়া মায়িক ॥ ৩ ॥

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ ৪ ॥

অণিমা মহিমা লঘিমা (চ) মূর্ত্তেঃ (দেহস্য তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ)। ইন্দ্রিয়ৈঃ (দেবেন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু প্রবিষ্টৈঃ অভীষ্টসকলবিষয়প্রাপ্তিঃ) প্রাপ্তিঃ (নাম সিদ্ধিঃ) শ্রুতদৃষ্টেষু (শ্রুতেষু পারলৌকিকেষু দৃষ্টেষু দর্শনযোগ্যেষু অপি সর্ব্বেষু ভোগদর্শন-সামর্থ্যাৎ) প্রাকাম্যং (নাম সিদ্ধিঃ)। শক্তীপ্রেরণং (শক্তিনাং মায়াতদংশভূতানাং প্রেরণম্) ঈশিতা (নাম সিদ্ধিঃ) ॥ ৪ ॥

অণিমা (যদ্দ্বারা অতিসূক্ষ্ম অণুরূপে প্রস্তরমধ্যে প্রবেশসামর্থ্য হয়) মহিমা, (যদ্দ্বারা সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া থাকিবার সামর্থ্য হয়) লঘিমা, (যদ্দ্বারা সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোকে যাওয়া যায়) এই তিনটি সিদ্ধি দেহের; প্রাপ্তি নামক সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ের (যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতার দর্শনাদি সিদ্ধি হয়); শ্রুতদৃষ্ট বিষয়ে ভোগ দর্শন সামর্থ্যের নাম প্রাকাম্য; মায়া এবং মায়ার অংশের উপর আধিপত্য করার নাম ঈশিতা ॥ ৪ ॥

গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্মতাঃ ॥ ৫ ॥

গুণেষু (বিষয়ভোগেষু) অসঙ্গঃ বশিতা (সিদ্ধিঃ)। যৎকামঃ (যৎ যৎ সুখং কাময়তে) তৎ অবস্যতি (তস্য) সীমানং প্রাপ্নোতি ইতি কামাবসায়িতা নাম অষ্টমী সিদ্ধিঃ)। (হে) সৌম্য, এতাঃ মে (মম) অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ ঔৎপত্তিকীঃ (স্বাভাবিকাঃ নিরতিশয়াঃ) চ মতাঃ ॥ ৫ ॥

বিষয় ভোগে অনাসক্তির নাম বশিতা; যে সুখ ভোগে ইচ্ছা হয়, সম্পূর্ণরূপে সেই সুখ প্রাপ্তির নাম কামাবসায়িতা)। হে সৌম্য, এই অষ্ট সিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী ॥ ৫ ॥

অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৬ ॥

(গুণহেতবঃ সিদ্ধয়ঃ যথা-) অস্মিন্ দেহে অনূর্ম্মিমত্ত্বং (ক্ষুৎপিপাসাদিষড়ূর্ম্মিরাহিত্যং), দূরশ্রবণদর্শনং (দূরে শ্রবণং দর্শনং চ), মনোজবঃ (মনোবেগেন দেহস্য গতিঃ), কামরূপং (কাম্যিতরূপপ্রাপ্তিঃ), পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৬ ॥

নিম্নোক্ত দশটি সিদ্ধি সাত্ত্বিক অর্থাৎ মায়া সম্ভূত। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ছয়টি এই দেহের ঊর্মি (তরঙ্গ), তাহা রহিত হওয়ার নাম অনূর্মিমত্ব, দূরস্থ বিষয়ের শ্রবণ ও দর্শন, মনোবেগের ন্যায় দেহের গতি, ইচ্ছানুসারে রূপধারণ ও পরদেহে প্রবেশ ॥ ৬ ॥

স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথা সঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ ॥ ৭ ॥

স্বচ্ছন্দমৃত্যুঃ (স্বেচ্ছামৃত্যুঃ) দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্ (অপ্সরোভিঃ সহ দেবানাং যাঃ ক্রীড়াঃ তাসাম্ অনুদর্শনং প্রাপ্তিঃ) যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিঃ (সঙ্কল্পানুরূপ-প্রাপ্তিঃ) অপ্রতিহতা গতিঃ আজ্ঞা (চ ইতি এতাঃ দশ) ॥ ৭ ॥

স্বেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরাগণের সহিত দেবগণের ক্রীড়া দর্শন, সঙ্কল্পিত পদার্থের প্রাপ্তি, সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি ও অপ্রতিহত আজ্ঞা ॥ ৭ ॥

ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ ॥ ৮ ॥

ত্রিকালজ্ঞত্বম অদ্বন্দ্বং (শীতোষ্ণাদ্যনভিভবঃ) পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা, অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভঃ (স্তম্ভনম) অপরাজয়ঃ (চ পঞ্চ ক্ষুদ্রাঃ সিদ্ধয়ঃ) ॥ ৮ ॥

আর এই পাঁচটী ক্ষুদ্র সিদ্ধি। ত্রিকালদর্শিত্ব, শীতগ্রীষ্মাদিতে অপরাজয়, অন্যের চিত্তবৃত্তি জানিবার শক্তি, অগ্নি সূর্য্য জল ও বিষ প্রভৃতির শক্তির নাশকরণ, সর্ব্বত্র জয় লাভ ॥ ৮ ॥

এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যা স্যাদ্ যথা বা স্যান্নিবোধ মে ॥ ৯ ॥

এতাঃ যোগধারণসিদ্ধয়ঃ উদ্দেশতঃ প্রোক্তাঃ। যয়া ধারণয়া যা (সিদ্ধিঃ) স্যাৎ যথা বা স্যাৎ (তৎ) মে (মত্তঃ) নিবোধ (শৃণু) ॥ ৯ ॥

এই যোগধারণা ও তজ্জন্য সিদ্ধি সকল উদ্দেশে বলা হইল। এক্ষণে যে ধারণা দ্বারা যেরূপ সিদ্ধি যে প্রকারে লাভ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়েন্মনঃ।
অণিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকো মম ॥ ১০ ॥

ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ( ভূতসূক্ষ্মোপাধৌ ) ময়ি তন্মাত্রং ( ভূতসূক্ষ্মাকারং ) মনঃ ধারয়েৎ, ( সঃ ) তন্মাত্রোপাসকঃ মম ( মদীয়ম ) অণিমানম্ অবাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

সূক্ষ্ম ভূতরূপ উপাধি বিশিষ্ট আমাতে সূক্ষ্ম ভূতরূপ মনের ধারণা করিলে, সেই সূক্ষ্ম ভূতের উপাসক আমার অণিমা নামক সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনো দধৎ ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১ ॥

মহত্তত্ত্বাত্মনি ( জ্ঞানশক্তিপ্রধানে মহত্তত্ত্বোপাধৌ ) ময়ি যথাসংস্থং ( মহত্তত্ত্বাকারং ) মনঃ দধৎ মহিমানম অবাপ্নোতি । ( তথা আকাশাদিভূতোপাধৌ ময়ি ) পৃথক পৃথক মনঃ ধারয়ন । ভূতানাং চ ( মহিমানম অবাপ্নোতি ) ॥ ১১ ॥

জ্ঞানশক্তিপ্রধান মহত্তত্ত্ব রূপ উপাধি বিশিষ্ট আমাতে মহত্তত্ত্বাকার মনের ধারণা করিলে মদীয় মহিমা নামক সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১১ ॥

পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্ ।
কালসূক্ষ্মার্থতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

যোগী ভূতানাং ( বায়ুাদীনাং ) পরমাণুময়ে ময়ি চিত্তং রঞ্জয়ন্ ( ধারয়ন্ ) কাল-সূক্ষ্মার্থতাং ( কালপরমাণূপাধিরূপতাং ) লঘিমানম অবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

বায়ুপর্য্যন্ত ভূত সকলের ভারশূন্য পরমসূক্ষ্মাংশ পরমাণুময় আমাতে চিত্তের ধারণা করিলে যোগী ব্যক্তি ভারশূন্য লঘিমা নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

ধারয়ন্ ময্যহংতত্ত্বে মনো বৈকারিকেঽখিলম্ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ ॥ ১৩ ॥

মন্মনাঃ ( যোগী ) বৈকারিকে ( সাত্ত্বিকে ) অহংতত্ত্বে ময়ি অখিলং মনঃ ধারয়ন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম আত্মত্বম ( আত্মস্বরূপেণ ভোক্তৃত্বং ) প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

আমাতে স্থিরচিত্ত যোগী ব্যক্তি, শুদ্ধসত্ত্বময় অহংতত্ত্বস্বরূপ আমাতে একাগ্র মনের ধারণা করিলে, আত্মস্বরূপে ভোক্তৃস্বরূপ প্রাপ্তি নামক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩ ॥

মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসম্ ।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ ( যোগী ) সূত্রে ( ক্রিয়াশক্তিপ্রধানে ) মহতি আত্মনি ( মহত্তত্ত্বোপাধৌ )

ময়ি মানসং ধারয়েৎ (সঃ) অব্যক্তজন্মনঃ (অব্যক্তাৎ জন্ম যস্য তস্য সূত্রস্য, তদুপাধেঃ মে (মম) পারমেষ্ঠ্যং (সর্বোৎকৃষ্টং) প্রাকাম্যং বিন্দতে ॥ ১৪ ॥

যে যোগী সূত্রে অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্ব রূপ উপাধি বিশিষ্ট আমাতে মনের ধারণা করে, সে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট মদীয় প্রাকাম্যরূপ সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্ ॥ ১৫ ॥

ত্র্যধীশ্বরে (ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি অতএব) কালবিগ্রহে (কালরূপিণি অন্তর্যামিনি ময়ি যঃ) চিত্তং ধারয়েৎ সঃ ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাং (ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবানাং ক্ষেত্রাণাং তদুপাধীনাং চ চোদনাং প্রেরণম্) ঈশিত্বম্ অবাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

ত্রিগুণরূপ মায়ার নিয়ন্তা, কালমূর্ত্তি, বিশ্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী আমাতে যে ব্যক্তি চিত্তের ধারণা করে, সেই ব্যক্তি দেহ এবং জীবের প্রেরণারূপ ঈশিত্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্মা বশিতামিয়াৎ ॥ ১৬ ॥

মদ্ধর্মা যোগী তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে নারায়ণে ময়ি মনঃ আদধৎ (ধারয়ন্) বশিতাম্ ইয়াৎ ॥ ১৬ ॥

ভগবৎ শব্দে অভিহিত তুরীয় নারায়ণরূপ আমাতে, যে কর্ম সমর্পণ করে তাদৃশ যোগী মনের ধারণা করিলে, বশিত্ব রূপ সিদ্ধি পাইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ॥ ১৭ ॥

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি বিশদং মনঃ ধারয়ন্ যত্র (পরমানন্দরূপে সর্বঃ অপি) কামঃ অবসীয়তে (সমাপ্যতে তং) পরমানন্দম্ আপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

মদীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে যে ব্যক্তি নির্মল মনের ধারণা করে, সেই ব্যক্তি কামাবসায়িতা অর্থাৎ যাহাতে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয় তাদৃশ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতো নরঃ ॥ ১৮ ॥

শুদ্ধে ( সত্ত্বাত্মকে, গুণাতীতে ) ধর্মময়ে ( সাত্ত্বিকধর্মাধিষ্ঠাতরি ) শ্বেতদ্বীপপতৌ ময়ি চিত্তং ধারয়ন্ ষড়ূর্মিরহিতঃ ( ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতঃ ) নরঃ শ্বেততাং ( শুদ্ধতাং, রজস্তমোহীনসত্ত্বাত্মতাং ) যাতি ॥ ১৮ ॥

অষ্টসিদ্ধি কথনান্তর গুণসম্ভূত সিদ্ধি বলিতেছেন। গুণাতীত, শুদ্ধ সত্ত্বময়, সাত্ত্বিকধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা শ্বেতদ্বীপপতি আমাতে চিত্তের ধারণা করিলে, ক্ষুৎপিপাসাদি ষড়ূর্মি রহিত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শ্বেতরূপত্ব প্রাপ্তি হয় ॥ ১৮ ॥

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্।
তত্রোপলব্ধা ভূতানাং হংসো বাচঃ শৃণোত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

আকাশাত্মনি ( সমষ্টিরূপে ) প্রাণে ময়ি মনসা ঘোষং ( নাদম্ ) উদ্বহন্ ( চিন্তয়ন্ ) অসৌ হংসঃ ( জীবঃ ) তত্র ( আকাশে ) উপলব্ধাঃ ( অভিব্যক্তাঃ ) ভূতানাং ( বাচঃ ) শৃণোতি ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি সমষ্টিপ্রাণরূপ উপাধি বিশিষ্ট আকাশাত্মা আমাতে মনঃদ্বারা নাদ চিন্তা করে, সেই জীব আকাশে উচ্চারিত ভূত সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ ॥ ২০ ॥

ত্বষ্টরি ( আদিত্যে ) চক্ষুঃ সংযোজ্য ত্বষ্টারম্ অপি চক্ষুষি ( সংযোজ্য ) তত্র ( উভয়সংযোগে ) মাং মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং দূরতঃ পশ্যতি ॥ ২০ ॥

সূর্য্যেতে চক্ষুকে এবং চক্ষুতে সূর্য্যকে সংযোগ করিয়া সেই উভয়সংযোগে মনোদ্বারা আমাকে চিন্তা করিলে, দূর হইতে সমস্ত বিশ্ব দর্শন হয় ॥ ২০ ॥

মনো ময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র বৈ মনঃ ॥ ২১ ॥

মনঃ দেহং ( চ ) তদনু ( তদনুবর্ত্তিনা ) বায়ুনা ( সহ ) ময়ি সুসংযোজ্য মদ্ধারণা ( ক্রিয়তে ), ( তস্যাঃ ) অনুভাবেন ( প্রভাবেন ) যত্র ( মনঃ ) যাতি তত্র আত্মা ( দেহঃ ) যাতি। যদ্বা মনঃ ( কর্ত্তৃ আত্মানং ) বায়ুনা ( সহ ) দেহং ( চ ) ময়ি সুসংযোজ্য যত্র যা তৎ-তদনু ( মনসঃ পশ্চাৎ ) তত্র ( মনঃপ্রাপ্য স্থানে ) আত্মা ( দেহঃ অপি যাতি ) ॥ ২১ ॥

মনঃ বায়ুর সহিত দেহকে ও আপনাকে উক্তরূপে আমাতে সংযোগ করিয়া যে বিষয়ে গমন করে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বিষয়ে দেহও গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যদা মন উপাদায় যদ্‌যদ্রূপং বুভূষতি ।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

( যোগী ) যদা মনঃ উপাদায় ( উপাদানকারণং কৃত্বা ) যৎ যৎ রূপং বুভূষতি ( ভবিতুমিচ্ছতি তদা ) তৎ তৎ মনোরূপম ( অভীষ্টং রূপং ভবেৎ ) ; যতঃ মদ্‌যোগবলং ( ময়ি মনসঃ যঃ যোগঃ ধারণা তস্য বলং প্রভাবঃ সঃ এব ) আশ্রয়ঃ ( কারণম্ ) ॥ ২২ ॥

যোগী যৎকালে মনকে উপাদান কারণ করিয়া যে যে রূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তৎকালে তাহার সেই সেই অভীষ্ট রূপ লাভ হইয়া থাকে ; কারণ আমাতে চিত্তের ধারণার প্রভাবই উহার কারণ হয় ॥ ২২ ॥

পরকায়ান্ বিশন্ সিদ্ধ আত্মানং তত্র ভাবয়েৎ ।
পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণো বায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধঃ ( জনঃ ) পরকায়ান্ বিশন্ ( সন্ ) তত্র ( প্রবেষ্টুমীপ্সিতে পরকায়ে ) আত্মানং ( মদধিষ্ঠিতপ্রাণাদ্যুপাধিং ) ভাবয়েৎ ( চিন্তয়েৎ ততঃ ) পিণ্ডং ( স্বদেহং ) হিত্বা প্রাণঃ ( প্রাণপ্রধানলিঙ্গশরীরোপাধিঃ সন্ ) বায়ুভূতঃ ( বাহ্যবায়ৌ ভূত্বা প্রবিষ্টঃ, তেন মার্গেণ পরকায়ং ) বিশেৎ ( প্রবিশেৎ ) ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ ( ষড়ঙ্ঘ্রিঃ ভৃঙ্গঃ যথা পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরম্ অনায়াসেন প্রবিশতি তথা ) ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধ ব্যক্তি পরশরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া তন্মধ্যে ( অর্থাৎ প্রবেশাভিলষিত পরদেহে ) আত্মাকে চিন্তা করিবেন । তদনন্তর ভ্রমরের ন্যায় (যেমন ভ্রমর পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে অনায়াসে প্রবেশ করে তদ্রূপ ) স্বদেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণরূপে ( প্রাণপ্রধান-লিঙ্গশরীরোপাধিভূত হইয়া ) বাহ্য বায়ুতে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই মার্গ দ্বারা পরশরীরে প্রবেশ করিবেন ॥ ২৩ ॥

পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু ।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেত্তনুম্ ॥ ২৪ ॥

পার্ষ্ণ্যা ( পার্ষ্ণিনা পাদপশ্চাদ্ভাগেন ) গুদম্ আপীড্য ( নিরুধ্য ; হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু

প্রাণং ( প্রাণোপাধিমাত্মানম ) আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ( ঊর্দ্ধদ্বারেণ ) ব্রহ্ম নীত্বা তনুম্ উৎসৃজেৎ ( ত্যজেৎ ) ॥ ২৪ ॥

পাষ্ণি দ্বারা গুহ্য দেশ নিরোধপূর্ব্বক হৃদয় বক্ষঃস্থল কণ্ঠ ও মস্তকে প্রাণকে আরোপ করিয়া এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা ঐ প্রাণকে ব্রহ্মের সহিত-সংযুক্ত করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিবেন ॥ ২৪ ॥

বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

( তাদৃশসিদ্ধঃ যদা ) সুরাক্রীড়ে (দেবোদ্যানাদৌ ) বিহরিষ্যন্ মৎস্থম ( অহম্ এব স্থানম্ আশ্রয়ঃ যস্য তৎ মদুপাধিরূপং) সত্ত্বং বিভাবয়েৎ ( চিন্তয়েৎ ), (তদা ) সত্ত্ববৃত্তীঃ (সত্ত্বস্য বৃত্তয়ঃ সত্ত্বাংশভূতাঃ ) সুরস্ত্রিয়ঃ বিমানেন ( আগত্য তম ) উপতিষ্ঠন্তি ( সেবন্তে ) ॥ ২৫ ॥

তাদৃশ সিদ্ধ ব্যক্তি যখন দেবোদ্যানাদিতে বিহার করিবার নিমিত্ত নিজের অন্তঃকরণকে মদগতরূপে চিন্তা করেন, তখন সত্ত্ববৃত্তি সুরস্ত্রীগণ বিমানারোহণে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

যথা সঙ্কল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে ॥ ২৬ ॥

পুমান্ সত্যে ( সত্যসঙ্কল্পে ) ময়ি মনঃ যুঞ্জন্, বুদ্ধ্যা যথা সঙ্কল্পয়েৎ যথা বা মৎপরঃ ( ময়ি বিশ্বাসবান্ ভবতি ), তথা ( তেনৈব প্রকারেণ ) তৎ ( তদনুরূপং সঙ্কল্প-বিশ্বাসানুরূপং সর্ব্বং ) সমুপাশ্নুতে ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ২৬ ॥

যে পুরুষ সত্যস্বরূপ আমাতে মনোনিবেশ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যে প্রকার সঙ্কল্প করেন কিম্বা যেরূপে মৎপর ( অর্থাৎ আমাতে বিশ্বাসবান ) হইয়া থাকেন, তিনি সেই প্রকারে সঙ্কল্পানুরূপ ও বিশ্বাসানুরূপ সমস্তই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬ ॥

যো বৈ মদ্ভাবমাপন্ন ঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান্।
ন কুতশ্চিদ্বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম ॥ ২৭ ॥

যঃ বৈ পুমান্ ঈশিতুঃ ( সর্ব্বনিয়ন্তুঃ ) বশিতুঃ ( সর্ব্বান্ বশীকর্ত্তুঃ ) মৎ ( মম ) ভাবং ( স্বভাবম্ ) আপন্নঃ ( প্রাপ্তঃ ), তস্য চ আজ্ঞা মম যথা ( ইব ) কুতশ্চিৎ ন বিহন্যেত ( ন বিহতা ভবেৎ ) ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্ববশীকর্ত্তা আমার ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা আমার আজ্ঞার ন্যায় কুত্রাপি প্রতিহত হয় না ॥ ২৭ ॥

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা ॥ ২৮ ॥

মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তস্য ধারণাবিদঃ যোগিনঃ ত্রৈকালিকী (ত্রিকালবিষয়া) বুদ্ধিঃ জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা (জন্মমরণয়োঃ বৃত্তয়ো অপি উপবৃংহিতা বৃদ্ধিমেব প্রাপ্তা ভবতি)। ২৮ ॥

আমার ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ধারণাবিৎ যোগীর ত্রিকালবিষয়া বুদ্ধি জন্ম ও মৃত্যু দ্বারা উপবৃংহিত হয় (অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু দ্বারা অপগত না হইয়া বৃদ্ধিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ত্রিকালজ্ঞত্ব সূচিত হইল)॥ ২৮ ।

অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ ।
মদ্যোগশান্তচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা ॥ ২৯ ॥

মদ্যোগশান্তচিত্তস্য (মম ধ্যানযোগেন শান্তম্ অবিক্ষিপ্তং চেতঃ যস্য তস্য) মুনেঃ যোগময়ং (যোগপরিপক্বং) বপুঃ, অগ্ন্যাদিভিঃ ন হন্যেত, যাদসাং (জলচরাণাম্) উদকং যথা (অভিঘাতকং ন ভবতি তথা)॥ ২৯ ॥

সলিল যেমন জলচরগণের নাশকারী হয় না, কিন্তু প্রীতিজনক হয়, তদ্রূপ আমার যোগদ্বারা শান্তচিত্ত মুনির যোগময় শরীর কখনই অগ্ন্যাদিদ্বারা হত হয় না ॥ ২৯ ॥

মদ্বিভূতীরনুধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষণাঃ ।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ স ভবেদপরাজিতঃ ॥ ৩০ ॥

(যঃ) ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ (সহ) শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষণাঃ মদ্বিভূতীঃ মদবতারান্ অনুধ্যায়ন সঃ অপরাজিতঃ ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি ধ্বজ ছত্র চামর শ্রীবৎস ও অস্ত্র দ্বারা বিভূষিত আমার অবতার সকলকে চিন্তা করেন, তিনি সর্ব্বদা অপরাজিত হয়েন ॥ ৩০ ॥

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ ॥ ৩১ ॥

এবং যোগধারণয়া (যোগাত্মিকাভিঃ ধারণাভিঃ) মাম্ উপাসিকস্য মুনেঃ পূর্ব্বকথিতাঃ সিদ্ধয়ঃ অশেষতঃ উপতিষ্ঠন্তি ॥ ৩১ ॥

এই প্রকার যোগধারণাদি দ্বারা আমার উপাসক মুনির পূর্ব্বকথিত সিদ্ধি সকল অশেষপ্রকারে উপস্থিত হয় ॥ ৩১ ॥

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা ॥ ৩২ ॥

জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য (সংযতমনসঃ) জিতশ্বাসাত্মনঃ (জিতঃ শ্বাসঃ আত্মা ব্যবহারিকঃ স্বভাবঃ চ যেন তস্য) মদ্ধারণাং ধারয়তঃ মুনেঃ (যা) সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা (স্যাৎ) সা কা ॥ ৩২ ॥

যিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতমনাঃ এবং শ্বাস ও আত্মাকে জয় করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা আমার ধারণায় রত থাকেন এবম্ভূত মুনির পক্ষে এমন কি সিদ্ধি আছে যাহা সুদুর্লভ, অর্থাৎ তিনি সকল সিদ্ধিই লাভ করিতে সমর্থ ॥ ৩২ ।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥ ৩৩ ॥

উত্তমং যোগং যুঞ্জতঃ ময়া (মৎপ্রাপ্ত্যা) সম্পদ্যমানস্য (মদ্ভক্তস্য) কালক্ষপণহেতবঃ (সিদ্ধয়ঃ ভবন্তি), তস্মাৎ (যোগিনঃ) এতান্ অন্তরায়ান্ (মৎপ্রাপ্তিলক্ষণসম্পত্তেঃ হ্রাসকান্) বদন্তি, (তস্মাৎ যোগেনৈব কালং যাপয়েৎ, নতু তৎফলভূতাভিঃ সিদ্ধিভির্নিত্যভাবঃ) ॥ ৩৩ ॥

উত্তম যোগশালী মদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের সিদ্ধি সকল কালক্ষেপণের হেতুস্বরূপ হয়, তজ্জন্য যোগিগণ সেই সকলকে (মৎপ্রাপ্তির) অন্তরায় বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বাঃ নান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৪ ॥

ইহ (লোকে) জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈঃ (জন্মভিঃ ওষধিভিঃ তপোভিঃ মন্ত্রৈশ্চ যাবতীঃ (যাবত্যঃ) সিদ্ধয়ঃ (ভবন্তি, কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ সিদ্ধয়ঃ জন্মাদিভিরপি ভবন্তি যথা জন্মনৈব দেবানাং সিদ্ধয়ঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ (সিদ্ধীঃ যোগী) যোগেন আপ্নোতি, অন্যৈঃ (উপায়ৈঃ) যোগগতিং (সালোক্যাদিমুক্তিং) ন ব্রজেৎ (ন প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৩৪ ॥

সিদ্ধিসমূহ মৎপ্রাপ্তির অন্তরায় বলিয়া তাহা ত্যাজ্য। ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া মদীয় ধারণায় রত হওয়া কর্ত্তব্য, যে হেতু জন্ম ঔষধি তপস্যা ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল সিদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই সকল সিদ্ধি (যোগী) যোগ দ্বারাই লাভ করেন, কিন্তু মদীয়

ধারণা ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা যোগগতি (সালোক্যাদি মুক্তি) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৩৪ ॥

সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

অহং সর্ব্বাসাং সিদ্ধীনাং, (মম ধ্যানেনৈব সর্ব্বাঃ সিদ্ধয়ঃ অতস্তাসাং) হেতুঃ (ন কেবলং হেতুঃ) পতিঃ (পালয়িতা) প্রভুঃ (স্বামী চ ন কেবলং সিদ্ধীনাং) যোগস্য (মদীয়ধ্যানযোগস্য) সাংখ্যস্য (জ্ঞানস্যাপি) ব্রহ্মবাদিনাং ধর্ম্মস্যাপি (অহং হেতুঃ পতিঃ প্রভুঃ চ স্যাম্)। ৩৫ ॥

আমি সমুদায় সিদ্ধির, যোগের (মোক্ষের) সাংখ্যের (মোক্ষসাধক জ্ঞানের) ব্রহ্ম-বাদিগণের ও ধর্ম্মের হেতু পতি এবং প্রভু স্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ৩৬ ॥

যথা ভূতেষু (চতুর্ব্বিধেষু) ভূতানি বাহ্যঃ অন্তঃ চ (ভবন্তি) তথা স্বয়মহং সর্ব্বদেহি-নাম্ আন্তরঃ (অন্তর্যামী) বাহ্যঃ (ব্যাপকঃ যতঃ) অনাবৃতঃ আত্মা (ভবামি)। ৩৬ ।

যেমন ভূতসমূহ সর্ব্বভূতের বাহিদেশে এবং অন্তরে অবস্থিত, তদ্রূপ আমি স্বয়ং সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামী বাহ্য (ব্যাপক) এবং অনাবৃত (আত্মস্বরূপ)। ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

---

# ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

উদ্ধব উবাচ।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥ ১॥

উদ্ধবঃ উবাচ। ত্বং সাক্ষাৎ (স্বয়ম্) অনাদ্যন্তম্ অপাবৃতং (নিরাবরণং স্বতন্ত্রং বা পরিচ্ছিন্নমানুষাকারদেহোঽপি সর্ব্বদেশব্যাপকং) পরমং (ভগবদ্রূপং) ব্রহ্ম (বৃহৎ সর্ব্বকারণত্বাৎ) সর্ব্বেষাং ভাবানাং (মহদাদীনাম্) অপি ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ (ত্রাণঃ রক্ষণং স্থিতিঃ জীবনং প্রাণাস্থিতিসহিতৌ অপ্যয়োদ্ভবৌ যস্মাৎ সঃ ত্বম উপাদান-কারণম্) ॥ ১ ।

উদ্ধব কহিলেন, আপনি সাক্ষাৎ অনাদি অনন্ত আবরণাদিশূন্য পরম ব্রহ্ম ও সমুদায় মহদাদি ভাবের ত্রাণ, স্থিতি, বিনাশ এবং উৎপত্তির কারণ ॥ ১ ॥

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণাঃ (বেদতাৎপর্য্যবিদঃ) উচ্চাবচেষু (উৎকৃষ্টনিকৃষ্টেষু) ভূতেষু (তৎকার্য্যেষু সৎস্বম্) অকৃতাত্মভিঃ (ত্বয়ি অকৃতমনস্কৈঃ) দুর্জ্ঞেয়ং ত্বাং যাথাতথ্যেন (যথার্থত্বেন) উপাসতে (যত্র যত্র ত্বং যথা যথা বর্ত্তসে তত্র তত্র তথা তথৈব ত্বাং তারতম্যেন উপাসতে) ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টাদি সর্ব্বভূতে স্থিত এবং অকৃতাত্মা (অর্থাৎ তদীয়ধ্যান রহিত) ব্যক্তিগণের দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ আপনাকে যথার্থরূপে উপাসনা করেন ॥ ২ ॥

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

পরমর্ষয়ঃ যেষু যেষু চ ভূতেষু (পরমার্থসত্তোষু ভগবদাদিষু) ভক্ত্যা (বাসুদেবাদিরূপং) ত্বাম্ উপাসীনাঃ (সেবমানাঃ সন্তঃ) সংসিদ্ধিং প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্নুবন্তি) তৎ মে বদস্ব ॥ ৩ ॥

পরমর্ষিগণ যে সকল ভূতে ভক্তিপূর্ব্বক (বাসুদেবরূপে) আপনাকে সেবা করিয়া সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩ ॥

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥ ৪ ॥

হে ভূতভাবন, (ভূতানি ভাবয়সি যঃ এবম্ভূতঃ প্রাণিশ্রেয়স্কররূপঃ) ভূতাত্মা (সর্ব্বভূতান্তর্যামী ত্বং) ভূতানাং (প্রাণিনাং মধ্যে) গূঢ়ঃ (অস্ফুটঃ) চরসি। তে (ত্বয়া) মোহিতানি ভূতানি (প্রাণিনঃ) পশ্যন্তং ত্বাং ন পশ্যন্তি ॥ ৪ ॥

হে ভূতভাবন, আপনি ভূতাত্মা (অর্থাৎ সর্ব্বভূতান্তর্যামী), ভূতগণের মধ্যে গূঢ়রূপে বিচরণ করেন। প্রাণিগণ আপনা কর্তৃক মোহিত হইয়া দৃশ্যমান আপনাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪ ॥

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

(হে) মহাবিভূতে (মহৈশ্বর্য্যশালিন্!) ভূমৌ (পৃথিব্যাং দিবি) (স্বর্গে) রসায়াং (রসাতলে) দিক্ষু (চতুর্দ্দিক্ষু) তে (ত্বয়ৈব) অনুভাবিতাঃ (অনুভবগোচরীকারিতাঃ, কেনচিৎ শক্তিবিশেষেণ সংযোজিতাঃ) যাঃ কাশ্চ বিভূতয়ঃ (সন্তি) তাঃ (বিভূতীঃ) মহ্যম্ আখ্যাহি (কথয়। তে। তব) তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মং (তীর্থানাং সর্ব্বাসাং গুরুপরম্পরাণাং পদম্ আশ্রয়ঃ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য তৎ) নমামি ॥ ৫ ॥

হে মহাবিভূতে (মহৈশ্বর্য্যশালিন্), পৃথিবীতে স্বর্গে রসাতলে এবং চতুর্দ্দিকে আপনাকর্তৃক অনুভাবিত যে কোন প্রকার বিভূতি সকল বর্ত্তমান আছে, তাহা আমাকে বলুন। তীর্থসমূহের অর্থাৎ গুরুপরম্পরার আশ্রয়ভূত আপনার পাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ।

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জ্জুনেন বৈ ॥ ৬ ॥

হে প্রশ্নবিদাম্বর (উদ্ধব), এবং (প্রকারেণ) বিনশনে (কুরুক্ষেত্রে) সপত্নৈঃ (শত্রুভিঃ সহ) যুযুৎসুনা (যোদ্ধুমিচ্ছতা) অর্জ্জুনেন এতৎ প্রশ্নং (প্রষ্টব্যম্) অহং পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) বৈ ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে প্রশ্নবিদগ্রগণ্য উদ্ধব, কুরুক্ষেত্রে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী অর্জ্জুন আমাকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্ম্ম্যং রাজ্যহেতুকম্ ।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ ॥ ৭ ॥

অহং হন্তা অয়ং হতঃ ইতি ( বুদ্ধ্যা ) লৌকিকঃ প্রাকৃতমতিঃ ( অর্জ্জুনঃ ) রাজ্যহেতুকং জ্ঞাতিবধং গর্হ্যং ( নিন্দ্যম ) অধর্ম্ম্যং ( ধর্ম্মবিগর্হিতং ) জ্ঞাত্বা ততঃ ( জ্ঞাতিবধাৎ ) নিবৃত্তঃ ( অভূৎ ) । ৭ ॥

আমি হন্তা এবং এই ব্যক্তি আমাকর্ত্তৃক হত এইরূপ বুদ্ধিতে প্রাকৃতমতি অর্জ্জুন রাজ্যলাভের হেতুভূত জ্ঞাতিবধকে নিন্দনীয় ও ধর্ম্মবিগর্হিত জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন । ৭ ॥

স তদা পুরুষব্যাঘ্র যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্দ্ধণি ॥ ৮ ॥

হে পুরুষব্যাঘ্র, তদা সঃ ( অর্জ্জুনঃ ) মে (মম) যুক্ত্যা প্রতিবোধিতঃ ( অপি ) রণমূর্দ্ধণি মাং এবম্ অভ্যভাষত ( কথয়ামাস ) যথা ত্বম ( অভিভাষসে ) ॥ ৮ ॥

হে পুরুষব্যাঘ্র তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ এইরূপ অর্জ্জুন মদীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়াও রণস্থলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ ।
অহং সর্ব্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

হে উদ্ধব, অহম্ অমীষাং ভূতানাম্ আত্মা ( পরমাত্মা ) সুহৃৎ ( হিতকারী ) ঈশ্বরঃ ( সর্ব্বপ্রবর্ত্তকঃ ) অহং সর্ব্বাণি ভূতানি, তেষাং ( সর্ব্বভূতানাং ) স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ( স্থিতিঃ জীবনং, মহৎস্রষ্টপুরুষঃ সর্ব্বকারণম ইত্যর্থঃ, উদ্ভবঃ ( উৎপত্তিকারণম্) অপ্যয়ঃ (বিনাশকারণং ভবামীতি শেষঃ ) ॥ ৯ ॥

হে উদ্ধব, আমি এই ভূতগণের আত্মা সুহৃৎ এবং ঈশ্বর, আমিই সর্ব্বভূতস্বরূপ, ও সর্ব্বভূতের স্থিতি উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণ । ৯ ॥

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
গুণানাং চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ ॥ ১০ ॥

অহং গতিমতাং ( কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং ) গতিঃ ( ফলং শরণাগতিঃ বা ) কলয়তাং ( প্রাপ্যফলং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে ) কালঃ, গুণানাং (সত্ত্বাদীনাং মধ্যে) সাম্যং (প্রকৃতিঃ) গুণিষু ( ধর্ম্মিষু ) ঔৎপত্তিকঃ ( স্বাভাবিকঃ যঃ ) গুণঃ ( সোঽহং যথা আকাশে শব্দঃ ) ॥ ১০ ॥

আমি ( কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি ) গতিবিশিষ্টদিগের গতিস্বরূপ এবং কালেরও সংকলনকর্ত্তা, গুণসমূহের প্রকৃতি, ও গুণবিশিষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিক গুণস্বরূপ ॥ ১০ ॥

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্ ।
সূক্ষ্মানামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ॥ ১১ ॥

অহং গুণিনাং ( ধর্ম্মিনাং ) সূত্রং ( প্রথমকার্য্যং সূত্রতত্ত্বং প্রাণঃ ) অহং মহতাং ( মহত্তত্ত্বরূপানামন্তঃকরণানাং মধ্যে ) মহান্ ( মহত্তত্ত্বং চিত্তম ) অহং সূক্ষ্মানাং ( মধ্যে ) জীবঃ ( সূক্ষ্মোপাধিত্বাৎ তস্যৈব যদ্যপি জীবো সূক্ষ্মত্বং ) দুর্জ্জয়ানাং ( বস্তূনাং মধ্যে ) অহং মনঃ ॥ ১১ ॥

আমি গুণিগণের মধ্যে সূত্র ( অর্থাৎ প্রথম কার্য্য, সূত্রতত্ত্ব প্রাণস্বরূপ ) মহত্তত্ত্বের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীব, এবং দুর্জ্জয়পদার্থের মধ্যে মনঃস্বরূপ ॥ ১১ ॥

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানি চ্ছন্দসামহম্ ॥
ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্ ।
আদিত্যানামহং বিষ্ণূ রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥ ১২ ॥

( অহং ) বেদানাং ( বেদাধ্যাপকানাং মধ্যে ) হিরণ্যগর্ভঃ ( ব্রহ্মা ) মন্ত্রাণাং (মধ্যে) ত্রিবৃৎ প্রণবঃ, অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি ( ভবামি ) অহং ছন্দসাং ( বেদানাং মধ্যে ) পদানি ( ত্রিপদা গায়ত্র্যাঃ ) অহং সর্ব্বদেবানাং ( মধ্যে দেবশ্রেষ্ঠঃ ) ইন্দ্রঃ ( দেবরাট্ ) বসূনাং ( মধ্যে ) হব্যবাট্ ( অগ্নিঃ ) ( তদ্যং হবনীয় দ্রব্য বহতীতি কৃশানুঃ ) অহম্ আদিত্যানাং ( দেবানাং মধ্যে ) বিষ্ণুঃ রুদ্রাণাং ( মধ্যে ) নীল-লোহিতঃ ( নীলঃ কণ্ঠে লোহিতঃ কেশে শুভো বিষ্ণুভক্ত অগ্য ইতি নীলোপলিত শিবঃ ) ॥ ১২ ॥

আমি বেদাধ্যাপকদিগের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ( ব্রহ্মা ), মন্ত্রদের মধ্যে প্রণব, অক্ষরগণের মধ্যে অকার, দেবসকলের মধ্যে ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু এবং রুদ্রদিগের মধ্যে মহাদেব স্বরূপ ॥ ১২ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু ॥ ১৩ ॥

অহং মহর্ষীণাং (মধ্যে) ভৃগুঃ, রাজর্ষীণাং (মধ্যে) মনুঃ, অহং দেবর্ষীণাং (দেবাশ্চ তে ঋষয়ঃ সর্বজ্ঞ তেষাং মধ্যে) নারদঃ, ধেনুষু হবির্ধানী (কামধেনুঃ) অস্মি (ভবামি) ॥ ১৩ ॥

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিগণের মধ্যে আমি মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ এবং ধেনুসমূহের মধ্যে আমি কামধেনু ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৄণামহমর্যমা ॥ ১৪ ॥

অহং সিদ্ধেশ্বরাণাং (মধ্যে) কপিলঃ, পতত্রিণাং (পক্ষিণাং মধ্যে) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) অহং প্রজাপতীনাং (প্রজাস্রষ্টৄণাং মধ্যে) দক্ষঃ, অহং পিতৄণাং (পিতৃলোকানাং মধ্যে) অর্যমা ॥ ১৪ ॥

আমি সিদ্ধগণমধ্যে কপিল, পক্ষিসমূহের মধ্যে গরুড়, আমি প্রজাপতিগণের মধ্যে দক্ষ এবং পিতৃলোকের মধ্যে অর্যমা ॥ ১৪ ॥

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্ ॥ ১৫ ॥

(হে) উদ্ধব, মাং দৈত্যানাং (মধ্যে) অসুরেশ্বরং প্রহ্লাদং, নক্ষত্রৌষধীনাং সোমং (সুলোচনমুখং হাস্ত সুলোচনঃ যত্র সুহৃতে জায়তে নবো ভবতীত্যাদৃশং চন্দ্রং যক্ষরক্ষসাং (তেষাং রক্ষসাঞ্চ মধ্যে) ধনেশং কুবেরং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১৫ ॥

হে উদ্ধব আমাকে দৈত্যদিগের মধ্যে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ এবং নক্ষত্র ও ওষধিগণের মধ্যে চন্দ্র, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে ধনাধিপতি কুবের বলিয়া জান ॥ ১৫ ॥

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্ ॥ ১৬ ॥

(মাং) গজেন্দ্রাণাং (মধ্যে) ঐরাবতং যাদসাং (জলচরাণাং) প্রভুং (স্বামিনং) বরুণং, তপতাং (প্রতাপবতাং) দ্যুমতাং দীপ্তিমতাঞ্চ (মধ্যে) সূর্য্যং, মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিং (রাজানং) বিদ্ধি ॥ ১৬ ॥

আমাকে গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, জলজন্তুগণের প্রভু বরুণ, তেজস্বীর মধ্যে ও দীপ্তিমান বস্তুর মধ্যে সূর্য্য, এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জান ॥ ১৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্ ।
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ১৭ ॥

( অহং ) তুরঙ্গাণাম্ ( অশ্বানাং মধ্যে ) উচ্চৈঃশ্রবাঃ ( স্বনাম-প্রসিদ্ধঃ ঘোটকঃ ) ধাতূনাং ( স্বর্ণাদীনাং মধ্যে ) কাঞ্চনং ( স্বর্ণম্ ) অস্মি ( ভবামি ) অহং সংযমতাং ( দণ্ডদাতৄণাং মধ্যে ) যমঃ, সর্পাণাং ( মধ্যে ) বাসুকিঃ অস্মি ( ভবামি ) ॥ ১৭ ॥

হে উদ্ধব, আমি তুরঙ্গগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ধাতুর মধ্যে কাঞ্চন, দণ্ডদাতা-দিগের মধ্যে আমি যম, এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি ॥ ১৭ ॥

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্ ।
আশ্রমাণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ ॥ ১৮ ॥

( হে ) অনঘ ( নাস্ত্যঘং পাপং যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ ) অহং নাগেন্দ্রাণাং ( সর্পশ্রেষ্ঠানাং মধ্যে ) অনন্তঃ ( শেষনামা নাগঃ ) শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাং ( শৃঙ্গিণাং দংষ্ট্রিণাঞ্চ মধ্যে ) মৃগেন্দ্রঃ ( তেষাং প্রভুর্বা শৃঙ্গিণাং মধ্যে মৃগেন্দ্রঃ ক্রব্যাদানাং দংষ্ট্রিণাং মধ্যে মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ) অহং আশ্রমাণাং ( মধ্যে ) তুর্য্যঃ ( চতুর্থাশ্রমঃ সন্ন্যাসঃ ) বর্ণানাং ( ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদীনাং মধ্যে ) প্রথমঃ ( ব্রাহ্মণঃ ) ॥ ১৮ ॥

হে অনঘ, আমি নাগেন্দ্রদিগের মধ্যে অনন্ত, শৃঙ্গিগণের এবং দংষ্ট্রিগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র, আমি আশ্রমের মধ্যে তুর্য্য ( অর্থাৎ চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস ) এবং বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ ॥ ১৮ ॥

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্ ।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্ ॥ ১৯ ॥

অহং স্রোতসাং ( স্রোতস্বতাং প্রবাহানাঞ্চ ) তীর্থানাং ( মধ্যে ) গঙ্গা, সরসাং ( স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে ) সমুদ্রঃ, অহং আয়ুধানাং ( অস্ত্রাণাং মধ্যে ) ধনুঃ, ধনুষ্মতাং ( ধানুষ্কাণাং মধ্যে ) ত্রিপুরঘ্নঃ ( ত্রিপুরং হন্তীতি শিবঃ ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৯ ॥

আমি প্রবাহবিশিষ্ট তীর্থসকলের মধ্যে গঙ্গা, স্থির জলাশয়সমূহের মধ্যে সমুদ্র, আমি অস্ত্রসকলের মধ্যে ধনু এবং ধনুর্দ্ধারিগণের মধ্যে শিব ॥ ১৯ ॥

ধিষ্ণ্যানামপ্যহং মেরু র্গহনানাং হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবাঃ ॥ ২০ ॥

অহং ধিষ্ণ্যানাং ( নিবাসস্থানানাং মধ্যে ব্রহ্মাদীনাং বাসস্থানং ) মেরুঃ, গহনানাং দুর্গমাণাং ( মধ্যে ) হিমালয়ঃ, বনস্পতীনাং ( বৃক্ষাণাং মধ্যে ) অশ্বত্থঃ, ওষধীনাং ( মধ্যে ) যবাঃ ॥ ২০ ॥

আমি নিবাসস্থানের মধ্যে ( ব্রহ্মাদির আশ্রয়স্থান ) মেরু, বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ, এবং ওষধিসকলের মধ্যে আমি যব ॥ ২০ ॥

পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ ॥ ২১ ॥

অহং পুরোধসাং ( পুরঃ অগ্রে ধীয়ন্তে ইতি পুরোধাঃ তেষাং মধ্যে ) বশিষ্ঠঃ, ব্রহ্মিষ্ঠানাং বেদার্থনিষ্ঠানাং ( মধ্যে ) বৃহস্পতিঃ ( বৃহতাং বাচাং পতিঃ ) সর্ব্বসেনান্যাং চমূপতীনাং ( মধ্যে ) অহং স্কন্দঃ ( কার্ত্তিকেয়ঃ ) অগ্রণ্যাং ( সন্মার্গপ্রবর্ত্তকানাং মধ্যে ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ) অজঃ ( ব্রহ্মা ) ॥ ২১ ॥

আমি পুরোহিতগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, ব্রহ্মিষ্ঠদিগের ( বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ) মধ্যে বৃহস্পতি, সর্ব্বসেনানায়কের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং সন্মার্গপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে আমি ভগবান্ ব্রহ্মা ॥ ২১ ॥

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্।
বায্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ ॥ ২২ ॥

অহং যজ্ঞানাং ( মধ্যে ) ব্রহ্মযজ্ঞঃ ( বেদপাঠঃ ) ব্রতানাং ( মধ্যে ) অবিহিংসনম্, অহং শুচীনাং ( শোধকানাং মার্জ্জনোক্ষণঘর্ষণাদীনাং মধ্যে ) বায্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা ( বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ অর্কশ্চ অম্বু চ বাক্ চ আত্মা যস্য তাদৃশঃ ) শুচিঃ ( শোধকঃ ) ॥ ২২ ॥

আমি যজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ ( বেদপাঠ ) ব্রতের মধ্যে অহিংসা, এবং সংশোধক পদার্থের মধ্যে আমি বায়ু অগ্নি সূর্য্য সলিল ও বাক্যাত্মক শুচি ( শোধক ) ॥ ২২ ॥

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্ ॥ ২৩ ॥

( অহং ) যোগানাং ( যোগাঙ্গানাম্ অষ্টানাং মধ্যে ) আত্মসংরোধঃ ( সমাধিঃ ) বিজিগীষতাং ( বিজেতুমিচ্ছতাং ) মন্ত্রঃ ( বিগ্রহাদিপ্রয়োজকঃ নীতিঃ ) অস্মি

কৌশলানাং (বিবেকাদিনৈপুণ্যানাং মধ্যে) আন্বীক্ষকী (আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা) খ্যাতিবাদিনাং (আখ্যাতান্যথাখ্যাত্যাত্মখ্যাত্যসংখ্যাত্যানির্বচনীয়খ্যাতিবাদিনাং) বিকল্পঃ (ইদমেবং বা ইতি যো দ্বয়ন্তো বিকল্পঃ সোঽহম্)॥ ২৩॥

আমি যোগের মধ্যে আত্মসংরোধ অর্থাৎ সমাধিযোগ, জয়েচ্ছুদিগের মধ্যে আমি মন্ত্র অর্থাৎ নীতি, কৌশলের মধ্যে আন্বীক্ষকী (আত্মানাত্মবিবেক বিদ্যা) এবং খ্যাতিবাদিদিগের মধ্যে আমি বিকল্প॥ ২৩॥

স্ত্রীণান্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্॥ ২৪॥

অহং স্ত্রীণাং (মধ্যে) শতরূপা (তন্নাম্নী স্ত্রী) পুংসাং (মধ্যে) স্বায়ম্ভুবঃ (স্বয়ম্ভোরপত্যং পুমান্) মনুঃ, মুনীনাং (মধ্যে) নারায়ণঃ, ব্রহ্মচারিণাং (মধ্যে) কুমারঃ (সনৎকুমারঃ)॥ ২৪॥

আমি স্ত্রীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনিদিগের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারিদিগের মধ্যে আমি সনৎকুমার॥ ২৪॥

ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবর্হিম্মতিঃ।
গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্॥ ২৫॥

ধর্ম্মাণাং (মধ্যে) সন্ন্যাসঃ (ভূতাভয়দানম্) অস্মি ক্ষেমাণাম্ (অভয়স্থানানাং মধ্যে) অবর্হিম্মতিঃ (অন্তর্নিষ্ঠ) গুহ্যানাং (মধ্যে) সুনৃতং (প্রিয়বচনং মৌনঞ্চ, এতদ্দ্বয়ং ন পুংসোঽভিপ্রায়জ্ঞাপকং অতোঽতিগুহ্যম্) অহং মিথুনানাং (যস্য দেহার্দ্ধাৎ মিথুনমভূৎ স এব মুখ্যমিথুনং তেষাং স্ত্রীপুংযুগলানাম্) অজঃ (প্রজাপতিঃ)॥ ২৫॥

ধর্ম্মের মধ্যে আমি সন্ন্যাস (প্রাণিগণের অভয়দাতাস্বরূপ) ক্ষেম অর্থাৎ অভয় স্থানের মধ্যে আমি অবর্হিম্মতি (অন্তর্নিষ্ঠা) এবং গুহ্যবস্তুর মধ্যে সুনৃত ও মৌন এবং মিথুনগণের মধ্যে আমি প্রজাপতি॥ ২৫॥

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ॥ ২৬॥

অনিমিষাং (কালানাং মধ্যে) সংবৎসরঃ অস্মি ঋতূনাং (গ্রীষ্মাদীনাং মধ্যে) মধুমাধবৌ (বসন্ত ইত্যর্থঃ) মাসানাং (মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণঃ) তথা নক্ষত্রাণাং (মধ্যে) অভিজিৎ (অভিজিন্নামনক্ষত্রং উত্তরাষাঢ়াচতুর্থপাদঃ)॥ ২৬॥

কালের মধ্যে আমি সংবৎসর এবং ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, এবং নক্ষত্রের মধ্যে আমি অভিজিৎনামা নক্ষত্র ॥ ২৬ ॥

অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্‌ ॥ ২৭ ॥

অহং যুগানাং (মধ্যে) কৃতং (সত্যযুগং) ধীরাণাং (ধৈর্য্যবতাং মধ্যে) অসিতঃ দেবলশ্চ, ব্যাসানাং (বেদবিভাগকর্ত্তৃণাং মধ্যে) দ্বৈপায়নঃ (দ্বীপঃ অয়নম্‌ আশ্রয়ঃ জন্মভূমিঃ যস্য) কবীনাং (মধ্যে) আত্মবান্‌ (সংযতাত্মা) কাব্যঃ (শুক্রাচার্য্যঃ) ॥ ২৭ ॥

আমি যুগের মধ্যে সত্যযুগ, ধীরদিগের মধ্যে অসিত ও দেবল, ব্যাস অর্থাৎ বেদ-বিভাগকর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন এবং কবিদিগের মধ্যে আমি সংযতাত্মা শুক্রাচার্য্য ॥ ২৭ ॥

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্‌।
কিংপুরুষাণাং হনুমান্‌ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ ॥ ২৮ ॥

অহং ভগবতাং (ষড়্‌গুণযুক্তভগবদাবির্ভাবানাং (মধ্যে) বাসুদেবঃ (প্রথমব্যূহঃ) ত্বং (যথার্থং) ভাগবতেষু (ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে) অহং ত্বম্‌ (উদ্ধবঃ) কিংপুরুষাণাং (কুৎসিতপুরুষাণাং মধ্যে) হনুমান্‌, বিদ্যাধ্রাণাং (বিদ্যাধরাণাং মধ্যে) সুদর্শনঃ (তন্নামা বিদ্যাধরঃ) ॥ ২৮ ॥

আমি ভগবদ্‌গণের মধ্যে বাসুদেব, ভগবদ্ভক্তের মধ্যে তুমি (উদ্ধব) কিংপুরুষ-দিগের মধ্যে হনুমান এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে আমি সুদর্শন ॥ ২৮ ॥

মণীনাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোষঃ সুপেশসাম্‌।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষ্বহম্‌ ॥ ২৯ ॥

মণীনাং (মধ্যে) পদ্মরাগঃ অস্মি সুপেশসাং (সুন্দরাণাং মধ্যে) পদ্মকোষঃ, দর্ভজাতীনাং (কুশকাশাদীনাং মধ্যে) কুশঃ, হবিঃষু (চরুপুরোডাশাদিষু ঘৃতেষু বা) অহং গব্যম্‌ আজ্যং (ঘৃতম্‌) ॥ ২৯ ॥

আমি মণিসমূহের মধ্যে পদ্মরাগমণি, সুন্দর বস্তু সকলের মধ্যে পদ্মকোষ, কাশাদি তৃণজাতির মধ্যে আমি কুশ এবং ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃত ॥ ২৯ ॥

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্‌ ॥ ৩০ ॥

অহং ব্যবসায়িনাং লক্ষ্মীঃ ( সম্পত্তিঃ ) কিতবানাং ( কিং তবাস্তি ইতি গণয়ন্তে কিতবাঃ তেষাং ধূর্ত্তানাং মধ্যে ) ছলগ্রহঃ ( দ্যূতং ) তিতিক্ষূণাং তিতিক্ষা ( ক্ষান্তিঃ ) অহং সত্ত্বকতাং ( সাত্ত্বিকানাং ) সত্ত্বং ( ধৈর্য্যম্ ) ॥ ৩০ ॥

আমি ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, ধূর্ত্তদিগের মধ্যে ছলগ্রহ, ( দ্যূত ) তিতিক্ষু অর্থাৎ ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি তিতিক্ষা, ধৈর্য্যশালীদিগের মধ্যে আমি ধৈর্য্য ॥ ৩০ ॥

ওজঃ সহোবলবতাং কর্ম্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্ ।
সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরা ॥ ৩১ ॥

অহং বলবতাং ( মধ্যে ) ওজঃ ( ইন্দ্রিয়পাটবং ) সহঃ ( চ মনঃপাটবং ) সাত্বতাং ( বৈষ্ণবানাং ) কর্ম্ম ( শ্রবণকীর্ত্তনাদিকম্ ) অহং ( তেষামেব নবব্যূহার্চ্চনে ) নবমূর্ত্তীনাং ( বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধনারায়ণহয়গ্রীববরাহনৃসিংহব্রহ্মাণঃ ইতি যা নবমূর্ত্তয়স্তাসাং মধ্যে ) পরা ( শ্রেষ্ঠা ) মূর্ত্তিঃ ( বাসুদেবনাম্নী ইতি ) বিদ্ধি ( জানীহি ) ॥ ৩১ ॥

( হে উদ্ধব ), আমি বলবান্‌দিগের ওজঃ ইন্দ্রিয়পটুত্ব, এবং সহ অর্থাৎ মনঃপটুত্ব। আমি বৈষ্ণবগণের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম, এবং তাঁহাদিগেরই ব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ ও ব্রহ্মা এই নবমূর্ত্তির মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ ও আদিমূর্ত্তি বাসুদেব ইহা জানিও ॥ ৩১ ॥

বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্ ।
ভূধরাণামহং স্থৈর্য্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ ॥ ৩২ ॥

অহং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং ( গন্ধর্ব্বাণাং মধ্যে ) বিশ্বাবসুঃ, ( অপ্সরসাং মধ্যে ) পূর্ব্বচিত্তিঃ ভূধরাণাং ( পর্ব্বতানাম্ ) অহং স্থৈর্য্যং ( স্থিরতা ) অহং ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) গন্ধমাত্রং ( গন্ধ এব ইতি নিত্যানন্বয়ঃ ) ॥ ৩২ ॥

আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরাদিগের মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি, আমি পর্ব্বতদিগের স্থৈর্য্য, এবং আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধমাত্র ॥ ৩২ ॥

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ ।
প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ ॥ ৩৩ ॥

অহম্ অপাং ( জলানাং ) পরমঃ ( মধুরঃ ) রসঃ তেজিষ্ঠানাং ( তেজস্বিনাং

মধ্যে ) বিভাবসুঃ ( সূর্য্যঃ ) সূর্য্যেন্দুতারাণাং ( সূর্য্যশ্চ ইন্দুশ্চ তারা চ তেষাং সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রানাং ) প্রভা ( কিরণং ) নভসঃ ( আকাশস্য ) পরঃ ( শ্রেষ্ঠঃ ) শব্দঃ ( ধ্বনিঃ ) ॥ ৩৩ ॥

আমি জলের মধুর রস, তেজস্বী পদার্থের মধ্যে সূর্য্য, আমি সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের প্রভা এবং আকাশের শ্রেষ্ঠ শব্দস্বরূপ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জ্জুনঃ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ॥ ৩৪ ॥

অহং ব্রহ্মণ্যানাং ( ব্রহ্মণঃ অপত্যানি ভক্তাস্তেষাং মধ্যে ) বলিঃ ( স্বনামপ্রসিদ্ধো দানবঃ ) অহং বীরাণাং ( মধ্যে ) অর্জ্জুনঃ ( পার্থঃ ) অহং ভূতানাং ( প্রাণিনাং ) স্থিতিঃ ( জীবনম্ ) উৎপত্তিঃ, প্রতিসংক্রমঃ ( প্রলয়ঃ ) বৈ ॥ ৩৪ ॥

আমি ব্রহ্মভক্তের মধ্যে বলি, বীরগণের মধ্যে অর্জ্জুন, এবং আমি প্রাণিগণের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় স্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্।
আস্বাদঃ শ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্॥ ৩৫ ॥

অহং গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানং ( গতির্গমনম্, উক্তিঃ কথনং, উৎসর্গো ত্যাগঃ উপাদানং গ্রহণং, এতেষাং দ্বন্দ্বৈকত্বম্ ) আনন্দস্পর্শলক্ষণম্ ( আনন্দঃ আহ্লাদঃ স্পর্শঃ স্পর্শনং লক্ষণং দর্শনম্ ) অহম্ আস্বাদঃ, শ্রুত্যবঘ্রাণং শ্রুতিঃ ( শ্রবণং ) অবঘ্রাণং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং ( সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ং চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদি শ্রুতেস্তদর্থগ্রহণশক্তিঃ ) ॥ ৩৫ ॥

আমি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপার গতি, উক্তি, উৎসর্গ গ্রহণ ও আনন্দস্বরূপ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপার স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ স্বরূপ এবং আমি সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় ( বিষয় গ্রহণ শক্তি ) ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্॥ ৩৬ ॥

( অহং ) পৃথিবী, বায়ুঃ আকাশঃ, আপঃ ( জলানি ) জ্যোতিঃ ( তেজঃ ) অহম্ ( অহঙ্কারঃ ) মহান্ ( মহত্তত্ত্বম্ এতাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ ) বিকারঃ ( পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণিপাদপায়ু-

পঞ্চানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, মনশ্চ ইত্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চ ইত্যেতৎ ষোড়শসংখ্যকং ) পুরুষঃ ( জীবঃ ) অব্যক্তং ( প্রকৃতিঃ এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ) রজঃ সত্ত্বং তমঃ ( ইতি প্রকৃতেৰ্গুণানি ) পরং ( ব্রহ্ম চ এতৎ সর্ব্বমহমেব ) ॥ ৩৬ ॥

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা আঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ সংখ্যক বিকার, পুরুষ, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজঃ তম এই তিন গুণ, পর অর্থাৎ ব্রহ্ম, এ সমস্তই আমি ॥ ৩৬ ॥

অহমেতৎপ্রসংখ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অহম্ এতৎপ্রসংখ্যানম্ ( এতেষাং পরিগণনম্, এতেষাং লক্ষণতঃ ) জ্ঞানং ( তত্ত্বজ্ঞানফলঞ্চ) তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ (তত্ত্বস্য বিনিশ্চয়ঃ বিশেষেণ নিশ্চয়ঃ যেন তাদৃশঃ ) । ৩৭ ॥

আমি এই সকলের পরিগণন রূপ সংখ্যানস্বরূপ ও জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ এই সকলের ফলস্বরূপ এবং তত্ত্বনিশ্চয়স্বরূপ। ৩৭ ।

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্ব্বাত্মনাপি সর্ব্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বরেণ জীবেন ( চ বিনা চেতনাত্মকঃ ভাবঃ ) গুণেন ( সত্ত্বাদিনা ) গুণিনা ( মহদাদিনা চ বিনা জড়াত্মকো ভাবো ন ) সর্ব্বাত্মনা ( সর্ব্বাত্মনা সমষ্টিরূপোপহিতেন জীবেন ) সর্ব্বেণ ( ব্যষ্টিরূপোপাধিনা চ ) ময়া বিনা ( মদ্ব্যতিরেকেণ ) ভাবঃ ( চিজ্জড়াত্মকঃ ) ক্বচিৎ ( কুত্রাপি ) ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥

আমি ঈশ্বর, জীব, সত্ত্বাদি গুণ এবং গুণী মহদাদি চেতনাত্মক ভাব, আমি সকলের আত্মা এবং সর্ব্বস্বরূপ, আমা ব্যতীত চিৎ ও জড়াত্মক কোন প্রকার ভাব কুত্রাপি বিদ্যমান নাই ॥ ৩৮ ॥

সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া ।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ ॥ ৩৯ ॥

কালেন ( সর্ব্বান্তর্যামিণা ) ময়া পরমাণূনাং সংখ্যানং ( গণনং ) ক্রিয়তে ( কর্ত্তুং শক্যতে ) তথা কোটিশঃ (কোটিবারং ) অণ্ডানি (ব্রহ্মাণ্ডানি ) সৃজতঃ ( স্রষ্টুঃ ) মে (মম) বিভূতীনাং ন ॥ ৩৯ ॥

কাল অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী আমি পরমাণু সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারি, কিন্তু কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর্ত্তা আমার বিভূতির সংখ্যা করিতে পারি না, আমা

কর্ত্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড সকলেরই যখন সংখ্যা নাই, তখন সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডগত বিভূতির কিরূপে সংখ্যা করিব ॥ ৩৯ ॥

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেহংশকাঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র যত্র তেজঃ ( প্রভাবঃ ) শ্রীঃ ( সম্পৎ ) কীর্ত্তিঃ ( দানাদিপ্রভবং যশঃ ) ঐশ্বর্য্যং হ্রী ( লজ্জা ) ত্যাগঃ ( দানং ) সৌভগং ( মনোনয়নাহ্লাদকত্বং ) ভগঃ ( ভাগ্যং ) বীর্য্যং ( বলং ) তিতিক্ষা ( ক্ষান্তিঃ ) বিজ্ঞানং ( বর্ত্ততে ), সঃ মে ( মম ) অংশকঃ ( বিভূতিঃ ভবতি ॥ ৪০ ॥

যেখানে যেখানে তেজ, সম্পৎ, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি, লজ্জা, দান, সৌন্দর্য্য ভাগ্য, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান বর্ত্তমান আছে, সে সমস্তই আমার বিভূতি। ৪০ ॥

এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সঙ্ক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥

এতাঃ সর্ব্বাঃ বিভূতয়ঃ তে ( তব সমীপে ) সঙ্ক্ষেপেণ কীর্ত্তিতাঃ ( কথিতাঃ ) যথা বাচা ( বাঙ্‌মাত্রেণ ) অভিধীয়তে (তথা) এতে (বিভূতয়ঃ) মনোবিকারাঃ এব ॥৪১ ॥

এই সমুদায় বিভূতি তোমার নিকট সঙ্ক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যেমন তদধীন বস্তুকে তৎস্বরূপ কেবলমাত্র বাক্য দ্বারা বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই গুলিকেও আমার বিভূতি বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এইগুলি আমার নিজ বিভূতি নয়, প্রাকৃত বিভূতি ও চিত্তের বিকারজনক ॥ ৪১ ॥

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণং যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেহধ্বনে ॥ ৪২ ॥

বাচং ( বাক্যং ) যচ্ছ ( নিযচ্ছ ) মনঃ অন্তঃকরণ বৃত্তিং ) যচ্ছ প্রাণং যচ্ছ, ইন্দ্রিয়াণি যচ্ছ আত্মানং ( বুদ্ধিম্ ) আত্মনা ( সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা ) যচ্ছ, ( তর্হি ) ভূয়ঃ ( পুনঃ ) অধ্বনে ( সংসারমার্গায় ) ন কল্পসে ॥ ৪২ ॥

( হে উদ্ধব ) সংপথে বাক্য, মন, প্রাণ, এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত কর, বুদ্ধিকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা সংযত কর, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসারে আগমন হইবে না ॥৪২॥

যো বৈ বাঙ্‌মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥ ৪৩ ॥

যঃ যতিঃ (যততে যমনিয়মেষু চেষ্টতে তাদৃশঃ) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) বাঙ্মনসী (বাক্ চ মনঃ চ ইতি দ্বন্দ্বে নিপাতনাৎ সিদ্ধং) সম্যক্ অসংযচ্ছন্ (ন সংযচ্ছতি) তস্য (যতেঃ) ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদিকং) তপঃ (মননাদিকং) দানং (চ) আমঘটাম্বুবৎ (আমঃ অপক্কঃ ঘটঃ আমঘটঃ তৎস্থং যদম্বু জলং তদ্বৎ) স্রবতি (নিঃসরতি) ॥ ৪৩ ॥

যে যতি বুদ্ধিপূর্ব্বক বাক্য এবং মনকে সম্যক্‌রূপে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার ব্রত তপস্যা ও দান অপক্ক ঘটস্থিত জলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥

তস্মাদ্বচো মনঃ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ (অসংযমনে দোষাদ্ধেতোঃ) মদ্ভক্তিযুক্তয়া (ময়ি শ্রীকৃষ্ণরূপে পরমাত্মাদিরূপে বা যা ভক্তিঃ শ্রদ্ধা তদ্যুক্তয়া) বুদ্ধ্যা মৎপরায়ণঃ (অহমেব বচোমনআদীনাং পরং শ্রেষ্ঠম্ অয়নমাশ্রয়ো যস্য তথাভূতঃ সন্) বচঃ (বাক্যং) মনঃ, প্রাণান্ নিযচ্ছেৎ (ময়ি নিয়োজয়েৎ য ইতি শেষঃ) ততঃ (সঃ) পরিসমাপ্যতে, (কৃতকৃত্যো ভবতি) ॥ ৪৪ ॥

অতএব হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি মদ্ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে বাক্য, মন, এবং প্রাণকে নিয়োগ করে, সে কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে মহাবিভূতির্নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

# সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

উদ্ধব উবাচ।

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।

বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি ॥ ১ ॥

ত্বয়া বর্ণাশ্রমাচারবতাং (বর্ণাশ্চ আশ্রমাশ্চ তেষামাচারাঃ সন্তি যেষাং তাদৃশানাং) সর্ব্বেষাম্ অপি (বর্ণাশ্রমবিহীনানামপি) দ্বিপদাং (নরাণাং সম্বন্ধে) ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ (ত্বয়ি শ্রীকৃষ্ণরূপে যা ভক্তিস্তল্লক্ষণঃ) যো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বম্ অভিহিতঃ (কথিতঃ) ॥ ১ ॥

উদ্ধব কহিলেন। আপনি পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমাচারবান্ ও তদ্বিহীন মনুষ্যগণের আপনাতে ভক্তিলক্ষণ যে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন (তাহা সমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ১ ॥

যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ।

স্বধর্ম্মেণারবিন্দাক্ষ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ, যথা (যেন প্রকারেণ,) অনুষ্ঠীয়মানেন (আচরিতেন) স্বধর্ম্মেণ ত্বয়ি (শ্রীকৃষ্ণে) নৃণাং ভক্তিঃ ভবেৎ, তৎ (সর্ব্বং) মম (মাং প্রতি) আখ্যাতুম্ অর্হসি (যুজ্যসে) ॥ ২ ॥

হে কমললোচন, (এক্ষণে) স্বধর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইলে, আপনার প্রতি মনুষ্যগণের ভক্তি হয়, তাহা আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২ ॥

পুরা কিল মহাবাহো ধর্ম্মং পরমকং প্রভো।

যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব ॥ ৩ ॥

(হে) মহাবাহো প্রভো মাধব, পুরা (পূর্ব্বকালে) কিল (নিশ্চিতং) হংসরূপেণ তেন যৎ পরমকং (পরমং কং মোক্ষলক্ষণং সুখং যস্মাৎ তং) ধর্ম্মং ব্রহ্মণে অভ্যাত্থ (কথিতবানসি) ॥ ৩ ॥

হে মহাবাহো প্রভু মাধব, পূর্ব্বকালে হংসরূপ ধারণ করিয়া আপনি যে ধর্ম্ম ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্ষণ।

ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥ ৪ ॥

( হে ) অমিত্রকর্ষণ ( শত্রুনাশক ), প্রাগনুশাসিতঃ সঃ ( ধর্ম্মঃ ) ইদানীং ( ধর্ম্মস্য প্রবৃত্ত্যভাবে ) ভূমহতা কালেন মর্ত্ত্যলোকে ( পৃথিব্যাং ) প্রায়ঃ ন ভবিতা ( ন ভবিষ্যতি ) ॥ ৪ ॥

হে শত্রুঘাতন, এই মর্ত্ত্যলোকে পূর্ব্বে ধর্ম্মের যেরূপ অনুশাসন ছিল, এক্ষণে দুরন্ত কালপ্রভাবে প্রায় সেরূপ থাকিবে না ॥ ৪ ॥

বক্তা কর্ত্তাবিতা নান্যো ধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি ।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ ॥
কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন ।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥ ৫ ॥

( হে ) অচ্যুত, ভুবি ( পৃথিব্যাং, কিমধিকং ) যত্র মূর্ত্তিধরাঃ ( মূর্ত্তিমত্যঃ ) কলাঃ (বেদাদ্যাঃ অষ্টাদশ বিদ্যা বর্ত্তন্তে তাদৃশ্যাং) বৈরিঞ্চ্যাং ( বিরিঞ্চেঃ ইয়ং বৈরিঞ্চী তস্যাং ) সভায়াং অপি তে ( ত্বত্তঃ ) অন্যঃ ( কোঽপি ) ধর্ম্মস্য বক্তা কর্ত্তা, অবিতা ( রক্ষিতা ) ন ( বিদ্যতে ) । হে দেব মধুসূদন, কর্ত্রা, অবিত্রা, প্রবক্ত্রা চ ভবতা মহীতলে ত্যক্তে ( সতি ) কঃ ( জনঃ ) বিনষ্টং ( ধর্ম্মং ) প্রবক্ষ্যতি ( কথয়িষ্যতি ) ॥ ৫ ॥

হে অচ্যুত, পৃথিবীতে অধিক কি যেখানে মূর্ত্তিমান বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা বিদ্যমান তাদৃশ ব্রহ্মারসভাতেও আপনা ব্যতীত ধর্ম্মের বক্তা কর্ত্তা এবং রক্ষিতা কেহই নাই। হে দেব, মধুসূদন, বক্তা কর্ত্তা ও রক্ষিতা স্বরূপ আপনি সংসার পরিত্যাগ করিলে, তখন কে আর এই বিনষ্ট ধর্ম্মকে প্রকাশ করিবে ॥ ৫ ॥

তৎ ত্বং নঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো ॥ ৬ ॥

( হে ) প্রভো সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, তৎ ( তস্মাৎ অন্যবক্ত্রভাবাৎ ) নঃ ( অস্মাকং মনুষ্যাণাং মধ্যে ) ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ ( ত্বয়ি যা ভক্তিস্তল্লক্ষণঃ ) ধর্ম্মঃ যস্য যথা বিধীয়েত তথা ( তেনৈব প্রকারেণ ) মে ( মাং প্রতি বর্ণয় ) ॥ ৬ ॥

হে প্রভো, আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার ভক্তিলক্ষণ-ধর্ম্ম যাহার প্রতি যেরূপ বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন ॥৬ ॥

বাদরায়ণিরুবাচ।

ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ।
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্ত্যানাং ধর্ম্মমাহ সনাতনম্ ॥ ৭ ॥

সঃ ভগবান হরিঃ স্বভৃত্যমুখ্যেন (স্বস্য ভৃত্যানাং মধ্যে মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠস্তেন) ইত্থম্ (এবম্প্রকারেণ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) প্রীতঃ (সন্) মর্ত্ত্যানাং (মনুষ্যাণাং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) সনাতনং ধর্ম্মম আহ ॥ ৭ ॥

শুকদেব কহিলেন, ভগবান হরি স্বভৃত্যশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম প্রীতিপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭

শ্রীভগবান্ উবাচ।

ধর্ম্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে ॥ ৮ ॥

(হে) উদ্ধব, তব এষঃ ধর্ম্ম্যঃ (ধর্ম্মাদনপেতঃ) প্রশ্নঃ বর্ণাশ্রমাচারবতাং (বর্ণাশ্রমাচারশালিনাং) নৃণাং (মনুষ্যাণাং) নৈঃশ্রেয়সকরঃ (ভক্তিজনকঃ অতঃ) মে (মত্তঃ তং ধর্ম্মং) নিবোধ ॥ ৮ ॥

ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব, তোমার এই প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্গত ও বর্ণাশ্রমাচারবান্ মনুষ্যগণের পক্ষে ভক্তিজনক, অতএব আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৮ ।

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥ ৯ ॥

আদৌ (ব্রাহ্মকল্পে) কৃতযুগে নৃণাং হংস ইতি বর্ণ স্মৃতঃ, (তস্মিন্ যুগে) প্রজাঃ জাত্যা (জন্মমাত্রেণ) কৃতকৃত্যাঃ (কৃতকার্য্যাঃ) তস্মাৎ (প্রজানাং কৃতকৃত্যত্বাৎ) কৃতযুগং (সত্যযুগং) বিদুঃ (বিদন্তি) ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মকল্পের সত্যযুগে মনুষ্যদিগের যে বর্ণ ছিল, তাহার নাম হংস, অর্থাৎ তৎকালে জাতিভেদ ছিল না, সেই সময় মনুষ্য সকল জন্মমাত্রই কৃতকার্য্য হইত, এই নিমিত্ত লোকে তাহাকে কৃতযুগ বলিয়া জানে। ৯ ॥

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোহহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে নিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥ ১০ ॥

অগ্রে ( কৃতযুগে ) প্রণব এব ( প্রণবমাত্রম্ এব ) বেদঃ, অহং বৃষরূপধৃক্ ( চতুষ্পাৎ ন ক্রিয়াবিষয়ঃ যজ্ঞাদিঃ ) ধর্ম্মঃ ( চ মনোবিষয়ঃ অহমেব শুদ্ধঃ ) তপোনিষ্ঠাঃ ( তপোঽনুরক্তাঃ ) মুক্তকিল্বিষাঃ ( বিগতপাপাঃ জনাঃ ) হংসং ( শুদ্ধং ) মাম্ উপাসতে ( ধ্যায়ন্তি ) ॥ ১০ ॥

সত্যযুগে প্রণবমাত্রই বেদ ছিল, এবং আমি বৃষরূপধারী চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিলাম, তপস্যানিরত ব্যক্তিগণ আমাকে হংসরূপে উপাসনা করিত। ১০ ॥

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবিন্মিথঃ ॥ ১১ ॥

( হে ) মহাভাগ, ত্রেতামুখে ( ত্রেতাযুগপ্রবেশে ) মে ( বৈরাজাখ্যব্রহ্মরূপস্য ) প্রাণাৎ ( নিশ্বাসাৎ ) হৃদয়াৎ ( সকাশাৎ ) ত্রয়ী (ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যা) বিদ্যা প্রাদুরভূৎ, ( আবির্ভূব ), অহং তস্যাঃ ( বিদ্যায়াঃ সকাশাৎ হোত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রৈঃ ) ত্রিবিৎ ( ত্রিরূপঃ ) মিথঃ আসম্ ( অভবম্ ) ॥ ১১ ॥

হে মহাভাগ, ত্রেতযুগের প্রারম্ভে আমার প্রাণ এবং হৃদয় হইতে ( ঋক্ যজুঃ এবং সামাখ্য) ত্রয়ী বিদ্যা উৎপন্ন হয়, তৎপরে আমি সেই বিদ্যা হইতে হোত্র আধ্বর্য্যব, এবং ঔদ্গাত্র এই তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ ১২ ॥

বৈরাজাৎ ( বিরাড়ভিমানিব্রহ্মরূপাৎ ) পুরুষাৎ ( [illegible]তঃ ) যে আত্মাচারলক্ষণাঃ (আত্মাচারাঃ স্ব স্ব ধর্ম্ম এব লক্ষণং জ্ঞাপকো যেষাং [illegible]ঃ) মুখবাহূরুপাদজাঃ ( মুখাৎ বাহোঃ উরোঃ, পাদাচ্চ উৎপন্নাঃ ) বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ ( বিপ্রঃ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ বিট্ বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ তে ) জাতাঃ ( প্রাক্ সৃষ্টা এব তদা প্রকটীবভূবুঃ ) ॥ ১২ ॥

তৎপরে বিরাট্‌-রূপধারী মদীয় মুখ, বাহু, উরু, ও পদ হইতে স্ব স্ব আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ সমুৎপন্ন হইল ॥ ১২ ॥

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

মম ( বৈরাজরূপস্য ) জঘনতঃ (নিতম্বাৎ ) গৃহাশ্রমঃ, হৃদঃ ( বক্ষসোঽধস্তাৎ ) ব্রহ্মচর্য্যং, বক্ষঃস্থলাৎ বনেবাসঃ ( বানপ্রস্থঃ ) সন্ন্যাসঃ (চতুর্থাশ্রমঃ) শিরসি স্থিতঃ ॥১৩॥

আমার জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয়ের অধোদেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ উৎপন্ন হইল, এবং সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত ( অর্থাৎ মদীয় মস্তক হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমের উৎপত্তি হইল )॥ ১৩॥

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ॥ ১৪॥

বর্ণানাং ( বিপ্রাদীনাং ) আশ্রমাণাঞ্চ ( গার্হস্থ্যাদীনাঞ্চ ) জন্মভূম্যনুসারিণীঃ ( জন্মস্থানানুসারিণ্যঃ ) নৃণাং নীচৈঃ নীচোত্তমোত্তমাঃ ( নীচৈরিত্যব্যয়ং মন্দাভির্জন্মভূমিভিঃ নীচাঃ মন্দাঃ, উত্তমাভির্জন্মভূমিভিঃ উত্তমাঃ ) প্রকৃতয়ঃ আসন্ ( অভবন্ তেন পাদস্য জঘনস্য চ নীচত্বাৎ শূদ্রস্য গৃহাশ্রমস্য চ নীচা প্রকৃতিঃ )॥ ১৪॥

বর্ণ এবং আশ্রমের জন্মস্থানানুসারিণী মনুষ্যগণের নীচ এবং উত্তম প্রকৃতি উৎপন্ন হইল ( অর্থাৎ বর্ণ এবং আশ্রম যেরূপ স্থান হইতে জন্মিয়াছে তদনুসারে প্রকৃতি বিভাগ হইল, যেমন পদ ও জঘন নীচ স্থান, তাহা হইতে শূদ্রবর্ণ এবং গৃহাশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের নীচ প্রকৃতি )॥ ১৪॥

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৫॥

শমঃ ( কামক্রোধাদিপ্রশমঃ ) দমঃ ( দমনং ) তপঃ ( আলোচনং ) শৌচং ( পবিত্রতা ) সন্তোষঃ ক্ষান্তিঃ ( তিতিক্ষা ) আর্জ্জবম ( ঋজুতা ) মদ্ভক্তিঃ ( ময়ি ভক্তিঃ ) দয়া ( পরদুঃখপ্রহরণেচ্ছা ) সত্যং ( যথার্থতা ) ইমে ব্রহ্ম প্রকৃতয়ঃ॥ ১৫॥

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা ঋজুতা, আমাতে ভক্তি, দয়া, সত্য এই সমস্তই ব্রাহ্মণের প্রকৃতি॥ ১৫॥

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ১৬॥

তেজঃ ( প্রতাপঃ ) বলং ধৃতিঃ ( ধৈর্য্যং ) শৌর্য্যং ( বীরত্বং ) তিতিক্ষা, ঔদার্য্যম্, ( উদারতা ) উদ্যমঃ ( চেষ্টা ) স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যং ( ব্রহ্মচর্য্যম্ ) ঐশ্বর্য্যং ( চ ) ইমাঃ ক্ষত্র প্রকৃতয়ঃ॥ ১৬॥

তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য, এই সকল ক্ষত্রিয়প্রকৃতি॥ ১৬॥

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৭ ॥

আস্তিক্যং (পারলৌকিকবিশ্বাসঃ) দাননিষ্ঠা, অদম্ভঃ (অশাঠ্যং) ব্রহ্মসেবনং অর্থোপচয়ে (অর্থবৃদ্ধৌ) অতুষ্টিঃ (অসন্তোষঃ) ইমাঃ তু বৈশ্যপ্রকৃতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পরলোকে বিশ্বাস, দাননিষ্ঠা, অকপটতা, ব্রাহ্মণসেবা, এবং অর্থবৃদ্ধিবিষয়ে অসন্তোষ (সর্ব্বদা অর্থবৃদ্ধির চেষ্টা করা) এই সকল বৈশ্যের প্রকৃতি ॥ ১৭ ॥

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥ ১৮ ॥

দ্বিজগবাং (দ্বিজাঃ দ্বাভ্যাং জায়ন্ত ইতি জনেডঃ গাবশ্চ তেষাং তথা) দেবানাঞ্চ অমায়য়া (অকপটেন) শুশ্রূষণং (পরিচর্য্যা) তত্র (গোদ্বিজদেবশুশ্রূষণে) লব্ধেন (প্রাপ্তেন ধনাদিনা) সন্তোষঃ, ইমাঃ তু শূদ্রপ্রকৃতয়ঃ ॥ ১৮ ॥

দেব, দ্বিজ এবং গোসকলের অকপটে পরিচর্য্যা করা এবং তদ্বিষয়ে লব্ধ অর্থাদি দ্বারা সন্তোষপ্রকাশ, এই সমস্তই শূদ্রগণের প্রকৃতি ॥ ১৮ ॥

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্ ॥ ১৯ ॥

অশৌচম্ (অপবিত্রতা) অনৃতং (মিথ্যা) স্তেয়ং (চৌর্য্যং) নাস্তিক্যং (পরলোকাবিশ্বাসঃ) শুষ্কবিগ্রহঃ (নির্মূলকলহঃ) কামঃ, তর্ষঃ (তৃষ্ণা) চ অন্ত্যাবসায়িনাম্ (অন্ত্যজানাং) স্বভাবঃ (প্রকৃতিঃ) ॥ ১৯ ॥

অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ, ও তৃষ্ণা, এইগুলি অন্ত্যাবসায়িদিগের অর্থাৎ আশ্রমভ্রষ্ট নীচ লোকের প্রকৃতি ॥ ১৯ ॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥ ২০ ॥

অহিংসা, সত্যম্, অস্তেয়ম্ (অচৌর্য্যম্) অকামক্রোধলোভতা (কামশ্চ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ তে, তেষাং ভাবঃ ততো নঞ্‌সমাসঃ কামক্রোধলোভশূন্যত্বমিত্যর্থঃ), ভূতপ্রিয়হিতেহা (ভূতানাং প্রাণিনাং প্রিয়ং হিতঞ্চ তত্র ঈহা চেষ্টা) অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ (ইত্যুপলক্ষণং সর্ব্বৈর্ব্বর্ণৈর্বর্ণবাহ্যৈশ্চ কর্ত্তব্যঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম, ক্রোধ এবং লোভশূন্যতা সর্ব্বভূতের প্রিয় এবং

হিত চেষ্টা, ইহা সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম, অর্থাৎ বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের এবং বর্ণবহির্ভূত লোক সমূহের ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যাৎ জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ ॥ ২১ ॥

দ্বিজঃ ( ত্রৈবর্ণিকঃ ) আনুপূর্ব্ব্যাৎ ( গর্ভাধানাদিসংস্কারক্রমেণ ) দ্বিতীয়ম্ ( উপনয়নাখ্যং ) জন্ম প্রাপ্য ( আচার্য্যেণ ) আহূতঃ দান্তঃ ( দমগুণসম্পন্নঃ সন্ ) গুরুকুলে বসন্, ব্রহ্ম ( বেদং ) চ অধীয়ীত ( চকারাৎ তদর্থঞ্চ বিচারয়েৎ ) ॥ ২১ ॥

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুরুকর্তৃক আহূত হইলে গুরুকুলে বাস ও দমগুণসম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন ॥ ২১ ॥

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥ ২২ ॥

জটিলঃ ( অনভ্যঙ্গাদিনা জাতজটঃ ) অধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ ( দন্তাশ্চ বাসশ্চ দদ্বাসাংসি তানি ন ধৌতানি যস্য স অধৌতদদ্বাসাঃ ন কৌতুকাদিনা রক্তং পীঠম্ আসনং যস্য স অরক্তপীঠঃ, অধৌতদদ্বাসাঃ চাসৌ অরক্তপীঠশ্চ ) মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ ( মেখলা চ অজিনশ্চ দণ্ডশ্চ অক্ষঃ অক্ষমালা চ ব্রহ্মসূত্রং যজ্ঞোপবীতং চ কমণ্ডলুশ্চ তে তান্ ) দধৎ ( ধারয়ন্ ) ॥ ২২ ॥

তৈলাদির মর্দ্দনাভাব বশতঃ মস্তকে জটা ধারণ করিবেন, এবং দন্ত ও বস্ত্র প্রক্ষালন করিবেন না, রক্ত পীঠে উপবেশন করিবেন না, মেখলা মৃগচর্ম্ম দণ্ড অক্ষমালা যজ্ঞোপবীত কমণ্ডলু এবং কুশ ধারণ করিবেন ॥ ২২ ॥

স্নানভোজনহোমে চ জপোচ্চারেষু বাগ্যতঃ।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখলোমানি কক্ষোপস্থগতান্যপি ॥ ২৩ ॥

স্নানভোজনহোমে চ ( স্নানভোজনহোমানাং ত্রয়ে ) জপোচ্চারেষু ( জপশ্চ উচ্চারঃ মূত্রপুরীষোৎসর্গশ্চ ইতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ যস্মিন্ ) বাগ্যতঃ ( মৌনী ভবেৎ ) নখলোমানি (নখানি লোমানি চ) ন ছিন্দ্যাৎ (কৃন্তেৎ) কক্ষোপস্থগতানি অপি ॥ ২৩ ॥

স্নান, ভোজন, হোম, জপ, ও মলমূত্র পরিত্যাগ সময়ে মৌনী হইবেন, এবং নখকেশ ও কক্ষোপস্থগত লোম সকল ছেদন করিবেন না ॥ ২৩ ॥

রেতো ন বিকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মব্রতধরঃ (ধরতীতি ধরঃ ব্রহ্মব্রতস্য ধরঃ ব্রহ্মচারীত্যর্থঃ) রেতঃ (শুক্রং) স্বয়ং ন বিকিরেৎ (বুদ্ধিপূর্ব্বকং নোৎসৃজেৎ। দৈবাৎ) স্বয়মবকীর্ণে (সতি) অপ্সু অবগাহ্য (স্নাত্বা) যতাসুঃ (কৃতপ্রাণায়ামঃ) ত্রিপদাং (গায়ত্রীং) জপেৎ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মব্রতধারী ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্ব্বক কখন রেতঃস্খলন করিবেন না, যদি দৈবাৎ রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে, জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নানানন্তর প্রাণায়াম করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন ॥ ২৪ ॥

অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান্ শুচিঃ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্ জপন্।
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ২৫ ॥

সমাহিতঃ (সংযতঃ) শুচিঃ (পবিত্রঃ) যতবাক্ (মৌনী) দ্বে সন্ধ্যে (প্রাতঃ সায়ং চ) জপন্ অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান (অগ্নয়ঃ অর্কঃ আচার্য্যাঃ অধ্যাপকাঃ গাবঃ বিপ্রাঃ গুরবঃ পিত্রাদয়ঃ বৃদ্ধাঃ সুরাশ্চ তে তান্) উপাসীত। আচার্য্যং মাং (মদীয়ং প্রেষ্ঠং) বিজানীয়াৎ কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) ন অবমন্যেত মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (মনুষ্যধিয়া) ন অসূয়েত (আচার্য্যস্য গুণদোষারোপণং মাকুরু তত্র হেতুঃ যতঃ) গুরুঃ (আচার্য্যঃ) সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বদেবাত্মকঃ) ॥ ২৫ ॥

সমাহিত শুচি এবং মৌন হইয়া প্রাতঃ এবং সায়ং দুই সন্ধ্যা জপ করিয়া অগ্নি সূর্য্য আচার্য্য গো বিপ্র গুরু বৃদ্ধ এবং দেবতাদিগকে উপাসনা করিবেন। আচার্য্যকে আমাস্বরূপ কিম্বা আমার প্রিয়তম জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কখন অপমান করা এবং মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার গুণে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু গুরু-সর্ব্বদেবময় ॥ ২৫ ॥

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ ॥ ২৬ ॥

সায়ং (সন্ধ্যাকালে) প্রাতঃ (প্রভাতে) ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষাসমূহং) অন্যদপি যৎ

চ বস্তু লব্ধং তদপি তস্মৈ ( আচার্য্যায় ) নিবেদয়েৎ সংযতঃ ( বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ গুরুণা ) অনুজ্ঞাতম্ ( অদনীয়ম্ ) উপযুঞ্জীত ( উপভুঞ্জীত ) ॥ ২৬ ॥

সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এবং ভিক্ষাব্যতীত অপরও যাহা কিছু লাভ হয় সমস্তই গুরুকে অর্পণ করিবেন, এবং তিনি যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, সংযত হইয়া তাহাই ভোজন করিবেন ॥ ২৬ ॥

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৭ ॥

যানশয্যাসনস্থানৈঃ ( যানঞ্চ শয্যা শয়নঞ্চ আসনঞ্চ স্থানঞ্চ তৈঃ ) আচার্য্যং (গুরুং) শুশ্রূষমাণঃ অনাতিদূরে ( সমীপে আসীনস্য তস্য অগ্রতঃ ) কৃতাঞ্জলিঃ ( সন্ আজ্ঞাং প্রতীক্ষমাণঃ তিষ্ঠন্ ) নীচবৎ সদা উপাসীত ॥ ২৭ ॥

গমন, শয়ন, উপবেশন ও বিশ্রাম কালে আচার্য্যকে শুশ্রূষা করণানন্তর অনুজ্ঞা-লাভের নিমিত্ত তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সর্ব্বদা দীনভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিবেন ॥ ২৭ ॥

এবংবৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্ব্রতমখণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

যাবৎ বিদ্যা সমাপ্যতে (তাবৎ) এবংবৃত্তঃ (এবম্ভূতং বৃত্তম্ আচারঃ যস্য সঃ) অথ তৎ ব্রতং ( ব্রহ্মচর্য্যং ) বিভ্রৎ ( ধারয়ন্ ) ভোগবিবর্জ্জিতঃ ( বিষয়বাসনাদিরহিতঃ ) গুরুকুলে বসেৎ ॥ ২৮ ॥

বিদ্যা সমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যরূপ ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন ॥ ২৮ ॥

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মপিষ্টপম্।
গুরবে বিন্যসেদ্দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্ব্রতঃ ॥ ২৯ ॥

যদি অসৌ ( ব্রহ্মচারী ) ছন্দসাং লোকং ( মহর্লোকং ততঃ ) ব্রহ্মপিষ্টপং ব্রহ্ম-লোকঞ্চ আরোক্ষ্যন্ (আরোঢ়ুমিচ্ছতি তর্হি) বৃহদ্ব্রতঃ (বৃহৎ নৈষ্ঠিকং ব্রতং যস্য তাদৃশঃ সন্) স্বাধ্যায়ার্থম্ ( অধীতবেদস্যানৃণ্যরূপদক্ষিণার্থং ) গুরবে দেহং বিন্যসেৎ ॥ ২৯ ॥

যদি এই ব্রহ্মচারী মহর্লোক ও তথা হইতে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে নৈষ্ঠিকব্রতপরায়ণ হইয়া অধীত বেদাদিবিদ্যার নিষ্ক্রয়ার্থ

অর্থাৎ বেদাদিবিদ্যাধ্যয়নজনিত ঋণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত গুরুকে দেহ অর্পণ করিবেন ॥ ২৯ ॥

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরম্।
অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্ব্যকল্মষঃ ॥ ৩০ ॥

অকল্মষঃ (নিষ্পাপঃ) ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (ব্রহ্মবর্চ্চঃ বেদাভ্যাসজং তেজঃ তদ্বান্) অপৃথগ্ধীঃ (অন্তর্যামিরূপে ময়ি ভেদবুদ্ধিশূন্যঃ সন্) অগ্নৌ গুরৌ আত্মনি (স্বস্মিন্) সর্ব্বভূতেষু পরং মাম্ (অন্তর্যামিরূপম্) উপাসীত ॥ ৩০ ॥

নিষ্পাপ ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (বেদাভ্যাসজনিততেজস্বী) ব্যক্তি ভেদবুদ্ধিশূন্য হইয়া অগ্নি, গুরু, সর্ব্বভূত ও আপনাতে সর্ব্বান্তর্যামিস্বরূপ পরমেশ্বর আমাকে উপাসনা করিবেন ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ ॥ ৩১ ॥

অগৃহস্থঃ (ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ) অগ্রতঃ (প্রথমতঃ) স্ত্রীণাং নিরীক্ষণ-স্পর্শসংলাপক্ষ্বেলনাদিকং (নিরীক্ষণং ভোগগর্ভং স্পর্শঃ সংলাপঃ ক্ষ্বেলনং পরিহাসশ্চ আদৌ যস্য তৎ) মিথুনীভূতান্ প্রাণিনঃ ত্যজেৎ (ন পশ্যেৎ) ॥ ৩১ ॥

অগৃহস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি প্রমদাগণের দর্শন স্পর্শ আলাপ ও পরিহাসাদি এবং মিথুনভাবাপন্ন সর্ব্বপ্রাণীকে অগ্রেই পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩১ ॥

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চ্চনম্।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্।
সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়সংযমঃ ॥ ৩২ ॥

হে কুলনন্দন, শৌচম্, আচমনং, স্নানম্ (অবগাহনাদিকং), সন্ধ্যোপাস্তিঃ (সন্ধ্যোপাসনা), মমার্চ্চনং (মৎপূজনং), তীর্থসেবা (তীর্থবাসাদিঃ), জপঃ (মন্ত্রাদেঃ), অস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্ (অস্পৃশ্যম্, অভক্ষ্যম্, অসম্ভাষ্যং কুৎসিতা-লাপঃ তেষাং বর্জ্জনং) সর্ব্বভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) মদ্ভাবঃ (মচ্চিন্তনং)

মনোবাক্কায়সংযমঃ (মনসঃ বাচাং কায়স্য চ সংযমঃ) অয়ং (নিয়মঃ) সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তঃ (সর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যগার্হস্থ্যবানপ্রস্থসন্ন্যাসাঃ আশ্রমাঃ তেষু প্রযুক্তঃ অভিহিতঃ)॥ ৩২॥

হে কুলনন্দন উদ্ধব, শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চন, তীর্থ-সেবা, জপ, অস্পৃশ্য অভক্ষ্য এবং অসম্ভাষ্যের অর্থাৎ কুৎসিতালাপের বর্জ্জন, মন বাক্য এবং কায়ের সংযম ও সর্ব্বভূতে আমাকে ভাবনা, এই সমস্ত নিয়ম সকল আশ্রমের পক্ষেই বিহিত॥ ৩২॥

এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ॥ ৩৩॥

এবং বৃহদ্ব্রতধরঃ (বৃহদ্ব্রতস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য ধরঃ) অমলঃ (নিষ্কামশ্চেৎ) তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়ঃ (দগ্ধঃ কর্ম্মাশয়ঃ অন্তঃকরণং যস্য তথাভূতঃ সন্), অগ্নিরিব (ইবেন নিত্যসমাসঃ) জ্বলন্ মদ্ভক্তো ভবতি॥ ৩৩॥

এইরূপ বৃহদ্ব্রতধারী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হয়েন তিনি তীব্র তপস্যা দ্বারা দগ্ধকর্ম্মাশয় হইয়া মদীয় ভক্তরূপে পরিগণিত হয়েন॥ ৩৩॥

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথাজিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্গুর্ব্বনুমোদিতঃ॥ ৩৪॥

অথ (অনন্তরং ব্রহ্মচর্য্যানন্তরম্) আবেক্ষ্যন্ (গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্) যথা-জিজ্ঞাসিতাগমঃ (যথাবদ্বিচারিতবেদার্থঃ) গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা গুর্ব্বনুমোদিতঃ (সন্) স্নায়াৎ (অভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ত্তেত)। ৩৪।

অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য হইতে গৃহাশ্রমে প্রবেশাভিলাষী ব্যক্তি যথাবিধি বেদার্থ বিচার পূর্ব্বক গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্নানাদি করিবেন অর্থাৎ শিরঃস্নান ও হোমাদি কার্য্য করণানন্তর গৃহস্থাশ্রমে সমাবর্ত্তন করিবেন॥৩৪॥

গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ॥ ৩৫॥

(অথ সঃ সকামশ্চেৎ) গৃহং (নিষ্কামশ্চেৎ) বনং প্রবিশেৎ। মৎপরঃ দ্বিজোত্তমঃ (ব্রাহ্মণঃ চেৎ) প্রব্রজেৎ (যদ্বা) আশ্রমাৎ আশ্রমং গচ্ছেৎ (অনাশ্রমী প্রাতিলোম্যঞ্চ) ন চরেৎ॥ ৩৫॥

অনন্তর তিনি যদি সকাম হয়েন, তাহা হইলে গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। যদি

নিষ্কাম হয়েন, তবে বনে প্রবেশ করিবেন, অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমী হইবেন। কিম্বা যদি মৎপর দ্বিজোত্তম হইতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন, কিন্তু অনাশ্রমী হইয়া প্রতিকূলাচরণ করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্ ।
যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ ॥ ৩৬ ॥

গৃহার্থী (গৃহাশ্রমী) সদৃশীম্ অজুগুপ্সিতাং (কুললক্ষণতশ্চানিন্দিতাং) বয়সা যবীয়সীং ভার্যাম্ উদ্বহেৎ (কামতস্তু) যাম্ (অন্যাং উদ্বহেৎ তাং) সবর্ণাম্ অনু (প্রথমব্যূঢ়ায়াঃ সবর্ণায়াঃ অনন্তরমেব তত্রাপি, ক্রমাৎ (বর্ণক্রমেণৈবোদ্বহেৎ) ॥ ৩৬ ॥

(বিবাহ নিয়ম পূর্ব্বক, বর্ণধর্ম্মের সহিত গৃহস্থধর্ম্ম বলিতেছেন—) গৃহাশ্রমার্থী ব্যক্তি স্বজাতীয়া অজুগুপ্সিতা অর্থাৎ সৎকুলোৎপন্না ও সুলক্ষণা এবং বয়ঃকনিষ্ঠা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন। পরে যদি অন্যা স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহাকে প্রথম বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রীর পশ্চাৎ বর্ণ ক্রমে বিবাহ করিবেন ॥ ৩৬ ॥

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্ ॥ ৩৭ ॥

ইজ্যাধ্যয়নদানানি (ইজ্যা যাগঃ অধ্যয়নং গুরুমুখাৎ শ্রবণং, দানঞ্চ, এতানি) সর্ব্বেষাং চ দ্বিজন্মনাং (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্ আবশ্যকাঃ ধর্ম্মাঃ) প্রতিগ্রহঃ (দানাদেঃ স্বীকারঃ) অধ্যাপনং যাজনঞ্চ ব্রাহ্মণস্য এব (ধর্ম্মঃ) ॥ ৩৭ ॥

যজ্ঞ অধ্যয়ন এবং দান এই তিনটি সর্ব্ব দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আবশ্যকীয় ধর্ম্ম এবং প্রতিগ্রহ অধ্যাপন ও যাজন এই তিনটি কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদম্ ।
অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্ব্বা দোষদৃক্ তয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রতিগ্রহং তপস্তেজোযশোনুদং (তপসঃ তেজসঃ যশসশ্চ বিঘাতকং) মন্যমানঃ (জনঃ) অন্যাভ্যাং (যাজনাধ্যাপনাভ্যাং) এব জীবেত। তয়োঃ (যাজনাধ্যাপনয়োঃ দোষদৃক্ কার্পণ্যাদিদোষং পশ্যন্) শিলৈঃ (স্বামিত্যক্তক্ষেত্রপতিতকণিশৈঃ) বা (জীবেত) ॥ ৩৮ ॥

যিনি প্রতিগ্রহকে তপস্যা তেজ ও যশের নাশক বলিয়া মনে করিবেন, তিনি অন্য উপায় দ্বারা অর্থাৎ যাজন ও অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। এবং যিনি এই উভয়েও কার্পণ্যাদি দোষ দৃষ্ট করিবেন তিনি শিল দ্বারা অর্থাৎ স্বামিত্যক্ত ক্ষেত্রপতিত শস্যকণা সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।

কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥ ৩৯ ॥

ব্রাহ্মণস্য তু অয়ং দেহঃ ক্ষুদ্রকামায় (তুচ্ছবিষয়সুখায) ন (কিন্তু) ইহ (লোকে) কৃচ্ছ্রায় (জীবিকাজনিতকৃচ্ছ্রং প্রাপ্তুং) তপসে চ প্রেত্য মরণান্তরং পরলোকে) অনন্তসুখায় চ ॥ ৩৯ ॥

ব্রাহ্মণের এই দেহ তুচ্ছ বিষয়সুখের উপযুক্ত নয়। কিন্তু ইহলোকে জীবিকাজনিত কষ্ট স্বীকার ও তপস্যার নিমিত্ত এবং পরকালে অনন্ত সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্ম্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।
ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্
নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥ ৪০ ॥

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা (শিলবৃত্ত্যা উঞ্ছবৃত্ত্যা বিপণ্যাদিপতিতশস্যকণোপাদানেন চ) পরিতুষ্টচিত্তঃ (তথা) মহান্তম্ (আতিথ্যাদিলক্ষণং) বিরজং (নিষ্কামং) ধর্ম্মং (মোক্ষহেতুত্বাৎ) জুষাণঃ (জুষমাণঃ জনঃ) ময়ি অর্পিতাত্মা গৃহে এব তিষ্ঠন্ নাতিপ্রসক্তঃ (অতিশয়েন রাগমকুর্ব্বন্) শান্তিম্ উপৈতি (মোক্ষাধিকারী ভবতি) ॥৪০॥

(শিলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্ট ব্যক্তির মোক্ষফল বলিতেছেন—) যিনি ক্ষেত্রপতিত শস্যকণা সংগ্রহরূপ শিলবৃত্তি এবং বিপণ্যাদিপতিত শস্যকণা সংগ্রহরূপ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা পরিতুষ্টচিত্ত হইয়া এবং নিষ্কাম ও আতিথ্যাদিলক্ষণ মোক্ষহেতুক ধর্ম্মকে আশ্রয় পূর্ব্বক আমাতে অর্পিতাত্মা এবং অনাসক্ত হয়েন, তিনি গৃহে অবস্থান করিলেও শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪০ ॥

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম্।

তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ ॥ ৪১ ॥

যে মৎপরায়ণং সীদন্তং বিপ্রম্ ( ইতি উপলক্ষণং মৎপরায়ণং ভক্তং বং কমপি ) সমুদ্ধরন্তি (দারিদ্র্যাদুত্তারয়ন্তি) তান্ অর্ণবাৎ নৌ ইব আপদ্ভ্যঃ নচিরাৎ ( শীঘ্রম্ ) উদ্ধরিষ্যে ॥ ৪১ ॥

যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা মদীয় ভক্ত যে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, আমি তাহাদিগকে নৌকা যেমন সমুদ্র হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ বিপদ হইতে অচিরাৎ উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বাঃ সমুদ্ধরেদ্রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্ ।
এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চ্চসা ।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥ ৪২ ॥

রাজা সর্ব্বাঃ প্রজাঃ ব্যসনাৎ পিতা ইব সমুদ্ধরেৎ। যথা গজপতিঃ গজান্ ( তথা ) ধীরঃ ( ধৈর্য যুক্তঃ রাজা ) আত্মানম্ আত্মনা ( স্বেনৈব সমুদ্ধরেৎ )। এবংবিধঃ নরপতিঃ ইহ কৃৎস্নং ( সমগ্রম্ ) অশুভং বিধূয় অর্কবর্চ্চসা ( অর্কস্যেব বর্চ্চঃ তাদৃশেন ) বিমানেন ( বিমানমারুহ্য ইত্যর্থঃ ) ইন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥ ৪২ ॥

রাজা প্রজাসকলকে সর্ব্বদা পিতার ন্যায় বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। গজপতি যেমন গজসকলকে রক্ষা করে, তদ্রূপ ধৈর্য্যসম্পন্ন রাজা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিবেন। এবম্বিধ নৃপতি ইহলোকে সমুদায় অমঙ্গল নাশ করিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত ক্রীড়া করিয়া আনন্দিত হয়েন॥ ৪২॥

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ ।
খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥

বিপ্রঃ সীদন্ বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈঃ ( বিক্রয়াৰ্হৈঃ ) এব আপদং তরেৎ আপদাক্রান্তঃ ( বিপদ্গ্রস্তঃ সন্ ) খড়্গেন ( ক্ষত্রিয়বৃত্ত্যা ) ( আপদং তরেদিতি যোজনা ) কথঞ্চন শ্ববৃত্ত্যা ( নীচসেবয়া ) ন ॥ ৪৩ ॥

ব্রাহ্মণ দারিদ্র্য নিমিত্ত অবসন্ন হইলে, বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পণ্যাদি ক্রয় বিক্রয় দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। যদি ইহাতেও আপদগ্রস্ত থাকেন, তবে খড়্গ ধারণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৃত্তি আশ্রয় করিবেন, কিন্তু কখন শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচসেবা অবলম্বন করিবেন না ॥ ৪৩ ॥

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াপদি।
চরেদ্বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৪ ॥

রাজন্যঃ ( ক্ষত্রিয়ঃ ) আপদি বৈশ্যবৃত্ত্যা ( বা ) মৃগয়য়া ( জীবেৎ ) বা বিপ্ররূপেণ ( অধ্যাপনাদিনা ) চরেৎ, শ্ববৃত্ত্যা ( নীচসেবয়া ) কথঞ্চন ন ( চরেৎ ) ॥ ৪৪ ॥

ক্ষত্রিয় বিপদে পতিত হইলে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা কিম্বা মৃগয়া দ্বারা অথবা বিপ্রকার্য্য অধ্যাপনাদি দ্বারা দারিদ্র্যরূপ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তথাপি কখন নীচ-সেবারত হইবেন না ॥ ৪৪ ॥

শূদ্রবৃত্তির্ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্ম্মণা ॥ ৪৫ ॥

বৈশ্যঃ ( আপদি ) শূদ্রবৃত্তিঃ ভবেৎ, শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্ আশ্রিত্য ( জীবেৎ ) কৃচ্ছ্রাৎ মুক্তঃ ( সন্ ) গর্হ্যেণ ( নিন্দ্যেন ) কর্ম্মণা বৃত্তিং ন লিপ্সেত ॥ ৪৫ ॥

বৈশ্য আপদগ্রস্ত হইলে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং শূদ্র আপৎকালে কারুবৃত্তি ও কটাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু আপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া আর নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা লাভ ইচ্ছা করিবেন না ॥ ৪৫ ॥

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ ॥ ৪৬ ॥

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈঃ ( বেদাধ্যায়ঃ ব্রহ্মযজ্ঞঃ তেন ঋষীন্ স্বধাকারেণ পিতৄন্ স্বাহাকারেণ দেবান্ বলিভিঃ ভূতানি অন্নাদ্যৈঃ মনুষ্যান্ ) মদ্রূপাণি ( বিভাব্য ) দেবর্ষিপিতৃভূতানি যথোদয়ং (যথাবিভূতি) অন্বহং যজেৎ ॥ ৪৬ ॥

( সকলের বৃত্তির ব্যবস্থা বলিয়া গৃহাশ্রমীর অত্যাবশ্যকীয় পঞ্চযজ্ঞ বলিতেছেন— ) গৃহী ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণকে, স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে, স্বাহা দ্বারা দেবগণকে বলি দ্বারা ভূতগণকে এবং অন্ন দ্বারা মনুষ্যাদিগকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রতিদিন যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৪৬ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥ ৪৭ ॥

( গৃহী ) যদৃচ্ছয়া ( উদ্যমং বিনা ) উপপন্নেন, (উপার্জ্জিতেন) শুক্লেন (স্ববৃত্ত্যা লব্ধেন শুদ্ধেন ) ধনেন বা ভৃত্যান্ ( পোষ্যান্ ) অপীড়য়ন্ ন্যায়েন এব ( নীত্যৈব ) ক্রতূন্ ( পঞ্চযজ্ঞান্ ) আহরেৎ ॥ ৪৭ ॥

( আবশ্যক ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্ম বলিতেছেন—) গৃহী ব্যক্তি বিনা উদ্যোগে প্রাপ্ত অথবা স্ববৃত্তিলব্ধ ধন দ্বারা পোষ্যগণকে প্রতিপালন করিয়া ন্যায়ানুসারে পঞ্চযজ্ঞের আহরণ করিবে ॥ ৪৭ ॥

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি ।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ৪৮ ॥

বিপশ্চিৎ ( বিদ্বান্ ) কুটুম্বী অপি কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ( ন আসক্তো ভবেৎ ) ন প্রমাদ্যেৎ ( ঈশ্বরনিষ্ঠায়াং প্রমত্তো ন ভবেৎ ) দৃষ্টবৎ ( দৃষ্টম্ ঐহিকমিব ) অদৃষ্টং ( পারলৌকিকম্ ) অপি নশ্বরং পশ্যেৎ ॥ ৪৮ ॥

( গৃহী ব্যক্তির নিবৃত্তিনিষ্ঠা বলিতেছেন—) বিদ্বান গৃহী ব্যক্তি কুটুম্বী হইয়াও কুটুম্বে আসক্ত হইবে না, ঈশ্বরনিষ্ঠা বিষয়ে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে, এবং দৃষ্ট বস্তু যেমন নশ্বর তদ্রূপ অদৃষ্ট বস্তুকেও নশ্বর জ্ঞান করিবে ॥ ৪৮ ॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥ ৪৯ ॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং ( পুত্রাণাং দারাণাং বন্ধূনাঞ্চ একত্র ) সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ ( পান্থানাং প্রপায়াং সঙ্গম ইব ) । নিদ্রানুগঃ ( নিদ্রানুবর্ত্তী ) স্বপ্নঃ ( নিদ্রাপায়ে ) যথা ( তথা ) এতে ( মমতাস্পদীভূতাঃ পুত্রাদয়ঃ ) অনুদেহং ( প্রতিদেহং ) বিয়ন্তি ( নশ্যন্তি ) ॥ ৪৯ ॥

পুত্র স্ত্রী, আত্মীয়, ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গম তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর ॥ ৪৯ ॥

ইত্থং পরিমৃশন্ মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্ ।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৫০ ॥

ইত্থং পরিমৃষন্ মুক্তঃ ( অনাসক্তঃ ) গৃহেষু অতিথিবৎ ( উদাসীনঃ ) বসন্ নির্ম্মমো ( মমেত্যাবায়ৎ মমতাশূন্য ইত্যর্থঃ ) নিরহঙ্কৃতঃ ( সন্ ) গৃহৈঃ ন অনুবধ্যেত ॥ ৫০ ॥

এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

ভক্তিমান্ ( জনঃ ) গৃহমেধীয়ৈঃ কর্ম্মভিঃ মাম্ ইষ্ট্বা ( গৃহাশ্রম এব ) তিষ্ঠেৎ বা বনং উপবিশেৎ বা প্রজাবান ( যদি তর্হি ) পরিব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

ভক্তিমান্ ব্যক্তি গৃহমেধীয় কর্ম্মসমূহ দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া গৃহে বাস করুন বা বনবাসীই হউন হইবেন। কিন্তু প্রজাবান হইলে অর্থাৎ পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন ॥ ৫১ ॥

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে ॥ ৫২ ॥

যঃ তু গেহে আসক্তমতিঃ পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ ( পুত্রৈষণয়া বিত্তৈষণয়া চ আতুরঃ ) স্ত্রৈণঃ কৃপণধীঃ মূঢ়ঃ ( সঃ ) অহং মম ইতি বধ্যতে ॥ ৫২ ॥

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তমতি এবং পুত্রাভিলাষে ও ধনাভিলাষে আতুর ও স্ত্রৈণ এবং অল্পবুদ্ধি সেই মূঢ় ব্যক্তি আমি ও আমার এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয় ॥ ৫২ ॥

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

অহো মে বৃদ্ধৌ পিতরৌ ( মাতা চ পিতা চ তৌ ইতি একশেষঃ ) বালাত্মজা ( বালাঃ আত্মজাঃ যস্যাঃ তাদৃশী ) ভার্য্যা আত্মজাঃ পুত্রাদয়ঃ মাম্ ঋতে অনাথাঃ দীনাঃ ( অতঃ ) দুঃখিতাঃ কথং জীবন্তি ॥ ৫৩ ॥

হায়! আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা, শিশুসন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥ ৫৪ ॥

এবং ( প্রকারেণ ) গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ঃ ( গৃহেষু আশয়ঃ বাসনা তেন আ সর্ব্বতঃ ক্ষিপ্তং হৃদয়ং যস্য সঃ ) মূঢ়ধীঃ (মন্দবুদ্ধিঃ) অয়ং অতৃপ্তঃ তান্ ( পুত্রাদীন্ ) অনুধ্যায়ন্ মৃতঃ ( সন্ ) অন্ধং তমঃ ( অতিতামসীং যোনিং ) বিশতে ॥ ৫৪ ॥

এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্র কন্যাদিকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর অন্ধ নামক অতিতামসী যোনিতে প্রবেশ করে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বর্ণাশ্রমবিভাগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

# অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ॥ ১ ॥

বণং বিবিক্ষুঃ শান্তঃ (জনঃ) পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য বা (অথবা ভার্য্যয়া) সহ এব আয়ুষঃ তৃতীয়ং ভাগং (পঞ্চসপ্ততিবর্ষপর্য্যন্তং) বনে এব বসেৎ ॥ ১ ॥

বনবাসেচ্ছু শান্ত ব্যক্তি পঞ্চাশদ্ বর্ষপর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদি গ্রহণ পুর্ব্বক গৃহে বাস করিয়া ভোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল কিঞ্চিৎ বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলে ভার্য্যাকে পুত্রগণের নিকট রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া পঞ্চসপ্ততিবৎসর পর্য্যন্ত বানপ্রস্থাশ্রমী হইবে ॥ ১ ॥

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা ॥ ২ ॥

মেধ্যৈঃ বন্যৈঃ কন্দমূলফলৈঃ বৃত্তিং (জীবিকাং) প্রকল্পয়েৎ (সম্পাদয়েৎ) বল্কলং তৃণপর্ণাজিনানি বা বাসঃ বসীত (পরিদধীত) ॥ ২ ॥

বনজাত পবিত্র কন্দ মূল ও ফলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এবং বল্কল তৃণ, পত্র, অথবা মৃগাদির চর্ম্ম পরিধান করিবে ॥ ২ ॥

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্দতঃ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥ ৩ ॥

স্থণ্ডিলেশয়ঃ (ভূমিশায়ী) কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াৎ দতঃ (দন্তান্) ন ধাবেৎ (ন শোধয়েৎ) ত্রিকালং অপ্সু মজ্জেত (মুষলবৎ স্নায়াৎ) ॥ ৩ ॥

বনবাসী ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন, কেশ, লোম, নখ ও শ্মশ্রু ধারণ করিবে, আর সেই ব্যক্তি দন্ত ধাবণ করিবে না ও ত্রিকালীন স্নান করিবে ॥ ৩ ॥

গ্রীষ্মে তপোত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড় জলে।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবংবৃত্তস্তপশ্চরেৎ ॥ ৪ ॥

গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নীন্ ( সূর্য্যেণ সহ চতুর্দ্দিশমগ্নীন্ নিধায় আত্মানং তপোক্ত (তাপয়েৎ)। বর্ষাসু আসারষাট্ ( আসারং ধারাসম্পাতং সহতে যঃ সঃ ইতি ) শিশিরে জলে আকণ্ঠমগ্নঃ এবংবৃত্তঃ ( সন্ ) তপঃ চরেৎ। ৪ ॥

গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক, বর্ষাকালে বৃষ্টি ধারায় ভিজিয়া ও শীতের সময় জলে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া, তপস্যা করিবে ॥ ৪ ॥

অগ্নিপক্কং সমশ্নীয়াৎ কালপক্কমথাপি বা।
উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা ॥ ৫ ॥

উলূখলাশ্মকুট্টঃ বা ( উলূখলেন অশ্মনা বা কুট্টয়তি কণ্ডয়তি যঃ সঃ ) দন্তোলূখলঃ ( দন্তাঃ এব উলূখলং যস্য সঃ ) এব বা অগ্নিপক্কং অথ কালপক্কম্ অপি বা সমশ্নীয়াৎ। ৫ ॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি উলূখল, প্রস্তরখণ্ড অথবা দন্ত দ্বারা পেষিত তণ্ডুল অগ্নিতে পাক করিয়া কিম্বা যথাসময়ে পক্ক শস্যাদি ভোজন করিবে ॥ ৫ ॥

স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ সর্ব্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্।
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

বনাশ্রমী দেশকালবলাভিজ্ঞঃ ( সন্ ) আত্মনঃ বৃত্তিকারণং সর্ব্বং স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ অন্যদা আহৃতং ( দ্রব্যং ) ন আদদীত ( গৃহ্ণীয়াৎ ) ॥ ৬ ॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি দেশ ও কালের বলাবল পরিজ্ঞাত হইয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত দ্রব্যই সংগ্রহ করিবে, সময়ান্তরে আহৃতদ্রব্য সময়ান্তরে গ্রহণ করিবে না ॥ ৬ ॥

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান্।
ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী ॥ ৭ ॥

বনাশ্রমী ( ব্যক্তিঃ ) বন্যৈঃ ( বনোদ্ভবৈঃ ) চরুপুরোডাশৈঃ ( নীবারাদিভিঃ এব উৎপন্নাঃ যে চরুপুরোডাশাঃ তৈঃ ) কালচোদিতান্ ( অগ্রয়ণাদীন্ নবান্নপ্রাশনার্থবৈদিককর্ম্মাণি ) নির্ব্বপেৎ ( কুর্য্যাৎ ) শ্রৌতেন ( শ্রুত্যুক্তেন ) পশুনা তু মাং ন যজেত ॥ ৭ ॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি বনজাত চরু ও পুরোডাশাদি দ্বারা নবান্নাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বৈদিক কার্য্য করিবে, কিন্তু বেদোক্ত পশু প্রদান দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে না ॥ ৭ ॥

অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ ।
চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ ॥ ৮ ॥

নৈগমৈঃ ( বেদজ্ঞৈঃ ) মুনেঃ ( বানপ্রস্থস্য ) অগ্নিহোত্রং চ দর্শঃ চ পূর্ণমাসঃ চ চাতুর্ম্মাস্যানি চ পূর্ব্ববৎ ( গৃহস্থবৎ ) আম্নাতানি ( বিহিতানি ) চ ॥ ৮ ॥

বনাশ্রমী ব্যক্তির অগ্নিহোত্র, অমাবস্যা সাধ্য ও পূর্ণিমা সাধ্য যজ্ঞ, এবং চাতুর্মাস্য কর্ম্ম গৃহস্থের ন্যায় বেদজ্ঞ কর্তৃক বিহিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্ ॥ ৯ ॥

ধমনিসন্ততঃ ( ধমনিভিঃ শিরাভিঃ সন্ততঃ ব্যাপ্তঃ ) মুনিঃ এবং ( পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ ) চীর্ণেন ( অনুষ্ঠিতেন ) তপসা তপোময়ং মাম্ আরাধ্য ঋষিলোকাৎ ( মহর্লোকং প্রাপ্য মাম্ ) উপৈতি ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ৯ ॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যাবজ্জীবন ভগবানের সন্তোষজনক তপস্যা দ্বারা শিরাবিশিষ্ট অর্থাৎ শুষ্কদেহ হইয়া তপোময় আমার আরাধনা করিয়া মহরাদি-লোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯ ॥

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ ।
কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ ॥ ১০ ॥

যঃ এতৎ কৃচ্ছ্রতঃ ( ক্লেশেন ) চীর্ণম্ ( অনুষ্ঠিতং ) মহৎ নিঃশ্রেয়সং ( মোক্ষম্ ) অল্পীয়সে ( আবিরিঞ্চাৎ অল্পম্ এব তস্মৈ ) কামায় যুঞ্জ্যাৎ ততঃ ( তস্মাৎ ) অপরঃ বালিশঃ ( অজ্ঞঃ ) কঃ ( অস্তি ) ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি অতিকষ্টসাধ্য উৎকৃষ্ট ভগবৎপ্রাপ্তি রূপ মুক্তিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিকৃষ্ট ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হয় তাহা অপেক্ষা জগতে অধিক-তর অজ্ঞ আর কে আছে ॥ ১০ ॥

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ ॥ ১১ ॥

যদা অসৌ নিয়মে ( সংসারত্যাগরূপে ) অকল্পঃ ( অসমর্থঃ অতঃএব ) জরয়া জাতবেপথুঃ ( জাতঃ বেপথুঃ কম্পঃ যস্য সঃ তদা ) মচ্চিত্তঃ ( সন্ ) আত্মনি অগ্নীন্ সমারোপ্য অগ্নিং সমাবিশেৎ ( প্রবিশেৎ ) ॥ ১১ ॥

যদি ঐ ব্যক্তি নিয়মে অর্থাৎ সংসারত্যাগে অসমর্থ অতএব জরায় কম্পিত কলেবর হয়, তাহা হইলে আমাতে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নি আরোপ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ॥ ১১ ॥

যদা ধর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু ।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ ॥ ১২ ॥

যদা (যদি) ধর্ম্মবিপাকেষু (ধর্ম্মপ্রাপ্যেষু) লোকেষু (ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তেষু) নিরয়াত্মসু (দুঃখোদর্কেষু) বিরাগঃ জায়তে (তদা) সম্যক্ ন্যস্তাগ্নিঃ (সন্) ততঃ (কর্ম্মণঃ বর্ণাশ্রমাদ্ বা) প্রব্রজেৎ ॥ ১২ ॥

যদি আশ্রমী ব্যক্তির ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দুঃখপ্রদ বোধে সেই সেই বস্তুতে বিরাগ জন্মে, তাহা হইলে পুত্রাদিকে অগ্নিরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, আশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদুপাসনায় রত হইবে ॥ ১২ ॥

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্ব্বস্বমৃত্বিজে ।
অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥

যথোপদেশং (শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বকং মার্গশীর্ষাদিমাসচতুষ্টয়ে কৃষ্ণপক্ষীয়াষ্টমীসম্ভবং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধাষ্টকং তৎপূর্ব্বং যথা স্যাৎ তথা) মাম্ ইষ্ট্বা ঋত্বিজে সর্ব্বস্বং দত্ত্বা স্বপ্রাণে (আত্মনি) অগ্নীন্ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ (সন্) পরিব্রজেৎ (প্রব্রজ্যাশ্রমং গচ্ছেৎ) ॥ ১৩ ॥

শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রাজাপত্যাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া সমস্ত দ্রব্য ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নির আবেশ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে অপেক্ষাশূন্য হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে ॥ ১৩ ॥

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ ।
বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্ ॥ ১৪ ॥

সন্ন্যসতঃ বিপ্রস্য বৈ দেবাঃ দারাদিরূপিণঃ (দারাদিষু আবিষ্টাঃ সন্তঃ) বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্তি হি (যতঃ) অয়ং (জনঃ) অস্মান্ আক্রম্য (অতিক্রম্য) পরং (ব্রহ্ম) সমিয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসকালে দেবতারা স্ত্রীপুত্রাদিতে আবিষ্ট হইয়া নানা বিঘ্ন প্রদান করে; কারণ তাঁহাদিগের বোধ যে "ইহারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আমাদিগকে নিকৃষ্ট হইতে হইবে" ॥ ১৪ ॥

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্ব্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥ ১৫ ॥

মুনিঃ চেৎ ( যদি ) পরং ( কৌপীনাৎ অন্যৎ বাসঃ ধারয়িতুম্ ইচ্ছতি তর্হি ) কৌপীনাচ্ছাদনং ( কৌপীনম্ আচ্ছাদ্যতে যাবতা তাবন্মাত্রং ) বাসঃ বিভৃয়াৎ অনাপদি দণ্ডপাত্রাভ্যাম্ অন্যৎ ত্যক্তং কিঞ্চিৎ ন বিভৃয়াৎ ॥ ১৫ ॥

সন্ন্যাসাশ্রমী ব্যক্তির বস্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলে কৌপীন আচ্ছাদিত হয় এরূপ বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে এবং নিরাপদ সময়ে দণ্ড ও কমণ্ডলু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥

দৃষ্টিপূতং পাদং ন্যসেৎ বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ সত্যপূতাং বাচং বদেৎ মনঃপূতং সমাচরেৎ ( মনসা সম্যগ্ বিচার্য্য যৎ শুদ্ধং তৎ আচরেৎ ) ॥ ১৬ ॥

সন্ন্যাসী ব্যক্তি গমন সময়ে পিপীলিকাদি বর্জ্জিত স্থানে পাদ বিহরণ, জল দেখিয়া বা অপরিষ্কৃত হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পান, সত্য বাক্য উচ্চারণ এবং বিচার করিয়া কার্য্য করিবে, যথেচ্ছাচারে কোন কার্য্য করিবে না ॥ ১৬ ॥

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ ॥ ১৭ ॥

অঙ্গ ( হে উদ্ধব ), বাগ্দেহচেতসাং মৌনানীহানিলায়ামাঃ ( মৌনং বাচঃ দণ্ড ) অনীহা কাম্যকর্ম্মত্যাগঃ দেহস্য দণ্ডঃ, অনিলায়ামঃ প্রাণায়ামঃ চেতসঃ দণ্ডঃ ) এতে ( ত্রয়ঃ ) দণ্ডাঃ হি যস্য নঃ সন্তি ( সঃ ) বেণুভিঃ ( বংশজাতৈঃ দণ্ডৈঃ ন যতি ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বন দ্বারা বাক্য সংযম, কাম্যকর্ম্মত্যাগ দ্বারা দেহসংযম ও প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তসংযম করিতে পারে না, সে ব্যক্তি কেবল বংশজাত দণ্ড ধারণ করিয়া যতি হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ।
সপ্তাগারানসংক্লৃপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা ॥ ১৮ ॥

চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ ( অভিশপ্তপতিতান্ ) বর্জ্জয়ন্ অসংকল্পিতান্ ( অত্রায়ং লাভঃ ভবিষ্যতি ইতি পূর্ব্বম্ অনুদ্দিষ্টান্ ) সপ্তাগারান্ ভিক্ষাং চরেৎ ( পুনঃ ) তাবতা লব্ধেন তুষ্যেৎ ॥ ১৮ ॥

চারিবর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত ও পতিত বর্জ্জন পূর্ব্বক অনির্দ্দিষ্ট সাতটি গৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাতেই সন্তোষ থাকিবে ॥ ১৮ ॥

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্॥ ১৯ ॥

( গ্রামাৎ ) বহিঃ জলাশয়ং গত্বা তত্র ( অপঃ ) উপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ ( সন্ ) আহৃতং পাবিতং ( প্রোক্ষণাদিভিঃ শোধিতম্ অন্নং বিষ্ণুব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ ) বিভজ্য অশেষং ( ভোজনপাত্রে অবশিষ্টং ন রক্ষণীয়ং ) শেষং ভুঞ্জীত ॥ ১৯ ॥

গ্রামের বাহিরে জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া স্নান ও আচমনাদি করিয়া আহৃত দ্রব্য বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সূর্য্যের উদ্দেশে দানানন্তর প্রাণিগণকে কিয়দংশ প্রদান করিয়া পাত্রে অবশিষ্ট না থাকে এরূপ ভাবে অবশেষ ভোজন করিবে ॥ ১৯ ॥

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ২০ ॥

আত্মক্রীড়ঃ ( আত্মনি এব ক্রীড়া কৌতুকং যস্য সঃ ) আত্মরতঃ ( আত্মনি এব চ রতঃ সন্তুষ্টঃ ) আত্মবান্ ( ধীরঃ ) সমদর্শনঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ নিঃসঙ্গঃ ( সর্ব্বত্র চরন্ অপি কুত্র অপি ন আসক্তঃ ) এতাং মহীম্ একঃ ( এব ) চরেৎ ॥ ২০ ॥

আত্মানন্দে সর্ব্বদা আনন্দিত, আত্মাতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, ধৃতিযুক্ত, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি, সংযতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াও কোন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া একাকী এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ॥ ২০ ॥

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥ ২১ ॥

বিবিক্তক্ষেমশরণঃ ( বিবিক্তং বিজনং ক্ষেমং নির্ভয়ং শরণং স্থানং যস্য সঃ ) মদ্ভাববিমলাশয়ঃ ( ময়ি ভাবেন বিমলঃ আশয়ঃ যস্য সঃ ) মুনিঃ ময়া পরমাত্মনা অভেদেন একম্ আত্মানং ( জীবাত্মানং ) চিন্তয়েৎ ॥ ২১ ॥

মুনি বিজন ও নির্ভয়স্থানে অবস্থিতি করিয়া মদীয় ভক্তি দ্বারা বিমলান্তঃকরণ হইয়া আমার সহিত অভিন্নভাবে একমাত্র আত্মাকেই চিন্তা করিবে ॥ ২১ ॥

অণ্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ ॥ ২২ ॥

( মুনিঃ ) জ্ঞাননিষ্ঠয়া ( আত্মস্মরণেন ) আত্মনঃ বন্ধং মোক্ষং চ (এব) অণ্বীক্ষেত ( চিন্তয়েৎ ) ইন্দ্রিয়বিক্ষেপঃ ( ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যম্ ) বন্ধঃ, এষাম্ ( ইন্দ্রিয়াণাং ) চ সংযমঃ মোক্ষঃ ॥ ২২ ॥

মুনি জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আপনার বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবে। ইন্দ্রিয় সকলের বিক্ষেপের নামই বন্ধ এবং ইন্দ্রিয়সংযমের নামই মোক্ষ॥ ২২ ॥

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্ বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধ্বাত্মনি সুখং মহৎ ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ ( ইন্দ্রিয়বিক্ষেপস্য বন্ধত্বাৎ ) ষড়্ বর্গং ( ষড়িন্দ্রিয়বৃন্দং ) নিয়ম্য মদ্ভাবেন ( সর্ব্বত্র মদ্ভাবনয়া ) ক্ষুদ্রকামেভ্যঃ বিরক্তঃ মুনিঃ আত্মনি মহৎ সুখং লব্ধ্বা চরেৎ ॥ ২৩॥

মুনি ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষেপই বন্ধনের কারণ জানিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া আমার চিন্তা দ্বারা ক্ষুদ্র বিষয়লালসা হইতে বিরক্ত হইয়া মহৎ মদীয় সুখ লাভ পূর্ব্বক বিচরণ করিবে॥ ২৩॥

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্ ॥ ২৪ ॥

সার্থান্ ( যাত্রিকজনসমূহান্ ) পুরগ্রামব্রজান্ ( পুরাণি হট্টাদিমন্তি গ্রামাঃ তদ্রহিতাঃ ব্রজাঃ গোষ্ঠাণি তান্ ) ভিক্ষার্থং প্রবিশন্ পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রম-বতীং মহীং চরেৎ ॥ ২৪ ॥

পবিত্রদেশ নদী পর্ব্বত বন ও আশ্রম বিশিষ্ট প্রদেশ সকল হট্টবিশিষ্ট গ্রাম ও হট্টাদি রহিত গ্রাম এবং গোষ্ঠে ভিক্ষার নিমিত্ত বিচরণ করিবে॥ ২৪ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা ॥ ২৫ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষু অভীক্ষ্ণং ( নিরন্তরং ) ভৈক্ষম্ আচরেৎ ( যতঃ ) অসম্মোহঃ ( নিবৃত্তমোহঃ জনঃ ) শিলান্ধসা ( শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন তদীয়েন বানপ্রস্থসম্বন্ধিনা অন্ধসা অন্নেন ) শুদ্ধসত্ত্বঃ ( সন্ ) আশু সংসিধ্যতি ॥ ২৫ ॥

বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয় ; কারণ নিবৃত্তমোহ ব্যক্তি বিহিত ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করে ॥ ২৫ ॥

নৈতদ্বস্তুতয়া পশ্যেদ্দৃশ্যমানং বিনশ্যতি।
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥ ২৬ ॥

( বনাশ্রমী ) এতদ্দৃশ্যমানং ( মিষ্টান্নাদি বস্তুতয়া ) ন পশ্যেৎ ( যতঃ ) বিনশ্যতি ; ( অতঃ ) ইহ অমুত্র ( চ ) অসক্তচিত্তঃ ( সন্ ) চিকীর্ষিতাৎ ( তদর্থকৃত্যাকৃত্যাৎ মিষ্টান্নাদ্যর্থপরিশ্রমাৎ ) বিরমেৎ ॥ ২৬ ॥

বনাশ্রমী ব্যক্তি, মিষ্টান্নাদি দৃশ্যমান বস্তু দর্শন করিবে না, যেহেতু সেই সকল বস্তুতে আসক্ত হইলেই বিনষ্ট হইতে হইবে। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক সুখদায়ক মিষ্টান্নাদি বস্তুতে আসক্ত না হইয়া ভোগ্য বস্তু লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইবে ॥ ২৬ ॥

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্প্রাণসংহিতম্।
সর্ব্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ ॥ ২৭ ॥

যৎ এতৎ ( মমতাস্পদং ) জগৎ মনোবাক্প্রাণসংহিতং ( মনোবাক্-প্রাণৈঃ সংহিতং সমাহিতম্ অহঙ্কারাস্পদং শরীরং চ ) সর্ব্বং ( তজ্জন্যসুখং চ ) মায়েতি ( মায়ামাত্রমিতি মায়য়াত্র ) আত্মনি ( অধ্যাসিতম্ ইতি ) তর্কেণ ( স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তেন ) ত্যক্ত্বা স্বস্থঃ ( আত্মনিষ্ঠঃ সন্ পুনঃ ) তৎ ( বর্ত্তমানম্ অতীতং চ মিষ্টান্নাদিকং ) ন স্মরেৎ ( ন চিন্তয়েৎ ) ॥ ২৭ ॥

এই যে মমতাস্পদ জগৎ এবং মন, বাক্য ও প্রাণাদির সহিত বর্ত্তমান অহং-কারাত্মক শরীর এবং তজ্জন্য সুখদুঃখাদি সমস্ত আত্মাতে মায়া দ্বারা অধ্যাসিত, এই রূপ বিচার দ্বারা ঐ সকল ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি, বর্ত্তমান ও অতীত ভোগ্য কোন বস্তুর স্মরণ করিবে না ॥ ২৭ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ ২৮ ॥

বিরক্তঃ ( বহির্বিষয়ে বিরক্তঃ ) জ্ঞাননিষ্ঠঃ বা পরিপক্বজ্ঞানবান্ মোক্ষেঽপি ) অনপেক্ষকঃ ( নিরপেক্ষঃ ) মদ্ভক্তঃ ( উৎপন্নপ্রেমা এব ভক্তঃ ) সলিঙ্গান্ ( ত্রিদণ্ডাদি-

সহিতান্ আশ্রমান্ ধর্ম্মান্ ) ত্যক্ত্বা অবিধিগোচরঃ ( সন্ ) চরেৎ (বিধিকিঙ্করঃ ন স্যাৎ ) ॥ ২৮ ॥

সাংসারিক বিষয়ে বিরাগযুক্ত মুক্তিবিষয়ে নিরপেক্ষ, আমাতে প্রেমভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কোন বিধির কিঙ্কর না হইয়া বিচরণ করিবে। আর যাহাদের আমাতে গাঢ় প্রেম জন্মে নাই এবম্বিধ ব্যক্তি ত্রিদণ্ড-ধারণরূপ আশ্রমের ধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া অন্য বিধিনিষেধ ত্যাগানন্তর বিচরণ করিবে ॥ ২৮ ॥

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥ ২৯ ॥

বুধঃ ( বিবেকবান্ মানাপমানজ্ঞানবান্ অপি ) বালকবৎ (মানাপমানবিবেকশূন্যঃ) ক্রীড়েৎ। কুশলঃ ( নিপুণঃ ) জড়বৎ (ফলানুসন্ধানাভাবেন) চরেৎ। বিদ্বান্ (পণ্ডিতঃ) উন্মত্তবৎ ( লোকরঞ্জনাভাবেন ) বদেৎ। নৈগমঃ ( বেদার্থবিজ্ঞঃ অপি ) গোচর্য্যাম্ ( অনিয়তাচারং ) চরেৎ ॥ ২৯ ॥

বিবেকী ব্যক্তি বালকের ন্যায় মানাপমানশূন্য হইয়া, নিপুণ ব্যক্তি জড়ের ন্যায় ফলানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া, পণ্ডিত ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় লোকসকলের মনো-রঞ্জন না করিয়া এবং বেদজ্ঞ ব্যক্তি গরুর ন্যায় অনিয়তাচারী হইয়া, বিচরণ করিবে ॥ ২৯ ॥

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৩০ ॥

( পরমহংসঃ জনঃ ) বেদবাদরতঃ ( কর্ম্মকাণ্ডব্যাখ্যানাদিনিষ্ঠঃ ) ন স্যাৎ পাষণ্ডী ( শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধার্থনিষ্ঠঃ ) ন ( স্যাৎ ) হৈতুকঃ ( কেবলতর্কনিষ্ঠঃ ) ন ( স্যাৎ ) শুষ্কবাদবিবাদে ('শুষ্কবাদে নিষ্প্রয়োজনগোষ্ঠ্যাং যঃ বিবাদঃ তস্মিন্) কঞ্চিৎ পক্ষং ন সমাশ্রয়েৎ। ৩০ ॥

পরমহংস ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যানাদি যুক্ত বেদবাক্য উচ্চারণে রত হইবে না, শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে না, কেবল তর্কে রত হইবে না এবং যে স্থানে নিষ্প্রয়োজন বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত দেখিবে সে স্থানে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে না ॥ ৩০ ॥

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্ন তু ।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ॥ ৩১ ॥

ধীরঃ জনাৎ ন উদ্বিজেত জনং তু ন উদ্বেজয়েৎ অতিবাদান্ ( দুরুক্তানি ) তিতিক্ষেত কঞ্চন ন অবমন্যেত ॥ ৩১ ॥

ধীর ব্যক্তি লোকের উদ্বেগ জন্মাইবে না এবং আপনিও লোকসকল হইতে উদ্বিগ্ন হইবে না, অসৎ বাক্য সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে, কাহারও অবমান করিবে না ॥ ৩১ ॥

দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ ।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ ॥
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ ॥ ৩২ ॥

( জনঃ ) দেহমুদ্দিশ্য পশুবৎ কেন ( সহ অপি ) বৈরং ন কুর্য্যাৎ । যথা ইন্দুঃ উদপাত্রেষু ( উদকপাত্রেষু ) (এক এব) তথা ভূতেষু (অন্যেষু জীবেষু) আত্মনি (স্বস্মিন্ জীবে চ ) হি একঃ এব পরঃ আত্মা (পরমাত্মা ) অবস্থিতঃ ( ভবতি ) ভূতানি একাত্মকানি চ ( অতঃ ক বৈরং কার্য্যম্ ) ॥ ৩২ ॥

লোকসকল নশ্বর দেহের জন্য পশুর ন্যায় কাহার ও সহিত বৈরিতা আচরণ করিবে না । যখন একই আত্মা অন্য সমস্তজীবে ও আপনাতে অবস্থিত আছেন, যেরূপ চন্দ্রের একই কিরণ নানা উদক পাত্রে পতিত হয়, সেইরূপ একই পরমাত্ম সর্ব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, একই পরমাত্মা যখন নিজ বিভূতি দ্বারা সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, তখন কাহার সহিত শত্রুতা করিবে ॥ ৩২ ॥

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্ ॥ ৩৩ ॥

ধৃতিমান্ ব্যক্তি কালে (লাভকালে) অশনম্ অলব্ধ্বা ন ক্বচিৎ (কদাচিৎ) বিষীদেত কালে ( অলাভকালে ) অশনং লব্ধ্বা ন হৃষ্যেৎ ( যতঃ ) উভয়ং দৈবতন্ত্রিতং ( দৈবাধীনম্ ) ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয়ই ঈশ্বরাধীন জ্ঞান করিয়া ভোজন কালে ভোজ্যবস্তু প্রাপ্ত না হইলে তাহাতে কখনই বিষন্ন ও প্রাপ্ত হইলে আহ্লাদিত হইবে না ॥ ৩৩ ॥

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥ ৩৪ ॥

( জ্ঞানী জনঃ ) আহারার্থং সমীহেত ( যতঃ ) তৎ ( তস্য ) প্রাণধারণং ( ইন্দ্রিয়াণাং স্থিরীকরণং ) যুক্তম্ ( এব ) তেন ( প্রাণধারণেন ) তত্ত্বং বিমৃশ্যতে ( বিচার্য্যতে ) তৎ ( তত্ত্বং ) বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ( চ ) ॥ ৩৪ ॥

কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ভোজনের নিমিত্ত আশ্রমবিহিত দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, যে হেতু তাহাতেই প্রাণধারণ এবং প্রাণধারণ দ্বারাই তত্ত্ববিচার ও তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইবে। ৩৪ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ॥ ৩৫ ॥

মুনিঃ যদৃচ্ছয়া উপপন্নান্নম্ ( অযত্নাৎ উপস্থিতম্ অন্নম্ ) উত শ্রেষ্ঠং ( স্বাদু ) অপরং ( বিরসং বা যথা ) প্রাপ্তং তথা অদ্যাৎ ( যথা ) প্রাপ্তং বাসঃ শয্যাং ( চ ) তথা ( ব্যবহৃত্য ) ভজেৎ। ৩৫।

মুনিগণ উত্তমই হউক বা বিরসই হউক অযত্নলব্ধ অন্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিবে, এবং বস্ত্র ও শয্যাদি যেরূপ প্রাপ্ত হইবে তাহাই ব্যবহার করিবে। ৩৫ ॥

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥ ৩৬ ॥

ঈশ্বরঃ অহং যথা লীলয়া ( স্বেচ্ছয়া চরামি তথা ) জ্ঞানী ( মৎস্ফূর্ত্তিমান্ ) চোদনয়া ন তু ( বিধিকিঙ্করত্বেন কিন্তু স্বেচ্ছয়া ) শৌচম্ আচমনং স্নানম্ অন্যান্ চ নিয়মান্ চরেৎ॥ ৩৬ ॥

আমি ঈশ্বর যেরূপ নিজ ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করি, সেইরূপ জ্ঞানিগণও বিধি নিয়মের বাধ্য না হইলেও ইচ্ছানুসারে শৌচ, আচমন, স্নান ও অন্যান্য কার্য্য সকল করিবে॥ ৩৬ ॥

নহি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।
আদেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া॥ ৩৭ ॥

তস্য ( জ্ঞানিনঃ ) বিকল্পাখ্যা ভেদপ্রতীতিঃ, ( মত্তঃ অন্যাস্ফূর্ত্তিঃ ) ন হি। যা চ ( ব্যবহারিকী অস্তি সা চ ) মদীক্ষয়া ( মদপরোক্ষানুভবেন ) হতা ( হতপ্রায়া )। ক্বচিৎ ( কদাচিৎ ) আদেহান্তাৎ ( দেহধারণপর্য্যন্তং বাধিতৈব ) খ্যাতিঃ ( স্বকার্য্যং কর্ত্তুম্ অসমর্থৈব প্রতীতিঃ )। ততঃ ( দেহান্তে ) ময়া সম্পদ্যতে ( সাষ্টাখ্যাং মত্তুল্যসম্পত্তিং প্রাপ্নোতি ) ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে আমা ভিন্ন অন্য বস্তু স্ফূর্ত্তি পায় না। তবে যে শয়ন ভোজনাদির জন্য তাঁহাকে অন্য বস্তু সংগ্রহ করিতে দেখা যায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর। কারণ আমাকে দর্শন করাতেই তাঁহার সমস্ত ভেদজ্ঞান বিনষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি যে কোন জ্ঞানীতে কথন কিছু ভেদ জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়, তাহা বাধিতের প্রতীতি অর্থাৎ বিনষ্ট ভেদজ্ঞানেরই আভাস মাত্র। ঐ প্রকার আভাস কোন কোন জ্ঞানীতে দেহপাত পর্য্যন্তই দেখা যায়। কিন্তু তিনি দেহান্তে মত্তুল্য সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩৭ ॥

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ ॥ ৩৮ ॥

অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মঃ ( ন জিজ্ঞাসিতঃ বিচারিতঃ মদ্ধর্ম্মঃ মৎপ্রাপ্তিসাধনং যেন সঃ ) আত্মবান্ ( ধীরঃ জনঃ ) দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদঃ ( সন্ ) মুনিঃ গুরুম্ উপব্রজেৎ ( প্রাপ্নুয়াৎ ) ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি মৎপ্রাপ্তির সাধন পরিজ্ঞাত নয়, কিন্তু কামনাপরিপূর্ণ দুঃখজনক সংসারে বিরক্ত ও ধীরস্বভাবসম্পন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আমার স্বরূপ অবগত হইবে ॥ ৩৮ ॥

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥ ৩৯ ॥

যাবৎ ব্রহ্ম ( ন ) বিজানীয়াৎ তাবৎ আদৃতঃ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়কঃ ( সন্ ) ভক্ত্যা মাম্ এব ( মদ্দৃষ্ট্যা এব ) গুরুং পরিচরেৎ ( ততঃ পরম্ একঃ এব চরেৎ ইতি ) ॥ ৩৯ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয় ততদিন শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া ভক্তিসহকারে আদর পূর্ব্বক মদ্দৃষ্টিতে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে এবং আমার স্বরূপ অবগত হইলে একাই বিচরণ করিবে ॥ ৩৯ ॥

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥ ৪০ ॥

যঃ তু অসংযতষড়্বর্গঃ ( ন সংযতঃ ষড়্বর্গঃ ষড়িন্দ্রিয়ং যেন সঃ ) প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ ( প্রচণ্ডঃ অশান্তঃ ইন্দ্রিয়সারথিঃ বুদ্ধিঃ যস্য সঃ ) জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতঃ ত্রিদণ্ডম্ উপজীবতি ( জীবিকায়াম্ এব সন্ন্যাসং পর্য্যাপয়তি ) ॥ ৪০ ॥

অনধিকারীকে নিন্দাপূর্ব্বক বলিতেছেন, হে উদ্ধব, যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় পরাজিত নহে, অশ্বের ন্যায় অশান্ত ইন্দ্রিয়গণের সারথি স্বরূপ যাহার বুদ্ধি এবং যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য রহিত অথচ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা।
অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥ ৪১ ॥

অবিপক্বকষায়ঃ ( ন বিপক্বঃ কষায়ঃ যস্য সঃ ) ধর্ম্মহা জনঃ সুরান্ ( যষ্টব্যান্ দেবান্ ) আত্মানম্ আত্মস্থং মাং চ নিহ্নুতে ( প্রতারয়তি ) অস্মাৎ অমুষ্মাৎ চ বিহীয়তে ( বিচ্যুতঃ ভবতি ) ॥ ৪১ ॥

সেই ধর্ম্মহন্তা ব্যক্তির অদ্যাপি পাপের পরিপাক হয় নাই এবং সে দেবতা আত্মা এবং আত্মস্থ আমাকেও প্রতারিত করে, অতএব তাহার ইহলোকে ও পরলোকে স্থান পাইবার কোন উপায় নাই ॥ ৪১ ।

ভিক্ষো র্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্ ॥ ৪২ ॥

শমঃ অহিংসা (চ) ভিক্ষোঃ ধর্ম্মঃ, তপঃ ঈক্ষা ( আত্মানাত্মবিবেকঃ চ ) বনৌকসঃ (বানপ্রস্থস্য ধর্ম্মঃ), ভূতরক্ষা ইজ্যা (যজ্ঞানুষ্ঠানং চ) গৃহিণঃ ( গৃহস্থস্য ধর্ম্মঃ ), আচার্য্যসেবনং দ্বিজস্য ( উপনীতস্য ব্রহ্মচারিণঃ ধর্ম্মঃ ) ॥ ৪২ ॥

চতুরাশ্রমের ধর্ম্ম বলিতেছেন,—শম ও অহিংসা ভিক্ষুর, তপস্যা ও সদসদ্বিবেক বানপ্রস্থের, ভূতরক্ষা ও পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান গৃহীর এবং গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্ ॥ ৪৩ ॥

ঋতৌ ( ঋতুকালে ) গন্তুঃ ( গমনশীলস্য ) গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ ( চ স্বধর্ম্মঃ ) শৌচং (রাগাদিরাহিত্যং) সন্তোষঃ ভূতসৌহৃদং ( চ কর্ত্তব্যম্ )। মদুপাসনং তু সর্ব্বেষাং ( প্রাণিনাং কর্ত্তব্যম্ ) ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বিরাগ, সন্তোষ ও সকল প্রাণির সহিত সৌহৃদ্য এই সমস্ত ধর্ম্মও ঋতুরক্ষাকারী গৃহীর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার উপাসনা সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥

ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি স্বধর্ম্মেণ ( মৎপ্রীত্যর্থং স্বধর্ম্মম্ আচরন্ ) অনন্যভাক্ (অনন্যপ্রয়োজনঃ সন্ ) যঃ মাং ভজেৎ ( সঃ ) সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবঃ ( সর্ব্বভূতেষু মম এব অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতস্য ভাবঃ ভাবনা যস্য সঃ ) দৃঢ়াং ( প্রেমলক্ষণাং ) মদ্ভক্তিং ( শান্তভক্তিং ) বিন্দতে ॥ ৪৪ ॥

এইরূপে অনন্যপ্রয়োজন হইয়া আমার প্রীতির জন্য স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে, সে আমাকে সকল প্রাণীতে অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান ভাবনা করিয়া আমাতে সুদৃঢ় প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করে ॥ ৪৪ ॥

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ ॥ ৪৫ ॥

( হে ) উদ্ধব, সঃ অনপায়িন্যা ( দৃঢ়য়া ) ভক্ত্যা সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ( সর্ব্বস্য-উৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাৎ তং ) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং ব্রহ্মকারণং ( ব্রহ্মণঃ বেদস্য কারণং ) মা ( মাম্ ) উপযাতি ( সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি ) ॥ ৪৫ ॥

হে উদ্ধব, সেই ব্যক্তি দৃঢ় ভক্তি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ও বেদাদিশাস্ত্রের কারণস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো বিরক্তঃ সমুপৈতি মাম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি ( এবংভূতেন মৎসন্তোষৈকপ্রয়োজনকেন ) স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বঃ ( স্বধর্ম্মেণ নির্ণিক্তং শুদ্ধং সত্ত্বং যস্য সঃ অতএব ) নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ ( নির্ নিঃশেষেণ জ্ঞাতা তত্ত্বতঃ অনুভূতা মম গতিঃ যেন সঃ অতএব ) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ বিরক্তঃ ( জনঃ ) মাং ( নির্ব্বিশেষব্রহ্মাখ্যং ) সমুপৈতি ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ কেবল আমার সন্তোষের জন্য স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাবপ্রাপ্ত অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও বিরক্ত ব্যক্তি নির্বিশেষব্রহ্মরূপী আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥ ৪৭ ॥

(যঃ) এষঃ আচারলক্ষণঃ (পিতৃলোকপ্রাপ্তিফলকঃ) বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মঃ সঃ এব মদ্ভক্তিযুতঃ (মদর্পণেন কৃতঃ) পরঃ নিঃশ্রেয়সকরঃ (মোক্ষপ্রদঃ ভবতি) ॥ ৪৭ ॥

চতুর্বর্ণের চতুরাশ্রমবিহিত যে ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, ইহা পিতৃলোকপ্রাপ্তি-ফলক হইলেও আমাতে ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত হইলে, ইহাই আবার মোক্ষপদ প্রদান করে ॥ ৪৭ ।

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্।
যথা স্বধর্ম্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্ ॥ ৪৮ ॥

(হে) সাধো (উদ্ধব), ভবান্ যৎ চ মাং পৃচ্ছতি (ময়া) এতৎ চ তে (তুভ্যম্) অভিহিতং যথা (যেন প্রকারেণ) স্বধর্ম্মসংযুক্তঃ (পুমান্ মম) ভক্তঃ (ভূত্বা) পরং মাং সমিয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

হে উদ্ধব, তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, স্বধর্ম্মযুক্ত আমার ভক্ত যেরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা এই আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে যতিধর্ম্মনির্ণয়োঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

# ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥ ১ ॥

যঃ বিদ্যাশ্রুতসম্পন্নঃ (বিদ্যা অনুভবঃ তৎপর্য্যান্তেন শ্রুতেন সম্পন্নঃ অতএব) আত্মবান্ (প্রাপ্তাত্মতত্ত্বঃ) নানুমানিকঃ (কেবলপরোক্ষজ্ঞানবান্ ন ভবতি সঃ) ইদং (জগৎ) মায়ামাত্রং (মায়য়া এব আত্মনি অধ্যস্তং নতু স্বাভাবিকম্ ইতি) জ্ঞাত্বা জ্ঞানং (তৎসাধনং) চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত শাস্ত্র শ্রবণ সম্পন্ন, অতএব যাহার আত্মতত্ত্ব লাভ হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি কেবল অনুকূল তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্বের আনুমানিক জ্ঞান লাভ করে নাই, পরন্তু যাহার আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি এই জগৎকে মায়া কর্ত্তৃক আত্মাতে অধ্যস্ত জানিয়া, ঐ জ্ঞান ও তৎসাধন, উভয়কেই আমাতে সমর্পণ করিয়া মদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১ ॥

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

(কিঞ্চ) অহমেব তু জ্ঞানিনঃ ইষ্টঃ (অপেক্ষিতঃ যজনবিষয়ীভূতঃ বা) স্বার্থঃ (স্বাপেক্ষিতং ফলং) হেতুঃ চ (তৎসাধনং চ) স্বর্গঃ (অভ্যুদয়ঃ) চ অপবর্গঃ (সংসারনিবৃত্তিঃ) চ এব সম্মতঃ (অতঃ তস্য) মদৃতে ন অন্যঃ (কশ্চিৎ) অর্থঃ (প্রাপ্যং কৃত্যং বা) প্রিয়ঃ নাস্তি ॥ ২ ॥

আরও আমি জ্ঞানিদিগের স্বাপেক্ষিত অভীষ্ট ফল এবং তাহার সাধন এবং স্বর্গরূপে ও অপবর্গরূপে সম্মত, অতএব তাহাদিগের আমা ব্যতীত অন্য কোন প্রিয়বস্তু নাই ॥ ২ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম।
জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তি মাম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ (জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ শ্রীসনকাদয়ঃ শ্রীশুকাদয়ঃ চ) মম

পদং ( শ্রীচরণারবিন্দমেব ) শ্রেষ্ঠং বিদুঃ ( জানন্তি )। ( জ্ঞানী ) জ্ঞানেন ( প্রিয়তমজ্ঞানেন ) মাং বিভর্ত্তি ( পুষ্ণাতি, সুখয়তি ) অতঃ অসৌ জ্ঞানী মে প্রিয়তমঃ ( পরমপ্রেষ্ঠঃ ) ॥ ৩॥

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার চরণারবিন্দকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে এবং সেই প্রিয়তম জ্ঞান দ্বারাই আমার সুখসম্পাদন করে ; অতএব জ্ঞানীরাই আমার পরম প্রিয় ॥ ৩।

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানকলয়া ( জ্ঞানস্য ভগবজ্জ্ঞানস্য কলয়া লেশেন ) যা সিদ্ধিঃ কৃতা তাং প্রেম-ভক্তিলক্ষণাং ) সিদ্ধিং তপঃ তীর্থং জপঃ দানম্ ( এতানি ) ইতরাণি পবিত্রাণি চ ন অলং কুর্ব্বন্তি ( ন বিশেষয়ন্তি, ন বর্দ্ধয়ন্তি ) ॥ ৪ ॥

ভগবজ্জ্ঞানের বিন্দু মাত্র সম্পর্ক বশতঃ তজ্জন্য যে প্রেমভক্তিলক্ষণরূপ সিদ্ধি জন্মে, তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান অথবা অন্য কোন পবিত্র কর্ম্ম তাহার কিছুমাত্র পোষণ বা শোভা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪ ॥

তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৫ ॥

( হে ) উদ্ধব ! তস্মাৎ (ভক্ত্যবিরুদ্ধজ্ঞানস্য বৈশিষ্ট্যাৎ ) ( ত্বং ) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ ভক্তিভাবিতঃ ( চ সন্ ) জ্ঞানেন সহিতং ( অনুভবপর্য্যন্তং যথা ভবতি তথা ) স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা ( শাস্ত্রেণ নিশ্চিত্য ) মাম্ ( এব ) ভজ। ৫।

হে উদ্ধব, ভক্ত্যবিরুদ্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হেতু তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ও ভক্তিভাবিত হইয়া ভগবদনুভব পর্য্যন্ত শাস্ত্র দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আমাকেই ভজন কর। ৫ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্ ॥ ৬ ॥

মুনয়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন ( পরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানরূপযজ্ঞেন ) আত্মনি ( জীবাত্মনি ) বৈ ( এব ) সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাম্ আত্মানং ( পরমাত্মানম্ ) ইষ্ট্বা সংসিদ্ধিম্ অগমন্ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥ ৬ ॥

মুনিগণ জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা জীবাত্মাতে সর্ব্বযজ্ঞপতি পরমাত্মরূপ আমার অর্চ্চনা করিয়া উৎকৃষ্টা সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬ ।

ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিং স্যু-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে ॥ ৭ ॥

( হে ) উদ্ধব, ত্বয়ি (জীবাত্মনি) যঃ ত্রিবিধঃ (ত্রিগুণময়ঃ) বিকারঃ ( দেহাধ্যাসঃ ) আশ্রয়তি ( স ) মায়া ( অবিদ্যা অবিদ্যাকার্য্যঃ এব ) যৎ ( যস্মাৎ ) অন্তরা ( মধ্যে এব ) আপততি ( প্রাপ্তঃ ভবতি ) নাদ্যপবর্গয়োঃ ( আদৌ অন্তে চ সঃ বিকারঃ ন অস্তি ) যৎ ( যদা ) অস্য ( দেহস্য ) অমী জন্মাদয়ঃ ( তদা ) তস্য ( চিদাত্মনঃ ) তব কিং স্যুঃ ( ন ) অসতঃ ( সর্পাদেঃ ) আদ্যন্তয়োঃ যৎ অস্তি ( রজ্জ্বাদি ) তৎ (রজ্জ্বাদি ) মধ্যে অপি ( অস্তি ) ॥ ৭ ॥

হে উদ্ধব, তোমাকে যে গুণত্রয়ের বিকারভূত দেহের অধ্যাস আশ্রয় করিয়াছে, তাহা অবিদ্যাকার্য্য, কেবল দেহধারণমাত্র সময়ে লক্ষিত হয়, আদিতে ও অন্তে লক্ষিত হয় না; কারণ দেহই জন্মাদিবিকারধর্ম্মা, চিন্ময় আত্মা বিকারধর্ম্মা নয়। যেমন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির আদিতে অন্তে ও মধ্যে রজ্জুই থাকে, সর্প থাকে না, তদ্রূপ আত্মারও জন্মাদি বিকার থাকে না, অথবা যাহা আদিতে ও অন্তে থাকে, তাহা মধ্যে ও থাকে, তাহার অসত্ত্ব কল্পনা করিয়া জন্মাদি বিকার স্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

উদ্ধব উবাচ ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্-
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্ ।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে
ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্বিমৃগ্যম্ ॥ ৮ ॥

( হে ) বিশ্বেশ্বর, ( হে ) বিশ্বমূর্ত্তে, মহদ্বিমৃগ্যং (মহদ্ভিঃ ব্রহ্মাদিভিঃ বিমৃগ্যম্ অন্বেষণীয়ম্ ) পুরাণম্ ( অপকষায়াদিশূন্যং ) বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুক্তং এতৎ বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধিকরং)

জ্ঞানং বিপুলং মদ্ভক্তিযোগং চ ( নিশ্চিতং ) যথা ( ভবতি তথা ) আখ্যাহি (কথয় ) ।৮ ॥

হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বমূর্ত্তে, ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় ক্ষয়াদিদোষরহিত বৈরাগ্যযুক্ত ও বিজ্ঞানযুক্ত আপনার যে এই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও মহত্তর ভক্তিযোগ তাহা আমাকে নিশ্চয়রূপে বলুন ॥ ৮ ॥

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥৯॥

হে ঈশ, ঘোরে ( ভয়ানকে ) ভবাধ্বনি ( সংসারমার্গে ) তাপত্রয়েণ অভিহতস্য ( অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন হতস্য অতঃ ) সন্তপ্যমানস্য ( জনস্য ) তব অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ ( অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বম্ এব আতপত্রং তস্মাৎ ( ন কেবলং আতপাৎ ত্রাতুঃ, কিন্তু ) অমৃতাভিবর্ষাৎ ( অমৃতম্ অপি অভিতঃ বর্ষতি যৎ তস্মাৎ পাদপদ্মাৎ ) অন্যৎ শরণম্ ( আশ্রয়ং ) ন পশ্যামি ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্, ভয়জনক সংসারে ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবগণের পক্ষে তোমার অমৃতবর্ষণকারী পাদযুগলরূপ আতপত্রের শীতল ছায়া ভিন্ন অন্য আর কিছুই শান্তির আশ্রয় নাই ॥ ৯ ॥

দষ্টং জনং সংপতিতং বিলেঽস্মিন্
কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গৈ-
র্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥ ১০ ॥

( হে ) মহানুভাব, অস্মিন্ বিলে ( সংসারকূপে ) সংপতিতং ( তত্র চ ) কালাহিনা দষ্টং ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষং ( ক্ষুদ্রসুখেষু এব উরুঃ তর্ষঃ তৃষ্ণা যস্য তৎ ) জনং ( ত্বং ) সমুদ্ধর, কৃপয়া আপবর্গৈঃ ( অপবর্গবোধকৈঃ ) বচোভিঃ ( বাগমৃতৈঃ ) এনম্ আসিঞ্চ ॥ ১০ ॥

হে মহানুভাব, এই সংসারকূপে পতিত ও কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট ক্ষুদ্র বিষয়সুখে অধিকতর তৃষ্ণাযুক্ত লোক সকলকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন এবং সংসারবন্ধনক্ষয়কর বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা ইহাদিগকে অভিষিক্ত করুন ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাংবরম্ ।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্ ॥ ১১ ।

পুরা (পূর্ব্বম্) অজাতশত্রুঃ রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বেষাম্ অনুশৃণ্বতাং (সতাং) ধর্ম্মভৃতাংবরং (ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠং) ভীষ্মম্ এতৎ (ত্বৎপৃষ্টং প্রশ্নম্) ইত্থম্ (এবং প্রকারেণ) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বকালে রাজা যুধিষ্ঠির আমাদের সম্মুখে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ ।
শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত ॥ ১২ ॥

ভারতে যুদ্ধে নিবৃত্তে (সতি) সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ (যুধিষ্ঠিরঃ) বহূন্ ধর্ম্মান্ শ্রুত্বা পশ্চাৎ মোক্ষধর্ম্মান্ অপৃচ্ছত ॥ ১২ ॥

ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে, সুহৃদ্‌বধ হেতু বিহ্বলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণের পর মোক্ষধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ ॥ ১৩ ॥

অহং দেবব্রতমুখাৎ (ভীষ্মমুখাৎ) শ্রুতান্ জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যশ্রদ্ধাভক্ত্যুপ-বৃংহিতান্ তান্ (ধর্ম্মান্) তে (তুভ্যম্) অভিধাস্যামি (কথয়িষ্যামি) ॥ ১৩ ॥

সেই ধর্ম্মজ্ঞান, বিষয়বৈরাগ্য, অপরোক্ষানুভব, শাস্ত্রবিশ্বাস, শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি, ও প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রভৃতি যাহা আমি দেবব্রতের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥

(অনঃ) যেন (জ্ঞানেন) ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কার্য্যেষু) নব (প্রকৃতি-পুরুষমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাণি) একাদশ (ইন্দ্রিয়াণি) পঞ্চ (মহাভূতানি) ত্রীন্ (ত্রয়ঃ গুণাঃ এতান্) ভাবান্ (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি অনুগতানি) ঈক্ষেত, বৈ

অথ যেন এষু অপি ( ভাবেষু ) একং ( পরমাত্মতত্ত্বম্ অনুগতম্ ঈক্ষেত ) তৎ এব জ্ঞানং ( ইতি ) মম নিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥

লোক সকল যে জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ-তন্মাত্র ও পঞ্চভূত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ, সর্ব্বসমেত এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত সমস্ত কার্য্যে কারণরূপে অনুগত দেখে, এবং যে জ্ঞান দ্বারা এই কারণাত্মক পদার্থসমূহে পরমকারণস্বরূপে এক পরমাত্মতত্ত্বকেই অনু-গত দেখে, তাহাই জ্ঞান, এই আমার নিশ্চিত জানিবে ॥ ১৪ ॥

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৫ ।

যেন ( পরমাত্মনা ) একেন যৎ (বিশ্বম্ অনুগতম্ একাত্মকং যথা পূর্ব্বম্ ঈক্ষিতং) তথা ন ( ঈক্ষেত কিন্তু তৎ একং পরমকারণং ব্রহ্ম এব ঈক্ষেত) এতৎ এব হি (জ্ঞানং) বিজ্ঞানম্ ( উচ্যতে )। ত্রিগুণাত্মনাং ( সাবয়বানাং ) ভাবানাং ( কার্য্যাণাং ) তু স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেৎ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বে যেমন পরোক্ষভাবে এক পরমাত্মাকে পরমকারণরূপে নিখিল বিশ্বে অনুগত দর্শন করা হইয়াছে, যাহাতে সেরূপ দর্শন হয় না, পরন্তু কেবলমাত্র পরমাত্মারই অপরোক্ষভাবে স্ফুরণ হয়, তদ্ভিন্ন আর কিছুরই স্ফুরণ হয় না, সেই জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যায়। এইরূপে বিজ্ঞানদশায় এক পরমাত্মতত্ত্ব ভিন্ন অপর কিছুই স্ফুরিত না হইলেও তদবস্থায় জগতের অনস্তিত্ব ঘটে না, পরন্তু তদবস্থায় এই ত্রিগুণাত্মক ভাব সকলকে মিথ্যা না দেখিয়া উহাদিগের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশই দর্শন করিবে, অর্থাৎ উহাদিগকে অনিত্যরূপেই দর্শন করিবে ॥ ১৫ ॥

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥ ১৬ ॥

আদৌ ( উৎপত্তৌ ) অন্তে চ ( পরিণামান্তরাপত্তৌ কারণত্বেন ) মধ্যে চ ( আশ্রয়-ত্বেন ) সৃজ্যাৎ ( কার্য্যাৎ ) সৃজ্যং ( কার্য্যান্তরং প্রতি ) যৎ অন্বিয়াৎ ( অনুগচ্ছেৎ ) পুনঃ তৎপ্রতিসংক্রামে ( তৎপ্রলয়ে ) যৎ শিষ্যেত ( অবশিষ্যেত ) তৎ ( এব ) সৎ (পরমার্থভূতং পশ্যেৎ) ॥ ১৬ ॥

আদি, অন্ত ও মধ্যে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরের প্রতি যাহা নিরন্তর অনুগত থাকে, এবং যাহা প্রলয়েও বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই সৎ অর্থাৎ পরমার্থস্বরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

শ্রুতিপ্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৭॥

শ্রুতিঃ (বেদাদিশাস্ত্রং) প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যং (প্রসিদ্ধিঃ) অনুমানম্ (এতৎ) চতুষ্টয়ং (প্রমাণম্)। এতেষু প্রমাণেষু অনবস্থানাৎ (এতৈঃ বাধিতত্বাৎ, নশ্বরত্বেন নিশ্চয়াৎ) সঃ (বিবেকী এবং সর্ব্বানুগতং সত্যম্ আত্মতত্ত্বং পশ্যন্) বিকল্পাৎ (বিকল্পস্য চ মিথ্যাত্বাৎ ততঃ) বিরজ্যতে (বিরক্তো ভবতি) ॥ ১৭ ॥

শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, জনশ্রুতি ও অনুমান এই চারিটি প্রমাণ। উক্ত প্রমাণচতুষ্টয়ে অনবস্থা হেতু, অর্থাৎ উক্ত প্রমাণচতুষ্টয় দ্বারা স্বর্গাদিভোগময় বস্তু সকল বাধিত অর্থাৎ নশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, ঐ সকল বস্তুকে মিথ্যা ও তদনুগত আত্মবস্তুকে সত্য জানিয়া, জীব আত্মতত্ত্ব দর্শনানন্তর সেই সকল হইতে বিরক্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ১৮ ॥

বিপশ্চিৎ (পণ্ডিতঃ) কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ (ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ) দৃষ্টবৎ (সংসারসুখবৎ) অদৃষ্টম্ অপি (সুখম্) আবিরিঞ্চ্যাৎ (ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তম্) অমঙ্গলং (দুঃখরূপং) নশ্বরং (চ) পশ্যেৎ। ১৮ ॥

পণ্ডিতগণ কর্ম্মের পরিণামিত্ব হেতু দৃষ্ট সাংসারিক সুখের ন্যায় অদৃষ্ট স্বর্গাদি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তই দুঃখের ন্যায় ও নশ্বর দর্শন করেন। ১৮॥

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ১৯ ॥

হে অনঘ, পুরা এব (ময়া) ভক্তিযোগঃ উক্তঃ। পুনঃ চ প্রীয়মাণায় (প্রীতিং প্রাপ্নুবতে) তে (তুভ্যং) মদ্ভক্তেঃ পরং (শ্রেষ্ঠং) কারণং কথয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

হে অনঘ, যদিও ভক্তিযোগ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তথাপি তুমি যখন তাহাতে প্রীতিলাভ করিতেছ, তখন তোমাকে আমার ভক্তির শ্রেষ্ঠ কারণ পুনর্ব্বার বলিব ॥১৯॥

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥ ২০ ॥

শশ্বৎ মে (মম) অমৃতকথায়াং শ্রদ্ধা (শ্রবণাদরঃ), মদনুকীর্ত্তনং (শ্রবণানন্তরং মৎকথাব্যাখ্যানং) পূজায়াং পরিনিষ্ঠা, মম স্তুতিভিঃ স্তবনং চ॥ ২০॥

নিরন্তর আমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে যত্ন, শ্রবণানন্তর মৎকথা কীর্ত্তন, পূজাতে নিষ্ঠা ও স্তুতি দ্বারা আমার স্তব করিলে আমাতে ভক্তি জন্মে॥ ২০॥

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ২১॥

পরিচর্য্যায়াং (সেবায়াম্) আদরঃ সর্ব্বাঙ্গৈঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিভিঃ) অভিবন্দনম্ অভ্যধিকা মদ্ভক্তপূজা সর্ব্বভূতেষু (দৃশ্যমানেষু) মন্মতিঃ (মদৈব মতিঃ তত্র তত্র স্ফুরণম্)॥ ২১॥

আমার পূজায় আদর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বন্দন, আমার সন্তোষ জ্ঞানে বিশেষ যত্ন-সহকারে আমার ভক্তের পূজা, এবং সকল প্রাণীতে মদ্ভাবস্ফূর্ত্তি, মদ্ভক্তির কারণ জানিবে॥ ২১॥

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥ ২২॥

মদর্থেষু (মন্নিমিত্তকার্য্যেষু) অঙ্গচেষ্টা (লৌকিকী ক্রিয়া), বচসা চ (লৌকিকেন বাক্যেন) মদ্গুণেরণং (মদ্গুণানাম্ ঈরণং কথনং), ময়ি (সর্ব্বস্য) অর্পণং, মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং (মদ্ব্যতিরিক্তেচ্ছাবর্জ্জনং চ)॥ ২২॥

আমার উদ্দেশে লৌকিক কার্য্য, বাক্য দ্বারা আমার গুণকীর্ত্তন ও আমাতেই যাবতীয় কর্ম্মফল অর্পণ এবং বৈষয়িক সমস্ত বাসনা ত্যাগ, মদ্ভক্তির কারণ জানিবে॥২২॥

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥ ২৩॥

মদর্থে (মদ্ভজনার্থম্) অর্থপরিত্যাগঃ (ভজনবিরোধিনঃ অর্থস্য পরিত্যাগঃ), ভোগস্য (স্ত্রীসম্ভোগাদেঃ) সুখস্য চ (পুত্রোপলালনাদেঃ পরিত্যাগঃ), যৎ ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং ব্রতং তপঃ (যৎ ইষ্টাদি বৈদিকং কর্ম্ম তৎ সর্ব্বং) মদর্থং (মৎপ্রাপ্ত্যর্থং কৃতং সৎ ভক্তেঃ কারণং ভবতি)॥ ২৩॥

আমার ভজনের নিমিত্ত ভজনবিরোধী অর্থ ত্যাগ, স্ত্রীসম্ভোগাদি ভোগ ত্যাগ,

পুত্রলালনাদি সুখ ত্যাগ, এবং যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, একাদশ্যাদি ব্রত ও তপস্যা প্রভৃতি সমস্ত আমার উদ্দেশে আচরণকেই ভক্তির কারণ জানিবে। ২৩ ॥

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্ ।

ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

হে উদ্ধব, এবং ( প্রকারেণ ) আত্মনিবেদিনাং মনুষ্যাণাং ধর্ম্মৈঃ ( ভাগবতধর্ম্মৈঃ শ্রদ্ধাদিভিঃ ) ময়ি ভক্তিঃ ( প্রেমলক্ষণা ভক্তিঃ ) সংজায়তে. ( অতঃ ) অস্য ( নিষ্কামভক্তস্য ) অন্যঃ কঃ অর্থঃ ( সাধনরূপঃ সাধ্যরূপঃ বা ) অবশিষ্যতে ( সর্ব্বঃ অপি স্বতঃ এব ভবতি ) ॥ ২৪ ॥

হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি এইরূপে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাতে প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছে, তাহার এই জগতে সাধ্য বা সাধন কোন্ বস্তু অবশিষ্ট থাকে ?—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ; সকলই আপনা হইতে হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্ ।

ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

সত্ত্বোপবৃংহিতং যৎ শান্তং চিত্তম্ আত্মনি ( ময়ি ঈশ্বরে ) অর্পিতং ( তদা পুমান্ ) ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্য্যং চ অভিপদ্যতে ( প্রাপ্নোতি ) ॥ ২৫ ॥

লোক সকল যখন সত্ত্বগুণসম্পন্ন শান্ত চিত্তকে পরমাত্মরূপী আমাতে অর্পণ করে, তখন ধর্ম্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫ ॥

যদর্পিতং তদ্বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি ।

রজস্বলঞ্চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যৎ ( যদা ) চিত্তং বিকল্পে ( দেহগেহাদৌ ) অর্পিতং ( সৎ ) ইন্দ্রিয়ৈঃ ( বিষয়ান্ ) পরিধাবতি, তৎ ( তদা ) রজস্বলং ( রজোগুণব্যাপ্তম্ ) অসন্নিষ্ঠং ( নিষিদ্ধবিষয়াসক্তং ) চ ( ভবতি, অতঃ তদা ) বিপর্য্যয়ম্ ( অধর্ম্মাদিকং ) বিদ্ধি ॥ ২৬ ।

যে সময় মন দেহ ও গৃহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন উহা রজোগুণব্যাপ্ত ও নিষিদ্ধ বিষয়ে আসক্ত হয় বলিয়া, তৎকালে অধর্ম্মাদি জন্মে জানিবে ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

মদ্ভক্তিকৃৎ (এব) ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ; ঐকাত্ম্যদর্শনং চ ( সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপময়দ্রূপেণৈকরূপত্বং) জ্ঞানং (প্রোক্তং) ; গুণেষু অসঙ্গঃ বৈরাগ্যং (প্রোক্তম্) ; অণিমাদয়ঃ (চ) ঐশ্বর্য্যং (প্রোক্তম্) ॥ ২৭ ॥

যদ্দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মে তাহাকেই ধর্ম্ম বলে ; ঐকাত্ম্যদর্শনকেই অর্থাৎ পরমকারণ আমি যাহাতে সকল বস্তুকে এক দেখাকেই জ্ঞান বলে ; গুণসমূহে অনাসক্তিকেই বৈরাগ্য বলে ; আর অণিমাদিকেই ঐশ্বর্য্য বলে ॥ ২৭ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বারিকর্ষণ।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো ॥ ২৮ ॥

(হে) কৃষ্ণ, (হে) অরিকর্ষণ, যমঃ নিয়মঃ বা কতিবিধঃ প্রোক্তঃ? (হে) প্রভো, শমঃ কঃ দমঃ কঃ? তিতিক্ষা ধৃতিঃ ( চ ) কা (উচ্যতে)? ॥ ২৮ ॥

উদ্ধব কহিলেন, শত্রুতাপন কৃষ্ণ, যম ও নিয়ম কত প্রকার? হে প্রভো, শম, দম, তিতিক্ষা ও ধৃতি কাহাকে বলে? ॥ ২৮ ॥

কিং দানং কিং তপঃ শৌর্য্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা ॥ ২৯ ॥

দানং কিং তপঃ কিং শৌর্য্যং কিং সত্যম্ ঋতং ( চ কিং ) ত্যাগঃ কঃ ধনং কিং ইষ্টং চ (কিং) যজ্ঞঃ কঃ দক্ষিণা চ কা (উচ্যতে)? ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রে দান, তপস্যা, শৌর্য্য, সত্য, ঋত, ত্যাগ, ধন, ইষ্ট, যজ্ঞ ও দক্ষিণা কি উক্ত হইয়াছে? ॥ ২৯ ॥

পুংসঃ কিং স্বিদ্বলং শ্রীমন্ দয়া লাভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব বা ॥ ৩০ ॥

(হে) শ্রীমন্, (হে) কেশব, পুংসঃ কিং স্বিৎ বলং দয়া লাভঃ চ ( কঃ ) পরা বিদ্যা হ্রী ( চ ) কা শ্রীঃ কা সুখং দুঃখং এব বা কিম্? ॥ ৩০ ॥

হে শ্রীমন্, হে কেশব, পুরুষের বল, দয়া, লাভ, পরা বিদ্যা, হ্রী, শ্রী, সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলে? ॥ ৩০ ॥

কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কশ্চ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্ ॥ ৩১ ॥

পণ্ডিতঃ কঃ মূর্খশ্চ কঃ পন্থা কঃ উৎপথঃ চ কঃ স্বর্গঃ কঃ নরকঃ চ কঃ বন্ধুঃ কঃ উত গৃহং কিম্ । ৩১ ॥

এবং পণ্ডিত, মূর্খ, পথ, উৎপথ, স্বর্গ, নরক, বন্ধু ও গৃহ কাহাকে বলে ? ॥ ৩১ ॥

ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ ।
এতান্ প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে ॥ ৩২ ॥

হে সৎপতে, আঢ্যঃ কঃ দরিদ্রঃ বা কঃ কৃপণঃ কঃ ঈশ্বরঃ কঃ মম এতান্ বিপরীতান্ ( অশমাদীন্ ) চ প্রশ্নান্ ( ত্বং ) ব্রূহি ॥ ৩২ ॥

হে সাধুপালক, আঢ্য দরিদ্র কৃপণ ও ঈশ্বর কাহাকে বলে, আমার এই প্রশ্ন গুলির, এবং তদ্বিপরীতও যাহা আমার জানিবার বিষয় আছে, তুমি তাহার উত্তর প্রদান কর ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ং ( মনসা অপি পরস্বাগ্রহণং ) অসঙ্গঃ হ্রীঃ ( লজ্জা ) অসঞ্চয়ঃ আস্তিক্যং ( ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ ) ব্রহ্মচর্য্যং মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ং চ ( এতে দ্বাদশ যমাঃ ) ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অহিংসা, সত্য, মন দ্বারাও পরসম্পত্তি অগ্রহণ, সঙ্গরাহিত্য, লজ্জা, অসঞ্চয়, ধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থিরতা, ক্ষমা ও ভয় এই দ্বাদশটি যম ॥ ৩৩ ॥

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্ ।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্ ॥ ৩৪ ॥

শৌচং ( বাহ্যম্ আভ্যন্তরং চ ইতি দ্বয়ং ) জপঃ তপঃ ( চান্দ্রায়ণাদি, একাদশ্যাদি ব্রতং বা ) হোমঃ শ্রদ্ধা ( ধর্ম্মাদরঃ ) আতিথ্যং মদর্চ্চনং তীর্থাটনং পরার্থেহা আচার্য্যসেবনং ( চ এতে দ্বাদশ নিয়মাঃ ভবন্তি ) ॥ ৩৪ ॥

শৌচ অর্থাৎ স্নানাদি দ্বারা বাহ্য ও ভগবচ্চিন্তন দ্বারা আন্তর পবিত্রতা, জপ অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়ন বা ভগবন্মন্ত্র স্থূলসূ উচ্চারণ, তপস্যা অর্থাৎ চান্দ্রায়ণাদি বা একাদশ্যাদি ব্রত, হোম, শ্রদ্ধা অর্থাৎ আদর পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, আতিথ্য, আমার অর্চ্চন, তীর্থ পর্য্যটন, পরোপকারার্থ চেষ্টা, যথালাভে সন্তুষ্ট হওয়া ও গুরুসেবা করা, এই দ্বাদশটি নিয়ম ॥ ৩৪ ॥

এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৫ ॥

হে তাত, এতে দ্বাদশ সনিয়মাঃ যমাঃ উভয়োঃ ( নিবৃত্তপ্রবৃত্তয়োঃ, মুমুক্ষোঃ যমাঃ মুখ্যাঃ সকামস্য নিয়মাঃ মুখ্যাঃ ) স্মৃতাঃ; হি ( যস্মাৎ ) উপাসিতাঃ ( সেবিতাঃ সন্তঃ ) পুংসাং ( নিবৃত্তানাং প্রবৃত্তানাং চ ) যথাকামং ( কামানুসারেণ মোক্ষম্ অভ্যুদয়ং চ ) দুহন্তি ॥ ৩৫ ॥

হে তাত, এই বারটি যম ও নিয়ম উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিবৃত্তি-নিষ্ঠ মুমুক্ষু পুরুষের যমই শ্রেষ্ঠ এবং প্রবৃত্তিনিষ্ঠ কামী পুরুষের নিয়মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে হেতু উভয়বিধ পুরুষ কর্ত্তৃক যমনিয়মাদি সেবিত হইলে, কামানু-সারে মোক্ষাদি পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিতে পারে ॥ ৩৫ ॥

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ দুঃখসংমর্ষঃ (দুঃখস্য সংমর্ষঃ সহনং) তিতিক্ষা জিহ্বোপস্থজয়ঃ ( জিহ্বোপস্থয়োঃ বেগধারণং ) ধৃতিঃ ॥ ৩৬ ॥

আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠার অর্থাৎ নৈশ্চল্যের নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমের নাম দম, দুঃখসহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণকে ধৃতি বলে ॥ ৩৬ ॥

দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডন্যাসঃ ( দণ্ডঃ ভূতদ্রোহঃ তস্য ত্যাগঃ ) পরং দানং, কামত্যাগঃ ( ভোগান-পেক্ষা ) তপঃ, স্বভাববিজয়ঃ ( স্বভাবঃ বাসনা তস্য বিজয়ঃ প্রতিবন্ধঃ ) শৌর্য্যং, সম-দর্শনং চ ( সমং ব্রহ্ম তস্য দর্শনম্ আলোচনং ) সত্যং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণিগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ ত্যাগের নাম দান, বিষয়ভোগানপেক্ষা ত্যাগের

নাম তপস্যা, বাসনা ত্যাগের নাম শৌর্য্য ও ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনার নাম সত্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

অন্যচ্চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

অন্যৎ ( ঋতং ) চ কবিভিঃ সূনৃতা বাণী ( সত্যা প্রিয়া চ বাণী ) পরিকীর্ত্তিতা। কর্ম্মসু অসঙ্গমঃ ( অনাসক্তিঃ ) শৌচং ত্যাগঃ ( কলত্রপুত্রাদিমমতাত্যাগঃ ) সন্ন্যাসঃ উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

পণ্ডিতগণ সত্য ও প্রিয় বাক্যকেও ঋত অর্থাৎ সত্য, কর্ম্মফলের আসক্তিত্যাগকে শৌচ ও স্ত্রী পুত্রাদির মমতাত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্ ॥ ৩৯ ॥

নৃণাং ধর্ম্মঃ ( এব ) ইষ্টং ধনং ; ভগবত্তমঃ ( স্বয়ং ভগবদ্রূপঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যঃ ), অহম্ ( এব ) যজ্ঞঃ ; জ্ঞানসন্দেশঃ (জ্ঞানোপদেশঃ) দক্ষিণা (যজ্ঞার্থং দানং ; দুর্দ্দমদমনং) পরং বলং ( তৎ চ মনোদমনহেতুত্বাৎ ) প্রাণায়ামঃ ( ইতি ) ॥ ৩৯ ॥

মনুষ্যগণের ধর্ম্মই একমাত্র ইষ্ট ধন ; আমি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যজ্ঞ ; মৎপ্রাপ্ত্যর্থ জ্ঞানোপদেশই দক্ষিণা এবং দুর্দ্দম মনের দমনকারক প্রাণায়ামই পরম বল ॥৩৯॥

ভগো ম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ।
বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥ ৪০ ॥

মে ঐশ্বরঃ ভাবঃ ( ঐশ্বর্য্যাদিষাড়্গুণ্যং ) ভগঃ ( ভাগ্যং ), মদ্ভক্তিঃ ( এব ) উত্তমঃ লাভঃ, আত্মনি ভিদাবাধঃ ( প্রতীতস্য ভেদস্য বাধঃ ) বিদ্যা, অকর্ম্মসু ( পাপেষু ) জুগুপ্সা হ্রীঃ ॥ ৪০ ॥

আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের নাম ভাগ্য, আমার ভক্তিই উত্তম লাভ, আমাতে ভেদ বুদ্ধির অভাবই বিদ্যা, পাপকর্ম্মে হেয়ত্ব জ্ঞানই লজ্জা ॥ ৪০ ॥

শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥ ৪১ ॥

নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ গুণাঃ ( এব ) শ্রীঃ (মণ্ডনং), দুঃখসুখাত্যয়ঃ ( দুঃখসুখয়োঃ অত্যয়ঃ

অতিক্রমঃ অননুসন্ধানম্ এব ) সুখং, কামসুখাপেক্ষা ( বিষয়ভোগাপেক্ষা এব ) দুঃখং, বন্ধমোক্ষবিৎ ( বন্ধং মোক্ষং চ যঃ বেত্তি সঃ এব ) পণ্ডিতঃ ॥ ৪১ ॥

নৈরপেক্ষ্যাদি গুণের নামই ভূষণ ( কিরীটাদি নহে ) ; দুঃখ ও সুখের অনুসন্ধান না করাকেই সুখ বলে ( বিষয়ভোগকে নহে ) ; বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষাকেই দুঃখ বলে ( অগ্নিদাহাদি দুঃখকেই দুঃখ বলে না ) ; বন্ধন ও মোক্ষ যিনি জানেন তাঁহাকেই পণ্ডিত বলে ( কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করাই পাণ্ডিত্য নহে ) ॥ ৪১ ॥

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥ ৪২ ॥

দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ ( দেহাদিষু অহং মম ইতি অভিমানবান্ ) মূর্খঃ ; মন্নিগমঃ ( মাং নিতরাং গময়তি প্রাপয়তি যঃ ভক্তিজ্ঞানযোগঃ সঃ ) পন্থা ; চিত্তবিক্ষেপঃ (প্রবৃত্তিমার্গঃ যঃ সঃ) উৎপথঃ ( কুমার্গঃ ) ; সত্ত্বগুণোদয়ঃ (সত্ত্বগুণস্য উদয়ঃ উদ্রেকঃ ) স্বর্গঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২ ॥

দেহ ও গেহাদিতে আমি ও আমার এই প্রকার বোধের নামই মূর্খতা ( শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্যতা নহে ) ; ভক্তিসহকৃত জ্ঞানই পথ (কণ্টকাদিশূন্য পথ নহে ) ; প্রবৃত্তিমার্গকেই উৎপথ বলে ( চৌরাদিযুক্ত পথকে ) নহে ; সত্ত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ ( কেবল ইন্দ্রাদিলোক স্বর্গ নহে ) ॥ ৪২ ॥

নরকস্তম উন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

হে সখে, তমউন্নাহঃ ( তমসঃ উন্নাহঃ উদ্রেকঃ ) নরকঃ ; গুরুঃ এব বন্ধুঃ, ( স চ ) অহম্ ( এব ) ; মানুষ্যং শরীরম্ ( এব সসাধনং ভোগায়তনং ) গৃহং ; গুণাঢ্যঃ ( গুণৈঃ সম্পন্নঃ ) আঢ্য উচ্যতে ॥ ৪৩ ॥

হে সখে উদ্ধব, তমোগুণের উদ্রেকের নামই নরক, ( কেবল তামিস্রাদি নহে ) ; গুরুই বন্ধু, ( ভ্রাত্রাদি নহে ), সেই গুরুও আমিই ; সসাধন ভোগের আশ্রয় মনুষ্যাদিগের শরীরই গৃহ, ( হর্ম্ম্যাদি নহে ) ; গুণবান্ ব্যক্তিই আঢ্য অর্থাৎ ধনী, ( বিত্তশালী নহে ) ॥ ৪৩ ॥

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অসন্তুষ্টঃ যঃ ( সঃ ) দরিদ্রঃ ( ন নির্দ্ধনঃ ) ; যঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ ( সঃ ) কৃপণঃ ( ন দীনঃ ) ; গুণেষু ( বিষয়েষু ) অসক্তধীঃ ঈশঃ ( স্বতন্ত্রঃ, ন রাজাদিঃ ) ; গুণসঙ্গঃ বিপর্য্যয়ঃ ( অনীশত্বাপাদকঃ ) ॥ ৪৪ ॥

অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র ( নির্ধন ব্যক্তি নহে ) ; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ ( দীন ব্যক্তি নহে ) ; বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তিই স্বাধীন ( রাজাদি নহে ) ; আর গুণেতে আসক্ত ব্যক্তিই অনীশ্বর অর্থাৎ পরাধীন হয়েন ॥ ৪৪ ॥

এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্ব্বে সাধু নিরূপিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

হে উদ্ধব, তে ( তব ) এতে সর্ব্বে প্রশ্নাঃ সাধু ( মোক্ষোপযোগিতয়া, মোক্ষসাধনত্বেন ময়া ) নিরূপিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

হে উদ্ধব, তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি সেই সমস্ত প্রশ্ন সুন্দররূপে অর্থাৎ মোক্ষোপযোগিরূপে নিরূপণ করিলাম ॥ ৪৫ ॥

কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ ॥ ৪৬ ॥

বহুনা বর্ণিতেন কিং ( প্রয়োজনম্ ) । গুণদোষয়োঃ লক্ষণম্ (এতৎ এব) ; গুণদোষদৃশিঃ (গুণদোষয়োঃ দৃশিঃ দর্শনং ) দোষঃ, উভয়বর্জ্জিতঃ তু ( যঃ স্বভাববিশেষঃ সঃ) গুণঃ (তত্তদ্দোষদৃষ্টিম্ অতিক্রম্য স্বভাবত এব পরমশ্রেয়সী প্রবৃত্তিঃ গুণঃ ইত্যর্থঃ) ॥৪৬॥

গুণ-দোষের লক্ষণ আর অধিক কি বর্ণন করিব ; গুণ এবং দোষ এই উভয়ের দর্শনই দোষ, কিন্তু গুণ ও দোষ এই উভয় ভাবের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া উদাসীন ভাবে থাকাই শ্রেয়স্কর গুণ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রেয়োভেদনির্ণয়ো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

---

# বিংশোঽধ্যায়ঃ।

উদ্ধব উবাচ।

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণদোষঞ্চ কর্ম্মণাম্॥ ১॥

(হে) অরবিন্দাক্ষ, বিধিঃ চ প্রতিষেধঃ চ ঈশ্বরস্য তে (তব) নিগমঃ (আজ্ঞারূপঃ বেদঃ) হি (তত্র বিধিঃ বিধেয়ানাং প্রতিষেধঃ প্রতিষেধ্যানাং) কর্ম্মণাং গুণদোষং (পুণ্যাপাপরূপং ফলং) চ অবেক্ষতে (প্রতিপাদয়তি)॥ ১॥

উদ্ধব কহিলেন, হে পদ্মলোচন হরি, বিধি ও নিষেধ এই উভয়ই আপনার আজ্ঞারূপ বেদ, এবং সেই বেদেই বিধেয় কর্ম্মের গুণ বা পুণ্যরূপ ফল ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের দোষ বা পাপরূপ ফল পতিপাদিত হয়॥ ১॥

বর্ণাশ্রমবিকল্পঞ্চ প্রতিলোমানুলোমজম্।
দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ॥ ২॥

বর্ণাশ্রমাবিকল্পং (বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম্ আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং বিকল্পং ভেদম্ উত্তমাধমভাবেন তদধিকারিণাং) প্রতিলোমানুলোমজং (প্রতিলোমজাঃ উত্তমবর্ণাসু স্ত্রীষু হীনবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ জাতাঃ সূতবৈদেহকাদয়ঃ অনুলোমজাঃ তু উত্তমবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ হীনবর্ণাসু স্ত্রীষু জাতাঃ অম্বষ্ঠমূর্দ্ধাভিষিক্তাদয়ঃ) দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ চ (দ্রব্যাদিগতান্ গুণদোষান্ চ) স্বর্গং নরকম্ এব চ (কর্ম্মফলরূপতয়া গুণদোষরূপম্ এব অবেক্ষতে)॥ ২॥

আর সেই বেদে অধিকারিভেদে বর্ণের ও আশ্রমের ভেদ ও তদ্গত গুণদোষ, প্রতিলোমজ (উত্তমবর্ণা স্ত্রীতে হীনবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে সূতাদি জাতি তদ্গত) ও অনুলোমজ (হীনবর্ণা স্ত্রীতে উত্তমবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত যে অম্বষ্ঠাদি জাতি তদ্গত) গুণদোষ, দ্রব্যগত দেশগত বয়োগত ও কালগত গুণদোষ এবং তৎফল যে স্বর্গ ও নরক এই সকল প্রতিপাদিত হয়॥ ২॥

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।
নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্॥ ৩॥

গুণদোষভিদাদৃষ্টিং (গুণঃ চ দোষঃ চ অয়ং বিহিতত্বাৎ গুণঃ অয়ং নিষিদ্ধত্বাৎ

দোষঃ ইতি বা ভিদাদৃষ্টিঃ ভেদদৃষ্টিঃ তাম্) অন্তরেণ (বিনা) নিষেধবিধিলক্ষণং তব বচঃ ( বেদরূপং বাক্যং) কথং নৃণাং নিঃশ্রেয়সং (নিঃশ্রেয়সকরং, মুক্তিদায়কং স্যাৎ ) ॥ ৩॥

গুণদোষ অর্থাৎ যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত কার্য্য দ্বারা পুণ্যরূপ গুণ এবং কলঞ্জ-ভক্ষণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য দ্বারা পাপরূপ দোষ, এই প্রকার ভেদদর্শন ব্যতীত, তোমার বেদরূপ বাক্য মনুষ্যগণের কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে পারে ॥ ৩ ॥

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥ ৪ ॥

হে ঈশ্বর, ( প্রত্যক্ষাদিভিঃ ) অনুপলব্ধে (অনবগতে) অর্থে ( ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহবৈভবাদৌ ) সাধ্যসাধনয়োঃ অপি তব বেদঃ ( তদ্বাক্যরূপঃ বেদঃ এব ) পিতৃদেবমনুষ্যাণাং তু শ্রেয়ঃ ( শ্রেষ্ঠং ) চক্ষুঃ ( প্রমাজনকং চক্ষুরিব জ্ঞানজনকং ভবতি ) ॥ ৪ ॥

হে কৃষ্ণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর আপনার বৈভবাদি বিষয়ে এবং সাধ্য ও সাধনের জ্ঞান বিষয়ে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্য-লোক সকলের শ্রেষ্ঠ চক্ষুঃস্বরূপ ॥ ৪ ।

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাত্তে ন হি স্বতঃ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ ॥ ৫ ॥

তে ( তব ) নিগমাৎ ( আজ্ঞারূপবেদাৎ বিধিনিষেধাত্মকাৎ ) গুণদোষভিদাদৃষ্টিঃ ( গুণদোষভেদদৃষ্টিঃ বিহিতা অভূৎ ) নহি স্বতঃ (রাগতঃ ; পুনঃ চ নিগমেন (মদাজ্ঞয়া) ভিদায়া ( গুণদোষভেদদৃষ্টেঃ ) অপবাদঃ ( নিষেধঃ ); ইতি ( শ্রুত্যা ) হ (স্ফুটং ) ভ্রমঃ ( ভবতি অতঃ মম ভ্রমং নিবর্ত্তয় )॥ ৫ ॥

আপনার বিধি ও নিষেধ স্বরূপ আজ্ঞারূপ বেদবাক্য হইতেই গুণ-দোষ-ভেদ-দৃষ্টি হয়, স্বয়ং কখনই হইতে পারে না ; আবার সেই বেদবাক্য দ্বারাই গুণ ও দোষ স্বরূপ ভেদবুদ্ধির নাশ হয় ; এইরূপ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অতিশয় ভ্রম উপস্থিত হইতেছে, অতএব আপনি আমার এই ভ্রম দূরীভূত করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ ॥

নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া ( মোক্ষাদিপুরুষার্থসাধনেচ্ছয়া ) জ্ঞানং (নির্ব্বিশেষস্বরূপস্য মদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপং) ভক্তিঃ চ ( সবিশেষস্বরূপস্য মদীয়ভগবদাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপং তৃতীয়ঞ্চ তদ্দ্বয়স্য এব দ্বারং ) কর্ম্ম চ ( কর্ম্মার্পণরূপম্ এতে ) ত্রয়ঃ যোগাঃ ( উপায়াঃ ) ময়া ( শাস্ত্রযোনিনা ) প্রোক্তাঃ। কুত্রচিৎ অন্যঃ উপায়ঃ ন অস্তি ॥ ৬ ॥

ভগবান কহিলেন, মনুষ্যগণের মঙ্গল বিধানের অভিলাষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য আবির্ভাবের সম্বন্ধে জ্ঞানরূপ ও সবিশেষ ভগবদাখ্য আবির্ভাবের সম্বন্ধে ভক্তিরূপ এবং তদুভয়ের সহায়স্বরূপ কর্ম্মরূপ অর্থাৎ কর্ম্মার্পণরূপ, এই তিনটি যোগ অর্থাৎ উপায় অধিকারভেদে মৎকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় কোন স্থলে উক্ত হয় নাই ॥ ৬ ॥

নির্ব্বিণ্নাণাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥ ৭ ॥

ইহ ( এষাং যোগানাং মধ্যে ) কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্নাণাং ( দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মফলেষু বিরক্তানাম্ অতএব) ন্যাসিনাং (ফলসাধনলৌকিকবৈদিককর্ম্মসন্ন্যাসিনাং)জ্ঞানযোগঃ (সিদ্ধিদঃ) তেষু ( তৎসাধনভূতেষু কর্ম্মসু ) অনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং ( দুঃখবুদ্ধিশূন্যানাম্ অতঃ ) কামিনাং (কর্ম্মফলেষু অবিরক্তানাং) কর্ম্মযোগঃ চ (সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপফলদঃ ভবতি) ॥ ৭ ॥

এই যোগত্রয়ের মধ্যে দুঃখবুদ্ধি প্রযুক্ত কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে বিরক্ত অতএব ফলপ্রদ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগকারী ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানযোগই অভীষ্ট ফল প্রদান করে এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে দুঃখবুদ্ধিশূন্য অতএব কর্ম্ম ও তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগই অভীষ্টফলপ্রদ হয় ॥ ৭ ॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৮ ॥

যদৃচ্ছয়া (কেন অপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাতমঙ্গলোদয়েন) মৎকথাদৌ তু জাতশ্রদ্ধঃ যঃ পুমান্ ন অতিসক্তঃ ( দেহগেহকলত্রাদিষু অত্যাসক্তিরহিতঃ ) ন নির্ব্বিণ্নঃ ( তত্তৎকর্ম্মাদিষু বিরক্তিরহিতঃ চ যঃ ) অস্য ( অনন্য ) ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ ফলদঃ ( ভবতি ) ॥ ৮ ॥

কোন ভগবদ্ভক্তের কৃপাজাত সৌভাগ্যের উদয়ে আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সাংসারিক সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্মে বিরক্তিরহিত অথচ সেই সেই কর্ম্মে অত্যাসক্তিশূন্য হয়েন, তবে তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৯॥

যাবতা (যাবৎ) ন নির্ব্বিদ্যেত (কর্ম্মণা এব অন্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং নির্ব্বেদো ন জায়তে) মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে তাবৎ কর্ম্মাণি (নিত্য-নৈমিত্তিকানি) কুর্ব্বীত ॥ ৯ ॥

যত দিন পর্য্যন্ত না চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য জন্মে, অথবা যতদিন না আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল আচরণ করিবে ॥ ৯ ॥

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

হে উদ্ধব, অনাশীঃকামঃ (ফলকামনারহিতঃ) স্বধর্ম্মস্থঃ (জনঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্ স্বর্গনরকৌ ন যাতি, যদি অন্যৎ (নিষিদ্ধং) ন সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

হে উদ্ধব, ফলকামনারহিত স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি যদি বিহিত কর্ম্ম অতিক্রম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ না করিয়া, যজ্ঞাদি দ্বারা যজন করে, তাহা হইলে তাহাকে ফলকামনার অভাবহেতু স্বর্গে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনাচরণহেতু নরকেও গমন করিতে হয় না ॥ ১০ ॥

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ১১ ॥

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ (মর্ত্ত্যলোকে স্থিতঃ) স্বধর্ম্মস্থঃ অনঘঃ শুচিঃ (শুদ্ধান্তঃ-করণঃ সন্) বিশুদ্ধং জ্ঞানং (জ্ঞানাৎ মোক্ষং চ) বা (অথবা) যদৃচ্ছয়া (যাদৃচ্ছিক-শুদ্ধভক্তসঙ্গলাভঃ যদি তদা) মদ্ভক্তিং (চ কেবলাং তয়া চ প্রেমাণম্) আপ্নোতি (যাদ চ কর্ম্মমিশ্রজ্ঞানমিশ্রভক্তিমৎসাধুসঙ্গলাভঃ তদা ততঃ প্রাপ্তয়া কর্ম্মমিশ্রয়া জ্ঞানমিশ্রয়া চ প্রধানীভূতয়া ভক্ত্যা অন্ততঃ শান্তিরতিং প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

নিষিদ্ধকর্ম্মত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ লাভ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন, অথবা ভাগ্য বশতঃ বিশুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ লাভ করিয়া আমার উৎকৃষ্টা প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্ ॥ ১২ ॥

স্বর্গিণঃ তথা নিরয়িণঃ অপি (নারকিণঃ অপি) জ্ঞানভক্তিভ্যাং সাধকম্ এতং লোকং (মর্ত্যলোকম্) ইচ্ছন্তি (যতঃ) তদুভয়ং (স্বর্গিনারকিশরীরম্) অসাধকং (ভবতি স্বর্গিণঃ মহাবিষয়াবেশাৎ নারকিণঃ মহাপীড়াবেশাৎ) ॥ ১২ ॥

স্বর্গবাসী দেববৃন্দ ও নরকস্থ লোক সকল জ্ঞান ও ভক্তির সাধক এই মর্ত্ত্যলোক প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেহেতু স্বর্গস্থ লোকসমূহ ঘোর বিষয়সুখে অভিনিবিষ্ট এবং নারকী জীব নরকযন্ত্রণারূপ পীড়াযুক্ত, অতএব তাহাদের শরীর জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগের সাধক নহে ॥১২॥

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীঞ্চ বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি ॥ ১৩ ॥

বিচক্ষণঃ (জ্ঞানী) নরঃ স্বর্গতিং নারকীং চ ন কাঙ্ক্ষেৎ (স্বর্গনরকসাধনকর্ম্মাণি ন কুর্য্যাৎ) ইমং লোকং (পাপরহিতাং নৃগতিম্ অপি সুখেন তিষ্ঠেয়ম্ ইতি বুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষেত কাময়েত যতঃ) দেহাবেশাৎ (দেহাসক্ত্যা স্বার্থে জ্ঞানে ভক্তৌ বা) প্রমাদ্যতি ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্গপ্রদ ও নরকপ্রদ কর্ম্ম করেন না, এবং নিষ্পাপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে বিষয়ভোগসহকারে কালযাপন করিতেও ইচ্ছা করেন না; যেহেতু দেহে আসক্তি বশতঃ জ্ঞান বা ভক্তি বিস্মৃত হইতে হয় ॥ ১৩ ॥

এতদ্বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্ ॥ ১৪ ॥

বিদ্বান্ সঃ (জনঃ) অপ্রমত্তঃ (অনলসঃ, কর্ম্মফলে অনাসক্তঃ সন্) মৃত্যোঃ পুরা (পূর্ব্বম্ এব) অর্থসিদ্ধিদম্ অপি এতৎ (শরীরং) মর্ত্ত্যং (মরণধর্ম্মকম্) ইদং জ্ঞাত্বা অভবায় (ভবনিবৃত্তয়ে) ঘটেত (যতেত) ॥ ১৪ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি অপ্রমত্ত অর্থাৎ কর্ম্মফলে আসক্তিশূন্য বা অনলস হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই সকল পুরুষার্থ ও সকল সিদ্ধির সাধক হইলেও এই শরীরকে মরণধর্ম্মী জানিয়া জনন মরণ হইতে নিবৃত্তির জন্য যত্নবান্ হয়েন ॥ ১৪ ॥

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ ॥ ১৫ ॥

অলম্পটঃ অনাসক্তঃ খগঃ (যথা) যমৈঃ (যমবন্নির্দয়ৈঃ) এতৈঃ (পুরুষৈঃ) ছিদ্যমানং কৃতনীড়ং স্বকেতং (স্বাশ্রয়ং) বনস্পতিং (বৃক্ষম্ উৎসৃজ্য ক্ষেমং) যাতি ॥ ১৫ ॥

অনাসক্ত পক্ষিগণ যেমন যমসদৃশ নির্দ্দয় পুরুষগণ কর্ত্তৃক ছিদ্যমান কৃতনীড় নিজের আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া, মঙ্গলময় স্থান লাভ করে ॥ ১৫ ॥

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি ॥ ১৬ ॥

অহোরাত্রৈঃ ছিদ্যমানম্ (অপক্ষীয়মাণম্) আয়ুঃ বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) ভয়বেপথুঃ (ভয়েন বেপথুঃ কম্পঃ যস্য সঃ) মুক্তসঙ্গঃ (মুক্তং বিষয়সঙ্গং যেন সঃ) পরং (পরমেশ্বরং) বুদ্ধ্বা নিরীহঃ (সর্ব্বব্যাপাররহিতঃ সন্) উপশাম্যতি (উপশান্তিং প্রাপ্নোতি) ॥ ১৬ ॥

তদ্রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি দিবারাত্রি আয়ুঃ ক্ষীণ হইতেছে দেখিয়া ভয় হেতু কম্পিত কলেবরে বিষয়সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরকে পরিজ্ঞাত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ১৭ ॥

আদ্যং (সর্ব্ববাঞ্ছিতফলানাং মূলং) সুদুর্লভম্ (উদ্যমকোটিভিঃ অপি প্রাপ্তুম্ অশক্যং তথাপি তু) সুলভং (কেন অপি ভাগ্যেন প্রাপ্তং) সুকল্পং (পটুতরং, সর্ব্বসাধনক্ষমং) গুরুকর্ণধারং (গুরুঃ এব কর্ণধারঃ নাবিকঃ যস্মিন্ তৎ) ময়া (চ সেব্যমানেন) অনুকূলেন নভস্বতা (মারুতেন) ঈরিতং (প্রেরিতং) প্লবং (নাবং) নৃদেহং (প্রাপ্য যঃ) পুমান্ ভবাব্ধিং (সংসারসমুদ্রং) ন তরেৎ সঃ আত্মহা (ভবতি, আত্মানমেব দুঃখসাগরে নিমজ্জয়তি) ॥ ১৭ ॥

সমস্ত বাঞ্ছিত ফলের মূলস্বরূপ, কোটি কোটি চেষ্টা দ্বারাও লাভের অযোগ্য, কিন্তু কোন অপূর্ব্ব ভাগ্যবশতঃ অনায়াসে প্রাপ্ত, স্বাবধি হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই পটুতর, গুরুরূপ-কর্ণধার-সমন্বিত, মৎকর্ত্তৃক অনুকূল বায়ু দ্বারা চালিত, সংসারসমুদ্র উত্তরণের নৌকাস্বরূপ নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া, যে পুরুষ ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করে না, সে আপনাকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করে, অতএব তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥

যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥ ১৮॥

যদা আরম্ভেষু ( গৃহাদ্যারম্ভেষু কর্ম্মসু ) নির্ব্বিণ্ণঃ ( দুঃখদর্শনেন উদ্বিগ্নঃ তদধিকারপ্রাপ্তফলেষু ) বিরক্তঃ ( তদা ) যোগী ( যমনিয়মাদিযোগযুক্তঃ ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ ( চ সন্ ) অভ্যাসেন (আত্মবিষয়বৃত্তিনৈরন্তর্য্যেণ, সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেন) আত্মনঃ (স্বস্য) মনঃ অচলং ( যথা স্যাৎ তথা ) ধারয়েৎ॥ ১৮॥

যখন গৃহাদি আরব্ধ কর্ম্মে দুঃখদর্শনে উদ্বেগ এবং তদধিকারপ্রাপ্ত কর্ম্মফলে বিরাগ জন্মে, তখন যম-নিয়মাদি-যোগযুক্ত হইয়া ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অভ্যাস দ্বারা মনকে অচলভাবে আমাতে ধারণ করিবে॥ ১৮॥

ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥ ১৯॥

যর্হি ( যত্নেন ) ধার্য্যমাণম্ ( অপি অতিবলবত্তয়া ) মনঃ আশু ( প্রথমং ) ভ্রাম্যৎ ( পরিভ্রমৎ ) অনবস্থিতং ( চঞ্চলং ভবেৎ, তদা ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ সন্ ) অনুরোধেন মার্গেণ ( কিঞ্চিৎতদপেক্ষাপূরণদ্বারেণ অনুবৃত্তিমার্গেণ ) আত্মবশং নয়েৎ॥ ১৯॥

যখন যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিলেও অতিবলবত্তা হেতু মনঃ প্রথম অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বিগুণ চঞ্চল হয়, তখন আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক দুই একবার মনকে তাহার ইচ্ছামত কিছু কিছু বিষয়ভোগ করাইয়া পরিশেষে ক্রমে ক্রমে আত্মবশে আনয়ন করিবে॥ ১৯॥

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ॥ ২০॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ জিতপ্রাণঃ ( জনঃ ) মনোগতিং ( মনসঃ গতিং ) ন বিসৃজেৎ ( ন উপেক্ষেত, কিন্তু অপ্রমত্তঃ সন্ ) সত্ত্বসম্পন্নয়া ( সত্ত্বযুক্তয়া ) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মবশং নয়েৎ ( আত্মানং লম্ভয়েৎ )॥ ২০॥

যাহারা ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে জয় করিয়াছে, তাহারা মনের গতির প্রতি উপেক্ষা না করিয়া প্রমাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা মনকে আমাতে ধারণ করিবে॥ ২০॥

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্নদাম্যস্যার্ব্বতো মুহুঃ ॥ ২১ ॥

যথা, অদাম্যস্য (অদমনীয়স্য) অর্ব্বতঃ (অশ্বস্য) হৃদয়জ্ঞত্বং (স্বহৃদয়াভিপ্রায়বিজ্ঞত্বম্) অন্বিচ্ছন্ (মম হৃদয়াভিপ্রায়ম্ অসৌ অশ্বঃ জানাতু ইতি ইচ্ছন্ অশ্বধাবকঃ সহসা তদ্বশীকারাসম্ভবাৎ প্রথমং কিঞ্চিৎ তদগতিম্ এব অনুবর্ত্ততে, তদ্বৎ) এষঃ (অনুবৃত্তিমার্গেণ) মনসঃ সংগ্রহঃ (স্ববশীকারঃ) বৈ (এব) পরমঃ যোগঃ স্মৃতঃ (বুধৈঃ উক্তঃ) ॥ ২১ ॥

যেমন অশ্বারোহী ব্যক্তি দ্রুত বিপথে গমনশীল অদমনীয় অশ্বকে বারংবার নিজ অন্তঃকরণের ভাব জানাইতে ইচ্ছা করিয়া এবং হঠাৎ বেগের নিবৃত্তি করাও দুর্ঘট জানিয়া, প্রথমতঃ রজ্জুধারণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ গমন করে, এবং পরে তাহাকে ক্রমে ক্রমে ফিরাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়, কিন্তু উপেক্ষা করে না, সেইরূপ যাহারা মনকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা বেগশালী মনের বেগ হঠাৎ রোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া বারম্বার নিজ ভাব অবগত করাইবার ইচ্ছায় স্বয়ং বাসনাশূন্য হইয়া কিছু কিছু বিষয় ভোগ করিতে দিয়া শেষে যে তাহাকে নিজের বশীভূত করে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

সাঙ্খ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥ ২২ ॥

সাঙ্খ্যেন (তত্ত্ববিবেকেন) সর্ব্বভাবানাং (মহদাদিপৃথিব্যন্তানাম্) প্রতিলোমানুলোমতঃ ভবাপ্যয়ৌ (প্রকৃত্যাদিক্রমেণ ভবম্ উৎপত্তিং পৃথিব্যাদিক্রমেণ অপ্যয়ং নাশং চ) যাবৎ মনঃ প্রসীদতি (নিশ্চলং ভবতি তাবৎ) অনুধ্যায়েৎ ॥ ২২ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত মন স্থির না হয়, ততদিন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মহৎ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহের অনুলোমে প্রকৃত্যাদি ক্রমে উৎপত্তি এবং প্রতিলোমে পৃথিব্যাদি ক্রমে বিনাশ চিন্তা করিবে ॥ ২২ ॥

নির্ব্বিন্নস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ॥ ২৩ ॥

নির্ব্বিন্নস্য (দুঃখবুদ্ধ্যা নানাবিধব্যাপারেণ উদ্বিগ্নস্য) বিরক্তস্য (তৎফলেষু অপেক্ষারহিতস্য) উক্তবেদিনঃ (গুরূপদেশেন আত্মালোচকস্য) পুরুষস্য মনঃ (গুরূপদিষ্ট

এব ) চিন্তিতস্য অনুচিন্তয়া ( পুনঃ পুনঃ চিন্তয়া ততঃ ) দৌরাত্ম্যং ( দেহাদ্যভিমানং ) ত্যজতি ॥ ২৩ ॥

দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া নানাবিধ ব্যাপার দ্বারা উদ্বিগ্নচিত্ত, অতএব তত্তৎফলে বিরক্ত এবং গুরূপদিষ্ট আত্মার অনুসন্ধানশীল পুরুষের মন চিন্তিত বস্তুর পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা পরিশেষে দেহাদিতে আত্মাভিমান পর্য্যন্ত সমস্তই পরিত্যাগ করে ॥ ২৩ ॥

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ ২৪ ॥

যমাদিভিঃ ( যমনিয়মাদিভিঃ ) যোগপথৈঃ ( যোগমার্গৈঃ ) আন্বীক্ষিক্যা ( তত্ত্ববিমর্শাত্মিকয়া চ) বিদ্যয়া (জ্ঞানেন) বা ( অথবা ) মমার্চ্চোপাসনাভিঃ ( মমার্চ্চনধ্যানাদিভিঃ উপায়ৈঃ ) মনঃ যোগ্যং ( পরমাত্মানং ) স্মরেৎ। অন্যৈঃ ( কর্ম্মভিঃ ) ন ( কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ভবতি ) ॥ ২৪ ॥

যমনিয়মাদি যোগপথ অবলম্বন দ্বারা এবং তত্ত্ববিচারাত্মক জ্ঞান দ্বারা অথবা আমার প্রতিমূর্ত্তির পূজা ও ধ্যানাদি উপায় সকল দ্বারা, মন ধ্যানযোগ্য পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মাদির কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না ॥ ২৪ ॥

যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন ॥ ২৫ ॥

যদি যোগী প্রমাদেন বিগর্হিতং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ( তর্হি ) যোগেন জ্ঞানাজ্ঞেন এব অংহঃ ( পাপং ) দহেৎ, তত্র ( বিগর্হিতে কর্ম্মণি ) কদাচন অন্যৎ ( কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্তং ) ন ( অস্তি ) ॥ ২৫ ॥

যোগী ব্যক্তি যদি কখন প্রমাদ বশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে, অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি না করিয়া, যোগ দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ২৫ ॥

স্বে স্বেহধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

স্বে স্বে অধিকারে যা নিষ্ঠা সঃ গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। জাত্যশুদ্ধানাং (জাত্যা উৎপত্ত্যা

এব অশুদ্ধানাং কর্ম্মণাং সঙ্গানাং ( বিষয়াসক্তীনাং ) ত্যাজনেচ্ছয়া অনেন গুণদোষ-বিধানেন ( বিধিপ্রতিষেধরূপ গুণদোষবিধানেন ) নিয়মঃ (সঙ্কোচঃ) কৃতঃ ॥ ২৬ ॥

নিত্য সন্ধ্যা উপাসনাদি ও নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির প্রতি কারণ এবং হিংসাদি কর্ম্মই চিত্তমলিনতার প্রতি কারণ। চিত্তমালিন্য নিবারণের জন্য চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। নিত্যাদি কর্ম্ম সকল সত্ত্বশোধক বলিয়া গুণ; হিংসাদি কর্ম্ম সকল তদ্বিপরীত বলিয়া দোষ; আবার ঐ দোষের নিবারক বলিয়া প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম সকলও গুণ। অতএব প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেকে পাপধ্বংস কিরূপে হইতে পারে, যদি ইহা বিবেচনা কর, তাহার সমাধান এই :— শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদি পাপধ্বংসের প্রতি কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী ও ভক্ত ভিন্ন অপর সাধারণের পক্ষেই নিজ নিজ আশ্রমবিহিত নিত্যাদি কর্ম্ম সকল গুণরূপে ও হিংসাদি কর্ম্ম সকল দোষরূপে উক্ত হইয়াছে। অত-এব তাঁহাদিগের জন্যই প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী ও ভক্ত ইহাঁদের পুণ্যজনক বা পাপজনক কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকায় ইহাঁদিগকে সেই সকল কর্ম্মের অধীন হইতে হয় না, সুতরাং ইহাঁদের জন্য গুণদোষের বিধান বা প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা হয় নাই। ফলতঃ নিজ নিজ অধিকারে নিষ্ঠাই গুণ। স্বভাবতঃ অশুদ্ধ কর্ম্ম সকল গুণদোষবিধান দ্বারা সঙ্গত্যাজনেচ্ছায় নিয়মিত অর্থাৎ সঙ্কোচিত হইয়াছে। অতএব জন্মাবধি মলিন ও কর্ম্মাসক্ত জীবগণকে কর্ম্মসঙ্গ ত্যাগ করাইবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তাদি নিয়মিত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ গ্রহণ করানই প্রায়শ্চিত্তাদির একমাত্র উদ্দেশ্য জানিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

মৎকথাসু জাতশ্রদ্ধঃ ( সংজাতবিশ্বাসঃ ) সর্ব্বকর্ম্মসু ( লৌকিকবৈদিকেষু কর্ম্মসু) নির্ব্বিণ্নঃ ( দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ ) কামান্ ( স্ত্রীপুত্রাদিসঙ্গোত্থান্ ) দুঃখাত্মকান্ বেদ (অথচ যদি তেষাং ) পরিত্যাগে অপি অনীশ্বরঃ ( অসমর্থঃ ) ॥ ২৭ ॥

আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মসমূহ দুঃখপ্রদ বিবেচনায় সেই সকলে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি যদি স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় সকল কেবল দুঃখপ্রদ জানিয়াও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয় । ২৭ ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ ( তদনন্তরং ) দুঃখোদর্কান্ ( দুঃখম্ উদর্কম্ উত্তরফলং যেষাং তান্ কামান্ গর্হয়ন্ ( নিন্দন্ ), চ জুষমাণঃ চ ( এব ) শ্রদ্ধালুঃ ( ভক্ত্যা এব সর্ব্বং ভবিষ্যতি ইতি বিশ্বাসবান্ ) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়ঃ নিশ্চয়ঃ যস্য সঃ) প্রীতঃ ( সন্তোষচিত্তঃ সন্ ) মাং ভজেত ( ভজেৎ ) ॥ ২৮ ॥

তবে সেই বিশ্বাসী ব্যক্তি তদনন্তর স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় সকল কেবল উত্তরকালে দুঃখপ্রদ জানিয়াই তাহাদের ভোগকালে আসক্ত না হইয়া সেই সেই ভোগ্য বিষয়ের নিন্দা সহকারে ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই সকল সিদ্ধ হইবে এইরূপ বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমার ভজনে রত হইবে ॥ ২৮ ॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদিস্থিতে ॥ ২৯ ॥

ময়া প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন অসকৃৎ ( নিত্যং, পুনঃ পুনঃ ) মা ( মাং ) ভজতঃ মুনেঃ ময়ি হৃদি স্থিতে ( সতি ) সর্ব্বে হৃদয্যাঃ ( হৃদ্গতাঃ ) কামাঃ নশ্যন্তি ॥ ২৯ ॥

আমা কর্ত্তৃক উক্ত এই ভক্তিযোগ দ্বারা প্রতিদিন বারংবার আমার ভজনশীল মুনির হৃদয়মধ্যে আমি অবস্থান করাতে তাহার অন্তঃকরণের সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৩০ ॥

অখিলাত্মনি ময়ি দৃষ্টে ( সতি ) অস্য ( ভজনশীলস্য জনস্য ) হৃদয়গ্রন্থিঃ ( হৃদয়মেব গ্রন্থিঃ অহংকারঃ ) ভিদ্যতে, সর্ব্বসংশয়াঃ ( তদ্দর্শনাসম্ভাবনাপর্য্যন্তাঃ ) ছিদ্যন্তে ( সমাপ্যন্তে ) কর্ম্মাণি চ ( প্রারব্ধপর্য্যন্তানি ) ক্ষীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

সমস্ত প্রাণীর আত্মরূপী আমাকে দর্শনকারী ব্যক্তির হৃদয়স্থ অহংকাররূপ গ্রন্থির ভেদ হয়, সকল সংশয়ের উচ্ছেদ হয় এবং প্রারব্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় ॥ ৩০ ॥

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ ( ভক্তেঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাৎ ) বৈ ( নিশ্চিতং ) মদ্ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ ( ময়ি আত্মা মনঃ যস্য তস্য ) যোগিনঃ ( ভক্তিযোগবিশিষ্টস্য ) ইহ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা হেতু আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং যাহার মন সর্ব্বদা একমাত্র আমাতেই সংস্থিত তাদৃশ ভক্তিযোগযুক্ত ব্যক্তির ভক্তিই একমাত্র মঙ্গলপ্রদ হয়, কিন্তু, ইহলোকে কর্ম্ম-ত দূরের কথা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলপ্রদ হয় না ॥ ৩১ ॥

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥ ৩২ ॥

কর্ম্মভিঃ ( যজ্ঞাদিভিঃ ) যৎ তপসা যৎ জ্ঞানবৈরাগ্যতঃ ( জ্ঞানেন বৈরাগ্যেন চ ) যৎ যোগেন দানধর্ম্মেণ ইতরৈঃ ( তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিঃ ) শ্রেয়োভিঃ ( শ্রেয়ঃসাধনৈঃ ) অপি ( যৎ লভ্যতে ) ॥ ৩২ ॥

যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা বা অন্য তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

মদ্ভক্তঃ কথঞ্চিৎ ( কদাচিৎ ) যদি বাঞ্ছতি ( তর্হি ) মদ্ভক্তিযোগেন স্বর্গাপবর্গং ( স্বর্গং মোক্ষং চ ) মদ্ধাম ( বৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং ) সর্ব্বম্ অঞ্জসা ( অনায়াসেন এব ) লভতে ॥ ৩৩ ॥

যদ্যপি আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা থাকে না, তথাপি যদি আমার ভজনপরিপুষ্টির জন্ত চিত্রকেতু প্রভৃতির ন্যায় স্বর্গ, মোক্ষ বা তদতিরিক্ত বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে মদ্বিষয়ক ভক্তিযোগদ্বারা সে সকল অনায়াসেই লাভ করিতে পারে ॥ ৩৩ ॥

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম ।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ৩৪ ॥

মম একান্তিনঃ ( একস্মিন্ ময়ি এব অন্তঃ নিষ্ঠা যেষাং তে ) সাধবঃ ধীরাঃ ময়া অপুনর্ভবম্ ( আত্যন্তিকং ) কৈবল্যং দত্তম্ অপি কিঞ্চিৎ ন বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৪ ॥

আমাতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা বিশিষ্ট অতএব ধীর ও সাধু ভক্ত সকল আমি শ্রেষ্ঠ মুক্তিপদ প্রদান করিলেও তাহা অভিলাষ করে না ॥ ৩৪ ॥

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্ ।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

যস্মাৎ নিরাশিষঃ ( ফলান্তরকামনাশূন্যস্য ) নিরপেক্ষস্য ( জ্ঞানবৈরাগ্যাদ্যপেক্ষাশূন্যস্য পুংসঃ ) মে ভক্তিঃ ভবেৎ, তস্মাৎ নৈরপেক্ষ্যং ( সাধনান্তরফলান্তরাপেক্ষারাহিত্যম্ এব ) পরম্ ( উৎকৃষ্টম্ ) অনল্পং ( মহৎ ) নিঃশ্রেয়সং ( ফলং ফলসাধনং চ মনীষিণঃ ) প্রাহুঃ ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষারহিত ফলান্তরাভিসন্ধানশূন্য নিষ্কাম পুরুষের মদীয় ভক্তি লাভ হয়, অতএব নৈরপেক্ষ্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৎ ফল ও তৎসাধন বলিয়া থাকেন ॥৩৫॥

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ ৩৬ ॥

ময়ি একান্তভক্তানাং সাধূনাং (নিরস্তরাগাদীনাম অতঃ) সমচিত্তানাম ( অতঃ এব ) বুদ্ধেঃ ( প্রকৃতেঃ ) পরং ( সচ্চিদানন্দম্ এব বস্তু ) উপেয়ুষাং ( জনানাং ) গুণদোষোদ্ভবাঃ ( গুণদোষৈঃ বিহিতপ্রতিষেধৈঃ উদ্ভবঃ যেষাং তে ) গুণাঃ ( পুণ্যপাপাদয়ঃ ) ন ( সম্ভবন্তি ) ॥ ৩৬ ॥

যাহারা বিষয়ানুরাগরহিত, যাহাদের সকলে সমবুদ্ধি এবং যাহাদের আমাতে একান্ত ভক্তি ও যাহারা মায়াতীত সচ্চিদানন্দ বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছে, এবম্বিধ ভক্তগণের বিধিনিষেধজন্য পুণ্যপাপাদি সম্ভব হয় না ॥ ৩৬ ॥

এবমেতান্ ময়াদিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং ( পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ) ময়া আদিষ্টান্ এতান্ ( নিষ্কামকর্ম্মযোগজ্ঞানভক্তিরূপান্ ) মে পথঃ ( মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্ যে ) অনুতিষ্ঠন্তি ( তে যথাযোগং নিষ্কাম কর্ম্মিণঃ ) ক্ষেমং ( বিন্দন্তি, জ্ঞানিনঃ ) যৎ পরমং ব্রহ্ম বিদুঃ ( জানন্তি, মদ্ভক্তাঃ ) মৎস্থানং ( বৈকুণ্ঠং ) বিন্দন্তি ॥ ৩৭ ॥

এইরূপ আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট এবং মৎপ্রাপ্তিসাধন এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, যাহারা অনুষ্ঠান করে, তাহারা যথাযোগ্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মিগণ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানিগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় এবং ভক্তগণ উৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠাদি স্থান লাভ করে ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

# একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে ॥ ১ ॥

যে এতান্ ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্ মৎপথঃ (মদ্গমমার্গান) হিত্বা চলৈঃ (অস্থিরৈঃ অশান্ততয়া বিষয়েষু ধাবনস্বভাবৈঃ) প্রাণৈঃ (দেহবায়ুভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বা) ক্ষুদ্রান্ (নশ্বরত্বেন তুচ্ছান্) কামান্ (বিষয়ান) জুষন্তঃ (সেবমানাঃ ভবন্তি) তে সংসরন্তি (নিখিলগুণদোষভাক্ত্বেন নানাযোনীঃ প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১ ॥

গুণ ও দোষ এই উভয়ের ব্যবস্থা নিমিত্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিনটি যোগ উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে জ্ঞানযোগে ও ভক্তিযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের গুণ বা দোষ কিছুই নাই। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠ সাধকদিগের সাধ্যানুরূপ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মাচরণ চিত্তশুদ্ধিকর বলিয়া গুণ এবং তাহার অকরণ ও নিষিদ্ধাচরণ এই উভয়ই চিত্তমালিন্যকর বলিয়া দোষ। অতএব ঐ দোষের নিবর্ত্তক প্রায়শ্চিত্ত সকল গুণ। বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানাভ্যাসই সিদ্ধির হেতু বলিয়া গুণ এবং ভক্তিনিষ্ঠ শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকদিগের শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিই গুণ। তদ্বিরুদ্ধ সমস্তই জ্ঞানযোগনিষ্ঠ ও ভক্তিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পক্ষে দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সিদ্ধ বা সাধক ভিন্ন কেবল কাম্যকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের গুণ ও দোষ সকল বিস্তার করিবার জন্য প্রথমতঃ বহির্মুখ লোকদিগকে নিন্দা করিয়া ভগবান বলিলেন, হে উদ্ধব, যে সকল ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক উক্ত এই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ পথ পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা তুচ্ছ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়সমূহের সেবা করে, তাহারা এই সংসারে নানা যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥ ২ ॥

স্বে স্বে অধিকারে (কামিত্ব নিষ্কামিত্ব বৈরাগ্য-শ্রদ্ধারূপৈঃ বিশেষণৈঃ যথা-যোগ্যতয়া অধিক্রিয়মাণে সম্বন্ধবিশেষে) যা নিষ্ঠা (স্থিতিঃ) সঃ গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিপর্য্যয়ঃ তু ( পরাধিকারে স্থিতিরূপঃ ) দোষঃ স্যাৎ। উভয়োঃ ( গুণদোষয়োঃ ) এষঃ নির্ণয়ঃ ( স্বরূপনিশ্চয়ঃ স্যাৎ ) ॥ ২ ॥

যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, একই কার্য্যের অনুষ্ঠানে কেহ কেহ গুণভাগী হয়, কেহ কেহ হয় না, এরূপ বৈষম্য কি প্রকারে ঘটিতে পারে, তাহা বলিতেছি। অধিকারী ভেদে গুণ ও দোষ উক্ত হইয়াছে, বস্তুভেদে নহে। জ্ঞানিগণের জ্ঞানে ও কর্ম্মিগণের কর্ম্মে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কর্ম্মাধিকারীর কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানে এবং জ্ঞানাধিকারীর জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মে নিষ্ঠাই দোষ। কারণ কর্ম্মাধিকারীর জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব, এবং জ্ঞানাধিকারীর কর্ম্মগ্রহণে উচ্চবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক হীনবৃত্তি স্বীকার, এইরূপে গুণ ও দোষ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব সকামই হউন নিষ্কামই হউন বিরক্তই হউন অথবা শ্রদ্ধালুই হউন, সকলেরই নিজ নিজ অধিকারে থাকাই গুণ। পরের অধিকারে থাকা দোষ। ইহাই গুণ ও দোষের স্বরূপনিশ্চয় ॥ ২ ॥

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেম্বপি বস্তুষু।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ।
ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥ ৩ ॥

( হে ) অনঘ, দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং ( যোগ্যম্ অযোগ্যং বা ইতি সন্দেহদ্বারা স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধার্থং ) সমানেষু অপি বস্তুষু ধর্ম্মার্থং শুদ্ধ্যশুদ্ধী ( যোগ্যত্বা-যোগ্যত্বে ) ব্যবহারার্থং গুণদোষৌ ( তন্নিমিত্তোপাদেয়ত্বানুপাদেয়ত্বে ) যাত্রার্থং ( প্রাণরক্ষার্থং ) শুভাশুভৌ ( তন্নিমিত্তাবধানত্বে ) বিধীয়েতে ॥ ৩ ॥

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, এটি যোগ্য কি অযোগ্য, এইরূপ সন্দেহ দ্বারা দ্রব্যবিশেষের সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধের নিমিত্ত একজাতীয় বস্তু সকলেও ধর্ম্মার্থ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, ব্যবহারার্থ গুণ ও দোষ এবং দেহরক্ষার্থ শুভ ও অশুভ, এই প্রকার বিধান করা হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্ম্মমুদ্বহতাং ধুরম্ ॥ ৪ ॥

ময়া মন্বাদিরূপেণ ধর্ম্মম্ ( ধর্ম্মরূপাং ) ধুরং ( ভারম্ ) উদ্বহতাং ( জনানাম্ অর্থে ) অয়ম্ আচারঃ দর্শিতঃ ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মরূপ ভার বহনকারী কর্ম্মজড় মানব সকলের নিমিত্ত আমি মন্বাদি রূপে এই আচার দেখাইয়াছি ॥ ৪ ॥

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥ ৫ ॥

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশাঃ ভূমিঃ অপ্ অগ্নিঃ অনিলঃ আকাশঃ চ (তে) পঞ্চ আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং ভূতানাং শারীরাঃ (শরীরারম্ভকাঃ) ধাতবঃ (ধারয়ন্তি যানি ধাতবঃ ভূম্যাদয়ঃ কারণানি) আত্মসংযুতাঃ ॥ ৫ ॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্রের শরীরোৎপত্তির কারণরূপে উক্ত হইয়াছে, এবং উহারা সকলেই আত্মাবিশিষ্ট ॥ ৫ ॥

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্তে এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬ ॥

(হে) উদ্ধব, সমেষু অপি (সর্বেবাম্ আত্মসংযুক্তত্বাৎ গুণাধিক্যাভাববৎসু অপি) ধাতুষু (ধাত্বারব্ধদেহেষু) বিষমাণি (বিভিন্নানি) নামরূপাণি (বাচকবাচ্যানি ব্রাহ্মণব্রহ্মচার্য্যাদিনামানি দ্বিপদস্থাদীনি রূপাণি বর্ণাশ্রমাদিনিবন্ধনানি) এতেষাং (প্রাণিনাং) স্বার্থসিদ্ধয়ে (প্রবৃত্তিনিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদিপুরুষার্থসিদ্ধয়ে বেদেন) কল্প্যন্তে ॥ ৬ ॥

হে উদ্ধব, এই সকল প্রাণীর ধর্ম্মাদি পুরুষার্থের সিদ্ধির নিমিত্ত একজাতীয় শরীরে বিভিন্ন নাম ও রূপ সকল বেদশাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্ ॥ ৭ ॥

(হে) সত্তম, মম (বেদরূপেণ ময়া) কর্ম্মণাং (স্বাভাবিকপ্রবৃত্তীনাং) নিয়মার্থং (সঙ্কোচার্থং) হি (এব) দেশকালাদিভাবানাং (দেশকালাদয়ঃ যে ভাবাঃ পদার্থাঃ তেষাং তৎসম্বন্ধিনাং) বস্তূনাং (যাগাদিকর্ম্মণি যোগ্যত্বেন গ্রাহ্যাণাং চ ব্রীহ্যাদীনাং) গুণদোষৌ বিধীয়েতে ॥ ৭ ॥

হে সত্তম, বেদরূপী আমি লোক সকলকে নিবৃত্তিপথে আনয়নের অভিলাষে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সকলের সঙ্কোচের নিমিত্তই দেশ কাল কর্ত্তা ও অপরাপর বস্তু সকলের গুণ ও দোষ বিধান করিয়াছি ॥ ৭ ॥

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্ ॥ ৮ ।

দেশানাং ( মধ্যে ) অকৃষ্ণসারঃ ( কৃষ্ণসারহরিণরহিতঃ কৃষ্ণসারমৃগপ্রচার-রহিতঃ বা দেশঃ ) অশুচিঃ ভবেৎ। ( তত্র অপি ) অব্রহ্মণ্যঃ ( ব্রাহ্মণভক্তশূন্যঃ অত্যন্তম্ অশুচিঃ )। কৃষ্ণসারঃ ( কৃষ্ণমৃগসঞ্চারবান্, কৃষ্ণেন মৃগেণ সারঃ শ্রেষ্ঠঃ যঃ সঃ ) অপি অসৌবীরকীকটাসংস্কৃতৈরিণং ( কীকটশ্চ মগধাঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদিশ্চ অসংস্কৃতঃ চ সংমার্জনাদিশূন্যঃ ম্লেচ্ছবহুলঃ চ বা ঈরিণং চ উষরঃ চ এতেষাং সমাহারঃ কীকটাসংস্কৃতৈরিণং সুবীরাঃ সৎপুরুষাঃ তদ্বান্ সৌবীরঃ ন সৌবীরঃ অসৌবীরঃ অসৌবীরং চ তৎ কীকটাসংস্কৃতৈরিণং চ ইতি তথা অশুচি ভবেৎ )॥ ৮॥

দেশ সকলের মধ্যে যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে না ও যে দেশে ব্রাহ্মণ নাই, সেই দেশ অশুচি। আর কৃষ্ণসার হরিণ থাকিলেও সাধু পুরুষ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত-শূন্য মগধ অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গাদি এবং অপরিষ্কৃত বা ম্লেচ্ছবহুল দেশ ও মরুদেশও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হয়॥ ৮॥

কর্ম্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ত্ততে কর্ম্ম স দোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ॥ ৯॥

দ্রব্যতঃ ( দ্রব্যসম্পত্ত্যা নাড়ীচ্ছেদনাৎ পূর্ব্বং পুত্রজন্মকালঃ দানকর্ম্মার্হঃ ) স্বতঃ এব বা ( পূর্ব্বাহ্নাদিঃ যঃ ) কর্ম্মণ্যঃ ( কর্ম্মার্হঃ সঃ ) কালঃ ( তস্মিন্ কর্ম্মণি ) গুণবান্ ( শুদ্ধঃ )। যতঃ ( যস্মিন্ কালে দ্রব্যালাভেন বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদিনা সূতকাদিসঞ্চারেণ বা আরব্ধম্ অপি কর্ম্ম নিবর্ত্ততে ( ন সমাপ্যতে ) সঃ ( কালঃ ) অকর্ম্মকঃ ( কর্ম্মানর্হঃ অতএব ) দোষঃ ( অশুদ্ধঃ ) স্মৃতঃ॥ ৯॥

দ্রব্য লাভ দ্বারাই হউক বা আপনাপনিই হউক, পূর্ব্বাহ্নাদি যে কর্ম্মযোগ্য কাল, তাহা সেই কর্ম্মে গুণবান্ হয়। আর যে কালে, দ্রব্যের অলাভ বশতঃই হউক অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব বশতঃ বা অশৌচ বশতঃই হউক, আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, সেই কাল কর্ম্মের অযোগ্য বলিয়া, অশুদ্ধস্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে॥ ৯॥

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াথবা॥ ১০॥

দ্রব্যেণ ( তোয়াদিনা অস্পৃশ্যমূত্রাদিনা ) চ বচনেন ( শুদ্ধম্ অশুদ্ধম্ ইত্যেবং রূপেণ ব্রাহ্মণবচনেন ) চ সংস্কারেণ ( প্রোক্ষণাদিনা ) অথ ( অবঘ্রাণাদিনা ) কালেন ( দশাহাদিনা ) অথবা ( মহত্ত্বাল্পতয়া চ ) দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী ( শুদ্ধিঃ অশুদ্ধিঃ চ )॥১০॥

বস্ত্রাদি দ্রব্যের জলাদি দ্বারা শুদ্ধি ও মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধি। "শুদ্ধ কি অশুদ্ধ" এইরূপ সন্দেহস্থলে "শুদ্ধ" এইরূপ ব্রাহ্মণাদির বচন দ্বারা শুদ্ধি এবং "অশুদ্ধ" এইরূপ ব্রাহ্মণাদির বচন দ্বারা অশুদ্ধি। প্রোক্ষণাদি দ্বারা পুষ্পাদির শুদ্ধি এবং ঘ্রাণাদি দ্বারা অশুদ্ধি। দশাহাদি কালে নবোদকাদির শুদ্ধি এবং পর্য্যুষিত অন্নাদির অশুদ্ধি। বৃহৎ তড়াগাদির ম্লেচ্ছাদির স্পর্শেও শুদ্ধি, ক্ষুদ্র কূপাদির অশুদ্ধি ॥ ১০ ॥

শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে।
অঘং কুর্ব্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥ ১১ ॥

শক্ত্যা অথবা অশক্ত্যা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ ( শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যা। এতে চ দ্রব্যবচনাদয়ঃ দ্রব্যশুদ্ধিদ্বারা ) আত্মনে যৎ অঘং কুর্ব্বন্তি ( তৎ ) হি দেশাবস্থানুসারতঃ ( এব ) যথা ( যথাবৎ কুর্ব্বন্তি ন সর্ব্বতঃ ) ॥ ১১ ॥

শক্তি বা অশক্তি অনুসারে বুদ্ধি অনুসারে ও সমৃদ্ধি অনুসারে দ্রব্যের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি। সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সূতকান্নাদি অশুদ্ধ; কিন্তু অসমর্থের পক্ষে শুদ্ধ। সমর্থ ব্যক্তি স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়েন; কিন্তু অসমর্থ ব্যক্তি স্নান না করিয়াও শুদ্ধ হয়েন। পুত্রজন্মাদিতে দশাহাদির বহির্জ্ঞানে শুদ্ধি আর তদন্তর্জ্ঞানে অশুদ্ধি। জীর্ণ বস্ত্রাসনাদি সমৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অশুদ্ধ আর দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধ। এইরূপে দ্রব্যের অশুদ্ধি দ্বারা আত্মার যে পাপ উৎপাদন করে, তাহাও দেশ কাল ও পাত্র অনুসারেই করিয়া থাকে; সর্ব্বথা পাপ উৎপাদন করে না ॥ ১১ ॥

ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্ম্মণাম্।
কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ ॥ ১২ ॥

ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্ম্মণাং পার্থিবানাং ( চ ) কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ যুতাযুতৈঃ ( যুতৈঃ অযুতৈঃ বা শুদ্ধ্যশুদ্ধী ) ॥ ১২ ।

ধান্য, কাষ্ঠ, গজদন্তাদি অস্থি, সূত্র, রস, তৈজস ও চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য সকলের ও অন্যান্য পার্থিব পদার্থ সকলের কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জলের যথাসম্ভব যোগে বা অযোগে শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অমেধ্যলিপ্তং যদ্‌যেন গন্ধং লেপং ব্যপোহতি।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অমেধ্যলিপ্তম্ ( অমেধ্যেন লিপ্তং ) যৎ ( পীঠপাত্রবস্ত্রাদি তৎ ) যেন ( তক্ষণক্ষারা-

ম্লোদকাদিনা ) গন্ধং লেপং চ ব্যপোহতি ( ত্যজতি ত্যক্ত্বা চ ) প্রকৃতিং ( স্বরূপং ) ভজতে তৎ তং শৌচং ( শোধকম ) ইষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অপবিত্র বস্তু দ্বারা লিপ্ত পাত্রাসনাদি যদ্দ্বারা গন্ধ ও লেপ ত্যাগ করে ও ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হয়, তাহাই তাহার শোধক জানিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধং কর্ম্মাচরেদ্দ্বিজঃ ॥ ১৪ ॥

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ ( স্নানং চ দানং চ তপঃ চ অবস্থা কর্ম্ম-যোগ্যা চ বীর্য্যং শক্তিঃ চ সংস্কারঃ উপনয়নাদিঃ চ কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি চ তৈঃ ) মৎ-স্মৃত্যা চ আত্মনঃ ( সাহঙ্কারস্য কর্ত্তুঃ ) শৌচং ( তত্তৎকর্ম্মানুসারিণী শুদ্ধিঃ ভবতি। এতৈঃ ) শুদ্ধঃ ( সন্ ) দ্বিজঃ কর্ম্ম আচরেৎ ॥ ১৪ ॥

স্নান, দান, তপস্যা, কর্ম্মযোগ্য অবস্থা, শক্তি, উপনয়নাদি সংস্কার ও সন্ধ্যোপা-সনাদি কর্ম্ম দ্বারা এবং আমার স্মৃতি দ্বারা কর্ত্তার শুদ্ধি হয়। যথাযথ এই সকল কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইয়া কর্ত্তা কর্ম্ম করিবে। ১৪ ॥

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।
ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রস্য চ ( সদ্গুরুমুখাৎ যথাবৎ ) পরিজ্ঞানং ( শুদ্ধিঃ )। মদর্পণং কর্ম্মশুদ্ধিঃ ( কর্ম্মণঃ শুদ্ধিঃ। দেশকালদ্রব্যকর্ত্তৃমন্ত্রকর্ম্মভিঃ ) ষড়্ভিঃ ( শুদ্ধৈঃ ) ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে ( এতেষাং যঃ ) বিপর্য্যয়ঃ ( অশুদ্ধিঃ সঃ ) তু অধর্ম্মঃ ( অধর্ম্মহেতুঃ ভবতি ) ॥ ১৫ ॥

সদ্গুরুমুখ হইতে যথাবৎ পরিজ্ঞানই মন্ত্রের শুদ্ধি। ঈশ্বরে অর্পণই কর্ম্মের শুদ্ধি। দেশ কাল দ্রব্য কর্ত্তা মন্ত্র ও কর্ম্ম এই ছয়টি শুদ্ধ হইলেই ধর্ম্ম সম্পন্ন হয় আর এইগুলি অশুদ্ধ হইলেই অধর্ম্ম হয় ॥ ১৫ ॥

ক্বচিদ্গুণোঽপি দোষঃ স্যাৎ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥ ১৬ ॥

ক্বচিৎ গুণঃ অপি দোষঃ ( তথা ) দোষঃ অপি বিধিনা গুণঃ স্যাৎ। ( এবং যঃ গুণদোষার্থনিয়মঃ ( সঃ তয়োঃ ) ভিদাং ( ভেদম্ ) এব বাধতে ॥ ১৬ ॥

কোথাও গুণও দোষ হয় এবং দোষও বিধিবলে গুণ হইয়া থাকে। যে প্রতি-গ্রহ অনাপৎকালে দোষ, তাহাই আবার আপৎকালে গুণ। পরধর্ম্ম পরের

পক্ষে গুণ ও নিজের পক্ষে দোষ। অবিরক্ত গৃহস্থের পক্ষে কুটুম্বত্যাগাদি দোষ; কিন্তু বিরক্তের পক্ষে বিধিবলে গুণ। গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্র গুণদোষের ভেদকেই বাধা দেয়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে গুণের বা দোষের নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা দোষের অধিকারে গুণত্বের এবং গুণের অধিকারে দোষত্বের বাধক হয়, কিন্তু গুণাধিকারে গুণত্বের বা দোষাধিকারে দোষত্বের বাধক হয় না। ফল কথা, গুণ ও দোষ বস্তুনিষ্ঠ নহে, পরন্তু উহারা অধিকারভেদেই কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্ ।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥ ১৭ ॥

সমানকর্ম্মাচরণং ( সমানস্য কর্ম্মণঃ সুরাপানাদেঃ আচরণম্ অপতিতানাং পতনহেতুঃ অপি জাত্যা কর্ম্মণা বা ) পতিতানাং ( পুনঃ ) পাতকম্ ( অধিকারভ্রংশকং ) ন ( ভবতি, পূর্ব্বম্ এব পতিতত্বাৎ। তথা ) ঔৎপত্তিকঃ সঙ্গঃ ( অপি ন দোষঃ অপি তু ) গুণঃ। ( পূর্ব্বম্ এব ) অধঃ শয়ানঃ ( জনঃ ) ন পততি ॥ ১৭ ॥

সুরাপানাদি দ্বারা অপতিত ব্যক্তিরই পতন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তত্তুল্য কর্ম্ম করিয়া পতিত হইয়াছে, তাহার আর পতন হয় না। অতএব সুরাপান পতিতের পক্ষে দোষ নহে। এইরূপ গৃহস্থের স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ দোষ নহে, পরন্তু গুণই হইয়া থাকে। যেমন নিম্নে শয়নকারী ব্যক্তির পতনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া ঐপ্রকার শয়ন তাহার পক্ষে দোষ নহে, পরন্তু আরোহণ ও অবরোহণ জন্য পরিশ্রমের অভাবে গুণই হয়। ১৭ ॥

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ ॥ ১৮ ॥

যতঃ যতঃ ( বিষয়াৎ পুরুষঃ ) নিবর্ত্তেত ( বিরিরমেত ) ততঃ ততঃ ( এব বন্ধাৎ বিমুচ্যেত। এষঃ ( বিষয়াসক্তিবর্জ্জনিবৃত্তিলক্ষণঃ ) ধর্ম্মঃ ( এব ) নৃণাং ক্ষেমঃ ( পরমসুখাবহঃ ) শোকমোহভয়াপহঃ ( চ ) ॥ ১৮ ॥

যে যে বিষয় হইতে পুরুষ নিবৃত্ত হইবে, সেই সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। এই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই মনুষ্যদিগের পরমসুখাবহ এবং শোক মোহ ও ভয়ের নাশক ॥ ১৮ ॥

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥

(প্রথমং) বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ (রমণীয়তাবুদ্ধেঃ) ততঃ (তেষু) পুংসঃ সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) ভবেৎ। সঙ্গাৎ (চ) তত্র (তেষু বিষয়েষু) কামঃ (ভোগাভিনিবেশঃ ভবেৎ। (তদা যেন সঃ কামঃ প্রতিহন্যতে তেন সহ তেষাং) নৃণাং কামাৎ এব (হেতোঃ) কলিঃ (কলহঃ, বিবাদঃ ভবতি)॥ ১৯॥

বিষয়ের রমণীয়তা বুদ্ধি বশতঃ সেই সকল বিষয়ে পুরুষের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতেই ভোগাভিনিবেশ ঘটে। ভোগাভিনিবেশ হইলেই, সেই ভোগের যে বাধক হয়, তাহার সহিত ভোগাভিলাষ প্রযুক্তই, মনুষ্যদিগের বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

কলেদুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্॥ ২০॥

কলেঃ (চ) দুর্বিষহঃ (তীব্রঃ) ক্রোধঃ (ভবতি)। তং (ক্রোধং) তমঃ (সম্মোহঃ) অনুবর্ত্ততে। তমসা (চ) পুংসঃ ব্যাপিনী (তত্তৎপদার্থেষু প্রসৃতা) চেতনা (কার্য্যাকার্য্যবিষয়িকা স্মৃতিঃ) দ্রুতং (শীঘ্রং) গ্রস্যতে (লুপ্তা ভবতি)॥ ২০॥

কলহ হইতে তীব্র ক্রোধ জন্মে। মোহ ঐ ক্রোধের অনুবর্ত্তী হয়। ঐ মোহই সত্বর পুরুষের বহুব্যাপিনী কার্য্যাকার্য বিষয়িণী স্মৃতিকে গ্রাস করিয়া ফেলে॥ ২০॥

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ॥ ২১॥

(হে) সাধো, তয়া (বিবেকবত্যা স্মৃত্যা) বিরহিতঃ জন্তুঃ (মনুষ্যঃ) শূন্যায় কল্পতে (অসত্তুল্যঃ ভবতি) ততঃ অস্য মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য (মৃততুল্যস্য চ) স্বার্থবিভ্রংশঃ (স্বার্থনাশঃ ভবতি)॥ ২১॥

হে সাধো, ঐ বিবেকবতী স্মৃতির অভাবে মনুষ্য অসত্তুল্য হয়। পরে চেতনারহিত মৃতবৎ সেই ব্যক্তি সমস্ত স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে॥ ২১॥

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্॥ ২২॥

যঃ ব্যর্থং বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ (বর্ত্ততে সঃ মূর্চ্ছিততুল্যঃ যঃ চ) ভস্ত্রা ইব শ্বসন্ (বর্ত্ততে সঃ মৃততুল্যঃ সঃ চ সঃ চ) বিষয়াভিনিবেশেন আত্মানং ন বেদ অপরং (চ ন বেদ)॥ ২২॥

চেতনাশূন্য ব্যক্তি মৃত ও মূর্চ্ছিতের তুল্য, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাই বিশদরূপে বলা হইতেছে যে, রূপরসাদি বিষয়সমূহে নিতান্ত অভিনিবেশ নিবন্ধন, আপনাকে এবং পরমাত্মাকে প্রকৃতরূপে জানিতে অসমর্থ ব্যক্তি, বৃক্ষের ন্যায় বৃথা প্রাণধারণের উপযোগী বিষয় গ্রহণ এবং ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, সুতরাং পুরুষার্থ বিরহিত হইয়া মৃত ও মূর্চ্ছিতের তুল্য হয়॥ ২২॥

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥ ২৩॥

ইয়ং (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টা) ফলশ্রুতিঃ ন শ্রেয়ঃ (পরমপুরুষার্থঃ), পরং (তু) রোচনং (প্রবৃত্তিজনকং), শ্রেয়োবিবক্ষয়া (মোক্ষবিবক্ষয়া) প্রোক্তা (প্রকর্ষেণ কথিতা), যথা ভৈষজ্যরোচনং (ভৈষজ্যে ঔষধে প্রবৃত্ত্যুৎপাদনবৎ)॥ ২৩॥

হে উদ্ধব, প্রবৃত্তির প্রতি অভিলষিত স্বর্গাদি কারণ, যাগাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির স্বর্গ হয়, ইহা ফলশ্রুতি আছে, তবে স্বার্থভ্রংশের সম্ভাবনা কি, এরূপ আশঙ্কা করিও না; যেহেতু ফলশ্রুতি মনুষ্যগণের পরম পুরুষার্থের অভিপ্রায়ে উচ্চরিত নহে; রুচি উৎপাদনই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য; মিষ্টান্ন প্রলোভন দ্বারা রোগাক্রান্ত শিশুগণের ঔষধে রুচি উৎপাদনের ন্যায়, মোক্ষ কথন উদ্দেশেই ঐরূপ কথিত হইয়াছে॥ ২৩॥

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥ ২৪॥

মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) অনর্থহেতুষু (পরিপাকতো দুঃখনিমিত্তেষু) কামেষু (উপভোগসাধনেষু পশ্বাদিষু) প্রাণেষু (আয়ুরিন্দ্রিয়বলবীর্য্যাদিষু) স্বজনেষু (পুত্রকলত্রাদিষু) উৎপত্ত্যৈব (স্বভাবত এব) আসক্তমনসঃ (আসক্তং মনো যেষাং তে তথাভূতমানসাঃ ভবন্তি)॥ ২৪॥

কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষের নামশ্রবণও নাই, তবে মোক্ষই কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য, এরূপ ব্যাখ্যা কোথা হইতে হইল, যথাশ্রুত শব্দের এরূপ অর্থ অসম্ভব, অতএব বলি শ্রবণ কর। মনুষ্যগণ পরিণামে আপনার দুঃখহেতু, উপভোগসাধন বিষয় এবং আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়, বলবীর্য্যাদি ও স্ত্রীপুত্রাদিতে স্বভাবতঃ আসক্ত হইয়া থাকে॥ ২৪॥

ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥ ২৫॥

বুধঃ (সর্ব্বার্থদর্শী বেদঃ) অবিদুষঃ (পরমসুখমজানতঃ) তান্ বৃজিনাধ্বনি

( কামবর্ত্মনি ) ভ্রাম্যতঃ তমোবিশতঃ (বৃক্ষাদিযোনিমপি প্রাপ্নুবতঃ এবম্ভূতান্ জনান্) পুনঃ তেষু ( কামেষু ) কথং প্রযুঞ্জ্যাৎ ( প্রবর্ত্তয়েৎ ) ॥ ২৫ ॥

অতএব পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে অসমর্থ, সুতরাং বেদ যাহা বুঝাইবেন তাহাই মোক্ষ, এইপ্রকার দৃঢ় বিশ্বাসান্বিত হইয়া, যাঁহারা বারংবার নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন ও অতি উৎকট ভোগবাসনা বশতঃ স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বেদ, স্বয়ং কি প্রকারে ঐ সকল কর্ম্মে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিবেন। তাহাই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বেদের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৫ ॥

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥ ২৬ ॥

( যে ) কেচিৎ এবম্ ( উক্তপ্রায়ং মোক্ষরূপং ) ব্যবসিতং ( বেদস্য অভিপ্রায়ম ) অবিজ্ঞায় ( অজ্ঞাত্বা ) কুসুমিতাং (কুসুমানীব সংজাতানি যস্যাং তাদৃশীং ) ফলশ্রুতিং ( বেদতাৎপর্য্যত্বেন ) বদন্তি, ( তে ) কুবুদ্ধয়ঃ ( বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞাঃ ) ; হি যস্মাৎ বেদজ্ঞাঃ ( ব্যাসাদয়ঃ ) ন ( তথা ) বদন্তি ॥ ২৬ ॥

হে উদ্ধব, যাহারা বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া প্রবৃত্তিজনক ফলশ্রুতিকেই বেদতাৎপর্য্য বলিয়া উৎকীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারা কুবুদ্ধি ; যেহেতু ব্যাস প্রভৃতি বেদজ্ঞগণ তাহা বলেন না ॥ ২৬ ॥

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥ ২৭ ॥

তে ( মীমাংসকাঃ ) কামিনঃ ( অতঃ ) কৃপণাঃ ( দীনাঃ কুণ্ঠিতচিত্তবৃত্তয়ঃ ) লুব্ধাঃ ( তৃষ্ণাকুলা. অতএব ) পুষ্পেষু ( অবান্তরফলেষু ) ফলবুদ্ধয়ঃ ( পরমফলবুদ্ধয়ঃ ) অগ্নিমুগ্ধাঃ ( অগ্নিসাধ্যকর্ম্মাভিনিবেশেন লুপ্তবিবেকাঃ ) ধূমতান্তাঃ ( ধূমেন যজ্ঞাগ্নিধূমেন তান্তাঃ গ্লানিমন্তঃ ) স্বং লোকম্ ( আত্মতত্ত্বং ) ন বিদন্তি ( ন জানন্তি ) ॥ ২৭ ॥

সেই কুবুদ্ধি মীমাংসকগণ, লোভী, কৃপণ, ও কামী। তাহারা অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে অভিনিবেশ দ্বারা বিবেকহীন, সুতরাং পুষ্পকেই ফল বোধ করিয়া স্বর্গাদিকামনায় যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত এবং ধূমাচ্ছন্ন ও হতবুদ্ধি হইয়া, স্বীয় লোক অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥ ২৮ ॥

অঙ্গ ( হে ), যতঃ তে উক্থশস্ত্রাঃ ( উক্থশস্ত্রকর্ম্মৈব শস্ত্রং শংস্যং পশুহিংসাসাধনং বা যেষাং তে কর্ম্মকাণ্ডজীবিনঃ কেবলম্ ) অসুতৃপঃ ( প্রাণতর্পণপরায়ণাঃ যথা ) নীহারচক্ষুষঃ ( নীহারেণ তমসা ব্যাপ্তানি চক্ষূংষি যেষাং তাদৃশাঃ অথবা নীহারমবিদ্যা তেন ব্যাপ্তং চক্ষুর্জ্ঞানং যেষাং তে তথাবিধাঃ ), যঃ ইদং ( পরিদৃশ্যমানং জগৎ যদ্ব্যতিরিক্তং জগৎ নাস্তি ), যতঃ (যস্মাৎ জগৎ, এতাদৃশং ) হৃদিস্থং ( স্বং লোকং ) মাং ন জানন্তি ॥ ২৮ ॥

হে উদ্ধব, কামাভিলাষী প্রাণতর্পণপরায়ণ যে ব্যক্তিগণের কর্ম্মই সর্ব্বস্ব বা পশু-হিংসাদিরূপ তৃপ্তির সাধন, সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা, অন্ধকারে বিলুপ্তদৃষ্টি ব্যক্তিগণ যেমন নিকটস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, সেই প্রকার এই দৃশ্যমান জগৎ যাহা অপেক্ষায় অতিরিক্ত নহে ও যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হৃদয়স্থিত স্বীয় প্রাপ্য লোকস্বরূপ আমাকে বুঝিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্‌যজ্ঞ এব ন চোদনা ॥ ২৯ ॥

তে ( জড়মীমাংসকাঃ ), হিংসায়াং (পশ্বালম্ভনাদৌ) যদি রাগঃ স্যাৎ (যদি পশুহিংসা ত্যক্তুং ন শক্যা স্যাত্তদা ) যজ্ঞে এব ( সা কার্য্যা ইয়মভ্যনুজ্ঞাময়ী উভয়প্রাপ্তৌ ইতরব্যাবর্ত্তকরূপা পরিসংখ্যা এব ) ন ( তু ) চোদনা ( অপ্রাপ্তপ্রাপকাপূর্ব্ববিধিরূপা ইতি) পরোক্ষম্ ( অস্ফুটং ) মে ( মম ) মতম্ অবিজ্ঞায় বিষয়াত্মকাঃ ( বিষয়াবিষ্টচেতসঃ সন্তঃ হিংসায় প্রবর্ত্তন্তে ) ॥ ২৯ ॥

যদ্যপি একান্তই পশুহিংসায় অনুরাগ জন্মে, হিংসন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় ও মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করা অসাধ্য হইয়া উঠে, তবে যজ্ঞেতেই হিংসা করিবে, এই যে অগত্যা অনুমোদন, ইহা বিধি নহে, পরিসংখ্যা, অর্থাৎ নিবৃত্তির জন্য কিয়দংশে ঔদাসীন্য প্রদর্শন মাত্র, এতাদৃশ বেদার্থে অনভিজ্ঞ বিষয়াসক্ত লোকেরা, আমার এই অপরিস্ফুট মতকে না জানিয়া পশুহিংসাসংক্রান্ত যাগাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া ।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃন্ ভূতপতীন্ খলাঃ ॥ ৩০ ॥

খলাঃ ( বক্রবুদ্ধয়ঃ অতএব ) হিংসাবিহারাঃ ( হিংসয়া বিহারঃ ক্রীড়া যেষাং তে )

স্বসুখেচ্ছয়া (আত্মতৃপ্ত্যর্থম্) আলব্ধৈঃ (ব্যাপাদিতৈঃ পশুভিঃ) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ পিতৄন্ ভূতপতীন্ (চ) যজন্তে ॥ ৩০ ॥

সেই বক্রমতি খল লোকেরা যজ্ঞে বলিরূপে দত্ত পশুমাংস দ্বারা, নিজসুখাভিলাষে দেবতা, পিতৃগণ ও ভূতগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।
আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥ ৩১ ॥

(কিঞ্চ মন্দধিয়স্তে,) অসন্তম (অতএব) স্বপ্নোপমং (স্বপ্নতুল্যং) শ্রবণপ্রিয়ং (কেবলং শ্রুতিরম্যম্) অমুং লোকং (পরলোকম্ ইহলোকে) আশিষঃ (রাজ্যাদ্যাঃ চ) সংকল্প্য (নতু নিশ্চিত্য) অর্থান্ (বাহুল্যেন) ত্যজন্তি, যথা বণিক্ (কশ্চিৎ বণিক্ যথা দুস্তরসমুদ্রাদিলঙ্ঘনেন বহুধনোপার্জ্জনেচ্ছয়া সঞ্চিতধনং ত্যজন্ ভয়ভ্রষ্টো-ভবতি তদ্বৎ) ॥ ৩১ ॥

সেই মন্দবুদ্ধি লোকেরা স্বপ্নতুল্য অসৎ কেবল শ্রবণপ্রিয় পরলোককে ও ইহলোকে রাজ্যাদিকে অখিলমঙ্গলময় কল্পনা করিয়া, দুস্তর সমুদ্র উল্লঙ্ঘন দ্বারা বহুধনোপার্জ্জনাভিলাষে পূর্ব্বসঞ্চিত ধন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বস্বান্ত বণিকের ন্যায়, বহুল অর্থ ত্যাগে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্ ॥ ৩২ ॥

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠাঃ (রজঃসত্ত্বতমঃসু নিতিষ্ঠন্তি যে তে আধিক্যেনৈকৈকগুণা-বলম্বিনঃ) রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ (রজঃসত্ত্বতমাংস্যেব জুষন্তে যে তান্ স্বস্ব অনুরূপান্) ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ এব উপাসতে ন তথা মাম্ (উপাসতে) ॥ ৩২ ॥

সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ, রজস্তমোগুণের আধিক্য নিবন্ধন, ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিয়া থাকে; আমার উপাসনা তাহাদিগের রুচিকর হয় না। যদিও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার অংশ বলিয়া সেই উপাসনা আমারই উপাসনা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের ভিন্নদর্শিতাপ্রযুক্ত তাহা আমার সাক্ষাৎ উপাসনা নহে ॥ ৩২॥

ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্তে ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইহ (অস্মিন্ লোকে) দেবতাঃ যজ্ঞৈঃ ইষ্ট্বা (অর্চ্চয়িত্বা) দিবি স্বর্গে গত্বা রংস্যামহে

(অপ্সরোভিৰ্বিহৃৰিষ্যামঃ) তস্য অন্তে (ভোগস্যান্তে) ইহ (লোকে) মহাশালাঃ মহাকুলাঃ (মহাগৃহস্থাঃ) ভূয়াস্ম ॥ ৩৩ ॥

সঙ্কল্প প্রদর্শন করাইতেছেন,—ইহলোকে যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া, স্বর্গে গমন পূর্ব্বক, বহুকাল অপ্সরোগণের সহিত বিহার ও ভোগান্তে পুনর্ব্বার ইহলোকে মহাবংশোদ্ভব ও মহাগৃহস্থ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ।

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে ॥ ৩৪ ॥

এবং পুষ্পিতয়া (প্রপঞ্চিতয়া) বাচা (ফলশ্রুতিরূপবাক্যেন) ব্যাক্ষিপ্তমনসাং (চঞ্চলচিত্তানাং বিষয়ভোগাকৃষ্টান্তঃকরণানাং) মানিনাম্ (অভিমানবতাম্) অতিলুব্ধানাঞ্চ (লোভপরতন্ত্রাণাং চ) নৃণাং মদ্বার্ত্তাপি (মৎকথাপ্রসঙ্গোঽপি) ন রোচতে (রুচয়ে ন ভবতি) ॥ ৩৪ ॥

এইপ্রকার প্রপঞ্চিত বাক্যে আক্ষিপ্তচিত্ত অভিমানী লোভপরতন্ত্র লোকদিগের, আমার কথাপ্রসঙ্গও রুচিকর হয় না ॥ ৩৪ ॥

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিকাণ্ডবিষয়াঃ (কর্ম্মব্রহ্মদেবকাণ্ডবিষয়াঃ) ইমে বেদাঃ ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ (ব্রহ্মৈব আত্মা ন সংসারী ইত্যেতৎপরাঃ ব্রহ্মৈব যোঽয়মহমাত্মা ত্বমিবয়া ইতি বা)। ঋষয়ঃ পরোক্ষবাদাঃ (পরোক্ষমেব যথা স্যাত্তথা বদন্তি নতু সাক্ষাৎ)। পরোক্ষং চ (এব) মম প্রিয়ং (পরোক্ষকথনে এব মম প্রীতিঃ) ॥ ৩৫ ॥

কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড এই কাণ্ডত্রয়াত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্মবিষয়ক। মন্ত্র বা মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ ইহা স্পষ্ট বলেন না; কারণ পরোক্ষই আমার প্রিয়। শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগেরই উহাতে অধিকার; তাঁহারাই পরোক্ষবাদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। অনধিকারিব্যক্তিগণের উহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই; কারণ উহারা বুঝিলে, অকালে চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে ॥ ৩৫ ॥

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৬ ॥

শব্দব্রহ্ম (শব্দরূপং ব্রহ্ম) সুদুর্ব্বোধং (স্বরূপতোঽর্থতশ্চ দুর্বিজ্ঞেয়ং) প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং (প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ এতৎস্বরূপম্) অনন্তপারং (দেশকালাপরিচ্ছিন্নং)

গম্ভীরম্ ( ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিমাতুমশক্যম্ অতএব ) সমুদ্রবৎ ( সমুদ্র ইব ) দুর্বিগাহ্যং ( তলপ্রবেশানর্হম্ ) ॥ ৩৬ ॥

জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ কেন ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণন করেন না, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর এই যে, আমি ও আমার ভক্ত ব্যাস প্রভৃতি কয়েকজন ভিন্ন কোনও ব্যক্তি বেদের পরমার্থ অবগত নহেন। শব্দরূপ ব্রহ্ম স্বভাবতঃ দুর্ব্বোধ। সূক্ষ্ম, ও স্থূল ভেদে শব্দব্রহ্ম দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম, প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মনোময়। সেই শব্দব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ স্থিতি; পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। অব্যক্তধ্বনিস্বরূপ যাহাতে নাদব্রহ্মের সমাধি, অর্থাৎ নাদের সহিত মন ও ইন্দ্রিয় যাহাতে লয় হয়, তাহাই প্রাণময়ী পরা; যাহাতে নাদব্রহ্মের উদয়, অর্থাৎ যাহা ধ্বনিস্বরূপ মনোময়ী, তাহাই পশ্যন্তী; যেখানে প্রণবরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই বুদ্ধিময়া মধ্যমা; এবং ক, খ ইত্যাদি বর্ণরূপে যে পরিণতি ইন্দ্রিয়ময়ী, তাহাকেই বৈখরী কহে। এতাদৃশ চতুষ্টয়বৃত্তিসম্পন্ন শব্দব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, অতলস্পর্শ, ও সুদুর্ব্বোধ ॥ ৩৬ ॥

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ৩৭ ॥

ভূম্না ( বিভুনা, ব্যাপকেন ) অনন্তশক্তিনা ( অপরিচ্ছিন্নসামর্থ্যেন ) ব্রহ্মণা ( অন্তর্যামিনা ) ময়া উপবৃংহিতং পরিবর্দ্ধিতং সৎ বিসেষু ( মৃণালেষু ) ঊর্ণা ইব ( তন্তুরিব ) ভূতেষু ঘোষরূপেণ লক্ষ্যতে ( শব্দব্রহ্মেতি শেষঃ ) ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান, অপরিচ্ছিন্ন, অন্তর্যামি-আমা-কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া সেই শব্দব্রহ্ম, মৃণালদণ্ডে তন্তুর ন্যায় প্রাণিগণে নাদরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা ॥ ৩৮ ॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

যথা ঊর্ণনাভিঃ হৃদয়াৎ ( সকাশাৎ ) মুখাৎ ( দ্বারাৎ ) ঊর্ণাম্ উদ্বমতে ( বহিঃ প্রকটয়তি উপসংহরতি চ তথা ) প্রাণঃ ( হিরণ্যগর্ভরূপঃ ) ছন্দোময়ঃ

( ছন্দোরূপেণ বেদমূর্ত্তিঃ ) ঘোষবান্ ( স্বররূপেণ নাদোপনাদবান্ ) প্রভুঃ ( ঈশ্বরোঽপি ) অমৃতময়ঃ ( অক্ষরাত্মকঃ সন্ ) আকাশাৎ ( হৃদয়াকাশাৎ ) স্পর্শরূপিণা ( স্পর্শাদীন্ বর্ণান্ রূপয়তি সংকল্পয়তীতি স্পর্শরূপি তেন স্পর্শাদিবর্ণসংকল্পকেন ) মনসা সহস্রপদবীং (বহুমার্গাম্ ) ওঁকারাৎ ( সূক্ষ্ম প্রণবাৎ ) ব্যঞ্জিতস্বরোষ্মান্তঃস্থভূষিতাং ( ব্যঞ্জিতাঃ প্রকটিতাঃ যে স্পর্শাঃ, স্বরাঃ, উষ্মাণঃ, অন্তস্থাশ্চবর্ণাঃ তৈর্ভূষিতাং ) বিচিত্রভাষাবিততাং ( বিচিত্রাভিঃ লৌকিকবৈদিকভাষাভিবিততাং বিস্তৃতাং ) চতুরুত্তরৈঃ ( চত্বারি চত্বার্যক্ষরাণি উত্তরাণি অধিকানি যেষাং তৈশ্ছন্দোভিরুপলক্ষিতাম্ এবম্ ) অনন্তপারাং ( ন অন্তঃ সমাপ্তিঃ শব্দতঃ অর্থতশ্চ যস্যাঃ তাদৃশীং ) বৃহতীং ( বৈখরীং স্বয়ম্ ( এব ) সৃজতি, আক্ষিপতে ( উপসংহরতি চ) ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

যেমন উর্ণনাভি হৃদয়াকাশ হইতে মুখ দ্বারা তন্তুর বিস্তার ও সংকোচ করে, সেইরূপ প্রাণোপাধি, হিরণ্যগর্ভরূপী ছন্দঃস্বরূপে বেদমূর্ত্তি, স্বয়ং ভগবান্ নাদরূপ উপাদান সম্পন্ন হইয়া, হৃদয়াকাশ হইতে স্পর্শ-অন্তস্থাদি-বর্ণ-সংকল্পক চিত্ত দ্বারা উত্তর উত্তর চতুরক্ষরাধিক ছন্দোবিশিষ্ট অসীম বৈখরীনামক বেদরাশিস্বরূপ বৃহতীর উদ্গীরণ ও উপসংহার করেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ।
ত্রিষ্টুব্‌জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট্ ॥ ৪১ ॥

গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তিঃ, এব চ, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিচ্ছন্দঃ (অত্যষ্টিনামকমতিজগতীনামকমতিবিরাড়্‌নামকঞ্চ ছন্দঃ এতানি তদন্তর্গতানি) ॥ ৪১ ॥

তদন্তর্গত কতকগুলি ছন্দঃ দেখাইতেছেন—গায়ত্রী চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা, উত্তর উত্তর চতুরক্ষরাধিক উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এবং অত্যষ্টি, অতিজগতী, অতিবিরাট্, এই সকল ছন্দঃ, বৈখরীনামক বেদরাশির অন্তর্গত ॥ ৪১ ॥

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ৪২ ॥

কিং বিধত্তে (শ্রুতিঃ কিং বিদধাতি ) কিম্ আচষ্টে ( কথয়তি ) কিম্ অনূদ্য ( আশ্রিত্য ) বিকল্পয়েৎ ইতি (এবম্ ) অস্যাঃ ( শ্রুতেঃ ) হৃদয়ং লোকে ( ইহলোকে ) মৎ ( মত্তঃ ) অন্যঃ কশ্চন ন বেদ ( জানাতি ) ॥ ৪২ ॥

বৃহতীর দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব দেখাইতেছেন—কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বলিয়া কি অভি-

হিত হয়, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রের অর্থ কি অভিধান করে, জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্কবিতর্ক করে, এইপ্রকার ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন ইহলোকে আর কেহই জানে না ॥ ৪২ ॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৪৩ ॥

মাং (যজ্ঞরূপং) বিধত্তে, মাম্ (এব তত্তদ্দেবতারূপম্) অভিধত্তে, অহম (এব) বিকল্প্য (সন্দিহ্য) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে)। সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাং বেদানাম্ অর্থঃ) এতাবান্ (এতাদৃশ এব); শব্দঃ (বেদঃ) মায়ামাত্রং (জগৎ) প্রতিষিধ্য (নিষিধ্য) ভিদাং (মদবতারাদিরূপাং চ) অনূদ্য অন্তে (শেষে) মাং (পরমার্থরূপম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) প্রসীদতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রুতি আমাকেই যজ্ঞরূপী বলিয়া বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে বিধান করে, আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে। ইহাই সমস্ত বেদের অর্থ; যেহেতু শব্দ প্রথমতঃ মায়িক জগতের নিষেধ করিয়া পরে মদবতাররূপ ভেদ কীর্ত্তন পূর্ব্বক পরিশেষে পরমার্থস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করণানন্তর কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

---

# দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

উদ্ধব উবাচ

কতি তত্ত্বানি দেবেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিতি শুশ্রুম॥
কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥ ১ ॥

উদ্ধব উবাচ, (হে) প্রভো, (হে) দেবেশ, ঋষিভিঃ কতি তত্ত্বানি সংখ্যাতানি, ত্বং নবৈকাদশপঞ্চত্রীণি ( সংহত্য অষ্টাবিংশতিসংখ্যাকানি তত্ত্বানি ) * আত্থ ( নির্ণীত-বান্ অসি ) ইতি শুশ্রুম ( শ্রুতবন্তো বয়ম্ )। কেচিৎ ( ঋষয়ঃ ) ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুঃ ( ষড়্‌বিংশতিসংখ্যাকতত্ত্বানি প্রাহুঃ )। অপরে ( ঋষয়ঃ ) পঞ্চবিংশতিং ( প্রাহুঃ )। একে পুনঃ নব ( নবসংখ্যাকানি তত্ত্বানি কথয়ন্তি )। অন্যে চ ষট্ ( ষট্‌সংখ্যাকানি ) কেচিৎ চত্বারি অপরে একাদশ ( একাদশসংখ্যাকানি ) কেচিৎ সপ্তদশ একে ত্রয়োদশ ( তত্ত্বানি ) প্রাহুঃ ॥ ১ ॥

* ঈশ্বরো জীবো মহদহঙ্কারপঞ্চমহাভূতানীতি নব দশেন্দ্রিয়াণি মনশ্চেত্যেকাদশ তন্মাত্রাণি পঞ্চ সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রীণি ইত্যেবমষ্টাবিংশতিস্তত্ত্বানি।

উদ্ধব কহিলেন, হে দেবেশ, হে প্রভো, ঋষিগণ আগমাদিতে কত প্রকার তত্ত্বসংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন। আমি শুনিয়াছি যে, আপনি অষ্টা-বিংশতি প্রকার তত্ত্বসংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, কেহ ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ নয়, কেহ ছয়, কেহ চারি, অপরেরা একাদশ, কেহ সপ্তদশ, এবং এক সম্প্রদায় ত্রয়োদশ প্রকার তত্ত্ব বলিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥

( হে ) আয়ুষ্মন্ ( নিত্যমূর্তে ), যদ্বিবক্ষয়া ( যৎপ্রয়োজনমভিপ্রেত্য ) ঋষয়ঃ সংখ্যানাং ( তত্ত্বসংখ্যানাম্ ) এতাবত্ত্বম্ ( এতাবতীনাং ভাবঃ ) পৃথক্ গায়ন্তি ( উৎ-

কীর্ত্তয়ন্তি ) ইদং ( কিং নাম তত্ত্বসংখ্যানং যুক্তিতো গ্রাহ্যং) নঃ ( অস্মাকং তৎ ) বক্তুম্ অর্হসি ॥ ২ ॥

হে নিত্যমূর্ত্তে, ঋষিগণ যে অভিপ্রায়ে, নানাবিধ তত্ত্বসংখ্যা উৎকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ও কিয়ৎপরিমাণ তত্ত্বসংখ্যা যুক্তিযুক্ত, তাহা আমাদিগকে আপনার বলা উচিত হইতেছে ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে তদ্‌যুক্তঞ্চ ( বিবক্ষাভেদেন সর্ব্বং যুক্তমেব যতঃ) সর্ব্বত্র ( সর্ব্বেষু তত্ত্বেষু সর্ব্বাণি তত্ত্বানি ) সন্তি। নু ( ভোঃ ), মদীয়াং মায়াম্ ( অচিন্ত্যশক্তিং নতু অসদ্ব্যাপ্তিকাম্ অবিদ্যাম্) উদগৃহ্য (স্বীকৃত্য ) বদতাং কিং দুর্ঘটং (দুঃসাধনীয়ং কিম্ ) ॥ ৩ ॥

ভগবান কহিলেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহাও অযুক্ত নহে; যে হেতু সমুদায় তত্ত্বই সকল তত্ত্বে অন্তর্ভূত হইয়া আছে। মদীয় অচিন্ত্যশক্তি অবলম্বনে যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নয়। তবে তাঁহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ত যে নির্ণয় তাহা সমুদায় তত্ত্বের প্রকাশক নহে; কিন্তু মদীয় যুক্তিই সর্ব্বপ্রকাশিকা জানিবে ॥ ৩ ॥

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ॥ ৪ ॥

ত্বং যথা আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবং ন; অহং যৎ বচ্মি তৎ তথা (তদেব প্রমাণং); হেতুং ( প্রতি ) এবম্ ( উক্তরূপং ) বিবদতাং ( বিবদমানানাং ) মে ( মম ) দুরত্যয়াঃ ( অনতিক্রমণীয়াঃ ) শক্তয়ঃ ( এব হেতুঃ ) ॥ ৪ ॥

তুমি যাহা বলিতেছ ইহা এরূপ নহে ( অর্থাৎ ইহা প্রমাণসঙ্গত নহে ); আমি যাহা বলিতেছি ইহাই প্রমাণ; এইরূপ বিবদমান লোকদিগের সম্বন্ধে দুরত্যয় তাহাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষরূপে পরিণতা মদীয়া শক্তিই বিবাদের হেতু ॥ ৪ ॥

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্বিকল্পো বদতাং পদম্।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনুশাম্যতি ॥ ৫ ॥

যাসাং ( মদীয়ানাম্ অচিন্ত্যশক্তীনাং) ব্যতিকরাৎ ( ক্ষোভহেতুকাদ্যাসঙ্গাৎ ) বদতাং

( বিবদমানানাং ) পদং ( বিবাদাস্পদং ) বিকল্পঃ ( সংশয়ঃ ভবতি । সঃ তু ) শমদমে ( বহিরন্তঃকরণবিহিতবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহে ) প্রাপ্তে ( সতি ) অপৈতি ( লীয়তে । অতঃ স্বতঃ এব ) তম্ অনু ( তৎপশ্চাৎ ) বাদঃ শাম্যতি ॥ ৫ ॥

সেই মদীয় অচিন্ত্য শক্তির ক্ষোভবশতই বিবাদী ব্যক্তিগণের বিবাদের মূলীভূত সংশয় উপস্থিত হয়। অনন্তর আমাতে অন্তঃকরণের একান্ত প্রবৃত্তিনিবন্ধন বাহিরিন্দ্রিয়ক্রিয়াকলাপ তিরোহিত হইলে, অশেষ সংশয়ের ধ্বংস হয়। তদনন্তর আপনা হইতেই বিবাদের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্ ॥ ৬ ॥

( হে ) পুরুষর্ষভ, তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশাৎ (অন্যোন্যস্মিন্ অনুপ্রবেশাৎ, কার্য্যে কারণস্য কারণে কার্য্যস্য চ প্রবেশাৎ ) বক্তুঃ ( বাদিনঃ ) যথা বিবক্ষিতং ( বক্তুরভীষ্টং ( তথা ) পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং ( কার্য্যকারণভাবেন পরিগণনম্ অথবা পূর্ব্বা অল্পসংখ্যা অপরা অধিকসংখ্যা তয়োর্ভাবঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং তেন প্রসংখ্যানং গণনং ভবতি ) ॥ ৬ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, তত্ত্বসকলের পরস্পর অনুপ্রবেশ, অর্থাৎ কার্য্যে কারণের প্রবেশ ও কারণে কার্য্যের প্রবেশ হেতু বক্তৃগণের বিবক্ষানুসারে, পরস্পর কার্য্যকারণভাবে অথবা ন্যূনাধিকভাবে তাহাদিগের গণনা হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ ॥ ৭ ॥

একস্মিন্ অপি ( তত্ত্বে ) ইতরাণি ( তত্ত্বানি ) প্রবিষ্টানি । ( তথাহি ) পূর্ব্বস্মিন্ ( কারণরূপে ) তত্ত্বে সর্ব্বশঃ তত্ত্বানি ( বর্ত্তন্তে কার্য্যতত্ত্বানি ) বা ( অথবা ) পরস্মিন্ ( কার্য্যতত্ত্বে ) সর্ব্বশঃ তত্ত্বানি ( বর্ত্তন্তে কারণতত্ত্বানি ) বা দৃশ্যন্তে ( প্রবিষ্টানীতি শেষঃ ) ॥ ৭ ॥

একতত্ত্বে অপরতত্ত্ব প্রবিষ্ট হয়। ঘট ও মৃত্তিকা এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব থাকায়, কারণরূপ মৃত্তিকায় ঘটরূপ কার্য্যের সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ, ও কার্য্যরূপ ঘটে কারণরূপ মৃত্তিকার সমাবেশ, এই প্রকার তত্ত্ব সকলের পরস্পর কার্য্যকারণভাবে প্রবেশ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পৌর্ব্বাপর্য্যমতোঽমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাম্।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্নীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ॥ ৮ ॥

অতঃ অমীষাং ( তত্ত্বানাং ) পৌর্ব্বাপর্য্যং ( কার্য্যকারণত্বং ) প্রসংখ্যানং ( চ ) ( ন্যূনম্ অধিকঞ্চ) অভীপ্সতাং ( সংস্থাপয়িতুকামানাং বাদিনাং ) যথা ( যয়া বিবক্ষয়া ) যদ্বক্ত্রং ( যস্য মুখং প্রবর্ত্ততে তৎ সর্ব্বং ) যুক্তিসম্ভবাৎ ( উক্তরূপেণ সর্ব্বত্র যুক্তেঃ সম্ভবাৎ ) বিবিক্তং ( নিশ্চিতং যথাস্যাত্তথা বয়ং ) গৃহ্নীমঃ ( স্বীকুর্ম্মঃ ) ॥ ৮ ॥

অতএব এইসকল তত্ত্বের কার্য্যকারণভাব বা ন্যূনাধিকভাব সংস্থাপনেচ্ছু বাদিগণের মধ্যে, যিনি যে বিবক্ষায় যেরূপ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র যথাসম্ভব যুক্তি থাকায়, সে সমুদায়ই আমরা নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥ ৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য ( অনাদির্যা অবিদ্যা তয়া যুক্তস্য অসদ্বাঞ্জিকয়া মায়য়া অভিভূতস্য ) পুরুষস্য স্বতঃ আত্মবেদনম্ ( আত্মজ্ঞানং ন সম্ভবেৎ, অতঃ ) অন্যঃ তত্ত্বজ্ঞঃ জ্ঞানদঃ ( উপদেষ্টা ) ভবেৎ ॥ ৯ ॥

অনাদি অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত পুরুষের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব, অতএব অন্য যথার্থজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে ( ঈশ্বর সকল তত্ত্বের অতীত ও সর্ব্বজ্ঞ এইরূপ ) জ্ঞানোপদেশ দিবেন ॥ ৯ ॥

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ ॥ ১০ ॥

অত্র ( এষু তত্ত্বেষু মধ্যে ) পুরুষেশ্বরয়োঃ (জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ) অণু (অল্পমাত্রম্ ) অপি ন বৈলক্ষণ্যং (পার্থক্যম্, ততঃ তদন্যকল্পনা ( পরমেশ্বরাৎ অন্যঃ অত্যন্তভিন্নঃ এব জীবঃ ইতি কল্পনা) অপার্থা (ব্যর্থা)। জ্ঞানং প্রকৃতেঃ (বিদ্যারূপায়াঃ) চ (এব) গুণঃ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৈশিষ্ট্য না বুঝিয়া যাঁহারা কেবল চিন্মাত্ররূপত্ব হেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য নাই মনে করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অণুমাত্রও ভেদ নাই ; তদুভয়ের ভেদকল্পনা ব্যর্থ। এই মতে, জ্ঞান প্রকৃতির গুণমাত্র, প্রকৃতি অপেক্ষায় ভিন্ন নহে, সুতরাং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংস্থাপন হইল ॥ ১০ ॥

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ॥ ১১॥

গুণসাম্যং (গুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সমতা) বৈ প্রকৃতিঃ। গুণাঃ প্রকৃতেঃ ন আত্মনঃ। সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এতে) স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ (সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়হেতবঃ)॥ ১১॥

সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণ সকল প্রকৃতির, আত্মার নহে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই প্রকৃতির গুণত্রয় কেবল সৃষ্টি স্থিতি ও নাশের হেতু ।১১॥

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ॥ ১২॥

(যচ্চ) সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমঃ অজ্ঞানম্ (ইতি তদপি) ইহ (প্রপঞ্চে এব) উচ্যতে। গুণব্যতিকরঃ (গুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভো যস্মাৎ সঃ) কালঃ (কালাখ্য-স্বচেষ্টাত্মকঃ ঈশ্বরঃ) স্বভাবঃ, সূত্রমেব চ॥ ১২॥

তবে যে সত্ত্বকে জ্ঞান, রজঃ কর্ম্ম ও তমঃ অজ্ঞান, এইরূপ বলা হয় সে কেবল ভেদোক্তি মাত্র। উহারা সকলেই জড় প্রকৃতির জড় ধর্ম্ম। ব্যাপক চিদাভাসের সম্বন্ধ হেতুই সত্ত্বগুণের জ্ঞানত্বব্যপদেশ জানিতে হইবে। ঐ সত্ত্বগুণ পরোক্ষ বা বা অপরোক্ষ কোনপ্রকার আত্মজ্ঞানেরই কারণ নহে। অতএব অজ্ঞানাবৃত পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত অন্বেষ্টব্য জ্ঞানদ স্বপ্রকাশ ঈশ্বরের সিদ্ধতে ষড়্বিংশতি পক্ষও সিদ্ধ হইতেছে। গুণক্ষোভক কালাখ্য ঈশ্বরই স্বভাব ও সূত্র॥ ১২॥

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব॥ ১৩॥

পুরুষঃ, প্রকৃতিঃ, ব্যক্তং, (মহত্তত্ত্বম্) অহঙ্কারঃ, নভঃ (আকাশম) অনিলঃ (বায়ুঃ) জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলং) ক্ষিতিঃ (পৃথিবী) ইতি নব (নবসংখ্যকানি) তত্ত্বানি মে (ময়া) উক্তানি (কথিতানি)॥ ১৩॥

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী এই নয় তত্ত্ব আমাকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে॥ ১৩॥

শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায়্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥ ১৪

অঙ্গ ( হে উদ্ধব ), শ্রোত্রং, ত্বক্, দর্শনং, ঘ্রাণং, জিহ্বা, ইতি ( এতানি পঞ্চ ) জ্ঞানশক্তয়ঃ ( জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ) ; বাক্, পাণিঃ, পায়ুঃ, উপস্থঃ, অঙ্ঘ্রিঃ ( চ ) কর্ম্মাণি ( এতানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ) মনঃ উভয়ম্ ( উভয়াত্মকম্ ) ॥ ১৪ ॥

হে উদ্ধব, শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি পায়ু, উপস্থ, ও অঙ্ঘ্রি এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; আর মন উভয়াত্মক ( জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বরূপ ) এই একাদশটি তত্ত্ব ॥ ১৪ ॥

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শব্দঃ, স্পর্শঃ, রসঃ, গন্ধঃ, রূপং চ ইতি ( পঞ্চ ) অর্থজাতয়ঃ ( জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ) গত্যুক্ত্যুৎসর্গ শিল্পানি (গতিঃ গমনম্ উক্তিঃ কথনম্ উৎসর্গঃ মলমূত্রত্যাগঃ শিল্পম্ এতানি ) কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ (কর্ম্মায়তনানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধয়ঃ ফলানি) ॥ ১৫ ॥

শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ, এই পাঁচটি তত্ত্ব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রদর্শিত হইল। গমন, উক্তি ( কথন ) উৎসর্গ, ( মলমূত্রত্যাগ ) ও শিল্প, এইকয়েকটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ফল মাত্র, তত্ত্বান্তর নহে। পুরুষ হইতে বিষয় পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ হইতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পার্থক্যে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পক্ষে প্রকৃতির গুণ প্রকৃতির অন্তর্গত। ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব পক্ষে কাল স্বভাব ও সূত্র পরমেশ্বরের অন্তর্গত। আর কালাদি তিনটিকে পৃথক্ গণনা করিলে, স্বমতে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব হয় ॥ ১৫ ॥

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ ১৬ ॥

প্রকৃতিঃ অস্য ( বিশ্বস্য ) সর্গাদৌ ( সর্গস্য সৃষ্টেঃ আদৌ আরম্ভসময়ে ) কার্য্য-কারণরূপিণী ( কার্য্যাণি ষোড়শবিকারাঃ, কারণানি মহদাদীনি সপ্ত, তদ্রূপিণী সতী ) গুণৈঃ ( সত্ত্বাদিভিঃ আত্মবস্থাম্ ) ধত্তে। অব্যক্তঃ ( অপরিণামী কূটস্থঃ) পুরুষঃ ঈক্ষতে ( পশ্যতি ) ॥ ১৬ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিপ্রারম্ভ সময়ে, প্রকৃতি, কার্য্যরূপা ও কারণরূপা হইয়া, সত্ত্বাদিগুণদ্বারা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধারণ করিয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করেন। আর অপরিণামী কূটস্থ পুরুষ উহা দর্শন অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥ ১৭ ॥

পুরুষেক্ষয়া ( পুরুষস্য পর্য্যবেক্ষণেন ) বিকুর্ব্বাণাঃ ( প্রকৃতেরুৎপন্নাঃ ) ব্যক্তাদয়ঃ ( মহদাদয়ঃ ) ধাতবঃ প্রকৃতের্বলাৎ ( প্রকৃতিবলমাশ্রিত্য ) লব্ধবীর্য্যাঃ ( লব্ধং বীর্য্যং বলং যৈঃ তে ) সংহতাঃ ( মিলিতাঃ সন্তঃ ) অণ্ডং ( কার্য্যং ) সৃজন্তি ॥ ১৭ ॥

পুরুষের পর্য্যবেক্ষণ-অনুসারে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, প্রকৃতিবলপ্রযুক্ত বলশালী, মহৎ-প্রভৃতি কারণতত্ত্বসকল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র ( সপ্ততত্ত্বপক্ষে ) খাদয়ঃ ( খম্ আকাশম্ আদি যেষাং তে ) জ্ঞানং ( জানাতীতি দ্রষ্টা জীবঃ ) উভয়াধারঃ ( উভয়োঃ জীবখাদ্যোঃ আধারঃ আশ্রয়ঃ ) আত্মা ( পরমাত্মা ) ইতি সপ্ত এব অর্থাঃ ( পদার্থাঃ ) ধাতবঃ ( তত্ত্বানি )। ততঃ তেভ্যঃ সপ্তভ্যঃ দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ( দেহাঃ ইন্দ্রিয়াণি অসবঃ চ জায়ন্তে ) ॥ ১৮ ॥

সাতটিমাত্র কারণতত্ত্ব যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের মতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, জীবাত্মা, এবং এই উভয়ের আশ্রয় পরমাত্মা, এইগুলি তত্ত্ব। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, এই সকল ঐ সপ্ত তত্ত্ব হইতেই প্রাদুর্ভূত। কার্য্যকারণের অভেদনিবন্ধন দেহাদিও ঐ সপ্ততত্ত্বের অন্তর্গত, তত্ত্বান্তর নহে ॥ ১৮ ॥

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।
তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্টেদং সমুপাবিশৎ ॥ ১৯ ॥

তত্ত্বানি ষট্ ইত্যত্রাপি ( অস্মিন্নপি পক্ষে ) পঞ্চ ভূতানি, ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্ ( পরমাত্মা ) আত্মসম্ভূতৈঃ তৈঃ ( পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ ) যুক্তঃ ( সন্ ) ইদং ( পরিদৃশ্যমানং জগৎ ) সৃষ্ট্বা সমুপাবিশৎ ( তদন্তঃ প্রাবিশৎ ) ॥ ১৯ ॥

পঞ্চ মহাভূত, ও আত্মা, এই ষট্ তত্ত্ববাদিমতে, ষষ্ঠ পরমাত্মা আত্মসম্ভূত মহাভূতগণ দ্বারা দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করেন ও স্বয়ং সৃষ্ট পদার্থে প্রবেশ করেন ॥ ১৯ ॥

চত্বার্য্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু॥ ২০॥

তত্রাপি (চতুস্তত্ত্বমতেঽপি) আত্মনঃ তেজঃ, আপঃ, অন্নং (চ এতানি) জাতানি (আত্মনা সহ) চত্বারি এব (তত্ত্বানি)। তৈঃ (হেতুভূতৈশ্চতুর্ভিঃ) অবয়বিনঃ খলু (নিশ্চিতং) জন্ম জাতম্ ইতি (বদন্তি)॥ ২০॥

যাঁহারা চারিটিমাত্র তত্ত্ব বলেন, তাঁহাদিগের মতে আত্মা হইতে উৎপন্ন তেজ, জল, অন্ন, এই তিনটি ও আত্মা, এই চারিটি হইতেই সকল স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হয়, অতএব অন্য সকল পদার্থ এই চারি তত্ত্বের অন্তর্গত, অতিরিক্ত নহে॥ ২০॥

সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ॥ ২১॥

সপ্তদশকে সংখ্যানে (সপ্তদশতত্ত্বসংখ্যাপক্ষে) পঞ্চ পঞ্চ ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ (পঞ্চভূতানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি), একমনসা (একেন মনসা সহ) আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ (জ্ঞাতঃ)॥ ২১॥

সপ্তদশতত্ত্ববাদিগণ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এবং মন ও আত্মা, এই সপ্তদশ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। ২১॥

তদ্বৎ ষোড়সংখ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ॥ ২২॥

ষোড়শসংখ্যানে (ষোড়শতত্ত্বপক্ষে) আত্মা এব মনঃ (আত্মমনসোরভেদঃ) উচ্যতে (অন্যৎ সর্ব্বং) তদ্বৎ (পূর্ব্ববৎ)। (ত্রয়োদশতত্ত্বপক্ষে) পঞ্চভূতেন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ ভূতানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি) মনঃ, আত্মা (এতানি) এব ত্রয়োদশ॥ ২২॥

যাঁহারা ষোড়শ তত্ত্ব বলেন, তাঁহাদিগের মতে যিনি আত্মা, তিনিই মন, ভিন্ন নয়, সুতরাং পূর্ব্ব শ্লোকে যে সপ্তদশ তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যদি মন ও আত্মা এক হইয়া গেল, তাহা হইলে, ষোড়শতত্ত্বে পর্য্যবসান হইল। কেহ কেহ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই ত্রয়োদশ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন॥ ২২॥

একাদশত্বমাত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
অষ্ট প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ॥ ২৩॥

অসৌ (অনুভূয়মানঃ) আত্মা মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ (পঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ ইতি তত্ত্বানাম্) একাদশত্বম্। অথ অষ্ট প্রকৃতয়ঃ (ভূতানি পঞ্চ প্রকৃতিমহদহঙ্কারাঃ) পুরুষঃ চ (একঃ) ইতি নব (তত্ত্বানি কেচিৎ বদন্তি)॥ ২৩॥

কেহ কেহ, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ও প্রমাণসিদ্ধ আত্মা এক, এই একাদশ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা অষ্ট প্রকৃতি (পঞ্চমহাভূত, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, এই আট) আর পুরুষ, এই নয়টি তত্ত্ব বলেন॥ ২৩॥

ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্॥ ২৪॥

ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) তত্ত্বানাং নানাপ্রসংখ্যানং (বহুবিধত্বব্যবস্থাপনম্) ঋষিভিঃ কৃতং যুক্তিমত্ত্বাৎ (সযুক্তিকত্বাৎ) সর্ব্বং ন্যায্যম্। (অহো), বিদুষাং (পণ্ডিতানাম্) অশোভনং কিং (ন কিমপি)॥ ২৪॥

ঋষিগণ এইপ্রকার নানাবিধ তত্ত্বসংখ্যার ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোনও পক্ষই নির্যুক্তিক নহে। অহো, পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার কোনও অংশ সৌন্দর্য্যশূন্য বা যুক্তিশূন্য হয় না॥ ২৪॥

উদ্ধব উবাচ।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ পশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি॥ ২৫॥

(হে) কৃষ্ণ, প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ (এতৌ উভৌ) যদ্যপি আত্মবিলক্ষণৌ (আত্মনা জড়াজড়ত্বভাবেন বিলক্ষণৌ ভিন্নৌ) তদা অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ (পরস্পর-পরিত্যাগেন অপ্রতীতেঃ) তয়োঃ (প্রকৃতিপুরুষয়োঃ) ভিদা (ভেদঃ) ন দৃশ্যতে। প্রকৃতৌ (তৎকার্য্যে শরীরে) হি যতঃ আত্মা লক্ষ্যতে তথা আত্মনি প্রকৃতিশ্চ (প্রকৃতিকার্য্যো দেহশ্চ অভেদেন লক্ষ্যতে)॥ ২৫॥

উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ, যদিও প্রকৃতি জড়স্বভাবা এবং আত্মা অজড়স্বভাব বলিয়া উঁহারা পরস্পর ভিন্ন, তথাপি প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের এবং পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতির প্রতীতি হয় না বলিয়া, উঁহাদের ভেদও লক্ষিত হয় না। বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষে বিভিন্ন বস্তু অপেক্ষণীয় হয় না। ঘট ও পট পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া ঘটপ্রত্যক্ষে পটের ও পটপ্রত্যক্ষে ঘটের অপেক্ষা দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধে সেরূপ নহে, উঁহাদের একতরের প্রত্যক্ষে অন্যতরের অপেক্ষাই দেখা যায়; প্রকৃতিতে অর্থাৎ শরীরে আত্মা লক্ষিত হয়েন ও আত্মাতে প্রকৃতি অর্থাৎ তৎকার্য্য শরীর লক্ষিত হয়। শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার অনুভব হয় না ও আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া শরীরের অনুভব হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষের অনুভবে পরস্পরের সাপেক্ষতা নিবন্ধন তদুভয়ের ভেদ লক্ষিত হয় না। স্বরূপতঃ বিলক্ষণ প্রকৃতি ও পুরুষের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা প্রযুক্ত অভেদ প্রতীতির কারণ কি? ॥ ২৫ ॥

এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।
ছেত্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ বচোভি র্নয়নৈপুণৈঃ ॥ ২৬ ॥

(হে) পুণ্ডরীকাক্ষ, (হে) সর্ব্বজ্ঞ, মে (মম) হৃদি (বর্ত্তমানম্) এবম্ (উক্তরূপং) সংশয়ং নয়নৈপুণৈঃ (নয়ে যুক্তৌ নৈপুণং প্রাবীণ্যং যেষাং তৈঃ) বচোভিঃ (ত্বং) ছেত্তুম্ অর্হসি ॥ ২৬ ॥

হে নলিননেত্র, হে সর্ব্বজ্ঞ, আমার হৃদয়স্থিত এই প্রকার সংশয়কে যুক্তি প্রবীণ বাক্য দ্বারা ছেদন করা আপনার উচিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ ॥ ২৭ ॥

হি (যস্মাৎ) ত্বত্তঃ (ত্বৎপ্রসাদাদেব) জীবানাং জ্ঞানম্, অত্র (জ্ঞানে) তে (তব) শক্তিতঃ (আঘাতঃ এব) প্রমোষঃ (ভ্রংশঃ)। হি (নিশ্চিতং) ত্বম্ এব আত্মমায়ায়াঃ (নিজমায়ায়াঃ) গতিং বেত্থ (জানাসি) ন চ অপরঃ (নান্যঃ) ॥ ২৭ ॥

যে হেতু ভবদীয় প্রসাদই জীবগণের জ্ঞানের হেতু ও আপনার মায়াশক্তি প্রভাবেই জীবগণ জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। আপনার মায়াশক্তির প্রভাব আপনি ভিন্ন আর কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহে ॥ ২৭ ॥

ভগবানুবাচ ।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ । ২৮ ॥

(হে) পুরুষর্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ), প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ ইতি (অনয়োঃ) বিকল্পঃ (অত্যন্তভেদ এব, যতঃ) গুণব্যতিকরাত্মকঃ (গুণব্যতিকরাৎ গুণক্ষোভাদেব আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ) এষঃ (প্রকৃতিজন্যত্বাৎ প্রকৃতিপদবাচ্যঃ) সর্গঃ (দেহাদিসংঘাতঃ) বৈকারিকঃ (নানাবিকারবান্) ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, যাহা পরিণামশালিনী তাহাই প্রকৃতি এবং যিনি অপরিণামী তিনিই পুরুষ ; সুতরাং তদুভয়ের অত্যন্ত ভেদ জানিতে হইবে। প্রকৃতির পরিণাম প্রতীতিসিদ্ধ। প্রকৃতিকার্য্যভূত বলিয়া প্রকৃতিশব্দবাচ্য এই দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাত জন্মাদিবিবিধবিকারবিশিষ্ট, কারণ, গুণত্রয়ের পরস্পর সম্মিলনেই ইহাদের উৎপত্তি ॥ ২৮ ॥

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে ।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেকমথাধিভূতমধিদৈবমন্যৎ ॥ ২৯ ॥

অঙ্গ, গুণময়ী মম মায়া গুণৈঃ (রজঃসত্ত্বতমোভিঃ) অনেকধা বিকল্প-বুদ্ধীশ্চ (বিকল্পং ভেদং তদ্বুদ্ধীশ্চ) বিধত্তে (সৃজতি)। বৈকারিকঃ (অনেকবিকারবান্ অপি সর্গঃ দেহাদিসমূহঃ স্থূলতঃ) ত্রিবিধঃ ; একম্ অধ্যাত্মম্ অথ (অপরম্) অধি-ভূতম্ অন্যৎ অধিদৈবম্ ॥ ২৯ ॥

হে উদ্ধব, গুণময়ী মদীয়া মায়া গুণগণ দ্বারা বিবিধপ্রকার ভেদ ও ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করেন। ঐ দেহাদি সৃষ্টপদার্থ সকল নানাবিধ বিকারসম্পন্ন হইলেও তাহা ত্রিবিধ ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ॥ ২৯ ॥

দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে ।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥৩০॥

দৃক্ (অধ্যাত্মম্), রূপম্ (অধিভূতম্) অত্র রন্ধ্রে (চক্ষূরন্ধ্রাধারকম্) আর্কম্ (অর্কসম্বন্ধি) বপুঃ (শরীরাংশঃ) অধিদৈবম্, (এতত্রয়ং সহকারিত্বাম্বলম্ব্য) পর-স্পরং সিধ্যতি, যথা যঃ (অর্কঃ) খে (আকাশে বর্ত্ততে সঃ) স্বতঃ সিধ্যতি (পরা-নপেক্ষঃ প্রকাশতে তথৈব) যৎ (যস্মাৎ) এষাম্ (অধ্যাত্মাদীনাম্) আদ্যঃ (কারণম্

অতঃ) স্বয়াহনুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ (স্বয়া অনুভূত্যা স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশেন অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরং প্রকাশকানামপি সিদ্ধিঃ প্রকাশো যস্মাৎ সঃ) আত্মা অপরঃ (ভিন্নঃ)॥ ৩০॥

চক্ষুঃ আধ্যাত্মিক; রূপ (আকৃতি) আধিভৌতিক; এবং চক্ষুর গোলকের অন্তর্গত যে সূর্য্যের শরীরাংশ, তাহা আধিদৈবিক; ইহারা পরস্পর প্রকাশে সহকারিভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়েন। যেমন চক্ষুঃ সত্ত্বেও রূপের অভাবে চক্ষুর প্রকাশ হয় না, রূপ সত্ত্বেও চক্ষুর অভাবে রূপের প্রকাশ হয় না, এবং রূপ ও চক্ষু এতৎ উভয় সত্ত্বেও চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী অর্করূপ দেবতার অসত্ত্বে, ইহারা প্রকাশিত হয় না। অতএব এই তিনেরই পরস্পর সহকারিভাব। কিন্তু যেমন আকাশমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবের নিজপ্রকাশ ও পরপ্রকাশে অন্যের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ নিখিল প্রকাশের কারণ আত্মারও স্বপরপ্রকাশে অন্যাপেক্ষা দেখা যায় না। আত্মা অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব, এই তিনের কারণ; তিনি স্বপ্রকাশ দ্বারা নিখিল প্রকাশকবস্তুর ও প্রকাশক। যাহার প্রকাশে যিনি অপেক্ষণীয়, তিনি তদপেক্ষায় অভিন্ন, এই যে পূর্ব্বে আপত্তি উঠিয়াছিল, সে আপত্তি সঙ্গত হইল না। এক্ষণে দেখ, আত্মা প্রাকৃতিক দেহাদি হইতে ভিন্ন কিনা? পুরুষ স্বপ্রকাশ, পরনিরপেক্ষ; প্রকৃতি, পরসাপেক্ষপ্রকাশ পরকীয় কারণতাসমবধানে কার্য্যজনিকা; অতএব প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে॥ ৩০॥

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষুর্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্॥ ৩১॥

(যথা) চক্ষুঃ (যথা চক্ষুষি অধ্যাত্মম্ অধিভূতম্ অধিদৈবং দর্শিতম্) এবং ত্বগাদি, (ত্বক্ অধ্যাত্মং স্পর্শঃ অধিভূতং, বায়ুঃ অধিদৈবং,) শ্রবণাদি, (শ্রবণম্ অধ্যাত্মং, শব্দঃ অধিভূতং, দিশঃ অধিদৈবং,) জিহ্বাদি, (জিহ্বা অধ্যাত্মং, রসঃ অধিভূতং, বরুণঃ অধিদৈবং,) নাসাদি, (নাসা অধ্যাত্মং, গন্ধঃ অধিভূতম্; অশ্বিনৌ অধিদৈবং,) চিত্তযুক্তং (চিত্তেন যুক্তং মনঃ উপলক্ষণমেতৎ। চিত্তম্ অধ্যাত্মং, চেতয়িতব্যম্ অধিভূতং, বাসুদেবঃ অধিদৈবং; মনঃ অধ্যাত্মং মন্তব্যম্ অধিভূতং, চন্দ্রঃ অধিদৈবং; বুদ্ধিঃ বোদ্ধব্যং ব্রহ্মা; অহঙ্কারঃ অহঙ্কর্ত্তব্যং রুদ্রঃ; এবং ত্রিবিধম্ অধ্যাত্মম্ অধিভূতম্ অধিদৈবম্)॥ ৩১॥

যেপ্রকার চক্ষু অধ্যাত্মাদিভেদে ত্রিবিধ, সেই প্রকার ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও ত্রিবিধ। সর্ব্বত্র ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অধিভূত ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা অধিদৈব। যথা; ত্বক্ অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত, বায়ু অধিদৈব; শ্রবণ অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত, দিক্

সকল অধিদৈব ; জিহ্বা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, বরুণ অধিদৈব ; নাসা অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অধিদৈব ; চিত্ত অধ্যাত্ম, চেতয়িতব্য বস্তু অধিভূত, বাসুদেব অধিদৈব ; মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত, চন্দ্র অধিদৈব ; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য বিষয় অধিভূত, ব্রহ্মা অধিদৈব ; অহঙ্কার অহঙ্কর্ত্তব্য ও রুদ্র যথাক্রমে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ॥ ৩১ ॥

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ ।
অহং ত্রিবিন্মোহবিকল্পহেতু-
বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ ॥ ৩২ ॥

গুণক্ষোভকৃতঃ ( গুণক্ষোভং করোতীতি গুণক্ষোভকৃৎ তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ নিমিত্তাৎ ) প্রধানমূলাৎ ( প্রধানং মূলম্ উপাদানং যস্য তস্মাৎ ) মহতঃ প্রসূতঃ যঃ অসৌ অহম্ ( অহঙ্কারাত্মকঃ ) বিকারঃ ( সঃ ) ত্রিবিৎ ( ত্রিবিধঃ ) বৈকারিকঃ ( বিকারজঃ, সাত্ত্বিকঃ ) তামসঃ (তমসঃ সমুৎপন্নঃ) ঐন্দ্রিয়শ্চ, (ইন্দ্রিয়জন্যশ্চ, রাজসশ্চ সএব) মোহবিকল্পহেতুঃ (মোহময়স্য বিকল্পস্য হেতুঃ ) ॥ ৩২ ॥

গুণক্ষোভকারী পরমেশ্বরকে নিমিত্ত করিয়া প্রকৃতিমূলক মহত্তত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কাররূপ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৈকারিক ( বিকারসমুৎপন্ন ) তামস ও ঐন্দ্রিয় ( ইন্দ্রিয়জন্য ) এই তিনপ্রকার ; এবং তাহাই মোহময় বিকারের হেতু ; অতএব অহঙ্কার নিবৃত্তি দ্বারা এই ত্রিবিধ বিকল্প ধ্বংস হইলে, জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন ॥ ৩২ ॥

আত্মা পরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদাত্মনিষ্ঠঃ ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ॥৩৩॥

পরিজ্ঞানময়ঃ ( সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানস্বরূপঃ ) আত্মা অস্তি ইতি নাস্তি বা ইতি বিবাদঃ ( বিকল্পঃ ) ভিদাত্মনিষ্ঠঃ ( ভেদজ্ঞানরূপমোহাবচ্ছিন্নাত্মনিষ্ঠঃ নতু যথার্থঃ অথবা ভিদার্থনিষ্ঠঃ ভিদা বিদারণং পরমতখণ্ডনমেব অর্থঃ তত্রৈব নিষ্ঠা যস্য সঃ ) । ব্যর্থোঽপি ( নিরর্থকোঽপি অহঙ্কারঃ বিকল্পশ্চ ) স্বলোকাৎ ( স্বান্ তত্তান্ এব লোকতে স্ফুরয়

পশ্যন্তি ন অজ্ঞান্ তথাভূতাৎ ) মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং ( পরাবৃত্তা বহির্মুখা ধীর্যেষাং তাদৃশানাং ) পুংসাং নৈব উপরমেত ( বিরমেৎ ) ॥ ৩৩ ॥

আত্মা, অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ, "আছেন" কি "নাই" এই প্রকার ভেদজ্ঞানমূলক বিবাদ, মোহাভিভূত ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিবাদ ব্যর্থ হইলেও, নিজ ভক্তমাত্রেরই অভীষ্টপূরণে তৎপর যে আমি আমা হইতে বহির্মুখ পুরুষগণের অহঙ্কারমূলক আত্মজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ সেই বিবাদ, কখনও নিবৃত্ত হয় না। তাহারা নিজকর্ম্মফলানুসারে উচ্চ নীচ দেহ ধারণ ও জন্ম মৃত্যু বিয়োগাদি জন্য শোকদুঃখাদির ভাজন হয় ॥ ৩৩ ॥

উদ্ধব উবাচ।

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রভো।

উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ ॥ ৩৪

( হে ) প্রভো, ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ ( নিবৃত্তবুদ্ধয়ঃ ) স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ যথা উচ্চাবচান্ ( উচ্চনীচান্ ) দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ ॥ ৩৪ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো, যাহাদিগের মন আপনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা স্বকৃত কর্ম্মনিচয় দ্বারা কিরূপে উচ্চ ও নীচ শরীর সকল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে? আত্মা ব্যাপক ও নিত্য, তাহার দেহান্তর ধারণ এবং নিত্যবস্তুর জন্ম ও মৃত্যু, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ॥ ৩৪ ॥

তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্ব্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।

নহ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৫ ॥

( হে ) গোবিন্দ, অনাত্মভিঃ ( অল্পবুদ্ধিভিঃ ) দুর্ব্বিভাব্যং (ভাবয়িতুমপি অশক্যং ) তৎ ( সর্ব্বব্যাপকস্যাপি দেহান্তরগমনং নিত্যস্যাপি জন্মমরণং ত্বমেব ) মম আখ্যাহি ( কথয় ); হি ( যতঃ ) বঞ্চিতাঃ ( ত্বন্মায়য়া মোহিতাঃ অতঃ ) এতৎ বিদ্বাংসঃ প্রায়শঃ লোকে ( জগতি ) ন সন্তি ॥ ৩৫ ॥

হে গোবিন্দ, এই বিষয় অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের চিন্তাপথেরও অতীত; ইহলোকে প্রায় সকলেই ত্বদীয় মায়ামোহে বঞ্চিত; সুতরাং ইহার তত্ত্ব জানেন, এতাদৃশ লোক প্রায় নাই; অতএব আমার নিকট আপনিই ইহা ব্যক্ত করুন ॥ ৩৫ ॥

ভগবানুবাচ।

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥ ৩৬॥

নৃণাং কর্ম্মময়ং (কর্ম্মাধীনং) মনঃ (মনঃপ্রধানং সূক্ষ্মশরীরং) পঞ্চভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ যুতং (সৎ) লোকাল্লোকং (দেহাৎ দেহান্তরং) প্রযাতি। আত্মা (জীবঃ) অন্যঃ (ততো ভিন্নোঽপি) তৎ (সূক্ষ্মশরীরম্) অনুবর্ত্ততে (অনুগচ্ছতি)॥ ৩৬॥

ভগবান কহিলেন, মনুষ্যগণের মনই, ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মফলানুসারে উচ্চ ও নীচ দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। আত্মা পরমমহৎ বলিয়া সূক্ষ্মশরীর অপেক্ষায় ভিন্ন হইয়াও উপাধিভেদে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার দেহান্তরে গমন॥ ৩৬॥

ধ্যায়ন্মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি॥ ৩৭॥

কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মাধীনং) মনঃ, দৃষ্টান্ (কর্ম্মোপস্থাপিতান্) বিষয়ান্ (মর্ত্ত্যলোকস্থান্ পশুদারাদীন্) অনুশ্রুতান (বেদোক্তান্ দেবলোকস্থান্) বা অনু (লক্ষীকৃত্য) ধ্যায়ৎ (সৎ) অথ (ক্ষণান্তরং তেষ্বেব) উদ্যৎ (তদাকারীভবৎ) সীদৎ (পূর্ব্বধ্যাতবিষয়েভ্যঃ বিচ্যুতীভবৎ সীদতি) তদনু (তদনন্তরং তস্য) স্মৃতিঃ (পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং) শাম্যতি (নশ্যতি)॥ ৩৭॥

কর্ম্মাধীন মন দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের অনবরত অনুশীলন করিতে করিতে সেই বিষয়ের আকারে পরিণত হয় ও ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বচিন্তিত বিষয় হইতে বিচ্যুত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তৎপশ্চাৎ স্মৃতিও বিনষ্ট হয়॥ ৩৭॥

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ।
জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতো র্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥ ৩৮॥

বিষয়াভিনিবেশেন (কর্ম্মোপস্থাপিতেষু দেহেষু অত্যন্তাভিনিবেশেন) আত্মানং (পূর্ব্বদেহং মনঃ যৎ) পুনঃ ন স্মরেৎ কস্যচিৎ (ভয়শোকাদেঃ দেবাদিদেহাভিনিবেশেন হর্ষতর্ষাদেঃ) হেতোঃ অত্যন্তবিস্মৃতিঃ (পূর্ব্বদেহে অহঙ্কারনিবৃত্তিঃ) জন্তোঃ (দেহাভিমানিনঃ জীবস্য মৃত্যুঃ উচ্যতে)॥ ৩৮॥

কর্ম্মফলের অনুরূপ দেহাদিতে অত্যন্ত অভিনিবেশ নিবন্ধন হর্ষশোকাদি দ্বারা

অভিভূত দেহীর যে পূর্ব্বদেহের স্মরণধ্বংস ( মনঃপ্রধান সূক্ষ্মশরীরবর্ত্তী জীবাত্মার স্থূলশরীর বিয়োগ- অর্থাৎ সংযোগবিশেষের ধ্বংস ) ইহাই মৃত্যু ॥ ৩৮ ॥

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ ॥ ৩৯ ॥

( হে ) ভূরিদ, সর্ব্বভাবেন ( আত্মতয়া ) বিষয়স্বীকৃতিং ( বিষয়স্য কর্ম্মোপস্থাপিতদেহস্য স্বীকৃতিম্ আত্যান্তিকম্ অভিমানং) পুংসঃ জন্ম প্রাহুঃ ; যথা স্বপ্নঃ (যথা চ) মনোরথঃ ॥ ৩৯ ॥

হে বদান্য, অভেদরূপে দেহকে যে আত্মা বলিয়া স্বীকার অর্থাৎ অভিন্নরূপে দেহে যে অহংবুদ্ধি, ( সূক্ষ্মশরীরবর্ত্তী জীবাত্মার যে স্থূলশরীরসংযোগ, তাহাই ঐ অহংবুদ্ধির কারণ ) ইহারই নাম জন্ম ; ইহা ঠিক স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় ॥ ৩৯ ॥

স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্ব্বমিবাত্মানমপূর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি ॥ ৪০ ॥

অসৌ ( স্বপ্নাভিভূতঃ পুমান্ ) ইত্থং প্রাক্তনং ( পূর্ব্বসিদ্ধং ) স্বপ্নং মনোরথং চ ন স্মরতি। তত্র চ ( স্বপ্নাবস্থায়াং ) পূর্ব্বং ( পূর্ব্বকালসিদ্ধম্ ) আত্মানম্ অপূর্ব্বমিব অনুপশ্যতি চ ॥ ৪০ ॥

যেমন স্বপ্নাদিতে অভিভূত পুরুষ, স্বপ্ন ও মনোরথকে পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ পূর্ব্বসিদ্ধ যে আত্মা, তাহাকেই ঠিক যেন এই জন্মগ্রহণ করিল, এই প্রকার নূতন বলিয়া অনুভব করে ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়ায়ণসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্‌যথা ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়ায়ণসৃষ্ট্যা ( ইন্দ্রিয়াণাম্ অয়নম্ আশ্রয়ীভূতং যৎ মনঃ তস্য দেহান্তরাভিনিবেশেন যা সৃষ্টিঃ তয়া ) বস্তুনি ( আত্মনি ) ইদং ত্রৈবিধ্যম্ ( উত্তমমধ্যমনীচত্বম্ অসদেব ) ভাতি। (এতদ্ভাবত্রয়সম্পন্নঃ আত্মা ) অসজ্জনকৃৎ ( অসৎপুত্রোৎপাদকঃ ) জনঃ যথা (ইব) বহিরন্তর্ভিদাহেতুঃ (বাহ্যাভ্যন্তরভেদহেতুর্ভবতি) ॥ ৪১ ॥

মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক। ঐ পরিচালকের দেহান্তরে অভিনিবেশই সৃষ্টি। তাহার দ্বারা আত্মার উত্তম, মধ্যম, ও অধম, এই ভাবত্রয় অসৎরূপে উৎপন্ন হয়। এই ভাবত্রয়সম্পন্ন আত্মাই, যেমন অসৎপুত্রের উৎপাদক ব্যক্তি স্বয়ং শত্রু মিত্র উদাসীন সাধারণ

সমতাবাপন্ন হইলেও অন্তঃপুরে সহকারে স্বপরভেদ ও পরকীয় বিয়োগের কারণ হয়েন, সেইরূপ আত্মা স্বরূপভেদশূন্য ও নির্ব্বিকার হইলেও উক্ত ভাবত্রয় সহকারে বাহ্য অভ্যন্তর ও স্বপর ভেদের কারণ হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

(হে) অঙ্গ, নিত্যদা (প্রতিক্ষণং) ভূতানি (শরীরাণি) ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) ন ভবন্তি (নশ্যন্তি) চ। অলক্ষ্যবেগেন (অলক্ষ্যঃ নির্দ্দেষ্টুম্ অশক্যঃ বেগঃ প্রসরো যস্য তথাভূতেন) কালেন (হেতুনা) তৎ (ভবনম্ অভবনঞ্চ) সূক্ষ্মত্বাৎ (অবিবেকিভিঃ) ন দৃশ্যতে (ন লক্ষ্যতে) ॥ ৪২ ॥

সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, কিছুই স্থিরতর নহে, ইহা বৈরাগ্যের একমাত্র সাধন, অতএব লোকপ্রসিদ্ধ জন্মমৃত্যু নিরূপণ করিয়া, অজিজ্ঞাসিত হইলেও, সূক্ষ্ম জন্মমৃত্যু, অর্থাৎ ভূতপদার্থগণ প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে ইহাই, নিরূপণার্থ কহিলেন, হে উদ্ধব, এই পাঞ্চভৌতিক দেহ সকল প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; কিন্তু অলক্ষ্যপ্রসর কালের সূক্ষ্মত্বনিবন্ধন অবিবেকী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে পাইতেছে না ॥ ৪২ ॥

যথার্চ্চিষাং স্রোতসাঞ্চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্ব্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥

অর্চ্চিষাং (পরিণামাদিভিঃ) স্রোতসাং (গত্যাদিভিঃ) বা (অথবা) বনস্পতেঃ ফলানাং (রূপাদিভিশ্চ) যথা (অবস্থাবিশেষাঃ কালেন কৃতাঃ) তথৈব (ভূতানি প্রতিক্ষণোৎপত্তিবিনাশবন্তি অবস্থাভেদবত্ত্বাৎ দীপশিখাবৎ ইত্যনুমানসিদ্ধক্ষণভিন্নানাং) সর্ব্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ (কৌমারাদ্যবস্থাদয়ঃ) কৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥

উক্তপ্রকার জন্ম ও মৃত্যু প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। অতএব উহা অনুমান দ্বারা সাধন করিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন কালকর্তৃক, পরিণাম দ্বারা তেজের, প্রবাহ ত্যাগ দ্বারা স্রোতের, ও পক্কতাদি দ্বারা বৃক্ষফলের, বিশেষ বিশেষ অবস্থা কালকর্তৃক কৃত হইতেছে বলিয়া, ইহারা প্রতিক্ষণেই উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল, সেইরূপ ভূতগণ, কালকৃত বিশেষ বিশেষ অবস্থাসহকারে প্রতিক্ষণেই জননশীল ও মরণশীল ॥ ৪৩ ॥

সোঽয়ং দীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্দ্ধীর্মৃষায়ুষাম্ ॥ ৪৪ ॥

অর্চিষাং ( সাদৃশ্যাৎ ) যদ্বৎ ( যথা ) সোঽয়ং দীপঃ ( যথাচ ) স্রোতসাং ( সাদৃশ্যাৎ ) তদিদং জলং ( ইতি সাদৃশ্যাবলম্বিনী প্রত্যভিজ্ঞা তথা ) মৃষায়ুষাং ( মৃষা ব্যর্থম্ আয়ুর্যেষাং তেষাম্ অবিবেকিনাং ) নৃণাং সোঽয়ং পুমান্ ইতি মৃষা গীঃ ধীশ্চ ( ভবতি ) ॥ ৪৪ ॥

তথাপি যেমন শিখার সাদৃশ্য হেতু সেই এই দীপ, ও সাদৃশ্যমূলক স্রোতের সেই এই জল, এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার ব্যর্থজীবিত অবিবেকী ব্যক্তিগণের সেই এই পুরুষ এই প্রকার মিথ্যা প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে চামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বস্য কর্ম্মবীজেন ( কর্ম্মণা বীজভূতেন ) সোঽপি ( অজোঽপি ) পুমান্ মা জায়তে ( মা ) ম্রিয়তে চ ( কিন্তু ) দারুসংস্থিতঃ অগ্নিযথা ( অগ্নিরিব যথা অগ্নিঃ কল্পান্তস্থায়ী স্থিতোঽপি দারুসংযোগবিয়োগাভ্যাং জন্মনাশৌ প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ) অয়ম অমরঃ (অপি অজন্মাপি) ভ্রান্ত্যা (জায়তে ইব ম্রিয়তে ইব জননমরণশীলবৎ লক্ষ্যতে ) ॥ ৪৫ ॥

জন্মমৃত্যুরহিত জীবাত্মার স্বীয় বীজভূত কর্ম্ম দ্বারা যে জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে, এরূপ নহে; কিন্তু যেমন কল্পান্তস্থায়ী মহাভূতরূপ অগ্নি, জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত হইয়াও কাষ্ঠ সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা আবির্ভাবরূপ ও তিরোভাবরূপ জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব অজ ও অমর হইয়াও ভ্রান্তিবশতঃ জাত ও মৃতের ন্যায় লক্ষিত হয়েন ॥ ৪৫ ॥

নিষেকগর্ব্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব ॥ ৪৬ ॥

নিষেকঃ ( জঠরে প্রবেশঃ ) গর্ব্ভঃ ( জঠরমধ্যে বৃদ্ধিঃ ততঃ প্রসূতস্য আপঞ্চমাব্দাৎ) বাল্যং ( ততঃ আষোড়শবর্ষাৎ ) কৌমারং ( ততঃ আপঞ্চচত্বারিংশতঃ ) যৌবনং ( ততঃ আষষ্টিবর্ষাৎ ) বয়োমধ্যং ( তদুপরি ) জরা ( তদুপরি ) মৃত্যুঃ ইতি নব তনোঃ ( শরীরস্য ) অবস্থাঃ ॥ ৪৬ ॥

সূক্ষ্মরূপে জঠরমধ্যে প্রবেশ, অনন্তর যথাসংস্থান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, ও তাহার পর প্রসূত হইলে পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত মধ্য বয়স, তদুপরি জরা, ও তাহার পর মৃত্যু, শরীরের এই নয়টি অবস্থা ॥ ৪৬ ॥

এতা মনোরথময়ীর্হ্যন্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে কচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ ॥ ৪৭ ॥

অন্যস্য ( আত্মনোভিন্নস্য দেহস্য ) উচ্চাবচাঃ ( উচ্চাশ্চ অবচাশ্চ তাঃ উৎকৃষ্টাঃ অপকৃষ্টাশ্চ ) মনোরথময়ীঃ এতাঃ তনূঃ ( অবস্থাঃ জীবঃ ) গুণসঙ্গাৎ ( গুণানাং সঙ্গঃ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ অর্থাৎ প্রকৃত্যবিবেকাৎ প্রকৃতিতঃ পুরুষো ভিন্নঃ ইত্যাকারকজ্ঞানা-ভাবাৎ ) উপাদত্তে ( আত্মসম্বন্ধিত্বেন স্বীকরোতি ) কচিৎ কশ্চিৎ ( ভগবদনুগৃহীতো জনঃ জহাতি ( ত্যজতি ) চ । ৪৭ ॥

জীব, স্বাভাবিক অবিবেক হেতু, শরীরের উচ্চ ও নীচ মনোরথময়ী ঐ সকল অবস্থা বিশেষকে প্রাপ্ত হয়। কোনও ঈশ্বরানুগৃহীত জীব, অবস্থাবিশিষ্ট দেহের দ্রষ্টা, অবস্থাবান্ নহেন, এইপ্রকার বিবেক দ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥

পিতৃপুত্রাভ্যাং ( পিতৃদেহস্যৌর্দ্ধদৈহিকং কুর্ব্বতা অপায়দর্শনাৎ পুত্রদেহস্য চ জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বতা জন্মদর্শনাৎ ) আত্মনঃ ( স্বদেহস্য ) ভবাপ্যয়ৌ ( জন্মনাশৌ ) অনুমেয়ৌ। কিন্তু ভবাপ্যয়বস্তূনাং ( ভবাপ্যয়বতাং বস্তূনাং দেহানাম্ ) অভিজ্ঞঃ ( দ্রষ্টা ) দ্বয়লক্ষণঃ ( ভবাপ্যয়ধর্ম্মকঃ ) ন ( ভবতি ) ॥ ৪৮ ॥

পিতৃদেহের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া ও পুত্রদেহের জাতকর্ম্মাদি দর্শন হেতু, স্বীয় দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমান দ্বারা নিশ্চয় হয়। কিন্তু উৎপত্তিবিনাশশীল দেহের দ্রষ্টা যে জীব তাহার উৎপত্তিরূপ ও বিনাশরূপ ধর্ম্ম নাই ॥ ৪৮ ॥

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ জন্মসংযমৌ ।
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্ ॥ ৪৯ ॥

তরোঃ ( ফলপাকান্তস্য ব্রীহ্যাদেঃ ) বীজবিপাকাভ্যাং জন্মসংযমৌ ( বীজাৎ জন্ম বীজবিপাকাৎ সংযমং নাশঞ্চ ) যো বিদ্বান্ ( এতদুভয়জ্ঞানবান্ যো ভবতি সঃ ) দ্রষ্টা তরোঃ বিলক্ষণঃ ( ভিন্নঃ ) । এবং তনোঃ ( শরীরস্য জন্মসংযমৌ ) দ্রষ্টা ( ততঃ ) পৃথক্ ॥ ৪৯ ॥

বীজ হইতে ওষধি বৃক্ষের উৎপত্তি ও ফলপাকে বিনাশ হয়, যিনি প্রত্যক্ষ করিয়া-

ছেন, তিনি যেমন তরু হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ দেহের জন্মদর্শী ও নাশদর্শী জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন, সুতরাং উৎপত্তি ও বিনাশ দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। ৪৯॥

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে॥ ৫০ ॥

অবুধঃ পুমান্ (অপণ্ডিতঃ পুরুষঃ) তত্ত্বেন (তত্ত্বদৃষ্ট্যা) প্রকৃতেঃ এবম (উক্তরূপং পৃথকত্বেন) আত্মানম্ অবিবিচ্য স্পর্শসংমূঢ়ঃ (স্পর্শেষু বিষয়েষু সংমূঢ়ঃ বিষয়াসক্তঃ সন্) সংসারং প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)॥ ৫০॥

অবিবেকিপুরুষগণ, তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা, প্রকৃতিজন্য দেহ হইতে পৃথক রূপে আত্মাকে বিবেচনা করিতে না পারিয়া বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, ও দেহে অভিমান বশতঃ মুগ্ধ হইয়া, পুনঃ পুনঃ সংসার প্রাপ্ত হয়॥ ৫০॥

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ॥ ৫১ ॥

সত্ত্বসঙ্গাৎ (তারতম্যেন সত্ত্বসঙ্গং প্রাপ্য) ঋষীন্ দেবান (চ) যাতি; রজসা অসুরমানুষান্; তমসা ভ্রামিতঃ (সন্) কর্ম্মভিঃ ভূততির্য্যক্ত্বং (ভূতত্বং পশুপক্ষিত্বঞ্চ) যাতি। ৫১॥

গুণভেদে সংসার ত্রিবিধ হইলেও গুণতারতম্য নিবন্ধন প্রত্যেক গুণেই সংসার দ্বিবিধ, ইহা বলিতেছেন;—কর্ম্মফলানুসারে জীব, নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে, সত্ত্বগুণের তারতম্যক্রমে ঋষি ও দেব, রজোগুণের তারতম্যক্রমে অসুর ও মনুষ্য, এবং তমোগুণের তারতম্যক্রমে ভূত ও পশুপক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হয়॥ ৫১॥

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্য্যতে॥ ৫২ ॥

যথা নৃত্যতঃ গায়তঃ (জনান্) পশ্যন্ (শিশুঃ) তান্ অনুকরোতি (তদ্গতস্বরতালাদিগতিং শৃঙ্গারাদিরসঞ্চ মনসি অনুবর্ত্তয়তি) এবং বুদ্ধিগুণান্ (সুখদুঃখাদিধর্ম্মান্ পশ্যন্ অনীহোঽপি (জীবঃ ক্লৈবঃ) অনুকার্য্যতে॥ ৫২॥

যেমন নর্ত্তক ও গায়ক দেখিয়া, নৃত্যগীতের তালস্বরাদিশূন্য ও শৃঙ্গারাদিরসে নিস্পৃহ হইয়াও, শিশুগণ তাহাদিগের অনুকরণ অর্থাৎ তদ্গত স্বর, তাল,

ও শৃঙ্গার করুণ প্রভৃতি রসকে চিত্তমধ্যে অনুবর্ত্তিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির ধর্ম্ম যে সুখদুঃখাদি তাহা অবলোকন করিয়া মোহপরতন্ত্র নির্ব্বন্ধন সুখদুঃখাদি-শূন্য যে জীব, তিনি নিরীহ হইয়াও, তাহার অনুকরণ করেন । ৫২ ॥

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব ।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা প্রচলতা অম্ভসা ( জলেন উপাধিনা ) তরবোঽপি ( অম্ভসি প্রতিবিম্বিতাস্তরবোঽপি ) চলাঃ ( চঞ্চলাঃ ) ইব দৃশ্যন্তে ; ( যথা বা ) ভ্রাম্যমাণেন চক্ষুষা ভূঃ ভ্রাম্যতীব দৃশ্যতে ; তথা উপাধিধর্ম্মাঃ সুখদুঃখাদয়ঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদয়শ্চ উপহিতে জীবে অবভাসন্তে ॥ ৫৩ ॥

সুখ দুঃখ ও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধিধর্ম্ম, উপহিত জীবাত্মায় প্রতিভাসিত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—যেমন জল চঞ্চল হইলে জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ সকলও চঞ্চলের ন্যায় দৃষ্ট হয় ও যেমন চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত হইলে ভূমণ্ডলও ঘূর্ণিতের ন্যায় অবলোকিত হয়, তদ্রূপ ॥ ৫৩ ॥

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা ।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥ ৫৪ ॥

হে দাশার্হ, মনোরথধিয়ঃ ( কামনাবিষ্টবিষয়াসক্তবুদ্ধেঃ ) বিষয়ানুভবঃ স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ ( স্বপ্নেষু দৃষ্টাঃ বিষয়াশ্চ ) যথা মৃষা আত্মনঃ সংসারঃ ( অপি ) তথা ॥ ৫৪ ॥

হে দাশার্হ, যেমন কামনাসক্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব মিথ্যা এবং যেমন স্বপ্নকালে দৃষ্ট বিষয় সকল মিথ্যা, জীবের বিষয়ভোগ এবং সংসারবন্ধ সেইরূপ জানিবে ৫৪ ॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৫৫ ॥

যথা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ ( চিন্তয়তঃ ) অস্য ( জীবস্য ) স্বপ্নে অনর্থাগমঃ ( অনর্থীভূতস্য বিষয়স্য অনুভবঃ তথা ) অর্থে ( উপাধিসম্বন্ধে ) অবিদ্যমানে ( অবস্তুভূতেঽপি ) সংসৃতিঃ ( সংসারসম্বন্ধোত্থং দুঃখং ) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥

যদি সংসারবন্ধ মিথ্যা, তবে অলীকের নিবৃত্তির জন্য প্রয়াসের প্রয়োজন কি, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ;—যেমন বিষয় পরিচিন্তনকারী পুরুষের স্বপ্নাবস্থায় নানাবিধ

অর্থের আগম অর্থাৎ সর্পদংশনাদি নানাবিধ বিষয়ের অনুভব হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসারসম্বন্ধ মিথ্যা ও ভ্রমমাত্র হইলেও ভ্রমপ্রযুক্ত সংসারসমুত্থিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদুদ্ধব মাভুঙ্ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ৫৬ ॥

(হে) উদ্ধব, তস্মাৎ (ভোগবুদ্ধ্যা বিষয়ধ্যানস্য অনর্থহেতুত্বাৎ) অসদিন্দ্রিয়ৈঃ (বহির্মুখেন্দ্রিয়ৈঃ) বিষয়ান্ মা ভুঙ্ক্ষ্ব, আত্মাগ্রহণনির্ভাতম্ (আত্মনঃ স্বস্য অগ্রহণম্ অজ্ঞানং তেন নির্ভাতম্ স্বরূপাজ্ঞানাদ্বিলসিতম্ অতএব) বৈকল্পিকং (বিকল্পোত্থং) ভ্রমং পশ্য ॥ ৫৬ ॥

উদ্ধব, আমা অপেক্ষায় অণুমাত্র ন্যূন নহে, ইহা ভগবানের মনোবৃত্তি হইলেও, ব্যাজোক্তি দ্বারা সাধারণের উপদেশার্থ কহিলেন, হে উদ্ধব, যেহেতু ভোগবাসন দ্বারা বিষয়চিন্তাই অনর্থের হেতু, অতএব ভোগবাসনায় অভিভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হও, ও স্বস্বরূপের অজ্ঞানমূলক যে বিকল্প, সেই বিকল্প হইতে উৎপন্ন যে ভ্রম, অর্থাৎ হরিবিস্মৃতিজন্য আমি ক্ষত্রিয় আমি ব্রাহ্ম এইপ্রকার যে ভ্রম, তাহা দেখ (তাহার নিবৃত্তির জন্য আমার স্মরণ কর) ॥ ৫৬ ॥

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা ভৃত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥ ৫৭ ॥

অসদ্ভিঃ ক্ষিপ্তঃ (আক্ষিপ্তঃ) অবমানিতঃ প্রলব্ধঃ (উপহসিতঃ) অথবা অসূয়িতঃ (দোষারোপবিষয়ীকৃতঃ) তাড়িতঃ বা সন্নিরুদ্ধঃ (বদ্ধা স্থাপিতঃ) বা (অথবা) ভৃত্যা পরিহাপিতঃ (জীবিকয়া রহিতীকৃতঃ) ॥ ৫৭ ।

বিষয়ভোগরহিত হইয়া কীদৃশভাবে অবস্থান করিব, ইহাতে বলিতেছেন, অসাধুজনকর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত, অবমানিত বা উপহসিত, দোষরোপে দূষিত ও তাড়িত, বন্ধনে রক্ষিত অথবা জীবিকা হইতে ভ্রংশিত হইয়াও ॥ ৫৭ ॥

নিষ্ঠ্যূতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগতঃ আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৫৮ ॥

অজ্ঞৈঃ নিষ্ঠ্যূতঃ, (নিষ্ঠীবনবিষয়ীকৃতঃ) বা (অথবা) মূত্রিতঃ (মূত্রেণার্দ্রীকৃতঃ) প্রকম্পিতঃ (পরদ্বৈর্ষ্যনির্ভাতঃ প্রচ্যাবিতোঽপি) বহুধা এবং কৃচ্ছ্রগতঃ (কষ্টং

প্রাপিতোঽপি ) শ্রেয়স্কামঃ ( কুশলাকাঙ্ক্ষী জনঃ ) আত্মনা ( বুদ্ধ্যা ধৈর্য্যমবলম্ব্য ) আত্মানম্ উদ্ধরেৎ ॥ ৫৮ ॥

অথবা অজ্ঞজনকর্ত্তৃক নিষ্ঠীবনদ্বারা ব্যাপ্তীকৃত মূত্রদ্বারা আপ্লাবিত বা পরমেশ্বর নিষ্ঠা হইতে ভ্রংশিত ইত্যাদি নানা কষ্টে পতিত হইয়াও, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিজবুদ্ধি দ্বারা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া আত্মার উদ্ধার করিবে ॥ ৫৮ ॥

উদ্ধব উবাচ।

যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাংবর ॥ ৫৯ ॥

হে বদতাংবর ( বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ), এবম্ উক্তরূপম্ ( অতিগুহ্যং ) যথা অনুবুধ্যেয়ং ( তত্তৎসহনে যথা বিবেকং প্রাপ্নুয়াম্ ) নঃ ( অস্মান্ ) এবং বদ ॥ ৫৯ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, আপনার এই উপদেশ অতিদুর্জ্ঞেয় ও অতি-গুহ্য। আমি যাহাতে ঐগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে পারি, তদ্রূপ পুনর্ব্বার উপদেশ করুন ॥ ৫৯ ॥

সুদুঃসহমিমং মন্যে আত্মন্যসদতিক্রমম্।
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।
ঋতে ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণাশ্রিতান্ ॥ ৬০ ॥

হে বিশ্বাত্মন্, হি ( যতঃ ) প্রকৃতিঃ ( স্বভাবঃ ) বলীয়সী ( অনতিক্রমণীয়া অতঃ ) ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ তে ( তব ) চরণাশ্রয়ান্ ( অতএব ) শান্তান্ ঋতে ( বিনা ) ইমম্ আত্মনি অসদতিক্রমম্ ( অসদ্ভিঃ কৃতমপরাধং ) বিদুষামপি সুদুঃসহং মন্যে ॥ ৬০ ॥

হে বিশ্বাত্মন্, যেহেতু স্বভাব অনতিক্রমণীয়, অতএব ত্বদ্ধর্ম্মনিরত, ত্বদীয় চরণাশ্রিত, অতএব একান্ত শান্ত, ব্যক্তিগণ ব্যতীত, অসৎ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে নিজের এইপ্রকার অবমাননা, তাহা পণ্ডিতগণেরও সুদুঃসহ বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

# ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শুক উবাচ।

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হর্ষভঃ।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দস্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্য্যঃ ॥ ১ ॥

দাশার্হর্ষভঃ (দাশার্হবর্গঃ) শ্রবণীয়বীর্য্যঃ (শ্রবণীয়ং বীর্য্যং যস্য সঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ) সঃ মুকুন্দঃ (কৃষ্ণঃ) ভাগবতমুখ্যেন উদ্ধবেন এবম্ (উক্তরূপম্) আশংসিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) ভৃত্যবচঃ সভাজয়ন্ (সৎকুর্ব্বন্) তং (ভৃত্যং প্রতি) আবভাষে (বক্তুম্ আরেভে) ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন, শ্রবণীয়বীর্য্য অর্থাৎ পুণ্যকীর্ত্তন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবত-প্রধান উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া, ভৃত্যবাক্যে আদর প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বার্হস্পত্য স নাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জ্জনেরিতৈঃ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ ॥ ২ ॥

হে বার্হস্পত্য (বৃহস্পতেঃ শিষ্য), যঃ দুর্জ্জনেরিতৈঃ দুরুক্তৈঃ (দুর্জ্জনোক্তিভিঃ) ভিন্নং (ক্ষুব্ধম্) আত্মানং সমাধাতুম্ ঈশ্বরঃ (স্যাৎ) সঃ সাধুঃ অত্র (অস্মিন্ লোকে) নাস্তি ॥ ২ ॥

হে বৃহস্পতিশিষ্য, যিনি দুর্জ্জনের কটূক্তি শ্রবণে ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ, তাদৃশ সাধু ব্যক্তি, ইহ লোকে প্রায় নাই ॥ ২ ॥

ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থাঃ হ্যসতাং পরুষেষবঃ ॥ ৩ ॥

হি (যতঃ) অসতাং (জনানাং) মর্ম্মস্থাঃ (নিয়তং মর্ম্মভেদিনঃ) পরুষোক্তি-রূপাঃ ইষবো বাণাঃ) যথা তুদন্তি (ব্যথয়ন্তি ইতরে ইষবস্তথা ন, অতঃ) মর্ম্মগৈর্বাণৈঃ বিদ্ধঃ পুমান্ তথা (পরুষেষুভির্বিদ্ধ ইব) ন তপ্যতে ॥ ৩ ॥

যে হেতু অসাধুদিগের কটুবাক্যরূপ বাণসকল নিয়ত মর্ম্মভেদী বলিয়া যেরূপ

কষ্টদায়ক হয়, অস্ত্র লৌহময় বাণসকল সেরূপ কষ্টদায়ক নহে, অতএব কটুবাক্য রূপ বাণ দ্বারা ব্যথিত ব্যক্তি যাদৃশ দুঃখ অনুভব করেন, মর্ম্মভেদী ——— ——— দ্বারা ব্যথিত হইয়াও পুরুষ তাদৃশ দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ৩ ॥

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব ।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ ।
কেনচিদ্ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জ্জনৈঃ ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্ম্মণাম্ ॥ ৪ ॥

( হে ) উদ্ধব, ইহ ( অস্মিন্ বিষয়ে ) মহৎ ( যথাস্যাত্তথা ) পুণ্যং ( পুণ্যজনকং ) দুর্জ্জনৈঃ পরিভূতেন ( সতা ) নিজকর্ম্মণাং বিপাকং স্মরতা ধৃতিযুক্তেন কেনচিৎ ভিক্ষুণা গীতম্ ইতিহাসং কথয়ন্তি, তৎ ( ইতিহাসম্ ) অহং বর্ণয়িষ্যামি, সুসমাহিতঃ ( সন্ ত্বং ) নিবোধ ॥ ৪ ॥

হে উদ্ধব, এ বিষয়ে এক মহৎ পুণ্যজনক ইতিহাস কথিত হয়, যাহা দুর্জন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া নিজ কর্ম্মবিপাক স্মরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে কোন ভিক্ষুক কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, আমি সেই ইতিহাস বর্ণন করিব, তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া ।
বার্ত্তাবৃত্তিঃ কদর্য্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ ॥ ৫ ॥

অবন্তিষু ( মালবেষু ) বার্ত্তাবৃত্তিঃ ( বার্ত্তা কৃষিবাণিজ্যাদিরূপা বৃত্তির্যস্য সঃ ) শ্রিয়া ( সম্পত্ত্যা ) আঢ্যতমঃ ( অতিশয়েন আঢ্যঃ ) কশ্চিৎ দ্বিজঃ আসীৎ ( সঃ ) কদর্য্যঃ * ( স্মৃত্যুক্তকদর্য্যঃ ) তু ( পুনঃ ) কামী, লুব্ধঃ, অতিকোপনঃ ( চ ) ॥ ৫ ॥

মালব দেশে কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় দ্বারা অতিশয় ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শাস্ত্রোক্ত কদর্য্য, লোভী ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন ॥ ৫ ॥

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চিতাঃ ।
শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চ্চিতঃ ।

* আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্ । দেবতাতিথিভৃত্যাংশ্চ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ ।

দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ।
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

তস্য ( কর্ত্তরি ষষ্ঠী অতস্তেন ) জ্ঞাতয়ঃ অতিথয়ঃ ( চ ) বাঙ্মাত্রেণাপি ( কেবলং বাক্যেনাপি ) ন অর্চ্চিতাঃ ( তুষ্টীকৃতাঃ অতঃ ) শূন্যাবসথে ( শূন্যে ধর্ম্মকামবিহীনে অবসথে দেহরূপগেহে ) আত্মা অপি কালে ( উপযুক্তসময়ে ) কামৈঃ ( অভিলষিত-দ্রব্যৈঃ ) অনর্চ্চিতঃ ( ন অর্চ্চিতঃ, তুষ্টীকৃতঃ। তস্য ) দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য ( দুঃশীলায় কদর্য্যায় ) পুত্রবান্ধবাঃ ( পুত্রাশ্চ বান্ধবাশ্চ তে ) দ্রুহ্যন্তে ( কদায়ং মরিষ্যতি ইতি দ্রোহং কুর্ব্বন্তি )। দারাঃ, দুহিতরঃ, ভৃত্যাঃ, বিষণ্ণাঃ সন্তঃ তস্য প্রিয়ং ন আচরন্ ॥৬॥

তিনি জ্ঞাতি বা অতিথিগণকে বাক্য দ্বারাও সন্তুষ্ট করিতেন না। এবং তাঁহার ধর্ম্ম-কামবিহীন দেহরূপ ভবনে আত্মাও যথাসময়ে অভিলষিত দ্রব্য দ্বারা তর্পিত হইতেন না। অতএব পুত্র ও বান্ধবগণ ঐ কদর্য্যের অনিষ্ট চিন্তা করিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই বিষণ্ণ হইয়া কেহই তাহার প্রিয় আচরণ করিত না। ৬ ॥

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।
ধর্ম্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ ॥ ৭ ॥

এবং যক্ষবিত্তস্য ( যক্ষাণাং বিত্তমিব বিত্তং যস্য তস্য ) ধর্ম্মকামবিহীনস্য ( অতএব ) উভয়লোকতশ্চ্যুতস্য তস্য, পঞ্চভাগিনঃ ( পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ দেবর্ষিপিতৃমনুষ্যভূতানি ) চুক্রুধুঃ ॥ ৭ ॥

সেই ধর্ম্মকামবিহীন অতএব ইহলোক ও পরলোকে বঞ্চিত যক্ষবিত্ত কদর্য্য ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতাগণ, অর্থাৎ দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ও ভূতগণ, ইহাঁরাও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ৭ ॥

তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

( হে ) ভূরিদ, তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য ( তেষাং পুত্রাদিনাম্ অবধ্যানেন অনাদরেণ মুমুক্ষয়া ভগবদর্পণাভাবেন চ বিস্রস্তঃ বিগলিতঃ পুণ্যস্য স্কন্ধঃ অর্থলাভমাত্র-হেতুরংশো যস্য তস্য ) বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ ( বহবঃ আয়াসাঃ পরিশ্রমাশ্চ যত্র তাদৃশঃ ) অর্থোঽপি নিধনং ( নাশম্ ) অগচ্ছৎ ॥ ৮ ॥

হে ভূরিদ উদ্ধব, পুত্রাদি পোষণধর্ম্মের ও ভগবদর্পণরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের

অনাদর দ্বারা পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট সেই ব্রাহ্মণের বহু পরিশ্রমসাধ্য ও আয়াসসাধ্য অর্থও নষ্ট হইল ॥ ৮ ॥

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দস্যব উদ্ধব।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ।
স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মকামবিবর্জিতঃ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥ ৯ ॥

( হে ) উদ্ধব, ব্রহ্মবন্ধোঃ ( কদর্য্যস্য তস্য ) কিঞ্চিৎ ( ধনং ) জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ দস্যবঃ কিঞ্চিৎ ( জগৃহুঃ ) দৈবতঃ ( গৃহদাহাদিতঃ ) কিঞ্চিৎ ( নষ্টং ) কালতঃ ( কালেন কিঞ্চিৎ অকর্ম্মণ্যতাং গতং ) নৃপার্থিবাৎ ( নরঃ পার্থিবাঃ রাজানশ্চ তেষাং সমাহারঃ তস্মাৎ ) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিধনম্ অগচ্ছৎ। এবম্ ( উক্তরূপেণ ) দ্রবিণে ( ধনে ) নষ্টে ( সতি ) ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিতঃ স্বজনৈঃ উপেক্ষিতশ্চ সঃ দুরত্যয়াং চিন্তাম্ আপ ( প্রাপ্তবান্ ) ॥ ৯ ॥

হে উদ্ধব, সেই কদর্য্য ব্রাহ্মণের কিছু ধন জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করিল, কিঞ্চিৎ দস্যুগণ গ্রহণ করিল, গৃহদাহাদি দ্বারা কিছু নষ্ট হইয়া গেল ও কালক্রমে কিঞ্চিৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, রাজা ও ইতর লোকে কিছু কিছু গ্রহণ করিল। এইরূপে ধন সকল বিনষ্ট হইলে, ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিত সেই ব্রাহ্মণ আত্মীয় বন্ধুগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুরত্যয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৯ ॥

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ।
খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্ব্বেদঃ সুমহানভূৎ ॥ ১০ ॥

এবং দীর্ঘং ( যথাস্যাত্তথা ) ধ্যায়তঃ ( চিন্তয়তঃ ) নষ্টরায়ঃ ( নষ্টাঃ রায়ঃ ধনানি যস্য অতএব ) খিদ্যতঃ বাষ্পকণ্ঠস্য ( বাষ্পেণ রুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্য তাদৃশস্য ) তপস্বিনঃ তস্য সুমহান্ নির্ব্বেদঃ অভূৎ ॥ ১০ ॥

এবং অতিগভীরচিন্তানিমগ্ন ধনক্ষয়ে সন্তপ্ত অতএব বাষ্পকণ্ঠে খেদপরায়ণ ও ভোগ দ্বারা দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইলে প্রাচীন সংস্কার বিশেষের উদ্বোধ নিবন্ধন তপশ্চরণ-নরত সেই ব্রাহ্মণের মহান্ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল ॥ ১০ ॥

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেহনুতাপিতঃ।
ন ধর্ম্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ ॥ ১১ ॥

স চ (ব্রাহ্মণঃ) ইদম্ আহ, অহো কষ্টং, যে ময়া আত্মা ( দেহঃ ) বৃথা অনুতাপিতঃ, যস্য ( মম ) ঈদৃশঃ অর্থায়াসঃ ( অর্থোপার্জ্জনশ্রমঃ তেন ময়া অর্থঃ ) ন ধর্ম্মায় (প্রদত্তঃ) ন ( চ ) কামায় ( কল্পিতঃ । অথবা এতাদৃশস্য মম আত্মা ন ধর্ম্মায় ন চ কামায় অভূৎ ) ॥ ১১ ॥

তিনি ইহা কহিতে লাগিলেন, অহো কি কষ্ট, আমি বৃথা আত্মাকে অনুতাপগ্রস্ত করিলাম, আমি এত পরিশ্রম দ্বারা যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিলাম তাহা না ধর্ম্মের নিমিত্ত না কামনার নিমিত্ত হইল। অথবা আমি বৃথা আত্মাকে অনুতাপিত করিলাম, আমার আত্মা না ধর্ম্মের নিমিত্ত না কামনার নিমিত্ত হইল। আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিত্ত এত প্রয়াস পাইলাম ॥ ১১ ॥

প্রায়েণার্থঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ ॥ ১২ ॥

কদর্য্যাণাম্ অর্থঃ প্রায়েণ কদাচন সুখায় ন ভবতি। ইহ ( অস্মিন্ জন্মনি ) আত্মোপতাপায় ( আত্মনঃ স্বস্য উপতাপঃ তস্মৈ ) মৃতস্য নরকায় চ ( ভবতি ) ॥১২॥

কদর্য্যদিগের ধনসম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্ত হয় না। তাহাদিগের সম্পত্তি ইহলোকে অনুতাপ ও পরলোকে নরকের নিমিত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্ ॥ ১৩ ॥

স্বল্পোঽপি লোভঃ শ্বিত্রঃ ( শ্বেতকুষ্ঠম্ ) ঈপ্সিতং রূপমিব যশস্বিনাং যৎ শুদ্ধং যশঃ গুণিনাং যে শ্লাঘ্যাঃ গুণাঃ তান্ ( চ ) হন্তি ॥ ১৩ ॥

যেমন কুষ্ঠরোগ রূপবানের রূপ সকলকে নষ্ট করিয়া দেয়, তদ্রূপ লোভ অল্প মাত্র হইলেও যশস্বিগণের যশঃ ও গুণিগণের শ্লাঘ্য গুণ সকলকে নষ্ট করে ॥ ১৩ ॥

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।
নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্ ॥ ১৪ ॥

অর্থস্য সাধনে ( উপার্জ্জনে ) সিদ্ধে ( চ সতি ) উৎকর্ষে ( পরিবর্দ্ধনে ) আয়াসঃ রক্ষণে চিন্তা ব্যয়ে নাশোপভোগে ( চ ) ত্রাসঃ ভ্রমঃ ( চ জায়তে। ব্যয়ে উপভোগে চ ত্রাসঃ, নাশে ভ্রমঃ ) ॥ ১৪ ॥

অর্থের উপার্জ্জনে ও উপার্জ্জিত অর্থের পরিবর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস ও অর্থনাশে ভ্রম হইয়া থাকে. অতএব অর্থ সকল সর্ব্বদা দুঃখদায়ক ॥ ১৪ ॥

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ।
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥ ১৫ ॥

স্তেয়ং, ( চৌর্য্যং ) হিংসা, অনৃতং, দম্ভঃ, কামঃ, ক্রোধঃ, স্ময়ঃ, ( বিস্ময়ঃ ) মদঃ, ( মত্ততা ) ভেদঃ, বৈরঃ, অবিশ্বাসঃ, সংস্পর্দ্ধা, ব্যসনানি ( স্ত্রীদ্যূতমদ্যবিষয়াণি ত্রীণি চ ) নৃণাং ( মনুষ্যানাম্ ) এতে অর্থমূলাঃ ( অর্থঃ মূলং কারণং যেষাং তে ) পঞ্চদশ অনর্থাঃ মতাঃ ( জনৈঃ জ্ঞাতাঃ ) তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থী ( জনঃ ) অর্থাখ্যম্ অনর্থং দূরতঃ ত্যজেৎ ॥ ১৫ ॥

চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ( অক্ষক্রীড়াদি ) ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার অর্থমূলক অনর্থ মনুষ্যগণের ঘটিয়া থাকে। অতএব শ্রেয়োঽর্থী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৫ ॥

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্ব্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ ॥১৬॥

একাস্নিগ্ধাঃ ( একে একপ্রাণাশ্চ তে আস্নিগ্ধা অতিপ্রিয়াশ্চেতি ) ভ্রাতরঃ কাকিণিনা ( কাকিণ্যা পুংস্ত্বমার্ষং বিংশতিবরাটিকামাত্রেণৈব অর্থেন ) ভিদ্যন্তে দারাঃ পিতরঃ ( পিতৃপিতৃব্যাদয়ঃ ) তথা সুহৃদঃ (এতে) সর্ব্বে সদ্যঃ অরয়ঃ কৃতাঃ (স্যুঃ) ॥১৬॥

অতি অল্প পরিমাণে ধন উপলক্ষে অত্যন্ত প্রিয় যে ভ্রাতৃগণ তাহাদিগের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং ধন দ্বারাই পিতৃ পিতৃব্য প্রভৃতি অতিপ্রিয় সুহৃদ্গণও সদ্যঃ শত্রু হইয়া উঠে ॥ ১৬ ॥

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥ ১৭ ॥

এতে ( ভ্রাত্রাদয়ঃ ) অল্পীয়সা অর্থেন ( হেতুনা ) সংরব্ধাঃ ( ক্ষুভিতাঃ অতঃ)

দীপ্তমন্যবঃ (দীপ্তাঃ মন্যবঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) আশু (শীঘ্রং ভ্রাত্রাদীন্) তাদৃস্তি সহসা সৌহৃদম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) স্পৃধঃ (স্পর্দ্ধমানাঃ তান্) ঘ্নন্তি ॥১৭॥

ইহারা অতি অল্প অর্থের নিমিত্ত ক্ষুভিত হয় ও ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গকে ত্যাগ করে। অনন্তর সৌহার্দ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্দ্বিজাগ্র্যতাম্।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

অমরপ্রার্থ্যম্ (অমরাণাং দেবানামপি প্রার্থনীয়ং) মানুষ্যং জন্ম তৎ (তত্রাপি) দ্বিজাগ্র্যতাং (ব্রাহ্মণ্যং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) তৎ অনাদৃত্য যে (জনাঃ) স্বার্থম্ (আত্মহিতং শ্রীকৃষ্ণভক্তিং) ঘ্নন্তি (ন কুর্ব্বন্তি তে) অশুভাং গতিং (নিরয়ং) যান্তি ॥ ১৮ ॥

দেবগণেরও প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি তাঁহাকে অনাদর করিয়া, আত্মহিত অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি না করে, সে অশুভগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিরয়গামী হয় ॥ ১৭ ॥

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি ॥ ১৯ ॥

স্বর্গাপবর্গয়োঃ (স্বর্গমোক্ষয়োঃ) দ্বারম্ (উপায়ভূতম্) ইমং লোকং (নৃদেহং) প্রাপ্য অনর্থস্য ধামনি (আশ্রয়স্বরূপে) দ্রবিণে (ধনে) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলঃ) কঃ পুমান্ অনুষজ্জেত (আসক্তিং কুর্য্যাৎ) ॥ ১৯ ॥

মনুষ্যদেহ দেবগণেরও প্রার্থনীয় ইহাই দেখাইতেছেন—স্বর্গ ও অপবর্গের দ্বারস্বরূপ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া অনর্থের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ অর্থে মরণশীল কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? ॥ ১৯ ॥

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতিবন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ ॥ ২০ ॥

দেবর্ষিপিতৃভূতানি (দেবাঃ, ঋষয়ঃ মনুষ্যযজ্ঞব্রহ্মযজ্ঞয়োর্দেবতাঃ পিতরঃ ভূতানি চ এতানি) জ্ঞাতিবন্ধূংশ্চ (জ্ঞাতয়ঃ সগোত্রাঃ বন্ধবঃ বিবাহাদিনা সম্বন্ধাঃ তান্) ভাগিনঃ অন্যান্ ভাগার্হান্) আত্মানঞ্চ অসংবিভজ্য (অন্নাদিভিঃ অসন্তর্প্য) যক্ষবিত্তঃ (যক্ষবদ্গুপ্তমদেয়মভোগ্যং চ বিত্তং যস্য তাদৃশো জনঃ) অধঃ পততি ॥ ৩০ ॥

ধন থাকিলেও যথাযোগ্য বিভাগার্হ দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতগণ, জ্ঞাতি, বন্ধু ও অন্যান্য ভাগার্হ ব্যক্তিগণকে পরিতৃপ্ত না করিয়া যে ব্যক্তি যক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে, সে অধঃপতিত হয় ।। ২০ ।।

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্ ।
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিন্নু সাধয়েৎ ॥২১ ॥

ব্যর্থয়া অর্থেহয়া ( অর্থাকাঙ্ক্ষয়া ) প্রমত্তস্য ( মম ) বয়ঃ, বলং, বিত্তং ( চ গতং ) যেন ( ভগবদারাধনাবিনিযুক্তীকৃতেন বিত্তাদিনা ) কুশলাঃ ( বিবেকিনঃ ) সিধ্যন্তি ( তাদৃশবিত্তবিহীনঃ সামান্যতো বয়োবলবিত্তবিহীনশ্চ ) জরঠঃ ( মল্লক্ষণোঽয়ং জনঃ ) নু ( ভোঃ ইদানীং ) কিং সাধয়েৎ ।। ২১ ।।

বৃথা অর্থচিন্তায় মত্ত হইয়া আমার বয়স বল ও উপার্জ্জিত ধন সমস্তই গেল । এক্ষণে বিবেকিগণ ভগবদারাধনায় নিয়োগ করিয়া যে অর্থ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন, আমি তাদৃশ অর্থ বিহীন ও সামান্যাকারে বয়স বল বিত্ত বিহীন হইয়া জরাগ্রস্ত হইয়াছি, এখন আর কি সাধন করিব ? ।। ২১ ।।

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ ॥২২॥

কস্মাৎ ( হেতোঃ ) ব্যর্থয়া অর্থেহয়া ( ধনাকাঙ্ক্ষয়া ) বিদ্বান্ ( অপি ) অসকৃৎ (বারংবারং) সংক্লিশ্যতে ? নূনং (নিশ্চিতং) কস্যচিৎ মায়য়া অয়ং লোকঃ সুবিমোহিতঃ ( মোহং প্রাপিতঃ ) ।। ২২ ।।

কি হেতু বৃথা অর্থ চিন্তায় বিদ্বান ব্যক্তিও বার বার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন ? নিশ্চয়ই লোক সকল কোন এক ব্যক্তির মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে ।। ২২ ॥

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত ।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্ম্মভির্বোত জন্মদৈঃ ॥ ২৩ ॥

মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য ( জনস্য ) ধনৈঃ কিং ধনদৈর্বা কিম্ উত ( ভোঃ ) কামৈঃ কামদৈর্বা কিং কর্ম্মভিঃ ( কিম্ ) উত ( পুনঃ ) জন্মদৈর্বা কিং ( ন কিমপি ) ।। ২৩ ।।

লোকসকল মোহিত হইয়াই যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় তাহাও নহে ; কিন্তু ধনাদি ভোগ-লিপ্সাপ্রযুক্তই ক্লেশ প্রাপ্ত হয় ; অতএব ভোগ ইচ্ছা নিরাকরণের নিমিত্ত কহিতেছেন—

মৃত্যুকবলিতপ্রায় লোকের ধনে কি হয়? ধনদাতৃগণেই বা কি? কামই বা কামদাতৃগণই বা কি করিবেন? জন্মপ্রদ কর্ম্ম সকলেই বা কি করিতে পারে? ॥২৩॥

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ ॥২৪॥

যেন এতাং দশাং নীতঃ ( অহং প্রাপিতঃ যেন তুষ্টেন হেতুনা ) আত্মনঃ ( স্বস্য ) প্লবঃ ( ভবসিন্ধুপ্লবস্বরূপঃ ) নির্ব্বেদশ্চ ( ভবতি) নূনং সর্ব্বদেবময়ঃ ( সঃ ) ভগবান্ হরিঃ মে ( মম ) তুষ্টঃ ( প্রীতঃ ) ॥২৪॥

যিনি আমাকে এই দশা প্রাপিত করিয়াছেন ও যিনি তুষ্ট হইলে ভবসাগরপ্লবস্বরূপ বিবেক উপস্থিত হয়, নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বদেবময় ভগবান হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলে স্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥২৫॥

সোঽহং ( গতবয়োবিত্তবলোঽহং ) কালাবশেষেণ ( জীবিতস্য অবশিষ্টকালেন ) আত্মনঃ ( স্বস্য ) অঙ্গং শোষয়িষ্যে ( তপশ্চরিষ্যে ) যদি স্যাৎ ( যদি জীবনপরিসমাপ্তিঃ স্যাৎ তদা তৎকালাবচ্ছেদেন ) অখিলে স্বার্থে ( অখণ্ডপুরুষার্থস্বরূপে ) আত্মনি অপ্রমত্তঃ ( অবহিতান্তঃকরণঃ অতঃ ) সিদ্ধঃ ( জাতসাক্ষাৎকারঃ সন্ স্থূলসূক্ষ্মাত্মকং দেহং লয়ং নেষ্যামি ) ॥ ২৫ ॥

বয়স বিত্ত বল বিহীন হইয়া আমি অবশিষ্ট জীবিত কাল দ্বারা তপস্যায় নিরত হইব। যদ্যপি জীবনের পরিশেষ কাল উপস্থিত হয় তাহা হইলে অবহিতান্তঃকরণে অখণ্ডপুরুষার্থস্বরূপ আত্মাতেই অন্তঃকরণকে সমাহিত করিয়া সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে লয়প্রাপ্ত করিব ॥২৫॥

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥২৬॥

তত্র ( বিদ্যয়া দেহদ্বয়লয়প্রাপণে ) ত্রিভুবনেশ্বরাঃ দেবাঃ মাম্ অনুমোদেরন্ অনুগৃহ্নন্তু ( যতঃ তেষাং প্রসাদাৎ ) খট্বাঙ্গঃ মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মলোকং সমসাধয়ৎ ॥ ২৬ ॥

তদ্বিষয়ে ত্রিলোকনাথ দেবগণ আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, যাঁহাদিগের প্রসাদে খট্বাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ইত্যভিপ্রেত্য মনসা আবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ।
উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ॥ ২৭॥

(সঃ) আবন্ত্যঃ (অবন্তিদেশোদ্ভবঃ) দ্বিজসত্তমঃ (সদ্ব্যবসায়ত্বাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ) মনসা ইতি অভিপ্রেত্য হৃদয়গ্রন্থীন্ (অহঙ্কারমমকারান্) উন্মুচ্য (দূরতস্ত্যক্ত্বা) শান্তঃ (মগ্নিষ্ঠান্তঃকরণঃ) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) মুনিঃ অভূৎ॥ ২৭॥

সেই মালবদেশীয় দ্বিজসত্তম মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া হৃদয়ের অহঙ্কারাদি উন্মোচন করত আমাতে একান্ত ভক্তিপুরঃসর সন্ন্যাস ও মুনিব্রত অবলম্বন করিলেন॥ ২৭॥

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোঽলক্ষিতোঽবিশৎ॥ ২৮॥

স (ভিক্ষুঃ) সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ (সংযতঃ আত্মা ইন্দ্রিয়ঃ অনিলশ্চ দেহান্তর্বর্ত্তিবায়ুশ্চ যেন তথাবিধঃ সন্) এতাং মহীং চচার অসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্যঃ) অলক্ষিতঃ (শ্রেষ্ঠ্যমপ্রোতয়ন্ দৈন্যং প্রকটয়ন্) ভিক্ষার্থং নগরগ্রামান্ অবিশৎ (চ)॥ ২৮॥

সেই ভিক্ষু আত্মা মন ইন্দ্রিয় ও শরীরস্থ বায়ুসকল সংযত করিয়া এই ধরামণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং আসক্তিশূন্য হইয়া দীনভাবে ভিক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ও নগরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥ ২৯॥

(হে) ভদ্র, অসজ্জনাঃ প্রবয়সং (বৃদ্ধম্) অবধূতং (মলিনং) তং ভিক্ষুং দৃষ্ট্বা বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ (তিরস্কারসাধনৈঃ) পর্য্যভবন্ (অবমেনিরে)॥ ২৯॥

হে ভদ্র উদ্ধব, অসৎ লোক সকল সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দেখিয়া বহুবিধ তিরস্কার দ্বারা অবমানিত করিতে লাগিল॥ ২৯॥

কেচিত্ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাচীরাণি কেচন॥ ৩০॥

কেচিৎ ত্রিবেণুং (ত্রিদণ্ডং) জগৃহুঃ একে (একজাতীয়াঃ ধূর্ত্তাঃ) পাত্রং

( ভোজনপাত্রম্ ) একে কমণ্ডলুং পীঠঞ্চ ( জগৃহুঃ ) কেচন অক্ষসূত্রং কন্থাং চীরাণি চ ( জগৃহুঃ ) ॥ ৩০ ॥

কতকগুলি লোক ত্রিদণ্ড ভোজনপাত্র ও কমণ্ডলু লইয়া গেল, কেহ কেহ জপমালা কন্থা চীরবস্ত্র লইয়া গেল ॥ ৩০ ॥

প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ ॥ ৩১ ॥

দর্শিতানি তানি ( চীরখণ্ডাদীনি ) প্রদায় চ ( প্রত্যর্প্য চ নয়নকালে ) পুনঃ মুনেঃ সকাশাৎ আদদুঃ ॥ ৩১ ॥

ঐ সকল বস্ত্র তাঁহাকে দেখাইয়া প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তিনি যখন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন আবার মুনির নিকট হইতে গ্রহণ করিল ॥ ৩১ ॥

অন্নঞ্চ ভৈক্ষসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি।
যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।
তর্জ্জয়ন্ত্যপরে বাগ্ভিঃ স্তেনোঽয়মিতিবাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্বধ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ৩২ ॥

পাপিষ্ঠাঃ ( জনাঃ ) ভৈক্ষসম্পন্নং ( ভিক্ষালব্ধম্ ) অন্নং সরিত্তটে ভুঞ্জানস্য অস্য ( ভিক্ষোঃ ) মূর্দ্ধনি মূত্রয়ন্তি ষ্ঠীবন্তি চ ( থুৎকারেণ শ্লেষ্মাণং প্রক্ষিপন্তি চ ) যতবাচং (যতা বাক্ যস্য তং মৌনাবলম্বিনং) বাচয়ন্তি, চেৎ ( যদি ) ন বক্তি ( তদা ) তাড়য়ন্তি অপরে স্তেনোঽয়ম্ ( অয়ং চোরঃ ) ইতিবাদিনঃ ( কথয়ন্তঃ সন্তঃ ) বাগ্ভিঃ তর্জ্জয়ন্তি কেচিৎ বধ্যতাং বধ্যতাম্ ইতি ( উক্ত্বা ) তং রজ্জ্বা বধ্নন্তি চ ॥ ৩২ ॥

নদীতীরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিলে পাপিষ্ঠগণ তাঁহার মস্তকে মূত্রত্যাগ ও থুৎকার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রক্ষেপ করে। অন্যান্য পাপিষ্ঠগণ মৌনাবলম্বী সেই ভিক্ষুপ্রবরকে কথা বলাইতে চেষ্টা করে। যদি না কহেন তাহা হইলে তাড়না করে। অপরেরা এ চোর এই বলিয়া নানাবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে থাকে। আবার কেহ কেহ মার মার বলিয়া তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে ॥ ৩২ ॥

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৩ ॥

একে অবজানন্তঃ ( অবজ্ঞাং কুর্ব্বন্তঃ ) ক্ষিপন্তি (নিন্দন্তি) এষঃ ধর্ম্মধ্বজঃ ( ত্রিদণ্ড-

লিঙ্গোপজীবী) শঠঃ (লোকবঞ্চকঃ) ক্ষীণবিত্তঃ (ক্ষীণং বিত্তং ধনং যস্য সঃ অতএব) স্বজনোজ্ঝিতঃ (আত্মীয়ৈঃ পরিত্যক্তঃ সন্) ইমাং (ভিক্ষুকত্বব্যাজময়ীং) বৃত্তিম্ অগ্রহীৎ ॥ ৩৩ ॥

একজাতীয় লোক সকল তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এইরূপে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি, ধর্ম্মধ্বজী লোকবঞ্চক, ধনক্ষয় হওয়াতে আত্মীয় বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভিক্ষুকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অহো এষঃ মহাসারঃ (মহান্ সারঃ স্থিরাংশো যস্য সঃ) বকদৃঢ়নিশ্চয়ঃ (বক ইব স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয়ঃ) গিরিরাড়িব (গিরিবরহিমালয় ইব) ধৃতিমান্ (ধৈর্য্যশালী সন্) মৌনেন অর্থং (স্বকার্য্যং) সাধয়তি (সম্পাদয়তি) ॥ ৩৪ ॥

অহো! ইনি বড় স্থির, বকের ন্যায় স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয় ও হিমালয়ের ন্যায় ধৈর্য্যশালী হইয়া মৌনাবলম্বনে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্ব্বাতয়ন্তি চ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্ ॥ ৩৫ ॥

একে (জনাঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) এনং বিহসন্তি দুর্ব্বাতয়ন্তি চ (তদুপরি অপানবায়ুং মুঞ্চন্তি চ) একে যথা ক্রীড়নকং (ক্রীড়ার্থপক্ষিমৃগাদিং) তং দ্বিজং (শৃঙ্খলৈঃ) ববন্ধুঃ (কারাগারাদিষু) রুরুধুঃ ॥ ৩৫ ॥

কেহ কেহ ইঁহাকে পূর্ব্বোক্ত তিরস্কারসূচক বাক্য দ্বারা পরিহাস করিতে লাগিল, তাঁহার উপর অপানবায়ু ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা তাঁহাকে ক্রীড়ার্থ পশুপক্ষির ন্যায় শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন ও কারাগারে রুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈহিকং দৈবিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥ ৩৬ ॥

সঃ (সিদ্ধঃ) এবম্ (উক্তরূপং) ভৌতিকং (দুর্জ্জনাদিকৃতং) দৈহিকং (জরাদিনিমিত্তং) দৈবিকং (শীতোষ্ণাদিপ্রভবং) চ প্রাপ্তম্ (উপস্থিতং) দিষ্টং (দৈবনির্দ্দিষ্টম্ অতএব) প্রাপ্তং (প্রাপণীয়ম্ অপরিহার্য্যং) দুঃখম্ (অবশ্যমেব) ভোক্তব্যম্ (ইতি) অবুধ্যত ॥ ৩৬ ॥

তিনি তখন দুর্জ্জনাদিকৃত অন্নাদিনিমিত্ত বা শীতোষ্ণাদি জন্য উপস্থিত দুঃখ সকলকে দৈবনির্দ্দিষ্ট অপরিহার্য্য অতএব নিজের অবশ্য ভোক্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্ম্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্ ॥ ৩৭ ॥

স্বধর্ম্মস্থঃ ( সঃ দ্বিজঃ ) পাতয়দ্ভিঃ ( স্বধর্ম্মান্ পাতয়দ্ভিঃ ধর্ম্মধ্বংসিভিঃ ) নরাধমৈঃ পরিভূতঃ ( সন্ ) সাত্ত্বিকীং ধৃতিং ( প্রাণেন্দ্রিয়মনঃক্রিয়াসংযমনবিধায়কাব্যভিচারিযোগজন্যাং ধৃতিম্ ) আস্থায় ( অবলম্ব্য ) ইমাং ( বক্ষ্যমাণাং ) গাথাম্ অগায়ত ॥ ৩৭ ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মবিধ্বংসকারী নরাধমগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও সাত্ত্বিকী ধৃতি অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকলাপ সংযমনকারী অবিচ্যুত যোগ জন্য যে ধৃতি তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক এই গাথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ ॥ ৩৮ ॥

অয়ং জনঃ ( দুষ্টো লোকঃ ) মে ( মম ) ন সুখদুঃখহেতুঃ ( সুখস্য দুঃখস্য চ কারণং ) ন দেবতা ( নাপি ) আত্মা ( ন চ ) গ্রহকর্ম্মকালাঃ ( গ্রহাঃ কর্ম্ম কালশ্চ এতেঽপি ন কারণং ) পরং ( তু ) মনঃ ( এব ) কারণম্ আমনন্তি ( বদন্তি ) যৎ ( মনঃ ) সংসারচক্রং ( সংসার এব চক্রং ) পরিবর্ত্তয়েৎ ( পরিভ্রাময়েৎ ) ॥ ৩৮ ॥

এই দুষ্ট লোকগণ বা দেবতা বা আত্মা কিম্বা গ্রহগণ বা মদীয় কর্ম্ম বা কাল কেহই আমার সুখের বা দুঃখের কারণ নহেন ; মনই একমাত্র কারণ ; যে হেতু মন দ্বারাই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ৩৮ ॥

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি ॥৩৯॥

( অয়ে ) মনঃ ( এব ) গুণান্ ( কনককামিন্যাদিবস্তুষু সত্ত্বাদ্যনুরূপাঃ গুণবৃত্তীঃ ) সৃজতে ( সৃজতি ) ততঃ ( তেভ্যো গুণেভ্যঃ ) শুক্লানি ( সাত্ত্বিকানি ) কৃষ্ণানি ( তামসানি ) অথ লোহিতানি ( রাজসানি ) বিলক্ষণানি কর্ম্মাণি ( জায়ন্তে ) তেভ্যঃ

( কর্ম্মভ্যঃ ) সবর্ণাঃ ( তত্তৎকর্ম্মানুরূপাঃ ) সৃতয়ঃ ( দেবতির্য্যঙ্নরাদিগতয়ঃ ) ভবন্তি ॥ ৩৯ ॥

পরিবর্ত্তন প্রকার প্রদর্শন পূর্ব্বক উৎকীর্ত্তন করিতেছেন—অরে বলবৎ মনই কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি প্রলোভন বস্তু সমূহে সত্বাদিগুণের অনুরূপ বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং সেই গুণবৃত্তি নিবন্ধনই সাত্বিক রাজসিক, ও তামসিক ত্রিবিধ কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন হয় ও সেই কর্ম্মের অনুরূপ দেবগতি বা মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি গতি হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে ।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুষন্নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥৪০॥

সমীহতা ( সমীহমানেন ) মনসা (সহ নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽপি) আত্মা ( পরমাত্মা ) অনীহঃ ( তৎক্রিয়াসঙ্গরহিতঃ যতঃ ) হিরণ্ময়ঃ ( বিদ্যাশক্তিপ্রধানঃ যতশ্চ ) মৎসখঃ ( মম জীবস্য সখা নিয়ন্তা অতঃ ) উৎ ( উচ্চৈঃ ) বিচষ্টে ( অতিরোহিতজ্ঞানেন কেবলং পশ্যতি ) অসৌ ( পুনরয়ং জীবঃ ) স্বলিঙ্গং ( স্বস্মিন্ আত্মনি লিঙ্গয়তি দ্যোতয়তি সংসারম্ ইতি তথাভূতং ) মনঃ ( মনঃপ্রধানং লিঙ্গশরীরং ) পরিগৃহ্য ( আত্মত্বেন স্বীকৃত্য ) গুণসঙ্গতঃ ( তস্য মনসঃ গুণৈঃ কর্ম্মভিঃ সঙ্গতঃ সম্বদ্ধঃ সন্ ) কামান্ জুষন্ ( সেবমানঃ ) নিবদ্ধঃ ( ভবতি ) ॥ ৪০ ॥

যদি মনের বৃত্তি অনুসারেই জীবের গতি হইয়া থাকে, তবে মনেরই সংসার হউক, আত্মার না হউক, এই আশঙ্কায় সংকল্পবিকল্পাত্মক মনঃ সহকারে অবিদ্যাভিভূত জীবেরই সংসার, পরমাত্মার নহে, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন— পরমাত্মা নিষ্ক্রিয়, বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন ও জীবের নিয়ন্তা। ইনি সচেষ্ট মনঃ সহকারে নিয়ন্তৃস্বরূপে বর্ত্তমান হইয়াও প্রকট জ্ঞান দ্বারা অবলোকন মাত্র করেন। আর জীবাত্মা সংসারের নিমিত্তস্বরূপ যে মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর তাহাকে আশ্রয় করিয়া মনের ক্রিয়া সকল দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া কামানুভব করিতে করিতে নিবদ্ধ অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি ।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥৪১॥

দানং স্বধর্ম্মঃ ( নিত্যনৈমিত্তিকঃ নিত্যঃ সন্ধ্যোপাসনাদিঃ নৈমিত্তিকঃ জাতে

ষ্টাদিঃ ) নিয়মঃ ( স্নানাদিঃ ) যমঃ ( অহিংসাদিঃ ) শ্রুতং ( শাস্ত্রশ্রবণম্ অন্যানি চ ) কর্ম্মাণি ( যাগাদীনি এতে ) সর্ব্বে ( উপায়াঃ ) মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ ( মনসো নিগ্রহলক্ষণম্ অন্তো নিষ্ঠা ফলং যেষাং তে ) হি ( নিশ্চিতং ) মনসঃ সমাধিঃ ( নিগ্রহঃ ) পরো যোগঃ ( জ্ঞানম্ ) ॥ ৪১ ॥

সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ মন। সেই মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। মনোনিগ্রহ ব্যতিরেকে সকলই ব্যর্থ। দান, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শাস্ত্রশ্রবণ, ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ এ সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র। মনের যে সমাধি তাহাই পরম যোগ ॥ ৪১ ॥

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥ ৪২ ॥

যস্য মনঃ সমাহিতং ( বশীভূতং সৎ ) প্রশান্তং ( ভবতি ) তস্য কিং কৃত্যম্ ( অস্তি ) দানাদিভিঃ ( বা কিং প্রয়োজনং ) বদ। চেৎ ( যদি ) বিনশ্যৎ ( আলস্যাদিনা লীয়মানং ) যস্য মনঃ অসংযতং ( ভবতি তস্য এভির্দানাদিভিঃ অপরং ( প্রয়োজনং ) কিম্ ( অস্তি কিংবা সিধ্যতি ) ॥ ৪২ ॥

অতএব যাহার মন বশীভূত ও প্রশান্তভাবাপন্ন হয়, তাহার আর কি কার্য্য আছে; দানাদি দ্বারাই বা তাহার আর বিশেষ প্রয়োজন কি সিদ্ধ হইবে? আর যদ্যপি আলস্যাদি পরাভূত হইয়া মন অসংযত হয়, তাহা হইলে, এই দানাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ মনঃসংযমাতিরিক্ত প্রয়োজনই বা কি আছে, কি বা সিদ্ধ হইবে? ॥ ৪২ ॥

মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশং তং স হি দেবদেবঃ ॥৪৩॥

দেবাঃ ( ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারো বা ) মনোবশে ( মনস এব বশে ) অভবন্ ( বর্ত্তন্তে ) স্ম। মনশ্চ অন্যস্য বশং বশীভূতত্বং ন সমেতি ( সংযাতি। সঃ ) হি দেবঃ (মনোলক্ষণো দেবঃ) ভীষ্মঃ ( যোগিনামপি ভয়ঙ্করঃ ) সহসঃ ( সহস্বিনোঽপি ) সহীয়ান্ ( বলিষ্ঠাদপি বলিষ্ঠঃ )। ( যঃ ) তং ( মনোলক্ষণং দেবং ) বশং যুঞ্জ্যাৎ ( কুর্য্যাৎ ) স হি দেবদেবঃ ( দেবানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃণাং বা দেবঃ ) সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা, অন্যে ( ন ) ॥ ৪৩ ॥

সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করিতে হইবে এরূপ নহে, ইন্দ্রিয়গণ বা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ মনেরই বশতাপন্ন ; মন কাহারও বশতাপন্ন নহে ; যে হেতু যিনি যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ অপেক্ষায় বলিষ্ঠ মনঃস্বরূপ দেবতাকে বশে আনিতে পারেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়ের জেতা, অন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জেতা নহেন ॥ ৪৩ ॥

তং দুর্জয়ং শক্রমসহ্যবেগমরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমেব মর্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ ॥৪৪॥

যতঃ তং ( প্রসিদ্ধম্ ) অসহ্যবেগম্ ( অসহ্যাঃ রাগাদয়ো বেগাঃ যস্য তম্ অতএব ) অরুন্তুদং ( অরুমর্ম্ম তত্তুদতি ব্যথয়তি ইতি অরুন্তুদঃ তং ) দুর্জ্জয়ং শক্রং তৎ ( মনঃ ) ন বিজিত্য ( অজিত্বা ) যে ( কেচিৎ ) মর্ত্যৈঃ সহ অসদ্বিগ্রহম্ ( অসদ্বিরোধং ) কুর্ব্বন্তি ( তত্র চ ) মিত্রাণি উদাসীনরিপূন্ ( উদাসীনান্ রিপূংশ্চ মন্যন্তে তে ) বিমূঢ়াঃ ॥ ৪৪ ॥

অতএব সেই অসহ্য রাগাদি বেগ সম্পন্ন সুতরাং মর্ম্মবেদনাদায়ক প্রসিদ্ধ দুর্জ্জয় শক্র মনকে জয় না করিয়া যাঁহারা মনুষ্যগণের সহিত বৃথা বিরোধ করেন ও সেই বিরোধে কাহাকেও শক্র এবং কাহাকেও মিত্র ও কাহাকেও উদাসীন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা অতি মূঢ় ॥ ৪৪ ॥

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি ॥৪৫॥

( ততশ্চ অসদ্বিগ্রহাদৌ সতি ) মনুষ্যাঃ মনোমাত্রং ( মনোমাত্রপরিকল্পিতম্ ) ইমং ( স্বদেহম্ ) অহম্ ( পুত্রাদিদেহঞ্চ ) মম ইতি গৃহীত্বা ( স্বীকৃত্য ) অন্ধধিয়ঃ (অন্ধা ধীঃ বুদ্ধির্যেষাং তে যাথার্থ্যজ্ঞানবিরহিতাঃ সন্তঃ) এষঃ অহম্ অয়ম্ অন্যঃ ইতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে ( দুস্তরে ) তমসি ( সংসারসাগরে ) ভ্রমন্তি ॥ ৪৫ ॥

অসৎ বিগ্রহাদিতে প্রবৃত্ত অবিদ্যাগ্রস্ত মনুষ্যগণ মনঃকল্পিত নিজ দেহকে আত্মভাবে ও পুত্রাদির দেহকে মদীয় ভাবে স্বীকার করিয়া যাথার্থ্য পর্য্যালোচনায় অন্ধ হইয়া, এ আমি এ অন্য, এই ভ্রমে দুস্তর সংসারসাগরে ভ্রমণ করে ॥ ৪৫ ॥

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ ॥৪৬॥

জনস্তু ( জনএব ) চেৎ ( যদি ) সুখদুঃখয়োর্হেতুঃ অত্র ( অস্মিন্নপি পক্ষে জন

এব জনং সুখয়তি জন এব জনং দুঃখয়তীতি পক্ষে) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) কিং (ন কিঞ্চিদপি) হি যতঃ ভৌময়োঃ (ভূবিকারয়োঃ জনদেহয়োঃ) তৎ (সুখদুঃখ-হেতুত্বং ন তু হ্যাত্মানঃ। আত্মভিন্নস্য ভৌতিকদেহস্য সুখদুঃখহেতুত্বেন সুখদুঃখাদৌ ন কমপি প্রতি অনুরাগঃ ক্রোধশ্চ করণীয়ঃ। যতঃ) কচিৎ (কস্মিন্নপি সময়ে) স্বদদ্ভিঃ জিহ্বাং সংদশতি তদ্বেদনায়াৎ (দংশনজন্যবেদনায়াং সত্যাং) কতমায় (জনায়) কুপ্যেৎ॥ ৪৬॥

কেবল মনই সুখদুঃখের কারণ, ইহা উপপাদন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত মনুষ্য দেবতা বা আত্মা অথবা গ্রহ কর্ম্ম ও কাল ইহাদের মধ্যে কেহই সুখদুঃখের কারণ নহে, ইহাই সবিস্তর বলিতেছেন—মনুষ্যই যদি সুখ দুঃখের কারণ হয়, অর্থাৎ মনুষ্যই মনুষ্যকে সুখ দেয় ও মনুষ্যই মনুষ্যকে দুঃখ দেয়, এই পক্ষেও বিরোধি ব্যক্তিদ্বয়ের ভূতময় দেহদ্বয়ই সুখ ও দুঃখের কারণ হয়, অতএব তাহাতে জীবাত্মার কি, আত্মার সুখদুঃখের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব হইতে পারে না। আত্মভিন্ন দেহই সুখদুঃখের কারণ, এরূপ হইলেও, সুখদুঃখাদিতে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া অনুরাগ বা ক্রোধ করা যাইতে পারেনা; কারণ কখন কখনও নিজ দন্ত দ্বারা জিহ্বাদংশনজন্য বেদনা হইলে, কাহার প্রতি ক্রোধ করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ জিহ্বাও আপনার নহে, দন্তও আপনার নহে, কিন্তু দন্ত দ্বারা জিহ্বাদংশনে বেদনার অনুভব হইলে, তখন যেমন জিহ্বার প্রতি কোপ বা দন্তকে উৎপাটিত করা যায় না, তদ্রূপ পরস্পর ভৌতিকদেহ জন্য সুখদুঃখ আগত হইলেও, দেহ তাহারও নহে, আমারও নহে, তবে অনুরাগ বা কোপ কিরূপে করা যাইতে পারে?॥ ৪৬॥

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে কচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥৪৭॥

যদি দেবতা (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী) অস্তু (নাম) দুঃখস্য হেতুঃ তত্র (তস্মিন্নপি পক্ষে) আত্মনঃ কিং (যতঃ) বিকারয়োঃ (বিক্রিয়মাণয়োর্দেবতয়োঃ) তৎ (দুঃখ-হেতুত্বম্। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানাং সর্ব্বদেহেষু ঐক্যাৎ) যৎ (যদি) স্বদেহে অঙ্গম্ অঙ্গেন (অথবা একস্য হস্তাদিনা অন্যস্য মুখাদিকং নিহন্যতে তদা) পুরুষঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত (ক্রুধ্যেৎ)॥ ৪৭॥

যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই দুঃখের কারণ বল, তাহা হইলেই বা তাহাতে

আত্মার কি ? যে হেতু বিক্রিয়মাণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বয়েরই সেই পক্ষে দুঃখ-কারণত্ব সম্ভব। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সকল দেহেই ঐক্য। অতএব নিজ দেহে এক অঙ্গ দ্বারা অপর অঙ্গ তাড়িত হইলে বা একের হস্তাদি দ্বারা অপরের মুখাদি আহত হইলে পুরুষ কাহার উপর ক্রোধ করিতে পারে ? ॥ ৪৭ ॥

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।
নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্ ॥৪৮॥

যদি আত্মা সুখদুঃখহেতুঃ স্যাৎ তত্র ( তস্মিন্ পক্ষে ) অন্যতঃ কিং ( ন কিঞ্চিৎ অন্যতো ভবতি যতঃ সুখদুঃখহেতুঃ ) নিজস্বভাবঃ ( আত্মস্বভাবঃ )। নহি আত্ম-নোঽন্যৎ (অস্তি)। যদি স্যাৎ ( অস্তীতি প্রতীয়েত তর্হি ) তৎ মৃষা ( অবিদ্যারোপিতম্ অতঃ কস্মাৎ ) ক্রুধ্যেত ( ক্রোধং কুর্য্যাৎ যতো নাস্তি নিমিত্তং ) ন সুখং ন দুঃখং ( চ ) ॥৪৮॥

যদি আত্মা সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও অন্য হইতে কিছুই হয় না, অর্থাৎ অন্যের প্রতি ক্রোধ করা অনুচিত, যেহেতু কাল ও সংস্কার ঐক্য নিবন্ধন কালস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ আছে বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহা অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত অর্থাৎ মিথ্যা, অতএব কেন ক্রোধ করা হয় ? যে হেতু ক্রোধের নিমিত্ত কিছুই নাই। সুখও নাই দুঃখও নাই ।৪৮॥

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ ॥ ৪৯ ॥

চেৎ ( যদি ) গ্রহাঃ সুখদুঃখয়োঃ ( নিমিত্তং স্যুঃ তদা ) অজস্য ( অজন্মনঃ ) আত্মনঃ কিং জনস্য ( জন্যতে ইতি জনো দেহঃ তস্যৈব ) তে ( গ্রহাঃ ) বৈ ( নিশ্চিতং সুখদুঃখয়োর্নিমিত্তং ভবন্তি )। ( কিঞ্চ ) গ্রহৈঃ ( অন্তরিক্ষস্থৈঃ তত্রস্থ-স্য ) গ্রহস্যৈব ( পাদার্দ্ধাদিদৃষ্টিভেদৈঃ ) পীড়াং বদন্তি ( গ্রহগতৈব পীড়া তদুৎপত্তি-পন্নে দেহে তস্য অভিমানাৎ ভবতীতি জ্যোতির্ব্বিদো বদন্তি অতঃ ) ততঃ ( গ্রহাৎ দেহাচ্চ ) অন্যঃ পুরুষঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত ? ॥ ৪৯ ॥

যদি গ্রহগণ সুখদুঃখের নিমিত্ত হয়, তাহা হইলেও জন্মাদিরহিত আত্মার তাহাতে নিমিত্ততা নাই ; গ্রহগণই উৎপত্তিমৎ দেহের সুখ দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকেন। অন্তরীক্ষস্থ গ্রহকর্তৃক দৃষ্টিভেদ তত্রত্য গ্রহের পীড়া হয় এবং সেই গ্রহের লগ্নে উৎপন্ন যে দেহ তাহাতে সেই গ্রহের অভিমান প্রযুক্ত গ্রহগত পীড়া সেই দেহে উৎপন্ন হয় ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। অতএব সেই গ্রহ ও দেহ হইতে ভিন্ন যে পুরুষ তিনি কাহার প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন ? ॥ ৪৯ ॥

কর্ম্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎপুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ ক্রুধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্ম মূলম্ ॥৫০॥

কর্ম্ম ( এব ) সুখদুঃখয়োঃ হেতুরস্তু ( ইতি চেত্তদা ) আত্মনঃ কিং তদ্ধি ( কর্ম্মণঃ সুখদুঃখকারণত্বং হি একস্য ) জড়াজড়ত্বে ( সতি সম্ভবতি। দেহস্তু অচিৎ ( নাস্তি চিৎ জ্ঞানং যস্য সঃ ) অয়ং ( সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধঃ ) পুরুষঃ সুপর্ণঃ ( শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপঃ অতঃ ) কস্মৈ ক্রুধ্যেত হি ( যতঃ ) মূলং ( সুখদুঃখয়োর্মূলভূতং ) কর্ম্ম ( এব ) ন ( অস্তি ) ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মই সুখদুঃখের কারণ, ইহা যদি বল, তাহা হইলেই বা তাহাতে আত্মার কি ? যদি একেতে জড়ত্ব ও অজড়ত্ব এতদুভয়ের সমাবেশ হয়, তাহা হইলেই জড়ত্বনিবন্ধন বিকারীর অজড়ত্বনিবন্ধন হিতানুসন্ধান-প্রযুক্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ও সেই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম সুখদুঃখের কারণ হইতে পারে ; কিন্তু দেহ চিৎ-শক্তিশূন্য, পুরুষ শুদ্ধজ্ঞানময়, সুতরাং প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মই অলীক ; অতএব কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে ; যে হেতু সুখদুঃখের মূলীভূত কর্ম্মই নাই ॥ ৫০ ॥

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্ ॥ ৫১ ॥

চেৎ ( যদি ) কালঃ সুখদুঃখয়োর্হেতুঃ ( তদা ) তত্র ( তস্মিন্নপি পক্ষে ) আত্মনঃ কিং ( যতঃ ) অসৌ ( জীবাত্মা ) তদাত্মকঃ ( কালাত্মকঃ )। অগ্নেঃ ( হেতোঃ তদংশস্য জ্বালাদেঃ ) তাপো ন ( অস্তি )। হিমস্য ( অপি ) তৎ ( শৈত্যং হিমকণস্য )

ন স্যাৎ (অতঃ কালস্বরূপস্য) পরস্য স্বরূপতো মায়াতীতস্য জীবাত্মনঃ) দ্বন্দ্বং (সুখদুঃখাদিকং) ন (অস্তি)। কস্মৈ ক্রুধ্যেত (কঃ কস্মৈ ক্রোধং কুর্য্যাৎ)॥ ৫১॥

যদি কালকেই সুখদুঃখের হেতু বল, তাহা হইলেই বা জীবাত্মার কি? যে হেতু জীবাত্মা কালস্বরূপ। নিজ শৈত্য বা উষ্ণাদি নিজের বা নিজ অংশের পীড়াদায়ক হয় না। যেমন অগ্নির উষ্ণতা অগ্নির অংশ শিখা প্রভৃতির পীড়া দায়ক হয় না এবং হিমের যে শৈত্যগুণ তাহা হিমকণার পীড়াদায়ক নহে, সেইরূপ স্বরূপতঃ মায়াতীত ও কালাত্মক জীবাত্মার কালকৃত সুখদুঃখাদি নাই; সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে? ॥ ৫১ ॥

ন কেনচিৎ ক্বাপি কথঞ্চনাস্য
দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য।
যথাহমঃ সংস্থতিরূপিণঃ স্যা-
দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥ ৫২ ॥

কেনচিৎ (জনেন হেতুভূতেন) ক্বাপি (কদাপি) কথঞ্চন (কেনাপি রূপেণ) পরতঃ (অন্যস্মাদ্ধেতোঃ) পরস্য (স্বরূপতো মায়াতীতস্য) অস্য (জীবাত্মনঃ) ন দ্বন্দ্বোপরাগঃ (সুখদুঃখসম্বন্ধঃ সম্ভবতি কিন্তু) সংস্থতিরূপিণঃ (সংসারং রূপয়তি প্রকটয়তি যঃ তস্য) অহমঃ (অহঙ্কারস্য) যথা (দ্বন্দ্বসম্বন্ধঃ) স্যাৎ (তথা পরস্য আত্মনঃ ন স্যাৎ) এবম্ (অহংকারসম্বন্ধাৎ দ্বন্দ্বসম্বন্ধঃ ইতি) প্রবুদ্ধঃ (জানন্) ভূতৈঃ (কৃতা) ন বিভেতি। অথবা সংস্থতিরূপিণঃ (সংসারঘটকস্য) অহমঃ (মনঃপ্রধানে লিঙ্গদেহে যোঽহঙ্কারঃ তস্মাদেব সুখদুঃখসম্বন্ধঃ এবং) প্রবুদ্ধঃ (জানন্ সন্) ভূতৈঃ ন বিভেতি॥ ৫২ ॥

কোন ব্যক্তি দ্বারা কখন কোনরূপে অন্য কোন কারণ নিবন্ধন স্বভাবতঃ মায়াতীত জীবাত্মার সুখদুঃখসম্বন্ধ হইতে পারে না; কিন্তু সংসারসূচক অহংবুদ্ধিই সুখদুঃখসম্বন্ধের কারণ হইয়া থাকে। আত্মা মায়াতীত, তাহার সুখদুঃখ কিছুই নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেই, অর্থাৎ অহঙ্কারসম্বন্ধাধীন অবিদ্যাকৃত যে দেহে অহংবুদ্ধি সেই হেতুই সুখদুঃখ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, ইহা জানিলেই, ভূতবিভীষিকা ধ্বংস হয়। অথবা মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীরে অহঙ্কার অর্থাৎ আত্মাভিমান নিবন্ধনই সুখ-দুঃখসম্বন্ধ, ইহা নিশ্চিত রূপে জানিতে পারিলেই, ভূতগণনিমিত্তক সুখদুঃখভীতি হইতে জীব নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন॥৫২॥

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ৫৩ ॥

সঃ ( দেহাত্মবুদ্ধ্যা মোহজালাবৃতঃ অহং ) পূর্ব্বতমৈঃ ( প্রাচীনৈঃ ) মহর্ষিভিঃ অধ্যাসিতাম্ এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং ( পরঃ শুদ্ধঃ সুখঃদুঃখদেহদৈহিকাভিমানাদিরহিতঃ যঃ আত্মা জীবঃ তস্য নিষ্ঠাং বিচারিতলক্ষণং স্বরূপং কেবলম্ ) আস্থায় (নানোপদ্রবোপশমনকারিণ্যা ) মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া এব দুরন্তপারং ( সংসারাখ্যং ) তমঃ তরিষ্যামি ॥৫৩॥

অতএব আত্মনিষ্ঠ হইয়া ভগবচ্চরণসেবাদ্বারাই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সেই দ্বিজবর প্রশান্তহৃদয়ে বিপুল অধ্যবসায় সহকারে বলিয়াছিলেন। দেহে আত্মবুদ্ধি দ্বারা আমি মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সংসেবিত সুখদুঃখ ও দেহদৈহিক অভিমান বিরহিত যে জীবাত্মা তাহার প্রকৃত স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নানা উপদ্রবের উপশমনকারী শ্রীভগবান মুকুন্দের চরণসেবা দ্বারা, দুরন্তপার তমঃস্বরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব।৫৩।

শ্রীভগবানুবাচ।

নির্ব্বিদ্য নষ্টদ্রবিণো গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমান ইত্থম্।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্ম্মা-
দকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাম্ ॥ ৫৪ ॥

ইত্থং নষ্টদ্রবিণঃ নির্ব্বিদ্য গতক্লমঃ প্রব্রজ্য গাং ( পৃথ্বীং ) পর্য্যটমানঃ ( পর্য্যটন্ ) অসদ্ভিঃ নিরাকৃতোঽপি স্বধর্ম্মাৎ অকম্পিতঃ ( অবিচলিতঃ সন্ ) মুনিঃ অমুং ( পূর্ব্বোক্তাং ) গাথাম্ আহ ॥৫৪॥

ভগবান কহিলেন, বিনষ্টধন গতশ্রম বৈরাগ্যযুক্ত মুনি, অসাধু জন কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন নাই। তিনি পৃথিবী পর্য্যটন্ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥ ৫৫ ॥

মিত্রোদাসীনরিপবঃ ( মিত্রোদাসীনরিপুরূপঃ ( সর্ব্বোঽপি ) সংসারঃ তমসঃ কৃতঃ আত্মবিভ্রমঃ ( তমসা অজ্ঞানেন কৃতো যঃ আত্মনঃ মনসো বিভ্রমঃ তদ্রূপ এব অতঃ ) পুরুষস্য সুখদুঃখপ্রদঃ অন্যঃ ন ( অস্তি ) ॥ ৫৫ ॥

মিত্র উদাসীন রিপুস্বরূপ সকল সংসার অজ্ঞানকৃত মনোবিভ্রম মাত্র, অতএব জীবের সুখদুঃখপ্রদ অপর কেহই নাই ॥ ৫৫ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥ ৫৬ ॥

তস্মাৎ ( সংসারস্য মনঃকল্পিতত্বাৎ হে ) তাত, ময়ি আবেশিতয়া ( সন্নিবেশিতয়া ) ধিয়া ( বুদ্ধ্যা ) যুক্তঃ ( সন্ ) সর্ব্বাত্মনা ( সর্ব্বতঃ প্রযত্নেন ) মনো নিগৃহাণ। এতাবান্ এব যোগসংগ্রহঃ ( যোগস্য সংগ্রহো যস্মাৎ সঃ ) ॥ ৫৬ ॥

যে হেতু সংসার মনঃকল্পিত, অতএব হে বৎস, আমাতে আসক্ত বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন দ্বারা মনকে নিগৃহীত কর। ইহাই যোগাভ্যাসের প্রধান উপায় ॥ ৫৬ ॥

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে ॥ ৫৭ ॥

যঃ সমাহিতঃ ( সন্ ) এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ ( বা ) শৃণ্বন্ ( ভবতি সঃ ) দ্বন্দ্বৈঃ ( সুখদুঃখাদিভিঃ ) ন অভিভূয়তে ॥ ৫৭ ॥

মনকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াও যিনি এই ভিক্ষুগীতা শ্রবণাদিতে নিষ্ঠাবান হইবেন, তিনি মনোনিগ্রহের ফল প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই বলিতেছেন—যিনি অবধান পূর্ব্বক মনঃসংযোগ সহকারে এই ভিক্ষুগীত ব্রহ্মনিষ্ঠা ধারণ করিবেন, শ্রবণ করিরেন বা শ্রবণ করাইবেন, তিনি সুখদুঃখাদি দ্বারা অভিভূত হইবেন না। ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ভিক্ষুগীতং
ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

# চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতম্।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ১ ॥

অথ (অনন্তরং) পূর্ব্বৈঃ (আচার্য্যৈঃ কপিলাদিভিঃ) নিশ্চিতং সাংখ্যং তে (তুভ্যং) সংপ্রবক্ষ্যামি পুমান্ যং বিজ্ঞায় সদ্যঃ (তৎক্ষণং) বৈকল্পিকং (বিকল্পো দেহস্তদুদ্ভবম্ অধ্যাসরূপং ভেদজ্ঞানরূপংবা) ভ্রমং জহ্যাৎ ॥ ১ ॥

ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব, কপিলাদি প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিশ্চিত সাংখ্য যোগ এক্ষণে তোমাকে বলিব, যাহা জানিয়া পুরুষ তৎক্ষণমাত্র অবিদ্যানিবন্ধন দেহসমুত্থিত ভেদজ্ঞানমূলক সুখদুঃখাদি বা দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রম হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ১ ॥

আসীজ্জ্ঞানমথো হ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ২ ॥

অযুগে (প্রলয়ে) অথো অর্থঃ (অয়ং পরিদৃশ্যমানঃ পদার্থজাতঃ) অবিকল্পিতং (বিকল্পশূন্যং নির্ব্বিকল্পকং) জ্ঞানং (জ্ঞানস্বরূপং পরব্রহ্ম এব) আসীৎ (ততশ্চ) আদৌ কৃতযুগে (আদিভূতং যৎ কৃতযুগং তস্মিন্) বিবেকনিপুণাঃ (ভেদজ্ঞান-শূন্যাঃ জ্ঞানিনঃ) যদা (আসন্ তদাপি) হি (নিশ্চিতং তথৈব আসীৎ) ॥ ২ ॥

প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান পদার্থসকল, বিকল্পশূন্য অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ পর-ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। তাহার পর সত্যযুগপ্রারম্ভে যখন লোক সকল বিবেকনিপুণ ছিলেন, তখনও ভেদজ্ঞান না থাকায় পূর্ব্ববৎ একরূপেই ছিলেন ॥ ২ ॥

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতম্।
বাঙ্‌মনোগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ ॥ ৩ ॥

সত্যং বৃহৎ তৎ (জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম) মায়াফলরূপেণ (মায়া বহিরঙ্গাখ্যব্রহ্মশক্তিঃ ফলং স্বীয়তটস্থশক্তিঃ এতদ্রূপেণ) কেবলং নির্ব্বিকল্পিতং (জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃভেদশূন্যং

প্রকারত্বাবিশেষ্যতাসাংসর্গিকবিষয়তাশূন্যঞ্চ সুতরাম্ ইন্দ্রিয়াগোচরং )' বাঙ্মনো-গোচরং ( সবিষয়কং সানুব্যবসায়কং জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃভেদেন ভিন্নম্ এবং) দ্বিধা সমভবং ॥ ৩ ॥

সেই সত্যস্বরূপ বৃহৎ অখণ্ডজ্ঞানময় পরব্রহ্ম, পরে মায়া ও প্রকাশরূপে কেবল নির্ব্বিকল্পিত, অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনের ভেদরহিত নিষ্প্রকারক নির্ব্বিশেষ্যক ও নিঃসংসর্গক সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অগোচর ( ইহা প্রকাশ রূপের বিলাস ) ও সবিষয়ক জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা প্রত্যেক ভেদে ভিন্ন, সুতরাং ইন্দ্রিয়-গোচর ( ইহা মায়ারূপের বিলাস ) এই দ্বিবিধ ভাবাপন্ন হইলেন ॥ ৩ ॥

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ ( দ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে ) একতরঃ ( মায়াখ্যঃ ) অর্থঃ প্রকৃতিঃ ( সা ) চ উভয়াত্মিকা ( কার্য্যকারণরূপিণী কার্য্যম্ আকাশাদি কারণং মহদাদি তদ্রূপিণী ) অন্যতমো ভাবঃ ( অন্যতরোঽর্থঃ ) জ্ঞানং ( জ্ঞানস্বরূপঃ , স তু পুরুষঃ ( জীব ইতি ) অভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

সেই অংশদ্বয়ের মধ্যে একতর অংশ মায়ানাম্নী প্রকৃতি। তিনি আকাশাদি কার্য্য ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কারণ এতদুভয়রূপা। অন্যতর অংশ জ্ঞানস্বরূপ। তিনিই পুরুষ অর্থাৎ জীব বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪ ॥

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥ ৫ ॥

ময়া ( পরমেশ্বরেণ ) প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ ( সৃষ্টিব্যাপারপ্রবণীকৃতায়াঃ ) পুরুষানু-মতেন চ ( পুরুষেষু জীবেষু অনুগতেন মতেন জ্ঞানেন বাসনারূপেণ অদৃষ্টবিশেষেণ চ হেতুনা বিশেষতঃ প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ সৃষ্টিব্যাপারেষু অত্যন্তোৎসুকীভূতায়াঃ ) প্রকৃতেঃ ( অবয়বীভূতাঃ ) তমঃ রজঃ সত্ত্বম্ ইতি গুণাঃ অভবন্ ( অভিব্যক্তাঃ বভূবুঃ ) ॥ ৫ ॥

অনন্তর মৎকর্ত্তৃক ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিব্যাপারে প্রবণীকৃত যে প্রকৃতি তিনি জীবের বাসনা ও অদৃষ্ট বিশেষ দ্বারা সৃষ্টিব্যাপারে নিতান্ত উৎসুকা হইলে তখন ঐ প্রকৃতির অবয়বস্বরূপ তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব এই গুণত্রয় অভিব্যক্ত হয় ॥ ৫ ॥

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ॥ ৬॥

তেভ্যঃ ( গুণেভ্যঃ ) সূত্রং ( ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রথমো বিকারঃ তেন ) সূত্রেণ সংযুতঃ ( সূত্রাদপৃথক্ ) মহান্ ( জ্ঞানশক্তিমৎ মহত্তত্ত্বং ) সমভবৎ। বিকুর্ব্বতঃ ততঃ ( তস্মাৎ মহত্তত্ত্বাৎ ) যঃ বিমোহনঃ ( জীবস্য ভ্রমহেতুঃ ) অহঙ্কারঃ ( সঃ ) জাতঃ॥ ৬॥

সেই গুণ সকল হইতে সূত্রাখ্য ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন হিরণ্যগর্ভ ও সূত্র হইতে, অপৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াশক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব সম্ভূত হইল। সেই বিকারজনক মহত্তত্ত্ব হইতে জীবগণের ভ্রমজনক অহঙ্কারতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইল॥ ৬॥

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবিৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ॥ ৭॥

অহম্ ( অহঙ্কারঃ ) ত্রিবৃৎ বৈকারিকঃ তৈজসঃ তামসশ্চেতি ( বৃত্তিত্রয়বান্ ) তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং ( পঞ্চ তন্মাত্রানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ এতেষাং ) কারণং চিদচিন্ময়ঃ ( চিদাভাসব্যাপ্তত্বেন চিজ্জড়সন্ধিরূপঃ )॥ ৭॥

সেই অহঙ্কার বৈকারিক তৈজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের কারণ এবং স্বয়ং চিন্ময় না হইয়াও চিদাভাসব্যাপ্ত, অতএব চিজ্জড় এতদুভয়ের সন্ধিস্বরূপ॥৭॥

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসাদ্দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ॥ ৮॥

তন্মাত্রিকাৎ ( শব্দাদিতন্মাত্রকারণাৎ ) তামসাৎ ( অহঙ্কারাৎ ) অর্থঃ ( মহাভূতরূপঃ ) জজ্ঞে ( বভূব )। তৈজসাৎ ( রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ ) ইন্দ্রিয়াণি চ ( জাতানি )। বৈকৃতাৎ ( সাত্ত্বিকাৎ অহঙ্কারাৎ ) একাদশ দেবতাশ্চ আসন্॥৮॥

শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের কারণীভূত তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত এবং তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎপত্তি হইল॥৮॥

ময়া সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্যকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্ম্মমায়তনমুত্তমম্॥ ৯॥

সংহত্যকারিণঃ সর্ব্বে ভাবাঃ ( পঞ্চীকৃতভূতানি ) ময়া সঞ্চোদিতাঃ ( সন্তঃ ) উত্তমং মম আয়তনম্ অণ্ডম্ উৎপাদয়ামাসুঃ ॥৯॥

পরস্পর সহকারিভাবাপন্ন পঞ্চীকৃত মহাভূতসকল মৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্যষ্টি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমষ্টিভাবাপন্ন মদীয় আয়তনস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল ॥৯॥

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্ সলিলসংস্থিতৌ ( সলিলে সংস্থিতির্যস্য তস্মিন্ ) অণ্ডে অহং সমভবং ( স্থিতঃ )। মম নাভ্যাং বিশ্বাখ্যং লোককারণভূতং পদ্মম্ অভূৎ। তত্র (পদ্মে) আত্মভূঃ ( ভোগবিগ্রহশ্চতুরাননঃ ব্রহ্মা সমভবৎ ) ॥ ১০ ॥

সলিলস্থিত সেই অণ্ড মধ্যে আমি অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার নাভি-দেশে বিশ্বনামক জগৎকারণস্বরূপ এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইল। সেই পদ্মমধ্যে ভোগ-বিগ্রহ চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১০ ॥

সোঽস্রজত্তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিধা ॥ ১১ ॥

বিশ্বাত্মা ( বিশ্বং সমগ্রম্ আত্মা যস্য সঃ ) সঃ ( ব্রহ্মা ) রজসা যুক্তঃ ( সন্ ) মদনু-গ্রহাৎ তপসা ( তপঃপ্রভাবেণ ) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি ত্রিধা ( বিভক্তান্ ) সপা-লান্ ( সলোকপালান্ ) লোকান্ ( ভুবনানি এতস্যোপলক্ষণত্বান্মহঃপ্রভৃতীনি ) অস্রজৎ ॥ ১১ ॥

সেই বিশ্বরূপ ব্রহ্মা রজোগুণসম্পন্ন হইয়া আমার অনুগ্রহে তপঃপ্রভাব দ্বারা লোকপালগণের সহিত ভূলোক ভুবলোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ও স্বর্গ লোক এই লোকত্রয় এবং মহঃ প্রভৃতি লোক সকলের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১ ॥

দেবতানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্।
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥ ১২ ॥

স্বঃ ( স্বর্গলোকঃ ) দেবানাম্ ওকঃ ( নিবাসঃ ) ভুবঃ ( অন্তরীক্ষলোকঃ ) ভূতানাং পদং ( স্থানম্ ) আসীৎ। মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ ( আবাসস্থানং ) সিদ্ধানাং ( যোগা-দিভিঃ সিদ্ধানাং ) ত্রিতয়াৎ পরং ( মহর্লোকাদিকং স্থানম্ আসীৎ ) ॥ ১২ ॥

তাহার মধ্যে স্বর্গলোক দেবগণের নিবাসস্থান হইল। ভুবলোক অর্থাৎ অন্ত-রীক্ষলোক ভূতগণের নিবাসস্থান হইল। ভূর্লোক মর্ত্যদিগের বাসস্থান হইল। এবং এই ত্রিতয়ের পর অর্থাৎ মহঃ প্রভৃতি লোকসকল সিদ্ধগণের আশ্রয় হইল ॥ ১২ ॥

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥

প্রভুঃ ( নিগ্রহানুগ্রহসমর্থো ভগবান্ ) ভূমেরধঃ অসুরানাং নাগানাং ( চ ) ওকঃ ( স্থানম্ ) অসৃজৎ ( যতঃ ) ত্রিলোক্যাং ( পাতালাদিসহিতায়াং ) সর্ব্বাঃ গতয়ঃ ত্রিগুণাত্মনাং কর্ম্মণাং ( ফলম্ ) ॥ ১৩ ॥

প্রভু ভগবান ভূমির অধঃপ্রদেশকে অসুর ও নাগগণের আবাসস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিলেন ; কারণ ভূঃ প্রভৃতি লোক সকল মধ্যে উচ্চ নীচ গতি ত্রিগুণময় কর্ম্ম সকলের ফলমাত্র ॥ ১৩ ॥

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যোগস্য তপসঃ ন্যাসস্য চ ( সন্ন্যাসস্য চ তারতম্যেন মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং ( যথোত্তরম্ ) অমলাঃ গতয়ঃ ( ভবন্তি )। ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ( বৈকুণ্ঠলোকঃ ) এব ( ভবতি ) ॥ ১৪ ॥

যোগ তপস্যা ও সন্ন্যাসের তারতম্যক্রমে নির্ম্মলগতি মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এবং ভক্তিযোগের ফল মদীয়গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্ম্মযুক্তমিদং জগৎ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ১৫ ॥

কালাত্মনা ( কালঃ আত্মা যস্য তেন কালস্বরূপেণ ) ধাত্রা ( জগদ্বিধায়কেন পরমেশ্বরেণ ) ময়া ( কর্ম্মফলপ্রদেন হেতুভূতেন ) কর্ম্মযুক্তম্ ইদং জগৎ গুণ-প্রবাহে ( গুণানাং প্রবাহঃ অপ্রতিহতা প্রবৃত্তির্যত্র তস্মিন্ ) এতস্মিন্ ( সংসারে ) উন্মজ্জতি ( আসত্যলোকম্ উত্তমা গতীঃ প্রাপ্নোতি ) নিমজ্জতি ( আস্থাবরং নীচা গতীঃ প্রাপ্নোতি ) ॥ ১৫ ॥

কালস্বরূপ জগতের বিধানকর্ত্তা পরমেশ্বর যে আমি, আমা হেতু কর্ম্মফলানুসারী

এই জগৎ সত্ত্বাদিগুণের অপ্রতিহত প্রবাহ বিশিষ্ট এই সংসারে সত্যলোক প্রভৃতি উত্তমাগতি ও স্থাবরপ্রভৃতি অধমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি।
সর্ব্বো হ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১৬ ॥

অণুঃ বৃহৎ কৃশঃ স্থূলঃ যঃ যঃ ভাবঃ ( পদার্থঃ ) প্রসিধ্যতি সর্ব্বো হি প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ উভয়সংযুক্তঃ ( প্রকৃতিপুরুষোভয়ব্যাপ্তঃ ) ॥ ১৬ ॥

সূক্ষ্ম বৃহৎ কৃশ ও স্থূল প্রভৃতি যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে তৎসমুদায়ই প্রকৃতি পুরুষ এতৎ উভয় ব্যাপ্ত অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকল প্রকৃতি পুরুষের সমবধান প্রযুক্তই স্থায়িভাবাপন্ন ॥ ১৬ ॥

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যঞ্চ তস্য সন্।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥ ১৭ ॥

যস্য ( কার্য্যস্য ) যঃ আদিঃ ( যৎ উপাদানম্ ) অন্তশ্চ ( লয়স্থানঞ্চ যৎ যত্র যৎ কার্য্যং লীনং ভবতি ) তস্য ( কার্য্যস্য ) মধ্যঞ্চ ( মধ্যাবস্থাপি ) সঃ ( উপাদানস্বরূপ এব ) বৈ ( প্রসিদ্ধম্ ) । ব্যবহারার্থো বিকারঃ ( মৃদো ঘটাদিঃ সুবর্ণাৎ কুণ্ডলাদিঃ ) সন্ ( সদ্রূপং যদুপাদানং ততো ন ভিন্নঃ ) যথা তৈজসপার্থিবাঃ ( তৈজসাঃ তেজঃসম্ভূতাঃ কুণ্ডলাদয়ঃ পার্থিবাঃ ঘটাদয়শ্চ উপাদানেভ্যো মৃদাদিভ্যো ন ভিন্নাঃ তদ্বৎ ) ॥ ১৭ ॥

কার্য্যপদার্থ সকল কারণপদার্থ হইতে ভিন্ন নহে ইহাই দেখাইতেছেন,—যে কার্য্যের যাহা উপাদান কারণ, যে কার্য্যটি যে উপাদানে লীন হয়, সেই কার্য্য পদার্থের মধ্য অবস্থাও সেই উপাদান হইতে অভিন্ন; সুতরাং কার্য্য সকল কারণ হইতে অভিন্ন বলিতে হইবে। ঘটকুণ্ডলাদি বিকার্য্য পদার্থ সকল ব্যবহার প্রতিপাদনার্থ উপাদান অপেক্ষায় রূপান্তরিত হইলেও যেমন মৃদ্ঘটাদি ও সুবর্ণ-কুণ্ডলাদি মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঘটকুণ্ডলাদি ধ্বংসাবস্থায় সুবর্ণমাত্র ও মৃত্তিকামাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতএব ঐ সকল পদার্থ যেরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি স্বরূপ উপাদান হইতে ভিন্ন বলা যাইতে পারে না তদ্রূপ ॥ ১৭ ॥

যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতে পরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ।

পূর্ব্বঃ ( কারণরূপো মহদাদির্ভাবঃ ) যৎ ( রূপম্ ) উপাদায় ( উপাদানকারণতয়া

স্বীকৃত্য ) পরম্ ( অহঙ্কারাদিকং ভাবং ) বিকুরুতে ( সৃজতি স এব সন্ ) যদা যস্য ( যৎ ) আদিঃ অন্তঃ ( চ বিবক্ষ্যতে তদা ) তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

কারণস্বরূপ মহদাদি, যাহাকে উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়া, অহঙ্কারাদি ভাব পদার্থ সকলের সৃষ্টি করে, তাহাই সত্য, যেমন মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকারূপ উপাদান সহকারে স্বয়ং নিমিত্তস্বরূপ হইয়া ঘটকার্য্যের সৃষ্টি করে, মৃত্তিকাই সত্য, এই রূপ শ্রুতিপ্রতিপাদ্য অর্থের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করাইতেছেন—যখন যে পদার্থ যাহার আদি ও অন্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়, তখন তাহাই সত্য বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ যে বস্তুর আদি ও অন্তে যাহা লক্ষিত হয়, মধ্য অবস্থাতেও সেই বস্তু তদপেক্ষায় অতিরিক্ত নহে ; সুতরাং কার্য্যের আদিতে ও অন্তে যাহা থাকে, তাহাই সত্য ; অতএব জগৎ কার্য্যের আদ্যন্তস্থায়ী যে পরমেশ্বর, তিনিই সত্য ॥ ১৮ ॥

প্রকৃতির্যাস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥ ১৯ ॥

অস্য সতঃ ( কার্য্যস্য জগতঃ ) উপাদানং যা প্রকৃতিঃ ( যশ্চ তস্য ) আধারঃ ( অধিষ্ঠাতা ) পরঃ পুরুষঃ ( যশ্চ গুণক্ষোভেণ ) অভিব্যঞ্জকঃ কালঃ তত্ত্রিতয়ং ব্রহ্ম ( ব্রহ্মস্বরূপঃ ) অহং তু ( এব ) ॥ ১৯ ॥

যদি আদ্যন্তে স্থায়ী বস্তুমাত্রেরই সত্যত্ব সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে, পরমেশ্বর যে আপনি আপনারই সত্যস্বরূপে পরমকারণ, তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—এই জগৎকার্য্যের উপাদান যে প্রকৃতি এবং ইহার আধার স্বরূপ নিমিত্ত কারণ যে পুরুষ ও গুণক্ষোভ দ্বারা অভিব্যঞ্জক যে কাল, এই ত্রিতয়ই ব্রহ্মস্বরূপ ও আমা অপেক্ষা অভিন্ন ॥ ১৯ ॥

সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥ ২০ ॥

গুণবিসর্গার্থঃ ( গুণৈর্বিবিধতয়া সৃজ্যতে ইতি গুণবিসর্গো জীবঃ তদর্থঃ তদ্ভোগার্থঃ অয়ং ) মহান্ ( বহুলঃ ) সর্গঃ যাবৎ ( পরমেশ্বরস্য ) ঈক্ষণং তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ ( পিতৃপুত্রাদিক্রমেণ ) নিত্যশঃ ( অবিচ্ছেদেন ) প্রবর্ত্ততে । ( তদনন্তরং ) স্থিত্যন্তঃ ( পরমেশ্বরস্য বিলক্ষণেক্ষণমন্তরেণ স্থিতেরন্তঃ অবসানম্ । অতঃ আদ্যন্তমধ্যস্থায়িত্বেন ব্রহ্মণঃ পরমকারণত্বম্ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মই সত্য, ইহাই বলিবার নিমিত্ত আদিকালে সৃষ্টিকারণস্বরূপে ও মধ্যে কার্য্যরূপে এবং অন্তে অবধিস্বরূপে তাঁহার স্থিতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সৃষ্টি-প্রবাহের সীমা প্রদর্শন করাইতেছেন—যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সৃষ্টির অনুকূল পর্য্যবেক্ষণ থাকে, তদবধি গুণপ্রবাহে বিবিধভাবাপন্ন জীবগণের ভোগের নিমিত্ত এই বিপুল সৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। অনন্তর জীবগণের অদৃষ্টক্ষয় হইলে, সৃষ্টির অনুকূল পরমেশ্বর প্রযত্ন না থাকায়, সৃষ্টি-প্রবাহের অবসান হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

লোককল্পবিকল্পকঃ (লোকানাং কল্পাঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ বিবিধাঃ কল্প্যন্তে যস্মিন্ সঃ) বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডং) ময়া (কালাত্মনা) আসাদ্যমানঃ (ব্যাপ্যমানঃ সন্) ভুবনৈঃ সহ পঞ্চত্বায় (পঞ্চত্বরূপায়) বিশেষায় (বিভাগায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) ॥ ২১ ॥

কালস্বরূপ যে আমি, আমাকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, ও লোকদিগের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কল্পনার আধার স্বরূপ যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহা ব্রাহ্মপরিমাণে অহরহঃ ভুবন সকলের সহিত বিশেষরূপে পঞ্চত্ব অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পৃথক্ ভাব প্রাপ্তিরূপ বিনাশের নিমিত্ত কল্পিত হয় ॥ ২১ ॥

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥

মর্ত্ত্যং (শরীরম্ অনাবৃষ্ট্যা ক্ষীণং সৎ) অন্নে (স্বকারণীভূতান্নে যেনোপচিতং তস্মিন্) প্রলীয়তে। অন্নং ধানাসু (স্বস্ববীজেষু ওষধিবীজেষু যবাদিবীজেষু) লীয়তে। ধানাঃ ভূমৌ প্রলীয়ন্তে। ভূমিঃ গন্ধে (স্বসমবেতগুণে) প্রলীয়তে (অভেদেন প্রতীতিবিষয়ো ভবতি) ॥ ২২ ॥

প্রলয় প্রকার দেখাইতেছেন—সৃষ্টিকালে যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, অন্তে সেই পদার্থে সেই পদার্থ লীন হইয়া, পর্য্যবসানে একমাত্র অবশিষ্ট হয়। সৃষ্টিকালে আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি বীজ, ওষধি-বীজ হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়। ইহারই বিলোমে স্বস্বকারণে লীন হওয়ার নাম

প্রলয়। মর্ত্ত্য শরীর অন্নে প্রলীন হয়। অন্ন ওষধিবীজে লীন হয়। ওষধিবীজ পৃথিবীতে ও পৃথিবী নিজগুণ যে গন্ধ তাহাতে লীন হয়॥ ২২॥

অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধঃ আপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতীরূপে প্রলীয়তে॥ ২৩॥

অপ্সু গন্ধঃ প্রলীয়তে। আপশ্চ (রসমাত্রাবশিষ্টাঃ সন্তঃ) স্বগুণে রসে (লীয়ন্তে)। রসঃ জ্যোতিষি লীয়তে। জ্যোতিঃ রূপে প্রলীয়তে (বায়ুভিভূতং সৎ রূপমাত্রাবশিষ্টং ভবতি॥ ২৩॥

গন্ধ জলেতে লীন হয়। জল রসে লীন হয়। রস জ্যোতিতে লীন হয়। জ্যোতি রূপে প্রলীন হয়, অর্থাৎ বায়ু দ্বারা অভিভূত হইয়া রূপমাত্র অবশিষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩॥

রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥ ২৪॥

রূপং বায়ৌ স চ (বায়ুঃ) স্পর্শে লীয়তে। সোঽপি (স্পর্শোঽপি) অম্বরে (লীনো ভবতি)। অম্বরম্ (আকাশং) শব্দতন্মাত্রে (লীয়তে)। ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু (রাজসাহঙ্কারবৃত্তিষু প্রলীয়ন্তে)॥ ২৪॥

রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শে, স্পর্শ আকাশে এবং আকাশ শব্দতন্মাত্রে ও ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বপ্রবর্ত্তক (রাজস অহঙ্কার বৃত্তিতে) আর সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক যে মন তাহাতে ইন্দ্রিয় প্রলীন হয়॥ ২৪॥

যোনি বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥ ২৫॥

(হে) সৌম্য, যোনিঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিহেতুর্মনঃ) মনসীশ্বরে মনোঽধিষ্ঠাতরীশ্বরে) বৈকারিকে (সাত্ত্বিকাহঙ্কারে) লীয়তে। শব্দঃ ভূতাদিং স্বকারণীভূততামসাহঙ্কারম্) অপ্যেতি (তত্র লীয়তে)। প্রভুঃ (সর্ব্বজগন্মোহকরঃ) ভূতাদিঃ (তামসাহঙ্কারঃ বৈকারিকাহঙ্কারশ্চ) মহতি লীনো ভবতি॥ ২৫॥

হে সৌম্য, সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক মন নিজনিয়ন্তা যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার তাহাতে লীন হয়। এবং শব্দ নিজকারণ যে তামস অহঙ্কার তাহাতে লীন হয়। আর সকলের মোহজনক তামস অহঙ্কার মহত্ত্বে লীন হয়॥ ২৫॥

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ ।
তেঽব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎ কালে লীয়তেঽব্যয়ে ॥ ২৬ ॥

গুণবত্তমঃ ( গুণমাত্ররূপঃ অহঙ্কারবজ্‌জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমাত্ররূপঃ ) সঃ ( সূত্র-সংযুতঃ ) মহান্ স্বেষু গুণেষু লীয়তে । তে ( গুণাঃ ) অব্যক্তে (প্রকৃতৌ) সংপ্রলীয়ন্তে । তৎ ( নিত্যমপ্যব্যক্তং ) কালে ( কালশক্ত্যাত্মকে ঈশ্বরে অতএব ) অব্যয়ে লীয়তে ( তিরোহিতং ভবতি ) ॥ ২৬ ॥

গুণমাত্র স্বরূপ সেই মহত্তত্ত্ব সূত্র সহকারে স্বকীয় গুণে বিলীন হয়। গুণ সকল প্রকৃতিতে লীন হয়। এবং প্রকৃতি নিত্য হইলেও অবিনাশী কালশক্তি স্বরূপ ঈশ্বরে লীন অর্থাৎ তিরোহিত হয় ॥ ২৬ ॥

কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে ।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

কালঃ মায়াময়ে ( জ্ঞানময়ে ) জীবে ( জীবয়তীতি জীবঃ তস্মিন্ মহাপুরুষে লীয়তে )। জীবঃ অজে ( অজন্মনি অর্থাৎ নিত্যে ) আত্মনি ( পরমাত্মনি ) ময়ি ( লীয়তে )। আত্মা বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ( বিকল্পাপায়াভ্যাং বিশ্বোৎপত্তিলয়াভ্যাং লক্ষ্যতে অধিষ্ঠানত্বেন অবধিত্বেন চ অনুভূয়তে যঃ তথাভূতঃ অতএব ) কেবলঃ আত্মস্থঃ ( কেবলে শুদ্ধে আত্মনি ভগবদ্রূপে স্বস্বরূপে স্থিতো ভবতি ) ॥ ২৭ ॥

কাল জ্ঞানময় উজ্জীবক মহাপুরুষে লীন হয়েন। জীব পরমাত্মরূপ আমাতে লীন হয়েন। আত্মা বিশ্বের উৎপত্তি ও বিনাশ দ্বারা অধিষ্ঠান ও অবধিস্বরূপে পরিলক্ষিত হয়েন ; সুতরাং কেবল ভগবদ্রূপে অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন ॥২৭॥

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্ ( উক্তরূপম্ ) অন্বীক্ষমাণস্য ( বিচারয়তো জনস্য ) হৃদি বৈকল্পিকঃ ( বিকল্প-সমুত্থিতঃ দেহোঽহমিতি ভেদজ্ঞানমূলকঃ মনসঃ ভ্রমঃ অর্কোদয়ে ব্যোম্নি তম ইব কথং তিষ্ঠেত ( তিষ্ঠেৎ ) ॥ ২৮ ॥

যিনি এই সাংখ্য যোগ বিচার দ্বারা আত্মাকে দেহভিন্ন বলিয়া স্থির করেন, তাঁহার ভেদজ্ঞান নিবন্ধন মনের ভ্রম হৃদয় মধ্যে কেন উপস্থিত হইবে ; সূর্য্যোদয় হইলে আর নভোমণ্ডলে অন্ধকার কেন থাকিবে ? ॥ ২৮ ॥

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥ ২৯ ॥

পরাবরদৃশা ( পরমবরঞ্চ পশ্যতি যস্তেন সর্ব্বেষাম্ আদ্যন্তে দৃশ্বনা ) ময়া প্রতিলোমানুলোমাভ্যাম্ ( অনুক্রমব্যুৎক্রমাভ্যাং ফলতঃ আকুঞ্চনপ্রসারণাভ্যাং ) সংশয়-গ্রন্থিভেদনঃ এষঃ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ ( প্রকর্ষেণ কথিতঃ ) ॥ ২৯ ॥

সমস্ত জাগতিক পদার্থের আদ্যন্ত দর্শনকারী আমি অনুলোম ও বিলোম দ্বারা ( ফলতঃ আকুঞ্চন ও প্রসারণ দ্বারা ) সংশয়গ্রন্থির উন্মূলন স্বরূপ এই সাংখ্যযোগ ব্যক্ত করিলাম ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

---

# পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

গুণানামসমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ ।
তন্মে পুরুষবর্য্যেদমুপধারয় সংশতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ, (হে) পুরুষবর্য্য, অসমিশ্রাণাং (সহ মিশ্রীভূয় বর্ত্তমানাঃ সমিশ্রাঃ ন সমিশ্রাঃ অসমিশ্রাঃ তেষাং বিভক্তানাং) গুণানাং (মধ্যে) যেন (গুণেন) পুমান্ যথা (যাদৃশঃ) ভবেৎ তৎ ইদং সংশতঃ (কথয়তঃ) মে (মত্তঃ সকাশাৎ) উপধারয় (নিবোধ) ॥১॥

ভগবান কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, অসমিশ্র অর্থাৎ পৃথগ্ ভাবাপন্ন সত্ত্বাদি গুণ সকলের মধ্যে যে গুণ দ্বারা পুরুষ যাদৃশভাবাপন্ন হয়েন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শমো দম স্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ ।
তুষ্টি স্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥ ২॥

শমঃ (মনোনিগ্রহঃ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ), তিতিক্ষা (সহিষ্ণুত্বম্), ঈক্ষা (বিবেকঃ), তপঃ (স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং), সত্যং, দয়া (পরদুঃখাপহরণেচ্ছা), স্মৃতিঃ (পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং), তুষ্টিঃ (যথালাভসন্তোষঃ), ত্যাগঃ (ব্যয়শীলত্বম্), অস্পৃহা (বৈরাগ্যং), শ্রদ্ধা (আস্তিক্যং), হ্রীঃ (অনুচিতে কর্ম্মণি লজ্জা), দয়া (দানম্ আদিনা আর্জববিনয়াদিকং), স্বনির্বৃতিঃ (আত্মরতিঃ) ॥ ২ ॥

শম অর্থাৎ মনোনিগ্রহ, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ), তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা), ঈক্ষা (বিবেকঃ), তপস্যা (স্বধর্ম্মবর্ত্তিতা), সত্য, দয়া (পরকীয় দুঃখ অপহরণের ইচ্ছা), স্মৃতি (পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান), তুষ্টি (যথালাভসন্তোষ), ত্যাগ (ব্যয়শীলতা), অস্পৃহা (বৈরাগ্য), শ্রদ্ধা (আস্তিক্য), হ্রী (অনুচিত কার্য্যে লজ্জা), দয়া (দান), আত্মরতি ঋজুতা ও বিনয় প্রভৃতি সত্ত্বগুণের বৃত্তি ॥ ২ ॥

কাম ঈহা মদ স্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশী র্ভিদা সুখম্‌।
মদোৎসাহো যশঃ প্রীতি র্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ ॥৩॥

কামঃ ( অভিলাষঃ ), ঈহা ( ব্যাপারঃ ), মদঃ ( দর্পঃ ), তৃষ্ণা ( লাভে সত্যপি অসন্তোষঃ ), স্তম্ভঃ (গর্ব্বঃ), আশীঃ ( ধনাদ্যভিলাষেণ দেবতাদিপ্রার্থনং ), ভিদা ( অহম্‌ অন্য ইতি ভেদবুদ্ধিঃ ), সুখং ( বিষয়ভোগঃ ) মদোৎসাহঃ ( মদেন যুদ্ধাদ্যভিনিবেশঃ ), যশঃ, প্রীতিঃ ( স্তুতিপ্রিয়তা ), হাস্যম্‌ ( উপহাসঃ ), বীর্য্যং ( প্রভাবাবিষ্কারঃ ), বলোদ্যমঃ ( বলেন উদ্যমঃ ন্যায়েন উদ্যমস্তু সাত্ত্বিক এব ) ॥ ২ ॥

কাম ( অভিলাষ ), ঈহা ( চেষ্টা ব্যাপার ), মদ ( দর্প ), তৃষ্ণা অর্থাৎ লাভ হইলেও অসন্তুষ্টতা, স্তম্ভ ( গর্ব্ব ), আশীঃ ( ধনাদির অভিলাষে দেবতাদির নিকট প্রার্থনা ), ভিদা ( ভেদবুদ্ধি ), সুখ ( বিষয়ভোগাদিজন্য তৃপ্তিবিশেষ ), মদ ( উৎসাহহেতুক যুদ্ধাদিতে আসক্তি ), যশঃ, প্রীতি ( স্তুতিপ্রিয়তা ), হাস্য ( পরিহাসাদি ), বীর্য্য ( নিজ প্রভাবের আবিষ্করণ ) ও বলপূর্ব্বক উদ্যম এই সকল রজোগুণের বৃত্তি ॥ ৩ ॥

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥

ক্রোধঃ ( অসহিষ্ণুতা ), লোভঃ ( ব্যয়পরাঙ্মুখতা ), অনৃতম্‌ ( অশাস্ত্রীয়ভাষণং ), হিংসা ( দ্রোহঃ ), যাচ্ঞা ( প্রার্থনা ), দম্ভঃ ( ধর্ম্মধ্বজিত্বং ), ক্লমঃ ( শ্রমঃ ), কলিঃ ( কলহঃ ), শোকমোহৌ ( অনুশোচনং ভ্রমশ্চ ), বিষাদার্ত্তী ( দুঃখং দৈন্যঞ্চ ), নিদ্রা, আশা ( ইদং মে ভবিষ্যতীত্যন্বীক্ষা ), ভীঃ ( ভয়ম্‌ ), অনুদ্যমঃ ( জাড্যম্‌ ) ॥৪॥

ক্রোধ ( অসহিষ্ণুতা ), লোভ ( ব্যয়পরাঙ্মুখতা ), অনৃত ( অশাস্ত্রীয় ভাষণ ), হিংসা ( দ্রোহ ), যাচ্ঞা ( প্রার্থনা ), দম্ভ ( ধর্ম্মধ্বজিতা অর্থাৎ বাহ্যিক ধার্ম্মিকতা প্রদর্শন ), শ্রম, কলহ, অনুশোচন, ভ্রম, দুঃখ, দৈন্য, নিদ্রা, আশা, ভয়, অনুদ্যম, এই সকল তমোগুণের বৃত্তি ॥ ৪ ॥

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥ ৫ ॥

অনুপূর্ব্বশঃ ( ক্রমেণ ) এতাঃ সত্ত্বস্য রজসঃ তমসশ্চ বৃত্তয়ঃ ( শ্লোকত্রয়েণ ) বর্ণিতপ্রায়াঃ ( অন্যা অপ্যূহ্যাঃ )। অথো সন্নিপাতং ( মিশ্রীভূতানাং গুণানাং বৃত্তিং ) শৃণু ॥ ৫ ॥

অমিশ্রীভূত সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বৃত্তি সকল আনুপূর্ব্বিক প্রায় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তাহাদিগের মিশ্রীভাবের বৃত্তি সকল, বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫॥

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ॥ ৬॥

(হে) উদ্ধব, অহং মম ইতি যা মতিঃ (অসৌ) সন্নিপাতঃ (সংমিশ্রাণাং গুণানাং বৃত্তিঃ)। মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ (মনোমাত্রেন্দ্রিয়ম্ অসবঃ প্রাণাঃ এভিঃ যঃ) ব্যবহারঃ (সোঽপি) সন্নিপাতঃ (সংমিশ্রগুণবৃত্তিঃ)॥ ৬॥

হে উদ্ধব, "অহং মম" অর্থাৎ আমি আমার, ইত্যাদি যে বুদ্ধি, তাহা সত্ত্বাদিগুণের মিশ্রীভাবের বৃত্তি। আর মনোমাত্র ইন্দ্রিয় ও প্রাণ দ্বারা যে ব্যবহার, তাহাও মিশ্রগুণের বৃত্তি; অর্থাৎ গুণত্রয় মিশ্রভাবাপন্ন হইলে রজস্তমোগুণের ক্রিয়া সকল সত্ত্বগুণক্রিয়া দ্বারা তিরোহিত হইয়া মন ও প্রাণ মাত্র দ্বারা ব্যবহৃত হয়; প্রথমতঃ বহিঃ প্রকাশ পায় না; অনন্তর এক ক্রিয়া বলবতী হইলে প্রকাশ পায়; ইহা মিশ্রগুণের বৃত্তি॥ ৬॥

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ॥ ৭॥

অসৌ (মিশ্রগুণাক্রান্তঃ পুরুষঃ) যদা ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ পরিনিষ্ঠিতঃ (নিষ্ঠাবান্ ভবতি তদা) অয়ং গুণানাং (সত্ত্বরজস্তমসাং) সন্নিকর্ষঃ (সন্নিপাতঃ সংমিশ্রণং) শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ (শ্রদ্ধারতিধনপ্রাপকঃ, ধর্ম্মনিষ্ঠাতঃ ধর্ম্মবিষয়কশ্রদ্ধাপ্রাপকঃ ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাপকঃ, কামনিষ্ঠাতঃ রতিপ্রাপকঃ, অর্থনিষ্ঠাতো ধনপ্রাপকো ভবতি)॥ ৭॥

এই মিশ্রগুণাক্রান্ত পুরুষ যখন ধর্ম্ম অর্থ ও কাম বিষয়ে নিষ্ঠাবান্ হয়েন, তখন গুণগণের মিশ্রভাব প্রযুক্ত ধর্ম্ম অর্থ ও কামবিষয়ের লাভ হয়; ধর্ম্মনিষ্ঠাপ্রযুক্ত ধর্ম্মলাভ, অর্থনিষ্ঠাপ্রযুক্ত অর্থলাভ, কামবিষয়ে নিষ্ঠানিবন্ধন কাম বিষয়ের লাভ হইয়া থাকে; ইহাও মিশ্রগুণের বৃত্তি॥ ৭॥

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতি র্হি সা॥ ৮॥

যর্হি ( যদা ) প্রবৃত্তিলক্ষণে ( কাম্যে ধর্ম্মে পুংসঃ ) নিষ্ঠা ( ভবতি তদা ) গৃহাশ্রমে ( এব আসক্তস্তিষ্ঠেৎ ) অনু ( পশ্চাৎ ) স্বধর্ম্মে ( নিত্যনৈমিত্তিকে ) তিষ্ঠেত (তিষ্ঠেৎ)। সা ( অপি ) সমিতিঃ ( গুণসন্নিপাতঃ অর্থাৎ গৃহাশ্রমরতস্য স্বধর্ম্মপ্রতিপালনাদিকং গুণসম্মেলনকার্য্যম্ ) ॥ ৮ ॥

যখন প্রবৃত্তিলক্ষণ কাম্যধর্ম্মাদিতে পুরুষের নিষ্ঠা হয়, তখন পুরুষ গৃহাশ্রমে আসক্ত হয়েন; পশ্চাৎ নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্ম সংরক্ষণে আস্থা জন্মে; ইহাও গুণ সকলের মিশ্রভাবের বৃত্তি ॥ ৮ ॥

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভীরজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥ ৯ ॥

শমাদিভিঃ (শমদমাদিসাধনসম্পত্তিভিঃ) পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তম্ অনুমীয়াৎ। কামাদিভিঃ ( কামসংকল্পব্যবসায়াদিভিঃ ) রজোযুক্তং ( পুরুষমনুমীয়াৎ )। ক্রোধাদ্যৈঃ (ক্রোধমোহ-ভয়বিহ্বলতাদিভিঃ ) তমসা যুতম্ ( অনুমীয়াৎ। অয়ং সাত্ত্বিকঃ শমাদিমত্ত্বাৎ, অয়ং রজোযুক্তঃ কামাদিমত্ত্বাৎ, অয়ং তামসঃ ক্রোধাদিমত্ত্বাদিত্যাত্মনুমানেন স্থিরীকরণীয়ম্)॥৯॥

গুণ সকল অমিশ্রভাবাপন্ন হইলে, যে গুণের দ্বারা পুরুষ যে প্রকার হয়েন, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন—শমদমাদিসাধন সম্পত্তি দ্বারা পুরুষের সত্ত্বসংযুক্ততা অনুমান হয়, কাম সংকল্প ও ব্যবসায়াদি দ্বারা রজোযুক্ততা অনুমান হয় ও ক্রোধ মোহ লোভ ও ভয়বিহ্বলতাদি দ্বারা তমোযুক্ততা অনুমান হয় ॥ ৯ ॥

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥ ১০ ॥

যদা নিরপেক্ষঃ ( সন্ ) ভক্ত্যা স্বকর্ম্মভিঃ মাং ভজতি, তদা তং পুরুষং ( তাং ) স্ত্রিয়মেব বা ( স্ত্রিয়মপি বা ) সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ ( জানীয়াৎ ) ॥ ১০ ॥

যখন নিরপেক্ষভাবে ভক্তিপুরঃসর নিজ কর্ম্ম দ্বারা আমার ভজনা করে, তখন সেই পুরুষ বা সেই স্ত্রীকে সত্ত্ব প্রকৃতি বলিয়া জানিবে ॥ ১০ ॥

যদাত্মাশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্ ॥ ১১ ॥

যদা আত্মাশিষঃ ( আত্মনঃ আশিষঃ রাজ্যাদিভোগান্ আশাস্য সংকল্প্য ) স্বকর্ম্মভিঃ

( স্বকীয়ানুষ্ঠানসম্পাদ্যযাগাদিভিঃ ) মাং ভজেত ( তদা ) তং ( পুরুষং ) রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ। ( যদা ) হিংসাং ( শত্রুমরণাদিকম্ ) আশাস্য ( সংকল্প্য ) স্বযত্নসম্পাদ্যাভিচারকর্ম্মভিঃ মাং ভজেত তদা তং ) তামসং ( বিদ্যাৎ ) ॥ ১১ ॥

যখন যিনি আত্মকল্যাণ অর্থাৎ রাজ্যভোগাদি মানসে স্বকীয় অনুষ্ঠান সম্পাদ্য যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা আমার ভজনা করেন, তখন তাঁহাকে রজঃপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। আর যখন শত্রুমরণাদিমানসে নিজ প্রযত্নে অভিচারাদি কর্ম্ম দ্বারা আমার ভজনা করেন, তখন সেই পুরুষকে তামসপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ( এতে গুণাঃ ) জীবস্য মে ( মম ) নৈব ( যতঃ তে ) চিত্তজাঃ ( জীবোপাধৌ চিত্তে জায়ন্তে অভিব্যজ্যন্তে যে তথাভূতাঃ ) যৈঃ ( গুণৈঃ ) ভূতানাম্ ) ইতি সপ্তমার্থে ষষ্ঠী ভূতেষু দেহদৈহাদিকাদিষু ) সজ্জমানঃ ( আসক্তঃ সন্ জীবঃ সংসারপাশৈঃ ) নিবধ্যতে ( অথবা ভূতানাং চিত্তজাঃ ভূতানাং অপঞ্চীকৃতভূতানাং কার্য্যভূতং যচ্চিত্তং ততো জায়ন্তে যে তৈগুণৈঃ সজ্জমানো নিবধ্যতে ইত্যেকদেশান্বয়ঃ ) ॥ ১২ ॥

হে উদ্ধব, যদি বল, আপনারও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি নিবন্ধন গুণসম্বন্ধ আছে, তবে জীবের সহিত আপনার গুণসম্বন্ধের বিশেষ কি, যে বিশেষ বশতঃ জীব উপাসক ও আপনি উপাস্য, এই নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয়, যেহেতু আমায় "ভজনা কর" এই কথা বারংবার বলিয়া আপনি নিজের উপাস্যতা ব্যবস্থাপন করিতেছেন, এই আশঙ্কাপুরঃসর বলিতেছেন—যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় জীবের আমার নহে; যেহেতু গুণ সকল জীবোপাধি চিত্তেতেই অভিব্যক্ত হয়, ও যে গুণ দ্বারা জীব দেহদৈহিকাদি পদার্থে আসক্ত হইয়া সংসারপাশে নিবদ্ধ হয়, ( অথবা অপঞ্চীকৃত ভূতগণের কার্য্যস্বরূপ যে চিত্ত সেই চিত্ত হইতে অভিব্যক্ত গুণত্রয় দ্বারা আসক্ত হইয়া জীব সংসারপাশে নিবদ্ধ হয় ); সুতরাং জীব গুণনিবদ্ধ ও আসক্ত, আমি অনাসক্ত ও অনিবদ্ধ, ইহাই অত্যন্ত ভেদ জানিবে ॥ ১২ ॥

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥

যদা ভাস্বরং (প্রকাশকং) বিশদং (স্বচ্ছং) শিবং (শান্তং) সত্ত্বম্ ইতরৌ রজস্তমোগুণৌ) জয়েৎ (অভিভবেৎ) তদা পুমান্ (শিবত্ববিশদত্বজন্যৈঃ) ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ (আদিনা শমদমাদিভিশ্চ ভাস্বরত্বজন্যেন) সুখেন (চ) যুজ্যেত ॥ ১৩ ॥

মিশ্রগুণ সকলের কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া এক্ষণে এক একটি গুণের কার্য্যকলাপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতেছেন—প্রকাশক নির্ম্মল মঙ্গলদায়ক সত্ত্বগুণ যখন রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ ধর্ম্ম জ্ঞান শম দম ও সুখাদি দ্বারা যুক্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥

যদা জয়েত্তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

যদা সঙ্গং (সঙ্গহেতুঃ) ভিদা (ভেদহেতুঃ) চলং (প্রবৃত্তিস্বভাবং) রজঃ (কর্ত্তৃ) তমঃ সত্ত্বং (কর্ম্মভূতং) জয়েৎ (অভিভবেৎ) তদা (পুমান্ সঙ্গহেতুত্বাৎ) যশসা শ্রিয়া (চ) যুজ্যেত (ভেদহেতুত্বাৎ) দুঃখেন (চলত্বাৎ) কর্ম্মণা (চ যুজ্যেত) ॥ ১৪ ॥

যখন সঙ্গহেতু ভেদের কারণ ও প্রবৃত্তিস্বভাব রজোগুণ কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ পরাভূত হয়, তখন পুরুষ কর্ম্ম যশ ও সম্পত্তিসহকারে দুঃখে সংযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া ॥ ১৫ ॥

যদা মূঢ়ং (বিবেকভ্রংশকং) লয়ম্ (আবরণাত্মকং) জড়ম্ (অনুদ্যমাত্মকং) তমঃ (কর্ত্তৃ) রজঃ সত্ত্বং (চ কর্ম্মভূতং) জয়েৎ (অভিভবেৎ তদা পুমান্ মূঢ়ত্বাৎ) শোকমোহাভ্যাং হিংসয়া (চ) যুজ্যেত (লয়ত্বাৎ) নিদ্রয়া (জড়ত্বাৎ কেবলম্) আশয়া (যুজ্যেত) ॥ ১৫ ॥

যখন বিবেকভ্রংশক আবরণাত্মক অনুদ্যমস্বভাব তমোগুণ সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে জয় করে, তখন পুরুষ শোক মোহ নিদ্রা হিংসা ও কেবল আশা দ্বারা যুক্ত হয়েন ॥ ১৫ ॥

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নির্বৃতিঃ।
দেহাভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥ ১৬ ॥

যদা ( যস্মিন্ সময়ে ) চিত্তং প্রসীদেত ( প্রসীদেৎ স্বচ্ছং ভবেৎ ) নিবৃত্তিঃ ( উপরতিঃ ) দেহাভয়ঃ ( দেহে অভয়ং ) মনঃ অসঙ্গং ( বিষয়সঙ্গবিরহিতঞ্চ ভবতি তদা ) মৎপদং ( মৎপ্রাপ্তৌ পদং ব্যবসায়ো যস্মাৎ তৎ মদুপলব্ধিস্থানং ) তৎ ( প্রসিদ্ধং ) সত্ত্বম্ ( উদ্রিক্তং ) বিদ্ধি ( জানীহি ) ॥ ১৬ ॥

যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় ও ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্তভাবাপন্ন হয় এবং দেহ ভয়শূন্য ও মন বিষয়সঙ্গ বিরহিত হয়, তখন আমার উপলব্ধিস্বরূপ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

বিকুর্ব্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥ ১৭ ॥

( যদা ) ক্রিয়য়া বিকুর্ব্বন্ ( বিকারং প্রাপ্নুবন্ সন্ ) আধীঃ ( আ সমন্তাৎ বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য তথাবিধঃ পুরুষো ভবতি ) চেতসাং ( বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাম্ ) অনিবৃত্তিঃ ( সতৃষ্ণতা ) গাত্রাস্বাস্থ্যং ( গাত্রাণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাম্ অস্বাস্থ্যং বিকারাধিক্যং ) মনো ভ্রান্তং (চঞ্চলম্). এতৈঃ ( হেতুভিঃ তদা ) রজঃ ( উদ্রিক্তং ) নিশাময় ( জ্ঞানচক্ষুষা পশ্য ) ॥ ১৭ ॥

যখন ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত ও নানাবিষয়ে আসক্ত হইয়া পুরুষ বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়েন, ও বুদ্ধীন্দ্রিয় সকলের সতৃষ্ণতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিকারাধিক্য ও মনের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়, তখন এই সকল হেতু দ্বারা রজোগুণকে উদ্রিক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮ ॥

( যদা ) সীদৎ ( তিরোভবৎ ব্যাকুলীভবৎ ) চেতসো গ্রহণে ( চিদাকারপরিণামে অক্ষমং ( সৎ ) চিত্তং বিলীয়েত, মনঃ ( অপি সঙ্কল্পাত্মকং সৎ ) নষ্টং ( লীনং ভবতি ), তমঃ ( অজ্ঞানং ) গ্লানিঃ ( বিষাদশ্চ ভবতি ), তৎ ( তদা ) তমঃ ( উৎকটম্ ) উপধারয় ( বিদ্ধি ) ॥ ১৮ ॥

যখন চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া চিদাকারগ্রহণে অসামর্থ্যনিবন্ধন বিলীন হয় এবং মনও নষ্টপ্রায় হইয়া উঠে, আর অজ্ঞান ও বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন তমোগুণকে উৎকট বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে।
অসুরাণাঞ্চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥

( হে ) উদ্ধব, সত্ত্বে গুণে এধমানে ( বর্দ্ধমানে সতি ), দেবানাং বলম্ এধতে ( বর্দ্ধতে ) রজসি ( এধমানে ) অসুরাণাং ( বলম্ এধতে ) তমসি ( এধমানে সতি ) রক্ষসাং ( বলম্ এধতে ) ॥ ১৯ ।

সত্ত্বাদিগুণের বৃদ্ধিকালে যেমন যথাক্রমে দেব অসুর ও রাক্ষসগণ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ ব্যষ্টি দেহে ইন্দ্রিয়সকলের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও মোহরূপ দেব অসুর ও রাক্ষস জানিবে, ইহাই বলিতেছেন—হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হইলে দেবতাগণের বল বৃদ্ধি হয়, রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে অসুরগণের বল বৃদ্ধি হয় ও তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে রাক্ষসগণের বল বৃদ্ধি হয় ॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তো স্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ ২০ ॥

( উদ্রিক্তাৎ ) সত্ত্বাৎ জাগরণং বিদ্যাৎ ( জানীয়াৎ ) রজসঃ উদ্রেকাৎ স্বপ্নম্ আদিশেৎ তমসা প্রস্বাপং ( প্রাপ্নুয়াৎ ) ত্রিষু ( তমোরজঃসত্ত্বেষু সমেষু সৎসু ) জন্তোঃ সন্ততং ( নিরন্তরং ) তুরীয়ং ( নৈর্গুণ্যং ভবতি ) ॥ ২০ ॥

গুণ তারতম্যে অবস্থাভেদ ও প্রসঙ্গতঃ তুরীয় অবস্থা প্রদর্শন করাইতেছেন—উদ্রিক্ত সত্ত্বগুণ দ্বারা জাগরণ, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্ন, তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞানশূন্যতা, এবং এই তিন সমভাবাপন্ন হইলে, জন্তু নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাঽধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ( বেদার্থানুষ্ঠানাভিযুক্তাঃ আব্রাহ্মণ ইতি পাঠে ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্য ) জনাঃ ( লোকাঃ ) সত্ত্বেন ( গুণেন ) উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি, তমসা আমুখ্যাৎ ( স্থাবরাণ্যভিব্যাপ্য ) অধোঽধঃ গচ্ছন্তি ( রজসা অন্তরচারিণঃ ( মনুষ্যাঃ ) ভবন্তি ॥ ২১ ॥

এক এক গুণের আধিক্যদ্বারা কর্ম্মফলের পরিণাম প্রদর্শন করাইতেছেন—বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণদ্বারা উপর্য্যুপরি অর্থাৎ ব্রহ্মলোক

পর্য্যন্ত গমন করেন, অন্যান্য লোকেরা রজোগুণদ্বারা মনুষ্য লোকে গমন করেন, ও তমোগুণদ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ স্থাবরপ্রভৃতি অধম যোনি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বে (বৃদ্ধে সতি) প্রলীনাঃ (মৃতাঃ) স্বঃ (স্বর্গং) যান্তি; রজোলয়াঃ (রজসি প্রবৃদ্ধে সতি লয়ো মৃত্যুর্যেষাং তে) নরলোকং (যান্তি); তমোলয়াঃ (তমসি প্রবৃদ্ধে সতি লয়ো যেষাং তে) নিরয়ং (নরকং যান্তি); নির্গুণাঃ (নির্ ন সন্তি গুণাঃ যেষাং তে জীবন্তোঽপি) মামেব যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২২ ॥

দেহত্যাগকালে এক এক গুণের উৎকর্ষের ফল বলিতেছেন—মৃত্যুকালে যাঁহাদের সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করেন; রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যাঁহাদিগের মৃত্যু হয়, তাঁহারা নরলোকে গমন করেন; এবং মৃত্যুকালে যাঁহাদের তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা নরলোকে গমন করিয়া থাকেন; আর নির্গুণ ব্যক্তিগণ আমাতে গমন করেন, অর্থাৎ যাঁহারা নৈর্গুণ্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ২২ ॥

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ২৩ ॥

নিষ্ফলং (ফলাভিসন্ধিরহিতং কেবলং দাসভাবেন কৃতং যৎ) নিজকর্ম্ম (স্বস্ববর্ণাশ্রমাদিষু বিহিতং নিত্যং) বা (কাম্যং কর্ম্ম) মদর্পণং (ময়ি অর্পণং যস্য তথাবিধং সৎ) সাত্ত্বিকং (স্যাৎ); ফলসঙ্কল্পং (ফলং সংকল্প্যতে যস্মিন্ তৎ মদর্পিতং ফলাভিসন্ধিসহিতং কাম্যং কর্ম্ম) রাজসম্; (অধর্ম্মশাস্ত্রোক্তম্) হিংসাপ্রায়াদি (হিংসোদ্দেশেন কৃতং দম্ভমাৎসর্য্যাদিকৃতঞ্চ কর্ম্ম) তামসম্ ॥ ২৩ ॥

ফলাভিসন্ধিরহিত কেবল দাসভাবে অনুষ্ঠিত আমার প্রীতির উদ্দেশে আমাতে অর্পিত যে স্বস্ববর্ণাশ্রমবিহিত নিত্য বা কাম্য কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক; ফলাভিসন্ধি-সহকারে অনুষ্ঠিত ও আমাতে অর্পিত যে কাম্যকর্ম্ম, তাহা রাজস; আর হিংসার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত বা দম্ভমাৎসর্য্য দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহা তামস।

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

(পরিদৃশ্যমানমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মণোঽনতিরিক্তম্ ইত্যাকারকং) জ্ঞানং কৈবল্যং (কেবলমেব সাত্ত্বিকং) যৎ তু বৈকল্পিকং (জীবাঃ নিত্যাঃ জন্যাঃ বা দ্বৈতজ্ঞানং সত্যমসত্যং বা ইত্যাদি বিকল্পোদ্ভবং জ্ঞানং তৎ) রজঃ (রজোরূপম্ অর্থাৎ রাজসম্) ; প্রাকৃতং (তত্ত্বপর্য্যালোচনাবিরহিতং স্বভাবজং বালমূকাদিজ্ঞানং) তামসং; মন্নিষ্ঠং (মদ্বিষয়কং) জ্ঞানং নির্গুণং (পরমেশ্বরজ্ঞানস্য নৈর্গুণ্যহেতুত্বেন লক্ষণয়া নির্গুণত্বোক্তিঃ বস্তুতঃ কার্য্যকারণয়োরভেদমূলকমেতৎ কথনং) স্মৃতং (জ্ঞাতম্) ॥ ২৪ ॥

এই পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকল পরমেশ্বর অপেক্ষায় অতিরিক্ত নহে, এই প্রকার কেবল ব্রহ্মস্বরূপে জাগতিক পদার্থের যে জ্ঞান, তাহাই সাত্ত্বিক ; জীব সকল নিত্য কি জন্য, দ্বৈতজ্ঞান সত্য কি না, এই প্রকার সংশয়াত্মক যে জ্ঞান, তাহাই রাজসজ্ঞান বলিয়া কথিত হয় ; সৎ অসৎ বিবেচনা শূন্য বালক ও মূক প্রভৃতির তুল্য যে জ্ঞান, তাহা তামস ; আর আমাতে যে জ্ঞান (নিষ্ঠা), তাহা নির্গুণ, অর্থাৎ পরমেশ্বরজ্ঞান নৈর্গুণ্য লাভের কারণ বলিয়া কার্য্য কারণের অভেদ নিবন্ধন পরমেশ্বর বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহা নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২৪ ॥

বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥ ২৫ ॥

(বানপ্রস্থানাং) বনং বাসঃ (উষ্যতে যত্র সঃ বসনক্রিয়াশ্রয়ঃ) সাত্ত্বিকঃ; (গৃহস্থানাং) গ্রাম্যশ্চ (বাসঃ) রাজসঃ উচ্যতে ; দ্যূতসদনং (দ্যূতানাম্ অক্ষক্রীড়াদীনাং সদনং নিকেতনং) তামসং ; মন্নিকেতন্তু (মদীয়াবাসস্থানন্তু) নির্গুণং (নির্ ন সন্তি গুণাঃ যত্র তৎ নির্গুণস্য ভগবতঃ সম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতনস্যাপি নির্গুণত্বম্) ॥ ২৫ ॥

বানপ্রস্থদিগের যে বনস্বরূপ নিবাস, তাহা সাত্ত্বিক ; গৃহস্থদিগের যে গ্রাম্যবাস তাহা রাজসিক ; ও অক্ষক্রীড়াদি সংশ্লিষ্ট যে নিবাস, তাহা তামস; আর নির্গুণ পরমেশ্বরের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত আমার যে নিকেতন, তাহা নির্গুণ ॥ ২৫ ॥

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অসঙ্গী (অনাসক্তঃ) কারকঃ (কর্ত্তা) সাত্ত্বিকঃ ; রাগান্ধঃ (বিষয়াবিষ্টঃ কর্ত্তা) রাজসঃ ; স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ (অনুসন্ধানশূন্যঃ কর্ত্তা) তামসঃ ; (যশ্চ) মদপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ, সঃ) নির্গুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬ ॥

সঙ্গরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অর্থাৎ অনাসক্ত ব্যক্তির যে ক্রিয়াকলাপ, তাহা সাত্ত্বিক; রাগান্ধ কর্ত্তা রাজস, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের যে ক্রিয়াকলাপ, তাহা রাজসিক; স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস, অর্থাৎ অনুসন্ধান ও সৎ অসৎ বিবেচনাশূন্য যে কর্ত্তা তাহার ক্রিয়াকলাপ তামসিক; এবং আমার সেবাকর্ত্তাকে নির্গুণ বলা যায়, অর্থাৎ যিনি একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তির যে চেষ্টা, তাহা নির্গুণ, অর্থাৎ গুণত্রয়ের অতীত ॥ ২৬ ॥

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ ॥ ২৭ ॥

আধ্যাত্মিকী ( বেদান্তশাস্ত্রবিষয়িণী ) শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী; কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী; অধর্ম্মে ( পরধর্ম্মে ) যা শ্রদ্ধা ( সা ) তামসী; মৎসেবায়াস্তু ( যা শ্রদ্ধা সা ) নির্গুণা ॥ ২৭ ॥

আধ্যাত্মিক বেদান্তাদি শাস্ত্রে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিক; কর্ম্মকাণ্ডে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসিক; পরধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসিক; আর আমার সেবাতে যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ ॥ ২৭ ॥

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি ॥ ২৮ ॥

পথ্যং ( হিতং ) পূতং ( বিশুদ্ধম্ ) অনায়স্তম্ ( অনায়াসতঃ প্রাপ্তম্ ) আহার্য্যং ( ভক্ষ্যভোজ্যাদি ) সাত্ত্বিকং স্মৃতম্; ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্ ( ইন্দ্রিয়াণাং প্রেষ্ঠং ভোগকালে সুখকরং কট্বম্ললবণাদি ) রাজসম্; আর্ত্তিদাশুচি ( দৈন্যকরম্ অশুদ্ধং ) চ ( ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকং ) তামসং; ( চকারাৎ মৎপ্রসাদীভূতং নির্গুণম্ ) ॥ ২৮ ॥

পবিত্র হিতকর অনায়াসলভ্য যে ভক্ষ্যভোজ্যাদি, তাহাই সাত্ত্বিক; কটু অম্ল তিক্ত প্রভৃতি যে সকল বস্তু ভোগকালে ইন্দ্রিয়ের সুখকর, তাহা রাজসিক; যে সকল ভক্ষ্যভোজ্যাদি পীড়াদায়ক ও অশুচি তাহাই তামস; এবং আমাতে নিবেদিত ভক্ষ্যমাত্রই নির্গুণ ॥ ২৮ ॥

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

আত্মোত্থম্ ( আত্মপদার্থজ্ঞানাৎ সমুৎপন্নং ) সুখং সাত্ত্বিকং; বিষয়োত্থং ( বিষয়-

ভোগজনিতং ) তু ( যৎ সুখং তৎ ) রাজসং ; মোহদৈন্যোত্থম্ ( অজ্ঞানদীনভাবাভ্যাং সমুৎপন্নং সুখং ) তামসং ; মদপাশ্রয়ং ( মৎকীর্ত্তনাদ্যুত্থং সুখং ) নির্গুণম্ ॥ ২৯ ॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা সমুৎপন্ন যে সুখ, তাহা সাত্ত্বিক ; বিষয়ভোগজনিত যে সুখ, তাহা রাজসিক ; অজ্ঞান ও দীন ভাবপ্রযুক্ত যে সুখ, তাহা তামস ; এবং আমার সংকীর্ত্তন ও সেবাদি দ্বারা যে সুখ সমুৎপন্ন হয়, তাহা নির্গুণ। ২৯ ॥

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৩০ ॥

দ্রব্যং ( পথ্যপূতাদি ) দেশঃ ( বনগ্রামাদিঃ ) ফলং ( সাত্ত্বিকং সুখমিত্যাদি ) কালঃ ( যদা ভজেত মাং ভক্ত্যা যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বমিত্যাদিনা যোঽর্থঃ উক্তঃ ) জ্ঞানং ( কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদি ) কর্ম্ম ( মদর্পণমিত্যাদি ) কারকঃ ( সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদি ) শ্রদ্ধা ( সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকীত্যাদি ) অবস্থা ( সত্ত্বাজ্জাগরণমিত্যাদি ) আকৃতিঃ ( উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তীত্যাদিনোক্তা দেবত্বাদিরূপা ) নিষ্ঠা ( সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তীত্যাদিনোক্তঃ স্বর্গাদিঃ এবং ) সর্ব্বঃ এব হি ( ভাবঃ ) ত্রৈগুণ্যঃ ( ত্রিগুণাত্মকঃ ) ॥ ৩০ ॥

আমাতে ভক্তি ও শ্রদ্ধাদি ব্যতিরেকে, পবিত্র হিতকর দ্রব্য, বন ও গ্রাম প্রভৃতি দেশ, সাত্ত্বিক সুখ প্রভৃতি ফল, নিরপেক্ষ ভাবে ভক্তিপুরঃসর আমার ভজনা দ্বারা সত্ত্বগুণকর্ত্তৃক রজস্তমোগুণের ক্রিয়া তিরোহিত হইলে, জ্ঞান শম দম ও সুখাদি সংবৃদ্ধির কাল, সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ জ্ঞান (চতুর্বিংশতি শ্লোকে যাহা কথিত হইয়াছে ) আমাতে অর্পণ রূপ কর্ম্ম, সঙ্গবিরহিত সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ত্রিবিধ অবস্থা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত আকৃতি, সত্ত্বাদি এক এক গুণের আধিক্য প্রযুক্ত স্বর্গ নরক প্রভৃতি গতি, ইত্যাদি সমুদায়ই ত্রিগুণাত্মক ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥ ৩১ ॥

( হে ) পুরুষর্ষভ, দৃষ্টং শ্রুতং বুদ্ধ্যা অনুধ্যাতং ।( বুদ্ধিবিবেচিতং ) বা পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ ( পুরুষাব্যক্তয়োরধিষ্ঠিতাঃ ) সর্ব্বে ভাবাঃ গুণময়াঃ ( বোদ্ধব্যাঃ ) ॥ ৩১ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, প্রকৃতিপুরুষে অধিষ্ঠিত দৃষ্ট শ্রুত ও বুদ্ধিবিবেচিত প্রভৃতি পদার্থ সমুদয়ই এই প্রকার ত্রিগুণময় জানিবে।৩১॥

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ॥
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ৩২॥

(হে) সৌম্য, পুংসঃ গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ (গুণকর্ম্মকারণকাঃ কামক্রোধাদিরূপাঃ) এতাঃ সংসৃতয়ঃ (সংসারহেতবঃ সন্তি)। যেন জীবেন (কর্ত্রা, মন্নিষ্ঠয়া) ভক্তিযোগেন (করণেন) ইমে চিত্তজাঃ গুণাঃ নির্জ্জিতাঃ (সঃ) মন্নিষ্ঠঃ (ময়ি নিষ্ঠা যস্য সঃ) মদ্ভাবায় (মদনুচরত্বরূপমোক্ষায়) উপপদ্যতে (যোগ্যো ভবতি)॥ ৩২॥

হে প্রিয়দর্শন, পুরুষের গুণকর্ম্মনিবন্ধন এই সকল কামক্রোধাদিরূপ সংসারের কারণকলাপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যে জীব আমাতে নিষ্ঠাবশতঃ ভক্তিযোগ দ্বারা এই চিত্তসমুত্থিত গুণসকলকে জয় করিতে সমর্থ হয়, সেই জীব আমার প্রেমপারিষদত্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ৩২॥

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥ ৩৩॥

তস্মাৎ (ভক্ত্যৈব গুণত্রয়জয়াৎ) বিচক্ষণাঃ (পুরুষাঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবং (জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ সম্ভবো যস্মিন্ তম্) ইমং দেহং লব্ধ্বা গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় (ভক্ত্যা দূরীকৃত্য) মাং ভজন্তু (মদ্ভক্তিং কুর্ব্বন্তু)॥ ৩৩॥

ভক্তিই সাধ্য ও ভক্তিই সাধন, ভক্তি ভিন্ন ভগবদারাধনার আর কোন উপায় নাই, ইহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—ভক্তিদ্বারাই গুণত্রয় পরাজিত হয়, অতএব বিচক্ষণ পুরুষগণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রস্বরূপ এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ভক্তিদ্বারা গুণসঙ্গ দূরীকরণ পূর্ব্বক আমার ভক্তিপথে নিযুক্ত হউক॥৩৩॥

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ॥ ৩৪॥

মুনিঃ (মননশীলঃ) অপ্রমত্তঃ (বিষয়েষু অনাসক্তঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামঃ) বিদ্বান্ (জনঃ) নিঃসঙ্গঃ (অসৎসঙ্গবিরহিতঃ সন্) মাং ভজেৎ সত্ত্বসংসেবয়া (সাত্ত্বিকব্যবহারেণ) রজঃ তমশ্চ অভিজয়েৎ॥ ৩৪॥

যাহার আপনার সেবায় শ্রদ্ধা আছে, অর্থাৎ নির্গুণ শ্রদ্ধা আছে, অথচ সাত্ত্বিকী

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধাও আছে, রাজসী অর্থাৎ কর্ম্মশ্রদ্ধা আছে, অধর্ম্মশ্রদ্ধা, অর্থাৎ পরধর্ম্মে শ্রদ্ধাও আছে, ত্বদীয় ভক্তিজন্য নিগুর্ণ সুখ আছে, এবং আত্মোত্থিত বিষয়োত্থিত ও মোহোত্থিত ত্রিগুণময় সুখও আছে, এতাদৃশ ব্যক্তি ত্বদীয় ভজনে শ্রদ্ধাবান্ হইলে, তাহার কর্ত্তব্য কি, ইহা যদি বল, তাহার উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। মননশীল বিষয়ে অনাসক্ত ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ভজনা করিবে ও সাত্ত্বিক ব্যবহার দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করিবে॥ ৩৪॥

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।
সম্পদ্যতে গুণৈর্ম্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্॥ ৩৫॥

( ততঃ ) শান্তধীঃ জীবঃ যুক্তঃ ( সন্ ) নৈরপেক্ষেণ ( উপশমাত্মকেন সত্ত্বেন ) সত্ত্বঞ্চ ( সত্ত্বগুণমপি ) অভিজয়েৎ। ( ততঃ ) গুণৈর্ম্মুক্তঃ ( সন্ ) জীবং ( জীবত্বকারণং লিঙ্গশরীরং ) বিহায় মাং সম্পদ্যতে ( প্রাপ্নোতি )। ৩৫॥

অনন্তর শান্তবুদ্ধি জীব, যোগযুক্ত হইয়া উপশমাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা সত্ত্বগুণকেও জয় করিবে। পরে গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া জীবোপাধি লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করিতে পারিবে॥ ৩৫॥

জীবো জীবেন নির্ম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরং চরেৎ॥ ৩৬॥

জীবেন ( লিঙ্গদেহেন ) আশয়সম্ভবৈঃ ( অন্তঃকরণোত্থৈঃ ) গুণৈঃ ( সত্ত্বাদিভিঃ ) নির্ম্মুক্তঃ জীবঃ ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণঃ ( সন্ ) ন বহিঃ ( প্রাকৃতশব্দাদীন্ ) ন ( বা ) আন্তরং ( শোকমোহাদিকঞ্চ ) চরেৎ ( প্রাপ্নুয়াৎ )॥ ৩৬॥

লিঙ্গশরীর হইতে ও উপাধিসম্বন্ধসম্ভূত গুণ সকল হইতে বিনির্ম্মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ আমাদ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া বাহ্যবিষয়ভোগে ও আন্তরিক শোক-দুঃখাদিতে বিচরণ করে না॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

---

# ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্‌ ॥ ১ ॥

মল্লক্ষণং (মৎস্বরূপং লক্ষ্যতে যেন তম্‌) ইমং কায়ং (নরদেহং) লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্মে (ভক্তিলক্ষণে) আস্থিতঃ (আস্থাসম্পন্নঃ সন্‌) আত্মস্থং (আত্মন্যেব নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতম্‌) আনন্দং (পরমানন্দস্বরূপং) পরমাত্মানং মাং সমুপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ১ ॥

আমার স্বরূপ অবগতির সাধনভূত মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজনাদিতে শ্রদ্ধান্বিত হইলে নিজদেহে নিয়ন্তৃরূপে বিরাজমান ও আনন্দ পরমাত্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ
বর্ত্তমানোঽপি ন পুমান্‌ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠয়া গুণময্যা জীবযোন্যা (গুণময়ী যা জীবযোনির্জীবোপাধিরবিদ্যা তয়া) বিমুক্তঃ (অতএব) অবস্তুতঃ (অবস্তুত্বেন জ্ঞায়মানত্বাৎ) দৃশ্যমানেষু মায়ামাত্রেষু (প্রাকৃতেষু ভগবৎসম্বন্ধগন্ধেনাপি রহিতেষু) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তমানোঽপি পুমান্‌ অবস্তুভিঃ (অবস্তুতুল্যৈঃ) গুণৈঃ ন যুজ্যতে (বদ্ধজীব ইব ন আসক্তো ভবতি) ॥ ২ ॥

জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা জীবযোনি অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত পুরুষ, গুণ-বিলসিত বিষয় সকলকে ত্রিগুণময় অবস্তুভূত মায়ামাত্ররূপে অবগত হইয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধবিরহিত পরিদৃশ্যমান বিষয়ভোগে রত হইয়াও অবস্তুভূত গুণগণ দ্বারা বদ্ধ-জীবের ন্যায় আসক্ত হয় না ॥ ২ ॥

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৩ ॥

শিশ্নোদরতৃপাং ( শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তি যে তেষাম্ ) অসতাং সঙ্গং ক্বচিৎ ( অপি ) ন কুর্য্যাৎ। তস্য ( একস্যাপি শিশ্নোদরতৃপঃ ) অনুগঃ (অনুসারী জনঃ) অন্ধানুগান্ধবৎ ( অন্ধম্ অনুগচ্ছতি যোঽন্ধস্তদ্বৎ ) অন্ধে তমসি ( অন্ধত্বপ্রতিপাদকে তমঃস্বরূপে মোহজালে ) পততি ॥ ৩ ॥

শিশ্নোদরপরায়ণ অসদ্গণের সঙ্গ কদাপি করিবে না। তাদৃশ বহু অসৎ ব্যক্তির সংসর্গের কথা দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির সঙ্গ করিলেও, অন্ধের অনুসরণকারী অন্ধ যেরূপ কূপাদিতে নিমগ্ন হইয়া বিপন্ন হয়, সেইরূপ সংসর্গদোষে ঘোর মোহজালে পতিত হয় ॥ ৩ ॥

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ।
উর্ব্বশীবিরহান্মুহ্যন্নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥ ৪ ॥

সম্রাট্ ( চক্রবর্ত্তী ) বৃহচ্ছ্রবাঃ ( বৃহৎ শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ ) ঐলঃ ( পুরূরবাঃ ) উর্ব্বশীবিরহাৎ ( প্রথমং ) মুহ্যন্ ( পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে তাং সমাগম্য গন্ধর্ব্বদত্তেনাগ্নিনা দেবান্ ইষ্ট্বা পুনরুর্ব্বশীলোকং প্রাপ্য ) শোকসংযমে ( শোকাপগমে সতি ) নির্বিণ্ণঃ ( সন্ ) ইমাং ( বক্ষ্যমাণাং ) গাথাম্ অগায়ত ॥ ৪ ॥

সম্রাট্ বিপুলকীর্ত্তি ঐলনামক পুরূরবা, উর্ব্বশীর বিরহে প্রথমতঃ বিমূঢ় হইয়া পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে তাহার সমাগম লাভ করিয়া গন্ধর্ব্বদত্ত অগ্নি দ্বারা সাধ্য যাগাদি সম্পাদন দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উর্ব্বশীলোক প্রাপ্ত হইয়া শোকের অপগম হইলে নিরতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এই সকল কথা গান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিহ্বলঃ ॥ ৫ ॥

আত্মানং ( প্রণয়প্রিয়ত্বাৎ আত্মস্বরূপং রাজানং ) ত্যক্ত্বা ব্রজন্তীং তাম্ ( উর্ব্বশীম্ ) উন্মত্তবৎ নগ্নঃ ( সন্ অয়ে ) জায়ে ঘোরে ( ক্রূরচিত্তে ) তিষ্ঠ ইতি বিহ্বলো বিলপন্ অন্বগাৎ ( পশ্চাৎ গতবান্ ) ॥ ৫ ॥

ঐলরাজার মোহাবস্থা বর্ণন করিতেছেন—আত্মতুল্য প্রণয়প্রিয় নৃপতিকে পরিত্যাগ করিয়া উর্ব্বশী যখন গমন করেন, তখন ঐলরাজা উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া বিহ্বলতাবশতঃ "অরে জায়ে, হে ঘোরে, তুমি গমন করিও না" ইহা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥ ৫ ॥

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ॥ ৬॥

উর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ, ( উর্ব্বশ্যা আকৃষ্টা চেতনা যস্য সঃ ) ঐলরাজঃ ক্ষুল্লকান্ ( তুচ্ছপ্রায়ান্ ) কামান্ অনুজুষন্ ( সেবমানঃ ) অতৃপ্তঃ ( সন্ ) ন যান্তীঃ আযান্তীঃ ( চ ) বর্ষযামিনীঃ ( বর্ষাণাং যামিনীঃ ) ন বেদ॥ ৬॥

ঐলরাজ অনিত্য তুচ্ছ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, অতৃপ্তিবশতঃ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক হৃতচৈতন্য হইয়া বহু সংবৎসর রাত্রি সকলের আরম্ভ ও অবসান বুঝিতে পারেন নাই॥ ৬॥

ঐল উবাচ।

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ॥ ৭॥

অহো ( আশ্চর্য্যম্ )! মে মোহবিস্তারঃ, দেব্যা ( উর্ব্বশ্যা ) গৃহীতকণ্ঠস্য কামকশ্মলচেতসঃ ( কামমুগ্ধচিত্তস্য মম ) ইমে ( অতিবাহিতাঃ ) আয়ুঃখণ্ডা ন স্মৃতাঃ ( অতিবাহিতানি আয়ুঃখণ্ডানি ময়া ন স্মৃতানি )॥ ৭॥

ইহার গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক বহুকাল উর্ব্বশী সম্ভোগের অনন্তর পরিগীত গাথাই এখন বলিতেছেন যে—ঐল কহিলেন, অহো! আমার কি মোহবিস্তারই হইয়াছিল, উর্ব্বশী কর্ত্তৃক গৃহীতকণ্ঠ ও কামোন্মত্ত হইয়া আমার আয়ুর যে কিয়দংশও অতিবাহিত হইল, তাহা আমি স্মরণও করি নাই॥ ৭॥

নাহং বেদাভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া।
মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত॥ ৮॥

অমুয়া ( উর্ব্বশ্যা বঞ্চিতঃ সন্ ) অভিনির্ম্মুক্তঃ ( ময়ি রমমাণে অস্তং গতঃ ) অভ্যুদিতো বা সূর্য্যঃ ( ইতি ন বেদ ) উত ( অপি ) বত ( খেদে ) মুষিতঃ ( চোরিতবিবেকসর্ব্বস্বঃ অতএব ) বর্ষপূগানাং ( বর্ষসমূহানাম্ ) অহানি গতানি ( ইতি ) নাহং বেদ ( নাজ্ঞাসম্ আর্ষশ্চায়ং প্রয়োগঃ )॥ ৮॥

আমি উর্ব্বশীকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যের অস্তগতি বা উদয় কিছুই বুঝিতে পারি নাই। উঃ! আরও এই এক কি শোকের বিষয় যে, আমার বহুসংবৎসর বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে, ইহা আমি একদিনও জানিতে পারি নাই॥ ৮॥

অহো মে আত্মসংমোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥ ৯ ॥

অহো ( আশ্চর্য্যম্ )! মে ( মম ) আত্মসংমোহঃ ( আত্মনো মনসঃ মোহঃ ), যেন ( মোহেন ) নরদেবশিখামণিঃ ( নরদেবানাং রাজ্ঞাং শিখায়াঃ মণিরিব ) চক্রবর্ত্তী আত্মা ( দেহঃ ) যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ ( ক্রীড়ার্থো মৃগঃ ) কৃতঃ। ৯ ॥

অহো! আমার কি আত্মবিভ্রম, যে ভ্রম হেতু নৃপবৃন্দের শিরোমণি চক্রবর্ত্তী হইয়াও একটা স্ত্রীর অধীনে তাহার ক্রীড়ামৃগস্বরূপ হইয়াছিলাম। ৯ ॥

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্ ॥ ১০ ॥

সপরিচ্ছদং ( রাজ্যাদিসহিতম্ ) ঈশ্বরং ( চক্রবর্ত্তিনম্ ) আত্মানং ( মাং ) তৃণমিব হিত্বা যান্তীং স্ত্রিয়ম্ উন্মত্তবৎ রুদন্ ( অহং ) নগ্নঃ ( সন্ ) অন্বগমম্ ( অথবা অহমুন্মত্তবৎ রুদন্ নগ্নঃ সন্ আত্মানং চক্রবর্ত্তিনম্ আত্মনশ্চক্রবর্ত্তিত্বং তৃণমিব হিত্বা যান্তীং স্ত্রিয়ম্ অন্বগমম্ ) ॥ ১০ ॥

যে হেতু নৃপবৃন্দের শিরোমণি স্বরূপ যে আমি, আমাকে এই ঐশ্বর্য্যপরিচ্ছদাদির সহিত তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছে যে স্ত্রী তাহার নিমিত্তই রোদন করিতে করিতে, উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া অনুগমন করিয়াছিলাম। অথবা আমি এই রাজ্যপরিচ্ছদাদির সহিত আপনার চক্রবর্ত্তিত্বকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছবুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া রোদন করিতে করিতে গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম ॥ ১০ ॥

কুতস্তস্যানুভাবশ্চ তেজ ঈশিত্বমেব বা।
যোহন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ ॥ ১১ ॥

তস্য ( পূর্ব্বোক্তস্বভাবস্য মম ) অনুভাবঃ তেজঃ ঈশিত্বং ( সর্ব্বজননিয়ন্তৃত্বম্ ) এব বা কুতঃ, যঃ অহং পাদতাড়িতঃ ( সন্ ) খরবৎ ( গর্দ্দভ ইব অথবা খর ইব খরবৎ স্ত্রৈণঃ সঃ ইব ) যান্তীং স্ত্রিয়ম্ অন্বগচ্ছম্ ॥ ১১ ॥

সেই পূর্ব্বোক্তস্বভাবসম্পন্ন যে আমি, আমার অনুভাবই কোথায়, তেজঃ ও প্রভুত্বই বা কোথায়, যে আমি পদাহত হইয়াও গর্দ্দভের ন্যায়, অর্থাৎ গর্দ্দভ যেমন পদাহত হইয়াও আঘাতকারী ব্যক্তির অনুসরণ করে সেইরূপ, অনুসরণ করিয়াছিলাম।

অথবা গর্দ্দভবৎ যে স্ত্রৈণপুরুষ তাহার ন্যায় গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা ।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ১২ ॥

স্ত্রীভিঃ যস্য মনঃ হৃতং ( তস্য ) বিদ্যয়া ( শাস্ত্রজ্ঞানেন ) কিং, তপসা ( স্বধর্ম্মেণ ) কিং, ত্যাগেন ( সন্ন্যাসেন ) কিং, শ্রুতেন ( শাস্ত্রশ্রবণেন বা ) কিং, বিবিক্তেন ( বিজনস্থানবাসেন ) মৌনেন ( বাঙ্নিয়মেন বা ) কিং, ( সর্ব্বং ব্যর্থমেব ) ॥ ১২ ॥

স্ত্রীকর্ত্তৃক যাহার মন অপহৃত হয়, তাহার আর বিদ্যা ও তপস্যাদি দ্বারা কি হইতে পারে ? স্ত্রীজিত ব্যক্তির বিদ্যা, তপস্যা, দান, অধ্যয়ন, সন্ন্যাস, নির্জ্জনবাস বা মৌনাবলম্বন, সকলই ব্যর্থ ॥ ১২ ॥

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্ ।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥

যোঽহম্ ঈশ্বরতাং ( সর্ব্বজননিয়ন্তৃত্বং ) প্রাপ্য ( অপি ) গোখরবৎ ( গাবঃ খরাশ্চ তদ্বৎ অথবা গোষু খরঃ শ্রেষ্ঠঃ বৃষভ ইব ) স্ত্রীভিঃ জিতঃ, ( তং ) স্বার্থস্য অকোবিদম্ ( অজ্ঞাতারং ) মূর্খং পণ্ডিতমানিনং মাং ধিক্ ॥ ১৩ ॥

যে আমি, প্রভুত্ব লাভ করিয়াও গো ও গর্দ্দভের ন্যায় অথবা গোশ্রেষ্ঠ বৃষভের ন্যায় ( বৃষভ অত্যন্ত বলশালী হইয়াও যেমন স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত হয় সেইরূপ ) স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, স্বার্থজ্ঞানশূন্য মূর্খ ও পণ্ডিতাভিমানী সেই আমাকে ধিক্ ॥ ১৩ ॥

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্ব্বশ্যা অধরাসবম্ ।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥ ১৪ ॥

বর্ষপূগান্ ( বর্ষাণাং পূগান্ সমূহান্ ) উর্ব্বশ্যাঃ অধরাসবং ( অধরসুধাম্ ) সেবতঃ ( নিরন্তরং সেবমানস্য ) মে ( মম ) আত্মভূঃ ( মনসি পুনঃ পুনরুদ্ভবন্ ) কামঃ যথা আহুতিভির্বহ্নিঃ ( ন তৃপ্যতি তথা ) ন তৃপ্যতি ( তৃপ্তো ন ভবতি কিন্তু বৃদ্ধিমেবাধিগচ্ছতি ) ॥ ১৪ ॥

বহুকাল উর্ব্বশীর অধরসুধা নিরন্তর পান করিয়াও আহুতি দ্বারা অগ্নির ন্যায় আমার কামের তৃপ্তি হইল না, বরং আরও পরিবর্দ্ধিতই হইল। ১৪

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোহন্যন্মোচয়িতুং ক্ষমঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥ ১৫ ॥

আত্মারামেশ্বরম্ ( আত্মনি রমন্তে যে তে আত্মারামাঃ মুনয়ঃ তেষাম্ ঈশ্বরং পরমেশ্বরং ) ভগবন্তম্ অধোক্ষজং ( অধোঽক্ষম্ ঐন্দ্রিয়কং জ্ঞানং যস্মাৎ তম্ ) ঋতে ( বিনা ) পুংশ্চল্যা ( কুলটয়া ) অপহৃতং চিত্তম্ অনু পশ্চাৎ মোচয়িতুম্ অন্যঃ কঃ ক্ষমঃ ( সমর্থঃ, ন কোঽপি ) ॥ ১৫ ॥

তবে এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক মোচিত হইয়া উর্ব্বশীসম্ভোগে বিরত হইয়াছ, ইহাতে বলিতেছেন—আত্মারাম যে মুনিগণ তাঁহাদিগের ঈশ্বর ভগবান বিষ্ণু ব্যতিরেকে পুংশ্চলী কর্ত্তৃক অপহৃত চিত্তকে পশ্চাৎ প্রত্যাবৃত্ত করিতে আর কে সমর্থ, কেহই নহে ; অতএব অন্যদেবতার উপাসনায় বহুদুঃখ ভোগ করিয়া এক্ষণে সেই ভগবান বিষ্ণুর আরাধনাতেই নিরত হইব ॥ ১৫ ॥

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্ম্মতেঃ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

দেব্যা ( উর্ব্বশ্যা ) সূক্তবাক্যেন (যথার্থবাক্যেন ) বোধিতস্যাপি দুর্ম্মতেঃ অজিতাত্মনঃ মে ( মম ) মনোগতঃ মহামোহঃ ন অপযাতি ॥ ১৬ ॥

সেই উর্ব্বশীর উপদেশে বৈরাগ্য নিবন্ধনই যে আমার মোহজাল ধ্বংস হইয়াছে, তাহা নহে ; কারণ, আমি অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতি ; উর্ব্বশী কর্ত্তৃক যথার্থ বাক্য দ্বারা বারংবার বোধিত হইয়াও আমার মনোগত মহামোহ অপগত হয় নাই ॥ ১৬॥

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

এতয়া ( উর্ব্বশ্যা ) নঃ ( অস্মাকং ) কিম্ অপকৃতং ( ন কিঞ্চিদপি ) স্বরূপাবিদুষঃ ( ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টরজ্জুপদার্থস্য যথার্থজ্ঞানরহিতস্য সর্পচেতসঃ ( সর্পঃ চেতসি যস্য তস্য ) দ্রষ্টুঃ রজ্জ্বা বা ( কিম্ অপকৃতং ন কিমপি ) যৎ ( যস্মাৎ ) যঃ অহম্ ( এব ) অজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বে, পুংশ্চলী আমার চিত্ত অপহরণ করিয়াছিল, এই প্রকার উক্তি দ্বারা উর্ব্বশীর দোষ প্রকাশ করিয়া, এক্ষণে অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত আমারই দোষ, উর্ব্বশীর নহে, ইহাই বলিতেছেন, যে—উর্ব্বশীই বা আমার কি অপকার করিল, চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট রজ্জু

প্রভৃতির স্বরূপ না জানিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে সর্প দেখে, রজ্জু তাহার কি অপকার করে, সে নিজ দোষেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত ভীত হয়, সুতরাং উর্ব্বশীর কোন দোষ নাই; যে হেতু আমিই অজিতেন্দ্রিয়, ইহা অজিতেন্দ্রিয়তা প্রযুক্ত আমারই দোষ ॥১৭॥

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ১৮ ॥

অয়ং দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকঃ (দৌর্গন্ধ্যাদিঃ আত্মা স্বভাবো যস্য সঃ) মলীমসঃ কায়ঃ ক. সৌমনস্যাদ্যাঃ (সুমনসামিদং সৌমনস্যম্ আদ্যং যেষাং তে পুষ্পাণামিব সৌরভ্য-সৌকুমার্য্যাদয়ঃ) গুণাঃ ক (এতেষাং মহৎ অন্তরম। কিন্তু অয়ম্) অধ্যাসঃ (তস্যাং হাবভাবহেলাদীনাম্ আরোপঃ) অবিদ্যয়া (হেতুভূতয়া মযৈব) কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

তথাপি সৌন্দর্য্য ও প্রেমাদিগুণ দ্বারা উর্ব্বশীই মোহের মূল, এই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—কোথায় বা স্বভাবতঃ মলযুক্ত দুর্গন্ধাত্মক অশুচি এই শরীর, আর কোথায় বা পুষ্পতুল্য সৌরভ্য সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্যাদি গুণ, ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ অত্যন্ত অসম্ভব। তবে সেই উর্ব্বশীতে যে হাব ভাব সৌন্দর্য্যাদির অনুভব, তাহা অবিদ্যা নিবন্ধন আমারই মনের কল্পনা মাত্র ॥ ১৭ ॥

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্য্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে। ১৯ ॥

(স্বজন্যপুত্রাদিদেহে) পিত্রোঃ (মাতাপিত্রোঃ) কিং স্বং (স্বত্বং) জনকত্ব-মাত্রং নান্যৎ) স্বামিনঃ ভার্য্যায়াঃ (ভোগপ্রদত্বমাত্রম্) অগ্নেঃ (অন্ত্যেষ্টিসম্পাদকত্ব-মাত্রং) শ্বগৃধ্রয়োঃ (ভক্ষ্যত্বমাত্রম্) আত্মনঃ (স্বাশ্রয়ীভূতদেহে) কিং (তজ্জন্য-ধর্ম্মাধর্ম্মভাগিত্বমাত্রং) সুহৃদাং কিম্ (উপকারিত্বমাত্রম্) ইতি (এতৎ সর্ব্বং) যঃ ন অবসীয়তে (নিশ্চেতুং ন শক্নোতি স এব মুগ্ধঃ) ॥ ১৯ ॥

পুত্রাদির দেহে পিতামাতারই বা কি সত্ব আছে? তাহাতে পিতা মাতার কেবল জনকত্বমাত্র। ভার্য্যার স্বামির সম্বন্ধে ভোগপ্রদত্ব মাত্র। অগ্নির অন্ত্যেষ্টি সম্পাদকত্ব মাত্র। কুক্কুর ও গৃধ্রের ভক্ষ্যত্বমাত্র। আত্মার কেবল শরীরজন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাগিত্বমাত্র। সুহৃদগণের উপকারিতা মাত্র। বস্তুতঃ শরীরাদি জড় পদার্থে কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সকলই মনঃকল্পিত। ইহা যিনি নিশ্চয় করিতে না পারেন, তিনিই মোহ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৯ ॥

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

( লোকঃ স্ত্রিয়াঃ ) তুচ্ছনিষ্ঠে ( তুচ্ছা কৃমিবিড্ভস্মলক্ষণা নিষ্ঠা অন্তো যস্য তথাবিধে অতএব) অমেধ্যে ( অপবিত্রে ) কলেবরে বিসজ্জতে ( বিপর্য্যাসবুদ্ধ্যা অনুভবতি। অনুভবপ্রকারস্তু ) অহো ! স্ত্রিয়াঃ সুভদ্রং ( সুশোভনং ) সুনসং ( শোভনা নাসিকা যত্র তৎ ) সুস্মিতঞ্চ ( শোভনং স্মিতম্ ঈষদ্ধাস্যং যত্র তৎ চ) মুখম্ ( ইতি )॥ ২০ ॥

কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম বা ক্লেদ যাহার পরিণাম, অমেধ্য অতি তুচ্ছ স্ত্রীর সেই কলেবরে, অহো ! কি সৌন্দর্য্য, কি নাসিকা, কিবা মুখশ্রী, এইরূপ অনুভব করিয়া, ভ্রম প্রযুক্ত স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয় ॥ ২০ ॥

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥ ২১ ॥

ত্বঙমাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ ( ত্বগাদীনাং সংহতৌ সংঘাতে ) বিণ্মূত্রপূয়ে ( বিষ্ঠামূত্রময়ে দেহে ) রমতাং ( রমমাণানাং মাদৃশাং বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং ) কৃমীণাম্ অন্তরং কিয়ৎ ( ভেদঃ কঃ ) ॥ ২১ ॥

ত্বক্ মাংস রক্ত শিরা মেদ মজ্জা অস্থিসমূহ এবং বিষ্ঠামূত্রের আধারস্বরূপ এই দেহে যে ব্যক্তি রমণ করে, কৃমিগণের সহিত তাহার আর প্রভেদ কি ? ॥ ২১ ॥

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥ ২২ ॥

অর্থবিৎ ( অর্থং পরমার্থং বেত্তি যঃ সঃ অর্থবিৎ বিবেকী ) অথাপি ( অতএব ) স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চ ন উপসজ্জেত ( অবলোকনাদিনাপি সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ; যতঃ ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ ( বিষয়েষু রূপাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং সম্বন্ধাদেব ) মনঃ ক্ষুভ্যতি, অন্যথা ন ॥ ২২ ॥

বিবেকী ব্যক্তি এই প্রকার অবগত হইয়া স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রীজিত পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়েন না ; যে হেতু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয়, তদ্ভিন্ন হয় না ॥ ২২ ॥

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্ন ভাব উপজায়তে।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

অদৃষ্টাৎ ( দৃষ্ট্যগোচরাৎ ) অশ্রুতাৎ ( চ ) ভাবাৎ ( পদার্থাৎ ) ভাবঃ ( মনঃ-ক্ষোভঃ ) ন উপজায়তে। প্রাণান্ অসংপ্রযুঞ্জতঃ ( নিযচ্ছতো জনস্য ) মনঃ স্তিমিতং ( নিশ্চলং সৎ ) শাম্যতি ॥ ২৩ ॥

দর্শন শ্রবণাদি ভিন্ন মনের ক্ষোভ কখনই জন্মে না। অতএব যিনি ইন্দ্রিয়গণকে দর্শন শ্রবণাদি হইতে বিরত করিয়াছেন, তাঁহারই মন নিশ্চলরূপে শান্ত হয় ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাঞ্চাপ্যবিশ্রব্ধঃ যড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ ( সঙ্গস্যৈব অনর্থহেতুত্বাৎ ) স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চ ইন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ। যড়্বর্গঃ ( ষণ্ণাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বর্গঃ ) বিদুষাঞ্চাপি অবিশ্রব্ধঃ ( অবিশ্বসনীয়ঃ )। উ ( ভোঃ ) মাদৃশাং কিমু ( অজিতেন্দ্রিয়াণাং মাদৃশাং বার্ত্তা তু সুদূরপরাহতৈব ) ॥ ২৪ ॥

অতএব স্ত্রী ও স্ত্রৈণের সহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সঙ্গ করিবে না। যে হেতু জ্ঞানি-দিগেরও ইন্দ্রিয়বর্গের উপর বিশ্বাস নাই। অজিতেন্দ্রিয় আমাদিগের আর তদ্বিষয়ে কথা কি ? ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং প্রগায়ন্নৃপদেবদেবঃ স উর্ব্বশীলোকমথো বিহায়।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বা উপারমজ্জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥ ২৫ ॥

অথ ( বৈরাগ্যানন্তরং ) সঃ নৃপদেবদেবঃ ( নৃপেষু দেবেষু চ দীব্যতি যঃ সঃ ) এবম্ ( উক্তপ্রকারাং গাথাং ) প্রগায়ন্ ( সন্ ) উর্ব্বশীলোকং বিহায় আত্মনি ( স্বস্মিন্ মনসি ) বা ( প্রেমাস্পদং ) মাম্ অবগম্য জ্ঞানবিধূতমোহঃ ( জ্ঞানাৎ পূর্ব্বমেব বিধূতো মোহো যস্য তথাবিধঃ সন্ ) উপারমৎ ( শরীরং তত্যাজ ) ॥ ২৫ ॥

ভগবান কহিলেন, সেই নৃপদেবশিখামণি ঐলরাজ এই গাথা উচ্চারণ করিতে করিতে উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে আত্মরূপে আমাকে অবলোকন পূর্ব্বক জ্ঞানাস্ত্র দ্বারা মোহজাল ধ্বংস করিয়া উপরত হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ ( যতঃ সঙ্গত্যাগেন পুরূরবাঃ কৃতার্থো বভূব ততো হেতোঃ ) বুদ্ধিমান্ ( জনঃ ) দুঃসঙ্গম্ উৎসৃজ্য ( ত্যক্ত্বা ) সৎসু সজ্জেত ( আসক্তো ভবেৎ )। সন্তঃ ( সাধবঃ )

এব অস্য ( দুঃসঙ্গাভিভূতস্য জনস্য ) উক্তিভিঃ ( হিতোপদেশৈঃ ) মনোব্যাসঙ্গং ( মনসঃ অসদ্বিষয়াসক্তিং ) ছিন্দন্তি ॥ ২৬ ॥

যে হেতু পুরূরবা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ দ্বারা কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছিলেন, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন। কারণ সাধুগণই হিতোপদেশ দ্বারা মনের দুরভিলাস দূরীকরণে সমর্থ হয়েন ॥ ২৬ ॥

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

( যতঃ ) মচ্চিত্তাঃ ( ময়ি চিত্তং যেষাং তে মষ্যর্পিতধিয়ঃ অতঃ) প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ( সর্ব্বভূতেষু সমজ্ঞানসম্পন্নাঃ ) অনপেক্ষাঃ ( নাস্তি অপেক্ষা ব্যক্ত্যন্তরসাহায্যং যেষাং তে ) নির্ম্মমাঃ ( মমকারবিরহিতাঃ ) নিরহঙ্কারাঃ ( অহঙ্কারশূন্যাঃ ) নির্দ্বন্দ্বা ( দ্বন্দ্বধর্ম্মবিরহিতাঃ ) নিষ্পরিগ্রহাশ্চ সন্তঃ সাধবো ভবন্তি ॥২৭।

সাধুর লক্ষণ এই যে, মদ্গতচিত্ততা নিবন্ধন যাঁহারা প্রশান্ত, সমদর্শী, নিরপেক্ষ, নিরহঙ্কার, মমতাশূন্য, দ্বন্দ্বধর্ম্মবিরহিত ও নিষ্পরিগ্রহ, তাঁহারাই সাধু ॥ ২৭ ॥

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥ ২৮ ॥

( হে ) মহাভাগ, মহাভাগেষু নিত্যং ( সর্ব্বদা ) মৎকথাঃ সম্ভবন্তি। তাঃ ( কথাঃ ) জুষতাং ( মৎপ্রসঙ্গং সেবমানানাং ভক্তানাং ) হি ( নিশ্চিতম্ অথবা হিতাঃ সত্যঃ ) অঘং নৃণাম্ ( দুষ্কৃতং ) প্রপুনন্তি ॥২৮॥

হে মহাভাগ উদ্ধব, সেই মহাভাগ সাধুগণের নিকটে মদীয় কথা সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, এবং ঐ কথা শ্রুতিগোচর হইলে, শ্রবণেচ্ছু ভক্তগণের হিতকর হইয়া, পাপমোচন করে ॥২৮।

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ২৯ ॥

মৎপরাঃ ( অহমেব পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টবস্তু যেষাং তে ), শ্রদ্দধানাশ্চ যে ( জনাঃ )

আদৃতাঃ ( মৎকথাবিষয়কমাদরণম্ আদৃতিঃ সা বিদ্যতে যেষাং তথাবিধাঃ সন্তঃ ) তাঃ ( সাধুজনসমুচ্চরিতাঃ কথাঃ ) শৃণ্বন্তি গায়ন্তি অনুমোদন্তি চ তে ( জনাঃ ) ময়ি ( মদ্বিষয়িণীঃ ) ভক্তিং বিন্দন্তি (লভন্তে)। অনন্তগুণে ( অপরিচ্ছিন্নপ্রভাবে ) আনন্দানুভবাত্মনি ( আনন্দস্য অনুভবঃ আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মিন্ ) ব্রহ্মণি ময়ি ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ অন্যৎ কিম্ অবশিষ্যতে ( ন কিমপি ) ॥ ২৯ ॥

মৎপরায়ণ শ্রদ্ধাশীল যে ব্যক্তিগণ আদরের সহিত সেই কথা শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অনুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তিলাভ করে। আমি অপরিচ্ছিন্নপ্রভাব সর্ব্বভূতের হৃদয়ানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম, অতএব যে সাধু ব্যক্তি আমাতে ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার আর অন্য অবশিষ্ট কি আছে ? ॥ ২৯ ॥

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্ ।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ৩০ ॥

যথা ভগবন্তং বিভাবসুং ( অগ্নিম্ ) উপশ্রয়মাণস্য ( সেবমানস্য জনস্য ) শীতং ( ব্যাঘ্রচৌরাদিজং ) ভয়ং, তমঃ, ( অন্ধকারশ্চ ) অপ্যেতি ( নশ্যতি ), তথা সাধূন্ সংসেবতঃ ( জনস্য কর্ম্মাদিজাতম্ আগামিসংসারভয়ং সংসারমূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতি )॥৩০॥

ভগবান্ অগ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে, যেমন শীত অন্ধকার ও ব্যাঘ্রচৌরাদি জন্য ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুকে আশ্রয় করিলে, কর্ম্মজাত আগামি সংসারভয় ও সংসারমূলক অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩০ ॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্ ।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥ ৩১ ॥

ঘোরে ( অতিভয়ানকে ) ভবাব্ধৌ নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ( নীচোচ্চযোনীর্গচ্ছতাং জনানাম্ ) অপ্সু মজ্জতাং ( জলমগ্নানাং ) দৃঢ়া নৌরিব শান্তাঃ ব্রহ্মবিদঃ সন্তঃ (সাধবঃ) পরমায়ণং ( পরমাশ্রয়ঃ ) ॥ ৩১ ॥

এই ভয়ানক সংসারসমুদ্রে অনবরত উচ্চ নীচ যোনি প্রাপ্ত হইতেছে যে সকল ব্যক্তি, তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রশান্ত অন্তঃকরণ ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণ, জলমগ্ন ব্যক্তির সুদৃঢ় নৌকার ন্যায় পরম আশ্রয় স্বরূপ হয়েন ॥ ৩১ ॥

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ৩২ ॥

হি ( যথা ) প্রাণিনাম্ অন্নম্ ( এব ) প্রাণঃ (জীবনম্ ), আর্ত্তানাম্ ( অনাথানাম্ ) অহং শরণং ( রক্ষকঃ, যথাচ ) প্রেত্য ( মৃত্বা কালপাশাদ্বিভ্যতাং ) নৃণাং ধর্ম্ম ( এব ) বিত্তং ধনং, ( তথা ) সন্তঃ ( সাধব এব ) অর্বাক্ ( সংসারপতনাৎ ) বিভ্যতঃ (পুংসঃ ) অরণং ( শরণম্ ) ॥ ৩২ ॥

যেমন অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণ, ও যেমন আমি অনাথ ব্যক্তিগণের রক্ষক, এবং যেমন ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের পর কালের ধন, তদ্রূপ সংসার পতনে ভীত ব্যক্তিদিগের সাধুগণই পরম রক্ষক ॥ ৩২ ॥

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৩৩ ॥

সন্তঃ ( এব ) বহিঃ সমুত্থিতঃ অর্কঃ ( ইব অভ্যন্তরে মাং সাক্ষাৎ দর্শয়িতুং ) চক্ষূংষি দিশন্তি ( দদতি, অতঃ ভক্তিমার্গচারিণাং ) সন্তঃ এব দেবতা ( সন্ত এব ) বান্ধবাঃ ( সন্ত এব ) চ আত্মা ( প্রেমাস্পদং ) সন্তঃ এব অহম্ ॥ ৩৩ ॥

সাধুগণই বহির্ভাগে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় আমার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত স্বরূপ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব ভক্তিমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিগণের সাধুগণই দেবতা, সাধুগণই বান্ধব, সাধুগণই আত্মরূপ পরম প্রিয় পদার্থ এবং সাধুগণ আমা অপেক্ষায় অভিন্ন ॥ ৩৩ ॥

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্ব্বশ্যালোকনিস্পৃহঃ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ ॥ ৩৪ ॥

বৈতসেনঃ ( বীতা স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত্যা বৈরূপ্যং প্রাপ্তা সেনা যস্য সঃ বীতসেনঃ সুদ্যুম্নঃ তস্য পুত্রঃ বৈতসেনঃ পুরূরবাঃ ) এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) উর্ব্বশ্যালোকনিস্পৃহঃ ( উর্ব্বশ্যা লোকাৎ স্থানাৎ অবলোকনাদ্বা নিস্পৃহঃ ) ততোঽপি ( সৎসঙ্গাদপি হেতোঃ ) মুক্তসঙ্গঃ ( সন্ ) আত্মারামঃ ( ভূত্বা ) এতাং মহীং চচার ॥ ৩৪ ॥

পুরূরবা ঐল এইরূপে উর্ব্বশীর স্থান বা সন্দর্শন হইতে নিস্পৃহ হইয়া এবং

সৎসঙ্গ নিবন্ধন আত্মারাম ও মুক্তসঙ্গ হইয়া এই ধরা মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
ঐলগীতং ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

# সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো।
যস্মাত্ত্বাং যে যথার্চ্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥ ১ ॥

(হে) সাত্বতর্ষভ, (সন্তো ভক্তা এব স্ববিভূতিত্বেন বর্ত্তন্তে যস্য সঃ সত্বান্ বিষ্ণুঃ স এব ভজনীয়ো যেষাং তেষাম্ ঋষভ শ্রেষ্ঠ হে) প্রভো, যে সাত্বতাঃ (সাৎ পরমাত্মা সঃ সেব্যতয়া অস্ত্যেষাম্ ইতি বা সাত্বন্তঃ তে এব সাত্বতাঃ ভক্তাঃ) যস্মাৎ (হেতোঃ) যথা (যেন রূপেণ) ত্বাম্ অর্চ্চন্তি (তথা) ভবদারাধনং (ভবদারাধনস্বরূপং) ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব (উপদিশ) ॥ ১ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে প্রভো, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ, (হে বিষ্ণুভক্তজনাশ্রয়), ভক্তেরা আপনাকে যে নিমিত্ত যে প্রকারে অর্চ্চনা করেন, সেই সকল প্রকার আপনার আরাধনারূপ ক্রিয়াযোগ আমাকে উপদেশ করুন ॥ ১ ॥

এতদ্বদন্তি মুনয়ো মুহু র্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্য্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥ ২ ॥

নারদঃ, ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) ব্যাসঃ, অঙ্গিরসঃ সুতঃ (বৃহস্পতিঃ) আচার্য্যঃ মুনয়ঃ (চ) এতৎ (ত্বদর্চ্চনং নৃণাং মুহু র্ভূয়োভূয়ঃ নিঃশ্রেয়সং বদন্তি ॥ ২ ॥

নারদ, ভগবান্ ব্যাস, বৃহস্পতি, ও অন্যান্য আচার্য্যগণ এবং মুনিগণ বারংবার আপনার অর্চ্চনাকে মনুষ্যদিগের নিঃশ্রেয়সস্বরূপ বলিয়া উৎকীর্ত্তন করিয়াছেন। ২॥

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ ॥ ৩ ॥

ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা) তে (তব) মুখাম্ভোজাৎ নিঃসৃতং যৎ (ত্বদর্চ্চনং) ভৃগুমুখ্যেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ আহ (উপদিষ্টবান্) ভগবান্ ভবশ্চ দেব্যৈ (পার্ব্বত্যৈ) আহ ॥ ৩ ॥

আপনার মুখপদ্মবিনির্গলিত ভবদীয় আরাধনাসম্বন্ধীয় যে সকল বাক্য ভগবান্

ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি পুত্রগণকে এবং ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীকে উপদেশ দিয়া ছিলেন ॥ ৩ ॥

এতদ্ধি সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥ ৪ ॥

(হে) মানদ, এতৎ (ভবদারাধনং) সর্ব্ববর্ণানাং (সর্ব্বেষাম্) আশ্রমাণাঞ্চ সম্মতং শ্রেয়সাম্ উত্তমং মন্যে ॥ ৪ ॥

হে মানদ, আমি এই ভবদীয় আরাধনাকে সর্ব্ববর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমের সম্মত ও স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই নিঃশ্রেয়স সাধন বলিয়া মনে করি ॥ ৪ ॥

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্ম্মবন্ধবিমোক্ষণম্।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥ ৫ ॥

(হে) কমলপত্রাক্ষ, (কমলপত্রে ইব অক্ষিণী যস্য, পদ্মপত্রায়তেক্ষণ), (হে) বিশ্বেশ্বরেশ্বর, (বিশ্বেশ্বরাণাং মহাপুরুষাদীনামপীশ্বর), কর্ম্মবন্ধবিমোক্ষণং (কর্ম্মবন্ধস্য বিমোক্ষণং যস্মাৎ তৎ) এতৎ (ভবদারাধনম্) অনুরক্তায় ভক্তায় চ (মহ্যং) ব্রূহি ॥ ৫ ॥

হে কমলপলাশলোচন, হে বিশ্বেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, কর্ম্মবন্ধমোচনের উপায়স্বরূপ আপনার আরাধনার বিবরণ অনুরক্ত ভক্ত যে আমি আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।
নহ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৬ ॥

(হে) উদ্ধব, অনন্তপারস্য (নাস্তি অন্তঃ শাস্ত্রতঃ পারং বা অনুষ্ঠানতো যস্য তস্য মদর্চ্চনরূপস্য) কর্ম্মকাণ্ডস্য হি (নিশ্চিতম্) অন্তো নাস্তি, (অতঃ) অনুপূর্ব্বশঃ যথাবৎ সংক্ষিপ্তং (যথা স্যাৎ তথা) বর্ণয়িষ্যামি ॥ ৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব, আমার আরাধনা স্বরূপ কর্ম্মকাণ্ড, অসীম ও অপার, ইহার অন্ত নাই, অতএব আনুপূর্ব্বিক ক্রমে যথাবৎ সংক্ষেপে বর্ণন করিব ॥ ৬ ॥

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

বৈদিকঃ ( বেদোক্ত এব মন্ত্রঃ অঙ্গানি চ যস্মিন্ সঃ ) তান্ত্রিকঃ ( তন্ত্রোক্ত এব মন্ত্রঃ অঙ্গানি চ যস্মিন্ সঃ ) ( মিশ্রঃ ( উভয়োক্তমন্ত্রাদিকঃ ) ইতি ত্রিবিধঃ মে ( মম ) মখঃ ( আরাধনম্ )। ত্রয়াণাং ( মধ্যে স্বস্বাধিকারপ্রাপ্ততয়া তত্রাপি স্বশ্রদ্ধানুসারেণ ) ঈপ্সিতেনৈব ( যদীপ্সিতং তেনৈব ) বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

কেবল বেদোক্ত, কেবল তন্ত্রোক্ত, ও উভয় মিশ্রিত, আমার আরাধনা এই তিন প্রকার। এই তিনের মধ্যে স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার না থাকায়, তাহারা পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত বিধির মধ্যে যাহা অভিলষিত হয় তদ্দ্বারা এবং স্ত্রী শূদ্র ভিন্ন ব্যক্তি ঐ তিনের মধ্যে যে বিধি অভিমত হয় তাহা দ্বারাই আমার অর্চ্চনা করিবে ॥ ৭ ॥

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ৈতন্নিবোধ মে ॥ ৮ ॥

যদা ( গর্ভাষ্টমৈকাদশদ্বাদশাব্দিককালে ) স্বনিগমেন ( স্বাধিকারপ্রবৃত্তেন বেদেন ) উক্তং দ্বিজত্বম্ ( উপনয়নং ) প্রাপ্য পুরুষঃ যথা ( যেন প্রকারেণ ) শ্রদ্ধয়া ( বিশ্বাসেন ) ভক্ত্যা ( আদরেণ ) মাং যজেত এতৎ ( মম পূজাস্বরূপং ) নিবোধ ( সাবধানং ) শৃণু ) ॥ ৮

যদা ত্রৈবর্ণিক পুরুষ, যথাকালে নিজশাখোক্ত-দ্বিজত্ব অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে যে রূপে আমার অর্চ্চনা করিবে, তাহা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥ ৯ ॥

( স্বশক্ত্যনুসারেণ ) অর্চ্চায়াং ( প্রতিমাদৌ ) স্থণ্ডিলে ( মন্ত্রাদিনা সংস্কৃতে ভূভাগে) অগ্নৌ বা ( অথবা ) সূর্য্যে বা অপ্সু ( অথবা ) হৃদি দ্বিজঃ ( ত্রৈবর্ণিকঃ ) ভক্তিযুক্তঃ ( সন্ ) দ্রব্যেণ ( যথাশক্তি আয়োজিতেন) অমায়য়া স্বগুরুং মাম্ অর্চ্চেৎ ॥ ৯ ॥

যথাসাধ্য প্রতিমাতে বা শালগ্রামে অথবা বেদি প্রভৃতি মন্ত্রাদিসংস্কৃত ভূমিতে বা অগ্নিতে বা সূর্য্যে অথবা জলে অথবা হৃদয়ে ত্রৈবর্ণিক পুরুষ ভক্তিযুক্ত হইয়া

যথাশক্তি আয়োজিত দ্রব্য দ্বারা অকপটে স্বীয় গুরুস্বরূপ আমাকে অর্চ্চনা করিবে। ৯॥

পূর্ব্বং স্নানঞ্চ কুর্ব্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্ম্মৃদ্‌গ্রহণাদিভিঃ॥ ১০॥

অঙ্গশুদ্ধয়ে (অঙ্গশুদ্ধ্যর্থং) ধৌতদন্তঃ (সন্) পূর্ব্বং স্নানং কুর্ব্বীত (ততঃ) উভয়ৈঃ (বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈশ্চ) মন্ত্রৈঃ মৃদ্‌গ্রহণাদিভিঃ স্নানঞ্চ (কুর্য্যাৎ)॥ ১০॥

প্রথমতঃ দন্তধাবন পূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধির নিমিত্ত একবার স্নান করিবে, পরে বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণ, গঙ্গাদি স্মরণ, তীর্থার্ঘ্য সমর্পণ, ও অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে॥ ১০॥

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সংকল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্॥১১॥

(যস্য যানি) সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি (সন্ধ্যোপাসনাদীনি কর্ম্মাণি) বেদেন আচোদিতানি (বিহিতানি) তৈঃ (সহ নতু তানি পরিত্যজ্য) সম্যক্‌সংকল্পঃ (সম্যক্ পরমেশ্বরবিষয় এব সংকল্পো যস্য তথাভূতঃ সন্) কর্ম্মপাবনীং (কর্ম্ম-নির্হারিণীং) মে (মম) পূজাং কল্পয়েৎ॥ ১১॥

যাহার সম্বন্ধে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্য বেদাদিতে উক্ত আছে, সেই সকল নিত্য কার্য্য সমাপন করিয়া পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তি সহকারে নিষ্কর্ম্মতা লাভের উপায়স্বরূপ মদীয় পূজার সঙ্কল্প করিবে॥ ১১॥

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ ১২॥

শৈলী (শিলাময়ী) দারুময়ী (কাষ্ঠময়ী) লৌহী (সুবর্ণাদিধাতুময়ী) লেপ্যা (মৃচ্চন্দনাদিময়ী) লেখ্যা (চিত্রপটময়ী) সৈকতী (বালুকাময়ী নিষ্কামাণাং) মনোময়ী মণিময়ী, (এবং) অষ্টবিধা প্রতিমা স্মৃতা॥ ১২॥

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা (মৃত্তিকাচন্দনাদিনির্ম্মিতা), লেখ্যা (চিত্রপটাদিলিখিতা), বালুকাময়ী, মণিময়ী ও নিষ্কামব্যক্তিগণের মনোময়ী, এই আটপ্রকার আমার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া থাকে॥ ১২॥

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে ॥ ১৩ ॥

চলা অচলা ইতি (অনেন প্রকারেণ) দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা (প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা প্রতিমা) জীবমন্দিরং (সর্বজীবানাম্ আশ্রয়স্য ভগবতো মন্দিরং ভবতি। তত্র) স্থিরায়াম্ অর্চ্চনে উদ্বাসাবাহনে (উদ্বাসঃ বিসর্জনঞ্চ আবাহনঞ্চ তে) ন স্তঃ ॥ ১৩ ॥

চলা ও অচলা এই দুই প্রকার প্রতিমাই পরমেশ্বরের মন্দির স্বরূপ। তাহার মধ্যে স্থিরা অর্থাৎ নিত্যস্থায়িত্বরূপে যাহার আবাহন করা হয়, সেই প্রতিমার অর্চ্চনাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই ॥ ১৩।

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্।
স্নপনন্ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্ ॥ ১৪ ॥

অস্থিরায়াং (প্রতিমায়াং) বিকল্পঃ (কচিদস্তি কচিন্নাস্তি সা যদি কতিচিদ্দিনানি স্থিরা স্যাৎ তদা মধ্যে যত্তদর্চ্চনং তত্র আবাহনং বিসর্জ্জনঞ্চ নাস্তি) স্থণ্ডিলে তু (একদিনমাত্রনিষ্পন্নার্চ্চনকযজ্ঞভূমিসংস্থাপিতপ্রতিমাদৌ) দ্বয়ম্ (আবাহনং বিসর্জ্জনঞ্চ) স্যাৎ। স্নপনন্তু অবিলেপ্যায়াং (লেপ্যলেখ্যমূর্ত্তিব্যতিরিক্তায়ামেব)। অন্যত্র (লেপ্যলেখ্যয়োঃ তথা দারুময্যাঞ্চ) পরিমার্জ্জনং (বস্ত্রাদিভিঃ মার্জ্জনমেব) ॥ ১৪ ॥

অস্থির প্রতিমার অর্চ্চনে কোন কোন স্থানে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে ও কোন কোন স্থানে নাই, অর্থাৎ সেই প্রতিমা যদি কিছুকাল স্থায়া হয়, তাহাতে প্রথম দিন আবাহন ও শেষে বিসর্জ্জন, মধ্যে যে পূজা তাহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। কিন্তু যজ্ঞভূমি প্রভৃতি স্থানে সংস্থাপিত প্রতিমাতে যে একাহঃসম্পাদ্য পূজা, তাহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন দুই আছে। চন্দনাদিনির্ম্মিত বা চিত্রপটার্পিত প্রতিমাকে জল দ্বারা স্নান করাইবে না. কেবল বস্ত্র দ্বারা মার্জন করিবে। তদ্ভিন্ন প্রতিমাকে জল দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ১৪ ॥

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈ র্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি ॥ ১৫ ॥

প্রতিমাদিষু মদ্‌যাগঃ (মদীয়পূজনং) প্রসিদ্ধৈঃ (প্রকর্ষেণ সিদ্ধৈঃ সুশোভনৈঃ)

দ্রব্যৈঃ অমায়িনঃ ( নিস্পৃহস্য ) ভক্তস্য তু যথালব্ধৈঃ ( যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তৈঃ দ্রব্যৈরেব ) হৃদি (চেৎ) মদ্‌যাগঃ ( চিন্তয়া কল্পিতয়া মদ্রূপয়া স্বহৃদয়ে যদ্‌যজনং তচ্চ ) ভাবেন চৈব হি ( মনসৈবোপস্থাপিতৈর্দ্রব্যৈঃ ॥ ১৫ ॥

সমর্থ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিমাদিতে যে আমার পূজা, তাহা সুশোভন সুপ্রসিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিষ্কাম আমার একান্ত অনুগত যে ভক্তগণ তৎ-কর্তৃক যে পূজা, তাহা যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং ভক্তগণ নিজ হৃদয় মধ্যে যে আমার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা কেবল ভক্তি পূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ্চায়ামেতদুদ্ধব।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যাপ্লুতং হবিঃ ॥
সূর্য্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

( হে ) উদ্ধব, অর্চ্চায়াং ( প্রতিমায়াং ) স্নানালঙ্করণং ( দর্পণপ্রতিবিম্বেন স্নানং অলঙ্করণঞ্চ ) এতৎ প্রেষ্ঠং ( মৎপ্রীতিকরং ) স্থণ্ডিলে ( যাগভূম্যাদৌ ) তত্ত্ববিন্যাসঃ ( যথাস্থানং আবরণদেবতানাং স্থাপনং প্রেষ্ঠং ) বহ্নৌ ( মদর্চ্চনে ) আজ্যাপ্লুতং ( আজ্যেন ঘৃতেন আপ্লুতং সিক্তং ) হবিঃ ( তিলচরুপুরোডাশাদিকং প্রেষ্ঠং ) সূর্য্যে চ অভ্যর্হণম্‌ ( উপস্থানার্ঘ্যাদিনা পূজনং প্রেষ্ঠং ) সলিলে সলিলাদিভিঃ ( অর্চ্চনং প্রেষ্ঠম্‌ ) ॥ ১৬ ॥

হে উদ্ধব, প্রতিমা পূজায় দর্পণাদি দ্বারা স্নান ও অলঙ্কারাদি অর্পণ আমার প্রিয়তম। যাগবেদি প্রভৃতি স্থলে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রসকল দ্বারা স্ব স্ব স্থানে প্রধান ও আবরণ দেবতাদিগের স্থাপন শ্রেষ্ঠ। অগ্নিতে আমার পূজা করিতে হইলে, তাহাতে ঘৃতসিক্ত তিল ও চরু প্রভৃতি দ্রব্যের অর্পণ শ্রেষ্ঠ। এবং সূর্য্যে অর্ঘ্যদানাদি দ্বারা যে আমার পূজা, তাহা শ্রেষ্ঠ। জলে জলাদি দ্বারা তর্পণ আমার প্রীতিকর হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥ ১৭ ॥

ভক্তেন শ্রদ্ধয়া উপহৃতং বারি অপি ( জলগণ্ডূষমপি ) মম প্রেষ্ঠং ( প্রিয়তমম্‌ )।

অশ্রদ্ধয়া দত্তং ভূরি অপি ( প্রচুরতরমপি ) মে (মম) তোষায় ন কল্পতে। ( অকিঞ্চনস্যাপি মদ্ভক্তস্য ময়ি সেবায়ামাগ্রহশ্চেত্তদা ) গন্ধঃ, ধূপঃ, সুমনসঃ ( পুষ্পাণি ), দীপঃ, অন্নাদ্যঞ্চ ( অন্নাদিকঞ্চ প্রেষ্ঠমিতি ) পুনঃ কিং বক্তব্যম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধাসহকারে সমর্পিত অল্পমাত্র বস্তুও আমার প্রীতিকর হইয়া থাকে, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভূরি দ্রব্যও আমার প্রীতিকর হয় না। অধিক কি বলিব, ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত জলগণ্ডূষমাত্রও আমার অতিশয় প্রীতিকর। মদীয় ভক্ত অকিঞ্চন হইলেও আগ্রহসহকারে যৎকিঞ্চিৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্নাদি, যাহা অর্পণ করে, তাহা যে আমার অত্যন্ত প্রিয়, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ১৭ ॥

শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেদর্চ্চায়াং ত্বথ সম্মুখঃ ॥ ১৮ ॥

প্রাক্ ( এব ) সম্ভৃতসম্ভারঃ ( সম্ভৃতাঃ সম্যগায়োজিতাঃ সম্ভারাঃ পূজাসাধনানি যেন সঃ অথবা প্রাগিত্যস্য দর্ভৈরপ্যন্বয়ঃ তথা চ পূর্ব্বাগ্রৈঃ ) দর্ভৈঃ ( কুশৈঃ ) কল্পিতাসনঃ ( কল্পিতমাসনং যেন সঃ ) প্রাক্ উদক্ বা ( প্রাঙ্মুখঃ উদঙ্মুখো বা ) শুচিঃ ( ভূত্বা ) আসীনঃ (কিন্তু ) অর্চ্চায়াং ( প্রতিমায়াং স্থিরায়াং সত্যাং ) সম্মুখঃ ( প্রতিমাভিমুখঃ উপবিষ্টঃ সন্ ) অথ ( অনন্তরম্ ) অর্চ্চেৎ ॥ ১৮ ॥

পূজোপকরণ আহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র কুশ দ্বারা আসন কল্পনা করিয়া শুচিভাবে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে তাহাতে উপবেশন করিয়া অর্চ্চনা করিবে; কিন্তু স্থিরতর প্রতিমা থাকিলে তাঁহাকে সম্মুখ করিয়া উপবিষ্ট হইবে ॥ ১৮ ॥

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চ্চাং পাণিনামৃজেৎ।
কলসং প্রোক্ষণীয়ঞ্চ যথাবদুপসাধয়েৎ ॥ ১৯ ॥

( গুর্ব্বাদিনমস্কারপূর্ব্বকং যথোপদেশং স্বস্মিন্ ) কৃতন্যাসঃ ( কৃতঃ ন্যাসো যেন সঃ ) কৃতন্যাসাং ( কৃতো ন্যাসো যস্যাং তাং ) মদর্চ্চাং ( মদীয়প্রতিমাং ) পাণিনা আমৃজেৎ ( নির্ম্মাল্যাপকর্ষণাদিনা শোধয়েৎ ) কলসং ( পূর্ণকুম্ভং ) প্রোক্ষণীয়ঞ্চ ( প্রোক্ষণার্থমুদকপাত্রঞ্চ ) যথাবৎ ( যথারীতি ) উপসাধয়েৎ ( চন্দনপুষ্পাদিভিঃ সংস্কুর্য্যাৎ) ॥ ১৯ ॥

পরে গুর্ব্বাদি নমস্কার ও উপদেশানুসারে ন্যাসাদি দ্বারা স্বীয় শরীরাদি সংশোধন পূর্ব্বক মূলমন্ত্রন্যাস সহকারে সংশোধিত মদীয় প্রতিমার নির্ম্মাল্যাদি অপসারণ করিবে। এবং পূর্ণকুম্ভ ও প্রোক্ষণার্থ উদকপাত্র যথারীতি গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সংশোধিত করিবে ॥১৯॥

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দেশিকঃ।
হৃদা শীর্ষ্ণা চ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২০ ॥

তদদ্ভিঃ (প্রোক্ষণীয়াদ্ভিঃ) দেবযজনং (দেবপূজাস্থানং) দ্রব্যাণি আত্মানমেব চ (স্বশরীরমপি) প্রোক্ষ্য পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি তৈস্তৈঃ * দ্রব্যৈশ্চ (পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়োপযুক্তদ্রব্যৈঃ) সাধয়েৎ (কল্পয়েৎ)। দেশিকঃ (পূজকাচার্য্যঃ তানি) ত্রীণি পাত্রাণি (যথাক্রমং) হৃদা (হৃদয়ায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ) শীর্ষ্ণা (শিরসে স্বাহেতি-মন্ত্রেণ) শিখয়া চ (শিখায়ৈ বষট্ ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকং) গায়ত্র্যা চ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২০ ॥

পূজকাচার্য্য সেই প্রোক্ষণার্থ সংস্থাপিত জল দ্বারা পূজার স্থান, পূজার দ্রব্য সকল ও নিজ দেহকে প্রোক্ষিত করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, ও আচমনীয়ের নিমিত্ত তিনটি পাত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে উপযুক্ত দ্রব্য (পাদ্য পাত্রে শ্যামাক, দূর্ব্বা, পদ্ম, অপরাজিতা ও অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ, দূর্ব্বা, এবং আচমনীয় পাত্রে জাতী, লবঙ্গ ও কক্কোল) দ্বারা পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় কল্পনা করিয়া পাদ্য পাত্রটি "হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা ও অর্ঘ্য পাত্রটি "শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা এবং আচমনীয় পাত্রটি "শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্র দ্বারা ও প্রত্যেক পাত্রই গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন ॥ ২০ ॥

পিণ্ডে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্ ॥ ২১ ॥

পিণ্ডে (দেহে) বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে (বায়্বগ্নিভ্যাং সংশুদ্ধে কোষ্ঠগতেন বায়ুনা শোষিতে আধারগতেন অগ্নিনা দগ্ধে পুনর্ললাটস্থচন্দ্রমণ্ডলামৃতপ্লাবনেন অমৃতময়ে জাতে সতি তস্মিন্) হৃৎপদ্মস্থাং পরাং (শ্রেষ্ঠাং) নাদান্তে (প্রণবস্য অকারোকারমকার-

---

* অত্র পাদ্যাদিদ্রব্যাণি যথা। পাদ্যে শ্যামাকদূর্ব্বাজবিষ্ণুক্রান্তাদিরিষ্যতে। গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপাঃ দূর্ব্বা চেতি ক্রমাদর্ঘ্যদ্রব্যাষ্টকমুদীরিতম্। জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্যুক্তমাচমনীয়কমিতি।

বিন্দুনাদাঃ পঞ্চাংশাঃ তত্র নাদস্য প্রণবপঞ্চাংশান্তমাংশস্য অন্তে) সিদ্ধভাবিতাং (সিদ্ধৈর্ধ্যাতাম্) অণ্বীং (সূক্ষ্মাং) মম জীবকলাং (জীবঃ কলা যস্যাঃ তাং শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তিং) ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ)॥ ২১॥

প্রাণায়ামকালীন কোষ্ঠগত বায়ুদ্বারা শোষিত ও আধারগত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ এবং পুনর্ব্বার ললাটস্থ চন্দ্র হইতে বিগলিত অমৃতপ্লাবন দ্বারা অমৃতময়ীকৃত দেহে অকার, উকার, মকার, বিন্দু, নাদ, এই পঞ্চাবয়ব প্রণবের অন্তে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধজন কর্ত্তৃক সংচিন্তিত জীবাংশিস্বরূপ সেই সূক্ষ্মরূপ অত্যুৎকৃষ্ট মদীয় শ্রীনারায়ণমূর্ত্তির চিন্তা করিবে॥ ২১॥

তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সংপূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চ্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ ॥২২॥

আত্মভূতয়া (পরমাত্মস্বরূপয়া) তয়া (মূর্ত্ত্যা) পিণ্ডে (দেহে) (দীপেন প্রভয়া গৃহ ইব) ব্যাপ্তে (সতি মানসোপচারৈঃ) সংপূজ্য তন্ময়ঃ (সন্) আবাহ্য অর্চ্চাদিষু (প্রতিমাদিষু) স্থাপ্য (স্থাপয়িত্বা) ন্যস্তাঙ্গং (কৃতাঙ্গন্যাসম্ অর্চ্চাদিকং) মাং (পূজ্য-প্রতিমযোরভেদেন) পূজয়েৎ॥ ২২॥

দীপ-প্রভায় গৃহের ন্যায় পরমাত্মস্বরূপ ভগবন্নারায়ণমূর্ত্তি দ্বারা দেহ অভিব্যাপ্ত হইলে, মানসোপচার পূজায় তন্ময় হইয়া পূর্ব্বে প্রতিমাদিতে অঙ্গন্যাস করিয়া পশ্চাৎ আবাহন পূর্ব্বক সংস্থাপন মুদ্রা দ্বারা স্থাপন করিবে ও প্রতিমার সহিত অভেদ জ্ঞানে আমার পূজা করিবে॥ ২২॥

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম॥
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলম্।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মাদিভিঃ নবভিঃ মম আসনং কল্পয়িত্বা তত্র (আসনে) কর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলং (কর্ণিকয়া কেশরৈঃ উজ্জ্বলম্) অষ্টদলং পদ্মং (কল্পয়িত্বা) উভয়সিদ্ধয়ে (ভুক্তিমুক্তি-প্রসিদ্ধ্যর্থং) বেদতন্ত্রাভ্যাম্ উভাভ্যাং (মন্ত্রাভ্যাং) মহ্যং পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীন্ (পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদীন্) উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ॥ ২৩॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা মদীয় আসন কল্পনা পূর্ব্বক সেই আসনে

মধ্যে কর্ণিকা কেশর দ্বারা উজ্জ্বল অষ্টদল পদ্ম কল্পনা করিয়া ভোগ মোক্ষ প্রসিদ্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত দ্বিবিধ মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়াদি উপচার অর্পণ-সহ কারে আমার পূজা করিবে ॥ ২৩ ॥

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্ ।
মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসঞ্চানুপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

(ততঃ) সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্ (গদা চ অসিশ্চ ইষুশ্চ ধনুশ্চ হলঞ্চ এতান্) মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসঞ্চ অনুপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

মদীয় পূজার অনন্তর সুদর্শন, পাঞ্চজন্য, গদা, অসি, বাণ, ধনুঃ, হল, মুষল, কৌস্তুভ, মালা ও শ্রীবৎসের পূজা করিবে ॥ ২৪ ॥

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ ।
মহাবলং বলঞ্চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

নন্দং সুনন্দং প্রচণ্ডং, চণ্ডং, মহাবলং, বলং, কুমুদং, (তথা) কুমুদেক্ষণঞ্চ (অষ্টদিক্ষু পুরতঃ) গরুড়ম্ ॥ ২৫ ॥

নন্দ, সুনন্দ, গরুড় প্রচণ্ড, চণ্ড ও মহাবল, বল, কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণ, পূর্ব্বাদি ক্রমে চারিদিক ও কোণ চতুষ্টয়ে এই অষ্টজনের পূজা করিবে। সম্মুখে গরুড়ের পূজা করিবে ॥ ২৫ ॥

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্ ।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥২৬॥

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনম্ (এতাঃ দেবতাঃ কোণেষু, বামতঃ) গুরূন্ সুরান্ (ইন্দ্রাদিদিক্পালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু) স্বে স্বে স্থানে (স্থিতান্ দেবস্য) অভিমুখান্ (এতান্) প্রোক্ষণাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ২৬ ॥

কোণ চতুষ্টয়ে দুর্গা, বিনায়ক, বেদব্যাস, বিষ্বক্সেন, ইঁহাদিগের পূজা করিবে। বাম ভাগে গুরুগণের পূজা করিবে। এবং পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ সকলে ইন্দ্রাদি দিক্পাল-গণের পূজা করিবে। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থান স্থিত ও ইষ্ট দেবতার অভি-মুখ আছেন এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ২৭ ॥

সতি বিভবে ( তৈস্তৈঃ ) মন্ত্রৈঃ চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ ( চন্দনম্ উশীরং বীরণমূলং কর্পূরং কুঙ্কুমম্ অগুরু এভির্বাসিতৈঃ ) সলিলৈঃ নিত্যদা (প্রতিদিনং ) স্নাপয়েৎ ॥ ২৭ ॥

যদি সম্পত্তি সদ্ভাব থাকে, তাহা হইলে, প্রত্যহ চন্দন বীরণমূল কর্পূর কুঙ্কুম ও অগুরু এই সকল বস্তু সংযোগে সুবাসিতজলে যথোপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা প্রত্যহ স্নান করাইবে ॥ ২৭ ॥

স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভীরাজনাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন (সুবর্ণঘর্ম্মং পরিবেদনমিত্যাদিনা মন্ত্রেণ) মহাপুরুষবিদ্যয়া (জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন। সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু মহাপুরুষ পূর্ব্বজেত্যাদিনা ) পৌরুষেণ সূক্তেনাপি ( সহস্রশীর্ষেত্যাদিনাপি ) রাজনাদিভিঃ ( ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্ত ইত্যাদিভিঃ ) সামভিশ্চ ( পূজয়েৎ ) ॥ ২৮ ॥

স্বর্ণ ঘর্ম্ম নামক বেদের অনুবাক্, মহাপুরুষবিদ্যা, পুরুষসূক্ত মন্ত্র, ও রাজনাদি সাম দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২৮ ॥

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ।
অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥ ২৯ ॥

মদ্ভক্তঃ ( চেতনা ) বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ ( বস্ত্রাণি উপবীতং যজ্ঞসূত্রং স্বর্ণোপবীতং বা আভরণং পত্রাণি বক্ষঃস্থলাদিষু লিখিতাঃ পত্রভঙ্গাঃ তুলসীপত্রমালা বা স্রক্ মালাং গন্ধঃ লেপনম্ অনুলেপনং কস্তূরীকাদিকঞ্চ এভির্দ্রব্যৈঃ ) সপ্রেম ( যথা স্যাত্তথা ) যথোচিতং মাম্ অলংকুর্ব্বীত ॥ ২৯ ॥

মদীয় ভক্ত স্নেহ সহকারে বস্ত্র, উপবীত, যজ্ঞসূত্র বা স্বর্ণোপবীত, আভরণ, বক্ষঃস্থল ও গণ্ডস্থলাদিতে লিখিত পত্রভঙ্গী, তুলসী মাল্য, পুষ্প মালা, গন্ধ ও অনুলেপনাদি দ্বারা যথোচিত আমায় ভূষিত করিবে ॥ ২৯ ॥

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্ ।
ধূপদীপোপহার্য্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

অর্চ্চকঃ ( পূজকঃ ) শ্রদ্ধয়া পাদ্যম্ আচমনীয়ং গন্ধং সুমনসঃ (পুষ্পম্) অক্ষতান্ ধূপদীপোপহার্য্যাণি চ মে ( মহ্যং ) দদ্যাৎ ॥ ৩০ ॥

অর্চ্চক পাদ্য আচমনীয় গন্ধ পুষ্প আতপতণ্ডুল ধূপ দীপ ও উপকরণাদি শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে প্রদান করিবে ॥ ৩০ ॥

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্ ।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥

সতি ( বিভবে ) গুড়পায়সসর্পীংষি ( গুড়শ্চ পায়সশ্চ সর্পিশ্চ তানি ) শষ্কুল্যাপূপমোদকান্ ( শষ্কুল্যঃ ঘৃতপক্কপিষ্টকবিশেষাঃ অপূপান্ মোদকাংশ্চ ) সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং কল্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥

বৈভব থাকিলে গুড়, পায়স, ঘৃতপক্ক দ্রব্য, পিষ্টক, মোদক, অন্ন, দধি ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্য সকল নৈবেদ্য কল্পনা করিবে ॥ ৩১ ॥

অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্ ।
অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্ব্বণি স্যুরুতান্বহম্ ॥ ৩২ ॥

অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্ ( অভ্যঙ্গং গন্ধতৈলাদিকম্ উন্মর্দ্দনং কুঙ্কুমকর্পূরচূর্ণাদিকম্ আদর্শঃ দর্পণং দন্তধাবঃ দন্তকাষ্ঠম্ অভিষেচনং পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ সুগন্ধীকৃতজলম্ এষাং সমাহারঃ ) অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি ( অন্নাদ্যম্ অন্নপ্রভৃতিকং গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ তানি ) পর্ব্বণি ( একাদশ্যাদৌ ) উত ( বা সতি বিভবে ) অন্বহং (প্রতিদিনম্ উপচারত্বেন দেয়ানি ) স্যুঃ ॥ ৩২ ॥

এবং একাদশী প্রভৃতি পর্ব্ব দিনে অভ্যঙ্গ, উন্মর্দ্দন, দর্পণ, দন্তকাষ্ঠ, অভিষেক দ্রব্য, ও অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি দ্রব্য সকল অর্পণ করিবে এবং নৃত্য গীতাদি করিবে, অথবা সমর্থ হইলে, প্রতিদিন এই প্রকার উপচার সকল প্রদান করিবে ॥ ৩২ ॥

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্ ॥ ৩৩ ॥

মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ ( উপলক্ষিতে ) বিধিনা ( স্বগৃহোক্তপ্রকারেণ ) বিহিতে

( নির্ম্মিতে ) কুণ্ডে উদিতং ( প্রজ্বলিতম্ ) অগ্নিম্ আধায় পরিতঃ ( সর্ব্বতঃ ) পাণিনা ( হস্তেন ) সমূহেৎ ( একত্র মেলয়েৎ ) ॥ ৩৩ ॥

অগ্নিতে পূজার প্রকার দেখাইতেছেন—স্ববেদোক্ত বিধি অনুসারে নির্ম্মিত মেখলা গর্ত্ত ও বেদি দ্বারা পরিশোভিত কুণ্ড মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি আধান পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে হস্ত দ্বারা একত্র মিলিত করিবে ॥ ৩৩ ॥

পরিস্তীর্য্যাথ পর্য্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি।
প্রোক্ষণ্যাসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্ ॥৩৪॥

অথ ( অনন্তরং ) পরিস্তীর্য্য ( কুশৈরাচ্ছাদ্য ) পর্য্যুক্ষেৎ ( পরিতঃ প্রোক্ষয়েৎ ততঃ ) যথাবিধি অন্বাধায় ( অন্বাধানসংজ্ঞকং ব্যাহৃতিভিঃ সমিৎপ্রক্ষেপণাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বা ) দ্রব্যাণি আসাদ্য ( গৃহীত্বা অগ্নেরুত্তরতো নিধায় ) প্রোক্ষণ্যা ( প্রোক্ষণীপাত্রোদকেন) প্রোক্ষ্য অগ্নৌ মাং ভাবয়েত (তদন্তর্য্যামিরূপং মাং বিচিন্তয়েৎ) ॥ ৩৪ ॥

পরে কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রোক্ষণ করিবে। পরে যথাবিধি ব্যাহৃতি দ্বারা সমিৎপ্রক্ষেপরূপ অন্বাধান নামক কার্য্য সমাধান করিয়া হোমীয় দ্রব্য সকল অগ্নির উত্তরদিকে সংস্থাপিত করিবে ও প্রোক্ষণীপাত্রস্থিত জল দ্বারা তাহা প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নিমধ্যে আমাকে চিন্তা করিবে ॥ ৩৪ ॥

তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ ॥ ৩৫ ॥

শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ লসচ্চতুর্ভুজং ( লসন্তঃ শোভমানাশ্চত্বারো ভুজাঃ বাহবো যস্য তং ) তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং ( শুদ্ধসুবর্ণকান্তিং ) পদ্মকিঞ্জল্কবাসসং (পদ্মকেশরসন্নিভাম্বরং) শান্তম্ ॥ ৩৫ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মবিভূষিত চতুর্ভুজ, প্রশান্ত, বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় কান্তি, পদ্ম-কেশরতুল্যবস্ত্রধারী ॥ ৩৫ ।

স্ফুরৎকিরীটকটককটিসূত্রবরাঙ্গদম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৩৬ ॥

স্ফুরৎকিরীটকটককটিসূত্রবরাঙ্গদং ( স্ফুরন্তি কিরীটকটককটিসূত্রবরাঙ্গদানি যস্য তং ) শ্রীবৎসবক্ষসং ( শ্রীবৎসঃ বক্ষসি যস্য তং ) ভ্রাজৎ কৌস্তুভং ( ভ্রাজন্

দীপ্যমানঃ কৌস্তুভঃ যস্য তং) বনমালিনং (বনমালাবিশিষ্টম্) ॥ ৩৬ ॥

কিরীট, কটক কটিসূত্র ও নূপুর দ্বারা বিভূষিত, শ্রীবৎসবক্ষঃ, দীপ্তিমান্-কৌস্তুভ-মণিধারী, ও বনমালাবিশিষ্ট ॥ ৩৬ ॥

ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যাপ্লুতং হবিঃ।
জুহুয়ান্ মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ ॥ ৩৭ ॥

(উক্তরূপং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) অভ্যর্চ্চ্য হবিষা (আজ্যেন) অভিঘৃতানি (সংসিক্তানি) দারূণি (শুষ্কসমিধঃ) প্রাস্য (অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য) আঘারৌ (প্রজাপতয়ে স্বাহা ইন্দ্রায় স্বাহেতি চোত্তরদক্ষিণপরিধিসন্ধিমারভ্যাগ্নিমধ্যাদাপরিধ্যন্তং ঘৃতক্ষরণরূপৌ অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা ইত্যেবং হোমরূপৌ) আজ্যভাগৌ আজ্যাপ্লুতম্ (আজ্যেন ঘৃতেন আপ্লুতম্ সিক্তং) হবিশ্চ (অগ্নৌ) দত্ত্বা (অষ্টাক্ষরেণ) মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ (ষোড়শ ঋচো যত্র তথাভূতেন অবদানতঃ প্রত্যৃচমাহুতিগ্রহণে অর্থাৎ পুরুষসূক্তেন ষোড়শমন্ত্রেণ চ) জুহুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥

এই প্রকার চিন্তাসহকারে অগ্নিমধ্যে অর্চ্চনা করিয়া কতকগুলি ঘৃতাক্তসমিধ অগ্নিতে প্রক্ষেপপূর্ব্বক আঘার নামক আজ্যভাগ ও ঘৃতসিক্ত হবিঃ প্রদান করিয়া অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র দ্বারা ও পুরুষসূক্ত ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা আজ্যহোম করিবেন ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ।
অভ্যর্চ্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৩৮ ॥

অথ (অনন্তরং) বুধঃ (প্রাজ্ঞঃ) যথান্যায়ং (পূজাক্রমেণৈব) মন্ত্রৈঃ (স্বাহান্তৈর্নামমন্ত্রৈঃ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেত্যাদিভিঃ) স্বিষ্টিকৃতং (হুত্বা বহ্নিস্থং ভগবন্তম্) অভ্যর্চ্চ্য নমস্কৃত্য ধর্ম্মাদিভ্যঃ পার্ষদেভ্যঃ (নন্দাদিভ্যশ্চ) বলিং হরেৎ ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর প্রাজ্ঞ পূজকাচার্য্য যথাক্রমে স্বিষ্টিকৃৎ হোম করিয়া অগ্নিমধ্যস্থিত ভগবানের অর্চ্চনা ও নমস্কার পূর্ব্বক ধর্ম্মাদিকে ও নন্দ প্রভৃতি পার্ষদবর্গকে হোমাবশিষ্ট হবি দ্বারা বলি দিবেন ॥ ৩৮ ॥

মূলমন্ত্রং জপেদ্ব্রহ্ম স্মরন্নারায়ণাত্মকম্।
দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

(হোমং সমাপ্য পূজাস্থানমাগত্য) নারায়ণাত্মকং ব্রহ্ম স্মরন্ (সন্) মূলমন্ত্রং

জপেৎ । ( ততঃ প্রতিমায়াং বহ্নৌ চ ভগবতঃ ভোজনসমাপ্তিং ধ্যাত্বা ) আচমনং দত্ত্বা উচ্ছেষং ( নৈবেদ্যভাগং ) বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ ( নিবেদয়েৎ ) ॥ ৩৯ ॥

হোমান্তে পূজাস্থানে আগমনপূর্ব্বক নারায়ণস্বরূপ পরব্রহ্মের স্মরণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবেন। পরে প্রতিমা ও বহ্নি উভয় স্থানেই ভগবানের ভোজন সমাপ্তি চিন্তা করিয়া আচমনীয় জল প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট নৈবেদ্যভাগ বিষ্বক্‌সেনকে অর্পণ করিবেন ॥ ৩৯ ॥

মুখবাসং সুরভিমত্তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ ॥ ৪০ ॥

( ততঃ ) সুরভিমৎ ( সুগন্ধবৎ ) মুখবাসং তাম্বূলং (দদ্যাৎ)। অথ ( অনন্তরম্ ) অর্হয়েৎ ( পুনরপি পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েৎ ) ॥ ৪০ ॥

এই রূপ বিধিপূর্ব্বক পূজা সমাপন করিয়া সুরভি তাম্বূলাদি মুখবাস দ্রব্য প্রদান-করিবেন। পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সহকারে পুনর্ব্বার পূজা করিবেন ॥ ৪০ ॥

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্ম্মাণ্যভিনয়ন্মম ।
মৎকথাং শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

উপগায়ন্ ( মদ্‌গুণান্ উৎকীর্ত্তয়ন্ ) গৃণন্ ( মম নামানি উচ্চারয়ন্ ) নৃত্যন্ মম কর্ম্মাণি অভিনয়ন্ ( স্বস্মিন্নাবিষ্কুর্ব্বন্ ) মৎকথাং শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ (চ) মুহূর্ত্তং ক্ষণিকঃ ( বৈয়গ্র্যং পরিত্যজ্য লব্ধাবসরঃ, অথবা ক্ষণঃ উৎসবঃ তেন দাব্যতীতি ক্ষণিকঃ উৎ-সবমগ্নঃ ) ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

পরে সঙ্কীর্ত্তন, নামোচ্চারণ, নৃত্য, বিরহদশায় গোপীদিগের ন্যায় মদীয় কার্য্যের অনুকরণ এবং আমার কথা শ্রবণে ও শ্রাবণে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া উৎসব-বিশিষ্ট হইবেন ॥ ৪১ ॥

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি ।
স্তুবন্ প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ৪২ ॥

উচ্চাবচৈঃ ( উচ্চৈশ্চ নীচৈশ্চ ) পৌরাণৈঃ ( প্রাচীনৈরার্ষৈঃ ) প্রাকৃতৈরপি ( অর্ব্বাচীনৈরপি ) স্তবৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুবন্ ( সন্ ) ভগবন্ প্রসীদ ইতি ( বিজ্ঞাপয়ন্ ) দণ্ডবৎ ( ভূমৌ পতন্ ) বন্দেত ॥ ৪২ ॥

এবং প্রাচীন ঋষিপ্রণীত পৌরাণিক ও আধুনিক উচ্চাবচ স্তব সকল পাঠানন্তর "হে ভগবন্ প্রসীদ" ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বন্দনা করিবে ॥ ৪২ ॥

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্ ।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৪৩ ॥

বাহুভ্যাং ( দক্ষিণোত্তরাভ্যাং ) পরস্পরং ( মম দক্ষিণোত্তরৌ পাদৌ গৃহীত্বা ) মৎপাদয়োঃ ( দক্ষিণপার্শ্বে কিয়দ্দূরে ) শিরঃ কৃত্বা, ( হে ) ঈশ, মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ( গ্রহণং গ্রহঃ মৃত্যোর্গ্রহো যত্র স মৃত্যুগ্রহঃ সংসারঃ, স এব অর্ণবঃ, তস্মাৎ ) ভীতং প্রপন্নং ( মাং ) পাহি ( ইত্যুক্ত্বা নমেৎ ) ॥ ৪৩ ॥

দক্ষিণ ও বামবাহু দ্বারা আমার দক্ষিণ ও বাম পদ স্পর্শ করিয়া আমার দক্ষিণ পার্শ্বে কিয়দ্দূরে শিরোদেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক, হে ঈশ, ভীত ও শরণাপন্ন আমাকে মৃত্যু-গ্রহরূপ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন, ইহা বলিয়া প্রণাম করিবেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্ ।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ( অনয়া প্রার্থনয়া ) শেষাং ( নির্ম্মাল্যং ) ময়া দত্তাং ( ধাত্রা ) সাদরং শিরসি আধায় ( ধৃত্বা ) চেৎ ( যদি ) উদ্বাস্যং (বিসর্জ্জনীয়ং তর্হি প্রতিমায়াং যন্ন্যস্তং ) জ্যোতিঃ তৎ পুনঃ ( হৃৎপদ্মস্থে ) জ্যোতিষি ( এব মহাগ্ন্যাদৌ পৃথক্কৃতং জ্যোতিরিব ) উদ্বাস-য়েৎ ( উৎকর্ষেণ বাসয়েৎ ) ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার প্রার্থনা দ্বারা আমার প্রদত্তরূপে নির্ম্মাল্য সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া, পরে যদি বিসর্জ্জন করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, প্রতিমাতে বিন্যস্ত যে জ্যোতিঃ তাহাকে পুনর্ব্বার খণ্ড অগ্নিকে মহাগ্নিতে যোগ করার ন্যায় হৃদয়স্থ জ্যোতির্ম্মধ্যে বাস করাইবে ॥ ৪৪ ॥

অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ ।
সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অর্চ্চাদিষু ( প্রতিমাদিষু ) যদা যত্র শ্রদ্ধা ( জায়তে তদা ) তত্র চ মাম্ অর্চ্চয়েৎ ( যতঃ ) সর্ব্বাত্মা ( সর্ব্বেষাম্ আত্মা ) অহম্ আত্মনি সর্ব্বভূতেষু চ অবস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

যদিও প্রতিমাদিতে পূজার প্রাধান্য, তথাপি শ্রদ্ধাই একমাত্র আবির্ভাবের কারণ। শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিলেও আমায় উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রদ্ধা জন্মিলে সর্ব্বত্রই পূজা করিতে পারে। ইহাই বলিতেছেন,—প্রতিমাদি যে কোন

পদার্থে যাহার যখন শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে, তখন সে তাহাই অর্চ্চনা করিবে; যে হেতু আমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছি ॥ ৪৫ ॥

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

এবং বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ( বৈদিকৈঃ তান্ত্রিকৈশ্চ ) ক্রিয়াযোগপথৈঃ ( মদর্চ্চনলক্ষণোপায়প্রকারৈঃ ) অর্চ্চন্ ( সন্ ) মত্তঃ ( সকাশাৎ ) উভয়তঃ ( ইহামুত্র চ ) অভীপ্সিতাং সিদ্ধিং বিন্দতি ( লভতে ) ॥ ৪৬ ॥

পুরুষ এই প্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা আমার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলে ইহলোক ও পরলোকে অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

মদর্চ্চাং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্।
পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসাষ্টি́তামিয়াৎ ॥ ৪৭ ॥

মদর্চ্চাং (মদীয়প্রতিমাং) সংপ্রতিষ্ঠাপ্য দৃঢ়ং মন্দিরং (প্রতিষ্ঠিতং) কারয়েৎ। রম্যাণি পুষ্পোদ্যানানি (চ কারয়েৎ।) অন্বহং (প্রতিদিনং) মহাপর্ব্বসু (ফল্গূৎসবজন্মাষ্টম্যাদিষু চ) পূজাদীনাং প্রবাহার্থং (সন্ততানুবৃত্ত্যর্থং) পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ ( প্রত্যহং পূজা, যাত্রা বিশিষ্টপর্ব্বণি বহুজনসমাগমঃ, উৎসবঃ বসন্তাদিমহোৎসবঃ, তদাশ্রিতান্ তৎসম্পাদননিমিত্তভূতান্ ) ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ ( চ ) দত্ত্বা মৎসাষ্টি́তাং ) মৎসমানৈশ্বর্য্যম্ ) ইয়াৎ ( প্রাপ্নুয়াৎ ) ॥ ৪৭ ॥

আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া দৃঢ়তর মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইবে এবং সুরম্য পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করাইবে। প্রতিদিন পূজাপ্রবাহের নিমিত্ত এবং মহা পর্ব্বেতে বিশেষ পূজা যাত্রা ও বসন্ত মহোৎসবাদির নিমিত্ত ভূমি আপণ পুর ও গ্রাম দান করিলে, আমার সমান ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রতিষ্ঠয়া ( ভগবৎপ্রতিমাসংস্থাপনেন ) সার্ব্বভৌমং ( সর্ব্বভূম্যাধিপত্যং ) সদ্মনা

( গৃহনির্ম্মাণেন ) ভুবনত্রয়ং পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভিঃ ( পূজালয়প্রতিষ্ঠাভিঃ ) মৎ-সাম্যতাং ( মম সাম্যম্ আর্ষোঽয়ং প্রয়োগঃ ) ইয়াৎ ( প্রাপ্নুয়াৎ ) ॥ ৪৮ ॥

আমার প্রতিমা সংস্থাপন করিলে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ হয়। আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। এবং আমার পূজাতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আর একত্র এই তিন কর্ম্মের সমাবেশ হইলে আমার সাম্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি ।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ৪৯ ॥

( যঃ ) নৈরপেক্ষ্যেণ (জ্ঞানকর্ম্মকামনান্তররাহিত্যেন) ভক্তিযোগেন মামেব বিন্দতি ( লভতে )। এবম্ ( উক্তরূপেণ ধনক্ষেত্রাপণাদিদানেন ) যঃ মাং পূজয়েত সঃ ( তত্তদ্বিশেষফলং লব্ধ্বা ) ভক্তিযোগং লভতে ( ততঃ মাং লভতে ) ॥ ৪৯ ॥

যিনি ফলনিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমার অর্চ্চনা করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন। ধন ক্ষেত্র আপণাদি দ্বারা যিনি আমার আরাধনা করেন, তিনি সেই দানের বিশেষ বিশেষ ফল লাভপূর্ব্বক ভক্তিযোগ লাভ সহকারে আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুক্ বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৫০ ॥

যঃ স্বদত্তাম্ ( উত বা ) পরৈর্দত্তাং সুরবিপ্রয়োঃ ( দেবব্রাহ্মণয়োঃ ) বৃত্তিং হরেত ( অপহরেৎ ) সঃ বর্ষাণাম্ অযুতাযুতম্ ( অযুতসংখ্যকমযুতং ) বিড়্ভুক্ ( বিষ্ঠাভোজী কৃমিঃ ) জায়তে ॥ ৫০ ॥

দাতার ফল বলিয়া অপহর্ত্তার ফল বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেব-ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ করে, সে অযুত অযুত বৎসর বিষ্ঠাভোজী কৃমি হইয়া নরক ভোগ করে ॥ ৫০ ॥

কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ ।
কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎ ফলম্ ॥৫১॥

কর্ত্তুঃ (যৎ) ফলং সারথেঃ ( সহকারিণঃ ) হেতোঃ ( প্রয়োজকস্য অনুমোদিতুরেব

চ প্রেত্য ( মরণানন্তরং ) তৎ (এব) ফলং ; ( যতঃ এতে ) কর্ম্মণাং ভাগিনঃ (ভবন্তি)। ভূয়সি ( কর্ম্মণি সারথ্যাদৌ ) ভূয়ঃ ( অধিকং ) ফলম্ ॥ ৫১ ॥

অপহর্ত্তার যে ফল তাহাই তৎসহকারিগণের হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন,— কর্ত্তার যে ফল, তাহাই মরণানন্তর তৎসহকারী প্রয়োজক ও অনুমোদন কর্ত্তা প্রভৃতির ঘটিয়া থাকে ; যে হেতু ইহারাও কর্ম্মের ভাগী। বিশেষতঃ সারথি অর্থাৎ যিনি প্রয়োজক ( মন্ত্রণাদাতা ) তাহার অধিক ফল ঘটিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

# অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১ ॥

পরস্বভাবকর্ম্মাণি (পরেষাং শান্তঘোরাদীন্ স্বভাবান্ কর্ম্মাণি চ) ন প্রশংসেৎ ন (চ) গর্হয়েৎ (নিন্দেৎ যতঃ) প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ (সহ) একাত্মকম্ (একঃ সর্ব্বাবয়বীয়ঃ পরমাত্মা এব আত্মা মূলস্বরূপং যস্য তথাভূতং) বিশ্বং পশ্যন্ (জনঃ সাধুতাং যাতি)। ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অন্য লোকের শান্তঘোরাদি স্বভাবকে বা সৎ অসৎ কর্ম্মকে নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না, যে হেতু প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত বিশ্বের একাত্মতা দর্শনই সাধুতার কারণ ॥ ১ ॥

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।

স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২ ॥

যঃ পরস্বভাবকর্ম্মাণি (পরেষাং শান্তঘোরাদীন্ স্বভাবান্ কর্ম্মাণি চ) প্রশংসতি (বা) নিন্দতি সঃ আশু (শীঘ্রম্) অসতি (নানাবয়বকল্পনাজন্যে পরনিন্দাদিরূপে) অভিনিবেশতঃ স্বার্থাৎ (পরমাত্মাভিনিবেশাৎ) ভ্রশ্যতে। ২ ॥

যে ব্যক্তি পরকীয় শান্তঘোরাদি স্বভাব ও সদসৎ কর্ম্মের নিন্দা বা প্রশংসা করে, সে অসৎকার্য্যে অভিনিবেশ-নিবন্ধন শীঘ্রই পরমাত্মাভিনিবেশরূপ স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥ ২ ॥

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ।

মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্ ॥৩॥

তৈজসে (রাজসাহঙ্কারকার্য্যে ইন্দ্রিয়গণে) নিদ্রয়া আপন্নে (অভিভূতে সতি) পিণ্ডস্থঃ পুমান্ (জীবঃ) নষ্টচেতনঃ (সন্) মায়াং (মায়াখ্যাং ভগবদচিন্ত্যশক্তিময়ং স্বপ্নং কদাচিদ্বহিরন্তরপি নষ্টচেতনঃ সন্) মৃত্যুং (মৃত্যুতুল্যাং সুষুপ্তিং যদ্বৎ) প্রাপ্নোতি তদ্বৎ (পরমাত্মৈকভাবেনাপি) নানার্থদৃক্ (ভেদমূলকনানার্থদর্শী জনঃ মায়াং জন্মাদিরূপদেহাদ্যভিনিবেশং দেহপরিত্যাগরূপং মৃত্যুঞ্চ প্রাপ্নুবন্ ভ্রমতি) ॥ ৩ ॥

যেমন রাজসাহঙ্কারকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে, শরীরস্থ জীব হত-চৈতন্য হইয়া মায়ারূপ স্বপ্ন ও কখন কখন বাহ্য ও অভ্যন্তরে নষ্টচেতন হইয়া মৃত্যুতুল্য সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরনিন্দাদিতে প্রবৃত্ত সুতরাং ভেদজ্ঞানমূলক নানার্থদর্শী ব্যক্তি জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ৪ ॥

(যতঃ) বাচা (যৎ) উদিতং (যচ্চ) মনসা ধ্যাতং তৎ (সর্ব্বম্) এব চ অনৃতম্ (অতঃ) অবস্তুনঃ (মিথ্যাভূতস্য পৃথগবয়বিস্বরূপস্য) দ্বৈতস্য (মধ্যে) কিয়ৎ (কিং পরিমাণং) ভদ্রং কিং বা অভদ্রম্ ॥ ৪ ॥

যে হেতু বাক্য দ্বারা যাহা কথিত হয় ও মন দ্বারা যাহা চিন্তিত হয়, সে সকলই মিথ্যা (প্রাকৃত ব্যক্তির বাক্য ও মনো দ্বারা যাহা কথিত বা চিন্তিত হয়, সে সকলই মিথ্যা, সত্য বস্তু যোগিগণেরই বাক্য মনের বিষয়), সুতরাং পৃথক্ অবয়বিস্বরূপ দ্বৈত-পদার্থের মধ্যে ভদ্রই কি, আর অভদ্রই বা কি, অর্থাৎ ভদ্রাভদ্রের পরিমণাই বা কি আছে, (ভালই বা কি আর মন্দই বা কি)? ॥ ৪ ॥

ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

হি (যথা) ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসাঃ (ছায়া প্রতিবিম্বং, প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনিঃ, আভাসঃ শুক্তিরজতাদিঃ, এতে) অসন্তোঽপি (অবস্তুভূতাঃ অপি) অর্থকারিণঃ (পদার্থত্বেন অর্থক্রিয়াকারিণ ইব ভান্তি, তথা) দেহাদয়ঃ (অপি) এবং (মিথ্যাভূতাঃ অপি ভ্রান্ত্যা সত্যবৎ প্রতীয়মানাঃ সন্তঃ) আমৃত্যুতঃ (মৃত্যুপর্য্যন্তম্ অজ্ঞাননাশরূপ-মৃত্যুমভিব্যাপ্যেতি যাবৎ) ভয়ং (সংসারদুঃখময়ং জীবেভ্যঃ) যচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

যেমন ছায়া, প্রতিধ্বনি ও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদির আভাস, এই সকল বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও ভয়-মোহাদি-অর্থকারী হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহ প্রভৃতি দ্বৈতবস্তু সকল বস্তুতঃ অলীক হইয়াও ভ্রান্তিনিবন্ধন সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া, যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান ধ্বংস না হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবগণের সম্বন্ধে জন্ম মৃত্যু সংসার প্রভৃতি ভয় প্রদর্শন করে ॥ ৫ ॥

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ৬॥

তৎ (অবয়বিরূপম্) ইদং বিশ্বম্ আত্মৈব (আত্মনোঽভিন্নম্ অতঃ) প্রভুঃ বিশ্বাত্মা ঈশ্বরঃ (যদিদং) সৃজতি (তদিদং স্বয়মেব) সৃজ্যতে ত্রাতি (স্বয়মেব) ত্রায়তে হরতি (স্বয়মেব) হ্রিয়তে॥ ৬॥

প্রভু বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও অভিন্নরূপে স্বয়ং সৃষ্ট হয়েন, রক্ষা করেন ও স্বয়ং রক্ষিত হয়েন, এবং সংহার করেন ও সংহৃত হয়েন, (সুতরাং জন্মমৃত্যু সংসার অজ্ঞানবিলসিতমাত্র, বস্তুতঃ কিছুই নহে)॥ ৬॥

তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি॥ ৭॥

তস্মাৎ (সৃজ্যবস্তুনঃ স্বতন্ত্রসত্তাভাবাৎ) অন্যস্মাৎ (স্বরূপশক্ত্যা সৃজ্যাদিব্যতিরিক্তাৎ) আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) অন্যঃ ভাবঃ ন নিরূপিতঃ (কিন্তু) ইয়ম্ (অধ্যাত্মাধিদৈবাধিভূতরূপা) ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিঃ (প্রতীতিঃ) আত্মনি নিরূপিতা॥ ৭॥

যেহেতু সৃষ্ট পদার্থ সকলের স্বতন্ত্র স্থিতি নাই, অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ সকল পরমেশ্বর অপেক্ষায় অতিরিক্ত নহে; কিন্তু অনন্তশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর সৃষ্টপদার্থ হইতে অতিরিক্ত; অতএব যে সকল পদার্থ নিরূপিত হয়, তাহা কিছুই পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নয়; সুতরাং অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত এই যে ভাবত্রয়, ইহা পরমেশ্বরেই পর্য্যাপ্ত; অতএব এই ত্রিবিধ ভাব নির্ম্মূল অর্থাৎ মূলীভূত পরমেশ্বরে না থাকিলেও কার্য্যগত ভ্রান্তিমাত্র॥ ৭॥

ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্॥ ৮॥

ইদং ত্রিবিধম্ (অধ্যাত্মাদিরূপং) মায়য়া কৃতং গুণময়ম্ (এব) বিদ্ধি (জানীহি)॥ ৮॥

নির্ম্মূল এই ভাবত্রয় কিপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন,—অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত, এই ভাবত্রয় ত্রিগুণময়, অর্থাৎ ত্রিগুণময়ীমায়াকৃত বিলাস মাত্র জানিবে॥ ৮॥

এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ॥ ৯॥

( সাধুজনঃ ) জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্ ( জ্ঞানবিজ্ঞানয়োর্নৈপুণ্যং যত্র তথাভূতম্ ) এতৎ মদুদিতং ( মদুক্তং ) বিদ্বান্ ( জানন্ সন্ ) লোকে ( জগতি ) সূর্য্যবৎ ( সমো ভূত্বা ) চরতি, ( কমপি ) ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ॥ ৯ ॥

সাধুব্যক্তি, আমাকর্ত্তৃক কথিত এই জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বাক্য যথার্থরূপে অবগত হইয়া লোকমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় সমভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ করেন, কাহারও নিন্দা বা স্তব করেন না ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ ॥ ১০ ॥

আত্মসংবিদা ( স্বানুভবেন ) প্রত্যক্ষেণ ( ঘটাদিকম্ ) অনুমানেন ( পৃথিব্যাদিকং ) নিগমেন ( বেদবাক্যেন আকাশাদিকম্ তত্র অবয়বরূপম্ দ্বৈতম্ ) আদ্যন্তবৎ ( সোৎপত্তিবিনাশকং যচ্চ অবয়বিরূপং তৎ ) অসৎ ( অলীকং ) জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গঃ ( সন্ ) ইহ ( জগতি ) বিচরেৎ ॥ ১০ ॥

তাঁহারা স্বীয় অনুভবাত্মক প্রত্যক্ষ অনুমান ও শ্রুতিবাক্য দ্বারা অবয়বরূপ দ্বৈতপদার্থকে উৎপত্তিবিনাশীল ও অবয়বিরূপ দ্বৈতপদার্থকে অলীক জানিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে বিচরণ করেন ॥ ১০ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে ॥ ১১ ॥

( হে ) ঈশ, ( ইয়ং ) সংসৃতিঃ ( অনাত্মস্বদৃশোঃ অনাত্মা দেহঃ, স্বদৃক্ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানো জীবঃ, অতঃ ) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ( এতয়োর্জীবদেহয়োঃ ন ) ন দেহস্য নৈব আত্মনঃ ( তর্হি ) উপলভ্যতে ( চেয়ং ) কস্য স্যাৎ ॥ ১১ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে ঈশ্বর, এই সংসার আত্মা ও দেহ এতদুভয়েরও হইতে পারে না ; কারণ আত্মা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন, দেহ জড়। প্রত্যেকরূপে উক্ত কারণ নিবন্ধন দেহেরও হইতে পারে না, আত্মারও হইতে পারে না, অথচ সংসারের উপলব্ধি হইতেছে, তবে ইহা কাহার হইবে ? ॥ ১১ ॥

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতঃ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ ॥ ১২ ॥

আত্মা অব্যয়ঃ (অবিনাশী) অগুণঃ (রাগাদিশূন্যঃ) শুদ্ধঃ (পাপপুণ্যাদি-রহিতঃ) স্বয়ং জ্যোতিঃ (অজ্ঞানাদিভিরস্পৃষ্টঃ) অনাবৃতঃ (ন কেনাপি আবৃতঃ) অগ্নিবৎ, দেহঃ অচিৎ (অচেতনঃ) দারুবৎ, (যথাগ্নিদারুণোর্ভেদেন অনুপলম্ভেঽপি প্রকাশ্যপ্রকাশকভাবঃ তথা দেহাত্মনোরপি, অতঃ) ইহ সংসৃতিঃ কস্য (নান্যতরস্য, ন চোভয়োর্ঘটতে)॥ ১২॥

আত্মা অবিনাশী রাগাদিশূন্য পাপপুণ্যরহিত জ্যোতিঃস্বভাব অজ্ঞানাদিসম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত ও অগ্নির ন্যায় আবরণশূন্য; দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন। যদিও এতদ্দ্বয়ের ভিন্নতা প্রতীতি হয় না; তথাপি, যেমন কাষ্ঠ ও অগ্নি ইহাদের ভিন্নভাব প্রতীতি না হইলেও বস্তুতঃ ভিন্ন ও পরস্পর প্রকাশ্যপ্রকাশকভাব, দেহ ও আত্মা ঠিক তদ্রূপ; অতএব সংসার কাহার হইবে? অনাবরণের সংসারবন্ধন অসম্ভব, অতএব আত্মার হইতে পারে না। অচেতন দেহেরও হইতে পারে না। সুতরাং উভয়েরও হইতে পারে না॥ ১২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ॥ ১৩॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈঃ (সহ) যাবৎ আত্মনঃ সন্নিকর্ষণং (সম্বন্ধঃ) তাবৎ অবিবেকিনঃ (বিবেকরহিতস্য জনস্য অপার্থোঽপি) অর্থরহিতোঽপি সংসারঃ ফলবান্ (ভবতি ফলত্বেন স্ফুরতি ন তু তত্ত্বতোঽস্তি)॥ ১৩॥

ভগবান কহিলেন। যে পর্য্যন্ত দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই সংসার, অর্থরহিত অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও, অজ্ঞানপ্রযুক্ত অবিবেকী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ফলবানরূপে প্রতীয়মান হয়॥ ১৩॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ১৪॥

বিষয়ান্ (ব্যাঘ্রচৌরাদিজন্যভয়াদীন্) ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) অস্য (জনস্য) স্বপ্নে যথা অনর্থাগমঃ (তদানীং তত্র ব্যাঘ্রচৌরাদীনাম্ অবিদ্যমানত্বেঽপি ব্যাঘ্রসর্পাদি-ভয়ানুভবঃ তথা) অর্থে (বস্তুনি) অবিদ্যমানেঽপি সংসৃতিঃ (সংসারঃ) ন নিবর্ত্ততে॥ ১৪॥

অনবরত ব্যাঘ্রচৌরাদি ও স্বর্ণাদি অর্থরাশির পরিচিন্তনকারী যেমন ব্যক্তির স্বপ্নকালে মিথ্যা ব্যাঘ্রচৌরাদিভয় ও ধনাদিলাভের অনুভব হইয়া থাকে, তদ্রূপ সংসার মিথ্যা হইলেও অবিবেক নিবন্ধন উহার নিবৃত্তি হয় না ॥ ১৪ ॥

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

যথা হি অপ্রতিবুদ্ধস্য (অপ্রাপ্তজাগরস্য পক্ষে অজ্ঞানিনঃ) প্রস্বাপঃ (স্বপ্নঃ, পক্ষে বিষয়স্ফূর্ত্তিঃ) বহ্বনর্থভৃৎ (বহূন্ অনর্থান্ বিভর্ত্তি), স এব (প্রস্বাপঃ) প্রতিবুদ্ধস্য (প্রাপ্তজাগরস্য) বৈ (নিশ্চয়ে) মোহায় ন কল্পতে ॥ ১৫ ॥

অনুধ্যান প্রযুক্ত বিষয়ের যে স্ফূর্ত্তি, তাহা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও হইয়া থাকে; কারণ চিন্তনীয় পদার্থের স্ফূর্ত্তি দুর্নিবার্য্য; অতএব নির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ কাহারও মোক্ষ হইতে পারে না। ইহাতে বলিতেছেন যে—যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বপ্ন বহু অনর্থ উৎপাদন করে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় সেই স্বপ্ন আর মোহ জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্যবাসনারহিত হইয়াও জীবোপাধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যে বিষয়স্ফূর্ত্তি, তাহা জ্ঞানের সমবধানপ্রযুক্ত মোহের নিমিত্ত হয় না। ১৫ ॥

শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুর্ন চাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ জন্ম মৃত্যুশ্চ অহঙ্কারস্য (দেহাভিমানস্য) দৃশ্যন্তে, ন (তু) আত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, এবং জন্ম ও মৃত্যু, এসমুদায় অহঙ্কার অর্থাৎ দেহাদিতে যে অভিমান, তাহারই কার্য্য জানিবে, আত্মার নহে ॥ ১৬ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ॥ ১৭ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানঃ (দেহঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ মনশ্চ তেষু অভিমানো যস্য সঃ) গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ (গুণকর্ম্মভ্যাং মূর্ত্তির্যস্য সঃ) সূত্রং মহান্ ইতি (ইত্যাদিশব্দৈঃ) উরুধা (বহুধা) গীতঃ (জ্ঞানশাস্ত্রেণ গীতঃ) অন্তরাত্মা (দেহা-

দীনাম্ অন্তঃস্থিতঃ ) জীব এব কালতন্ত্রঃ ( কলয়তীতি কালঃ পরমেশ্বরস্তদধীনঃ সন্ ) সংসারে আধাবতি ( অবিদ্যয়া নিবধ্য সংসারদুঃখে পততি ) ॥ ১৭ ॥

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ প্রভৃতি এবং মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনারূপসংসারমূলক জন্ম ও মৃত্যু, এ সকল যদি অহঙ্কারেরই হইল, তাহা হইলে মুক্তিও অহঙ্কারেরই হউক না কেন, এই আপত্তিতে বলিতেছেন যে,—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহাতে যাহার অভিমান এবং গুণকর্ম্মমূর্ত্তি অর্থাৎ গুণকর্ম্ম দ্বারা স্বতন্ত্রভাবাপন্ন ( নিজস্বভাববিচ্যুত ) সূত্র মহান ইত্যাদি শব্দে কথিত ও দেহাদির মধ্যস্থিত যে জীব, তিনিই পরমেশ্বরের অধীন হইয়া অবিদ্যানিবন্ধন সংসারপাশে আবদ্ধ হয়েন ও কর্ম্মক্ষয়ে কালক্রমে মুক্তিলাভ করেন। অতএব উক্ত আপত্তি হইল না ॥ ১৭ ॥

অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম ।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥১৮॥

এতৎ ( অহঙ্কারবন্ধনম্ ) অমূলং ( বস্তুতো মূলশূন্যমপি ) বহুরূপরূপিতং ( বহুভীরূপৈররূপিতং প্রকাশিতম্ ঐন্দ্রজালিকতুল্যং ) মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম্ম ( মনঃ বচঃ প্রাণাঃ শরীরং কর্ম্ম চ এতেষু পরিণতম্) উপাসনয়া (উপাসনাজনিতেন) শিতেন (শাণিতেন) জ্ঞানাসিনা ( জ্ঞানরূপখড়্গেন ) ছিত্ত্বা মুনিঃ অতৃষ্ণঃ (নাস্তি তৃষ্ণা বিষয়াভিলাষো যস্য সঃ নিরস্তবিষয়াভিলাসঃ সন্ ) গাং ( পৃথ্বীং ) বিচরতি ॥ ১৮ ॥

এই অহঙ্কারবন্ধনস্বরূপ সংসার, বাস্তবিক মূলশূন্য হইলেও, অজ্ঞানবশতঃ ইহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নানারূপে প্রকাশিত হইয়া, মন বাক্য প্রাণ শরীর ও কর্ম্মে পরিণত হয়। কিন্তু জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ইহা ছেদন করিয়া উপাসনা সহকারে বিষয় বাসনা বিদূরিত করিতে পারিলে মননশীল হইয়া নিরুদ্বেগে ধরামণ্ডলে বিচরণ করা যায় ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্ ।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥১৯॥

নিগমঃ ( বেদঃ ) তপঃ প্রত্যক্ষম্ ( ইন্দ্রিয়জন্যানুভবঃ ) ঐতিহ্যম্ ( উপদেশঃ ) অথ অনুমানঞ্চ কালশ্চ হেতুঃ চ ( উপাদানঞ্চ এভিহেতুভূতৈঃ ) অস্য ( জগতঃ ) আদ্যন্তয়োঃ ( আদিশ্চ অন্তশ্চ তয়োঃ আদাবন্তে চ ) যৎ এব মধ্যে (অপি) কেবলমেব তৎ ( বিশ্বমেতৎ যেন ব্রহ্মণা প্রকাশিতং তদাত্মকমেব ইতি বুঃ ) বিবেকঃ ( তৎ ) জ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে যথার্থ জ্ঞান কি, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন—বেদ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান, কাল, উপাদান, এই সকল প্রমাণ দ্বারা, এই জগতের আদি ও অন্তে যাহা স্থায়ী, মধ্যেও ইহা তাহারই স্বরূপ, অতিরিক্ত নয়, অর্থাৎ এই বিশ্বসংসার যাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, তাঁহারই স্বরূপ, ইত্যাকার যে বিবেক, তাহাই জ্ঞান পদে অভিহিত হয় ॥ ১৯ ॥

যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥ ২০ ॥

যথা স্বকৃতং ( সুষ্ঠু কুণ্ডলাদিরূপেণ বিরচিতং ) হিরণ্যং সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য ( বলয়-কুণ্ডলাদেঃ ) পুরস্তাৎ ( পূর্ব্বতঃ ) পশ্চাচ্চ ( বলয়কুণ্ডলাদিসংস্থানধ্বংসোত্তরকালঞ্চ ) তদেব ( হিরণ্যমেব ) মধ্যে নানাপদেশৈঃ ( বলয়কুণ্ডলাদিসংস্থানব্যঞ্জিতনামভিঃ ) ব্যবহার্য্যমাণং ( ভবতি কিন্তু বস্তুতঃ সুবর্ণান্ন পৃথক্ ) অস্য ( ঘটপটাদিসংস্থানবিশেষোপলক্ষিতসংজ্ঞাভিঃ ব্যবহার্য্যমাণস্য জগতঃ ) অহম্ ( অপি ) তদ্বৎ ॥ ২০ ॥

যেমন শোভনরূপে গঠিত স্বর্ণ, সুবর্ণময় বলয় ও কুণ্ডলাদির ধ্বংসের উত্তরকালে স্বর্ণ মাত্রে পরিণত হয়, কেবল মধ্যে বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি আকার ভেদে ভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ঘট পট ইত্যাদি বিভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যবহার্য্যমান এই জগতের সম্বন্ধে আমিও ঠিক সেইরূপ আদ্যন্তস্থায়ী ও অভিন্ন ॥ ২০

বিজ্ঞানমেতত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্ ॥ ২১ ॥

( হে ) অঙ্গ, ত্রিয়বস্থং ( জাগ্রদাদ্যাঃ তিস্রঃ অবস্থাঃ যত্র তাদৃশং যৎ ) বিজ্ঞানং ( মনঃ, অবস্থাত্রয়স্য কারণীভূতং ) গুণত্রয়ং, কারণকার্য্যকর্ত্তৃ, ( কারণং কার্য্যং কর্ত্তৃ চ ত্রয়াণাং সমাহারঃ ) এতৎ ( সর্ব্বং ) যেন তুর্য্যেণ (চৈতন্যেন) সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ ( অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিধ্যতি ), তদেব সত্যম্ ॥ ২১ ॥

হে উদ্ধব, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়সম্পন্ন মন, ও অবস্থাত্রয়ের কারণীভূত গুণত্রয়, এবং কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা এই সমুদয়, যে তুরীয় চৈতন্যের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই সমাধিসাক্ষী পরব্রহ্মই সত্য ॥ ২১ ॥

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চান্মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।
ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ যদযত্তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা ॥২২॥

পুরস্তাৎ ( পূর্ব্বতঃ ) যৎ ন ( অস্তি ) পশ্চাৎ ( অপি ) যৎ ন ( অস্তি ) মধ্যে চ তৎ ন ( পৃথক্ অস্তি কিন্তু ) ব্যপদেশমাত্রং ( সংজ্ঞামাত্রং, যতঃ ) যৎ যৎ পরেণ ( অন্যেন ) ভূতং ( জাতং ) প্রসিদ্ধং চ ( প্রকাশিতঞ্চ ) তৎ তৎ এব ( কারণং প্রকাশকঞ্চ তাবন্মাত্রং ) স্যাৎ ( ন পৃথক্ ) ইতি মে ( মম ) মনীষা ( বুদ্ধিঃ ) ॥ ২২ ॥

যাহা পূর্ব্বে নাই, পরেও নাই, মধ্যেও পৃথক্‌ভাবে নাই, কেবল নাম মাত্র অবস্থিত, অথচ অন্য কোন অতাত্ত্বিক কারণবশতঃ ব্যবহারিক সংজ্ঞাভেদে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান দণ্ডাদিরূপ কারণবশতঃ জাত ও লোকে প্রকাশিত, এতাদৃশ যে সকল পদার্থ, তাহা কারণ ও প্রকাশক হইতে অভিন্ন, সুতরাং অসত্য, ইহা আমি বিবেচনা করি ॥ ২২ ॥

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ।
ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিরতোঽবভাতি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্॥২৩॥

অবিদ্যমানঃ ( প্রাক্ অসন্নপি ) যঃ অভাবসতে ( বিদ্যমানত্বেন ভাতি ) বৈকারিকঃ ( বিকারেভ্যো মহদাদিভ্যো জাতঃ সঃ ) এষঃ রাজসসর্গঃ ( রজোদ্বারেণ ব্রহ্মকার্য্যভূতঃ) ব্রহ্ম ( তু ) স্বয়ং ( স্বতঃসিদ্ধং ) জ্যোতিঃ ( প্রকাশকম্ ) অতঃ (তেভ্যঃ) ইন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ( ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাঃ তন্মাত্রাণি চ আত্মা মনশ্চ বিকারাঃ পঞ্চভূতানি এতৈশ্চিত্রং বিশ্বং ) ব্রহ্ম ( এব ভাতি ) ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বে অবিদ্যমান হইয়াও যাহা বিদ্যমানরূপে প্রকাশিত হয় এরূপ যে মহদাদি কার্য্যসমূহ, তাহাকে রাজসসর্গ অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা ব্রহ্মকার্য্যভূত বলা যায়; কিন্তু ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অতএব স্বয়ংই প্রকাশ পান; সুতরাং ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র মন ও পঞ্চমহাভূত এই সমুদায় দ্বারা চিত্রিত এই বিশ্ব সকলই ব্রহ্ম ॥ ২৩ ॥

এবং স্ফুটং ব্রহ্ম বিবেকহেতুভিঃ পরাপবাদেন বিশারদেন।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ ॥ ২৪ ॥

এবং ( নিগমতপঃপ্রত্যক্ষৈতিহ্যানুমানৈঃ ) স্ফুটং ( যথা স্যাত্তথা ) ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ বিশারদেন ( নিপুণেন গুরুণা নিমিত্তভূতেন ) পরাপবাদেন ( পরস্য দেহাদেঃ

অপবাদেন আত্মত্বনিরাসেন চ)' আত্মসন্দেহং ছিত্ত্বা স্বানন্দতুষ্টঃ ( সন্ ) অখিলকামুকেভ্যঃ (অখিলেভ্যঃ কামুকেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ) উপারমেত ( নিঃসঙ্গো ভবেৎ) ॥ ২৪ ॥

এইরূপ বেদ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান দ্বারা এবং স্পষ্টরূপ ব্রহ্মবিষয়ক যে বিবেকরূপ হেতু তদ্দ্বারা সুনিপুণ গুরুর অনুকূলতায় আত্মসন্দেহ ছেদনপূর্ব্বক আত্মানন্দে পরিতুষ্ট হইয়া কামপরতন্ত্র ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে উপরত হইবে ॥ ২৪ ॥

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্ ॥২৫॥

বপুঃ আত্মা ন ভবতি ( যতঃ ) পার্থিবম্, ইন্দ্রিয়াণি দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) অসুঃ ( প্রাণঃ ) মনঃ ধিষণা ( বুদ্ধিঃ ) সত্ত্বং ( চিত্তম্ ) অহঙ্কৃতিঃ ( এতে আত্মা ন ভবন্তি যতঃ অন্নমাত্রং কার্য্যকারণয়োরভেদেন অন্নাদভিন্নাঃ ), বায়ু ( বায়ুঃ ), জলং, হুতাশঃ ( তেজঃ ), খম্ ( আকাশং ) ক্ষিতিঃ, (ইতিঃপঞ্চভূতানি ) অর্থসাম্যম্ ( অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ, সাম্যং প্রকৃতিঃ চ ন আত্মা যতঃ জড়ত্বাদ্ ঘটাদিস্বরূপাঃ ) ॥ ২৫ ॥

শরীরকে আত্মা বলা যাইতে পারে না ; কারণ শরীর পৃথিব্যাদি জন্য । ইন্দ্রিয়গণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ও অহঙ্কার ইহারাও আত্মা নহে ; কারণ অন্নবিকার মাত্র। বায়ু, জল, বহ্নি, আকাশ, ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত ও শব্দরূপ রস প্রভৃতি বিষয় এবং প্রকৃতি, ইহারাও জড়ত্বনিবন্ধন আত্মা নহে ॥ ২৫ ॥

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভির্গুণো ভবেৎ মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিন্নু দূষণং ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈরবেঃ কিম্ ॥২৬

মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ ( মম সুষ্ঠু বিবিক্তং বিচারিতং ধাম স্বরূপং যেন তস্য ) গুণাত্মভিঃ (গুণাঃ আত্মা স্বভাবো যেষাং তৈঃ ) করণৈঃ ( ইন্দ্রিয়ৈঃ সমাহিতৈঃ ) (নিশ্চলৈঃ) উত ( বা ) বিক্ষিপ্যমাণৈঃ কো গুণঃ নু ( ভো ) কিং বা দূষণং ( ন কিমপি ) ঘনৈঃ মেঘৈঃ উপেতৈঃ ( সমাগতৈঃ ) বিগতৈঃ ( বা ) রবেঃ কিম্ ॥ ২৬ ॥

যিনি আমার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিগুণময় ইন্দ্রিয়গণ সমাহিতই হউক আর বিক্ষিপ্তই বা হউক, তাহাতে তাহার আর দোষই বা কি গুণই বা কি ? যেমন মেঘ উপস্থিতই হউক আর বিগতই বা হউক, তাহাতে আর সূর্য্যের কি হইতে পারে ? ॥ ২৬ ॥

যথা নভো বায়্বনলাম্বুভূগুণৈর্গতাগতৈর্ব্বর্ত্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈরহম্মতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্ ॥ ২৭ ॥

নভঃ (আকাশং) যথা বায়্বনলাম্বুভূগুণৈঃ (বায়ুঃ অনলঃ অম্বু জলং ভূঃ আসাং গুণৈঃ শোষণ-দহন-ক্লেদন-ধূষরত্বাদিগুণৈঃ) গতাগতৈঃ (আগমাপায়িভিঃ) ঋতুগুণৈর্বা ন সজ্জতে (ন যুজ্যতে) তথা অহম্মতেঃ (অহঙ্কারাৎ) পরম্ অক্ষরম্ (অবিনাশি ব্রহ্ম) সংসৃতিহেতুভিঃ সত্ত্বরজস্তমোমলৈঃ (সত্ত্বরজস্তমাংস্যেব মলাস্তৈঃ) ন সজ্জতে (নাসক্তং ভবতি পরন্তু অহঙ্কারময়স্য জীবস্যৈব আসক্ততা) ॥ ২৭ ॥

সঙ্গবিবর্জিত হইয়া যিনি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহার দোষও নাই গুণও নাই, ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত দেখাইতেছেন—আকাশ যেমন বায়ু অনল জল ও ক্ষিতি ইহাদিগের শোষণ, দহন, ক্লেদন ও ধূষরত্বাদি গুণ দ্বারা বা আগমাপায়ি শীতোষ্ণাদি ঋতুগুণ দ্বারা যুক্ত হয় না, তদ্রূপ অহঙ্কারপারে অবস্থিত পরমাত্মা সংসারের কারণ স্বরূপ সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণ দ্বারা লিপ্ত হয়েন না, কেবল অহঙ্কারময় জীবই লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥২৮॥

তথাপি (ব্রহ্মৈকনিষ্ঠত্বে সঙ্গস্যাদোষকরত্বেঽপি) যাবৎ মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন (সতা) রজঃ (রজোরূপঃ) মনঃকষায়ঃ (ন) নিরস্যেত তাবৎ মায়ারচিতেষু গুণেষু সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ঃ ॥ ২৮ ॥

মুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অসম্যক্ জ্ঞানী ব্যক্তি যথেচ্ছাচরণ করিবেন না, ইহাই বলিতেছেন,—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বিষয়সঙ্গ বিশেষ দূষণাবহ না হইলেও যে পর্য্যন্ত আমাতে দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা রজোরূপ মনঃকষায় নিবৃত্ত না হয়, ততদিন মায়ারচিত গুণগণের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৮ ॥

যথাময়োঽসাধু চিকিৎসিতো নৃণাং পুনঃ পুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্।
এবং মনোঽপককষায়কর্ম্ম কুযোগিনং বিধ্যতি সর্ব্বসঙ্গম্ ॥২৯ ॥

নৃণাং যথা আময়ঃ (রোগঃ) অসাধু (অসম্যগ্ যথা ভবতি তথা) চিকিৎসিতঃ পুনঃপুনঃ প্ররোহন্ (প্রাদুর্ভবন্) সন্তুদতি (ব্যথয়তি) এবম্ অপক্ককষায়কর্ম্ম (অপক্কাঃ

ন সম্যক্ উন্মূলিতা যে কষায়াঃ রাগাদয়ঃ তন্মূলানি কর্ম্মাণি যস্মিন্ তৎ অতএব) সর্ব্বসঙ্গং (সর্ব্বেষু পুত্রকলত্রাদিষু সঙ্গো যস্য তাদৃশং) মনঃ কুযোগিনং (অসম্যক্‌জ্ঞানিনং) বিধ্যতি (ভ্রংশয়তি)॥ ২৯॥

যেমন দেহিদিগের রোগ, চিকিৎসা দ্বারা সম্যকরূপে নিঃশেষিত না হইলে, পুনর্ব্বার উদিত হইয়া ব্যথিত করে, তদ্রূপ রাগাদি সম্যক্‌রূপে নির্ম্মূলিত না হইলে, কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃ পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত মন, অল্পজ্ঞানী মনুষ্যকে স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে॥ ২৯॥

কুযোগিনো যে বিহতান্তরায়ৈর্ম্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো যুঞ্জন্তি যোগং ন তু কর্ম্মতন্ত্রম্ ॥৩০॥

ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ (দেবপ্রেরিতৈঃ) বিহতান্তরায়ৈঃ (সম্পাদিতবিঘ্নৈঃ) মনুষ্যভূতৈঃ (বন্ধুশিষ্যাদিরূপৈঃ ভ্রংশিতাঃ) যে কুযোগিনঃ (অসম্যক্‌জ্ঞানিনঃ) তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ঃ (পুনরপি) যোগং যুঞ্জন্তি, নতু কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মবিস্তারং) প্রাপ্নুবন্তি॥ ৩০॥

যদি অল্পমাত্রবিষয়সংসর্গেও যোগ হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ডেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত না হইয়া যোগমার্গে প্রবৃত্ত হয় কেন, ইহাতে বলিতেছেন—অল্পজ্ঞানী যোগিগণ দেবপ্রেরিত সম্পাদিতবিঘ্ন বন্ধুশিষ্যাদিস্বরূপ মনুষ্যগণ কর্তৃক ভ্রংশিত হইয়াও প্রাক্তন অভ্যাস বলে পুনর্ব্বার যোগসাধনই প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মবিস্তার প্রাপ্ত হয় না॥ ৩০॥

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥৩১॥

অসৌ (বিদ্বদ্যোঽন্যঃ) জন্তুঃ কেনাপি (সংস্কারাদিনা) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) আনিপাতাৎ (মরণপর্য্যন্তং) কর্ম্ম করোতি ক্রিয়তে চ (বিক্রিয়তে চ তেন কর্ম্মণা হেতুভূতেন পুষ্ট্যাদিকমপি প্রাপ্নোতি)। তত্র (তন্মধ্যে) বিদ্বান্ (জ্ঞানী তু) প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতোঽপি স্বসুখানুভূত্যা নিবৃত্ততৃষ্ণঃ (সন্) ন (বিক্রিয়তে নিরহঙ্কারত্বাৎ হর্ষবিষাদাদিভিঃ সংসারং ন প্রাপ্নোতি)॥ ৩১॥

জ্ঞানিদিগেরও কর্ম্ম অপরিহার্য্য, অতএব তাঁহারাও পুনঃ পুনঃ সংসারে লিপ্ত হউক, এই আশঙ্কাতে বলিতেছেন—জন্তুগণ কোনও সংস্কার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া

মরণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে ও সেই কর্ম্ম দ্বারা বিকৃত অর্থাৎ পুষ্টি ইত্যাদি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তাহার মধ্যে জ্ঞানী দেহে অবস্থিত হইয়াও স্বকীয় সুখানুভব দ্বারা বিষয় অভিলাষে বিরত হইয়া নিরহঙ্কারতা প্রযুক্ত সংসার প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩১ ॥

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্ ।
স্বভাবমন্যং কিমপীহমানমাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥ ৩২ ॥

উত ( ভো ) তিষ্ঠন্তম্ আসীনং ব্রজন্তম্ উক্ষন্তং ( মূত্রয়ন্তম্ ) অন্নম্ অদন্তং ( ভক্ষয়ন্তং ) কিমপি অন্যৎ স্বভাবম্ ঈহমানম্ আত্মানং ( শরীরম্ ) আত্মস্থমতিঃ ( আত্মস্থা মতি র্যস্য তাদৃশো জনঃ ) ন বেদ ( দৃষ্ট্যা ন জানাতি ) ॥ ৩২ ॥

যাঁহার মন সর্ব্বদা আত্মাতেই স্থিত হয়, তিনি স্থিতিই করুন, উপবেশনই করুন, গমনই করুন বা মলমূত্রাদিত্যাগই করুন অথবা ভোজনই করুন কিংবা অন্য কোন স্বাভাবিক ক্রিয়াই করুন, কোন সময়েই তাঁহার দেহের প্রতি দৃষ্টি থাকে না ॥ ৩২ ॥

যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্ ॥ ৩৩

মনীষী যদি অসদিন্দ্রিয়ার্থং পশ্যতি স্ম তথাপি নানা ( অতএব মিথ্যা ইতি ) অনুমানেন বিরুদ্ধং ( বাধিতং সৎ ) উত্থায় ( নিদ্রাং ত্যক্ত্বা ) তিরোদধানং স্বাপ্নং ( বিষয়মিব ) অন্যং ( আত্মব্যতিরিক্তং ) বস্তুতয়া ন মন্যতে ( ন স্বীকরোতি ) ॥ ৩৩ ॥

মনীষী ব্যক্তি যদিও অসৎ ইন্দ্রিয়বিষয় অবলোকন করেন, তথাপি নানাত্ব নিবন্ধন অনুমান দ্বারা বাধিত জ্ঞানে বীতনিদ্র ব্যক্তির তিরোহিত স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থ বস্তুরূপে স্বীকার করেন না ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্রমজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ ।
নিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা ॥৩৪॥

অঙ্গ, পূর্ব্বং ( বদ্ধাবস্থায়াম্ ) আত্মনি অবিবিক্তম্ ( অবিচারিতং ) গুণকর্ম্মচিত্রং ( গুণকর্ম্মভি র্বিচিত্রম্ ) অজ্ঞানং ( দেহেন্দ্রিয়াদিলক্ষণম্ আত্মনি অধ্যাসেন ) গৃহীতম্ ( আসীৎ ) তৎ ( অজ্ঞানং ) পুনঃ ঈক্ষয়া ( ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ ) নিবর্ত্ততে ( অতঃ জ্ঞানমেব পূর্ব্বোত্তরদশয়োরগৃহীতঞ্চ ভবেৎ ) আত্মা ( কেনাপি রূপেণ ) ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্যঃ ॥ ৩৪ ॥

আত্মার বিকার নাই পূর্ব্বে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা উপপন্ন হয় না ; যে হেতু বদ্ধাবস্থা আত্মাকে পরিত্যাগ করেন ও মুক্তাবস্থা আত্মাকে গ্রহণ করেন, সুতরাং বিকৃত না হইলে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য হইতে পারে না। ব্রীহি সকল ব্রীহিভাব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তণ্ডুলভাব কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া কি বিকৃত হয় না ?—অবশ্যই হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে আত্মার বিকার নাই, ইহা কিপ্রকারে উপপন্ন হইল, ইহাতে বলিতেছেন—হে উদ্ধব, বদ্ধাবস্থায় আত্মাতে অবিচারিত ভাবে গুণকর্ম্ম দ্বারা বিচিত্রভাবাপন্ন এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাসরূপ অজ্ঞান গৃহীত হয়। সেই অজ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অতএব জ্ঞ নষ্ট পূর্ব্ব ও উত্তর দশায় অগৃহীত ও গৃহীত হইয়া থাকে। আত্মা কোন বিষয় কর্ত্তৃক গ্রাহ্য ও হয়েন না, ত্যাজ্য ও হয়েন, না সুতরাং আত্মার বিকার নাই, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্ন তু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাত্তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ৩৫ ॥

যথা হি ভানোঃ ( সূর্য্যস্য ) উদয়ঃ নৃচক্ষুষাং তমঃ ( অন্ধকারং ) নিহন্যাৎ ন তু সৎ ( বস্তু কিঞ্চিৎ ) বিধত্তে, এবং সতী ( সমীচীনা ) নিপুণা মে ( মম ) সমীক্ষা ( কৃপাদৃষ্টিঃ ) পুরুষস্য বুদ্ধেঃ তমিস্রং ( তিমিরং ) হন্যাৎ, ( ন তু কিঞ্চিৎ বস্তু উৎপাদয়তি ) ॥ ৩৫ ॥

যেমন সূর্য্যের উদয় কেবল লোকচক্ষুর অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, নতুবা কোন বস্তুর উৎপাদন করে না, তদ্রূপ মদীয় কৃপাদৃষ্টি পুরুষবুদ্ধির অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং তাহা হইলেই আত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। আত্মার সেই প্রকাশই মুক্তি, তাহাতে আত্মার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না, সুতরাং আত্মা অবিকারী ॥ ৩৫ ॥

এষ স্বয়ং জ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ৩৬ ॥

এষঃ ( জীববিলক্ষণতয়া সাক্ষাৎ প্রতীয়মানঃ পরমাত্মা ) স্বয়ং জ্যোতিঃ ( স্বপ্রকাশঃ ) অজঃ অপ্রমেয়ঃ ( সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ প্রমাতুমশক্যঃ ) মহানুভূতিঃ ( মহতী দেশকালপরিচ্ছেদশূন্যা অনুভূতিঃ স্বরূপজ্ঞানং যস্য সঃ ) সকলানুভূতিঃ ( সর্ব্বজ্ঞঃ ) একঃ ( পরমেশ্বরান্তরাভাবাৎ সজাতীয়ভেদরহিতঃ ) অদ্বিতীয়ঃ ( জীবমায়য়োঃ তচ্ছক্তিত্বৈনক্যাদ্বিজাতীয়ভেদরহিতঃ ) বচসাং বিরামে ( অগোচরত্বেন নিবৃত্তৌ সত্যাং )

যেন ইরিতাঃ ( প্রেরিতাঃ সন্তঃ ) বাগসবঃ ( বাচঃ অসবঃ প্রাণাশ্চ তে ) চরন্তি ॥ ৩৬ ॥

জীব হইতে ভিন্ন এই পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, অজ, অপ্রমেয়, সর্ব্বব্যাপক, দেশকাল-পরিচ্ছেদরহিত, স্বজাতীয়ভেদরহিত এবং জীব ও মায়া তাঁহারই শক্তি বলিয়া বিজাতীয়ভেদরহিত। বাক্যের অংশেশ্বর সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রাণ ও বাক্য বিচরণ করে ॥ ৩৬ ॥

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্নৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি ॥ ৩৭ ॥

কেবলে ( অভিন্নে ) আত্মন্ ( আত্মনি ) বিকল্পঃ ( ইতি যৎ ) এতাবান্ ( সর্ব্বোঽপি ) আত্মসম্মোহঃ ( আত্মনঃ মনসঃ ভ্রমঃ ) হি ( যতঃ ) স্বম্ আত্মানম্ ঋতে ( বিনা ) যস্য ( বিকল্পস্য ) অবলম্বঃ ( আশ্রয়ঃ ) ন ( অস্তি ) ॥ ৩৭ ॥

অভিন্ন বিকল্পরহিত আত্মবস্তুতে যে বিকল্প, তাহারই নাম আত্মসম্মোহ, অর্থাৎ মনোভ্রমমাত্র ; যে হেতু স্বীয় আত্মা ব্যতীত বিকল্পের আর অবলম্বন নাই ॥ ৩৭ ॥

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্ ।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্ ॥ ৩৮ ॥

যৎ নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণং ( পঞ্চভূতাত্মকং রূপম্ ) অবাধিতং ( নাস্তীতি ভাবনয়া বাধিতুমশক্যং ) যচ্চ ব্যর্থেনাপি ( পদার্থং বিনাপি ) অয়ম্ অর্থবাদঃ ( অর্থস্য বাদমাত্রম্ ইতি মন্যন্তে দ্বয়মপ্যেতৎ ) পণ্ডিতমানিনাং ( বয়মেব পণ্ডিতাঃ ইত্যভিমানবতাং মতং, নতু তত্ত্ববিদাম্ ) ॥ ৩৮ ॥

নাম ও রূপ দ্বারা গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মক রূপ প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য এবং অর্থ ব্যতিরেকে অর্থের বাদমাত্র, এই দুইটি মতই পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের অভিপ্রেত, তত্ত্ববিদ্গণের নহে ॥ ৩৮ ॥

যোগিনোঽপক্কযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥

যুঞ্জতঃ ( যোগাভ্যাসং কুর্ব্বতঃ ।) অপক্কযোগস্য যোগিনঃ কায়ঃ ( যদি ) উত্থিতৈঃ উপসর্গৈঃ ( রোগাদিভিঃ ) বিহন্যেত ( অভিভূয়েত ) তত্র অয়ং বিধিঃ বিহিতঃ ॥ ৩৯ ॥

যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত অপক্কযোগ যোগিগণের শরীরে স্বভাবসম্পন্ন কোন

রোগাদি দ্বারা যদি বিঘ্নের সম্ভাবনা হয়, তদ্বিষয়ে এই প্রতীকার বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ ।
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দ্দহেৎ ॥৪০ ॥

কাংশ্চিৎ ( সন্তাপশৈত্যাদীন্ ) যোগধারণয়া ( সোমসূর্য্যাদিধারণয়া কাংশ্চিৎ বাতাদিরোগান্ ) ধারণান্বিতৈঃ ( বায়ুধারণান্বিতৈঃ ) আসনৈঃ কাংশ্চিৎ উপসর্গান্ ( পাপগ্রহসর্পাদিকৃতান্ ) তপোমন্ত্রৌষধৈঃ বিনির্দ্দহেৎ ॥ ৪০ ॥

কোন কোন বিঘ্নকে অর্থাৎ সন্তাপ শৈত্যাদি নিবন্ধন যে বিঘ্ন তাহাকে চন্দ্র-সূর্য্য-ধারণারূপ যোগ দ্বারা কোন কোন বাতাদিরোগজন্য বিঘ্নকে বায়ুধারণরূপ আসন দ্বারা ও গ্রহসর্পাদিকৃত বিঘ্নকে তপস্যা মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা দগ্ধ করিবে ॥৪০ ॥

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসংকীর্ত্তনাদিভিঃ ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ ॥ ৪১ ॥

কাংশ্চিৎ ( কামাদীন্ ) অশুভদান্ ( বিঘ্নান্ ) মম অনুধ্যানেন নামসংকীর্ত্তনাদিভিঃ ( চ ) বা ( অথবা ) যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা ( যোগেশ্বরাঃ মদ্ভক্তাস্তেষাং অনুবৃত্ত্যা আনুগত্যেন ) শনৈঃ ( মন্দং মন্দং যথা স্যাৎ তথা ) হন্যাৎ ॥ ৪১ ।

কোন কোন অশুভপ্রদ কামাদি বিঘ্নকে আমার অনুধ্যান ও নামকীর্ত্তনাদি অথবা যোগসিদ্ধ মদীয় ভক্তগণের আনুগত্য দ্বারা ক্রমশঃ নিহত করিবে ॥ ৪১ ॥

কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্ ।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথো যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে ॥ ৪২ ॥

কেচিৎ ধীরাঃ ( এতৈঃ অন্যৈশ্চ ) বিবিধোপায়ৈঃ ( তারুণ্যে ) বয়সি সুকল্পং ( জরারোগাদিরহিতম্ ) ইমং দেহং স্থিরং বিধায় সিদ্ধয়ে ( অদৃশ্যপরকায়প্রবেশাদি-সিদ্ধার্থং তত্তদ্ধারণারূপং যোগং ) যুঞ্জন্তি ॥ ৪২ ॥

কোন কোন ধীর ব্যক্তি তরুণবয়সে জরারোগাদিরহিত দেহকে এই সকল বিবিধ উপায় দ্বারা স্থিররূপে সম্পন্ন করিয়া পরকায় প্রবেশাদি সিদ্ধির নিমিত্ত যোগ-সাধন অভ্যাস করেন ॥ ৪২ ॥

নহি তৎ কুশলাদৃত্যং তদয়াসো হ্যপার্থকঃ।
অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥ ৪৩ ॥

তৎ (তাদৃশযোগাভ্যসনং) নহি কুশলাদৃত্যং কুশলৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ আদরণীয়ং, হি (নিশ্চিতং) তদায়াসঃ অপার্থকঃ (নিরর্থকঃ), বনস্পতেঃ ফলস্যেব শরীরস্য অন্তবত্ত্বাৎ (বনস্পতিবৎ আত্মৈব স্থায়ী শরীরন্তু ফলবৎ নশ্বরম্) ॥ ৪৩ ॥

নিপুণ ব্যক্তিরা সেই আয়াস নিরর্থক বলিয়া তাহাকে সমাদর করেন না; কারণ বৃক্ষের ফলের ন্যায় শরীর অনিত্য, বনস্পতির ন্যায় আত্মাই স্থায়ী ॥ ৪৩ ॥

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ ॥ ৪৪ ॥

যোগং (সমাধ্যঙ্গপ্রাণায়ামাদিকং) নিষেবতঃ (জনস্য) চেৎ (যদি) কায়ঃ (শরীরং) কল্পতাং (জরারোগাদিরহিততাম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ তথাপি) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ) মতিমান্ (জনঃ) যোগং (জ্ঞানযোগম্) উৎসৃজ্য (পরিত্যজ্য) তৎ (তাং কায়সিদ্ধিং) ন শ্রদ্দধ্যাৎ (বিশ্বসেৎ) ॥ ৪৪ ॥

যদিও সমাধির অঙ্গস্বরূপ প্রাণায়ামাদি দ্বারা শরীর জরারোগাদিবিহীন হয়, সত্য, তথাপি বুদ্ধিমান্ মদীয় ভক্ত জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া সেই কায়সিদ্ধির উপায় স্বরূপ প্রাণায়ামাদিমাত্রে শ্রদ্ধা করেন না ॥ ৪৪ ॥

যোগচর্য্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ ॥ ৪৫ ॥

মদপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ) যোগী ইমাং যোগচর্য্যাং বিচরন্ (আচরন্) স্বসুখানুভূঃ (স্বসুখে আত্মসুখে অনুভূঃ অনুভূতির্যস্য সঃ অতএব) নিস্পৃহঃ (সন্) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) ন বিহন্যেত ॥ ৪৫ ॥

আমার শরণাপন্ন হইয়া যোগী ব্যক্তি যদি এই প্রকার যোগচর্য্যা আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি কোনও বিঘ্নে বিহত হয়েন না, কেবল আনন্দপূর্ণ হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখানুভব করেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে পরমার্থনির্ণয়োঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

# ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীউদ্ধব উবাচ ।

সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥ ১ ॥

(হে) অচ্যুত, অনাত্মনঃ (অবশীকৃতমনসঃ) ইমাং (পূর্ব্বোক্তাং) যোগচর্য্যাং সুদুশ্চরাং মন্যে, (অতঃ) পুমান্ অঞ্জসা (অনায়াসেং যথা সিধ্যেৎ তথা) তৎ অঞ্জসা (সুগমং যথা ভবতি তথা) মে ব্রূহি (উপদিশ) ॥ ১ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে অচ্যুত, যাহার মন বশীকৃত হয় না, তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই পূর্ব্বোক্ত যোগচর্য্যা দুশ্চর বলিয়া বোধ হয়, অতএব যাহাতে পুরুষ অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাই সুখবোধরূপে আমাকে উপদেশ করুন ॥ ১ ॥

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥ ২ ॥

(হে) পুণ্ডরীকাক্ষ, মনঃ যুঞ্জন্তঃ (ব্রহ্মণি নিবেশয়ন্তঃ) যোগিনঃ প্রায়শঃ অসমাধানাৎ (সমাধ্যসামর্থ্যাৎ) মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ (মনসো নিগ্রহে শ্রান্তাঃ সন্তঃ) বিষীদন্তি ॥ ২ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তত্ত্ববিষয়ে মনঃসংযোগ করণে উদ্যত যোগানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণ অসমাধান অর্থাৎ সমাধিতে অসামর্থ্য নিবন্ধন মনোনিগ্রহে শ্রান্ত হইয়া প্রায়ই বিষণ্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভিস্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥৩॥

(হে) অরবিন্দলোচন, হে বিশ্বেশ্বর, অথাতঃ (অতএব) হংসাঃ (সারাসার-বিবেকচতুরাঃ) আনন্দদুঘং (সমস্তানন্দপরিপূরকং তব) পদাম্বুজং সুখং (যথা স্যাৎ তথা) শ্রয়েরন্ (সেবন্তে) যোগকর্ম্মভিঃ মানিনঃ (অভিমানবন্তঃ) অমী (কুযোগিনঃ ন সেবন্তে কেবলং) ত্বন্মায়য়া বিহতাঃ (ভবন্তি) নু (কথমপি) ন মুচ্যন্তে ॥ ৩ ॥

হে অরবিন্দনয়ন, হে বিশ্বেশ্বর, এই হেতু সারাসারবিবেকচতুর ব্যক্তিগণ, সমস্ত

আনন্দপ্রদ ত্বদীয় চরণপদ্মকেই সুখে আশ্রয় করেন, আর কুযোগিগণ যোগ কর্ম্মের অভিমান নিবন্ধন ভবদীয় চরণপদ্মকে আশ্রয় করে না, কেবল ত্বদীয় মায়ায় মোহিত হয় ও কোন উপায়েই মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহমৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪ ॥

( হে ) অচ্যুত, (হে) অশেষবন্ধো, অনন্যশরণেষু (জ্ঞানযোগকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানরহিতেষু) দাসেষু ( শুদ্ধভক্তেষু ) তব যৎ আত্মসাত্ত্বং ( তেষাং যঃ আত্মা তদধীনত্বং ) এতৎ কিং চিত্রং ( নাশ্চর্য্যং যতঃ ) ঈশ্বরাণাং ( ব্রহ্মাদীনাং ) শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ( শ্রীমন্তি যানি কিরীটানি তেষাং যানি তটানি অগ্রাণি তৈঃ পীড়িতং সংঘট্টবিলুলিতং পাদপীঠং যস্য ) স্বয়ং ( তথাভূতোঽপি ) যঃ ( ভবান্ ) মৃগৈঃ ( বৃন্দাবনস্থৈর্বানরৈঃ অথবা শ্রীরামরূপেণ বানরৈঃ ) সহ ( সখ্যম্ ) অরোচয়ৎ ( স্বস্মৈ রোচিতমকরোৎ ) । ৪ ॥

হে বিশ্ববন্ধো, হে অচ্যুত, জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই তোমাতে অর্পণ করিয়া একান্ত শরণাপন্ন হইয়াছে যে ভক্তবৃন্দ তাহাদিগের নিকট যে তোমার অধীনতা স্বীকার, ইহা আশ্চর্য্য নহে; যেহেতু ব্রহ্মাদি দেবতাগণের মস্তকস্থিত সুশোভমান কিরীটাগ্রভাগ দ্বারা যাঁহার পাদপীঠ সংঘর্ষিত হয়, স্বয়ং তাদৃশ হইয়াও, যে তুমি, রামাবতারে বনমৃগের সহিত অথবা বৃন্দাবনে বানরগণের সহিত সখ্যভাবে প্রীতিলাভ করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৫ ॥

নু (ভোঃ), তম্ ( এবম্ভূতং) স্বকৃতবিৎ ( বলিপ্রহ্লাদিষু ত্বয়া কৃতম্ অনুগ্রহম্ অথবা অন্তর্যামিতয়া স্বস্মিন্নেব কৃতমুপকারং বিৎ জানন্ ) কঃ ( নাম জনঃ ) অখিলাত্মদয়িতেশ্বরম্ (অখিলস্য জগতঃ আত্মা ইব দয়িতশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি এতাদৃশম্) আশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং, ত্বা (ত্বাং) বিসৃজেত (বিসৃজেৎ) ন ভজেৎ, কিমপি ( দেবতান্তরং ) অবুদ্ধ

স্বর্গাদিকমপি কো বা ভজেৎ (যতঃ স্বর্গাদিকং) ভূত্যৈ (কেবলম্ ইন্দ্রিয়ভোগায়) অস্তু (পশ্চাৎ ভবতঃ) বিস্মৃতয়ে (চ ভবতি)। তব পাদরজোজুষাং নঃ (অস্মাকং) কিং বা ন ভবেৎ॥ ৫॥

সমস্ত জগতের আত্মতুল্য প্রিয়বন্ধু আশ্রিতের সর্ব্বার্থদাতা ঈশ্বর যে আপনি আপনকার কৃত উপকার অবগত হইয়া আর কোন্ ব্যক্তি আপনার ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে? আর আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দেবতান্তর বা ধর্ম্মজ্ঞানের অন্য উপায় কিংবা আপনকার প্রদত্ত স্বর্গাদিই বা কোন্ ব্যক্তি ভজনা করে? আপনার শ্রীচরণরেণুর সেবায় আমাদিগের অভাবই বা কি আছে?॥ ৫॥

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ৬॥

(হে) ঈশ, যঃ (ভবান্) তনুভৃতাং (দেহিনাম্) অন্তর্ব্বহিঃ আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা (বহিঃ আচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ, অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ) অশুভং (ত্বদ্‌ভক্তিপ্রতিকূলবিষয়বাসনাং) বিধুন্বন্ (নিরসান্) স্বগতিং (নিজরূপং) ব্যনক্তি (প্রকটয়তি, এতাদৃশস্য তব) কৃতম্ (উপকারম্) ঋদ্ধমুদঃ (উপচিতত্বদ্‌ভক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ) স্মরন্তঃ ব্রহ্মায়ুষোঽপি (ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপি) কবয়ঃ অপচিতিং (প্রত্যুপকারম্ আনৃণ্যমিতি যাবৎ) নৈব উপযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ৬॥

হে ঈশ, তুমি বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে শরীরীদিগের অশুভ অর্থাৎ ত্বদীয় ভক্তির প্রতিকূল বিষয়বাসনা নাশ করিয়া স্বীয় গতি প্রদান কর, অতএব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তোমাতে ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কবিগণ কল্পান্তকাল ত্বদীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তোমা কর্ত্তৃক কৃত উপকার স্মরণ করিয়া কিছুতেই আর ঋণমুক্ত হইতে পারেন না॥ ৬॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেম মনোহরস্মিতঃ॥ ৭॥

অনুরক্তচেতসা উদ্ধবেন ইতি পৃষ্টঃ (সন্) জগৎক্রীড়নকঃ (জগদেব ক্রীড়নকং

ক্রীড়াসাধনং যস্য সঃ) স্বশক্তিভিঃ গৃহীতমূর্ত্তিত্রয়ঃ (গৃহীতং ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিত্রয়ং যেন সঃ অতএব) ঈশ্বরেশ্বরঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) মনোহরস্মিতঃ (বিশেষাঃ মনোহরং স্মিতম্ ঈষদ্ধাস্যং যস্য তথাবিধঃ সন্) সপ্রেম যথা ভবতি তথা জগাদ (বক্তুমারেভে) ॥ ৭ ॥

শুকদেব কহিলেন, অনুরক্তচেতা উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া নিজশক্তি-প্রভাবে মূর্ত্তিত্রয় সম্পন্ন ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগন্মোহকর-হাস্য করিতে করিতে প্রীতিসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্। ৮

হন্ত (ইতি হর্ষেঽনুকম্পায়াং বা) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলো মনুষ্যঃ) যান্ (ধর্ম্মান্) শ্রদ্ধয়া চরন্ (আচরন্ সন) দুর্জ্জয়ং মৃত্যুম্ (অপি) জয়তি (তান্) সুমঙ্গলান্ মম ধর্ম্মান তে (তুভ্যং) কথয়িষ্যামি ॥ ৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, মরণশীল মনুষ্যগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে ধর্ম্মের আচরণ করিলে অতিদুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, সেই সুমঙ্গল আমার ধর্ম্ম সকল তোমাকে উপদেশ করিতেছি। ৮ ॥

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ৯

শনকৈঃ (অসম্ভ্রমতঃ) ময়ি অর্পিতমনশ্চিত্তঃ (অর্পিতে মনশ্চিত্তে সঙ্কল্পবিকল্পা-ত্মকে যেন সঃ অতএব) মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ (মদ্ধর্ম্মেষেব আত্মমনসো রতি র্যস্য তথা-বিধঃ সন্ মাং) স্মরন্ (সততমনুচিন্তয়ন্) মদর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ ॥ ৯ ॥

সুশান্তভাবেও মৃদুভাবে আমাতে মনোবৃত্তি অর্পণপূর্ব্বক মদীয় ধর্ম্মে রত হইয়া অনবরত আমার অনুধ্যান করিতে করিতে আমার নিমিত্তই যথাসাধ্য বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯ ॥

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ১০

সাধুভিঃ মদ্ভক্তৈঃ শ্রিতান্ (আশ্রিতান্) পুণ্যান্ দেশান্ (দ্বারকাদীন্) দেবাসুর-

মনুষ্যেষু ( মধ্যে ) মদ্ভক্তাচরিতানি চ ( যে মদ্ভক্তাঃ নারদপ্রহ্লাদাম্বরীষপ্রভৃতয়স্তেষাম্ আচরিতানি আচারান্চ ) আশ্রয়েত ( অনুসরেৎ ) ॥ ১০ ॥

মদীয় ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্যদেশ আশ্রয় করিবে এবং দেব ও অসুর মনুষ্য মধ্যে যে সকল আমার ভক্ত তাহাদিগের ব্যবহারের অনুসরণ করিবে ॥ ১০ ॥

পৃথক্‌সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ ১১

পৃথক্‌সত্রেণ বা ( সম্ভূয় বা ) মহারাজবিভূতিভিঃ নৃত্যগীতাদ্যৈঃ মহ্যং ( মাং প্রীণয়িতুং ) পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্ ( পর্ব্বসু যাত্রামহোৎসবান্ ) কারয়েৎ ॥ ১১ ॥

পৃথক্ পৃথক্‌ই হউক বা সকলে মিলিয়াই হউক, মহারাজবিভূতি দ্বারা ও নৃত্যগীতাদি সহকারে আমার প্রীতির নিমিত্ত সকল পর্ব্বেতে যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১১ ॥

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥

অমলাশয়: ( জনঃ ) সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চ ( স্থিতং ) বহিঃ অন্তঃ ( পূর্ণং ) যথা খম্ ( আকাশমিব ) অপাবৃতম্ ( অনাবরণম্ ) আত্মানম্ ( ঈশ্বরং ) মামেব ঈক্ষেত ॥ ১২ ॥

অমলাশয় ব্যক্তি সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে আকাশের ন্যায় অনাবৃত পূর্ণ পরমেশ্বর আমাকেই দর্শন করিবে ॥ ১২ ॥

ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥ ১৩ ॥

( হে ) মহাদ্যুতে, ইতি ( পূর্ব্বোক্তরূপেণ ) সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন ( তেষু মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য যো ভাবঃ অস্তিত্বং তদ্বিশিষ্টতয়া ) সভাজয়ন্ ( সম্মানয়ন্ মননঞ্চ কুর্ব্বন্ ) কেবলং জ্ঞানম্ ( অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ) আশ্রিতঃ ( সন্ পণ্ডিতো মতঃ )। ১৩ ॥

হে নিত্যস্বচ্ছদ্যুতিশালিন্, এই পূর্ব্বোক্তরূপে সকল প্রাণীতে মদীয় শ্রীকৃষ্ণরূপের অস্তিত্ব ভাব মননরূপ উপাসনা দ্বারা ধারণা করিয়া, অদ্বয় ব্রহ্মভাবে আমায় আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে ।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণে ( পুক্কসে চাণ্ডালে ) স্তেনে ( ব্রহ্মস্বাপহারিণি ) ব্রহ্মণ্যে ( ব্রাহ্মণেভ্যো-দাতরি ) অর্কে ( সূর্য্যে ) স্ফুলিঙ্গকে অক্রূরে ( শান্তে ) ক্রূরে চ সমদৃক্ ( সমদর্শী যঃ স এব ) পণ্ডিতো মতঃ ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মবিরোধী উত্তম অধম মধ্যম ব্যক্তিতে সমদর্শিতা জ্ঞানদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ নহে, ইহাই বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণে চাণ্ডালে ব্রহ্মস্বাপহারীতে ব্রাহ্মণোদ্দেশে দানকর্ত্তাতে সূর্য্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে শান্তচিত্তে ও ক্রূর ব্যক্তিতে সমদর্শী ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ১৪ ॥

নরেম্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥

নরেষু ( সমোত্তমহীনেষু ) অভীক্ষ্ণং ( নিরন্তরং ) মদ্ভাবং ভাবয়তঃ পুংসঃ সাহঙ্কারাঃ (অহঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানাঃ ) স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ অচিরাৎ হি নিশ্চিতং বিয়ন্তি ( নশ্যন্তি ) ॥ ১৫ ॥

সম উত্তম ও হীন ব্যক্তিতে নিরন্তর মদ্ভাব ভাবনাকারী পুরুষের অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা অসূয়া ও তিরস্কার অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৫ ॥

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্ ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥ ১৬ ॥

স্ময়মানান্ ( অহো মহানপায়ম্ অতিনীচং প্রণমতীতি হসতঃ ) স্বান্ দৈহিকীং দৃশম্ ( অহমুত্তমঃ অয়ং নীচঃ কথং মে নমস্যঃ ইতি দৃষ্টিং তথা ) ব্রীড়াং ( লজ্জাঞ্চ ) বিসৃজ্য আশ্বচাণ্ডালগোখরং ( শ্বচাণ্ডালগোখরান্ অভিব্যাপ্য ) দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রণমেৎ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবার একমাত্র সাধন কি, তাহাই বলিতেছেন,—বন্ধুবর্গের উপহাস, স্বীয় উত্তমত্ব দৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর সর্ব্বভূতেই আছেন, এই বুদ্ধিতে কুক্কুর চাণ্ডাল গো ও গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ১৬ ॥

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে ।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবঃ ন উপজায়তে ( স্বাভাবিকো ন ভবেৎ ) তাবদেব

বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ( পরমাত্মনে নমঃ ইতি বাচা তথৈব মনসা কায়ব্যাপারৈশ্চ ) উপাসীত ( দণ্ডবৎপ্রণতীঃ কুর্য্যাৎ ) ॥ ১৭ ॥

যেপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাবনা জন্মে, অর্থাৎ স্বাভাবিক না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ বাক্য মন ও কায়ব্যাপার দ্বারা উপাসনা করিবে ॥ ১৭ ।

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া ।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তস্য ( এবং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ ) আত্মমনীষয়া বিদ্যয়া ( সর্ব্বত্রৈব ঈশ্বরদৃষ্টিরূপয়া উপাসনয়া ) সর্ব্বম্ ( এব ) ব্রহ্মাত্মকং ( ভবতি অতঃ ) পরিপশ্যন্ ( পরিতো ব্রহ্মৈব পশ্যন্ ) মুক্তসংশয়ঃ ( সন্ ) সর্ব্বতঃ ( ক্রিয়ামাত্রাৎ ) উপরমেৎ ॥ ১৮ ।

এই প্রকার উপাসনাকারী ব্যক্তির সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদৃষ্টিরূপ উপাসনা দ্বারা সকলই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে, অতএব সর্ব্বভূতে ব্রহ্মরূপ অবলোকনে অশেষ সংশয় ধ্বংস হইয়া যায়। তৎপরে তিনি সকল ক্রিয়া হইতে উপরত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ যো মদ্ভাবঃ অয়ং হি ( নিশ্চিতং ) সর্ব্বকল্পানাং ( সর্ব্বেষাম্ উপায়ানাং মধ্যে ) সধ্রীচীনঃ ( সমীচীনঃ ), মম মতঃ ॥ ১৯ ॥

এই যে মন বাক্য ও কায় ব্যাপার দ্বারা সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব দর্শন, ইহাকেই সকল উপায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি স্বীকার করি ॥ ১৯ ॥

ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি ।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥ ২০ ॥

( হে ) অঙ্গ, অনাশিষঃ ( নিষ্কামস্য ) মদ্ধর্ম্মস্য উপক্রমে ( সতি ) অণ্বপি ( ঈষদপি বৈগুণ্যাদিভিঃ ) ধ্বংসঃ ( নাশঃ নাস্ত্যেব যতঃ ) নির্গুণত্বাৎ ( অয়ং ধর্ম্মঃ ) ময়া ( এব ) সম্যক্ ব্যবসিতঃ ( নিশ্চিতঃ ) ॥ ২০ ॥

হে সখে, আমার এই নিষ্কাম ধর্ম্মের উপক্রমে বৈগুণ্যাদি দ্বারা অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না ; কারণ আমার নির্গুণত্ব প্রযুক্ত এই ধর্ম্ম আমাকর্তৃকই সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হইয়াছে ; নিষ্কামের বিনাশ কখনই ঘটে না ॥ ২০ ॥

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ ।
তদায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ২১ ॥

( হে ) সত্তম, পরে ( ব্রহ্মণি ) ময়ি ( মদর্পিতত্বেন কৃতঃ ) যো যো ধর্ম্মঃ ( সঃ ) চেৎ নিষ্ফলায় ( ফলাভাবায় ) কল্প্যতে ( তর্হি ) তদায়াসঃ ( তত্র তত্র আয়াসঃ শ্রান্তিঃ ) ভয়াদেরিব ( মৎসম্বন্ধমাত্রেণ ভয়হেতুকঃ কংসাদেরায়াস ইব ) অনিরর্থঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥

হে সাধুশ্রেষ্ঠ, পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে অর্পিত যে যে ধর্ম্ম, তাহা যদি ফলকামনা-শূন্য হয়, তাহা হইলে তদনুষ্ঠানের পরিশ্রম নিরর্থক হয় না। অধিক কি, আমার সম্বন্ধাধীন ভয়প্রযুক্ত কংসাদির আয়াসও নিরর্থক হয় নাই ॥ ২১ ॥

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্ ।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ২২ ॥

বুদ্ধিমতাম্ এষা ( এব ) বুদ্ধিঃ ( বুদ্ধিঃ ) মনীষিণাং ( চাতুর্য্যবতাম্ এষা মনীষৈব ) মনীষা চ যৎ ( যস্মাৎ ) ইহ ( ভারতভূমৌ ) মর্ত্ত্যেন ( মরণধর্ম্মিণা ) অনৃতেন ( শরীরেণ ) সত্যম্ অমৃতং ( মৃতিরহিতং নিত্যস্বরূপং ) মা ( মাম্ ) আপ্নোতি ॥ ২২ ॥

আমাতে ভক্তির উৎপাদিকা যে বুদ্ধি, তাহাই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, এবং যে চাতুরী দ্বারা আমায় লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত চাতুরী। কপর্দ্দক খণ্ড দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করাও চাতুরী নহে। যে হেতু মদীয় নাম শ্রবণ সংকীর্ত্তনাদি প্রসঙ্গে শ্রবণ রসনাদি সমর্পণ করিয়া মরণশীল অসত্য শরীর দ্বারা সত্য সনাতন স্বরূপ আমাকে ভক্তিপাশে আবদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং এই ভারতভূমিতে ইহা অপেক্ষায় চাতুরী আর কি আছে ? ॥ ২২ ॥

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ ।
অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

( হে উদ্ধব ), দেবানাম্ অপি দুর্গমঃ ( দুর্জ্ঞেয়ঃ ) এষঃ ব্রহ্মবাদস্য কৃৎস্নঃ ( সমগ্রঃ ) সংগ্রহঃ সমাসব্যাসবিধিনা ( সংক্ষেপেণ বিস্তরেণ চ বিধিনা ) তে ( তুভ্যং ময়া ) অভিহিতঃ ( কথিতঃ ) ; অভীক্ষ্ণশঃ ( ভূয়ঃ পৌনঃপুন্যেন ) বিস্পষ্টযুক্তিমৎ জ্ঞানং ( অপি ) তে ( তুভ্যং ) গদিতম্। পুরুষঃ এতৎ বিজ্ঞায় নষ্টসংশয়ঃ ( সন্ ) মুচ্যেত ॥ ২৩ ॥

হে উদ্ধব, দেবতাদিগেরও দুজ্ঞেয় এই সমস্ত ব্রহ্মবাদ সংগ্রহ সংক্ষেপরূপে ও বিস্তাররূপে তোমাকে কহিলাম। বিস্পষ্টযুক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানও বারংবার তোমার সম্বন্ধে ব্যক্ত করা হইল। ইহা জানিয়া পুরুষ সমস্ত সংশয় সমূলে উন্মূলিত করিয়া মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং য এতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

যঃ সুবিবিক্তঃ (দত্তোত্তরং) এতৎ তব প্রশ্নম্ অপি ধারয়েৎ (অনুসন্দধ্যাৎ সঃ) ব্রহ্মগুহ্যং (বেদেঽপি রহস্যং) সনাতনং পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

সম্যক্ জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, ইহার অনুসন্ধান পঠন ও শ্রবণ পরায়ণ ব্যক্তিগণেরও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন,—যিনি উত্তরের সহিত এই ত্বদীয় প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করেন, তিনি বেদগুহ্য নিত্য পরব্রহ্ম অবগত হইতে পারেন ॥ ২৪ ॥

য এতন্মম ভক্তেষু সংপ্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলম্।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা ॥ ২৫ ॥

এতৎ মম ভক্তেষু যঃ সুপুষ্কলং (যথা স্যাত্তথা) সংপ্রদদ্যাৎ ব্রহ্মদায়স্য (ব্রহ্ম দদাতীতি যঃ তস্য) তস্য (জ্ঞানোপদেষ্টুঃ) আত্মনা (শরীরেণ সহ) আত্মানং দদামি (সমর্পয়ামি) ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি ইহা সম্যক্রূপে মদীয় ভক্তবৃন্দ মধ্যে বিতরণ করেন, সেই বেদপ্রদাতা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেষ্টা ব্যক্তির সম্বন্ধে আমি সশরীরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধে আমার কিছুই অদেয় থাকে না ॥ ২৫ ॥

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি।
স পূয়েতাহরহর্ম্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্।
য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥২৬॥

যঃ (স্বতঃ) পরমং পবিত্রং শুচি (সম্বন্ধতঃ শুদ্ধিসম্পাদকম্) এতৎ (আখ্যানকং) সমধীয়ীত (অর্থম্ অবুদ্ধাপি উচ্চৈঃ পঠেৎ) সঃ অহরহঃ (বুধ্যৎপন্নান্ প্রতি)

জ্ঞানদীপেন মাং দর্শয়ন্ পূয়েত, যো নরঃ অব্যগ্রঃ ( অচঞ্চলঃ সন্ ) শ্রদ্ধয়া এতৎ নিত্যং শৃণুয়াৎ সঃ ময়ি পরাম্ ( উৎকৃষ্টাং ) ভক্তিং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে ॥ ২৬ ॥

যিনি পরম পবিত্র সবদ্ধমাত্রে শুদ্ধিসম্পাদক এই উপাখ্যান অর্থবোধ না করিয়াও উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন, তিনি অহরহঃ ব্যুৎপন্নদিগকে জ্ঞানদীপ দ্বারা আমায় প্রদর্শন করাইয়া তন্নিবন্ধন স্বয়ং পবিত্র হয়েন। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অব্যগ্রচিত্তে নিত্য ইহা শ্রবণ করেন, তিনি আমাতে পরম ভক্তি লাভ করিয়া কর্ম্মপাশে আর বদ্ধ হয়েন না ॥ ২৬ ॥

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমুপধারিতম্ ।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥২৭॥

( হে ) উদ্ধব, ( হে ) সখে, ত্বয়া ব্রহ্ম সমুপধারিতমপি, তে ( তব ) মোহঃ বিগতঃ ( অপি ), অসৌ মনোভবঃ শোকশ্চঃ ( পৃষ্টবিষয়স্ত সম্যগুত্তরাভাবসমুত্থিতঃ শোকঃ অপি বিগতঃ কিম্ ) ? ॥ ২৭ ॥

হে উদ্ধব হে সখে, তুমি এই ব্রহ্ম উপদেশ সম্যক্ অবগত হইয়াছ ? এক্ষণে তুমি মোহশূন্য হইয়াছ ? এক্ষণে জিজ্ঞাসাজন্য মনঃক্ষোভ তোমার নিবৃত্ত হইল ? ॥ ২৭ ॥

নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥২৮॥

এতৎ ( বেদরহস্যং ) দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় ( বঞ্চকায় ) অশুশ্রূষোঃ ( অশুশ্রূষবে ) অভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় চ ন দীয়তাম্ ॥ ২৮ ॥

হে সখে, এই বেদরহস্য তুমি দাম্ভিক নাস্তিক বঞ্চক বা যাহার শ্রবণেচ্ছা নাই তাদৃশ অভক্ত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিও না ॥ ২৮ ॥

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাচ্ছূদ্রযোষিতাম্ ॥২৯॥

এতৈঃ ( পূর্ব্বোক্তদোষৈঃ ) বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায়, সাধবে শুচয়ে ( যদি ) ভক্তিঃ স্যাৎ ( তদা ) শূদ্রযোষিতাং ( শূদ্রেভ্যঃ যোষিদ্ভ্যঃ চ ) ব্রূয়াৎ ( ভবানিতি-শুষঃ ) ॥ ২৯ ॥

এই সকল পূর্ব্বোক্তদোষবিহীন, ব্রাহ্মণভক্ত, আমার প্রিয়, শুচি ও সাধুব্যক্তিকে

বলিবে। আর শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিসম্পন্ন হয়, তবে তাহাদিগকেও বলিবে ॥ ২৯ ॥

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥৩০॥

যথা পীযূষং (পীযূষাখ্যং সর্ব্বস্বাদুসম্পন্নং পরমোত্তমম্) অমৃতং পীত্বা পাতব্যং ন অবশিষ্যতে (তথা) এতৎ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছোর্জনস্য) জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

যেমন অতি সুস্বাদু অত্যুৎকৃষ্ট অমৃত পান করিলে আর অবশিষ্ট পান করিবার যোগ্য কিছুই থাকে না, তদ্রূপ এই বেদগুহ্য পরমরহস্য অবগত হইলে তাহার আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ৩০ ॥

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ ॥ ৩১ ॥

হে তাত, নৃণাং (মনুষ্যাণাং) জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে চ যাবান্ অর্থঃ তাবান্ চতুর্ব্বিধঃ (অর্থঃ) তে (তব) অহম্ ॥ ৩১ ॥

যদি কোন ভক্তের জ্ঞানকর্ম্মাদির ফলে স্পৃহা হয়, তবে তাহার ত জ্ঞানাদির অভ্যাস আবশ্যক, ইহাতে উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—জ্ঞান, কর্ম্ম, কৃষ্যাদি, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি, এই সকল বিষয়ে মনুষ্যদিগের যে চতুর্বিধ অর্থ লাভ হয়, তোমার সম্বন্ধে সে সমুদায়ই আমিই ॥ ৩১ ॥

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৩২ ॥

মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (সন্) মে (মহ্যং) নিবেদিতাত্মা (ভবতি) তদা (অসৌ) ময়া বিচিকীর্ষিতঃ (বিশিষ্টং কর্ত্তুম্ ইষ্টো ভবতি। ততশ্চ) অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ ময়া (সহ) আত্মভূয়ায় (মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) ॥ ৩২ ॥

মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী জ্ঞানী অপেক্ষায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়েন। অনন্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যলাভে উপযুক্ত হয়েন ॥৩২ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

স এবমাদর্শিতযোগমার্গস্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য।

বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ ॥৩৩॥

এবম্ আদর্শিতযোগমার্গঃ (আদর্শিতো যোগমার্গঃ যেন সংযোগস্থ মার্গো যস্মৈ তথাবিধঃ) সঃ (উদ্ধবঃ) তদা উত্তমঃশ্লোকবচঃ (উত্তমৈঃ সাধুভিঃ শ্লোক্যতে গীয়তে যঃ তস্য ভগবতঃ বচঃ বাক্যং) নিশম্য (জ্ঞানেন চক্ষুষা তত্ত্বদর্থং প্রত্যক্ষীকৃত্য) বদ্ধাঞ্জলিঃ অশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ (অশ্রুভিঃ পরিপ্লুতে ব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্য সঃ) প্রত্যুপরুদ্ধকণ্ঠঃ (অতঃ স্তোতুমিচ্ছুরপি) ন কিঞ্চিৎ (অপি) ঊচে (বক্তুং ন শেকে) ॥৩৩॥

শুকদেব কহিলেন। উদ্ধব এইপ্রকার যোগমার্গ দর্শনপূর্ব্বক উত্তমঃশ্লোক ভগবানের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণনয়নে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব করিবার মানস করিয়াও আনন্দাতিশয্যনিবন্ধন কণ্ঠরোধ হওয়ায় আর কিছুই বলিতে পারিলেন না॥ ৩৩॥

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং ধৈর্য্যেণ রাজন্ বহুমন্যমানঃ।

কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং শীর্ষ্ণা স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্ ॥৩৪॥

(হে) রাজন্, প্রণয়াবঘূর্ণং (ক্ষুভিতং মহাব্যগ্রং) চিত্তং ধৈর্য্যেণ বিষ্টভ্য (স্থিরীকৃত্য) বহুমন্যমানঃ (আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানঃ) শীর্ষ্ণা তচ্চরণারবিন্দং স্পৃশন্ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) যদুপ্রবীরং (ভগবন্তং) প্রাহ॥ ৩৪॥

হে রাজন্, পরে প্রণয় দ্বারা ঘূর্ণমান চিত্তকে ধৈর্য্য দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়া, আত্মাকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনানন্তর তাঁহার চরণপদ্ম মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বিদ্রাবিতো মোহময়োঽন্ধকারো য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।

বিভাবসোঃ কিন্নু সমীপগস্য শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ॥৩৫॥

(হে) অজাদ্য (অজস্য ব্রহ্মণোঽপি জনক), যঃ মোহময়ঃ অন্ধকারঃ মে (ময়া) আশ্রিতঃ (সঃ) তব সন্নিধানাৎ বিদ্রাবিতঃ (দূরাৎ সুদূরং পলায়িতঃ। তথাহি) নু (ভোঃ), বিভাবসোঃ (সূর্য্যস্য) সমীপগস্য শীতং তমঃ (অন্ধকারঃ) ভীঃ (ভয়ম্ এতাঃ) কিং প্রভবন্তি (নৈব)॥ ৩৫॥

হে অজাদ্য, (অজ ব্রহ্মা, তাঁহারাও জনক), আমি যে মোহময় অন্ধকারে আচ্ছন্ন

হইয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে ভবদীয় সান্নিধ্যপ্রযুক্ত সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। সূর্য্যের সমীপস্থ ব্যক্তির নিকট কি আর ভয় অন্ধকার বা শীত থাকিতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তবপাদমূলং কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুকম্পিনা ( কৃপাবতা ) ভবতা ভৃত্যায় মে ( মহ্যং ) বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রত্যর্পিতঃ ( স্বমায়য়া অপহৃতঃ পুনঃ সমর্পিতঃ। ময়া তু কেবলম্ আত্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসহিতং নশ্বরং শরীরমর্পিতম্। অতঃ ) কৃতজ্ঞঃ কঃ ( নাম জনঃ ) ত্বদীয়ং পাদমূলং হিত্বা অন্যৎ শরণং সমীয়াৎ ( আশ্রয়েৎ ) ॥ ৩৬ ॥

আপনি অনুকম্পা পুরঃসর নিজমায়া দ্বারা অপহৃত বিজ্ঞানময় প্রদীপ পুনর্ব্বার ভৃত্যের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। অতএব কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আপনকার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যের শরণাপন্ন হইবে ? ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু ।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥৩৭॥

সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু মে ( মম ) ত্বয়া স্বমায়য়া ( যঃ ) সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশঃ প্রসারিতঃ ( সঃ ) আত্মসুবোধহেতিনা ( আত্মজ্ঞানশস্ত্রেণ, ত্বয়া এব ) বৃক্ণঃ ( ছিন্নঃ ) ॥ ৩৭ ॥

হে কৃষ্ণ, আপনার সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য দাশার্হ বৃষ্ণি অন্ধক ও সাত্বতকুলে নিজ মায়া দ্বারা আপনা কর্ত্তৃক আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা আপনকার প্রদত্ত জ্ঞানশস্ত্র দ্বারা আপনা কর্ত্তৃকই ছিন্ন হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্ ।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ৩৮ ॥

( হে ) মহাযোগিন্, তে ( তুভ্যং ) নমোঽস্তু। প্রপন্নং (শরণাগতং) মাম্ অনুশাধি ( অনুশিক্ষয় ), যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে ( ত্বদীয়চরণারবিন্দে মম ) অনপায়িনী রতিঃ স্যাৎ ॥ ৩৮ ॥

হে মহাযোগিন্, আপনাকে নমস্কার করি। আমি আপনার শরণাগত, আমায় শিক্ষাপ্রদান করুন, যেন ত্বদীয় চরণপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ ৩৯ ॥

(হে) উদ্ধব, ময়া আদিষ্টঃ (সন্) বদর্য্যাখ্যং মম আশ্রমং গচ্ছ। তত্র মৎপাদ-তীর্থোদে (মচ্চরণরজঃপবিত্রীকৃততীর্থজলে) স্নানোপস্পর্শনৈঃ (স্নানাচমনাদিভিঃ) শুচিঃ (ভব) ॥ ৩৯ ॥

যদিও তোমার প্রার্থিত যে আমাতে অচলা ভক্তি তাহা সিদ্ধই হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত সাধনান্তরের আবশ্যকতা নাই, তথাপি আমার বিরহ যে দুঃসহ ইহাই লোকে প্রসিদ্ধির জন্য আমার প্রাপ্তির সাধনরূপ তীর্থে গমন কর, ইহাই বলিতেছেন। ভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব, এক্ষণে আমার আদেশানুসারে বদরিকাশ্রম নামক মদীয় স্থানে গমন কর। তথায় গমন করিয়া মদীয় চরণরজোদ্বারা পবিত্রীকৃত তীর্থসলিলে অবগাহন ও আচমনাদি দ্বারা বিশিষ্টশুদ্ধিসম্পন্ন হও ॥ ৩৯ ॥

ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিস্পৃহঃ ॥ ৪০ ॥

হে অঙ্গ, (স্নানাদেঃ প্রাগেব মৎপাদোদকতীর্থভূতায়াঃ) অলকনন্দায়াঃ (গঙ্গায়াঃ) ঈক্ষয়া (সন্দর্শনেন) বিধূতাশেষকল্মষঃ (বিধূতান্যশেষকল্মষাণি যস্য তথা-বিধঃ) বল্কলানি বসানঃ (পরিদধানঃ) বন্যভুক্ (বন্যং বনজাতং ফলাদিকং ভুনক্তি যঃ তাদৃশঃ সন্) সুখনিস্পৃহঃ (ভব) ॥ ৪০ ॥

হে অঙ্গ, স্নানোপস্পর্শনাদির পূর্ব্বেই মদীয় পাদোদকতীর্থ অলকনন্দার সন্দর্শনে অশেষকল্মষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বল্কল পরিধান ও বন্যফলাদি ভোজনে যথার্থ সুখ অনুভব করিয়া নিস্পৃহ হও ॥ ৪০ ॥

তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বন্দ্বমাত্রাণাং (শীতোষ্ণাদিবিষয়াণাং) তিতিক্ষুঃ সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতা-নীন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) শান্তঃ (চ সন্) সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ (ভব) ॥ ৪১ ॥

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ববিষয়ে তিতিক্ষু, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়, শান্ত ও সমাহিত হইয়া বুদ্ধিযোগে জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর হও ॥ ৪১ ॥

মত্তোঽনুশিক্ষিতং যত্তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব ॥ ৪২ ॥

মত্তঃ ( সকাশাৎ ) তে ( ত্বয়া ) যৎ বিবিক্তং সুবিচারিতং ( ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিকম্ ) অনুশিক্ষিতং ( তৎ ) অনুভাবয়ন্ ময়ি আবেশিতবাক্‌চিত্তঃ ( আবেশিতে সম্যগর্পিতে বাক্‌চিত্তে যেন তথাবিধঃ সন্ ) মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব ॥ ৪২ ॥

আমার নিকটে সুবিচারিত ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদি যাহা শিক্ষা করিলে, তাহারই অনবরত চিন্তা সহকারে আমাতে বাক্য ও মন সমর্পণ পূর্ব্বক আমার ধর্ম্মে নিরত হও ॥ ৪২ ॥

অতিব্রজ্য গতী স্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্ ॥ ৪৩ ॥

ততঃ ( মদ্ধর্ম্মাশ্রয়ণাৎ ) পরং তিস্রঃ ( ত্রিগুণাত্মিকাঃ ) গতীঃ অতিব্রজ্য ( অতিক্রম্য ) মাম্ এষ্যসি ( প্রাপ্স্যসি ) ॥ ৪৩ ॥

মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বনে গুণত্রয়ের গতি অবরোধ করিয়া মদীয় পরম গতি লাভ সহকারে আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ ॥
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধীর্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে ॥৪৪

সঃ ( উদ্ধবঃ ) হরিমেধসা ( হরতীতি হরিঃ সংসারহারিণী মেধা যস্য তেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ) এবম্ উক্তঃ ( সন্ ) তং প্রদক্ষিণং পরিসৃত্য পাদয়োঃ শিরো নিধায় আর্দ্রধীঃ ( আর্দ্রা প্রেম্ণা অভিভূতা ধীর্যস্য সঃ অতএব ) অদ্বন্দ্বপরোঽপি ( সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্তোঽপি ) অপক্রমে ( প্রয়াণসময়ে ) অশ্রুকলাভিঃ ন্যষিঞ্চৎ ( অভিষিক্তো বভূব ) ॥ ৪৪ ॥

শুকদেব কহিলেন, সেই উদ্ধব, মিথ্যাজ্ঞানজন্যবাসনাবিধ্বংসনকারী ধীশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া, প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণপদ্মে শিরোদেশ সমর্পিত করিয়া, প্রেমাভিভূতচিত্ততানিবন্ধন সুখদুঃখাদিবিনির্ম্মুক্ত হইয়াও গমনকালে অশ্রুকলা দ্বারা অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

সুহৃত্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ ॥৪৫॥

সুহৃত্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরঃ (সুহৃত্ত্যজঃ স্নেহো যস্মিন্ তেন বিয়োগাৎ কাতরো ভীতঃ অতএব) তং পরিহাতুম্ অশক্নুবন্ আতুরঃ (বিহ্বলঃ সন্) কৃচ্ছ্রং (কষ্টং) যযৌ (প্রাপ, ততশ্চ) ভর্ত্তৃপাদুকে (ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদুকে তেনৈব কৃপয়া দত্তে) মূর্দ্ধনি বিভ্রন্ (ধারয়ন্) পুনঃ পুনঃ (তং) নমস্কৃত্য যযৌ (গতবান্) ॥ ৪৫ ॥

এবং যদিও দুস্ত্যজ স্নেহ নিবন্ধন বিয়োগকালে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তথাপি ভগবানের নিয়োগবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অতি কষ্টে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

ততস্তমন্তর্হৃদি সংনিবেশ্য গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা তপঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্গতিম্ ॥৪৬॥

ততঃ (তদনন্তরং) মহাভাগবতঃ (উদ্ধবঃ) বিশালাং (বদরিকাশ্রমং) গতঃ (সন্) অন্তর্হৃদি (হৃদয়মধ্যে ভগবন্তং) সংনিবেশ্য তপঃ সমাস্থায় জগদেকবন্ধুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) যথোপদিষ্টাং (তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ইত্যাদিভিঃ উক্তাং) হরেঃ গতিং (ভক্তিলক্ষণাং মুক্তিম্) অগাৎ (প্রাপ্তবান্) ॥৪৬॥

অনন্তর ভাগবতশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া হৃদয়মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্নিবেশিত করাইয়া তপস্যায় নিরত হইলেন ও জগদ্বন্ধু কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট হরির গতি অর্থাৎ ভক্তিলক্ষণা মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

য এতদানন্দসমুদ্রসংভৃতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে ॥৪৭॥

যঃ (জনঃ) আনন্দসমুদ্রসংভৃতং (আনন্দসমুদ্রো ভগবদ্ভক্তিযোগঃ স্তেন সম্ভৃতম্ একীকৃতং) যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা (যোগেশ্বরাঃ ভগবদ্ভক্তা ঋষয়ঃ তৈঃ সেবিতোঽঙ্ঘ্রির্যস্য তেন ভগবতা) কৃষ্ণেন ভাগবতায় (উদ্ধবায়) ভাষিতম্ এতৎ জ্ঞানামৃতং সচ্ছ্রদ্ধয়া আসেব্য (বর্ত্ততে, সঃ মুচ্যতে ইতি কিং বক্তব্যং, তৎসঙ্গেন) জগৎ (অপি) মুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যিনি যোগেশ্বরসেবিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভাগবতপ্রধান উদ্ধবের প্রতি ভাষিত এই আনন্দসমুদ্রস্বরূপ জ্ঞানামৃত পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেবন করেন, তিনি মুক্ত হয়েন, ইহার আর বক্তব্যতা কি, তাঁহার সংসর্গে জগৎ বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥ ৪৮ ॥

( যঃ ) নিগমকৃৎ ভবভয়ং ( ভবঃ সংসারঃ, ভয়ং জরারোগাদিনিমিত্তম্, এতদুভয়ম্ ) অপহর্ত্তুং ভৃঙ্গবৎ বেদসারং জ্ঞানবিজ্ঞানসারম্ উপজহ্রে ( উদ্ধৃতবান্ ) উদধিতঃ অমৃতঞ্চ ভৃত্যবর্গান্ অপায়য়ৎ ( তম্ ) আদ্যম্ ঋষভং ( শ্রেষ্ঠং ) কৃষ্ণসংজ্ঞং পুরুষং নতোঽস্মি ॥ ৪৮ ॥

যিনি নিগমকর্ত্তা হইয়া ভবভয় অপহরণের নিমিত্ত বেদ হইতে সাররূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমুদ্র হইতে সাররূপ অমৃত আহরণ করিয়া ভৃত্যবর্গকে অর্থাৎ অসুর-গণকে মোহিনীরূপে বঞ্চিত করিয়া নিজভক্ত দেবগণকে পান করাইয়াছিলেন, সেই আদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসংজ্ঞক ঈশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে বদর্য্যাশ্রমপ্রবেশো নাম
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

# ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজোবাচ।

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥ ১॥

ততঃ (তদনন্তরং) মহাভাগবতে (ভাগবতশ্রেষ্ঠে) উদ্ধবে বনং নির্গতে (সতি) ভূতভাবনঃ ভগবান্ দ্বারবত্যাং কিম্ অকরোৎ?॥ ১॥

রাজা কহিলেন, ভাগবতশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, বনে গমন করিলে পর জীবগণের নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় কি কর্ম্ম করিলেন?॥ ১॥

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।
প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ॥ ২॥

সঃ যাদবর্ষভঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বকুলে (স্বস্য যাদবকুলে) ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে (ব্রহ্মশাপেন আক্রান্তে সতি) সর্ব্বনেত্রাণাং (সর্ব্বেষাং নেত্রাণাং সর্ব্বস্য মহাদেবস্যাপি নেত্রাণাং বা) প্রেয়সীম্ (অতিপ্রিয়াং) তনুং কথম্ অত্যজৎ (তত্তন্বাশ্চিদ্রূপত্বেন ত্যাগাযোগাৎ অত্যজদিত্যস্য বিশিষ্টে কর্ম্মণি বাধাৎ বিশেষণ এবান্বয়ঃ)॥ ২॥

স্বীয় যাদবকুল ব্রহ্মশাপে আক্রান্ত হইলে পর যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনের নয়নপ্রীতিকর নিজ শরীর কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন?॥ ২॥

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ।
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্।
যচ্ছ্রীর্ব্বাচাং জনয়তি রতিং কীর্ত্ত্যমানা কবীনাম্।
দৃষ্ট্বা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ॥ ৩॥

অবলাঃ (রুক্মিণ্যাদ্যাঃ যত্র (বপুষি) লগ্নং নয়নং প্রত্যাক্রষ্টুং (পরাবর্ত্তয়িতুং) ন শেকুঃ, যৎ (চ) কর্ণাবিষ্টং (কর্ণরন্ধ্রেণ প্রবিষ্টং সৎ) সতাম্ আত্মলগ্নম্ (আত্মনি মনসি লগ্নং লিখিতমিব তিষ্ঠতি) ততো ন সরতি যচ্ছ্রীঃ (যস্য শ্রীঃ শোভা) কীর্ত্ত্যমানা (বর্ণ্যমানা) কবীনাং (ব্যাসাদীনাং) বাচাং রতিম্ (উল্লাসবিশেষং) জনয়তি

( তেষাং মানং জগৎপূজ্যতাং জনয়তি ইতি কিং বক্তব্যং ), যচ্চ জিষ্ণোঃ ( অর্জ্জুনস্য ) রথগর্ত্তে ( রথে স্থিতং ) দৃষ্ট্বা যুধি ( যুদ্ধে ) মৃতাঃ তৎসাম্যং ( তস্য সারূপ্যম্ ) ঈয়ুঃ ( প্রাপ্তাঃ ) ॥ ৩ ॥

যে শরীরে একবার নয়ন সংলগ্ন হইলে আর তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে কোন ব্যক্তিই সমর্থ হয় না, রুক্মিণী প্রভৃতি অবলাগণ যে শরীরে সংলগ্ন নয়নকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারেন না, যাঁহার কথা কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মাতে সংলগ্ন হইলে সাধুগণের মনোমধ্যে চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত হয় আর কখনও তাহা বিচলিত হয় না, যাহার শোভাকীর্ত্তনপ্রযুক্ত ব্যাসপ্রমুখ কবিগণের বাক্যে অনুরাগ জন্মায়, যাঁহাকে যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের রথস্থিত দেখিয়া মৃতসৈন্যগণ তাঁহার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই শরীর তিনি কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন, তাহা বলুন ॥ ৩ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ।

দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্।
দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্ম্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্ ॥ ৪ ॥

দিবি ভুবি অন্তরীক্ষে চ সমুত্থিতান্ মহোৎপাতান্ ( ভূকম্পদিগ্দাহসূর্য্যপরিবেশাদীন্ স্বয়মেবোৎপাদিতত্বাৎ অন্যৈর্দুষ্প্রতিকারান্ ) দৃষ্ট্বা সুধর্ম্মায়াং ( সভায়াম্ ) আসীনান্ যদূন্ কৃষ্ণঃ ইদং প্রাহ ॥ ৪ ॥

ঋষি কহিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষে সমুত্থিত সূর্য্যপরিধি:ভূকম্প দিগ্দাহ প্রভৃতি মহোৎপাত সকল অবলোকন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুধর্ম্মাসভায় সমাসীন যদুগণকে বলিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্ব্বত্যাং যমকেতবঃ।
মুহূর্ত্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

( হে ) যদুপুঙ্গবাঃ, এতে ঘোরাঃ ( অতিভয়ানকাঃ ) যমকেতবঃ ( যমস্য কেতবঃ ধ্বজা ইব মৃত্যুসূচকাঃ ) মহোৎপাতাঃ দ্বার্ব্বত্যাং ( প্রভবন্তি, অতঃ ) অত্র মুহূর্ত্তমপি নঃ ( অস্মাভিঃ ) ন স্থেয়ম্ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে যদুশ্রেষ্ঠগণ, সম্প্রতি দ্বারকাতে এই কালচিহ্নস্বরূপ ঘোর মহোৎপাতসকল সমুপস্থিত হইতেছে, অতএব এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমাদিগের উচিত নয় ॥ ৫ ॥

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বতঃ ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী ॥ ৬ ॥

অতঃ ( কারণাৎ ইদানীং ) স্ত্রিয়ঃ বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্তু, বয়ং প্রভাসং যাস্যামঃ, যত্র প্রত্যক্ ( পশ্চিমবাহিনী ) সরস্বতী ( বর্ত্ততে ) ॥ ৬ ॥

অতএব এক্ষণে স্ত্রীলোক বালক এবং বৃদ্ধ সকল শঙ্খোদ্ধারতীর্থে গমন করুন, এবং আমরা সকলে প্রভাসতীর্থে গমন করি, যেখানে সরস্বতী নদী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিতা হইতেছেন ॥ ৬ ॥

তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ ॥ ৭ ॥

তত্র ( গত্বা ) অভিষিচ্য ( স্নাত্বা ) শুচয়ঃ ( সন্তঃ ) উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ( বয়ং ) স্নপনালেপনার্হণৈঃ দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

আমরা সকলে সেখানে গমন করিয়া স্নান দ্বারা শুচি হইয়া উপবাসপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে স্নপন আলেপন ও গন্ধপুষ্পাদি উপচার দ্বারা দেবতাগণের অর্চ্চনা করিব ॥৭॥

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্ ।
গোভূহিরণ্যবাসোভি র্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ॥ ৮ ॥

( তৈঃ ) কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ ( সন্তঃ ) বয়ং মহাভাগান্ ব্রাহ্মণান্ গোভূহিরণ্যবাসোভিঃ গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ( চ পূজয়িষ্যামঃ ) ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া আমরা গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র, গজ, অশ্ব, রথ ও নিকেতন দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিব ॥ ৮ ॥

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্ ।
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ ॥ ৯ ॥

এষঃ বিধিঃ ( প্রকারঃ ) অরিষ্টঘ্নঃ ( অরিষ্টং দুর্গ্রহাদিভিরাগতং মহোৎপাতং হন্তি যঃ সঃ ) উত্তমং ( যথা স্যাত্তথা ) মঙ্গলায়নং, ভূতেষু ( প্রাণিষু ) দেবদ্বিজগবাং পূজা ( দেবলোকে ) পরমঃ ভবঃ ( কল্যাণম্ ) ॥ ৯ ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি দুর্গ্রহাদিজন্য মহোৎপাতের বিনাশক ও উত্তম মঙ্গলপ্রদ, আর দেবদ্বিজগোগণের পূজা সকল প্রাণীর দেবলোকে গমনের বিশিষ্ট উপায় ॥ ৯ ॥

ইতি সর্ব্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ।
তথেতি নৌভিরুত্তীর্য্য প্রভাসং প্রযযূ রথৈঃ॥ ১০॥

সর্ব্বে যদুবৃদ্ধাঃ মধুদ্বিষঃ ( শ্রীকৃষ্ণস্য ) ইতি ( বচঃ ) সমাকর্ণ্য তথেতি ( স্বীকৃত্য ) নৌভিঃ ( সমুদ্রম্ ) উত্তীর্য্য রথৈঃ প্রভাসং প্রযযুঃ॥ ১০॥

মধুসূদনের এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া সকল যদুবৃদ্ধগণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং নৌকা দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রথযোগে প্রভাসে গমন করিলেন॥ ১০॥

তস্মিন্ ভগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্ব্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্॥ ১১॥

তস্মিন্ ( প্রভাসে উপস্থিতাঃ সন্তঃ ) যাদবাঃ পরময়া ভক্ত্যা ভগবতা আদিষ্টং শ্রেয়ঃসাধনং ) সর্ব্বশ্রেয়োপবৃংহিতং ( সর্ব্বৈঃ শ্রেয়োভিঃ ভগবতা অনুক্তৈরপি পূর্ত্তাদিভিঃ উপবৃংহিতং পরিবর্দ্ধিতং ) চক্রুঃ ( শ্রেয়োপবৃংহিতমিত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ )॥ ১১॥

তথায় উপস্থিত হইয়া যাদবগণ পরমভক্তিসহকারে শ্রেয়ঃসাধন কার্য্য সকলকে ভগবদযুক্ত পূর্ত্তাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিতভাবে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ॥ ১২॥

ততঃ ( তদনন্তরং সর্ব্বে যাদবাঃ ) তস্মিন্ ( প্রভাসে ) দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ঃ ( দিষ্টেন দৈবেন বিভ্রংশিতা ধীঃ বুদ্ধির্যেষাং তে অতএব ) যদ্দ্রবৈঃ ( যস্য দ্রবৈঃ রসৈঃ ) মতিঃ ভ্রশ্যতে ( তৎ ) মধু ( সুরসং ) মৈরেয়কং ( মদিরাবিশেষং ) মহাপানং ( পীয়তে যৎ তৎ পানং মহচ্চ তৎ পানঞ্চেতি ) পপুঃ ( পীতবন্তঃ )॥ ১২॥

অনন্তর যাদবগণ দৈবকর্ত্তৃক ভ্রষ্টবুদ্ধি হইয়া যাহাতে মতি ভ্রষ্ট হয়, সেই মৈরেয়ক নামক মদ্য অধিকতর পান করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং নষ্টচেতসাম্।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥ ১৩॥

কৃষ্ণমায়াবিমূঢানাং ( কৃষ্ণস্য মায়য়া বিমূঢানাং কে বয়ং কিমিদং কুর্ম্মঃ ইত্যজ্ঞানতাম্ ( অতএব ) নষ্টচেতসাং ( নষ্টং চেতো যেষাং ) মহাপানাভিমত্তানাং ( মহা-

পানৈঃ অভিতঃ সর্ব্বতো মত্তানাং ) বীরাণাং সুমহান্‌ সঙ্ঘর্ষঃ ( কলহবিশেষঃ ) অভূৎ ॥ ১৩ ॥

পরে কৃষ্ণের মায়াতে মুগ্ধচিত্ত অতএব স্বপরবিবেচনাবিরহিত নষ্টবুদ্ধি ও অতিশয় মদিরাপানে উন্মত্ত যদুবীরগণের মহাকলহ উপস্থিত হইল । ১৩ ॥

যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ ।
ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ ॥ ১৪ ॥

ক্রোধসংরব্ধাঃ ( ক্রোধাবিষ্টাঃ সন্তঃ ) আততায়িনঃ ( শস্ত্রপাণয়ঃ সর্ব্বে যাদবাঃ ) বেলায়াম্‌ ( উত্তরবাহিন্যাস্তটে ) ধনুর্ভিঃ অসিভিঃ ভল্লৈঃ গদাভিঃ তোমরর্ষ্টিভিঃ ( তোমরৈঃ ঋষ্টিভিশ্চ পরস্পরং ) যুযুধুঃ ॥ ১৪ ॥

সেই আততায়ি যাদবগণ ক্রমশ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উত্তরবাহিনীতটে ধনু, অসি, গদা, ভল্ল, তোমর ও ঋষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরস্পর মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

পতৎপতাকৈরথকুঞ্জরাদিভিঃ খরোষ্ট্রগোভির্মহিষৈর্নরৈরপি ।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈশ্চ দুর্ম্মদাঃ ন্যহন্‌ শরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে ॥ ১৫ ॥

বনে দ্বিপাঃ দদ্ভিরিব ( দন্তৈরিব দুর্ম্মদাঃ তে যাদবাঃ ) মিথঃ ( পরস্পরং ) সমেত্য পতৎপতাকৈঃ ( পতন্ত্যঃ পতাকাঃ যেভ্যস্তৈঃ ) রথকুঞ্জরাদিভিঃ ( রথৈঃ কুঞ্জরাদিভিশ্চ ) খরোষ্ট্রগোভিঃ মহিষৈঃ নরৈঃ অপি অশ্বতরৈঃ শরৈশ্চ ন্যহন্‌ ( নিজঘ্নুঃ ) ॥১৫॥

দুর্ম্মদ বনহস্তীসকল যেমন দন্ত দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে হনন করে, তদ্রূপ সেই দুর্ম্মদ যাদবগণ রথ, হস্তী, খর, উষ্ট্র, গো, মহিষ, নর, অশ্বতর প্রভৃতি দ্বারা ও শর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৫ ॥

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরাবক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী ।
সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সুদারুণৌ গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ ॥১৬॥

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ ( প্রদ্যুম্নশ্চ সাম্বশ্চ তৌ ) যুধি ( যুদ্ধে ) রূঢ়মৎসরৌ ( পরিবর্দ্ধিত-জিগীষৌ ) অক্রূরভোজৌ অনিরুদ্ধসাত্যকী ( অনিরুদ্ধশ্চ সাত্যকিশ্চ তৌ ) সুভদ্র-সংগ্রামজিতৌ ( এতৌ ) সুদারুণৌ গদৌ ( কৃষ্ণস্য ভ্রাতৈকঃ পুত্রশ্চাপরস্তৌ ) সুমিত্রা-সুরথৌ ( সুমিত্রশ্চ অসুরথশ্চ তৌ বদ্ধপরিকরৌ এতাবতৌ ) সমীয়তুঃ ॥ ১৬ ॥

পরে প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব, অক্রূর ও ভোজ, অনিরুদ্ধ ও সাত্যকি, সুভদ্র ও সংগ্রাম-

জিৎ, গদদ্বয় এবং সুমিত্র ও সুরথ ইহারা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধে সমাগত হইলেন ॥ ১৬ ॥

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।
অন্যোঽন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্ ॥১৭॥

যে চ অন্যে নিশঠোল্মুকাদয়ঃ ( নিশঠশ্চ উল্মুকাদয়শ্চ তে ) সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ ( সহস্রজিচ্চ শতজিচ্চ ভানুমুখ্যাঃ ভানুপ্রভৃতয়শ্চ তে ) মুকুন্দেন বিমোহিতা ( অতএব ) মদান্ধকারিতাঃ ( মদেন অন্ধাৎ কারিতাঃ সন্তঃ ) অন্যোঽন্যং ( পরস্পরং ) ভৃশং ( যথা স্যাত্তথা ) জঘ্নুঃ ( তাড়িতবন্তঃ ) ॥ ১৭ ॥

সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও নিশঠ প্রভৃতি এবং ভানু ও উল্মুকাদি, ইহারা মুকুন্দমায়ায় বিমোহিত হইয়া, মদান্ধতা বশতঃ পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতা মধ্বর্ব্বুদা মাথুরশূরসেনাঃ।
বিসর্জ্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ মিথস্তু জঘ্নুঃ সুবিসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥ ১৮ ॥

দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাঃ মধ্বর্ব্বুদা মাথুরশূরসেনাঃ বিসর্জ্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ ( এতে ) সৌহৃদং সুবিসৃজ্য মিথঃ ( পরস্পরং ) জঘ্নুঃ ( প্রহৃতবন্তঃ ) ॥১৮॥

স্বস্ববংশনামপ্রসিদ্ধ দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্ব্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর ও কুন্তি ইহাঁরাও সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥

পুত্রাস্ত্বযুধ্যন্ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ।
মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভির্জ্ঞাতীংশ্চাহন্ জ্ঞাতয় এব মূঢ়াঃ ॥১৯॥

পুত্রাস্তু পিতৃভিঃ ( এব জ্ঞাতয়ঃ ) ভ্রাতৃভিঃ ( অন্যে ) চ স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভিঃ ( সহ ) মূঢ়াঃ ( লুপ্তবুদ্ধয়ঃ সন্তঃ ) অযুধ্যন্ জ্ঞাতয়শ্চ জ্ঞাতীন্ অহন্ ( ন্যঘ্নন্ ) ॥ ১৯ ॥

পুত্রগণ হতবুদ্ধি হইয়া পিতার সহিতই যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং ভ্রাতৃগণ ভ্রাতার সহিত ভাগিনেয় মাতুলের সহিত দৌহিত্র মাতামহের সহিত ভ্রাতৃপুত্র পিতৃব্যের সহিত মিত্র মিত্রের সহিত সুহৃৎ সুহৃদের সহিত এবং জ্ঞাতি জ্ঞাতির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

শরেষু হীয়মানেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু।
শস্ত্রেষু ক্ষীয়মাণেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ ॥ ২০ ॥

শরেষু হীয়মানেষু ধন্বসু (ধনুঃষু) ভজ্যমানেষু শস্ত্রেষু (চ) ক্ষীয়মাণেষু (সৎসু) মুষ্টিভিঃ এরকাঃ জহ্রুঃ (জগৃহুঃ) ॥ ২০ ॥

ক্রমশ শর সকল নিঃশেষিত হইল ধনু সকল ভগ্ন হইল ও শস্ত্র সকল ক্ষয় হইল দেখিয়া তাঁহারা এরকাতৃণ সকল হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তে বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ।
জঘ্নুর্দ্বিষস্তে কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাশ্চ তঞ্চ তে ॥
প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রঞ্চ মোহিতাঃ।
হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপতন্নাততায়িনঃ ॥ ২১ ॥

(হে) রাজন্ তে (এরকাঃ) মুষ্টিনা ভৃতাঃ (ধৃতাঃ সন্তঃ) বজ্রকল্পাঃ পরিঘাঃ অভবন্। কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাশ্চ (বার্য্যমাণা অপি) তে (যাদবাঃ) দ্বিষঃ (শত্রূন্) জঘ্নুঃ। তঞ্চ (কৃষ্ণঞ্চ) বলভদ্রঞ্চ (বলভদ্রমপি) প্রত্যনীকং (প্রতিপক্ষং) মন্যমানাঃ হন্তুং কৃতধিয়ঃ (সন্তঃ) মোহিতাঃ আততায়িনঃ (তে) আপতন্ (আজগ্মুঃ) ॥ ২১ ॥

হে রাজন্, সেই এরকা সকল মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইবামাত্র বজ্রকল্প লৌহদণ্ড স্বরূপ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহারা শত্রুবধে নিবৃত্ত হইলেন না। মোহাচ্ছন্ন আততায়ী সেই যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্রকেও শত্রুপক্ষ বিবেচনায় তাঁহাদের বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত হইলেন ॥ ২১ ॥

অথ তাবপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন।
এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি ॥ ২২ ॥

(হে) কুরুনন্দন, অথ (অনন্তরং) তাবপি (রামকৃষ্ণাবপি) সংক্রুদ্ধৌ (সন্তৌ) এরকামুষ্টিপরিঘৌ (এরকামুষ্টিরূপৌ পরিঘৌ) উদ্যম্য যুধি চরন্তৌ (শত্রূন্) জঘ্নতুঃ ॥ ২২ ॥

হে কুরুনন্দন, অনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এরকাহস্তে রণমধ্যে বিচরণ পূর্ব্বক শত্রুক্ষয় করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্।
স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্।
এবং নষ্টেষু সর্ব্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ।
অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং ( ব্রহ্মশাপেন উপসৃষ্টানাম্ আক্রান্তানাং ) কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাং ( কৃষ্ণস্য মায়য়া আবৃতাঃ অভিভূতাঃ আত্মানঃ যেষাং তেষাং ) স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ( স্পর্দ্ধা-নিমিত্তঃ ক্রোধঃ ) বৈণবঃ ( বেণুসংঘর্ষণোত্থিতঃ ) অগ্নিঃ যথা বনং ( বনমিব ) ক্ষয়ং নিন্যে। এবম্ ( উক্তরূপেণ ) সর্ব্বেষু স্বেষু ( যাদবকুলেষু ) নষ্টেষু ( সৎসু ) কেশবঃ ( শ্রীকৃষ্ণঃ ) ভুবঃ ( পৃথিব্যাঃ ) ভারঃ অবশেষিতঃ ( অবতারিতঃ ) ইতি মেনে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত কৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত যাদবগণের স্পর্দ্ধামূলক ক্রোধানল বেণুবর্ষণো-খিত অনল যেমন সমস্ত বনকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সমস্ত যদুকুলকে ক্ষয় প্রাপ্ত করিল। এইরূপে সমস্ত স্বীয় যাদবকুল নষ্ট হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার নিঃশেষে অবতারিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন ॥ ২৩ ॥

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥২৪ ॥

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং ( জলনিধিতটে সমাসীনঃ ) পৌরুষং যোগং ( পুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যোগং নিত্যং সংযোগম্ ) আস্থায় ( নির্দ্ধার্য ) আত্মানং ( প্রকটলীলায়াং প্রকাশমানম্ ) আত্মনি ( অপ্রকটলীলায়াং প্রকাশমানে ) সংযোজ্য ( অভিন্নত্বেন বিভাব্য ) মানুষ্যং লোকং ( ভূর্লোকং মনুষ্যরূপতাং বা ) তত্যাজ ॥ ২৪ ॥

তৎপরে বলরাম সমুদ্রতটে সমাসীন হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক প্রকটলীলায় প্রকাশিত আত্মাকে অপ্রকটলীলায় প্রকাশমান আত্মার সহিত অভেদ চিন্তা করিয়া, মনুষ্যরূপ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৪ ॥

রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তূষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্ ॥
বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধুম ইব পাবকঃ ॥ ২৫ ॥

দেবকীসুতো ভগবান্ রামনির্যাণং (রামস্য অপ্রকটধাম্নি প্রবেশম্) আলোক্য ভ্রাজিষ্ণু

( দেদীপ্যমানং ) চতুর্ভুজং রূপং বিভ্রৎ ( দধৎ সন্ ) স্বয়া প্রভয়া বিধূমঃ ( ধূমশূন্যঃ ) পাবক ইব ( অগ্নিরিব ) দিশঃ বিতিমিরাঃ (বিগতং তিমিরমন্ধকারং যাভ্যঃ তাদৃশীঃ ) কুর্ব্বন্ পিপ্পলম্ ( অশ্বত্থতরুম্ ) আসাদ্য বরোপস্থে ( ভূতলে ) তূষ্ণীং নিষসাদ ॥ ২৫ ॥

ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের নিত্যধামপ্রবেশ অবলোকন করিয়া দেদীপ্যমান চতুর্ভুজরূপ ধারণ পূর্ব্বক ধূমশূন্য পাবকের ন্যায় স্বকীয় প্রভা দ্বারা দিগন্তবিশ্রান্ত তিমিররাশি বিধ্বংস করিয়া অশ্বত্থতরুতলে মৌনভাবে উপবেশন করিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চ্চসম্ ।
কৌষেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্ ।
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীবৎসাঙ্কম্ ( শ্রীবৎসচিহ্নান্বিতং ) তপ্তহাটকবর্চ্চসং ( তপ্তং যৎ হাটকং সুবর্ণং তস্যেব বর্চ্চঃ তেজঃপ্রভা যস্য, তপ্তসুবর্ণসন্নিভং ) কৌষেয়াম্বরযুগ্মেন ( কৌষেয়ং যৎ অম্বরযুগং বস্ত্রদ্বয়ং পরিধেয়ম্ উত্তরীয়ঞ্চ তেন পরিবীতং যথাসন্নিবেশেন পিহিতং ) সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং ( সুন্দরং স্মিতম্ ঈষদ্ধাস্যং যত্র তাদৃশং বক্ত্রাব্জম্ আননপদ্মং যত্র তৎ ) নীলকুন্তলমণ্ডিতং নীলৈঃ কুন্তলৈঃ মণ্ডিতম্ অলঙ্কৃতং ) সুমঙ্গলং ( শোভনং মঙ্গলং যস্মাৎ তৎ তদানীম্ এতাদৃশং রূপং দধার ) ॥ ২৬ ॥

তখন তিনি শ্রীবৎসচিহ্নিত, তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, কৌষেয়বসনদ্বয়-পরিধান, সুন্দর ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম সুশোভিত, মনোহর নীলকুন্তল দ্বারা অলঙ্কৃত ও সকল মঙ্গলময় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ॥
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ২৭ ॥

পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং ( পুণ্ডরীকে ইব অভিরামে মনোজ্ঞে অক্ষিণী যস্য তৎ ) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং ( স্ফুরতী দীপ্যমানে মকরাকৃতিকুণ্ডলে যস্য তৎ ) কটিসূত্রব্রহ্ম-সূত্রকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন ( চ ) বিরাজিতং ( শোভমানম্ ) ॥ ২৭ ॥

শ্বেতপদ্মের ন্যায় মনোহর নয়নযুগল ও দেদীপ্যমান মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় বিশিষ্ট,

কটিসূত্র বক্ষসূত্র কিরীট কটক অঙ্গদ হার নূপুর প্রভৃতি দ্বারা ও কৌস্তভমণি দ্বারা বিরাজিত ॥ ২৭ ॥

বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্ত্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্ ॥ ২৮ ॥

বনমালাপরীতাঙ্গং ( বনমালাদিভিঃ পরীতানি ব্যাপ্তানি অঙ্গানি যস্মিন্ তৎ ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ নিজায়ুধৈঃ ( চ ব্যাপ্তং ) দক্ষিণে উরৌ পঙ্কজারুণং ( কোকনদবৎ আরক্তং ) পাদং ( সব্যচরণং ) কৃত্বা আসীনম্ ॥ ২৮ ॥

বনমালা ও মূর্ত্তিমান নিজ অস্ত্র সকল দ্বারা অভিব্যাপ্ত ও দক্ষিণ উরুদেশে রক্তপদ্মের ন্যায় অরুণবর্ণ বামপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক সমাসীন ছিলেন ॥ ২৮ ॥

মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকো জরা ।
মৃগস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥
চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥
অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন ।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমশ্লোক মেঽনঘ ॥
যস্যানুস্মরণং নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশকম্ ।
বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো ।
তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকম্ ।
যথা পুনরহস্ত্বেবং ন কুর্য্যাং সদতিক্রমম্ ॥ ২৯ ॥

জরা (নাম কশ্চিৎ) লুব্ধকঃ (ব্যাধঃ) মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুঃ ( মুষলস্য অবশেষেণ অয়ঃখণ্ডেন লৌহখণ্ডেন কৃতঃ ইষুর্বাণো যেন সঃ ) মৃগস্য আকারং তচ্চরণং ( তস্য ভগবতঃ চরণং ) মৃগশঙ্কয়া বিব্যাধ । ( ততঃ ) কৃতকিল্বিষঃ (কৃতং কিল্বিষং পাপং যেন সঃ অতএব) ভীতঃ ( সন্ ) সঃ ( ব্যাধঃ ) চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা অসুরদ্বিষঃ (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ) শিরসা পাদয়োঃ পপাত । ( অথ হে ) মধুসূদন, ( হে ) অনঘ, ( হে ) উত্তমশ্লোক, অজানতা পাপেন ( ময়া ) ইদং কৃতম্, ( অতঃ ) পাপস্য ( মম এতদাচরণং) ক্ষন্তুমর্হসি । ( সাধবঃ ) যস্য অনুস্মরণং নৃণাং ( মনুষ্যাণাম্ ) অজ্ঞানধ্বান্ত-

সাধুকং বদন্তি, (হে) প্রভো, তস্য বিষ্ণোঃ তে (তব) ময়া অসাধু কৃতম্ (অনিষ্টমাচরিতং); তৎ (তস্মাৎ) পাপ্মানং মৃগলুব্ধকং মা (মাম্) আশু (শীঘ্রং) জহি, যথা এবং সদতিক্রমং পুনর্নাহং তু কুর্য্যাম্॥ ২৯॥

জরানামক কোন ব্যাধ সেই মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়া উক্তরূপে উপবিষ্ট ভগবানের চরণপদ্মকে মৃগের মুখ আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর সেই ব্যাধ চতুর্ভুজ পুরুষ অবলোকন করিয়া আত্মকৃত পাপাচরণবোধে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহার চরণপদ্মে অবনতমস্তক পতিত হইল। পরে বলিতে লাগিল, হে মধুসূদন, হে অনঘ, হে উত্তমশ্লোক, আমি অজ্ঞান পুরঃসর এই অসৎ আচরণ করিয়াছি; অতএব আপনি ক্ষমা করুন। সাধুগণ যাঁহার স্মরণকে মনুষ্যগণের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিনাশক বলিয়া উৎকীর্ত্তন করেন, আপনি সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু; আপনার প্রতি আমি অত্যন্ত অসৎ ব্যবহার করিয়াছি; অতএব আপনি আমায় শীঘ্র বধ করুন, যাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ কার্য্য আমাকে না করিতে হয়॥ ২৯॥

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো
রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে।
ত্বন্মায়য়া বিহতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ
কিন্তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃণীমঃ॥ ৩০॥

রুদ্রাদয়ঃ (রুদ্রঃ আদির্যেষাং তে) বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) গিরাং পতয়ঃ অস্য যে তনয়াঃ (মরীচ্যাদয়ঃ তেঽপি) ত্বন্মায়য়া বিহতদৃষ্টয়ঃ (অদৃষ্টীকৃতদৃষ্টয়ঃ সন্তঃ), যস্য (তব) আত্মযোগরচিতং (স্বমায়াবিলসিতং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি), তস্য তে (তব) এতৎ (মায়াবিলসিতং বিপ্রশাপাদিকম্) অসদ্গতয়ঃ (অসতী গতির্যেষাং তে দুর্জ্জাতয়ঃ পাপযোনয়ঃ) বয়ম্ অঞ্জঃ (শীঘ্রং) কিং গৃণীমঃ॥৩০॥

রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিবিধবাক্যরচনাবিশারদ ইহাঁর পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণও আপনার মায়াতে বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া যখন আপনার মায়াবিলাস বুঝিতে পারেন না, তখন পাপযোনি অতি নরাধম আমি আপনার মায়াপ্রপঞ্চ কি বুঝিব, আর কিবা বা কি করিব?॥ ॥৩০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥ ৩১ ॥

(হে) জরে, ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, মা ভৈঃ (ভয়ং মা কুরু), হি (যতঃ) এষঃ মে (মম) কামঃ (অভিপ্রেতঃ এব ত্বয়া) কৃতঃ; (অতঃ) ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ (সন্) সুকৃতিনাং পদং (স্থানং) স্বর্গং যাহি ॥ ৩১॥

ভগবান্ কহিলেন, হে জরে, তুমি ভয় করিও না, গাত্রোত্থান কর, এ সমুদায় আমারই মায়াকৃত, সুতরাং আমার অভিপ্রেত, এবং তুমি আমার অভিপ্রেত সম্পাদন করিয়াছ; অতএব আমা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুণ্যবান্ লোকের প্রাপ্য স্থান্ স্বর্গে গমন্ কর ॥ ৩১ ॥

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥
দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্।
বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখঃ যযৌ ॥ ৩২ ॥

ইচ্ছাশরীরিণা (ইচ্ছয়া শরীরধারিণা) ভগবতা কৃষ্ণেন ইতি আদিষ্টঃ (সন্) তং (ভগবন্তং) ত্রিঃ পরিক্রম্য নত্বা বিমানেন দিবং (স্বর্গং) যযৌ (গতবান্। অস্মিন্নেবাবসরে) দারুকঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথিঃ) তাং কৃষ্ণপদবীম্ অন্বিচ্ছন্ (অনুসন্দধৎ) অধিগম্য (চ) তুলসিকামোদং (তুলসীসংসর্গসুরভিং) বায়ুম্ আঘ্রায় অভিমুখং যযৌ ॥ ৩২ ॥

স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে অনুজ্ঞাত হইয়া সেই ব্যাধ তাঁহাকে ত্রয়বার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল। ইত্যবসরে দারুক নামক শ্রীকৃষ্ণের সারথি তাঁহার পদবী অন্বেষণ করিতে করিতে তাহা প্রাপ্ত হইয়া তুলসীগন্ধবিশিষ্ট বায়ুর আঘ্রাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া সমুপস্থিত হইল ॥৩২॥

তং তত্র তিগ্মদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতমশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ ॥

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং যথা নিশায়ামুড়ুপে প্রণষ্টে ॥৩৩॥

অশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং ( কৃতং কেতনম্ আশ্রয়ঃ যেন তথাবিধং ) তিগ্মদ্যুভিঃ ( দীপ্ততেজসম্ ) আয়ুধৈর্বৃতং ( স্বীয়সর্ব্বাস্ত্রধারিণং ) তং ( স্বকীয়ং ) পতিং তত্র ( অবলোক্য ) স্নেহপ্লুতাত্মা ( স্নেহেন প্লুতঃ সিক্তঃ দ্রুতঃ আত্মা যস্য সঃ ) রথাৎ অবপ্লুত্য ( অবতীর্য্য ) সবাষ্পলোচনঃ ( সবাষ্পে লোচনে যস্য সঃ আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নঃ সন্ ) পাদয়োর্নিপপাত, ( ততঃ উবাচ, হে ) প্রভো, তচ্চরণাম্বুজম্ অপশ্যতঃ ( মে ) দৃষ্টিঃ নিশায়াম্ উড়ুপে ( চন্দ্রমসি ) প্রণষ্টে ( সতি ) যথা ( দৃষ্টিঃ তমসি প্রবিষ্টা প্রণষ্টা চ ভবতি তথা ) তমসি প্রবিষ্টা (সতী) প্রণষ্টা ( অতঃ ) দিশো ন জানে শান্তিঞ্চ (অহং) ন লভে ॥ ৩৩ ॥

দীপ্তদ্যুতিসম্পন্ন অস্ত্র সকল দ্বারা বেষ্টিত নিজস্বামী অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া দারুক স্নেহাতিবিক্লচিত্ত হইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণনয়নে পাদযুগলে পতিত হইলেন, এবং কহিলেন, হে প্রভো, আপনার চরণপদ্ম না দেখিয়া আমার দৃষ্টি অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছে। তারাপতি অস্তগমন করিলে যেমন দৃষ্টি অন্ধকারে প্রবিষ্ট ও নষ্টপ্রায় হইলে দিক্ সকল স্থির করিতে পারা যায় না, সেইরূপ আমিও আপনার অদর্শনে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, শান্তিও পাইতেছি না ॥ ৩৩ ॥

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ ।
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ ॥
তমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ ।
তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৪ ॥

( হে ) রাজেন্দ্র, সূতে ( সারথৌ দারুকে ) ইতি ব্রুবতি ( সতি ) উদীক্ষতঃ ( উদীক্ষমাণস্য অপ্রকটধাম গন্তুমুদ্যতস্য ভগবতঃ) সাশ্বধ্বজঃ গরুড়লাঞ্ছনঃ রথঃ খম্ উৎপপাত। দিব্যানি ( অলৌকিকানি ) বিষ্ণুপ্রহরণানি চ ( বিষ্ণোঃ আয়ুধানি চ ) তম্ অনু ( লক্ষীকৃত্য ) অগচ্ছন্। তেন ( রথাদীনাম্ আকাশগমনেন ) বিস্মিতাত্মানং ( বিস্মিতঃ আত্মা যস্য তং ) সূতং ( সারথিং দারুকং ) জনার্দ্দনঃ আহ ॥ ৩৪ ॥

হে রাজেন্দ্র, সারথি এই কথা বলিতেছেন, ইতিমধ্যে অপ্রকটধামগমনোদ্যত

শ্রীকৃষ্ণের গরুড়চিহ্নিত রথ দেখিতে দেখিতে অশ্ব ও ধ্বজের সহিত আকাশে উত্থিত হইল, এবং বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্রসকল সেই রথের অনুগমন করিল। তাহাতে সূতের চিত্ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলে ভগবান্ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্য্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্ ॥
দ্বারকায়াঞ্চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ সবন্ধুভিঃ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩৫ ॥

( হে ) সূত, ( ত্বং ) দ্বারবতীং গচ্ছ। মিথঃ ( পরস্পরং যুদ্ধে ) জ্ঞাতীনাং নিধনং সঙ্কর্ষণস্য নির্য্যাণং ( তিরোভাবং ) মদ্দশাং ( মম অবস্থাং চ ) বন্ধুভ্যঃ ব্রূহি। সবন্ধুভি ভবদ্ভিঃ দ্বারকায়াং ন স্থেয়ম্। ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৩৫ ॥

হে সূত, তুমি দ্বারকায় গমন কর। জ্ঞাতিগণের পরস্পর যুদ্ধে নিধন, সঙ্কর্ষণের তিরোভাব ও আমার অবস্থা তত্রস্থ বন্ধুগণকে বল। এবং আরও বল যে তোমরা বন্ধুগণের সহিত আর দ্বারকাতে থাকিও না ; কারণ আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা যদুপুরী সমুদ্রে প্লাবিত হইবে ॥ ৩৫ ॥

স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্ব্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ।
অর্জ্জুনেনাবিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ ॥ ৩৬ ॥

স্বং স্বং পরিগ্রহং ( পরিজনম্ ) আদায় নঃ ( অস্মাকং ) পিতরৌ চ ( মাতা-পিতরৌ চ আদায় ) অর্জ্জুনেন অবিতাঃ ( রক্ষিতাঃ সন্তঃ ) সর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ ॥ ৩৬ ॥

অতএব নিজ নিজ পরিবারবর্গকে ও আমার মাতাপিতাকে লইয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবে ॥ ৩৬ ॥

ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ ৩৭ ॥

ত্বন্তু ( দারুকঃ ) মদ্ধর্ম্মম্ আস্থায় ( অবলম্ব্য ) জ্ঞাননিষ্ঠঃ ( সন্ ) উপেক্ষকঃ ( বহি-র্দৃষ্ট্যা জাতং শোকম্ উপেক্ষমাণঃ ) এতাম্ ( অধুনা প্রকাশিতাং মৌষলাদিলীলাং )

মন্মায়ারচিতাং ( মম মায়য়া ইন্দ্রজালবৎ রচিতাং ) বিজ্ঞায় উপশময় ( চিত্তক্ষোভাদি-নিবৃত্তিং ) ব্রজ ॥ ৩৭ ॥

দারুক, তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে জাত শোকমোহাদিতে উপেক্ষমাণ হও, এবং অধুনা প্রকাশিত মৌষলাদি লীলা সকল আমার মায়ায় ইন্দ্রজালের ন্যায় রচিত জানিয়া চিত্তক্ষোভ হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ ।
তৎপাদৌ শীর্ষণ্যাধায় দুর্ম্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্ ॥ ৩৮ ॥

( ভগবতা ) ইতি ( এবম্ ) উক্তঃ ( সন্ ) তং ( ভগবন্তং ) পরিক্রম্য ( প্রদক্ষিণং কৃত্বা ) পুনঃ পুনঃ নমস্কৃত্য তৎপাদৌ শীর্ষণি ( মস্তকে ) আধায় ( স্থাপয়িত্বা বহির্দৃষ্ট্যা ) দুর্ম্মনাঃ ( সন্ ) পুরীং ( দ্বারকাং ) প্রযযৌ ॥ ৩৮ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সারথি দারুক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় মস্তকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুর্ম্মনা হইয়া দ্বারকাপুরী যাত্রা করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বদর্য্যাশ্রমপ্রবেশো নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

# একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ তত্রাগমদ্‌ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ ।
মহেন্দ্রপ্রমুখা দেবা মুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ॥ ১ ॥

অথ ( অনন্তরং ) তত্র ব্রহ্মা ভবান্যা সমং ভবঃ ( চ ) অগমৎ, মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ ( মহেন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ ) দেবাঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ( মরীচ্যাদিভিঃ সহিতাঃ ) মুনয়ঃ ( সনকাদয়শ্চ অগমন্ ) ॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা, ভবানীর সহিত ভব, মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সনক প্রভৃতি মুনিগণ, ভগবানের নিকটে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ ।
চারণা যক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসো দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥

পিতরঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ ( সিদ্ধাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চ তে ) বিদ্যাধরমহোরগাঃ ( বিদ্যাধরাশ্চ মহোরগাশ্চ তে ) চারণাঃ যক্ষরক্ষাংসি ( যক্ষাশ্চ রক্ষাংসি চ তানি ) কিন্নরাপ্সরসঃ ( কিন্নরাশ্চ অপ্সরসশ্চ তে ) দ্বিজাঃ ( গরুড়লোকবাসিনঃ ) ॥ ২ ॥

পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগগণ, চারণগণ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরা ও দ্বিজগণ ॥ ২ ॥

দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্যাণং পরমোৎসুকাঃ ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ ॥
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ ।
কুর্ব্বন্তঃ সঙ্কুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৩ ॥

( হে ) রাজন্, পরময়া ভক্ত্যা যুতাঃ ( এতে ) পরমোৎসুকাঃ ( সন্তঃ ) ভগবতঃ নির্যাণং দ্রষ্টুকামাঃ শৌরেঃ ( দেবকীনন্দনস্য ) জন্ম কর্ম্মাণি চ গায়ন্তঃ গৃণন্তশ্চ বিমানাবলিভিঃ নভঃ সঙ্কুলং কুর্ব্বন্তঃ পুষ্পবর্ষাণি ববৃষুঃ ॥ ৩ ॥

হে রাজন্, ইহারা পরমভক্তিসহকারে ভগবানের নির্বাণ (দেবলোকে আগমন) দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কর্ম্ম গান ও উচ্চারণ করিতে করিতে বিমান দ্বারা নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৩॥

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ ॥ ৪ ॥

(তদানীং) বিভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পিতামহং (ব্রহ্মাণম্) আত্মনো বিভূতীঃ (দেবাংশ্চ) বীক্ষ্য (ততঃ আকৃষ্য) আত্মনি (স্বস্বরূপে) আত্মানং (মনঃ) সংযোজ্য পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ (যোগমিব অলক্ষয়ৎ) ॥ ৪ ॥

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও নিজ বিভূতি দেবতাগণকে দর্শন করিয়া নিজরূপে মনঃসংযোগপূর্ব্বক (যোগবিভূতি দ্বারা ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত) নয়নপদ্মযুগল নিমীলিত করিলেন ॥ ৪ ॥

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥ ৫ ॥

আগ্নেয্যা (অপি) যোগধারণয়া লোকাভিরামাং (লোকানাম্ অভিতো রমণং যস্যাং তাং) স্বতনুং (স্বস্য তনুং মূর্ত্তিম্) অদগ্ধ্বা (দগ্ধমকৃত্বৈব) ধারণাধ্যানমঙ্গলং (ধারণয়া ধ্যানস্য মঙ্গলং শোভনং বিষয়ং) স্বকং (নিজং বৈকুণ্ঠাখ্যং) ধাম অবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ৫ ॥

এবং স্বীয় মূর্ত্তির জগদাশ্রয়ত্বনিবন্ধন, লোকাভিরাম স্বীয় তনুকে দগ্ধ না করিয়াই স্বশরীরে ধ্যান ধারণা ও সমাধির একমাত্র বিষয় অশেষ মঙ্গলময় বৈকুণ্ঠাখ্য নিজ ধামে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

দিবি দুন্দুভয়ো নেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।
সত্যং ধর্ম্মো ধৃতির্ভূমেঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীশ্চানু তং ববুঃ ॥ ৬ ॥

দিবি (স্বর্গে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, খাৎ (আকাশাৎ) সুমনসশ্চ পেতুঃ, ভূমেঃ (সকাশাৎ) সত্যং ধর্ম্মঃ ধৃতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীশ্চ তম্ অনু (লক্ষীকৃত্য) ববুঃ ॥ ৬ ॥

তখন স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্য হইতে লাগিল ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং ধরামণ্ডল হইতে সত্য, ধর্ম্ম, ধৃতি, কীর্ত্তি ও শোভা শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল ॥ ৬ ॥

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মমুখ্যাঃ ( ব্রহ্মা মুখ্যঃ প্রধানং যেষাং তে ) দেবাদয়ঃ ( দেবপ্রভৃতয়ঃ ) স্বধামনি বিশন্তম্ অবিজ্ঞাতগতিম্ ( অবিজ্ঞাতা গতির্যস্য তং ) কৃষ্ণং ন দদৃশুঃ ( অতঃ বিস্মিতাঃ বভূবুঃ কেচিৎ ) দদৃশুশ্চ ॥ ৭ ॥

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম প্রবেশকালে ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৭ ॥

সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।
গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥
ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দধ্যুর্যোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা ॥ ৮ ॥

অভ্রমণ্ডলং হিত্বা ( ত্যক্ত্বা ) আকাশে যান্ত্যাঃ (গচ্ছন্ত্যাঃ) সৌদামন্যাঃ গতিঃ যথা মর্ত্ত্যৈঃ ন লক্ষ্যতে তথা ( ভূমণ্ডলং হিত্বা গচ্ছতঃ ) কৃষ্ণস্য (গতিঃ) দৈবতৈঃ (অপি) ন লক্ষ্যতে (কিন্তু পার্ষদা এব লক্ষিতবন্তঃ)। তদা তে ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তু হরের্যোগগতিং দধ্যুঃ, ( ততঃ ) বিস্মিতাঃ ( সন্তঃ ) তাং ( গতিং ) প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুঃ ॥ ৮ ॥

মেঘমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গমনকালে বিদ্যুতের গতি যেমন মনুষ্যলোকে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে পারে না, কেবল দেবলোকেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গতি দেবতারাও দৃষ্টিসহকারে নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, কেবল পার্ষদগণই তাহা দেখিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলেন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গতি অবধারণপূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিম্নোপরতঃ স আস্তে ॥ ৯ ॥

( হে ) রাজন্, পরস্য ( পরমকারণস্য ভগবতঃ ) তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা ( তনুভৃৎসু

যাদবাদিষু জননাপ্যয়েহা আবির্ভাবতিরোভাবচেষ্টাঃ অথবা তন্নুভৃতাং জীবানামিব জননঞ্চ অপায়শ্চ তয়োরীহা জননমরণচেষ্টা কেবলং ) মায়াবিড়ম্বনম্ ( এতজ্জনন-মরণাদিকং মায়য়া অনুকরণম্ ) অবেহি ( জানীহি )। যথা নটস্য ( ঐন্দ্রজালিকো নটো যথা মিথ্যাভূতে অপি স্বপরেষাং জন্মমরণে দর্শয়তি তথা ) আত্মনা (স্বয়মেব) ইদং সৃষ্ট্বা অনুবিশ্য ( অন্তর্যামিত্বেন প্রবিশ্য ) বিক্রীড্য অন্তে সংহৃত্য চ আত্মমহিম্নোপরতঃ ( আত্মনঃ স্বস্য মহিম্না উপরতঃ সন্ ) আস্তে ॥ ৯ ॥

ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণের লোকদৃষ্ট তত্তৎ অবস্থা শ্রবণে খেদান্বিত মহারাজকে লীলাতত্ত্বসিদ্ধান্ত দ্বারা আশ্বস্ত করিতেছেন—হে রাজন্, পরমকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার পারিষদ যাদবগণের যে সাধারণ জীবগণের ন্যায় জননমরণ চেষ্টা তাহা কেবল মায়াকৃত আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক নিজ ও পরের মিথ্যা জন্ম ও মৃত্যু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি স্বয়ং এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নানাবিকারযুক্ত করিয়া নিজ মহিমা প্রভাবে অন্তে সংহারানন্তর বিরত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন ॥ ৯ ॥

মর্ত্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাঞ্চানয়ৎ শরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্ ।
জিগ্যেঽন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্ মৃগয়ুং সদেহম্ ॥ ১০ ॥

যঃ শরণদঃ ( শরণাগতরক্ষকঃ ) যমলোকনীতং ( যমেন স্বলোকং প্রাপিতং নীতং যমলোকগতমপি ) গুরুসুতং মর্ত্ত্যেন ( মরণশীলেনাপি তেনৈব শরীরেন সহ ) আনয়ৎ পরমাস্ত্রদগ্ধং ( ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধং ত্বাঞ্চ যঃ রক্ষিতবান্ যশ্চ ) অন্তকান্তকমপি ( অন্তকস্য যমস্য অপি অন্তকম্ ) ঈশং ( মহারুদ্রং বাণসংগ্রামে ) জিগ্যে ( জিতবান্ অসৌ যশ্চ জরাখ্যং ) মৃগয়ুং ( ব্যাধং ) স্বঃ ( স্বর্গং ) সদেহং ( সশরীরমেব ) অনয়ৎ ( প্রাপয়ামাস ) অসৌ স্বাবনে ( স্বস্য স্বীয়জনস্য চ ) অবনে ( রক্ষণে ) কিম্ অনীশঃ ( অসমর্থঃ ? কথমপি নৈব ॥ ১০ ॥

যিনি যমলোকগত গুরুপুত্রকে মর্ত্ত্যশরীরেই আনয়ন করিয়াছিলেন, যে শরণাগত-প্রতিপালক ভগবান্ তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রদাহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অন্তকের অন্তক মহারুদ্রকে বাণসংগ্রামে জয় করিয়াছিলেন, যিনি জরানামক ব্যাধকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরিত করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাধকর্তৃক

বিষ্ণু নিজশরীর রক্ষণে ও আত্মীয় রক্ষণে অসমর্থ, ইহা কি কখনও হইতে পারে ? কখনই হইতে পারে না। ১০ ॥

তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েম্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক্।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্ত্যেন কিঃ স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥১১॥

(যদ্যপি উক্তপ্রকারেণ) অশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষু (অশেষাণাং সমগ্রাণাং স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু) অনন্যহেতুঃ (নিরপেক্ষকারণং স্বয়ং) যৎ (যস্মাৎ) অশেষশক্তিধৃক্ (তথাপি যাদবান্ সংহৃত্য নিজং) বপুঃ অত্র শেষিতম্ (অবশেষিতং) প্রণেতুং (কর্ত্তুং) নৈচ্ছৎ (যতঃ) মর্ত্ত্যেন (দেহেন) কিং (পুনঃ কিং কার্য্যমস্তি ন কিঞ্চিদপি অতঃ) স্বস্থগতিং (স্বস্থানাং স্বধামগতানাং তেষাং গতিমেব স্বস্য অভিরুচিতত্বেন প্রকৃষ্টাং) প্রদর্শয়ন্ (স্বমেব লোকম্ অনয়ৎ) ॥ ১১ ॥

যদিও স্বয়ং উক্তরূপে সমস্ত জগতের স্থিতি, উৎপত্তি ও বিনাশের নিরপেক্ষ কারণ ও অনন্তশক্তিশালী, তথাপি যাদবগণের সংহার করিয়া নিজ দেহকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না ; যেহেতু মর্ত্ত্যশরীরসাধ্য কার্য্য আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, অতএব স্বধামগত নিজ পার্ষদগণের গতিই উৎকৃষ্ট ও নিজ অভিমত, ইহাই প্রদর্শনপূর্ব্বক সশরীরে দিব্যগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

য এতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং নরঃ।
প্রযতঃ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥ ১২ ॥

যঃ নরঃ কৃষ্ণস্য এতাং পদবীং (গতিং) প্রাতরুত্থায় প্রযতঃ (সন্) ভক্ত্যা কীর্ত্তয়েৎ (সঃ) উত্তমাং তামেব (পদবীং) প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

যে মনুষ্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার গতি সংযত হইয়া ভক্তিসহকারে উৎকীর্ত্তন করেন, তিনি তাঁহার সেই উত্তমা পদবী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১২ ॥

দারুকো দ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ।
পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ ॥
কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশো নৃপ।
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়া জনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ ॥

তত্র স্ম ত্বরিতা জগ্মুঃ কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ।
ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়ো ঘ্নন্ত আননম্ ॥ ১৩ ॥

(হে) নৃপ, দারুকঃ দ্বারকাম্ এত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ (পাদয়োঃ) পতিত্বা কৃষ্ণবিচ্যুতঃ (সন্ তয়োঃ) চরণৌ অস্রৈঃ (রোদনোত্থনয়নজলৈঃ) অষিঞ্চৎ (আর্দ্রীচকার ততঃ) কৃৎস্নশঃ (অশেষতঃ) বৃষ্ণীনাং নিধনং কথয়ামাস। তৎ শ্রুত্বা উদ্বিগ্নহৃদয়াঃ (সর্ব্বে) জনাঃ শোকমূর্চ্ছিতাঃ (বভূবুঃ। ততঃ) যত্র জ্ঞাতয়ঃ ব্যসবঃ (প্রাণহীনাঃ) শেরতে তত্র কৃষ্ণবিশ্লেষবিহ্বলাঃ (কৃষ্ণবিয়োগেন) ব্যাকুলাঃ (অতএব) আননং ঘ্নন্তঃ (করাঘাতেন গণ্ডস্থলং তাড়য়ন্তঃ) ত্বরিতাঃ (সংজাতবেগাঃ) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্, এদিকে কৃষ্ণবিরহে কাতর দারুক দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক বসুদেব ও উগ্রসেনের চরণযুগলে পতিত হইয়া নয়নবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, এবং বৃষ্ণিগণের সাকল্যে নিধনের কথা কহিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সকলেই উদ্বিগ্নহৃদয় ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে যে স্থানে জ্ঞাতিগণ প্রাণহীন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিহ্বল হইয়া করাঘাতে গণ্ডস্থল বিতাড়িত করিতে করিতে তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথা সুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তা বিজহুঃ স্মৃতিম্ ॥
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুস্ত্রিয়ঃ ॥
রামপত্ন্যশ্চ তদ্দেহমুপগুহ্যাগ্নিমাবিশন্।
বসুদেবপত্ন্যস্তদ্গাত্রং প্রদ্যুম্নাদীন্ হরে স্নুষাঃ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যোঽবিশন্নগ্নিং রুক্মিণ্যাদ্যাস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

দেবকী রোহিণী চ তথা বসুদেবঃ কৃষ্ণরামৌ সুতৌ অপশ্যন্তঃ (সর্ব্বে) শোকার্ত্তাঃ (সন্তঃ) স্মৃতিং বিজহুঃ। ভগবদ্বিরহাতুরাঃ (ভগবদ্বিরহেণ কাতরাঃ (তে) তত্র প্রাণাংশ্চ বিজহুঃ। (হে) তাত, স্ত্রিয়ঃ পতীন্ উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) চিতাম্ আরুরুহুঃ; রামপত্ন্যঃ তদ্দেহম্ উপগুহ্য অগ্নিম্ আবিশন্; বসুদেবপত্ন্যঃ তদ্গাত্রং. হরেঃ (কৃষ্ণস্য) স্নুষাঃ

প্রদ্যুম্নাদীন্ ( আলিঙ্গ্য অগ্নিম্ আবিশন্ ) ; তদাত্মিকাঃ রুক্মিণ্যাদ্যা কৃষ্ণপত্ন্যঃ অগ্নিম্ অবিশন্ ( প্রবিবিশুঃ ) ॥ ১৪ ॥

দেবকী, রোহিণী ও বসুদেব, পুত্র কৃষ্ণরামকে না দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, এবং ভগবদ্বিরহে কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে বৎস, স্ত্রী সকল স্বামীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন ; রামের পত্নীগণ তাঁহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; বসুদেবের পত্নীগণ তাঁহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া এবং হরির পুত্রবধুগণ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ও রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণপত্নীগণ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ ॥ ১৫ ॥

প্রেয়সঃ কৃষ্ণস্য সখ্যুঃ বিরহাতুরঃ ( বিরহেণ কাতরঃ সন্ ) অর্জ্জুনঃ সদুক্তিভিঃ (সত্যোঽবিতথাঃ উক্তয়ঃ যেষু তৈঃ ) কৃষ্ণগীতৈঃ ( মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ইত্যাদিপর্য্যবসানাভিঃ ) আত্মানং সান্ত্বয়ামাস ॥ ১৫ ॥

প্রিয়তম সখা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া অর্জ্জুন যথার্থবাক্যসমন্বিত কৃষ্ণগীত দ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা করিলেন ॥ ১৫ ॥

বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জ্জুনঃ সাম্পরায়িকম্।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥
দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্ ॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ ॥
শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জ্জুনাত্তে পিতামহাঃ।
ত্বাস্তু বংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্ব্বে মহাপথম্ ॥ ১৬ ॥

জ্জুনঃ নষ্টগোত্রাণাং হতানাং বন্ধূনাম্ অনুপূর্ব্বশঃ যথাবৎ সাম্পরায়িকম্

(ঔর্দ্ধদেহিকং) কারয়ামাস। হে মহারাজ, (যতঃ) তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ নিত্যং তত্র সন্নিহিতঃ (অতঃ) স্মৃতঃ অশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং (সর্ব্বেষাং মঙ্গলানামপি মঙ্গলং) শ্রীমদ্ভগবদালয়ং বর্জ্জয়িত্বা হরিণা ত্যক্তাং দ্বারকাং ক্ষণাৎ (ক্ষণং প্রাপ্য) সমুদ্রঃ অপ্লাবয়ৎ। ধনঞ্জয়ঃ হতশেষান্ (হতেভ্যঃ অবশিষ্টান্) স্ত্রীবালবৃদ্ধান্ আদায় ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য তত্র বজ্রম্ অভ্যষেচয়ৎ। (হে) রাজন্, তে (তব) পিতামহাঃ অর্জ্জুনাৎ (অর্জ্জুনসকাশাৎ) সুহৃদ্বধং শ্রুত্বা ত্বাম্ (ত্বামেব) বংশধরং কৃত্বা সর্ব্বে মহাপথং জগ্মুঃ॥ ১৬॥

অর্জ্জুন, নিহত নষ্টবংশ বন্ধু সকলকে যথাক্রমে জলপিণ্ডাদি প্রদান করাইলেন। যেখানে ভগবান্ নিত্য সন্নিহিত, যাঁহার স্মরণে অশেষ অমঙ্গল ধ্বংস হয় ও সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ সেই শ্রীমধুসূদনের শ্রীসম্পন্ন নিকেতন ব্যতীত হরিপরিত্যক্তা দ্বারাবতীকে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ প্লাবিত করিল। ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক তথায় বজ্রের অভিষেক করিলেন। হে রাজন্, তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের মুখে সুহৃদ্বধ শ্রবণপূর্ব্বক তোমাকেই বংশধর করিয়া সকলে মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন॥ ১৬॥

য এতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ।
কীর্ত্তয়েচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭॥

যঃ মর্ত্ত্যঃ (আদিতঃ আরভ্য) এতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি জন্ম চ কীর্ত্তয়েৎ শ্রাবয়েৎ (চ সঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৭॥

যে মনুষ্য এই দেবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিবেন, শ্রবণ করিবেন বা শ্রবণ করাইবেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন॥ ১৭॥

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত॥ ১৮॥

হরেঃ ভগবতঃ ইত্থং রুচিরাবতারং শন্তমানি (মঙ্গলময়ানি) বীর্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ অন্যত্র ইহ চ শ্রুতানি গৃণন্ (সন্) মনুষ্যঃ পরমহংসগতৌ পরাম্ (উৎকৃষ্টাং) ভক্তিং লভেত॥ ১৮॥

ভগবান্ হরির এইরূপ পরমমঙ্গলময় মনোহর অবতারকথা বীর্য্য ও বাল্য চরিত সকল কীর্ত্তন করিলে, মনুষ্যগণ পরমহংসগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পরমভক্তি লাভ করিবেন ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং বৈয়াসিক্যাম্
একাদশস্কন্ধে মৌষলং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

সমাপ্তশ্চায়মেকাদশস্কন্ধঃ ॥ ১১ ॥

---